পূজ্যপাদ-মহাকবি-

শ্রীমদ্গোস্বামী তুলসীদাস-কৃত

রামায়ণ।

শ্রীহরিনারায়ণ মিশ্র কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা,

।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

১৩১১ সাল।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি তুলসীদাস-প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিন্দী রামায়ণের ইহা বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ। অনুবাদকের নাম,—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিশ্র। ইনি মুর্শিদাবাদ-কাঁদির অন্যতম বিখ্যাত উকীল। মিশ্র মহাশয় ভক্ত, সুলেখক এবং কবি। অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য তিনি এ অনুবাদ-কার্য্যে ব্রতী হন নাই। বঙ্গে যাহাতে অমর-কবি তুলসীদাসের কবিত্ব-সৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হয়, বঙ্গের গৃহে গৃহে যাহাতে তুলসীদাসের কবিত্ব-কীর্ত্তি বিঘোষিত ও মহিম-রাগ উদ্ভাসিত হয়, প্রত্যেক বাঙ্গালী যাহাতে তুলসীদাসের অপূর্ব্ব কবিত্ব-সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হন, এই উদ্দেশেই মিশ্র মহাশয় বহু যত্নে, মূল হিন্দী কবিতার সহিত মিল রাখিয়া এই পদ্যানুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

তুলসীদাসের মহাকাব্য রামায়ণ,—মগধ-মিথিলা, বিহার-ত্রিহুত, মধ্যভারত, উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব-বোম্বাই প্রভৃতি বহু প্রদেশে অতি মাত্র ভক্তির সহিত নিত্য পঠিত এবং ফুল চন্দনে পূজিত। এই রামায়ণ লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানীর নিকট একাধারে বেদ-দর্শন স্মৃতি-কাব্য এবং ইতিহাসবৎ প্রতীয়মান। এই রামায়ণ ভক্তের নিকট মোক্ষলাভের সুনিশ্চিত উপায়রূপে গৃহীত,—কি ভূপতি, কি কৃষক, কি অশিক্ষিত, কি পণ্ডিত, সর্ব্ব শ্রেণীর সকলেরই সমীপে এই রামায়ণের তুল্যরূপ সমাদর। এত দিন বঙ্গে এ মহাকাব্য প্রচারের সুবিধা সংঘটিত হয় নাই। হিন্দী ভাষায় যাঁহারা অনভিজ্ঞ, এবার তাঁহারও প্রাণ পূরিয়া, সে সুধাস্বাদ গ্রহণের সুবিধা পাইলেন। বঙ্গসাহিত্য-অঙ্গে এক নূতন মণি সংযোজিত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ অপূর্ব্ব রত্নের বহু প্রচারই মিশ্র মহাশয়ের উদ্দেশ্য,—আর্থিক লাভ উদ্দেশ্য নহে। তাই তিনি আমাদের নিকট হইতে কোনরূপ অর্থ না লইয়া, অতি সুলভ মূল্যে, নাম মাত্র মূল্যে, বঙ্গবাসীর গ্রাহকগণকে যথানিয়মে উপহার স্বরূপ প্রদান করিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে ইহা পাঁচ হাজার কাপি ছাপিবার অনুমতি দিয়াছেন। সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ এরূপ বৃহৎ রামায়ণের মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা ধার্য্য করিলেও অধিক গণ্য না হইতে পারে; কিন্তু আমরা অতি অল্প,—নাম মাত্র মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিলাম। উত্তম বাঁধাই রাজ-সংস্করণ তুলসীদাসী রামায়ণের মূল্য চৈত্র-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ॥৵০ দশ আনা ধার্য্য করিলাম। ডাক মাশুলাদি ।০ চারি আনা। কাগজে বাঁধাই গ্রন্থের মূল্য ।॥০ আট আনা মাত্র। ডাক মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা। ইতি ১৩১১ সাল।

প্রকাশক।

শ্রীরামায়ণ।

বালকাণ্ড।

শিব শুভ পরিণয় রাবণ-জনম।
তার তেজ বল তপ আদির মরম॥
রামের জনম আর বিবাহ কথন।
এ প্রসঙ্গ বালকাণ্ডে হইল বর্ণন॥

বর্ণ অর্থ রস ছন্দ সৃজনকারক।
বন্দি সর্ব্বশুভকর্ত্তা বাণী বিনায়ক॥
শরধা বিশ্বাসরূপী উমা মহেশ্বর।
নমি তাঁহাদের পাদ-পদ্ম শিবকর॥
নহিলে যাঁহাদের কৃপা কোন সিদ্ধনর।
না পায় দেখিতে কভু স্বান্তস্থ ঈশ্বর॥
শিবরূপী গুরু বোধময় সনাতন।
তাঁহার চরণ করি সতত বন্দন॥
করি বক্রশশী যাঁর ললাট আশ্রয়।
ভুবনভিতরে সর্ব্বজনপূজ্য হয়॥
সীতা-রাম-গুণগ্রাম পুণ্য বনচর।
নমি শুদ্ধজ্ঞান কবীশ্বর কপীশ্বর॥
জগত উদ্ভব স্থিতি প্রলয়কারিণী।
নমি শুভঙ্করী সীতা দুঃখবিনাশিনী॥
যাঁর মায়াবিমোহিত অখিল ভুবন।
চরাচরসহ দেব কমলআসন॥
মায়াবিরচিত এই সকল সংসার।
সত্য বলি হয় জ্ঞান সত্ত্বাতে যাঁহার॥
চাহে ভবনিধি পার যাইতে যে জন।
একমাত্র প্লব তার যাঁহার চরণ॥
সেই রাম-আখ্যা হরি ঈশ নারায়ণ।
নমি আমি পরতত্ত্ব অশেষকারণ॥
আগম পুরাণ নানাশাস্ত্রের কথিত।
সংগ্রহ করিয়া মত বেদের বিহিত॥
রচিল তুলসীদাস এই রামায়ণ।
ললিত প্রবন্ধে আত্মসুখের কারণ॥

সর্ব্বসিদ্ধি হয় যাঁরে করিলে স্মরণ।
গণনাথ বুদ্ধিরাশি গজেন্দ্রবদন॥
মোরে কৃপা কর প্রভু শুভগুণালয়।
তোমার চরণে আমি লইনু আশ্রয়॥
মূকেরে করিলে কৃপা সে হয় বাচাল।
পঙ্গু আরোহিতে পারে ভূধর বিশাল॥
তব কৃপা হুতাশন কলুষ ইন্ধন।
ভস্মরাশি করে তারে করিয়া দহন॥
ওহে নীলসরোরুহশ্যামল সুন্দর।

ক্ষীরোদ সাগরে তুমি করহে শয়ন।
হৃদয়মন্দিরে মম বস নারায়ণ॥
কুন্দ ইন্দু সম কিবা শ্বেত কলেবর।
পার্ব্বতীরমণদেব করুণা-আকর॥
তোমার অসীম কৃপা দীনের উপর।
মদনমথন হর মোরে দয়া কর॥
করুণা-বারিধি গুরু নররূপ হরি।
তোমার চরণে আমি সদা নমস্করি॥
মহামোহ তমোরাশি করিতে হরণ।
রবিকর সম হয় গুরুর বচন॥
নমি আমি গুরুপদ-কমলপরাগ
যাহে মনোহর গন্ধ রস অনুরাগ॥
সুস্বাদু অমৃতময় সুচারু চূরণ।
ভবরোগ পরিবার যাহাতে দমন॥
সুকৃত সঙ্কর তনু বিমলবিভূতি।
মঞ্জুল মঙ্গলময় আমোদ-প্রসূতি॥
মনুজের মনোরূপ মুকুরের মল।
হরিবারে ধরে বল অতীব প্রবল॥
করিলে তিলক নিজ ললাটমাঝারে।
পারে উহা গুণগণ বশ করিবারে॥
গুরুপদ-নখমণি পরম ভাস্বর।
স্মরণ করিলে দিব্য দৃষ্টি পায় নর॥
বিমোহ-তিমিরে দলি হংসে পরকাশে।
মহাভাগ্য বলে উদে হৃদয়আকাশে॥
ভবরজনীর দুঃখ সব করে নাশ।
নিরমল জ্ঞানচক্ষু করিয়া বিকাশ॥
গুপত প্রকট সব শ্রীরামচরিত।
সেই আলোকেতে হয় স্থির প্রকাশিত॥
হইলে সাধন সিদ্ধ সাধক সুজন।
জ্ঞানের অঞ্জন দিয়া মাজিয়া লোচন॥
আঁখির উপরে করে বিশ্ব দরশন।
ভূতল আকর গিরি গহন কানন॥
শ্রীগুরুচরণরজ কোমল অঞ্জন।
নয়নের সব দোষ করয়ে হরণ॥
করিয়া বিমল তাহে বিবেক লোচন।
শ্রীরামচরিত আমি করিব বর্ণন॥
প্রথমেতে বন্দি আমি ভূদেবচরণ।
বিমোহজনিত দুখ যাহে নিবারণ
গুণের আলয় যত সাধক সুজন।
প্রেমের সহিত বন্দি তাঁদের চরণ॥
কার্পাস সদৃশ হয় সাধুর চরিত।
গুণময় ফল যার সর্ব্বজনহিত॥
নিজে দুখ সহে পরদুখ দূর-তরে।
জগতদুর্লভ যশ গুণে লাভ করে॥
প্রমোদ মঙ্গলময় সাধুর সমাজ।
জগতে জঙ্গম যাহা তীর্থকুলরাজ॥
যথা সুরধুনীধারা শ্রীরামভকতি।
ব্রহ্মবিচারণা যথা নদী সরস্বতী॥
করম নিষেধ বিধি রবির নন্দিনী।
কলির দারুণ মল হরণকারিণী॥
বেণী সম হরিহর গুণের কথন।
সে লভে সকল শুভ যে করে শ্রবণ॥
বটতরু নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাস অচল।
এমত তীরথরাজ প্রয়াগ সচল॥
সুলভ এ মহাতীর্থ হয় সব দেশে
সেবিলে ভকতিভাবে নাশে ভবক্লেশে॥
অলৌকিক অগোচর তীর্থের প্রধান।
প্রকটপ্রভাব সদ্য ফল করে দান॥
শুনিয়া বুঝিয়া যার প্রমুদিত মন।
অনুরাগ সহ তীর্থে সে করে মজ্জন॥
অক্ষত শরীরে চতুর্ব্বর্গ লাভ করে।
সাধুর সমাজ এই তীরথপ্রবরে॥
স্নানফল স্নানকালে দেখিয়া লইবে।
কাক পিক হবে বক মরাল হইবে॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান কেহ না করিবে
সঙ্গের মহিমা সবে এরূপ জানিবে॥
বাল্মীকি নারদ ঘটযোনি মহামতি।
নিজ নিজ মুখে কয় আপন উৎপতি॥
জলচর স্থলচর আর নভচর।
স্থাবর জঙ্গম যত ভুবনভিতর॥
সুকীর্ত্তি সুমতি আর সুভূতি সুগতি।
যেখানে যখন লভে করি যত্ন অতি॥
সঙ্গের প্রভাব তাহা জানিবে নিশ্চয়।
লোক বেদ কহে নাহি দ্বিতীয় উপায়॥
সাধুসঙ্গ বিনা হয় বিবেক দুর্ল্লভ।
রামকৃপা বিনা নহে তাহাও সুলভ॥

সাধুসঙ্গে লাভ হয় সকল মঙ্গল।
সাধনফুলের এই হয় পক্ক ফল॥
সাধুসঙ্গগুণে হয় কুমতি সুমতি।
পরশ পরশি হেম কুধাতু যেমতি॥
দৈববশে যদি সাধু কুসঙ্গেতে পড়ে।
ফণিমণি সম নিজ গুণ অনুসরে॥
বাণী হরিহর কবি কমল-আসন।
লভে সুখ সাধু-গুণ করিয়া বর্ণন॥
নাহিক জগতে সাধুমহিমা-তুলনা।
আমার কি সাধ্য আছে করিব বর্ণনা॥
শাকগুণ জানে শাকব্যবসায়ী জন।
পারে কি কহিতে মণিগুণ সে কেমন॥
বন্দি আমি সমুচিত সাধুর চরণে।
অরি মিত্র নাহি যার এ তিন ভুবনে॥
রাখিলে কুসুম যথা অঞ্জলিভিতর।
সমভাবে গন্ধযুত করে দুই কর॥
সুজন সরলচিত জগতের হিত।
জানিয়া আমার প্রেম স্বভাববিহিত॥
কৃপা করি শুনি এবে শিশুর বিনতি।
প্রদান করহ মোরে রামপদে রতি॥
ভক্তিভাবে বন্দি পুন খলের চরণ।
যে করে দক্ষিণে বাম বিনা প্রয়োজন॥
পরহিতহানি একমাত্র লাভ যার।
পরদুখ দেখি সুখ উপজে অপার॥
হরিহর যশ শশী রাহু সে গ্রাসিতে।
সে সহস্র কর পর-অহিত সাধিতে॥
লখিতে পরের দোষ সহস্রলোচন।
পরহিত-ঘৃতে মাছি হয় যার মন॥
তেজে অগ্নিসম ক্রোধে রবির সমান।
পাপে ধনী যথা ধনে যক্ষের প্রধান॥
ধূমকেতু উঠে যদি গগনউপরে।
অনিষ্টসূচনা সর্ব্ব জগতের করে॥
জগতে জনমি তথা পামর দুর্জ্জন।
সকল লোকের হয় অহিতকারণ॥
কুম্ভকর্ণ গেলে নিদ্রা যথা সুখী জন।
খলের বিশ্রামে সুখী তথা ত্রিভুবন॥
নিজ তনুনাশে পর অহিতের তরে।
যেমতি উপল হিম শস্য নাশ করে॥

এ হেন খলের করি চরণ বন্দন।
বরণিতে পরদোষ সহস্রবদন॥
পৃথুরাজ সম খলে পুন করি নতি।
শুনিতে পরের দোষ অগণিতশ্রুতি।
ইন্দ্রপরাক্রম খল করি হে বিনয়।
সতত সুরের হিত তব কার্য্য হয়॥
সদা প্রিয়তম তব অশনি-বচন।
পরদোষ নেহারিতে অযুতনয়ন॥
খলের এরূপ রীতি করহ শ্রবণ।
অরি মিত্র উদাসীনহিতে জ্বলে মন॥
জানু পাণিযুগ জুড়ি করিহে মিনতি।
আমারে কর হে কৃপা যত খলমতি॥
অনুরাগ সহ কর বায়সে পালন।
নিরামিষভোজী সে কি হইবে কখন॥
সাধু অসাধুর পদ করিয়া বন্দন।
উভয়েই দুখপ্রদ দেখাব এখন।
সাধুর বিয়োগ করে হরণ পরাণ।
অসাধুমিলন করে মহা দুখ দান॥
একত্রে উপজে দেখ জলের ভিতর।
জলৌকা জলজ কত গুণেতে অন্তর॥
সুধা সুরা সম হয় কুজন সুজন।
উভয়ে সাগরে করে জনম গ্রহণ॥
সুখ দুখপ্রদ হয় আপন করম।
কর্ম্ম অনুসারে গতি উত্তম অধম॥
সুধা সুধাকর সুরধুনী সাধু জন।
কর্ম্মনাশা বিষ ব্যাধ অনল কুজন॥
ইহাদের গুণ দোষ সকলেই জানে।
যার যথা মনোভাব তেমন সে মানে॥
যাহার যেরূপ ভাব হৃদয়মাঝারে।
ভাল মন্দ বাছি লয় করিয়া বিচারে॥
উত্তম হইতে লাভ উত্তমতা হয়।
অধম হইতে লাভ নীচতা নিশ্চয়॥
যে করে অমৃত পান অমর সে হয়।
বিষপানে মৃত্যুলাভ নাহিক সংশয়॥
দোষের আলয় খল সাধু গুণাশ্রয়।
অপার সাগর সম উভয়েই হয়॥
গুণ দোষ কহিবার জানিবে কারণ।
না চিনিলে অসম্ভব সংগ্রহ বর্জ্জন.

উত্তম অধম সব বিধাতা সৃজিল।
দোষ গুণ গণি বেদ পৃথক্ করিল ॥
আগম পুরাণ বেদে হয়েছে কথিত।
বিধির প্রপঞ্চ গুণ অগুণ-মিলিত ॥
সুখ দুখ পাপ পুণ্য আর দিন রাতি।
সুজন কুজন আর সুজাতি কুজাতি ॥
উত্তম মধ্যম নীচ দেবতা দানব।
অমৃত গরল মৃত্যু রাক্ষস মানব ॥
ব্রহ্ম মহামায়া আর জীব জগদীশ।
দরিদ্র অলক্ষ্য লক্ষ্য সুখী অবনীশ ॥
কর্ম্মনাশা সুরধুনী কাশী গবাসন।
মালব মগধ মরু ভূদেব ব্রাহ্মণ ॥
সরগ নরক অনুরাগ সুবিরাগ।
নিগম আগমে গুণ দোষের বিভাগ ॥
স্থাবর জঙ্গম জীব গুণ-দোষময়।
বিধির সৃজন কার্য্য এই মত হয় ॥

করে নিরমল ক্ষীর মরাল গ্রহণ।
গুণ অবগুণ তথা করিয়া বিচার।
সাধুগণ করে গুণভাগ অঙ্গীকার ॥
করিলে বিবেক শুদ্ধ বিধাতা অর্পণ।
দোষ পরিহরি গুণে রত থাকে মন ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় কাল স্বভাব করম।
প্রকৃতির বশে হয় উত্তম অধম ॥
ত্যজে প্রকৃতির দোষ যবে হরি জন।
লভে নিরমল যশ জগতে তখন ॥
না ছাড়ে মলিন মন স্বভাব অভঙ্গ।
ক্রমশ উন্নত হয় পাইয়া সুসঙ্গ ॥
জগত-বঞ্চক যদি ভ্রমে সাধুবেশে।
তাহার প্রভাবে পূজ্য হয় সবদেশে ॥
কুবেশে থাকিলে সাধু নাহি যায় মান।
তাহার দৃষ্টান্ত জাম্ববান্ হনুমান্ ॥
সুসঙ্গেতে লাভ ক্ষতি কুসঙ্গেতে হয়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
উঠে রজ পবনের সহিত গগনে।
পঙ্কে পরিণত হয় নীচ জলসনে ॥
শুক সারী থাকে যদি সুজনশরণে।
ভক্তি লাভ করে তেঁহ শ্রীরামস্মরণে ॥

অসাধু যদ্যপি করে শুকের পালন।
কহে সে সঙ্গের দোষে লোকে কুবচন ॥
কুসঙ্গ-ধূমেরে ঝুলে পরিণত করে।
সঙ্গগুণে মসী শাস্ত্র লিখিবার তরে ॥
যদি জল পায় বায়ু অনল-সঙ্গতি।
জগতজীবন ঘনে করে উতপতি
সলিল ঔষধি গ্রহ পবন বসন।
কুযোগ সুযোগসনে হইলে মিলন ॥
কভু কুলক্ষণ হয় কভু সুলক্ষণ।
সুবস্তু কুবস্তু হয় জানে জগজন ॥
শুক্ল আর কৃষ্ণপক্ষ নামমাত্র ভেদ।
শশী কলাক্ষয় বৃদ্ধি করি দেয় খেদ ॥
জগমাঝে যত জীব স্থাবর চেতন।
বন্দি রামময় জানি সবার চরণ ॥
দেব খগ নাগ নর দনুজ গন্ধর্ব্ব।
প্রেত নিশাচরে বন্দি কৃপা কর সর্ব্ব।
চতুরঅশীতিলক্ষ যোনির সৃজন।
করি বিধি দিল ভূমি গগনে ভবন ॥
সীতারামময় জানি সব চরাচর।
সবারে প্রণাম করি জুড়ি যুগকর ॥
ছলনা ছাড়িয়া সবে মোরে কৃপা কর।
সুপ্রসন্ন হও আমি সবার কিঙ্কর ॥
ভরসা নাহিক মোর নিজ বুদ্ধি বলে।
সেহেতু মিনতি করি আমি গো সকলে
বরণিতে রামগুণ লোভ হয় অতি।
অসীম সে লীলা যশ আমি লঘুমতি ॥
উপায় না দেখি আমি করিয়া চিন্তন।
মনোরথ মহারাজ দীনহীন কন ॥
অতীব রুচির রুচি অন্তর সমল।
নাহি জুড়ে জল চাহি অমৃত বিমল ॥
ক্ষমহ সাহস মম সাধুজনগণ।
মন দিয়া শুন সবে বালকবচন ॥
আধ আধ কথা শিশু করে উচ্চারণ।
পিতা মাতা শুনি হয় আনন্দে মগন ॥
পরনিন্দা-রত ক্রূর পরিহাস করে।
পরদোষ আভরণ যে শরীরে ধরে ॥
না করে কাহারে তৃপ্ত নিজ কাব্যরস।
হউক নীরস কিম্বা সরল সরস ॥

অন্যের কবিত্ব শুনি হরষিতমন।
জগতে অধিক নাহি পুরুষ এমন॥
সরোবর নদী সম আছে বহুজন।
লয়ে পরজল করে শরীর পূরণ॥
সুকৃত সাগর সম অতি অল্পজন।
পরযশ-বিধু দেখি আনন্দিতমন॥
আমি হতভাগ্য মোর অভিলাষ বড়।
করেছি বিশ্বাস এই হৃদয়ভিতর॥
সুজন পাইবে সুখ করিয়া শ্রবণ।
উপহাস করিবেক অসাধুর গণ॥
কপটের উপহাসে হিত হবে মোর।
সুকণ্ঠ কোকিলে কহে বায়স কঠোর
হংসে উপহাসে বক চাতকে দাদুর।
তেমতি বিমল জনে উপহাসে ক্রূর॥
অরসিক রামপদে প্রীতি নাহি যার।
শুনিয়া এ কাব্য হাসি উপজিবে তার॥
কুতর্কবিহীন হরিহরপদ রত।
এ কাব্য মধুর তারে লাগিবে সতত॥
রামপদে প্রেম যার হৃদয়ভূষণ।
শুনি পাইবেক সুখ সেই মহাজন॥
নাহি হই কবি নাহি চতুর প্রবীণ।
সর্ব্ব বিদ্যা সর্ব্বকলা হইতে বিহীন॥
আখর অর্থের যোগ নানা অলঙ্কার।
ছন্দ প্রবন্ধের ভেদ অনেক প্রকার॥
ভাব-ভেদ রস-ভেদ হয় সে অপার।
নানাবিধ আছে গুণ দোষ কবিতার॥
কবিতা-বিচার-শক্তি নাহিক আমার।
কহিলাম সত্য করি অগ্রেতে সবার॥
সবগুণহীন কাব্য আমার ভণিত।
একমাত্র গুণ তাহে জগতে বিদিত॥
শুনিবে সুমতি মনে করিয়া বিচার।
বিমল বিবেক মনে জনমিবে যার॥
আছে হে ইহাতে রামনাম সে উদার।
ভুবন-পাবন বেদ-পুরাণের সার॥
সকলমঙ্গলালয় অমঙ্গলহারী।
উমার সহিত যাহা জপে ত্রিপুরারি॥
সুকবি-ভণিতা অতি বিচিত্র কবিতা।
রামনাম বিনা নাহি হয় সুশোভিতা॥
ভূষণে ভূষিতা যদি হয় চন্দ্রাননা।
নাহি পায় শোভা যদি থাকে বিবসনা॥
গুণবিরহিত কাব্য কুকবি-কথিত।
রামনামযশে থাকে যদ্যপি অঙ্কিত॥
আদর সহিত করে পণ্ডিত শ্রবণ।
গুণগ্রাহী হয় সাধু মধুপ যেমন॥
যদিও ইহাতে নাহি কাব্যের লক্ষণ।
আছে রাঘবের লীলা কীরতি-কীর্ত্তন॥
সেই একমাত্র আশা মনে উপজিল।
সাধুসঙ্গে থাকি কে না বড়াই পাইল॥
সহজকটুতা ধূম করে বরজন।
যদ্যপি অগুরুসনে হয় সম্মিলন॥
রামযশ করে কলি-কলুষ হরণ।
সেহেতু তুলসীদাস করিল বর্ণন॥
স্রোতোবেগে ধরে যথা নদী বক্রগতি।
জানিবে কুটিলগতি কবিতা তেমতি॥
প্রভুর সুযশ ইথে হইল কথিত।
সুজনের মন যাহে হয় হরষিত॥
শ্মশানের ভস্ম শিব-অঙ্গবিভূষণ।
যাহার স্মরণে সর্ব্ব অশিব-নাশন॥
হইল রচিত ইথে রাঘবপ্রসঙ্গ।
সবাকার হবে ইহা অতি প্রিয়সঙ্গ॥
করে কি কখন কেহ কাষ্ঠের বিচার!
মলয়জতরুমাত্র চন্দনের সার॥
শ্যামল সুরভি পয় অতীব বিশদ।
যে পান করিবে তার হইবে গুণদ॥
যদি রামযশ হয় গ্রাম্যবাক্যে গীত।
কহে শুনে সাধুজন আনন্দসহিত॥
মুকুতা মাণিকমণি-কিরণ যেমন।
অহি-গিরি-গজশিরে না শোভে তেমন।
রাজার কিরীট আর নারীকলেবর।
পাইলে সুকান্তি ধরি শোভে নিরন্তর॥
সুকবির কাব্য তথা কহে সুপণ্ডিত।
নব ছবি লভে রামগুণের সহিত॥
স্মৃতিমাত্র ব্রহ্মলোক শারদা ত্যজিয়া।
ভকতের গৃহে আসে আনন্দ পাইয়া॥
রামলীলা-হ্রদে স্নান যে নাহি করিবে।
অনন্ত উপায়ে তার শ্রম না যাইবে॥

মনে বিচারিয়া ইহা কবি সুপণ্ডিত।
গান করে হরিগুণ আনন্দ সহিত।
প্রাকৃত নরের গুণ যে করে বর্ণন।
তার লাগি শারদার খিন্ন হয় মন।
হৃদয়-উদধি-মাঝে শুকতি সুমতি।
সুধীগণ কহে স্বাতী হয় সরস্বতী॥
যদ্যপি বিচারবারি করে বরিষণ।
কবিতা মুকুতামণি জন্মে সুগঠন॥
করি সে মুকুতারন্ধ্র যুক্তি-সূচি দিয়া।
রাঘবচরিত-সূত্রে তাহারে গাঁথিয়া॥
অনুরাগ সহ মালা করিলে ধারণ।
বিমল হৃদয়ে শোভে ভকত সুজন॥
করাল এ কলিকালে যাদের জনম।
তাদের মরালবেশ বায়সকরম॥
বেদপথ ছাড়ি করে কুপথে গমন।
ছদ্মবেশে করে কলি-মল আচ্ছাদন॥
রামের সেবক কহে কপট বঞ্চকে।
কনককিঙ্কর নাচে কামের কুহকে॥
আপনার অবগুণ কহিলে সকল।
কথা বাড়ি যায়মাত্র নাহি কিছু ফল॥
সংক্ষেপত কহিলাম আমি সে কারণ।
বুঝিবে বিচার করি মতিমান্ জন॥
মনে মনে বিবেচিয়া আমার যুকতি।
নাহি দেহ গালি কেহ এ মোর মিনতি॥
ইহাতেও যদি কেহ করিবে সংশয়।
আমার অধিক জড়মতি সে নিশ্চয়॥
নাহিক কবিত্ব মোর নাহি জ্ঞানবান্।
যথামতি রামগুণ করিতেছি গান॥
কোথা রামরঘুমণি-চরিত অপার।
সংসারনিরতমতি কোথা হে আমার॥
ভাঙ্গিতে সুমেরু গিরি পারে যে পবন।
সামান্য তুলারে সে কি করে হে গণন॥
রামের প্রভুত্ব হয় বুঝিতে অমিত।
সে কথা বলিতে হয় মন আকুলিত॥
বিরিঞ্চি শারদা শেষ শিব ভগবান্।
শ্রুতি স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র আগম পুরাণ॥
যাহার বিমল যশ ঘোষে নিরন্তর।
নেতি নেতি নেতি পর করিয়া নির্ভর॥

সর্ব্বজ্ঞ যে হয় সবে প্রভু তারে কহে।
তথাপি না কহি গুণ কেহ নাহি রহে॥
অন্তরে বুঝিয়া বেদ ইহার কারণ।
বিবিধ সাধনবিধি করে নিরূপণ॥
ঈহাশূন্য অদ্বিতীয় নাহি রূপ নাম।
জন্ম-জরাহীন হরি চিদানন্দধাম॥
বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ পূর্ণ ভগবান্।
বিবিধ শরীর ধরে সর্ব্বশক্তিমান্॥
ভক্তহিতলাগি তাহা জানিবে সকল।
কৃপাময় আত্মারাম প্রতিবৎসল॥
প্রভুর মমতা হয় উপরে যাহার।
হরে করুণার নিধি বিপদ তাহার
সেই দীননাথে আমি নমি বারম্বার।
সরলতা-পরিপূর্ণ স্বভাব যাহার॥
বুধ পান করে রামযশ নিরমল।
করিবারে আপনার বচন সফল॥
সেই আশা মনে ধরি শ্রীরামচরিত্র।
রামপদে নমি শির হইব পবিত্র॥
বর্ণে মুনিগণ রামচরিত প্রথম।
তাঁদের দর্শিত পথ আমার সুগম॥
ততদিন জলনিধি থাকে হে অপার।
যতদিন সেতু নাহি উপরে তাহার॥
কোন ভাগ্যবান্ সেতু দিলে নিরমিয়া।
পিপীলিকা পারে যায় তাহাতে চড়িয়া॥
এই বলে করি আমি মনে বলীয়ান্।
করিব রাঘবলীলা যশগুণ গান॥
বালমীকি মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
হরিগুণ সমাদরে করিল বর্ণন॥
আমি করি সে সবার চরণ বন্দন।
মম মনোরথ সবে করহ পূরণ॥
কলিযুগ-কবিকুলে করি হে প্রণাম।
কহিল যাহারা রঘুপতি-গুণগ্রাম॥
যাহারা প্রাকৃত কবি অতি সাবধান।
ভাষার প্রবন্ধে করে হরিগুণ গান॥
ভবিষ্যতে হবে যারা আছে বা এখন।
ছল ছাড়ি করি আমি তাঁদেরে বন্দন॥
প্রসন্ন হইয়া সবে দেহ বরদান।
সাধুর সমাজে এই কাব্য লভে মান॥

যে কাব্যে আদর নাহি করে বুধজন।
শ্রমমাত্র সার তাহা বালকবচন॥
পরম সুকাব্য সেই বিভূতি সম্পদ।
যে হরে জাহ্নবী সম ভবের বিপদ॥
অপণ্ডিত ভণে যদি শ্রীরামচরিত।
সুজন শ্রবণ করে হয়ে হরষিত॥
সরস কবিতা আর বিমল কীরতি।
দেখিলে আদর করে সকল সুমতি॥
রিপুর কবিতা করি যে জন শ্রবণ।
পাসরি বৈরতা করে গুণের গ্রহণ॥
তাহা নাহি ঘটে বিনা মন নিরমল।
নিতান্ত সামান্ত মোর হয় মতিবল॥
কহি হরিযশ কর কৃপা বিতরণ।
বন্দি সবিনয়ে আমি সবার চরণ॥
লীলাসরোবরে স্নান করি বুধজন।
মরাল হইয়া সুখে করে বিচরণ॥
লখিয়া সুরুচি শুনি শিশুর বিনয়।
দীনে কৃপা কর সবে হইয়া সদয়॥
শ্রীবাল্মীকিঋষিপদে করি নমস্কার।
আদিরামায়ণকর্ত্তা সর্ব্বগুণাধার॥
নবনীত সম কাব্য মঞ্জুল কোমল।
সর্ব্বদোষ-বিরহিত অতি সুশীতল॥
অপৌরুষ শ্রুতিবেদে করি নমস্কার।
সুদৃঢ় তরণী যাহা ভবতরিবার॥
নিরন্তর রামগুণ করিছে কীর্ত্তন।
স্বপনেও অবসন্ন না হয় কথন॥
করি আমি বিধিপদরেণুরে বন্দন।
এ ভবসাগর যেঁহ করিল সৃজন॥
সাধু সুধা শশী রেণু বারুণী গরল।
যাহাতে একত্রে বাস করিছে সকল॥
দেবতা ব্রাহ্মণ বুধ শ্রীগুরুচরণ।
করপুটে পুনঃপুনঃ করি হে বন্দন॥
মোরে কৃপা কর সবে শুদ্ধ করি মন।
মঞ্জুল মানস মম করহ পূরণ॥
গঙ্গা শারদারে বন্দি ভকতিসহিত।
যাহাদের মনোহর বিমল চরিত॥
অশেষ দুরিত হরে স্নান পানে এক।
কহিলে শুনিলে হরে এক অবিবেক॥

পিতা মাতা গুরু মোর উমা ত্রিলোচন।
দণ্ডবত নমি আমি তাঁদের চরণ॥
রামের সেবক সখা শিব ভগবান্।
কর প্রভু তুলসীর হিতের বিধান॥
বিলোকি বিষম কলি ঈশানী মহেশ।
শাবর মন্ত্রের জাল সৃজিল অশেষ॥
নাহি আখরের মিল নাহি অর্থ জাপ।
মহেশপ্রভাবে দেখ অতুল প্রতাপ।
সেই পরমেশ দেব মোরে অনুকূল।
রচনা করিব কাব্য সুমঙ্গলমূল॥
শিব-শিবাপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
শ্রীরামচরিত আমি করিব বর্ণন॥
আমার এ কাব্য শিবকৃপা-উদ্ভাসিত।
পূর্ণিমায় যেন পূর্ণ শশী সমুদিত॥
যে শুনিবে এই কথা প্রেমের সমেত।
কহিবে বুঝিবে কিম্বা হইবে সচেত॥
রামপদ-সরসিজে হবে অনুরাগী।
কলিমলহীন হবে সুমঙ্গলভাগী॥
যোড়করে বন্দি আমি অযোধ্যাপুরীরে।
কলিমল বিনাশিনী সরযূ নদীরে॥
অযোধ্যাপুরের বন্দি যত নারী নর।
প্রভুর অসীম কৃপা যাদের উপর॥
জানকীনিন্দক এক রজক আছিল।
তার পাপ নাশি রাম নিজ ধাম দিল॥
কৌশল্যারূপিণী পূর্ব্বদিকে নমস্করি।
রহিল যাঁহার যশ ত্রিভুবন ভরি॥
উদিত হইল যাহে রাম সুধাকর।
খলকমলের হিম বিশ্বসুখকর॥
রাণীগণ সহ দশরথ নরপতি।
সঞ্চিতসুকৃতরাশি মঙ্গলমূরতি॥
কর্ম্ম মন বাক্যে করি তোমারে প্রণাম।
সেবকজনের পূর্ণ কর মনস্কাম॥
মহিমা অবধি সেই রাম পিতা মাতা।
যাদের সৃজিয়া বড় হয়েছে বিধাতা॥
অযোধ্যাভূপালে পুন করি নমস্কার।
সত্য প্রেম রামপদে আছিল যাহার॥
পরিজন সহ বন্দি বিদেহরাজনে।
ছিল যাঁর দৃঢ় স্নেহ রাঘবচরণে॥

রাজ্যভোগমাঝে যোগ রাখিল গোপন
স্ফুরিত হইল করি রামে দরশন ॥
অতঃপর বন্দি আমি ভক্তের চরণ।
কার সাধ্য করে তার নিয়ম বর্ণন ॥
যার মনভৃঙ্গ রামচরণপঙ্কজে।
লুব্ধ মধুপ হেন নাহি পাশ ত্যজে ॥
নমি আমি লক্ষ্মণের শ্রীপদকমল।
সেবকের সুখকর সুভগ শীতল ॥
রঘুপতি কীরতির কেতু সুবিমল।
দণ্ডের সমান যার যশ নিরমল ॥
অনন্ত সহস্র শির জগতকারণ।
অবতীর্ণ হ'য়ে করে ভূভার হরণ ॥
রহু সানুকূল তেঁহ আমার উপর।
সুমিত্রানন্দন দেব গুণের আকর ॥
অরিনিসূদন-পাদপদ্মে নমস্কার।
মহাবীর শান্তশীল সর্ব্বগুণাধার ॥
পবননন্দন-পদে প্রণাম আমার।
খলবন-দাবানল জ্ঞানের ভাণ্ডার ॥
স্বচ্ছ শুদ্ধ নিরমল যাহার অন্তরে!
শরচাপকর রাম সদা বাস করে ॥
কপিপতি ঋক্ষপতি রক্ষ বিভীষণ।
নল নীল অঙ্গদাদি বানরের গণ ॥
সবার বন্দনা করি চরণ সুঠাম।
ধরিয়া অধম তনু যারা পায় রাম ॥
উপসনা করে যারা রাঘবচরণ।
দেবতা দানব নর খগ মৃগগণ ॥
সবাকার পদরজে করিনু প্রণাম।
ভজিল রাঘবে যারা হইয়া নিষ্কাম ॥
শুক-সনকাদি যোগী দেবর্ষি নারদ।
আর যত মুনিবর জ্ঞানবিশারদ ॥
ধরণীতে ধরি শির প্রণাম সবারে।
নিজ জন জানি কৃপা করহ আমারে ॥
জগত-জননী দেবী জনকনন্দিনী।
দৈত্যকুল-বিনাশিনী রাম-সীমন্তিনী ॥
তাঁহার যুগল পদে করিনু প্রণতি।
যেন কৃপাবলে পাই বিমল সুমতি ॥
কর্ম্মমনবাক্যে বন্দি রাঘবচরণ।
যাহার কটাক্ষে হয় ত্রিতাপহরণ ॥

করে ধনুশর শোভে রাজীবলোচন।
সর্ব্বসুখদাতা ভক্তবিপদভঞ্জন ॥
বাক্য অর্থ জল বীচি সমান অভিন্ন।
বন্দি সীতারামে প্রিয় যাহাদের খিন্ন ॥
বন্দি রামনাম আমি সর্ব্ব পাপহারী।
দিবাকরকর যথা তিমিরাপহারী।
বিধিহরিহরময় বেদের পরাণ।
নাহিক উপমা যার গুণের নিধান ॥
রামনাম মহামন্ত্র জপেন মহেশ।
মুক্তি হেতু কাশীপুরে দেন উপদেশ ॥
নামের মহিমা জানে গজেন্দ্রবদন
যাহার প্রভাবে তাঁর সর্ব্বাগ্রে পূজন ॥
জানিয়া সে আদি কবি নামের প্রতাপ।
হয়েছে বিমল করি বিপরীত জাপ ॥
সহস্র নামের সম রামনাম হয়।
নহেক অন্যের কথা বামদেব কয় ॥
জপি নাম শিব সনে নগেন্দ্রনন্দিনী।
হইয়াছে জানে সবে শিব-অর্দ্ধাঙ্গিনী ॥
নামে প্রীতি ভবানীর হেরি ত্রিলোচন।
করিলা তাঁহারে নিজ অঙ্গের ভূষণ ॥
নামের প্রভাব শিব ভালমতে জানে!
অমৃতের ফল পায় কালকূটপানে ॥
অক্ষর মধুর দুই অতি মনোহর।
হৃদয়লোচন সম পরম সুন্দর ॥
নাহিক স্মরিতে ক্লেশ অতীব সুখদ।
ইহ প্রীতিপ্রদ পর লোকে গতিপ্রদ ॥
মোক্ষফল লাভ হয় করিলে স্মরণ!
তুলসীর প্রিয় যথা, শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
উভয় আখরে কিবা সুমিলন হয়।
সহজ সম্বন্ধ যথা ব্রহ্মা জীবে রয় ॥
ভ্রাতৃভাব হেরি যথা নর-নারায়ণ।
ত্রাণ করে ত্রিভুবনে করিয়া পালন ॥
ভকতি দেবীরে অঙ্গে করেছে ধারণ।
জ্যোতি যেন পূর্ণিমার শশীর কিরণ ॥
সুধার সদৃশ করে তৃপ্তি তোষ দান।
ধরে ধরণীরে শেষ কমঠসমান ॥
বুঝিলে সরস দোঁহে নাম আর নামী।
আছে পরস্পরে প্রীতি প্রভু অনুগামী ॥

ঈশ্বর উপাধি দুই নাম আর রূপ।
বুঝিয়া সাধিয়া দেখ অনাদিস্বরূপ॥
বিচারিয়া দেখ রূপ নামের অধীন।
না হয় রূপের জ্ঞান হলে নামহীন॥
স্মরণ করিলে নাম না দেখিলে রূপ।
আসে হৃদিমাঝে প্রেম অতি অপরূপ॥
নামরূপ গতি হয় অকথ্য কথন।
যে বুঝে সে পায় সুখ না হয় বর্ণন॥
অগুণ স্বগুণ মধ্যে নাম সাক্ষী রহে।
উভয়ের প্রবোধক দুই ভাষা কহে॥
পরম উজ্জ্বল মণিদীপ রামনাম।
রসনার দ্বারে জ্বালি দেহ অবিরাম॥
ভিতর বাহির সব তুলসী তোমার।
চাহ যদি করিবারে অতি উজিয়ার
জিহ্বাযন্ত্রে জপি নাম জাগি রহে যোগী।
পরম বিরাগীবিধিপ্রপঞ্চ বিয়োগী॥
অনুপম ব্রহ্মসুখে সদা রহে লীন।
বাক্যাতীত অনাময় নামরূপহীন॥
জানিবারে গূঢ়গতি যদি চাহে কেহ।
রসনায় রামনাম জপি জানে সেহ॥
সাধিয়া জপিয়া নাম অন্তরসহিত
অণিমা-আদিক সিদ্ধি লভে আত্মহিত॥
অতীব আপন্ন যদি জপে রামনাম।
বিনাশি বিপদ হয় সদা সুখধাম॥
রামউপাসক হয় চতুরপ্রকার।
তারা সবে পুণ্যরাশি অনঘ উদার॥
যদিও তাহারা সবে মহাপুণ্যবান্।
তথাপি প্রভুর প্রিয় হয় জ্ঞানবান্॥
চারিযুগে আছে ব্যক্ত নামের প্রভাব।
বিশেষ কলিতে অন্য উপায়অভাব॥
সকল কামনা হ'তে যেইজন হীন।
রঘুনাথভক্তি-রসে সদা রহে লীন॥
তার মনমীন থাকে প্রেমেতে ডুবিয়া।
করি নামসুধা পান হৃদয় ভরিয়া.
স্বগুণ নির্গুণ দুই ব্রহ্মের স্বরূপ
বাক্যমনঅগোচর চিদানন্দরূপ
বড় হয় রামনাম উভয় হইতে।

প্রবীনজনের মনে প্রবৃত্তি যেমন।
বিভু উপাসনা করে সেজন তেমন॥
এক অগ্নি দারুগত এক দৃশ্যমান।
ব্রহ্ম বিচারণা দুই পাবকসমান॥
উভয় অগম কিন্তু নামেতে সুগম॥
অতএব নাম রাম হইতে উত্তম॥
বিশ্বব্যাপী অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবিনাশী।
সতত চৈতন্যময় সদানন্দরাশি॥
সকলহৃদয়-গত প্রভু অবিকারী।
সর্ব্ব জীবে সম দয়া দীনের দুখারি।
ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় নাম করিলে গ্রহণ।
মূল্যপ্রাপ্তি হয় যথা বেচিলে রতন॥
নাম বড় হয় ব্রহ্ম হ'তে নির্ব্বিকার
জগতে বিদিত নামপ্রভাব অপার॥
বিচার করিয়া দেখি এই সার হয়।
রাম হতে বড় নাম নাহিক সংশয়॥
ভক্তহিতলাগি রাম নরতনু ধরে।
সহিয়া সঙ্কট সাধুজনে সুখী করে॥
প্রেমের সহিত জপি অনায়াসে নাম।
সাধক ভকত হয় সুখ শিবধাম॥
তপস্বিনী এক নারী শ্রীরাম নিস্তারে।
রামনাম কোটি খল কুমতি সুধারে॥
সানুগ সসুতা রাম সুকেতুসুতারে।
ধনুর্ব্বাণ ধরি ঋষিহিত হেতু মারে॥
দাসের সকল দোষ দুরাশা দলন।
রামনাম করে রবি তিমিরে যেমন॥
ভাঙ্গিল রাঘব নিজে হর মহাচাপ।
ভব ভয় নাশে রামনামেরপ্রতাপ॥
নির্ব্বিঘ্ন করিলা প্রভু দণ্ডকের বন।
নিরমল করে নাম নরনারীমন॥
অসুরনিকর দলে রাঘব-নন্দন।
রামনাম করে কলি-কলুষ হরণ।
শ্রমণা-জটায়ু-আদি সেবকের গণে।
করিলা সুগতি দান শ্রীরাম আপনে।
উদ্ধারে শ্রীরামনাম যত খলদল।
নিগমে কথিত আছে রামনাম বল॥
সুগ্রীব রাবণানুজ এই দুইজন।

বহু দীনহীনে নাম করিল নিস্তার।
নিগম পুরাণে আছে ইহার বিস্তার॥
সংগ্রহ করিয়া রাম ভালুকপিগণ।
বহুশ্রম করি করে জলধি বন্ধন।
নামগুণে ভবসিন্ধু যায় শুকাইয়া।
মনমাঝে দেখ সবে বিচার করিয়া॥
সবংশে রাবণে মারি শ্রীরঘুনন্দন।
সীতার সহিত পুরে করে আগমন॥
শ্রীঅযোধ্যা রাজধানী আর রাজা রাম।
সুরমুনি বর বাণী গাও অবিরাম॥
প্রীতি সহ নাম দাস করিলে স্মরণ।
অনায়াসে করে মোহ-দলের দলন॥
আপনার সুখে মগ্ন থাকে সে আপনে।
নামের প্রতাপে শোক নাহিক স্বপনে॥
ব্রহ্ম-রাম চেয়ে নাম-ব্রহ্ম বড় হয়।
অভীষ্ট বরের দাতা সর্ব্বশুভময়॥
অপার অমিত রামলীলা জানি মনে।
করিলা মহেশ নামআশ্রয় গ্রহণে॥
নামের প্রভাবে শিব হয় মৃত্যুঞ্জয়।
সাজিয়া অশিব সাজে মহাশিবময়॥
ব্যাসসুত সনকাদি সিদ্ধ মুনি যোগী।
নামের প্রসাদে হয় ব্রহ্ম-সুখভোগী॥
নামের প্রভাব ঋষি নারদ জানিল।
জপি নাম হরিহরপ্রিয় সে হইল॥
লইয়া প্রভুর নাম লভিলা প্রসাদ।
ভকতের শিরোমণি দানব প্রহ্লাদ॥
লভি আত্ম-গ্লানি ধ্রুব জপি হরি-নাম।
পাইল ত্রিলোকপরে অনুপম-ধাম॥
স্মরিয়া পবন-সুত প্রভুর সুনাম।
নিজ বশ করি রাখে পর-ব্রহ্ম-রাম॥
শ্রীগজেন্দ্র অজামিল গণিকা পিঙ্গলা।
নামের প্রভাবে সবে মুকতি পাইলা॥
মোর কিবা সাধ্য কহি নামের মহিমা।
নিজে গান করি রাম নাহি পায় সীমা॥
রাম-নাম কল্প-তরু সুখের নিদান।
যাহাতে নিবসে কলিযুগের কল্যাণ
তুলসী ভাগ্যের বলে জপি সেই নাম।
হইল তুলসীদাস আর পূর্ণকাম॥

চারি-যুগে তিন-কালে ত্রিভুবন-লোক।
জপিয়া রামের নাম হইল বিশোক।
সুজন পুরাণ বেদ কহে এই নীতি।
সকলসুকৃতফল রাম-পদে প্রীতি॥
সত্যযুগে ধ্যান বিধি মখ দ্বিতীয়েতে।
পূজায় প্রভুর তোষ তৃতীয় যুগেতে॥
মল-মূল কলিযুগ অতীব মলিন।
কলুষ-জলধি-মগ্ন জন-মন-মীন॥
রামনাম কাম-তরু এ করাল কালে।
স্মরিলে বিনাশে মদ মহামোহজালে।
রামনাম কলিকালে অভিমত-দাতা।
পরলোক হিত ইহলোক-পিতামাতা॥
নাহি কর্ম্ম কলিকালে ভকতি বিবেক।
আশ্রয় কেবল রামনাম মাত্র এক॥
কালনেমি কলি খল কাপট্যনিধান।
সুমতি সমর্থ রামনাম হনূমান্॥
রামনাম মহামন্ত্র নৃহরিসমান।
কনক-কশিপু-কলি অতি বলবান্॥
প্রহ্লাদে রাখিলা হরি দানবে দলিয়া।
জাপকেরে রাখে নাম পাতকে নাশিয়া॥
আলস্যে ঈর্ষাতে আর কুভাবে সুভাবে।
দশ দিশি সুমঙ্গল নাম জপি পাবে॥
রঘুনাথপাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
নামের মহিমা আমি করিনু বর্ণন॥
মোরে সুধারিল নাম অশেষ প্রকারে।
নামকৃপা সম কৃপা নাহিক সংসারে॥
সুস্বামী রাঘব আমি হই কু-সেবক।
দেখিয়া দুর্দ্দশা মোর হইলা পোষক।
আছে লোকে বেদে ব্যক্ত সদাশয়রীতি।
বিনয় শুনিয়া পারে চিনিবারে প্রীতি॥
গ্রাম্য নাগরিক নর অধন সধন।
পণ্ডিত মলিন মূঢ় কুজন সুজন॥
সুকবি কুকবি নিজ মতি অনুসারে।
কর্ত্তব্য বুঝিয়া করে প্রশংসা রাজারে॥
সুমতি সুজন সাধু সুশীল নৃপাল।
ঈশঅংশসমুদ্ভব পরমকৃপাল।
সুবচন কহি সবে সমাদর করে।
কবিতার মতি গতি বুঝিয়া অন্তরে॥

এই ব্যবহার করে প্রাকৃত ভূপতি।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি অযোধ্যার পতি॥
সে রামে না করি প্রেম সহিত ভজন।
মোসম জগতে কেবা আছে অভাজন॥
আমি শঠ কুসেবক রুচিরতি-হীন।
রাখহ শ্রীরাম মোরে জানি অতি দীন॥
ভাসায়ে সাগরে শিলা করে জল-যান।
সচিব সুমতি কপি ভালূ জাম্ববান্॥
রঘুবর সম কেবা আছে দয়াবান্।
তুলসীর সম কেবা আছে অঘবান্॥
নিজ দোষ গুণ সব কহি বিবরিয়া।
পুনরপি চরাচরে প্রণাম করিয়া॥
রাঘবের যশ আমি কহিব এখন।
কলি-মল হবে নাশ করিলে শ্রবণ॥
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যাহা বনের ভিতরে।
কহি শুনাইল ভরদ্বাজ মুনিবরে
সে সব সংবাদ আমি করিব বর্ণন।
আনন্দে শ্রবণ কর যত সাধুজন॥
শিবাপ্রতি কৃপা করি শঙ্কর উদার।
শুনাইল রামায়ণ শ্রুতিসুখসার॥
ভুশুণ্ডী বায়সে শিব দিল অবশেষে।
অধিকারী রামভক্ত জানিয়া বিশেষে॥
মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য তার সনে পায়।
ভরদ্বাজ মুনি স্থানে তেঁহ ইহা গায়॥
সেই সব শ্রোতা বক্তা সমশীল হন।
সমদর্শী হরিলীলা বুঝিবার জন॥
ত্রিকালবৃত্তান্ত তারা জানে জ্ঞানবলে
আমলকীফল যথা থাকে করতলে॥
আর যত রাম-ভক্ত আছে সাধুজন।
শুনে কহে বুঝে এই বিচিত্রকথন॥
বরাহ ক্ষেত্রেতে এই রাঘবকীর্ত্তন।
নিজগুরু-মুখে আমি করিনু শ্রবণ॥
নারিনু বুঝিতে শিশু ছিলাম তখন।
না হইল কিছুমাত্র জ্ঞানউদ্দীপন॥
শ্রোতা বক্তা উভে যদি হয় জ্ঞানবান্
রাঘবপ্রসঙ্গ তবে বুঝে সারবান্॥
আমি জড়মতি জীব এ প্রসঙ্গ গূঢ়।
কেমনে বুঝিব কলি-কলুষ বিমূঢ়॥

আমারে কহিলা যবে গুরু বারম্বার।
কিছু বুঝিলাম তবে মতি অনুসার॥
ভাষাবন্ধে তাঁহা আমি করিব বর্ণন।
মানিবে প্রবোধ যাহে আমার এ মন॥
আমার যেমন বুদ্ধি-বিবেকের বল।
হরিইচ্ছামতে আমি কহিব সকল॥
নিজ দ্বিধা মোহ ভ্রম হরণকারক।
কহিব প্রসঙ্গ ভব-সমুদ্র-তারক॥
বুধের বিশ্রামস্থল হৃদয়-রঞ্জন।
শ্রীরামপ্রসঙ্গ কলি-কলুষ-ভঞ্জন॥
রাঘবপ্রসঙ্গ কাল-পন্নগ-অশন।
জ্বালিতে বিবেক-অগ্নি নীরস-ইন্ধন॥
রাঘবের কথা কলিযুগ-কামধেনু।
অমল-সুজনচিত সঞ্জীবন রেণু॥
ধরাতলে রাম-কথা সুধা-তরঙ্গিণী।
সংসার-নাশিনী ভ্রমভেক-ভুজঙ্গিনী॥
সাধুসভা জলনিধি সুরূপা কমলা।
বিশ্বভার ধরি যথা ধরণী অচলা॥
জঙ্গম যমুনা যম-দূত-মুখ মসী।
মুক্তিপ্রদায়িনী যথা পুরী বারাণসী॥
রাঘবের প্রিয়া যথা তুলসী পাবনী।
তুলসীদাসের হৃদে আনন্দ-দায়িনী॥
পশুপতি-প্রিয়া যথা নগেন্দ্র নন্দিনী
সকলসম্পদ সিদ্ধি-প্রদান-কারিণী॥
সদ্‌গুণ-নিচয়-সুর-কুল-প্রসবিনী।
রাঘবভকতি প্রেম সুধাপ্রদায়িনী॥
চারু চিত্রকূটগিরি সুজনের মন।
যদি তারে করে কথা জাহ্নবী বেষ্টন
সে তীরে জনমে ভক্তিতুলসীকানন।
সীতারাম করে তথা সদা বিচরণ॥
চারু-চিন্তামণি হয় রাঘবচরিত।
ধারণ করিয়া জীব সুমতিভূষিত॥
জগতমঙ্গলদাতা রামগুণগ্রাম।
জীবে দেয় মুক্তিধন ধরামোর ধাম॥
জ্ঞান-যোগবিরাগের সুগুরু পরম।
নাশিবারে ভব-রোগ সুর-বৈদ্য সম॥
সীতা-সীতাপতি-প্রেম জননী জনক।
ব্রত ধর্ম্ম নিয়মের বীজউদ্দীপক॥

সকল সন্তাপ পাপ শোকের নাশক।
ইহলোক পরলোক উভয়পালক॥
সুবিচার ভূপতির মন্ত্রী জ্ঞানবান্।
শোষিবারে লোভ-সিন্ধু কুম্ভজ-মহান॥
জনমনবনে যথা সিংহের শাবক।
বসি নাশ করে কলি-মল হস্তিপক।
পুরারির প্রিয় পূজ্য অতিথি যেমন।
দরিদ্রতা দাবানলে নিবাইতে ঘন॥
নাশিতে বিষয়-কালে মন্ত্র মহামণি।
কঠিন ললাটলিপি খণ্ডিতে অশনি॥
মোহতম হরে যথা দিনকরকর।
ভক্ত শালিকুলে পালে যথা জলধর॥
নিন্দি সুরতরুবরে কাম দান করে।
উপেখিয়া হরি হরে ভক্তদুখ হরে॥
স্বর্গসুখ ভোগাধিক পুণ্যফল ধরে।
সাধুর অধিক হিত জগতের করে॥
কুপথ কুতর্ক আদি যত কলিমল।
পাষণ্ডতা দম্ভ আদি কাপট্য সকল॥
রাম-গুণগ্রাম করে সবারে দহন।
প্রচণ্ড পাবক যথা নীরস ইন্ধন॥
পূর্ণশশিকর সম শ্রীরামচরিত।
সবাকার সুখদাতা সবাকার হিত॥
কুমুদ চকোর তাহে সাধকের মন।
তাহার বিশেষ লাভ সুখের বর্দ্ধন॥
যেমত করিলা প্রশ্ন দেবী জগন্মাতা।
উত্তর করিলা যথা শিব সুখদাতা।
সে সব বিবরি আমি করিব বর্ণন।
বিচিত্র প্রবন্ধে করি কথার বন্ধন॥
অদ্ভুত এ উপাখ্যান অন্তরে জানিয়া।
না কর আশ্চর্য্য জ্ঞান কেহ হে শুনিয়া॥
অমিত রামের যশ জগমাঝে হয়।
এ বিশ্বাস যে জনের হৃদয়েতে রয়।
সেই বুঝে নানামত রাম অবতার।
রামায়ণ শতকোটি অসঙ্খ্য অপার॥
কল্পভেদে ভিন্ন হরিচরিত সুন্দর।
বিবিধ প্রকারে গান করে মুনিবর॥
ইহা বুঝি মনে কেহ না কর সংশয়।
শ্রদ্ধা প্রীতি সহ শুন উদারহৃদয়॥

অনন্ত শ্রীরাম তাঁর অনন্ত গুণ।
অনন্ত তাঁহার যশ মন দিয়া শুন॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান না হয় তাহার।
বিমল বিচার শক্তি আছে হে যাহার॥
মনের সংশয় সব এবে দূর করি।
গুরুপাদপদ্মরজ নিজ শিরে ধরি॥
শিবরচণারবিন্দ করিয়া বন্দন।
বিশদ শ্রীরামগুণ করিব বর্ণন॥
ষোলশত একত্রিশ সম্বত গণনে।
হরিপদে নমি কথা করি আরম্ভণে॥
প্রণাম করিয়া ভৌমবারে মধুমাসে।
পুরী অযোধ্যায় করি একথা প্রকাশে॥
যে দিন রামের জন্ম কহে শ্রুতিগণ।
তীরথ সকল তথা করে আগমন॥
সুরাসুর নাগনর খগ মুনিগণ।
অযোধ্যায় আসি করে প্রভুর সেবন॥
রাম-জন্মমহোৎসব করে পুণ্যবান্।
আনন্দে সকলে করে রামলীলা গান॥
বহু সাধুজন করে বৃন্দশ মজ্জন।
পবিত্র সরযূনীরে পাবনকারণ॥
শ্যামল সুন্দর রূপ হৃদয়ে ধরিয়া।
জপ করে রামনাম নিস্তারলাগিয়া॥
দরশনে পরশনে স্নানে আর পানে।
বিবিধ কলুষ হরে কথিত পুরাণে
বিমল সলিল কিবা মহিমা অপার।
নারে সরস্বতী গুণ বরণিতে যার॥
অযোধ্যানগরী রাম-ধামে-প্রদায়িনী।
জানে জগতের লোক সুগতিদায়িনী॥
আছে চারিবিধ জীব জগতে অপার।
এপুরে ত্যজিলে তনু জন্ম নাহি আর॥
সকল প্রকারে পুর অতিমনোহর।
সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদ সর্ব্বমঙ্গলআকর॥
আরম্ভ করিনু এবে চরিত বিমল।
শুনিলে নাশিবে যাহা কামমদ-মল॥
এ কাব্যের নাম রাম-চরিত মানস।
বিশ্রাম লভিবে শুনি শ্রবণতামস॥
মন বন দগ্ধ যার বিষয়অনলে।
সে হইবে সুখী এই সরোবরজলে॥

চরিত মানস হয় তাপসরঞ্জন।
বিশ্বনাথবিরচিত ভুবনপাবন॥
ত্রিতাপজনিত দুখ-দারিদ্র্যভঞ্জন।
কলির কুচালি-কলি-কলুষ-নাশন॥
রচিয়া মহেশ নিজ মনেতে রাখিলা।
পাইয়া সময় তবে শিবারে কহিলা॥
শ্রীরাম-চরিত হর মনেতে ধরিলা।
চরিত মানস নাম সে কারণে দিলা॥
পরম সুখদ কথা কহি বিবরিয়া।
সাদরে শুনহ সাধুজন মন দিয়া॥
চরিত মানস হল যেরূপে প্রচার।
ভুবনভিতরে হেতু কহিব তাহার॥
সে সব প্রসঙ্গ এবে কহি প্রকাশিয়া।
ভবহর ভবে আর উমারে স্মরিয়া॥
শিবের প্রসাদে লভি হৃদয়ে উল্লাস।
চরিত মানস কহে শ্রীতুলসীদাস॥
নিজ মতি অনুসারে করিনু রচন।
শ্রবণ করিয়া সাধু করহ শোধন॥
জীবের হৃদয়মাঝে বুদ্ধিস্থান রয়।
সমুদ্র পুরাণ বেদ সাধু ঘনচয়॥
যদি রাম যশবারি করে বরিষণ।
সুমধুর মনোহর মঙ্গলকারণ॥
সগুণ ব্রহ্মের লীলা হইলে প্রকাশ।
তাহার স্বচ্ছতা করে সব মল নাশ॥
বচনঅতীত ভক্তি প্রেম কহে যারে।
সুমধুর সুশীতল জানিবে তাহারে॥
সুকৃতশালীর হিত করে সেই বারি।
জগত জীবন রাম ভকতি সঞ্চারি॥
জলদ হইতে জল হইলে বর্ষণ।
শ্রবণের পথ দিয়া করে প্রবেশন॥
মানস সু-সরোবর করে প্রপূরণ।
সুখদ শীতল সর্ব্ব-তাপ-বিনাশন॥
বিমলসলিলপূর্ণ পুণ্ড সরোবর।
যাহার সুখদ চারি ঘাট মনোহর॥
সুভগ সোপান সপ্ত প্রবন্ধ জানিবে।
মেলিয়া জ্ঞানের চক্ষু মনে নেহারিবে॥
রঘুপতিলীলাবারি অগুণ অবাধ॥
কহিব মহিমা যাহে পীযুষ অগাধ॥

সীতারাম-যশবারি হয় সুধা সম।
তরঙ্গ উপমাচয় তাহে মনোরম॥
সুন্দর চৌপাই হয় প্রফুল্ল কমল।
মুকুতা শুকতি তাহে যুকতি সকল॥
সোরঠা সুন্দর দোঁহা ছন্দ নানাবিধ।
রয়েছে ফুটিয়া তাহে কমল বিবিধ॥
সুললিত ভাষা আর অর্থ অনুপম
সুভগ পরাগ যাহে গন্ধ মনোরম॥
সাধুগণ তাঁহে হয় মধুপ মঞ্জুল।
বিরতি বিচার জ্ঞান মরালের কুল॥
নবরস জপ তপ যোগাদি বিরাগ।
নানাজলচরপূর্ণ সুচারু তড়াগ॥
নামগুণগানে রত সাধু পুণ্যবান্।
তাহারা বিচিত্র জলবিহগ সমান॥
চারিদিকে আম্রবন সাধুর সমাজ।
নিত্য বাস করে তথা শ্রদ্ধা ঋতুরাজ॥
রামভক্তি-নিরূপণ বিবিধ বিধান।
ক্ষমা দয়া আদি দ্রুম লতার বিতান॥
সংযম নিয়ম ফুল-ফল তাহে জ্ঞান।
হরি-পাদ-পদ্মে রতি রস বলি মান॥
ইহা ভিন্ন নানা কথা অনেক প্রসঙ্গ।
তারা সব শুক পিক বিবিধ বিহঙ্গ॥
শ্রীরামচরিত যেবা গাইবারে পারে।
সেই সে চতুর ভাল পারে রাখিবারে॥
আদর সহিত ইহা শুনিবেক যারা।
সুরবর মানসের অধিকারী তারা॥
বক কাক সম খল-বিষয়ী দুর্জ্জন।
এই সরোবরতীরে না আসে কখন॥
শম্বুক শৃগাল ভেক আদির সমান।
ইহাতে না আছে নানাবিষয় আখ্যান॥
অতীব কঠিন হয় ইথে আগমন।
শ্রীরামের কৃপা বিনা না ঘটে কখন॥
কুসঙ্গ কুপথ হয় কঠিন করাল।
কুসঙ্গী কুপথী বাক্য ব্যাঘ্র হরি ব্যাল॥
গৃহকার্য্য নানাবিধ সংসার জঞ্জাল।
ভয়ঙ্কর শৈলসম দুর্গম বিশাল॥
বিস্তৃত বিপিন মোহ মদ অভিমান।
বিবিধ কুতর্ক-জাল তটিনীসমান॥

বিশ্বাসসম্বলহীন হয় যেই জন।
না করিল সাধু-সঙ্গ যেজন কখন ॥
যার প্রিয় রঘুনাথ নহে কদাচন।
সে নারে করিতে এই সরে আগমন ॥
বহু কষ্টে যদি কেহ যাইবারে পারে।
যাইতে যাইতে নিদ্রা আসি ঘিরে তারে ॥
বিষম জড়তা আড়ে কম্পিতহৃদয়।
গিয়াও মজ্জন তার ভাগ্যে নাহি হয় ॥
এই সরোবরে নাহি করি স্নান পান।
পুনরপি আসে ফিরি সহ অভিমান ॥
যদ্যপি তাহারে কেহ পুছে বিবরণ।
সরোবর-নিন্দাবাদ করায় শ্রবণ ॥
সকল বিপদ বিঘ্ন তার দূরে যায়।
কৃপা করি রঘুপতি যার পানে চায় ॥
সে করে সাদরে এই সলিলে মজ্জন।
ভয়ঙ্কর তাপত্রয় করে বিনাশন ॥
সেই নর এই সর না ত্যজে কখন।
অতিশয় প্রিয় যার শ্রীরাম-চরণ ॥
এ সরে করিতে স্নান চাহে যেই জন।
সে করুক সাধু-সঙ্গ লাগাইয়া মন ॥
এই সরোবর-জল যে করিবে পান।
হইবে বিমল-মতি ঘুচিবে অজ্ঞান ॥
বর্দ্ধিত হইবে মনে আনন্দ উৎসাহ।
বহিবে সতত প্রেম-প্রমোদ-প্রবাহ ॥
রাঘব-বিমল-যশ-সলিলে পূরিয়া।
সুভগ কবিতানদী যাইবে বহিয়া ॥
পবিত্রা সে নদী সাধু-হৃদয়-নন্দিনী।
কলি-মল-তট-তরু-মূল-বিনাশিনী ॥
ভরদ্বাজ নামে মুনি বসতি প্রয়াগে।
সেবিত সে রামপদ অতি অনুরাগে ॥
দয়ার নিধান ঋষি পরম তাপস।
সকল ইন্দ্রিয় যার শমদমে বশ ॥
মকর রাশিতে যবে বসে দিবাকর।
আসে তীর্থরাজে তবে যত মুনিবর ॥
দেবতা অসুর নর কিন্নরের গণ।
আদর সহিত করে ত্রিবেণীমজ্জন ॥
শ্রীমাধব-পাদপদ্ম করিয়া পূজন।
পরশি অক্ষয়-বট হরষিতমন ॥

ভরদ্বাজাশ্রম হেরি অতি মনোহর।
করিল বসতি যত তাপস-প্রবর ॥
আনন্দে করিয়া সবে প্রাত্যূষিক স্নান।
পরস্পরে মিলি করে হরিগুণ-গান ॥
বিবিধ ধর্ম্মের বিধি ব্রহ্মনিরূপণ।
তত্ত্বের বিভাগ করে সকল বর্ণন ॥
ভকতির তত্ত্ব যাহে মিলে ভগবান্।
সাধনের যত তত্ত্ব বিরাগ বিজ্ঞান ॥
সমগ্র মকর করি ত্রিবেণীমজ্জন।
নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন ॥
প্রত্যেক মকরে করে এইরূপে স্নান।
মকরের শেষে যায় যথা যার স্থান ॥
একবার এইরূপ হইল ঘটন।
ত্যজিয়া প্রয়াগ যবে গেলা মুনিগণ ॥
যাজ্ঞবল্ক্য সুবিবেকী মুনির চরণ।
ধরিয়া রাখিল ভরদ্বাজ তপোধন ॥
চরণ-কমলযুগ করি প্রক্ষালন।
বসিবারে দিলা তারে দিব্য কুশাসন ॥
মুনিবরে করি পূজা করিলা স্তবন।
করজোড় করি কহে মধুর বচন ॥
আছে হে সন্দেহ নাথ হৃদয়ে আমার।
বেদ-তত্ত্ব করতলে রয়েছে তোমার ॥
সাধুগণ এই নীতি করিলা প্রকাশ।
নিগম পুরাণ আর যত ইতিহাস ॥
কভু নাহি হয় তার বিবেক বিমল।
চাপি মনোভাব করে গুরুসনে ছল ॥
এত বিচারিয়া নিজ মোহবিবরণ।
প্রকাশ করিব নাথ করহ শ্রবণ ॥
শ্রীরামনামের হয় প্রতাপ অমিত।
নিগম পুরাণ কহে শাস্ত্র অগণিত ॥
জপে নিরন্তর নাম শিব ভগবান্।
সর্ব্ব-জ্ঞান-ময় হর গুণের নিধান ॥
কাশীধামে হয় যার শরীরপতন।
অনায়াসে হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
মৃত্যুকালে দেয় শিব নাম উপদেশ।
একারণে ব্যক্ত রামমহিমা অশেষ ॥
কেবা হয় রাম মোরে কহ বুঝাইয়া।

এক রাম হয় দশরথের নন্দন।
বিমল চরিত যাঁর জানে ত্রিভুবন॥
নারীর বিরহদুখ অপার সহিল।
হইয়া কোপের বশ রাবণে মারিল॥
যারে ত্রিপুরারি জপে সে কি এই রাম।
অথবা অপর কেহ কহ গুণধাম॥
আমার মনের ভ্রম যাহে নাশ হয়।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ দয়াময়॥
হাসি কহে যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজ শুন।
জান তুমি রঘুপতি-লীলা-তত্ত্ব-গুণ॥
কর্ম্মমনবাক্যে তুমি শ্রীরামভকত
তব চতুরতা আমি জানি ভালমত॥
চাহ শুনিবারে তুমি রামগুণ গূঢ়।
করিতেছ প্রশ্ন যথা অতিশয় মূঢ়॥
মন দিয়া শুন বাছা রামবিবরণ।
রামায়ণকথা আমি করিব বর্ণন॥
প্রচণ্ডবিক্রম মহামোহমহিশেষ।
কালিকা রামের কথা করে তারে শেষ॥
রাঘবচরিত শশিকিরণ সমান।
সুজন চকোর তাহা সুখে করে পান॥
এমত সংশয় যবে ভবানী করিলা।
তবে শিব সব তত্ত্ব তাঁহারে কহিলা॥
যে সম্বাদ উমানাথ কহিলা উমারে।
নিজ মতি অনুসারে কহিব তোমারে॥
যে কারণে যে সময়ে হইল সম্বাদ।
শুনিলে মুনির নাশে মনের বিষাদ॥
কোন এক ত্রেতাযুগে বৃষভ-বাহন।
করেছিলা ঘটযোনিআশ্রমে গমন॥
জগতজননী সতী সহিত চলিলা।
অখিলঈশ্বর শিবে অগস্ত্য পূজিলা।
শ্রীরামের যশ গান করে মুনিবর।
শুনিয়া পরম সুখ পাইলা ঈশ্বর॥
ভকতির তত্ত্ব শিবে অগস্ত্য পুছিল।
অধিকার জানি প্রভু প্রকাশি কহিল।
কহিয়া শুনিয়া তথা রাম-গুণগ্রাম।
রহিলা কয়েক দিন শিব গুণধাম॥
বিদায় লইয়া মুনিস্থলে ত্রিপুরারি।
চলিলা ভবনে সঙ্গে দক্ষের কুমারী॥

সেই অবসরে হরি নাশিতে ভূভার।
হইলা রাঘবকুলে রাম অবতার॥
রাজ্য ত্যজি রাখিবারে পিতার বচন।
দণ্ডকের বনে প্রভু করিলা গমন॥
যাইবার কালে মনে বিচারিলা হর।
কি উপায়ে নেহারিব পরম ঈশ্বর॥
অপ্রকট ভাবে হয় প্রভু অবতার।
সমীপে যাইলে হবে জ্ঞান সবাকার॥
শিবের দারুণ ক্ষোভ হৃদে জনমিল।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু সতী না জানিল॥
অতিশয় লোভ মনে করিতে দর্শন।
প্রকাশের ভয় কিন্তু লালচ লোচন॥
মনুজের করে হবে রাবণমরণ।
রাখিতে প্রভুর ইচ্ছা বিধির বচন॥
না করিলে দরশন মনে খেদ রবে।
বিচার করিছে হর হবে কিনা হবে॥
ভুবনঈশ্বর স্থিত এই ভাবে যবে।
লঙ্কার ঈশ্বর যায় সেই পথে তবে॥
নীচাশয় মারীচেরে করিয়া কুসঙ্গ।
হইল যে ত্বরা করি কপট কুরঙ্গ॥
করি ছল মূঢ়মতি সীতারে হরিল।
প্রভুর প্রতাপভয় মনে না করিল॥
মৃগ বধি আসি হরি বন্ধুর সহিত।
হেরিলা আশ্রম দেবী জানকীরহিত॥
হইল সলিলপূর্ণ জলজলোচন।
বিরহে ব্যাকুল যথা জগতের জন॥
সীতার সন্ধানে ফিরে দণ্ডককানন।
দুই ভাই এক সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
কখন নাহিক যোগ বিয়োগ যাহার।
এ বিরহদুখ লোক দেখাবারে তার॥
অতীব বিচিত্র হয় রাঘবচরিত।
মহাজনগণ বুঝে যেমত উচিত।
অতি মন্দ মূঢ়মতি মোহবশ-গত।
কুতর্ক সন্দেহ হৃদে করে নানামত॥
ইতি অবসরে শম্ভু রামেরে দেখিল।
দেখিয়া অতুল হর্ষ অন্তরে পাইল॥
নয়ন ভরিয়া শোভা-সিন্ধু নিরখিল।
কুসময় বুঝি শিব চিহ্নারিল দিল

জয় চিদানন্দ জয় জগত-পাবন।
ইহা বলি চলি গেল মনোজ-নাশন ॥
সতীর সহিত যবে যায় ত্রিলোচন।
পথে পুলকিততনু কৃপানিকেতন ॥
হরের এ দশা যবে সতী নেহারিল।
ভবানী সংশয়ে স্থান হৃদি-মাঝে দিল
বিশ্ববন্দ্য বিশ্বাধার বিভু মহেশ্বর
যাঁর পাদপদ্মে মতি করে সুর নর ॥
সে করিল নৃপসুত রাঘবে প্রণাম
কহি জয় চিদানন্দ জয় পরধাম ॥
হইলা মুরতি হেরি প্রেমে নিমগন।
সে ভাব হৃদয়ে নাহি হয় সম্বরণ ॥
বিশ্বাধার বাসুদেব চিদানন্দ ঘন।
অনীহ বিরজ ওজ নিত্য নিরঞ্জন ॥
সে কি নরদেহ ধরি নর-আচরণ।
করে নারে জানিবারে যারে শ্রুতিগণ ॥
সুরহিতলাগি বিষ্ণু নরতনুধারী।
তিনিও সর্ব্বজ্ঞ প্রভু যথা ত্রিপুরারি ॥
তেঁই কি কখন ভ্রমে নারীরে খুঁজিয়া।
অজ্ঞান সদৃশ বিভু সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ॥
কভু মিথ্যা নহে পুন শিবের বচন।
জ্ঞানময় মহাদেব জানে ত্রিভুবন ॥
হইল দেবীর যবে এমত সংশয়।
প্রবোধ প্রচার নাহি মানিল হৃদয় ॥
যদিও বৃত্তান্ত সতী নাহি প্রকাশিলা।
অন্তর্যামী হর তাহা সকল জানিলা ॥
কহে শুন সতি তব নারীর স্বভাব।
না ধরিবে হৃদে কভু এ সন্দেহভাব ॥
মহর্ষি কুম্ভজ গায় যাহার মহিমা।
আমিও কহিনু যার ভকতি-গরিমা ॥
আমার অভীষ্টদেব সেই রঘুবীর।
যাঁহারে সতত সেবে যত মুনি ধীর ॥
সিদ্ধযোগী মুনিবর আর জ্ঞানবান।
নিরমল চিতে যাঁরে সদা করে ধ্যান ॥
আগম নিগম আর যতেক পুরাণ।
নেতি নেতি কহি যার কীর্ত্তি করে গান ॥
বাসুদেব পরব্রহ্ম ত্রিভুবনধাম।
বিশ্বব্যাপী মায়াপতি এই সেই রাম ॥
নিজ ভকতের হিত সাধিবার তরে
স্বতন্ত্র ঈশ্বর হরি রামরূপ ধরে ॥
যদিও সতীরে শিব কহে বারম্বার।
হৃদিমাঝে উপদেশ না ধরিল তাঁর ॥
মহেশ কহিল তবে ঈষত হাসিয়া।
হরিমায়া-বল মনে অসীম জানিয়া ॥
যদ্যপি সংশয় মনে হয়েছে তোমার।
যাইয়া পরীক্ষা কেন নাহি লও তাঁর ॥
বটের ছায়াতে বসি রব ততক্ষণ।
না আসিবে মম পাশে তুমি যতক্ষণ ॥
যাহাতে সংশয়শূন্য হয় তব মন।
বিবেক বিচারি তুমি করহ যতন ॥
শিব-আজ্ঞা লয়ে দেবী চলিল তখন।
কেমনে পরীক্ষা লবে ভাবে মনে মন ॥
হেথা বসি পশুপতি করে অনুমান।
দক্ষের সুতার এবে না দেখি কল্যাণ ॥
আমার বচনে তার না গেল সংশয়
বিধাতা হইলে বাম শুভ নাহি হয় ॥
অবশ্য ঘটিবে যাহা রচিয়াছে রাম।
তর্কশাখা বৃদ্ধি করি আছে কিবা কাম।
হৃদয়ে বিচার করি দেখি বারম্বার।
দক্ষসুতা ধরে রূপ জনকসুতার ॥
আগুসরি চলে সতী ধরি সীতারূপ।
যে দিকে লক্ষ্মণ সহ ছিল সুরভূপ ॥
উমাকৃত বেশ যবে লক্ষ্মণ হেরিল।
হইয়া ভ্রমের বশ চকিত হইল ॥
না পারে কহিতে কিছু অতীব গম্ভীর।
প্রভুর প্রভাব মনে জানিয়া সুধীর ॥
সতীর কপট বেশ বুঝি সুরস্বামী।
সর্ব্বউরবাসী হরি সর্ব্বঅন্তর্যামী ॥
যাহার স্মরণে হরে সকল অজ্ঞান।
সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যময় রাম ভগবান্ ॥
করিবারে চাহে সতী তাঁর সনে ছল।
নারীর স্বভাব দেখ কেমন প্রবল ॥
আপন মায়ার বল হৃদে বাখানিয়া।
মধুর বচন রাম কহিল হাসিয়া ॥
জুড়িয়া যুগল কর করিল প্রণাম।
পিতার সহিত লয় আপনার নাম ॥

পুনরপি কহে প্রভু কোথা বৃষকেতু।
একাকিনী ভ্রমিতেছ কাননে কি হেতু॥
মৃদু গূঢ়বাক্য যবে রামের শুনিল।
সতীর হৃদয়ে অনুতাপ উপজিল॥
মহেশের পাশে দেবী করিল গমন।
হৃদয়ে দারুণ দুঃখ হইল তখন॥
শঙ্করবচন আমি নাহি মানিলাম।
আপন অজ্ঞানভাব রামে আনিলাম॥
যাইয়া শিবের পাশে কি দিব উত্তর।
উপজিল দাহ মম অন্তরভিতর॥
সতীর মনের দুঃখ শ্রীরাম জানিল।
আপন প্রভাব কিছু প্রকাশ করিল॥
যাইতে যাইতে দেবী কৌতুক হেরিল।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা অগ্রেতে চলিল॥
পশ্চাতে ফিরিয়া সতী করে দরশন।
আসিতেছে রাম সীতা সুন্দর লক্ষ্মণ॥
যে দিকে ফিরায় আঁখি করে নিরীক্ষণ।
দেখিবারে পায় দেবী কমললোচন॥
দেখিল অসংখ্য শিব আর বিষ্ণু বিধি।
অমিতপ্রভাব সবে সবে গুণনিধি॥
করে সবে প্রভুসেবা বন্দিয়া চরণ।
নানাবিধ বেশধারী দেবতার গণ॥
ইন্দিরা সাবিত্রী সতী কেবা সংখ্যা করে
অজাদির অনুরূপ বেশ তারা ধরে॥
যেথা রঘুপতিমূর্ত্তি করে বিলোকন।
সকল দেবতা তথা সহ শক্তিগণ॥
স্থাবর-জঙ্গমআদি সকল সংসার।
দেখিবারে পায় দেবী বিবিধ প্রকার॥
নানাবেশ-ধর দেব প্রভুরে সেবিছে।
রামরূপ এক ভিন্ন আন না হেরিছে॥
সসীত রাঘব সতী অনেক দেখিল।
রূপের ভিন্নতা নাহি তাহে নেহারিল॥
সেই রাম সেই সীতা সেই সে লক্ষ্মণ।
দেবীর হইল হেরি ভয়ে ভীত মন।
হৃদয়ে শরীরে তাঁর হইল কম্পন।
পথমাঝে বসে দেবী মুদিয়া নয়ন॥
কতক্ষণ পরে তবে নয়ন মেলিল।
প্রাকৃতিক বন ভিন্ন কিছু না হেরিল॥

পুনঃপুনঃ রামপদে করিয়া প্রণতি।
দক্ষের কুমারী গেল যথা পশুপতি॥
হাসিয়া মহেশ তাঁরে পুছিল কুশল।
কি পরীক্ষা লইলে হে সত্য করি বল॥
অন্তরে বুঝিয়া দেবী রামের প্রভাব।
গোপন করিল ভয়ে আপনার ভাব॥
পরীক্ষা না লইলাম শুন গুণধাম।
তোমার সদৃশ রামে করিনু প্রণাম॥
মিথ্যা কভু নহে প্রভু তোমার বচন।
হইল আমার মনে প্রতীতি এখন॥
ধ্যান ধরি শিব তবে করে দরশন।
রামসনে সতী যথা কৈল আচরণ॥
হৃদয়ে প্রশংসে হর রাম-মায়াবল।
যার বশে সতী করে মোর সনে ছল॥
হরি-ইচ্ছা বলবতী ভাবি বলবান্।
নিজ মনে বিচারিল শিব ভগবান্॥
সতী ধরেছিল জানি সীতাকৃত বেশ।
উপজিল হরহৃদে বিষাদ বিশেষ॥
আমি এবে করি যদি সতীসনে প্রীতি।
হবে ভক্তিপথে বিঘ্ন হইবে অনীতি॥
অতিশয়স্নেহ ত্যাগ সহজ না হয়।
অতএব অতি স্নেহ কভু ভাল নয়॥
নিজ মনভাব শিব গোপন রাখিল।
সতীর চিন্তায় অতি সন্তাপ পাইল॥
তবে প্রভুপদে শিব করিলা প্রণতি
শ্রীরামস্মরণে তার হইল এমতি॥
প্রতিজ্ঞা করিল হর তবে মনে মনে।
না হইবে সতীদেহে ভেট মম সনে॥
এমত বিচার করি শঙ্কর সুধীর।
চলিলা কৈলাসপুর স্মরি রঘুবীর॥
যাইবার কালে শুনে গগনবচন।
জয় মহাদেব দৃঢ়ভকতিলক্ষণ॥
তুমি বিনা এই পণ করে কেবা আন।
রামের সমর্থ ভক্ত তুমি ভগবান্।
নভ-বাণী শুনি শোক দেবীর হইল
সভয় অন্তরে তবে শঙ্করে পুছিল॥
সত্য করি কহ প্রভু কি করিলে পণ।
সত্যধাম কৃপাময় মনোজ-নাশন॥

যদ্যপি পুছিলা সতী তাঁরে বহু ভাতি।
তথাপি না কহে কিছু ত্রিপুরঅরাতি॥
তবে সতী নিজ মনে করে অনুমান।
জানিলা সকল তত্ত্ব শিব ভগবান্॥
কপটতা করিলাম আমি শিবসনে।
এ কারণে জড় অজ্ঞ কহে নারীজনে॥
আপন করম দেবী বুঝিলা যখন।
অন্তরে অপার চিন্তা হইল তখন॥
করুণাসাগর শব পরম অগাধ।
প্রকাশি না কহে প্রভু মোর অপরাধ॥
শঙ্করের ভাব দেবী করি বিলোকন।
ভাবে বুঝি প্রভু মোরে করিবে বর্জ্জন॥
আপনার দোষ বুঝি কিছু নাহি বলে।
হৃদয় পাঁজার মত অবিরত জলে॥
ত্রিলোচন শোকাতুরা সতীরে জানিয়া।
কহে প্রীতিকরী কথা সুখের লাগিয়া॥
কহিতে কহিতে পথে নানা ইতিহাস।
পঁহুছিলা বিশ্বনাথ সুখের কৈলাস॥
নিজধামে গিয়া প্রভু স্মরি মনে পণ।
বসে বটমূলে করি কমল আসন॥
সহজ স্বরূপ শিব করি সম্বরণ।
অখণ্ড সমাধিযোগে লাগাইলা মন॥
বসতি করিছে সতী কৈলাসউপরে।
প্রবোধ না মানে শোক দারুণ অন্তরে॥
ইহার মরম কেহ কিছু না জানিল।
তবে যুগসম দিন যাইতে লাগিল॥
নিত্য নব নব শোকভারাক্রান্ত মন।
কেমনে যাইবে দুখ করিছে চিন্তন॥
রঘুপতিঅপমান আমি করিলাম।
পুনঃপুনঃ শিববাক্য মিথ্যা জানিলাম॥
বিধাতা তাহার ফল হাতে হাতে দিল।
যাহা কিছু বাকি ছিল এবে তা ঘটিল॥
আমার মিনতি বিধি করহ শ্রবণ।
শঙ্করবিমুখ প্রাণ করহ গ্রহণ॥
দেবীর হৃদয়গ্লানি কে করে বর্ণন।
মনে মনে স্মরি রামে ধরিল জীবন॥
যে প্রভুরে কহে সবে দীনের শরণ
বেদ যশ গায় বলি আরতিহরণ॥
করযোড়ে করি আমি তাঁহারে বিনয়।
করিতে এ দেহপাত হইয়া সদয়॥
যদ্যপি ভকতি থাকে শিবের চরণে।
সত্য পণ করিলাম কায় কর্ম্ম মনে॥
তুমি সমদর্শী প্রভু কৃপানিকেতন।
ইহার উপায় শীঘ্র কর নির্দ্ধারণ॥
অনায়াসে হয় মোর যাহাতে মরণ।
দু সহ বিপদ সব হইয়া খণ্ডন॥
দেবীর এভাবে কাল চলিতে লাগিল।
অহরহ দুখতাপে হৃদয় তাপিল॥
সাতাশীহাজার বর্ষ বিগত যখন।
সমাধি ত্যজিয়া শম্ভু করে জাগরণ॥
রামনাম শিব যবে স্মরণ করিল।
জানিলা ভবানী তবে সমাধি ভাঙ্গিল॥
শিবপদ-অরবিন্দ করিলা বন্দন।
সম্মুখে শঙ্কর দিলা তাহারে আসন॥
কহিতে লাগিল হরি-কথা মহেশ্বর।
যেকালে হইল দক্ষ প্রজার ঈশ্বর॥
বিচারিয়া দেখি বিধি বিশ্ব-বিনায়ক।
দক্ষেরে করিলা প্রজাপতির নায়ক॥
এই অধিকার দক্ষ যখন পাইল।
অতি অভিমানে তার হৃদয় পূরিল॥
জগতে এমত কেহ নাহি জনমিল।
প্রভুতা পাইয়া যার মদ না হইল॥
ডাকিয়া আনিল দক্ষ তপোধনগণে।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ অতি সযতনে॥
নিমন্ত্রিলা সমাদরে সব অসুরারি।
যজ্ঞভাগ পাইবার যারা অধিকারী॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ সিদ্ধ বিদ্যাধর।
বধূগণ সহ চলে সকল অমর॥
গগনে বিমান সতী করি দরশন।
সুসজ্জিত মনোহর নয়নরঞ্জন॥
অমর-সুন্দরী তাহে করে কল গান।
শ্রবণে শুনিলে মুনি ত্যাগ করে ধ্যান॥
শঙ্করে পুছিলা দেবী সকল কারণ।
তব পিতা করে যজ্ঞ কহে পঞ্চানন॥
শুনিয়া ভাবিলা দেবী যদি আজ্ঞা হয়।
যজ্ঞ দেখিবারে যাই পিতার আলয়॥

পাছে পতি পরিত্যাগ করেন তাঁহারে।
এই ভয়ে দেবী কিছু প্রকাশিতে নারে॥
অবশেষে কহে সতী মধুর বচন।
সভয় সঙ্কোচ-যুত প্রেমেতে পূরণ॥
পরম উৎসব হয় পিতার ভবন।
যদি প্রভু আজ্ঞা হয় করিব গমন॥
শঙ্কর কহিল শুন দাক্ষায়ণী সতি।
তব নিমন্ত্রণ নাহি করে প্রজাপতি॥
সব সুতা নিমন্ত্রিল অতি সমাদরে।
আমারে ভাবিয়া অরি তোমারে বিসরে॥
পুরাকালে এক দিন ব্রহ্মার সদনে।
বসিয়াছিলাম আমি দেবগণসনে॥
হেনকালে তথা আসে তোমার জনক।
তাহারে হেরিয়া উঠে যত বৃন্দারক।
আমি নাহি উঠিলাম তাহারে দেখিয়া।
তব পিতা ক্রুদ্ধ হয় তাহার লাগিয়া॥
এ হেতু আমারে নাহি নিমন্ত্রিলা সতি।
তোমারেও বিসরিলা দক্ষ প্রজাপতি॥
বিনা নিমন্ত্রণে যদি যাও হে ভবানি।
না রবে মর্য্যাদাশীল হবে তব গ্লানি॥
যদিও জনক গুরু মিত্র প্রভু-গেহ।
অনাহ্বানে যায় লোক নাহিক সন্দেহ॥
থাকিলে বিরোধ তথা কভু না যাইবে।
যদি যায় অকল্যাণ নিশ্চয় হইবে॥
বহু উপদেশ শম্ভু শিবারে কহিল।
ভাবি বশীভূতা সতী কিছু না বুঝিল॥
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে পিতার ভবন।
আমি না হইব তুষ্ট করহ শ্রবণ॥
নানাবিধ হিতবাক্য কহে ত্রিপুরারি।
তবু না রহিলা গৃহে দক্ষের কুমারী॥
সতীসনে দিয়া তবে নিজ মুখ্যগণ।
বিদায় করিলা তারে দেব ত্রিলোচন॥
প্রবেশিলা সতী যবে পিতার আলয়ে।
কেহ না আদর করে তাঁরে দক্ষভয়ে॥
জননী আসিয়া তারে দিল আলিঙ্গন।
আদর করিল আসি ভগিনীর গণ॥
দক্ষ না পুছিল কিছু তাহারে দেখিয়া।
সতীদরশনে গাত্র উঠিল জ্বলিয়া॥

তবে যায় সতীদেবী যথা হয় যাগ।
কোথাও না হেরে তথা শঙ্করের ভাগ॥
শিবের বচন মাতা তখন স্মরিল।
প্রভুঅপমান হেতু হৃদয় দহিল॥
হেন দুখ মহাদেবী কভু না পাইল।
লঙ্ঘি শিববাক্য আজি যে দুখ সহিল॥
জগতের নানা বস্তু দুখ করে দান।
সবার অধিক জ্ঞাতিকৃত অপমান॥
ভাবিতে ভাবিতে জন্মে অতি তীব্র ক্রোধ।
যদিও জননী তাঁরে দিল পরবোধ॥
শিবঅপমান তবে অসহ্য হইল।
মাতার প্রবোধ হৃদে স্থান না পাইল॥
হটকার দিয়া তবে সভাসদগণে।
সকোপ বচন দেবী করে উচ্চারণে।
শুন সব সভাসদ আর তপোধন।
মহাদেবনিন্দা যেবা করিলে শ্রবণ॥
অচিরে তাহার ফল সকলে পাইবে।
ভালমতে পরিতাপ পিতাও করিবে॥
হরিহর-সাধুগুরু-নিন্দা হয় যথা।
এই ব্যবহার সদা করিবেক তথা।
নিন্দুকের জিহ্বা শ্রোতা করিবে কর্ত্তন।
নতুবা ছাড়িবে স্থান মুদিয়া শ্রবণ॥
জগতের পরমাত্মা মহেশ পুরারি।
জগত-জনক বিভু বিশ্বহিতকারী॥
মন্দমতি পিতা করে সে শিবে নিন্দন।
করিলাম আমি তাহা শ্রবণে শ্রবণ॥
দক্ষশুক্রসমুদ্ভব দেহ এই হেতু।
ত্যজিব ইহারে হৃদে ধরি বৃষকেতু॥
এত কহি জগন্মাতা বসি যোগাসনে।
শিব-পাদপদ্ম হৃদে করিয়া ধারণে॥
যোগের অনলে তাঁর শরীর দহিল।
দেখি হাহাকার সবে করিতে লাগিল॥
সতীর মরণ শুনি যত শিবগণ।
আরম্ভিল করিবারে যজ্ঞের ধ্বংসন॥
যজ্ঞনাশ দেখি ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
তপস্যার বলে করে যজ্ঞের রক্ষণ॥
এ সম্বাদ মহাদেব পাইলা যখন।
কোপে বীরভদ্রে সৃজি করিলা প্রেরণ॥

সে গিয়া করিল দক্ষযজ্ঞ বিনাশন।
পাইল উচিত ফল দেবতার গণ॥
পশুপতিদ্রোহী জনে লভে যেই গতি।
সে গতি লভিল দক্ষ প্রজাপতিপতি॥
এই ইতিহাস জানে জগতের জন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি তাহার কারণ।
মৃত্যুকালে হরিস্থানে মাগে বর সতী॥
জন্মে জন্মে শিবপদে যেন থাকে রতি।
দেহ ত্যজি গিয়া দেবী পর্ব্বত হিমানী।
জনমে পার্ব্বতীরূপে ভবের ভবানী॥
যখন আইলা মাতা গিরি হিমালয়।
ঋদ্ধি সিদ্ধি সব তথা করিলা আশ্রয়॥
আশ্রম করিল যেথা সেথা মুনিগণ।
যথাবিধি করে গিরি সবে সম্ভাষণ॥
ফুল ফল সহ নানা নবতরু শোভে।
যাহার সৌন্দর্য্য হেরি মুনিমন লোভে॥

প্রকট হইল শত শৈলের উপর॥
অতি সুবিমল জল নদনদী বহে।
খগ মৃগ মধুকর সদা সুখে রহে॥
সহজ বৈরতা সব জীব করি ত্যাগ।
গিরির উপরে করে অতি অনুরাগ॥
উমাঅবতারে তথা শোভিল ভূধর।
শ্রীরামে ভকতি রূপি যথা শোভে নর॥
নিতি নিতি নবনব সুমঙ্গল পায়।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণে তার যশ গায়॥
সব সমাচার যবে নারদ পাইলা।
সে কৌতুক দেখিবারে হিমালয়ে গেলা॥
গিরিবর সমাদর তাঁহারে করিলা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে সুআসন দিলা
মেনকা-সহিত মুনিচরণ বন্দিল।
সেচন করিলা গৃহে সে পাদসলিল॥
আপন সৌভাগ্য গিরি নারদে কহিল।
সুতারে ডাকিয়া মুনি নিকটে আনিল॥
তুমিও সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ত্রিকালের জ্ঞাতা।
সর্ব্বত্র তোমার গতি সর্ব্বজ্ঞাতা॥
কিবা গুণ কিবা দোষ আমার সুতার।
মুনিবর কহ ইহা করিয়া বিচার॥

হাসিয়া কহিলা মুনি মধুর বচন।
তোমার দুহিতা সর্ব্ব-গুণ-নিকেতন॥
সহজ সুন্দরী অতি সুশীলা বালিকা।
ভবানী অম্বিকা উমা চণ্ডিকা কালিকা
সকল লক্ষণযুতা তোমার কুমারী।
সবার হইবে প্রাণ হইতে পিয়ারী॥
বিধবা না হবে সুতা তোমার কখন।
জনকজননীযশ করিবে বর্দ্ধন॥
সকলজগতলোক ইহাঁরে পুজিবে।
সুদুর্ল্লভ বস্তু সব পুজিয়া পাইবে॥
ইহাঁর পবিত্র নাম স্মরি নারীগণ।
অনিধার পতিব্রত করিবে লভন॥
কহিলাম বালিকার যত সুলক্ষণ।
অধুনা শুনহ যাহা আছে অলক্ষণ।
অগুণ অমানী এক পিতৃমাতৃহীন।
সকলসংশয়শূন্য শুদ্ধ উদাসীন
জটিল অকামতনু মহাযোগিবর।
অমঙ্গল বেশধারী নগ্ন দিগম্বর॥
হবে তব সুতাপতি নাহিক সংশয়।
করের রেখাতে আছে এই পরিচয়॥
ঋষিবাক্য সত্য মনে করিয়া ধারণ।
দম্পতি কাতরা অতি উমার হর্ষণ॥
মেনকা গিরিজা গিরি আর সখিগণ।
সবে পুলকিতগাত্র সজললোচন॥
কভু না হইবে মিথ্যা ঋষির বচন।
বুঝি দৃঢ়রূপে উমা করিল ধারণ॥
শিব-পাদপদ্মে অতি প্রেম উপজিল।
মিলন কঠিন ভাবি সন্দেহ হইল॥
অসময় বুঝি দেবী ভাব সম্বরিল।
সখীর উৎসঙ্গে গিয়া আপনি বসিল॥
অবশ্য হইবে যাহা নারদ কহিল।
ভাবিয়া দম্পতী শোকে আকুল হইল
ধৈরয ধরিয়া তবে কহে গিরিরায়।
কহ নাথ কি হইবে ইহার উপায়॥
শুনি মুনি কহে শুন গিরি গুণনিধি।
ললাট মাঝারে যাহা লিখিয়াছে বিধি॥
দেবতা দনুজ নর নাগ মুনিগণ
কাহার নাহিক সাধ্য করিতে খণ্ডন

তথাপি কহিব আমি শুনহ উপায়।
পারে ঘটিবারে যদি দেবতা সহায়॥
করিনু যে গুণ দোষ বরের বর্ণন।
থাকিবেক উমাবরে সে সব লক্ষণ॥
বরগুণদোষ যাহা করিনু বাখান।
আছে মহাদেবে তাহা করি অনুমান।
উমারে বিবাহ যদি করে ত্রিলোচন।
সব দোষ গুণ বলি হইবে গণন॥
অনন্তশয্যায় হরি করেন শয়ন।
তাঁর দোষ বুধ নাহি করে হে গ্রহণ॥
করে সব রস ভানু অনল ভোজন।
কে পারে করিতে বল তাদের নিন্দন॥
মলাধার শবদেহ গঙ্গাদেবী বহে।
তাঁহার সলিল কেবা অপবিত্র কহে॥
সমর্থজনের দোষ না হয় কথন।
সুরনদী রবি আর পাবক যেমন॥
অভিমান বশে নর করিলে নিন্দন।
কল্প ভরি হয় তার নরকে গমন।
শুন শুন রত্নাকর পর্ব্বতপ্রধান।
কভু নাহি হয় জীব ঈশের সমান॥
জাহ্নবীসলিলকৃত সুরা যদি হয়।
সাধুজনপানযোগ্য তাহা কভু নয়।
জাহ্নবীতে মিশি সুরা পবিত্রা যেমন।
ঈশ-অনীশের মাঝে অন্তর তেমন॥
সহজ সমর্থ শিব পূর্ণ ভগবান্॥
এ বিবাহ হয় যদি হইবে কল্যাণ।
যদ্যপি সুদুরারাধ্য হয় শ্রীমহেশ।
তথাপিও আশুতোষ করিলেক লেশ॥
যদি তীব্র তপ করে তোমার কুমারী।
মিলিবে তাহার সনে অবশ্য পুরারি॥
আছে জগমাঝে বর যদিও অনেক।
নাহিক ইহাঁর বর শিবভিন্ন এক॥
সর্ব্ববরদাতা শিব আরতিভঞ্জন।
করুণাসাগর প্রভু সেবকরঞ্জন॥
কোটি যোগ জপ কর করিয়া যতন।
বাঞ্ছা পূর্ণ নহে বিনা শিব-আরাধন॥
এত কহি দেবঋষি শ্রীহরি স্মরিল।
গিরিজারে বহুবিধ আশীর্ব্বাদ দিল॥

সকল কল্যাণ এবে হইবে নিশ্চয়।
ত্যজহ গিরীশ তব মনের সংশয়॥
এত কহি গেল ঋষি বিরঞ্চি-সদন।
পশ্চাতে ঘটিল যাহা করহ শ্রবণ॥
একান্তে পাইয়া কান্তে মেনকা তখন।
কহে নাথ না বুঝিনু মুনির বচন॥
ঘর বর কুল যদি অনুরূপ হয়।
সুতার বিবাহ তবে দেহ মহাশয়॥
নতুবা রহিবে কন্যা আমার কুমারী।
জানিবে হে উমা মম প্রাণের পিয়ারী॥
গিরিজার যোগ্য যদি নাহি মিলে বর।
সকলে কহিবে গিরি স্বভাবত জড়॥
এ সব বিচারি কান্ত দাও হে বিবাহ।
পশ্চাতে না হয় যেন হৃদয়ের দাহ॥
এত কহি ধরে মেনা পতির চরণ।
কহে হিমালয় তবে মধুর বচন।
শশিমাঝে হয় যদি পাবকউদয়।
তথাপি নারদবাণী অন্যথা না লয়॥
শোক পরিহর প্রিয়ে ভাব ভগবান্।
পার্ব্বতীর হবে তার কৃপায় কল্যাণ॥
যদ্যপি উমারি প্রতি থাকে তব স্নেহ।
অধুনা যাইয়া তারে এই শিক্ষা দেহ॥
করুক তপস্যা উমা পাইতে মহেশ।
দ্বিতীয় উপায় নাহি নাশিবারে ক্লেশ॥
বুঝিবে নারদবাক্য সর্ব্বসুখ-হেতু।
পরম সুন্দর গুণনিধি বৃষকেতু॥
এত বিচারিয়া তুমি সব শঙ্কা ত্যজ।
অকলঙ্ক মহাদেব নির্ব্বিকার অজ॥
পাইল আনন্দ শুনি পতির বচন।
মেনকা গিরিজাপাশে করিল গমন॥
হেরিয়া উমারে দেবী সজললোচন।
করিল স্নেহের ভরে হৃদয়ে ধারণ॥
পুনঃপুনঃ করে মাতা সুতা আলিঙ্গন।
গদগদ কণ্ঠ মুখে না সরে বচন॥
সর্ব্বজ্ঞ জগতমাতা ঈশ্বরী ভবানী।
জননীর সুখলাগি কহে মৃদুবাণী॥
শুন শুন মাতা আমি দেখিনু স্বপন।
তোমারে কহিব এবে তার বিবরণ

গৌরবর্ণ এক বিপ্র আসি মম স্থান।
এই উপদেশ মোরে করিল প্রদান॥
তপস্যা করহ গিয়া গিরির কুমারি।
নারদবচন সত্য অন্তরে বিচারি॥
করেছে এমত তব জননী জনক।
তপ সুখপ্রদ হয় দোষের নাশক॥
তপবলে বিধি করে জগত সৃজন।
তপবলে করে বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড পালন॥
তপবলে করে শম্ভু জগত সংহার।
তপবলে ধরে শেষ ধরণীর ভার॥
সকল সৃষ্টির হয় তপস্যা আধার।
করহ তপস্যা ইহা করিয়া বিচার॥
জননী-জনকে হেনমতে প্রবোধিল।
তপস্যা-কারণ তবে গিরিজা চলিল॥
জনক-জননী প্রিয় পরিবারগণ।
হইল কাতর মুখে না সরে বচন॥
বেদশিরা মুনি তবে করি আগমন।
পার্ব্বতী-মহিমা কিছু করিল কীর্ত্তন॥
উমার মহিমা সবে করিলা শ্রবণ।
ত্যজিয়া বিরহদুখ হয় সুস্থমন॥
হৃদে ধরি উমা প্রাণপতির চরণ।
করিল বিপিনে গিয়া তপ আরম্ভণ॥
অতি সুকোমল তনু তপযোগ্য নহে।
ত্যজি সব ভোগ পতিপদ স্মরি রহে॥
নিত্য নব অনুরাগ পদে উপজিল।
দেহ বিসরিয়া তপ করিতে লাগিল॥
সহস্রবৎসর ফল-মূলাহারে গেল।
বনজাত শাকে শতবর্ষ কাটাইল॥
ভোজন করিল বারি বায়ু কিছুদিন।
কিছুদিন উপবাস করিল কঠিন॥
বেলের যে পাতা পড়ে ভূমে শুকাইয়া
বরষ হাজার তিন কাটায় খাইয়া॥
গিরিজা করিল পরে পর্ণ পরিহার।
সে হেতু হইল নাম অর্পণা তাঁহারি॥
তপক্ষীণ উমা তনু হইল যখন।
গম্ভীর আকাশবাণী শুনিল তখন॥
গিরীশনন্দিনি শুন এ সত্য বচন।
হইল বাসনা পূর্ণ করহ গমন॥
দারুণ দুঃসহ দুখ কৈল পলায়ন।
ত্রিপুরারিসনে তব হইবে মিলন॥
জগমাঝে জ্ঞানী মুনি অনেক হইল।
এ হেন তপস্যা কভু কেহ না করিল॥
ধারণ করহ হৃদে ব্রহ্মবরদান।
পরম পবিত্র সত্য সদা কর জ্ঞান॥
ভবনে লইতে পিতা আসিবে যখন।
হট ত্যজি তাঁর সনে করিবে গমন॥
সপ্ত ঋষি আসিবেক তব পাশে যবে।
জানিবে এ বরবাণী সত্য হবে তবে॥
ভবানী গগনবাণী শুনিল যখন।
পুলকে পূরিল তনু সলিলে লোচন॥
করিলাম আমি উমাচরিত বর্ণন।
শিবের বৃত্তান্ত শুন পরমপাবন॥
যে দিন করিল সতী দেহ পরিত্যাগ।
সে দিনে হইল শিবহৃদয়ে বিরাগ॥
সদা জপ করে প্রভু রঘুনাথনাম।
যেখানে সেখানে শুনে রামগুণগ্রাম॥
চিদানন্দ সুখধাম সদানন্দচিত।
মোহ অভিমান কাম-আদি-বিরহিত॥
ভূমে বিচরণ করে হৃদে ধরি রাম।
মায়াতীত পরব্রহ্ম লোক-অভিরাম॥
কোথা উপদেশ দেন মুনিগণে জ্ঞান।
কোথা বা শ্রীরামগুণ করেন বাখান॥
শিব ভগবান্ হন কামনারহিত।
ভক্তের বিরহদুখে রহেন দুখিত॥
এইরূপে বহুকাল বিগত হইল।
রামপদে নিত্য নব প্রেম উপজিল॥
শিবের অতুল প্রেম করি দরশন।
আইলা তাঁহার পাশে রাম নারায়ণ॥
পরম কৃতজ্ঞ রাম প্রভু কৃপাময়।
রূপশীলগুণনিধি মহাতেজোময়॥
শঙ্করে প্রশংসি কহে কমললোচন।
কে পারে করিতে এই ব্রত সমাপন॥
পুনরপি কহে শিবে বিশ্বের বিধাতা।
গিরিগৃহে জনমিল জগতের মাতা॥
এত কহি গিরিজার তপবিবরণ॥
সবিস্তরে বর্ণিলা কৃপানিকেতন॥

যদি মোর প্রতি স্নেহ থাকে ত্রিলোচন।
এ মিনতি শুনি দেব রাখহ এখন॥
শঙ্কর কহিল ইহা না হয় বিহিত।
প্রভুবাক্যরক্ষা কিন্তু সর্ব্বথা উচিত॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি করিব পালন।
পরম ধরম মম শুন নারায়ণ॥
জনক-জননী প্রভু গুরুর বচন।
শুভাশুভ অবিচারি কর্ত্তব্য পালন॥
বিবেক ভকতি ধর্ম্ম-সংযুত বচন।
শুনিয়া হইল অতি প্রভু তুষ্টমন॥
হরি কহে তব পণ হইল পূরণ।
অধুনা আমার বাক্য করহ রক্ষণ॥
এত কহি অন্তর্দ্ধান করে জগৎপতি।
রাখিলা শঙ্কর হৃদে ধরি সে মূরতি।
কৈলাসে আইল তবে সপ্তঋষিগণ।
হেরি শিব করে মিষ্ট বাণী উচ্চারণ।
পার্ব্বতী-নিকটে এবে করহ গমন।
প্রেমের পরীক্ষা তাঁর করিতে গ্রহণ॥
পাঠাইয়া গিরিরাজে গিরিজাসদন।
যাও গৃহে লয়ে করি সন্দেহ ভঞ্জন॥
শিববাক্য শুনি সবে হরষিতমন।
পার্ব্বতীর তপবনে করিল গমন॥
সপ্তঋষি গিরিজারে করে দরশন।
তপরাশি তনু যেন করেছে ধারণ॥
মেনকাকুমারি শুন কহে ঋষিগণ।
কঠোর তপস্যা তুমি কর কিকারণ॥
কিবা বর চাহ কার কর আরাধন।
সত্য করি কহ মাতা সব বিবরণ॥
সপ্তঋষি-বাক্য শুনি কহিলা ভবানী।
অতিগূঢ়ভাবযুক্ত মনোহর বাণী।
কহিতে তপস্যামর্ম্ম সঙ্কুচিত মন।
শুনিয়া হাসিবে সবে আমার যে পণ॥
করিনু সাহস নাহি শুনিনু বারণ।
বারিপরে চাহি ভিত্তি করিতে স্থাপন॥
নারদের বাক্যে করি বিশ্বাস স্থাপন।
পক্ষবিনা চাহি শূন্যে করিতে উড়ন॥
ভাবি দেখ মুনিগণ মম অবিচার।
পতিত্বে বরিতে চাহি শিব অবিকার॥

সপ্তঋষি হাসে শুনি উমার বচন
পর্ব্বত হইতে তব শরীর-ধারণ॥
নারদের শিক্ষা কেন করিলা গ্রহণ।
জান না কি অনিকেত দেব পঞ্চানন॥
নারদমন্ত্রণা শুনি দক্ষসুতগণ।
তপোবনে গিয়া নাহি ফিরিল ভবন॥
চিত্রকেতুরাজে বনে বাস করাইল।
কনককশিপু দৈত্য উপায়ে বধিল॥
নারদ হইতে শিক্ষা যে জন পাইবে।
অবশ্য ভবন ত্যজি ভিখারী হইবে॥
কপটঅন্তর অতি সাধু-চিহ্ন ধরে।
করিতে আপন সম চাহে নারী-নরে॥
নারদবচনে তুমি করিয়া বিশ্বাস।
চাহ করিবারে পতি সহজ উদাস॥
নির্লজ্জ নির্গুণ শিব কুবেশ কপালী।
অকুল অগেহ আর দিগম্বর ব্যালী॥
কহ কিবা সুখ পাবে সে পতি লভিয়া।
ঠকের চাতুরী শুনি রয়েছ ভুলিয়া॥
সতীরে বিবাহি শিব নিকটে রাখিল।
পুন মারিবার তরে দূর করি দিল॥
নাহি জানে মহাদেব শৌচ আচমন।
ভিক্ষালব্ধ অন্নে করে উদর ধারণ॥
সহজ একাকী শিব তাহার ভবন।
নারীর উচিত নহে করিতে গমন॥
এখন রাখহ মাতা মোদের বচন।
করিয়াছি মোরা তব বর অন্বেষণ॥
সুন্দর সুখদ শুচি শীলের নিধান।
দেবগণ করে যার লীলাযশ গান॥
সকল গুণের রাশি নাহিক দূষণ।
শ্রীপতি বৈকুণ্ঠবাসী দেব নারায়ণ॥
অবসরক্রমে আনি করাব মিলন।
শুনি হাসি কহে দেবী মধুর বচন॥
সত্য বটে মম দেহ হয় গিরিজাত।
না ছাড়িব পণ যদি হয় দেহপাত॥
পাষাণ হইতে জন্ম লভিয়া সুবর্ণ
অগ্নিদগ্ধ হয় তবু নাহি ছাড়ে বর্ণ॥
কভু না ত্যজিব আমি নারদবচন।
না ছাড়িব ভয়ে যাহা করিয়াছি পণ॥

বিশ্বাস নাহিক যাঁর গুরুর বচনে।
স্বপনেও সুখসিদ্ধ না পায় সে জনে॥
শিব অবগুণধাম বিষ্ণু গুণধাম।
যার মন যাতে রমে তাতে তার কাম॥
প্রথমে করিতে যদি তুমি আগমন।
করিতাম তব শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ॥
করিনু জনমজন্ম শঙ্কর-কারণ।
দোষ গুণ বিচারিয়া কি ফল এখন॥
কোটি জন্ম যায় যদি নাহি পাই শিব।
না বরিব অন্য বর কুমারী রহিব॥
বিশ্বমাতা কহে মুনি করি গো বিনয়।
বিলম্বে কি ফল এবে যাও নিজালয়॥
হেরি শিবপদে প্রেম কহে মুনি জ্ঞানী।
জয় জয় জয় জগজননী ভবানী॥
তুমি মহামায়া দেবী শিব ভগবান্।
দোঁহে কর জগতের জনম বিধান॥
উমার চরণে মুনি নোঙাইয়া শির।
বিদায় লইয়া চলে পুলকশরীর॥
সপ্তঋষি গিয়া হিমালয়ে পাঠাইল।
গিরি বনে গিয়া গৃহে সুতারে আনিল॥
পুনরপি সপ্তঋষি শিবপাশে গেল।
উমার বৃত্তান্ত সব তাঁরে জানাইল॥
শুনিয়া হইল শিব স্নেহে নিমগন।
সপ্তঋষি গেল চলি আপন ভবন॥
মন স্থির করি তবে শম্ভু ভগবান্।
করিতে লাগিল রঘুনায়কের ধ্যান॥
তারক অসুর সেইকালে জনমিল।
যার
সবলোক লোকপতি করিল যে জয়।
দেবের সম্পদ সুখ করিল সে ক্ষয়॥
সহজ অজেয় সুর অজর অমর।
তারক জিনিল সবে করিয়া সমর॥
বিরিঞ্চিনিকটে গিয়া দেবতার গণ।
আত্মবিবরণ তারে করে নিবেদন॥
স্বর্গভ্রষ্ট দেখি সবে জগতবিধাতা।
চিন্তিয়া কহিল তবে সর্বজনত্রাতা॥
বুঝাইয়া কহে বিধি শুন দেবগণ।
যে উপায়ে হইবেক দনুজদলন॥
শিবশুক্রসমুদ্ভব যদি সুত হয়।
কহিতেছি দনুজে সে বধিবে নিশ্চয়॥
শুনি মোর কথা সবে করহ উপায়।
ঘটিবে যদ্যপি হয় ঈশ্বর সহায়॥
দক্ষযজ্ঞে করি সতী দেহবিসর্জন।
জনম লভিলা গিয়া গিরির ভবন॥
করিছে তপস্যা তেঁহ শিবের কারণ।
আছে সমাধিতে বসি বৃষভ বাহন॥
অসম্ভব বটে শিবসমাধিভঞ্জন।
তথাপি আমার বাক্য করহ শ্রবণ॥
শিবসন্নিধানে কর কামেরে প্রেরণ।
সে করুক শিবমনে ক্ষোভ উৎপাদন॥
ততঃপর আমি শিবে নোঙাইয়া শির।
বিবাহ উমার সনে করাইব স্থির॥
এমত করিলে হবে দেবগণহিত।
সবে কহে এ উপায় হইল উচিত॥
সুরবৃন্দ করে তবে কামেরে স্তবন।
শুনিয়া আইল তথা দেবতা মদন॥
আপন বিপদ দেব কহে তাঁর স্থান।
শুনিয়া বিচার করে মনে পঞ্চবাণ॥
শিবসনে বিরোধে না মম ভাল হবে।
কামদেব কহে হাসি দেবগণে তবে॥
তথাপি করিব আমি তোমাদের কর্ম্ম।
শ্রুতি কহে উপকার হয় মহাধর্ম্ম॥
পরহিতলাগি ত্যজে শরীর যে জন।
তার যশ গান করে সিদ্ধমুনিগণ॥
প্রণমিয়া দেববৃন্দে বিদায় মাগিল।
সহায় সহিত তবে মদন চলিল॥
চলিবার কালে কাম করিল বিচার।
শিবসনে এ বিরোধে নাহিক নিস্তার॥
আপন প্রভাব কাম করিল বিস্তার।
আনিল আপন বশে সকল সংসার॥
কোপবশ হয় যবে বারিচরকেতু।
ক্ষণমাঝে হয় নাশ সব শ্রুতিসেতু॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত যম নিয়ম সকল।
জ্ঞান ধর্ম্ম ধৃতি আর বিজ্ঞানের বল॥
সদাচার কৃপযোগ বৈরাগ্যের গণ।
বিবেককটক ভয়ে কৈল পলায়ন॥

কামসনে রণে, বিবেক সগণে,
হারি যায় পলাইয়া
সাধু গ্রন্থ-চয়, লইল আশ্রয়,
পর্ব্বতকন্দরে গিয়া ॥

ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে, যত নারী নরে,
কিবা যুবা পরবীণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘিয়া, লাজ বিসরিয়া,
হয় সবে কামাধীন ॥

সবার হৃদয় হয় কামবাণাহত।
লতারে নেহারি তরুশাখা হয় নত।
উমগি করিল নদী অম্বুধিগমন।
জলাশয় পরস্পর করিল মিলন ॥
হইল এ দশা প্রাপ্ত যবে জড়গণ।
বর্ণিতে কে পারে যাহা করিল চেতন ॥
খেচর ভূচর কিবা জলচরকুল।
কালাকাল বিসরিয়া হয় কামাকুল ॥
সবারে,করিল অন্ধ দুরন্ত মদন।
দিবা-নিশি কেহ নাহি করে বিলোকন ॥
দেবতা দনুজ নর কিন্নর কি ব্যাল।
পিশাচ কি ভূত প্রেত কিবা সে বেতাল ॥
ইহাদের দশা কিবা করিব বর্ণন।
হইল কামের বশ জগতের জন ॥
কিবা সিদ্ধ কি বিরক্ত কিবা মুনি যোগী।
হইল কামের বশ সন্ন্যাসী বিয়োগী ॥

হয় কামহত, তপযোগ রত,
পামরের কিবা কথা।
এবে নারীময়, আগে ব্রহ্মময়,
দেখিল দেখিত যথা ॥

নর নারীময়, নারী নরময়,
করে জগ দরশন।
দণ্ড দুই ভরি, ব্রহ্মাণ্ড উপরি,
কামের এ বিঘটন ॥

ধরার ভিতর, সবার অন্তর,
কৈল কামবিহরণ।
যারে রাখে রাম, সে জিনিল কাম,
সে ধরি শ্রীচরণ ॥

কামকৃত এ কৌতুক দুদণ্ড হইল।
ইতিমধ্যে কামদেব শিবপাশে গেল ॥
শিবে দরশন করি ভীত হয় মার।
রহিল পূর্ব্বের মত সকল সংসার ॥
রুদ্রে নিরখিয়া কাম সভয়-অন্তর।
দুরাধর্ষ ভগবান্ দুর্গম শঙ্কর ॥
এ লাজের কথা কিবা করিব বর্ণন।
মরণ-উপায় কাম করিল রচন ॥
বসন্তের আবির্ভাব হইল ত্বরিত।
বনমাঝে হয় তরুরাজি কুসুমিত ॥
বন উপবন,পুষ্পবাটিকা তড়াগ।
ধরে মনোহর বেশ দশদিগ্‌ভাগ ॥
যেথা সেথা উমগিছে তনু অনুরাগে।
মৃতের অন্তরে যেন মনসিজ জাগে ॥
সবে কামবশ সদ্য হয় জগজন।
ধরিল অতুল শোভা বন উপবন ॥
সুগন্ধ শীতল মন্দ বহে সমীরণ।
সখা কাম অনলের সাহায্য-কারণ ॥
প্রফুল্ল কমলদল শোভে সরোবরে।
মধুলোভে মধুকর তাহে রব করে ॥
কলহংস পিক শুক করে কলস্বন।
করিছে অপ্সরা গান করিয়া নর্ত্তন ॥
করিয়া বিবিধকলা সহ সৈন্যগণ।
শিবে জয় করিবারে না পারে মদন ॥
হরের সমাধি যবে না হইল ভঙ্গ
হইল কুপিত তবে দুরন্ত অনঙ্গ
রসাল বিটপ এক করি বিলোকন।
অভিমানী কামদেব কৈল আরোহণ ॥
করিয়া কুসুমচাপে শর সংযোজন।
শ্রবণপর্য্যন্ত তারে কৈল আকর্ষণ ॥
ছাড়িল বিষম বাণ হরহৃদে লাগে।
ছুটিল সমাধি তবে মহাদেব জাগে ॥
ক্ষুভিত হইল অতি ঈশ্বরের মন
চক্ষু মিলি দশদিক্ করি নিরীক্ষণ ॥
রসালপল্লবে করি কামে দরশন।
কুপিত হইলা হর কাঁপে ত্রিভুবন
তৃতীয় নয়ন প্রভু করি উন্মীলন।
করে ভস্ম দুরন্ত মদন ॥

হাহাকার করে যত জগতের জন

কাম-সুখ-রত ভোগী হয় শোকবশ।
হইল কণ্টক-শূন্য সাধক তাপস॥
শুনি পতি-গতি, পতি-গতি-রতি,
পড়িল ভূমির পর।
করিয়া রোদন, বহু বিলপন,
গেল যথা গঙ্গাধর॥
ভকতি করিয়া, দুকর জুড়িয়া,
প্রভুরে করিল স্তব।
বিভু আশুতোষ, পাইয়া সন্তোষ,
অবলারে কহে ভব॥
শুন শুন রতি, তব প্রাণপতি,
জীবন পাইবে এবে
না পাবে শরীর, হবে অশরীর,
ভুবন ব্যাপিয়া রবে॥
অদ্যাবধি কাম-নাম হইবে অনঙ্গ।
এবে শুন তব সনে মিলন-প্রসঙ্গ॥
দ্বাপরের শেষে যবে কৃষ্ণ অবতার।
যদুবংশে হইবেক হরিতে ভূভার॥
হইয়া কৃষ্ণের সুত কাম জনমিবে।
আমার বচন নাহি অন্যথা হইবে॥
চলি গেল রতি শুনি শিবের বচন।
পরের বৃত্তান্ত এবে করহ শ্রবণ॥
এ সম্বাদ দেবগণ পাইল যখন।
ব্রহ্মার সহিত গেল বৈকুণ্ঠভবন॥
সকল অমর বিষ্ণু-বিরিঞ্চিসমেত।
গেল যথা ছিল শিব কৃপার নিকেত॥
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করিল স্তবন।
প্রসন্ন হইল শুনি দেব ত্রিনয়ন॥
সুরবৃন্দে কহে তবে প্রভু বৃষকেতু।
কহ দেবগণ হেথা আগমনহেতু॥
বিধি কহে অন্তর্যামী তুমি মহেশ্বর।
আদেশ পালনহেতু করিব উত্তর॥
এই অভিলাষ আছে দেবতার মনে।
তোমার বিবাহ নাথ হেরিতে নয়নে॥
হেরিব উৎসব মোরা ভরিয়া লোচন।
এ বাঞ্ছা পূরণ কর মনোজনাশন॥

রতিরে দিলা হে বর কামদেবে জারি।
কৃপাসিন্ধু তব কৃপা জগতে প্রচারি॥
নিগ্রহ করিয়া পুন অনুগ্রহ করে।
সহজ স্বভাব এই প্রভু সদা ধরে॥
পার্ব্বতী করিল তপ কঠোর অপার।
এবে মহাদেব কর তাঁরে অঙ্গীকার॥
বিধিবাণী শুনি স্মরি প্রভুর বচন।
হইবে কহিলে যাহা কহে পঞ্চানন॥
তবে দেবগণ করি দুন্দুভিনিস্বন।
কহে জয় জয় দেব জয় ত্রিলোচন॥
অবসর বুঝি আসে সপ্তঋষিগণ।
বিধি পাঠাইল শীঘ্র গিরির ভবন॥
উমাগৃহে করি তারা প্রথমে গমন।
ছলযুত সুমধুর কহিল বচন॥
আমাদের কথা মাতা না করি শ্রবণ।
নারদের উপদেশ করিলে ধারণ॥
এখন হইল মিথ্যা তোমার সে পণ।
মদনে করিল ভস্ম দেব ত্রিনয়ন॥
মুনিবাক্য শুনি হাসি কহিলা ভবানী
উচিত কহিলে এবে মুনিবর জ্ঞানী॥
তুমি জান এবে শিব ভস্ম কৈল কাম।
ইহার পূর্ব্বেতে তিনি ছিলেন সকাম॥
আমি জানি মহাদেব সদা মহাযোগী॥
সর্ব্বদোষহীন অজ অকাম অভোগী।
কায় মন বাক্যে যদি শিবের চরণ॥
প্রীতিসহ করে থাকি আমি গো সেবন
শুনহ মুনীশ তবে মম এই পণ।
করিবেক সত্য প্রভু দেব ত্রিলোচন॥
তুমি কহিতেছ শিব কামে বিনাশিল।
অবিবেকহেতু তব এ জ্ঞান হইল॥
সহজ স্বভাব এই ধরে হুতাশন।
তাহার নিকটে হিম না যায় কখন
অবশ্য বিনষ্ট হয় সমীপগমনে।
কামনাশ হয় তথা শিবদরশনে॥
হর্ষিত হইল মুনি উমার বচনে
অচল বিশ্বাস দেখি শিবের চরণে॥
গিরিজারে করি নতি গেল মুনিগণ।
সর্ব্বসুখময় গিরিরাজের ভবন॥

হিমালয়ে কহে গিরি সব বিবরণ।
সুখ পায় শুনি গিরি মদনদহন ॥
পুন মুনি কহে রতি-প্রতি বরদান।
বড় সুখ পায় শুনি গিরি হিমবান্ ॥
শিবের প্রভুতা এবে বিচারিয়া মনে।
সমাদরে বসাইল সপ্ত ঋষিগণে ॥
বার তিথি সুনক্ষত্র করিয়া মিলন।
বেদবিধিমতে স্থির করিল লগন ॥
লগ্নপত্র দিল গিরি সপ্তঋষি-স্থানে।
পদে ধরি করি স্তুতি বিবিধ বিধানে ॥
লগ্নপত্র করে মুনি ব্রহ্মারে প্রদান।
পড়ি প্রীতি করে লাভ বিধি ভগবান্ ॥
লগ্নপত্র করে অজ সভাতে পঠন।
শুনি সুরকুল হয় আনন্দে মগন ॥
কুসুম বর্ষণ করে দুন্দুভিনিস্বন।
মঙ্গল কলস সবে করিল স্থাপন ॥
বরযাত্র-সাজ সাজে দেবতার গণ।
সজ্জিত করিল সবে আপন বাহন ॥
চারিদিকে শুভ চিহ্ন করে দরশন।
কল গান করে যত অপ্সরার গণ ॥
শিবপারিষদবৃন্দ শিবে সাজাইল।
জটার মুকুট-পরে অহি মৌর দিল ॥
ফণির কুণ্ডল কাণে ফণির কঙ্কণ।
গাত্রে ভস্ম বাঘাম্বর করায় ধারণ ॥
ভালে শশী শিরে গঙ্গা রূপ মনোহর।
স্কন্ধে নাগউপবীত পরম সুন্দর ॥
নরশিরমালা বক্ষে সুকণ্ঠে গরল।
কৃপাময় শিবধাম বেশ অমঙ্গল ॥
ত্রিশূল ডম্বরু করে করিয়া ধারণ।
আরোহি বৃষভে চলে বাজিছে বাজন ॥
হেরিয়া অদ্ভুত বেশ কহে দেবীগণে।
এ বরের যোগ্য পাত্রী নাহি ত্রিভুবনে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যত দেবতার গণ।
বরযাত্রা চলে করি যানে আরোহণ ॥
দেবতাসমাজ অনুপম বরযাত্র।
বর অনুরূপ কিন্তু নহে একমাত্র ॥
বিষ্ণু সুরপতি হাসি কহিল তখন।
সব দিক্‌পাল শুন আমার বচন ॥

আপন আপন গণ বিলগ করিয়া।
চলহ পৃথক্ ভাবে বরাত্ত লইয়া ॥
বর-অনুরূপ নাহি হয় বরযাত্র।
কেবা হবে পরপুরে উপহাসপাত্র ॥
সুরবৃন্দ শুনি তবে বিষ্ণুর বচন।
লইল বিলগ করি নিজ নিজ গণ ॥
মনে মনে হাস্য করে দেব ত্রিলোচন।
হরির ব্যঙ্গের উক্তি না যায় কথন ॥
শুনিয়া হরির হর সে প্রিয় বচন।
ভৃঙ্গীরে আদেশ দিলা বিলগিতে গণ ॥
শিবআজ্ঞা শুনি সবে কৈল আগমন।
প্রভুপাদপদ্ম আসি করিল বন্দন ॥
নানা যানে চড়ি আসে নানাবেশ ধরি।
হাসে শিব নিজগণে দরশন করি ॥
কেহ মুখহীন কেহ অনেকবদন।
কেহ পদহীন কেহ অনেকচরণ ॥
বিপুলনয়ন কেহ কেহ নেত্রহীন।
কেহ হৃষ্টপুষ্টদেহ কেহ তনুক্ষীণ ॥

কেহ তনু ক্ষীণ, কেহ অতি পীন,
ধরে রূপ অপাবন।
ভূষণ করাল, মনুজ-কঙ্কাল,
করি করে বিধারণ ॥
কুকুর শূকর, শিবা মুষা খর,
বেশধারী অগণন
অসঙ্খ্য ডাকিনী, পিশাচ যোগিনী,
কেবা করে বরণন ॥
নাচে গায় হাসে, মনের উল্লাসে,
চলে করি ভূকম্পন ॥
বিবিধ বচন, করে উচ্চারণ,
যত সব শিব-গণ ॥

যেমন দুলহ তথা বরাত হইল।
বিবিধ কৌতুক করি যাইতে লাগিল ॥
বিবাহমণ্ডপ রচে গিরি হিমাচল।
অতি মনোহর তাহে শিল্পের কৌশল ॥
লঘু গুরু যত গিরি ভূমিতলে ছিল।
নিমন্ত্রিয়া হিমালয় সবারে আনিল।
জলনিধি সরোবর নদনদীগণ।
হিমালয় সবাকারে কৈল নিমন্ত্রণ ॥

পরম সুন্দরতনু কাঁধিয়া বারণ।
সমাজ সহিত সবে কৈল আগমন॥
পূর্ব্বাবধি বহু গৃহে করি নিরমাণ।
রেখেছিল গিরি দিতে যথাযোগ্য স্থান॥
মনোহর পুরশোভা করি বিলোকন।
বিধির নৈপুণ্য লঘু কহে সর্ব্বজন॥
লঘু বিবেচনা, বিধির রচনা,
হয় হেরি পুরশোভা।
কূপ বাগবন, সরিদগণন,
অতিশয় মনোলোভা॥
তোরণ বিপুল, পতাকা-সঙ্কুল,
শোভে প্রতি ঘরে ঘরে।
নর আর নারী, সুন্দর সুন্দরী,
রূপে মুনি-মন হরে॥
জগতজননী যথা লভে অবতার।
কেবা পারে কহিবারে শোভা তথাকার॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি আদি যত সম্পদের গণ।
নিত্য নবভাবে আজ্ঞা করিছে পালন॥
নগরনিকটে যবে বরাত আইল।
পুরশোভা হেরি সবে হর্ষিত হইল॥
নানাসাজে সাজি তবে হিমালয়গণ।
আগুসরি লইবারে চলিল তখন।
দেববৃন্দে হেরি সবে আনন্দিতমন।
অতি সুখ পায় হেরি দেব নারায়ণ॥
শিবের সমাজ যবে করে দরশন।
ভয়ে গিরি পুরজন ধায় সবাহন॥
সাহসে করিয়া ভর চতুর রহিল।
জীবন লইয়া শিশু ঘরে পলাইল॥
ঘরে গেলে পিতা মাতা পুছিল কারণ।
কাঁপিতে কাঁপিতে শিশু কহিল বর্চন॥
যে কহিলে শুন মাতা কহিবারে ডর।
বরাত আইল যত যমের কিঙ্কর॥
হেরিনু উন্মত্ত বর বৃষভবাহন।
বাঘাম্বর নরশির-নাগ-বিভূষণ॥
শিরপরে জটাভার অতি ভয়ঙ্কর।
পিশাচ যোগিনী সঙ্গে ভূত নিশাচর॥
বরযাত্র হেরি যার পরাণ রহিবে।
উমার বিবাহ সেই নয়নে হেরিবে॥
জনকজননী শুনি বালকবচন।
বুঝিল শিবের গণ কৈল আগমন॥
হাসিয়া কহিল বাছা করহ শ্রবণ।
ভয় নাহি কর গিয়া বিবাহ দর্শন॥
বরযাত্রে আগুসরি গিরীশ আনিল।
সমাদরে জনাবাসে সবে বসাইল॥
তবে আরাত্রিক মেনা করিল সাজন।
সুমঙ্গল গান করে যত নারীগণ॥
লইয়া কনকথাল মনোহর করে।
পরিছন লাগি চলে দেব মহেশ্বরে॥
রুদ্রের বিকট বেশ যবে নেহারিল।
অবলাকুলের মনে ভয় উপজিল॥
পাইয়া দারুণ ত্রাস আইল ভবন।
জনাবাসে প্রবেশিলা দেব পঞ্চানন॥
নিরখি শিবের বেশ মেনা দুখ পায়।
সুতারে লইয়া নিজ নিকটে বসায়॥
স্নেহভরে মাতা তারে কোলে বসাইল।
কমল নয়নযুগ সলিলে পূরিল॥
যে বিধাতা অনুপম রূপ তোরে দিল।
সে কেন উন্মত্ত বরে তোরে সমর্পিল॥
গিরি হতে তব সনে ভূতলে পড়িব।
অথবা অনলে কিম্বা সাগরে পশিব॥
হোক অপযশ যাক এ কুল সম্মান।
শিবকরে আমি তোরে না করিব দান॥
মেনার বিষাদবাণী করিয়া শ্রবণ।
ব্যাকুল হইল শোকে অবলা গণ॥
বিলাপ করিয়া সবে করিছে রোদন।
স্নেহবশে নানা কথা করি উচ্চারণ॥
নারদের বাক্যে করি বিশ্বাস স্থাপন।
হইল বিজন আজি গিরির ভবন॥
এইমত উপদেশ উমারে সে দিল।
উন্মাদ বরের লাগি তপ করাইল॥
নাহিক শিবের সত্য মোহ কিম্বা মায়া।
সদা উদাসীন নাহি ধন ধাম জায়া॥
মাতারে কাতরা তবে দেখিয়া ভবানী।
কহিতে লাগিলা জ্ঞানময়ী মৃদু বাণী॥
কভু না টলিবে যাহা রচিল বিধাতা।
এত বিচারিয়া শোক পরিহর মাতা॥

কর্ম্মলিপি কভু নাহি খণ্ডন হইবে।
তবে কেন দোষভাগী অন্যেরে করিবে॥
তুমি কি নাশিতে পার বিধাতার অঙ্ক।
তবে মাতা কেন বৃথা লভিবে কলঙ্ক॥
না ধর কলঙ্ক মাতা বিলাপ ত্যজহ।
সময়উচিত কার্য্য সকল করহ॥
সুখদুখআদি যাহা ললাটলিখন।
অবশ্য ঘটিবে নাহি হইবে খণ্ডন॥
বিনীত কোমল অতি উমার বচন।
শুনিয়া অবলাকুল করিল রোদন॥
সবে দেয় বিধাতারে বিবিধ দূষণ।
সবার নয়ন করে বারি বরষণ॥
অবসর বুঝি আসে নারদ তখন।
সপ্তঋষিগণসহ গিরির ভবন॥
সবাকারে বুঝাইল ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বের প্রসঙ্গ সব করিলা বর্ণন॥
শুনহ মেনকা মম সত্য এই বাণী।
জগতজননী তব দুহিতা ভবানী॥
জনমমরণহীনা মহাশক্তিরূপা।
সদা সদাশিবঅর্দ্ধ-অঙ্গিনী স্বরূপা॥
জগত-সম্ভব-লয়-পালনকারিণী।
আপন ইচ্ছায় লীলাশরীরধারিণী॥
প্রথম জনম দেবী লভে দক্ষঘরে।
জগতবিদিত সতী নাম তবে ধরে॥
তখন করিলা সতী শঙ্করে বরণ।
ভুবনপ্রসিদ্ধ কথা জানে জগজন॥
একবার বিচরণকালে শিবসঙ্গে।
নিরখিলা রঘুকুলকমলপতঙ্গে॥
মোহবশে শিববাক্য করিয়া হেলন।
ভ্রম হেতু সীতা-বেশ করিলা ধারণ॥
জনকনন্দিনীরূপ ধারণ কারণ।
দক্ষদুহিতারে শিব করিলা বর্জ্জন॥
শিবের বিরহে গিয়া পিতৃযজ্ঞস্থলে।
শরীর ত্যজিলা মাতা যোগের অনলে॥
সম্প্রতি লইয়া জন্ম তোমার ভবনে।
করিলা দারুণ তপ শঙ্কর কারণে॥
এত বিচারিয়া মাতা ত্যজহ সংশয়।
গিরিজা সর্ব্বদা শিবসিমন্তিনী হয়॥

নারদের বাক্যে সবে সংশয় ত্যজিল।
এ সম্বাদ প্রতিঘরে মুহূর্ত্তে রটিল॥
তবে হিমালয় মেনা সহিত আনন্দে।
উমার চরণযুগ পুনঃপুন বন্দে॥
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি নাগরিক জন।
ভাসিল আনন্দনীরে করিয়া শ্রবণ॥
সুমঙ্গলগান সবে করিতে লাগিল।
পূরি হেমঘট গৃহদ্বারেতে রাখিল॥
বহুবিধ খাদ্য গিরি করায় রন্ধন।
সূপশাস্ত্রে আছে যত দ্রব্যের বর্ণন॥
কে বর্ণিতে পারে গিরিরাজআয়োজনে
ত্রিলোকজননী বসে যাহার ভবনে॥
বরযাত্রে বসাইলা করি সমাদর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যত দেবতানিকর॥
বিভিন্ন পাঁতিতে সবে দিল সুখাসন।
সূপকার সবে করে সুপরিবেশন॥
সুরবৃন্দ বসি যবে করিছে ভোজন।
নারিবৃন্দ করে মৃদু গারি বরিষণ।
সুমধুর স্বরে সবে গারি গান গায়।
সম্বন্ধ বিচারি ব্যঙ্গবচন শুনায়॥
ভোজনে বিলম্ব করে দেবতার গণ।
শুনিয়া মধুর গারি চিত্তবিনোদন॥
ভোজনান্তে সুর সব করি আচমন।
তাম্বুল লইয়া বাসে করিলা গমন॥
তবে মুনিগণ গিয়া গিরির সদন।
জানাইলা গিরিরাজে বিবাহলগন॥
বিবাহসময় তেঁহ করি দরশন।
অমর সহিত বরে কৈলা আনয়ন॥
সাদরে সকল সুরে ডাকিয়া আনিল।
সবাকারে বসিবারে সুখাসন দিল॥
বেদবিধি অনুসারে বেদী নিরমিল।
নারী সুমঙ্গল গান করিতে লাগিল॥
কনকখচিত দিব্য রত্নসিংহাসন।
বিরিঞ্চিনির্ম্মিত শোভা কে করে বর্ণন॥
বিপ্রে নমি বসে তাহে দেব পঞ্চানন
নিজ প্রভু রঘুনাথে করিয়া স্মরণ॥
ঋষিগণ কহে তবে আনিতে উমারে।
সভাতে আনিল সখী সাজাইয়া তাঁরে।

রূপ হেরি বিমোহিত হয় দেবগণ।
উমাছবি বর্ণে কবি-কে আছে এমন॥
বিশ্বমাতা ভববামা জানিয়া অন্তরে।
মনে মনে সুরবৃন্দ নমস্কার করে॥
ভবানীসৌন্দর্য্যসীমা করিতে বর্ণন
নাহি পারি যদি পাই অনন্ত বদন॥
সহস্রবদন নারে দিতে তাঁর সীমা।
না পারে শারদা শ্রুতি কহিতে গরিমা॥
লাবণ্যজননী দেবী করিলা গমন।
মণ্ডপের মাঝে যথা দেব ত্রিলোচন॥
হেরিতে সঙ্কোচ হয় পতির চরণ।
মনমধুকর যাহে সতত মগন॥
গণেশে পূজিতে আজ্ঞা দিলা মুনিবর।
আজ্ঞামতে পূজে তাঁরে উমা মহেশ্বর॥
বিবাহপদ্ধতি যাহা কহে শ্রুতিগণ।
বিধিমতে করাইল মুনি সমাপন॥
কুশ সহ কন্যাপাণি করিয়া ধারণ।
শিবকরে গিরিবর করিলা অর্পণ॥
উমারে বিবাহ যবে করিলা মহেশ।
পাইলা অতুল সুখ সকল সুরেশ॥
বেদমন্ত্র বিপ্রকুল করে উচ্চারণ।
উমামহেশ্বর জয় গায় দেবগণ॥
তখন বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল।
মনের হরষে সুর কুসুম বর্ষিল॥
শিবসনে গিরিজার শুভ সম্মিলন।
হেরিয়া আনন্দপূর্ণ এ তিন ভুবন॥
অগণিত দাস-দাসী হয় রথ নাগ।
ধেনু মণি রসনাদি বস্তুর বিভাগ॥
কনক ভাজন আদি দ্রব্য অগণন।
কতবা যৌতুক দিলা কে করে বর্ণন॥
অসংখ্য যৌতুক দিয়া গিরি হিমাচল।
কহে করে ধরি হর-চরণকমল॥
আত্মারাম পূর্ণকাম তুমি হে শঙ্কর।
তোমারে কি দিব আমি অজ্ঞান ভূধর॥
কৃপাময় শিব শুনি শ্বশুরবচন।
কহিলা মধুর বাণী তোষে তার মন॥
পরে মেনা শিবপদ করিয়া ধারণ।
প্রেমে পুলকিততনু করে নিবেদন॥

মম প্রাণসম উমা শুন দয়াময়।
কিঙ্করী করহ তারে হইয়া সদয়॥
ক্ষম অপরাধ সব তুমি ক্ষমাবান্।
প্রসন্ন হইয়া দেহ এই বর দান॥
শ্বশুরে প্রবোধি তবে দেবপঞ্চানন।
চরণে প্রণাম করি চলিলা ভবন॥
জননী আসিয়া তবে উমারে ডাকিলা।
কোলে লয়ে বহুবিধ উপদেশ দিলা॥
শিবপাদপদ্ম বাছা সদা কর ধ্যান।
পতিপদ ভিন্ন নারী-ধর্ম্ম নাহি আন॥
কহিতে রাণীর ধারা বহে দুনয়নে।
সুতারে ধরিয়া কোলে দিলা আলিঙ্গনে॥
বিধাতা করিলা কেন রমণী সৃজন।
পরাধীনা সদা সুখ না পায় কখন॥
হইলা কাতরা মেনা অতিস্নেহভরে।
কুসময় বিবেচিয়া পরে ধৈর্য্য ধরে॥
বারম্বার পড়ে ভূমে ধরিয়া চরণ।
কে পারে এ প্রেমকথা করিতে বর্ণন॥
বিদায় মাগিয়া পুন জননীর সনে।
চলে উমা আশীর্ব্বাদ দিয়া জনে জনে॥
পুনঃপুন ফিরি হেরে মাতার বদন।
শিবপাশে সখী লয়ে করিলা গমন॥
তুষিয়া বিবিধ দানে যাচকের গণে।
উমা সনে মহাদেব চলিলা ভবনে॥
অমর সকল করে পুষ্পবরিষণ।
গগনে বিবিধ বাদ্য বাজিল তখন॥
জামাতা-দুহিতা সনে গিরীশ চলিল।
কিছু দূর গেলে শিব বিদায় করিল॥
দ্রুতগতি হিমালয় ভবনে আইল।
শৈল সরোবর সবে ডাকি আনাইল॥
আদর বিনয় সহ দিয়া বহু দান।
সবারে বিদায় দিলা গিরি হিমবান্॥
মহাদেব যবে নিজধামে প্রবেশিলা।
সুরবৃন্দ নিজ নিজ ভবনে যাইলা॥
বিশ্ব-প্রসবিনী গৌরী বিশ্বপতি শিব।
তাঁদের বিলাসকথা কেমনে কহিব॥
দোঁহে করে নানাবিধ সুভোগ বিলাসে।
নিজগণ সনে বসি সুরম্য কৈলাসে॥

হরগৌরী নিত্য নবভোগে সুখে রত।
এরূপে বিপুলকাল হইল বিগত ॥
জনম লভিলা তবে সুত ষড়ানন।
তারক অসুরে যেঁহ করিল নিধন ॥
আগম নিগমে আছে পুরাণে বর্ণন।
ষড়াননজন্ম কর্ম্ম জানে সর্ব্বজন।
অতএব বৃষকেতুসুতবিবরণ।
প্রসঙ্গত করিলাম সংক্ষেপ রচন ॥
হরগৌরী-পরিণয় যেবা শুনে গায়।
সর্ব্বশুভ কার্য্যে সেই সদা সুখ পায় ॥
শিবের চরিত হয় সমুদ্র অনন্ত।
যতনে নিগম যাঁর নাহি পায় অন্ত ॥
অবোধ তুলসীদাস দুর্ম্মতি গোঁয়ার।
কেমনে কহিবে সেই চরিত অপার ॥
শিবের চরিত শুনি মহাসুখময়।
ভরদ্বাজ মুনি হয় সানন্দ হৃদয় ॥
অতীব লালসা বাড়ে কথার উপর।
সজললোচন রোমাঞ্চিতকলেবর ॥
প্রেমেতে বিবশ মুখে নাহি সরে বাণী।
দশা দেখি হরষিত হয় মুনি জ্ঞানী ॥
অহো ধন্য তব জন্ম শুনি মুনিবর ॥
প্রাণ সম প্রিয় তব দেব সতীশ্বর।
শিবপদসরসিজে নাহি যার রতি।
স্বপনেও তারে রাম না দেয় সুগতি ॥
রামের ভক্তের এই জানিবে লক্ষণ।
হইবে তাহার প্রিয় শঙ্করচরণ ॥
কেবা আছে শিব সম রামব্রতধারী।
যে ত্যজিল বিনা দোষে সতী হেন নারী ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি শুন কথা মম।
রঘুপতিপ্রিয় কেহ নাহি শিবসম ॥
তবে আগে শিবযশ প্রথমে কহিয়া।
লইলাম মনোভাব তোমার জানিয়া ॥
রামের সেবক তুমি বিমল অন্তর।
সকলবিকারহীন শুচি শীলধর ॥
জানিলাম আমি এবে তব শীল গুণ।
কহিতেছি রামলীলা মন দিয়া শুন ॥
তব সমাগমে আজি শুন তপোধন।
না পারি কহিতে যত সুখী মম মন ॥
রামের চরিত হয় অমিত মুনীশ।
কি সাধ্য কহিতে পারে অসংখ্য অহীশ ॥
তথাপিও যথা জ্ঞান করিব বাখান।
স্মরিয়া সারদাকান্ত প্রভু ভগবান্ ॥
দেবী সরস্বতী নারী দারুময়ী যথা।
অন্তর্যামী সূত্রধর রাঘব সর্ব্বথা ॥
যাহার উপরে কৃপা করে রঘুরায়।
হৃদয় অজিরে তার বাণীরে নাচায় ॥
কৃপাময় রঘুনাথে করিয়া প্রণাম।
বরণিব নিরমল তাঁর গুণগ্রাম ॥
সুখময় রমণীয় পর্ব্বত কৈলাস।
ভবানী-শঙ্কর যথা সদা করে বাস ॥
দেবতা কিন্নর যোগী সিদ্ধ তপোধন।
পুণ্যবলে সেবে যথা শিবের চরণ ॥
হরিহরে বিমুখ যে ধর্ম্মে নাহি রতি।
কদাপি তাহার তথা নাহি হয় গতি ॥
সেই গিরিপরে বটবিটপ বিশাল।
নবীনসৌন্দর্য্যময় শোভে সর্ব্বকাল ॥
ত্রিবিধ সমীর বহে তল সুশীতল।
শ্রুতি কহে সেই শিব বিশ্রামের স্থল ॥
একদা শঙ্কর তথা করিয়া গমন।
আনন্দ পাইলা করি তরু বিলোকন ॥
পাতিয়া আপন করে নাগরিপুছাল।
সহজ আসনে বসে শঙ্কর কৃপাল ॥
যিনি বিধুবরকান্তি সুন্দর শরীর।
বিলম্বিতভুজ পরিধান মুনিচীর ॥
তরুণ অরুণ পদ্মসমান চরণ।
ভুজঙ্গভূষণ প্রভু ত্রিপুরসূদন ॥
নখদ্যুতি করে মন তিমিরে হরণ।
শারদীয় শশধর জিনিয়া আনন ॥
জটার মুকুট মাঝে সুরধুনী বয়।
নয়নকমল কিবা মহাভাবময় ॥
নীলকণ্ঠ জ্যোতির্ম্ময় মায়াবিরহিত।
বিশাল ললাটে শিশুশশী সুশোভিত ॥
বসিয়া সে কামরিপু শোভিছে কেমন।
মূর্ত্তিমান্ শান্তরস বসিয়া যেমন ॥
ভাল অবসর বুঝি পার্ব্বতী তখন।
পতিপাশে মহাদেবী করিলা গমন ॥

প্রিয়ারে আদর করি দেব ত্রিলোচন।
আপনার বামভাগে দিলা সুখাসন॥
আশুতোষপাশে দেবী আনন্দে বসিল॥
পুরবজনম-কথা স্মরণ হইল।
পতির মনের ভাব বুঝিয়া তখন॥
হাসিয়া কহিল উমা মধুর বচন॥
যে সব প্রসঙ্গ হয় লোকহিতকারী।
পুছিবারে চাহে তাহা শৈলের কুমারী॥
বিশ্বনাথ মম নাথ পুরনিসূদন।
তোমার মহিমা জানে এ তিনভুবন॥
চরাচর নাগ নর সুরাসুরগণ।
চরণকমল তব করিছে সেবন॥
সমর্থ সর্ব্বজ্ঞ শিব প্রভু ভগবান্।
সর্ব্বকলাগুণনিধি অতি কৃপাবান্॥
জ্ঞানযোগ-বিরাগের পরম আশ্রয়।
প্রণতকলপতরু নাম তব হয়॥
যদ্যপি প্রসন্ন থাক আমার উপরে।
আপন সেবিকা বলি জানিয়া অন্তরে॥
আমার অজ্ঞান নাথ করহে হরণ।
বিস্তারিয়া রামকথা করিয়া বর্ণন॥
যাহার ভবনে সুরতরুবর রহে।
দারিদ্র্যজনিত দুঃখ সে কি কভু সহে
হৃদয়ে বিচারি ইহা শশাঙ্কভূষণ।
মম মতিভ্রম নাথ করহ মোচন॥
পরমঅরথবাদী যত তপোধন।
সবে কহে রাম পরব্রহ্ম সনাতন॥
অনন্ত শারদা শ্রুতিসমূহ পুরাণ।
নিরন্তর রঘুপতিগুণ করে গান॥
তুমি সেই রামনাম করহ গ্রহণ।
দিবানিশি সহ প্রীতি মদনমর্দ্দন॥
সে রাম কি দশরথ-নৃপতিনন্দন।
অগুণ অলক্ষ্যগতি কিম্বা কোন জন॥
কেমনে সে পরব্রহ্ম নৃপতিতনয়।
নারীর বিরহে যার মতিভ্রম হয়॥
হেরিয়া চরিত আর মহিমা শুনিয়া।
সংশয়-উদধিমাঝে ভাসে মম হিয়া॥
অনীহ ব্যাপক ব্রহ্ম হয় যেই রাম।
বুঝাইয়া কহ মোরে বিভু গুণধাম॥

মম পরে কোপ নাহি কর দয়াময়।
সেই শিক্ষা দেহ যাহে ঘুচিবে সংশয়॥
রামের প্রতাপ আমি হেরিয়া কাননে।
ব্যাকুলতাহেতু নাহি কহি তব সনে॥
না আসে এ বোধ তবু এ মলিন মনে।
তার ফল ভালমতে পাইনু আপনে॥
অদ্যাপি রয়েছে কিছু হৃদয়ে সংশয়।
কৃপা কর জুড়ি কর করি হে বিনয়॥
বহুবিধ মোরে নাথ দিয়াছ প্রবোধ।
ভাবিয়া অন্তরে তাহা নাহি কর ক্রোধ।
বিমল রামের গুণ করহ কীর্ত্তন।
সুরনাথ মহাদেব ভুজঙ্গভূষণ॥
লোটাইয়া ভূমে শির চরণ বন্দিয়া।
কহি নাথ জুড়ি কর বিনয় করিয়া॥
রামের বিমল যশ কর হে বর্ণন।
নিগম-সিদ্ধান্তসার করিয়া মন্থন॥
যদিও নারীর নাহি বেদে অধিকার
কায়মনোবাক্যে আমি দাসী হে তোমার
গূঢ়তত্ত্ব কভু সাধু না করে গোপন।
আর্ত্ত অধিকারী জনে করি দরশন॥
অতি আর্ত্তিসহ পুছি প্রভু ত্রিলোচন।
কৃপা করি রামগুণ কর হে বর্ণন॥
প্রথমে বিচারি মোরে কহ হে কারণ।
নির্গুণ ব্রহ্মের কেন শরীরধারণ॥
পুনরায় কহ প্রভু রাম অবতার।
শৈশবচরিত পরে কহ হে উদার॥
বিবাহ জানকীসনে কর হে বর্ণন।
রাজ্য ত্যাগ করি বনে কিহেতু গমন॥
বনবাসলীলা প্রভু করহ কীর্ত্তন।
কেমনে রাবণে রাম করিলা নিধন॥
রাজ্য লভি বহুলীলা করিলা শ্রীরাম।
এ সব প্রকাশি কহ শিব সুখধাম॥
অনন্তর কহ মোরে কৃপানিকেতন।
করিলা অদ্ভুত যাহা রাম আচরণ॥
প্রজাগণ সহ দেব কমললোচন।
কেমনে বৈকুণ্ঠপুর করিলা গমন॥
পুনরপি কর দেব সে তত্ত্ব বর্ণন।
রহে জ্ঞানী মুনি যাহে সতত মগন॥

জ্ঞান-ভক্তান্তর তত্ত্ব বিজ্ঞান বিরাগ।
কৃপা করি কহ নাথ সবার বিভাগ ॥
ইহা ভিন্ন রাঘবের রহস্য অনেক।
কহ মোরে দয়াময় বিমল বিবেক
যে সকল প্রশ্ন আমা হইতে না হয়।
না রাখি গোপন মোরে কহ সদাশয় ॥
তুমি ত্রিভুবনগুরু কহে শ্রুতিগণে।
তোমার মহিমা জীব জানিবে কেমনে ॥
সহজ সরল প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
প্রসন্ন হইলা মনে দেব পঞ্চানন ॥
সমুদয় রামলীলা হইল স্মরণ।
পুলকিতকলেবর সজললোচন ॥
হরহৃদে রামরূপ হইল উদয়।
সদানন্দে মহানন্দ আসি উপজয় ॥
দণ্ডযুগ থাকি ধ্যানরসে নিমগন।
শঙ্কর বাহির তবে করে নিজ মন ॥
রঘুপতিলীলাযশ দেব ত্রিনয়ন।
হরষে কহিতে তবে কৈল আরম্ভণ ॥
ভ্রম দূর নাহি হয় বিনা সত্যজ্ঞান।
রজ্জুরে চিনিলে সর্পভ্রম-অন্তর্ধান।
ভূমি লুঠি নমি আমি শিশুরূপী রামে।
সকল সুলভ হয় জপিলে যে নামে ॥
সকল মঙ্গলালয় অমঙ্গলহারী।
কৃপা কর দশরথ-অজির-বিহারী ॥
প্রণাম করিয়া রামে ত্রিপুরসূদন।
সুধাসম বাক্য তবে করে উচ্চারণ ॥
ধন্য ধন্য দেবি শুন বচন আমার।
কে পারে করিতে হেন বিশ্ব-উপকার ॥
জিজ্ঞাসিলে তুমি মোরে শ্রীরামের কথা।
ত্রৈলোক্যতারিণী দেবী সুরধুনী যথা ॥
দৃঢ় অনুরাগ তব রামের চরণে।
তব প্রশ্ন জগতের হিতের কারণে ॥
রামের কৃপাতে উমে তোমার হৃদয়।
শোক-মোহ-দ্বিধাশূন্য মম মনে লয় ॥
তথাপি করেছ যাহা অন্তরে সংশয়।
কহিলে শুনিলে সর্ব্বলোকহিত হয় ॥
হরিকথা কাণে নাহি শুনে যেইজন।
অহির ভবনসম তাহার শ্রবণ ॥

যেইজন নাহি করে সাধু দরশন।
ময়ূরপাখার তুল্য তাহার নয়ন ॥
কটু অলাবুর সম সেই শির হয়।
হরিগুরু-পাদমূলে আনত যে নয় ॥
হরিভক্তি নাহি যার হৃদয়মাঝারে।
জীবন্তেও শবসম গণিবে তাহারে ॥
যেইজন নাহি করে রামগুণ গান।
তাহার জিহ্বারে গণি ভেকের সমান
নিঠুর অশনিসম হয় সেই হিয়া।
না লভে যে সুখ হরিচরিত শুনিয়া ॥
রামের চরিত উমে করহ শ্রবণ
সুরহিতশীল আর অসুর-মোহন ॥
সুরধেনুসম হয় শ্রীরামের কথা।
সেবিলে সকল সুখ লাভ হয় তথা ॥
সাধুসভা হয় সুরসমাজ-সমান।
ইহা জানি কে না শুনে করি বহু মান ॥
মিষ্ট করতালি হয় রাঘবকীর্ত্তন।
সংশয়বিহগ শুনি করে পলায়ন ॥
করে রামকথা কলিবিটপে ছেদন।
হিমালয়সুতে কর সাদরে শ্রবণ ॥
রামনাম রামগুণ রামের চরিত।
জন্ম কর্ম্ম অগণিত নিগমে কথিত ॥
অসীম অনন্ত যথা রাম ভগবান্।
অনন্ত তাঁহার কথা যশ গুণ গান ॥
তথাপি আমার যথা আছে শ্রুতি মতি।
তোমারে কহিব হেরি রামে প্রীতি অতি।
সহজ সুন্দর উমে তব প্রশ্ন হয়।
সাধুর সম্মত সুখপ্রদ মনে লয় ॥
না লাগে আমারে ভাল তব এক বাণী।
যদিও মোহের বশে কহিলে ভবানি ॥
দশরথসুত রাম কিম্বা কেহ আন।
বেদ গান করে যাঁরে মুনি করে ধ্যান ॥
বিমোহ-পিশাচ যারে করিয়াছে গ্রাস।
কহি শুনি হয় তারি রামে অবিশ্বাস ॥
বিমুখ শ্রীহরিপদে পাষণ্ড পামর।
অসত্যেরে মানে সত্য সে অধম নর ॥
অকোবিদ অজ্ঞ অন্ধ আর ভাগ্যহীন
বিষয়মসীতে মনমুকুর মলিন ॥

লম্পট কপট ক্রূর দুষ্ট আচরণ।
স্বপনেও সাধুসভা না করে দর্শন ॥
বেদঅসম্মত বাণী তাহারাই কহে।
তাহাদের কভিলাভজ্ঞান নাহি রহে ॥
মলদর্পণ আর নয়ন-বিহীন।
কেমনে শ্রীরামরূপ হেরিবে সে দীন ॥
অগুণ সগুণ বোধহীন যেইজন।
যে করে জল্পনা বহু কল্পিত কথন ॥
হরিমায়াবশে করে জগতে ভ্রমণ।
কিছু অসম্ভব নহে তাহার বচন ॥
বাতুল পিশাচবশ হয় যেই জন।
সে করে যুকতিশূন্য বাক্য উচ্চারণ ॥
যাহারা সতত রত মোহমদপানে।
তাহাদের কথা কভু না করিবে কাণে।
এমত বিচার করি আপনার মনে।
সংশয় ত্যজিয়া ভজ শ্রীরামচরণে ॥
হিমানীদুহিতা এবে শুন দিয়া মন।
ভ্রম-তম-রবি-কর আমার বচন ॥
অগুণে সগুণে নাহি কিছু মাত্র ভেদ
সদা গায় পুরাণাদি বুধ মুনি বেদ ॥
জন্ম-জরা-বিরহিত অগুণ অরূপ।
ভক্তিপ্রেমবশে হয় সগুণস্বরূপ ॥
কেমনে নির্গুণ যেবা সগুণ সে হয়।
নয় ॥
ভ্রম-তম নাশে যার সুনাম পতঙ্গ।
কেমনে সম্ভবে তাহে বিমোহপ্রসঙ্গ ॥
শ্রীরাম সচ্চিদানন্দ প্রচণ্ডদিনেশ।
তথা নাহি রহে মোহ-নিশা-লব-লেশ
সহজ প্রকাশরূপ রাম নারায়ণ।
বিজ্ঞান প্রভাত তাহে না হয় কখন ॥
বিষাদ হরষ নাহি জ্ঞান বা অজ্ঞান।
জীবধর্ম্ম অহমিতি নাহি অভিমান ॥
পরব্রহ্ম রামচন্দ্র জানে ত্রিভুবন।
পরেশ পরমানন্দ প্রভু পুরাতন ॥
স্বপ্রকাশ স্বপ্রসিদ্ধ পুরুষ প্রধান।
চরাচর পরিব্যাপ্ত সর্ব্বত্র সমান ॥
মোর প্রভু সেই রাম রঘুকুলপতি।
কহি শিব করে রামচরণে প্রণতি ॥

না বুঝিয়া নিজ ভ্রম মুরখ অজ্ঞানী।
প্রভুর উপর মোহ ধরে জড়প্রাণী ॥
নেহারিয়া যথা ঘনপটল গগনে।
আচ্ছন্ন হয়েছে ভানু কহে মূঢ়জনে ॥
নয়নে অঙ্গুলি দিয়া যে জন হেরয়।
সে ভাবে যুগলশশী হয়েছে উদয় ॥
শ্রীরামবিষয়ে ভ্রম জানিবে এমন।
নভ-তম-ধূলি-ধূম সম্বন্ধে যেমন ॥
সর্ব্বঅন্তরাত্মা সর্ব্বপ্রকাশক যেই।
অনাদি অযোধ্যাপতি প্রভু রাম সেই ॥
সুর জীব সহ যত বিষয় করণ।
যাঁহার চৈতন্যবলে পেয়েছে চেতন ॥
জগতপ্রকাশ্য তথা প্রকাশক রাম।
মায়ার অধীশ প্রভু জ্ঞানগুণধাম ॥
যাহার সত্যতা হেতু সেই জড় মায়া।
সত্যইব বিভাসিতা বিমোহসহায়া ॥
রৌপ্য-ভ্রম যথা মুক্তাশুকতি হেরিয়া।
ভানু-ভ্রম যথা জলে বিম্ব নিরখিয়া ॥
নহে সত্য তিনকালে সবে মিথ্যা জানে
তথাপি না যায় ভ্রম সত্য করি মানে ॥
হরির আশ্রয়ে বিশ্ব হেনমতে রহে।
যদিও অসত্য তবু সদা দুঃখে দহে ॥
আপনার শিরচ্ছেদ হেরিলে স্বপনে।
দুঃখ দূর নাহি হয় বিনা জাগরণে ॥
যাঁহার কৃপাতে এই ভ্রম দূরে যায়।
জানিবে গিরিজে সেই রাম রঘুরায় ॥
যাঁর আদি অন্ত কেহ কভু নাহি পায়।
মতি অনুসারে বেদ যাঁর গুণ গায় ॥
চলে বিনা পদে আর শুনে বিনা কাণে।
বিনা করে করে কর্ম্ম বিবিধ বিধানে ॥
আননরহিত কিন্তু সব-রসভোগী।
বচনবিহীন তবু বক্তা বড় যোগী ॥
তনু বিনা স্পর্শে নেত্র বিনা দরশন।
নাসাহীন তবু করে ঘ্রাণের গ্রহণ ॥
এইরূপ অলৌকিক শক্তি হয় যাঁর।
তাঁহার মহিমা কহে হেন সাধ্য কার ॥
হেনমতে বুধ বেদ নিত্য করে গান।
যোগী মুনি সদা করে অন্তরে ধেয়ান ॥

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু যেই প্রভু রাম।
কোশলপতির পুত্র চিদানন্দধাম॥
কাশীধামে মরে জন্তু করি বিলোকন।
যাঁর নাম দিয়া করি শোকবিমোচন॥
চরাচরস্বামী সেই মোর প্রভু রাম।
রঘুকুলধুরন্ধর সদা পূর্ণকাম
বিবশেও যাঁর নাম করিলে গ্রহণ।
অনেকজনমপাপ হয় হে দহন॥
সমাদরে সেই নাম যে করে স্মরণ।
অনায়াসে ভবপারে সে করে গমন॥
সেই রাম পরমাত্মা জানিবে ভবানি।
তাহে ভ্রম ইহা তব অবিহিত বাণী॥
এরূপ সংশয় মনে আনে যেই জন।
বিজ্ঞান বিরাগ তার করে পলায়ন॥
শিবমুখে শুনি ভ্রমভঞ্জনবচন।
উমার হইল নাশ কুতর্করচন॥
অতি প্রীতি পরতীতি রামে উপজিল
পদার্থঘটিতভ্রম সব দূরে গেল॥
নিজকরে শিবপদ করিয়া ধারণ।
প্রেমময়বাক্য উমা করে উচ্চারণ॥
শুনি শশিকরসম তব এ বচন।
শারদ-আতপমোহ কৈল পলায়ন॥
তুমি কৃপা করি মম সংশয় হরিলে।
রামের স্বরূপ নাথ মোরে জানাইলে॥
তব কৃপাবলে মম বিষাদ মিটিল।
চরণপ্রসাদে মনে আনন্দ হইল॥
অধুনা জানিয়া মোরে কিঙ্করী অবলা।
যদ্যপি সহজ জড়া আমি হে সমলা॥
প্রথমে পুছিনু যাহা কর বরণন।
মোপর প্রসন্ন যদি থাক পঞ্চানন॥
চিন্ময় পরম ব্রহ্ম রাম অবিনাশী।
সকলবিকারশূন্য সবউরবাসী॥
সেই রাম নরতনু ধরিলা কি হেতু।
বুঝাইয়া কহ মোরে প্রভু বৃষকেতু॥
উমার বচন অতি বিনীত শুনিয়া।
শ্রীরামকথার পর পিরীতি হেরিয়া॥
আনন্দ পাইলে হৃদে কামারি তখন।
উমারে প্রশংসি কহে কৃপানিকেতন।

শ্রবণ করহ দেবি শ্রীরামচরিত।
গরুড় বিহগরাজে ভুশুণ্ডিকথিত॥
গরুড়সম্বাদ কাকভুশুণ্ডের সনে।
পশ্চাতে কহিব আমি তার বিবরণে
হরিনাম হরিগুণ আর হরিকথা।
অগণিত হরিরূপ অসীম সর্ব্বথা॥
নিজমতি অনুসারে করিব বর্ণন।
সমাহিতা হয়ে উমে করহ শ্রবণ॥
শুন দেবি শ্রীহরির চরিত অপার।
নিগম আগম যার নাহি পায় পার॥
রামচন্দ্র অবতার ধরে কি কারণ।
ইদম ইত্থম করি না হয় বর্ণন।
তরকিতে নারে রামে বুদ্ধি মন বাণী।
আমার এমত হয় জানিবে ভবানি॥
তথাপি নিগম মুনি পণ্ডিত পুরাণ।
মতি অনুসারে কহে করি অনুমান॥
শুনাইব আমি তাহা তোমারে কহিয়া
সঙ্গত কারণ সব অন্তরে বুঝিয়া॥
ধর্ম্মহানি ভূমিতলে হয় যবে যবে।
অধম অসুরকুল বৃদ্ধি পায় তবে॥
অতি অনাচার করে কহা নাহি যায়।
বিপ্রধেনু সুর মহী মহাপীড়া পায়
নানাবিধ বপু প্রভু করিয়া ধারণ।
সাধুপীড়া কৃপাময় করে নিবারণ॥
অসুরে বধিয়া করে অমরে স্থাপন।
আপনার শ্রুতিসেতুরক্ষার কারণ॥
রাম দয়াময় ধরি নানা অবতার।
জগতে বিমল যশ করিলা বিস্তার॥
ভক্ত ভবে তরে সেই যশ করি গান।
জনহিতহেতু তনু ধরে ভগবান্॥
রামের জন্মের হয় [illegible]ার অনেক।
পরম বিচিত্র ভিন্ন এক হতে এক॥
দুই এক জন্ম আমি কহিব বাখানি।
সাবধানে শুন তুমি সুমতি ভবানি॥
হরিদ্বারপাল দুই প্রিয় অতিশয়।
জগতবিদিত নাম শ্রীজয় বিজয়॥
সনকাদি দুইজনে দারুণ শাপিল।
তামস অসুরদেহ উভয়ে হইল॥

কনককশিপু আর হাটকলোচন।
জগতবিদিত ইন্দ্রমদবিমোচন॥
হিরণ্যলোচন যাঁর ভুবনবিখ্যাত।
বরাহশরীরে হরি করিলা নিপাত॥
নরহরিবপু ধরি অপরে মারিলা।
ভকতপ্রহ্লাদ-যশ জগতে রাখিলা।
দ্বিতীয় জনমে তারা হয় নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ দশানন জয়ী বীরবর॥
প্রভুকরে দিয়া প্রাণ মুক্তি না পাইল।
তৃতীয় জনমে মুক্তি শাপান্ত আছিল॥
একবার তাহাদের হিতের কারণ।
ভকতবৎসল করে শরীরধারণ॥
কশ্যপ-অদিতি তবে পিতামাতা ছিল।
দশরথ-শ্রীকৌশল্যা মূরতি ধরিলা॥
এইরূপ এককল্পে হয় অবতার।
বিস্তারি পাবন যশ তারিলা সংসার॥
এককল্পে দুখী দেখি দেবতার গণে।
সমরে হারিল যবে জলন্ধরসনে॥
করিলা অতুল রণ দেব পঞ্চানন।
তথাপি দনুজ নাহি হইল নিধন॥
অসুররাজের নারী মহাসতী ছিল।
সে কারণে মহাদেব জিনিতে নারিল॥
ছল করি সতীব্রত করিয়া ভঞ্জন।
দেবতার কার্য্য রাম করিলা সাধন॥
ইহার মরম যবে সে সতী জানিল।
দারুণ কোপের ভরে রামে শাপ দিল॥
তার সেই শাপ হরি করিলা প্রমাণ।
কৃপাল কৌতুকনিধি প্রভু ভগবান্॥
সেইকল্পে জলন্ধর হইল রাবণ।
উদ্ধারিলা রাম তারে করিয়া নিধন॥
একজনমের ইহা জানিবে কারণ।
যার লাগি করে রাম শরীর ধারণ॥
শ্রীরামের প্রতিবার অবতারকথা।
শুন মুনি কবিগণ বরণিল যথা॥
নারদ প্রভুরে শাপ দিল একবার।
এককল্পে সেই হেতু রামঅবতার॥
চকিতা হইয়া উমা শুনি এই বাণী।
বিষ্ণুর পরম ভক্ত নারদ সুজ্ঞানী॥

প্রভুরে কি হেতু শাপ দিল মুনিবর।
কৈলা কিবা অপরাধ রমার ঈশ্বর॥
বিস্তারিয়া এ প্রসঙ্গ করহ বর্ণন।
যাহা শুনি বিমোহিত হয় মম মন॥
হাসিয়া কহিলা তবে দেব মহেশ্বর।
জ্ঞানী মূঢ় কেহ নাহি জগতভিতর॥
রঘুপতি করে যারে যখন যেমন।
সে জীব হইয়া থাকে তখন তেমন॥
রামগুণ করিতেছি আমি হে বর্ণন।
সমাদরে ভরদ্বাজ করহ শ্রবণ॥
কৃপাময় রঘুনাথ সংসারভঞ্জন।
মদ-মোহ ত্যজি কর তুলসী ভজন॥
গিরিবর হিমালয়ে একগুহা রহে।
যাহার সমীপে সুর-তরঙ্গিণী বহে॥
পবিত্র-আশ্রম এক অতি মনোহর।
হেরিয়া নারদ ঋষি সানন্দঅন্তর॥
নিরখি পর্ব্বত নদী বিপিনবিভাগ॥
রমাপতি-পদে হয় অতি অনুরাগ।
রোধি শ্বাসগতি করি হরির স্মরণ।
হইল সমাধিলীন নারদের মন॥
দেখিয়া মুনির গতি দেব পুরন্দর।
কামেরে কহিলা বহু করিয়া আদর।
বসন্তসহায় সহ যাও মম হেতু।
হরষে চলিল তবে জলচরকেতু॥
হইল ইন্দ্রের মনমাঝে এই ত্রাস।
দেবঋষি চাহে বুঝি মম পুরে বাস॥
জগতে লোলুপ কামী যেই জন হয়।
কুটিল কাকের মত সবে করে ভয়॥
লইয়া নীরস অস্থি করে পলায়ন।
কুকুর সিংহেরে যবে করে দরশন॥
মনে ভাবি লবে কাড়ি বুঝি মৃগরাজ।
সুরেশের ভয় তথা নাহি কিছু লাজ॥
সে আশ্রমে প্রবেশিল মদন যখন।
বসন্ত আপন মায়া বিস্তারে তখন॥
বিবিধবিটপ বহুরঙ্গে কুসুমিত।
যাহে রব করে পিক ভৃঙ্গ অগণিত॥
শীতল সুগন্ধ-মৃদু বহে সমীরণ।
যাহে করে কামানলে সদা উদ্দীপন॥

রম্ভাআদি সুরনারী সুন্দরী নবীনা।
কামকলাশাস্ত্রে যারা পরমপ্রবীণা॥
কামগান করে কিবা তালের তরঙ্গ।
ক্রীড়া করে নানাবিধ জলের পতঙ্গ
সহায়ে হেরিয়া কাম আনন্দ পাইল
আপন প্রপঞ্চ যত প্রকাশ করিল॥
কিছুমাত্র কামকলা মুনিরে না ব্যাপে।
মনে পায় ভয় কাম আপনার পাপে॥
সখার সহিত ভয় পাইয়া মদন।
ধাইয়া ধরিল গিয়া মুনির চরণ॥
তার তপবিঘ্ন কেবা পারে করিবারে।
চক্রপাণি রমাপতি সদা রাখে যারে॥
না ছিল নারদমনে কিছুমাত্র রোষ।
মধুরবচনে কামে করিল সন্তোষ॥
আজ্ঞা লভি প্রণমিয়া মুনির চরণ।
সহায় সহিত কাম করিলা গমন॥
মুনির স্বভাব আর নিজ আচরণ।
ইন্দ্রের সভাতে গিয়া কহিল মদন।
শুনিয়া সবার মনে বিস্ময় হইল।
মুনিরে প্রশংসি হরিচরণ বন্দিল॥
নারদ যাইল তবে শিবসন্নিধান।
মদনে জিনিয়া মনে অতি অভিমান॥
কামের চরিত সব শিবে শুনাইল।
অতি প্রিয় জানি প্রভু তারে শিক্ষা দিল॥
পুনঃপুন করি আমি বিনয় তোমায়।
এ কথা কহিলে যথা তুমি হে আমায়॥
হরিসনে কভু নাহি কহিবে এ কথা।
কহিলে অহিত হবে জানিবে সর্ব্বথা॥
ঋষিহিতলাগি যাহা কহিলা মহেশ।
না লাগে নারদে ভাল সেই উপদেশ॥
এ কৌতুক ভরদ্বাজ করহ শ্রবণ।
বলবতী হরিইচ্ছা কে করে বারণ॥
যা করিতে চাহে রাম তা ঘটে সর্ব্বথা।
কাহার নাহিক সাধ্য করিতে অন্যথা॥
না ধরিল মনমাঝে শিবের বচন।
ব্রহ্মলোকে ঋষিবর করিল গমন॥
কিছুদিন তপোধন তথায় রহিল।
হৃদিমাঝে অহমিতি অধিক হইল॥

করতলে বর বীণা করিয়া ধারণ।
গাইতে গাইতে হরিগুণগানগণ॥
ক্ষীরনিধি মুনিবর করিল গমন।
বসে যথা শ্রুতিপতি দেব নারায়ণ।
রমানিকেতন উঠে মুনিরে হেরিয়া
বসাইল তারে নিজ আসনে লইয়া॥
চরাচর নাথ হাসি কহিল তখন।
বহুদিন পরে দয়া কৈলে তপোধন॥
কামের চরিত সব নারদ কহিল।
যদ্যপি প্রথমে শিব তাঁরে নিষেধিল।
অতি বলবতী মায়া শ্রীরামের হয়॥
জগতে জনমি কেবা মোহশূন্য রয়॥
মুনির বচন শুনি কহে ভগবান্।
তোমার স্মরণে যায় মার-মদ-মান॥
শুন মুনি মনে মোহ উপজে তাহার
বিজ্ঞান বিরাগ হৃদে নাহিক যাহার॥
ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী তুমি ধীরমতি।
তোমারে পীড়িবে কাম কি তার শকতি।
অভিমান সহ মুনি কহিল বচন।
সকল তোমার কৃপা প্রভু নারায়ণ॥
কৃপানিধি হরি মনে বিচারি দেখিল।
ইহার হৃদয়ে গর্ব্বতরু উপজিল॥
করিব সে তরু আমি শীঘ্র উৎপাটন।
করিব সেবকহিত ইহা মম পণ॥
আমার কৌতুক আর নারদের হিত।
অবশ্য উপায় তার করিব বিহিত॥
হরিপদে প্রণমিয়া নারদ তখন।
অহমিতি হৃদে রাখি করিল গমন॥
মায়ারে শ্রীপতি তবে করিলা প্রেরণ।
তাহার কঠিন কার্য্য করহ শ্রবণ॥
নারদের গম্য পথে কৈল বিরচন।
সুরম্য নগর এক শতেকযোজন॥
শ্রীনিবাসপুরাপেক্ষা অধিক সুন্দর।
বিবিধ-রচনাযুত অতি মনোহর॥
রমণীয় নারীনর সৃজন করিল।
যেন বহু রতি-কাম শরীর ধরিল।
শীলনিধি নৃপ এক তথা করে বাস।
অগণিত হয় গজ সেনা দাসী দাস॥

শত ইন্দ্র-সম তার বিভব-বিলাস।
রূপ তেজ বল নীতি ধৈর্য্যের নিবাস॥
বিশ্ববিমোহিনী এক তাহার দুহিতা।
যার রূপ হেরি রমা হয় বিমোহিতা॥
সর্ব্বগুণালয়া হয় শ্রীহরির মায়া।
কে পারে কহিতে তার শোভা বরণিয়া॥
সে সুতার স্বয়ম্বর রাজা আরম্ভিল।
অগণিত মহীপাল শুনিয়া আইল॥
নারদ কৌতুকপ্রিয় পুরে প্রবেশিল।
পুরজনসনে সব হেতু জিজ্ঞাসিল॥
আইল নৃপতি গৃহে শুনি বিবরণ॥
পূজা করি দিল ভূপ বসিতে আসন॥
নারদনিকটে নৃপ সুতারে আনিয়া।
কহে গুণ-দোষ যত কহ বিচারিয়া॥
রূপ হেরি মুনিবর বিরাগ বিসরে।
বহুক্ষণ রূপরাশি দরশন করে॥
নয়নে হেরিয়া তার সর্ব্ব সুলক্ষণ।
প্রকাশ না করে কিছু আনন্দিতমন॥
অমর রহিবে সে যে ইহারে বরিবে।
সমরভূমিতে তারে কেহ না জিনিবে॥
সব চরাচর তারে করিবে সেবন।
শীলনিধি-কন্যা যারে করিবে বরণ॥
বিচারি লক্ষণ সব হৃদয়ে রাখিল।
কল্পনা করিয়া কিছু রাজারে কহিল॥
তোমার দুহিতা ধরে বহু সুলক্ষণ।
এত কহি গেল ঋষি অপ্রসন্নমন॥
মনে বিচারিয়া আমি করিব যতন।
যাহাতে কুমারী মোরে করিবে বরণ॥
ত্যজি জপ তপ তবে ব্রহ্মার নন্দন।
ভাবে কন্যাসনে হবে কেমনে মিলন॥
মাগিয়া সুন্দর রূপ লব হরিস্থানে।
যাইতে বিলম্ব হবে তাঁর সন্নিধানে॥
হরিসম মম হিতকারী কেহ নয়।
তাঁহারে ডাকিলে হিত হবে এ সময়॥
বহু স্তব মুনিবর করিল তখন।
স্তবে তুষ্ট হয়ে প্রভু কৈল আগমন॥
নয়ন-জুড়ান রূপ করি বিলোকন।
বাসনা পূরণ হবে ভাবে তপোধন॥

নিজ অভিপ্রায় ঋষি করে নিবেদন।
কৃপা করি সহায়তা কর নারায়ণ॥
আপনার রূপ প্রভু দাও হে আমারে।
দ্বিতীয় উপায় নাহি পাইতে কন্যারে॥
যে উপায়ে নাথ হিত হইবে আমার।
অবিলম্বে কর আমি সেবক তোমার॥
বিশাল মায়ার বল করি দরশন।
মনে হাসি কহে তবে করুণাকেতন॥
আমার কর্ত্তব্য তব হিতের সাধন।
হিত ভিন্ন না করিব আমি কদাচন॥
পীড়িত কুপথ্য সদা চাহে খাইবারে।
শুন ঋষি বৈদ্য তাহা নাহি দেয় তারে॥
এরূপ হিতের তব করিব বিধান।
এত কহি নারায়ণ হৈল অন্তর্দ্ধান॥
হইয়া মায়ার বশ ছিল মুনি মূঢ়।
এহেতু না বুঝিল সে হরিবাক্য গূঢ়॥
দ্রুতপদে মুনিরাজ গমন করিল।
সুরচিত স্বয়ম্বরসভা যথা ছিল॥
বসিয়া আছিল তথা নৃপতিসমাজ।
বানাইয়া বহুবিধ বিবাহের সাজ॥
অতুল আপনরূপ ভাবে মুনিবর।
আমারে বরিবে কন্যা ত্যজি অন্য বর॥
মুনির হিতের লাগি দেব নারায়ণ।
এরূপ কুরূপ দিল না হয় বর্ণন॥
না পায় সেরূপ কেহ করিতে দর্শন।
প্রণমিল সবে জানি ব্রহ্মার নন্দন॥
শিবঅনুচর দুই জানি বিবরণ।
করিতে আছিল বিপ্রবেশে বিচরণ॥
যে সমাজে বসি ছিল নারদ যাইয়া।
রূপের গরব হৃদে ধারণ করিয়া॥
তথায় বসিল গিয়া দুই শিবগণ।
বিপ্রবেশ না চিনিল অন্য কোন জন॥
নারদে করিয়া লক্ষ্য তাহারা কহিল।
আহা কি সুন্দর রূপ নারায়ণ দিল॥
ছবি হেরি রাজবালা অবশ্য ভুলিবে।
অন্য বরে ত্যজিয়া সে ঋষিরে বরিবে॥
মোহবশে কুটবাক্য মুনি সত্য মানে।
দেখি শিবগণ হাসে অতি সাবধানে॥

যদ্যপি শুনিল মুনি কৌতুক-বচন।
তথাপি বুঝিতে নারে মোহের কারণ॥
মুনির কুরূপ কেহ নারিল হেরিতে।
রাজবালা আসি কিন্তু পাইল দেখিতে॥
ভয়ঙ্করদেহ আর মর্কটবদন।
অতি ক্রোধ উপজিল করি দরশন॥
মরালগামিনী বালা সঙ্গে সখীগণ।
জয়মালা ধরি করে সভাতে ভ্রমণ॥
রূপের গরবে কুজি ছিল ঋষি যথা।
না আইল নৃপসুতা ভুলিয়াও তথা॥
ইতি-উতি মুনিবর করে নিরীক্ষণ।
ঋষিদশা হেরি হাস্য করে হরগণ॥
নৃপতনু ধরি তথা ছিল নারায়ণ।
রাজবালা তাঁরে মালা করিল অর্পণ॥
কন্যারে লইয়া চলি গেল শ্রীনিবাস।
মহীপসমাজ হেরি হইল নিরাশ॥
মোহবশে মুনি অতি চঞ্চল হইল।
অঞ্চল হইতে যেন মণি পড়ি গেল॥
হরগণ কহে তবে নারদে হাসিয়া।
মুকুরে আপন মুখ হের এবে গিয়া॥
এত কহি দুইজন কৈল পলায়ন।
ঋষি জলে নিজ মুখ করে বিলোকন॥
মুখ হেরি মুনিমনে ক্রোধ উপজিল।
রুদ্রগণে নিদারুণ শাপ তবে দিল॥
মহাপাপী নিশাচর হও দুইজনে।
মোরে উপহাস ফল লভহ এক্ষণে॥
পুন জলে স্বাভাবিক মুখ নিরখিল।
মুনির কোপের শান্তি তবু না হইল॥
কম্পিতঅধর আর কোপযুতমন।
দ্রুতগতি চলে ঋষি হরির ভবন॥
হয় শাপ দিব কিম্বা ত্যজিব পরাণ।
অযশ রাখিল মোর প্রভু ভগবান্॥
নারদ হেরিল পথে দনুজসূদন।
রাজবালা রমাসনে করিছে গমন॥
মধুর বচন তাঁরে কহে সুরেশ্বর।
হইয়া ব্যাকুল কোথা যাবে মুনিবর॥
এ বাক্য শুনিয়া হ'ল অতিশয় ক্রোধ।
মায়াবশ হেতু নাহি রহিল প্রবোধ॥
পরের সম্পদ তব সহ্য নাহি হয়।
তোমাতে খলতা আর ঈর্ষা অতিশয়॥
সমুদ্রমন্থনকালে দেব মহেশ্বরে।
বিষ পান করাইলে প্রেরিয়া অমরে॥
অসুর লভিল সুধা গরল শঙ্কর।
রমারে লভিলে তুমি চারু মণিবর॥
তুমি সে কুটিল স্বার্থ সাধ আপনার।
সদা কপটতাপূর্ণ তব ব্যবহার॥
পরমস্বতন্ত্র কেহ নাহি শিরোপর।
এত ভাবি মনমাঝে যাহা ইচ্ছা কর॥
অধমে উত্তম শ্রেষ্ঠে অধম করহ।
হরষ বিস্ময় হৃদে কিছু না ধরহ॥
পরের উত্তম যাহা বাছি বাছি ল'য়ে।
নির্ভয় হৃদয়ে থাক সদানন্দ হয়ে॥
যে দেহ ধরিয়া মোরে করিলা বঞ্চন।
শাপিনু তোমারে কর সে দেহ ধারণ॥
কপির আকার তুমি করিলা আমার।
এহেতু হইবে কপি সহায় তোমার॥
মম অপকার তুমি কৈলা অতিশয়।
নারীর বিরহ ভোগ করিবে নিশ্চয়॥
করে হরি ঋষিশাপ মস্তকে ধারণ।
এ সুযোগে হবে সুরকার্য্যের সাধন॥
মায়ার প্রবল বল করি আকর্ষণ।
লইলা কমলাপতি কমললোচন॥
মায়াবল হরি যবে করে সম্বরণ।
রাজবালা রমা মুনি না দেখে তখন॥
সভীত অন্তরে মুনি হরির চরণ।
ধরি কহে রক্ষা কর আরতিহরণ॥
হউক এ শাপ মিথ্যা কৃপানিকেতন।
অনুমতি কর তবে দেব নারায়ণ॥
তোমারে দুর্ব্বাক্য আমি কহিলাম হরি।
কি উপায়ে সেই পাপে কহ আমি তরি॥
প্রভু কহে জপ গিয়া শিবশত নাম।
অচিরে হৃদয় তব লভিবে বিশ্রাম॥
কেহ প্রিয় নাহি মম শিবের সমান।
এ বিশ্বাস না ত্যজিবে কভু জ্ঞানবান্॥
যাহারে না করে কৃপা ত্রিপুরসূদন।
আমার ভকতি নাহি সে পায় কখন॥

অমে রাখি এ বিশ্বাস কর বিচরণ।
মায়া আর তোমারে না করিবে পীড়ন ॥
ঋষিরে প্রবোধি প্রভু হয় অন্তর্দ্ধান।
নারদ চলিল করি রামগুণ গান ॥
পথমাঝে মুনিবরে হেরে হরগণ।
মায়ামোহশূন্য এবে আনন্দিতমন ॥
নারদনিকটে আসি সভয় অন্তরে।
কাতর বচন কহি ঋষিপদ ধরে ॥
শিবঅনুচর কহে শুন তপোধন।
পাইলাম পাপফল মোরা দুইজন ॥
শাপ-অনুগ্রহ এবে কর মহাশয়।
নারদ কহিল তবে হইয়া সদয় ॥
তোমরা উভয়ে গিয়া হও নিশাচর
বিপুল বিভব তেজ বলের আকর ॥
ভুজবলে বিশ্ব জয় করিবে যখন।
ধরিবে মনুজতনু শ্রীহরি তখন ॥
সমরে হরির করে লভিয়া মরণ।
পাইবে মুকতি হবে শাপবিমোচন ॥
মুনিপদ বন্দি তবে উভয়ে চলিল।
কালক্রমে নিশাচরকুলে জনমিল ॥
এককল্পে এই হেতু প্রভুঅবতার।
সাধু সুরে সুখ দিতে হরিতে ভূভার ॥
হরির জনম কর্ম্ম বিচিত্রকথন।
সুন্দর সুখদ কলিকলুষ-হরণ ॥
কল্পে কল্পে অবতরি প্রভু নারায়ণ।
চারু লীলযশ করে জগতে স্থাপন
প্রতিঅবতার-কথা গায় মুনিগণ।
বিচিত্র প্রবন্ধে করি তাহার বন্ধন ॥
অনুপম বহুবিধ প্রসঙ্গবর্ণন।
শুনিয়া বিস্মিত নাহি হয় জ্ঞানী জন ॥
শ্রীহরি অনন্ত তাঁর চরিত অনন্ত।
কহি শুনি শ্রুতি সাধু নাহি পায় অন্ত
শ্রীরামচরিত হয় অমিত অশেষ।
কোটিকল্প কহি যদি না হইবে শেষ ॥
এ প্রসঙ্গ কহিলাম আমি হে ভবানি।
হরিমায়া-মুগ্ধ যথা হয় মুনি জ্ঞানী ॥
শ্রীরাম কৌতুকপ্রিয় নতহিতকারী।
সেবক-সুলভ প্রভু সবদুখহারী ॥

সুর নর মুনি হেন কেহ না হইল।
হরিমায়া কভু নাহি যাহারে ব্যাপিল ॥
এত বিচারিয়া তুমি আপনার মনে।
ভজন করহ মায়াপতি নারায়ণে
অন্য হেতু উমে এবে করহ শ্রবণ।
করিব বিচিত্র কথা বিস্তারি বর্ণন ॥
অগুণ অকল অজ যাহার কারণ।
দশরথ নৃপতির হইলা নন্দন ॥
যারে হেরিলাম আমি ভ্রমিতে কাননে
ধরিয়া মুনির বেশ অনুজের সনে ॥
যাহার চরিত উমে করি বিলোকন।
দাক্ষায়ণী-দেহে তব মন-উচাটন
আজিও যে ছায়া তব নাহি ছাড়ে পাশ
শুন সে চরিত যাহে ভ্রম হবে নাশ ॥
করিলা যে সব লীলা সেই অবতারে।
তোমারে কহিব আমি মতি অনুসারে ॥
শুন ভরদ্বাজ শুনি শিবের বচন।
প্রেমভরে দেবীমন হইল মগন ॥
সে কথা কহিতে শিব করে আরম্ভণ।
হইল সে অবতার যাহার কারণ ॥
তোমারে কহিব মুনি শুন দিয়া মন।
শ্রীরামচরিত কলিকলুষনাশন ॥
শতরূপা নারী স্বায়ম্ভুব মনুবর।
প্রথমে সৃজিল যারা ভূমিতলে নর ॥
পবিত্র দম্পতী ধর্ম্ম করি আচরণ।
আজিও যাদের যশ গায় শ্রুতিগণ
নৃপতি উত্তানপাদ যাদের নন্দন
যার সুত হরিভক্ত ধ্রুব মহাজন ॥
মনুর কনিষ্ঠ পুত্র নামে প্রিয়ব্রত।
পুরাণাদি শাস্ত্র যার গুণগানে রত ॥
দেবহূতি নামে ছিল মনুর কুমারী।
প্রজাপতি কর্দ্দমের অতি প্রিয়নারী ॥
কপিলরূপেতে আদিদেব নারায়ণ।
যাঁর গর্ভে অবতার করিলা গ্রহণ ॥
যে করে প্রথমে সাঙ্খ্যশাস্ত্র প্রণয়ন।
তত্ত্বের বিচার যত করি নিরূপণ ॥
মনু বহুকাল রাজ্য করিলা শাসন।
বিধিমতে প্রভু-আজ্ঞা করিলা পালন

বিষয়ে বিরাগ তাঁর না হইল মনে।
ত্রিভাগ জীবন গত হইল ভবনে॥
তখন দারুণ দুখ হৃদে উপজিল।
এ জনম বৃথা মম অতীত হইল॥
জ্যেষ্ঠ সুতে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ।
পত্নীসহ বনে মনু করিল গমন॥
ভুবনবিখ্যাত তীর্থ নৈমিষ কানন।
যথা সিদ্ধি লাভ করে সাধক সুজন॥
যথা বাস করে সিদ্ধমুনির সমাজ।
আনন্দঅন্তরে তথা গেল মনুরাজ॥
দম্পতী পথের মাঝে শোভিছে তেমতি।
মুরতি ধরিয়া জ্ঞান ভকতি যেমতি॥
গোমতীর তীরে যবে গিয়া পঁহুছিল।
সুশীতল নীরে স্নান হরষে করিল॥
সিদ্ধ মুনি জ্ঞানী আসি করিল মিলন।
শুনি মনুরাজ কৈল বনে আগমন॥
পবিত্র তীরথ যত সে কাননে ছিল।
মুনিগণ লয়ে তাঁরে সব দেখাইল॥
কৃশকলেবর মুনি পটপরিধান।
সাধুর সমাজে শুনে প্রত্যহ পুরাণ॥
সর্ব্বমন্ত্রসার মন্ত্র দ্বাদশঅক্ষর।
অনুরাগসহ জপ করে নিরন্তর॥
গোবিন্দপদারবিন্দ চিন্তি অবিরত।
দম্পতীর মনভৃঙ্গ যাহে রহে রত॥
শাক ফল কন্দ করে দিনান্তে ভোজন।
চিদানন্দ ব্রহ্মে করে নিয়ত স্মরণ॥
কঠোর তপস্যা পরে আরম্ভ করিল।
বারিমাত্র করে পান আহার ত্যজিল॥
নিরন্তর অভিলাষ করে মনে মনে।
কবে সে হরির রূপ হেরিবে নয়নে॥
অগুণ অখণ্ড আদ্য অনন্ত অনাদি।
যাঁরে অবিরত চিন্তে পরমার্থবাদী॥
নেতি নেতি কহি বেদ করে নিরূপণ।
নিরুপাধি নিরুপম চিদানন্দঘন॥
বিধি বিষ্ণু আদি কত শতরুদ্রগণ।
জনমে যাহার অংশে কে করে গণন॥
ভকতবৎসল সেই বিভু নিরঞ্জন।
নানাতনু ধরে ভক্তহিতের কারণ
যথার্থ যদ্যাপি হয় শ্রাতর বচন।
আমার বাসনা তবে হইবে পূরণ॥
দু-হাজার বর্ষ যবে হইল বিগত।
জলপানে মনুরাজ হইল বিরত॥
বছর হাজার সাত করিলা যাপন।
আহার করিয়া একমাত্র সমীরণ॥
বরষ হাজার দশ ত্যজিয়া সমীর।
দাঁড়াইয়া একপদে রহে মনুবীর॥
বিধি হরি হর তপ হেরিয়া অপার।
মনুরাজসন্নিধানে আসি বারম্বার॥
বর লহ কহি বহু দিল প্রলোভন।
মনুর সমাধি নাহি হয় বিচলন॥
অস্থি মাত্র সার হয়ে শরীর রহিল।
কিছুমাত্র মনক্ষোভ তথাপি নহিল॥
সেবক অনন্যগতি জানি মনুবরে।
আইল করুণানিধি দিতে তারে বরে॥
বর লহ মনুরাজ মধুর বচন।
গগন হইতে যবে হ'ল উচ্চারণ॥
কৃপামৃতযুত বাক্য মৃতসঞ্জীবন।
কর্ণরন্ধ্র দিয়ে হৃদে কৈল প্রবেশন॥
হৃষ্ট পুষ্ট কলেবর হইল সুন্দর।
ভবন হইতে যেন আইল নৃপবর॥
শ্রবণরঞ্জন বাক্য শুনিল যখন।
পুলকে অঙ্কিত তনু হইল তখন॥
দণ্ডবত করি তবে দম্পতী কহিল।
হৃদয়ে না ধরে প্রেম উথলি উঠিল॥
শুনহ সেবক সুরতরু সুরধেনু।
ত্রিদেববন্দিত প্রভু তব পদরেণু॥
সেবিলে সুলভ তুমি সব সুখদাতা।
চরাচরনাথ তুমি প্রণতের পাতা॥
যদ্যপি আমার পরে থাকে তব স্নেহ।
প্রসন্ন হইয়া মোরে এই বর দেহ॥
যেরূপ ধরিয়া বস মহাদেব-মনে।
তাপস যতন করে যাহার কারণে॥
ভুশুণ্ড মানস হংস যেইরূপ হয়।
অগুণ সগুণ বলি বেদ যারে কয়॥
হেরিব সেরূপ আমি ভরিয়া লোচন।
এই কৃপা কর মোরে আরতিমোচন।

মনুর বচন শুনি প্রিয় অতিশয়।
বিনীত মধুর মৃদু প্রেমরসময়॥
ভকতবৎসল প্রভু কৃপার নিধান।
প্রকটিলা নিজরূপ রাম ভগবান্॥
নীলপদ্ম-নীলমণি-নীলমেঘ-শ্যাম।
শোভা হেরি পায় লাজ কোটিশত কাম॥
শারদ শশীরে জিনি বদন সুন্দর।
সুচারু কপোল কিবা কণ্ঠ মনোহর॥
অরুণ অধর কিবা সুচারু দশন।
বিধুকরে করে নিন্দা হাস্যের কিরণ॥
নবীন অম্বুজ জিনি রক্তিম লোচন।
দৃষ্টি মাত্রে করে ভক্তহৃদয় হরণ॥
কামচাপ পায় লাজ ভ্রূভঙ্গ দেখিয়া।
দ্যুতিপুঞ্জ ম্লান হয় তিলক হেরিয়া॥
মকর কুণ্ডল কিবা কিরীট উজর।
কুটিল সুকেশ যেন মধুপনিকর॥
বনমালা গলে বক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত।
আহা কিবা রত্নহার শোভে বিলম্বিত॥
কেশরিকন্ধর চারু যজ্ঞউপবীত।
নানা রত্নবিভূষণে বাহু বিশোভিত॥
করিকর সম কিবা যুগ ভুজদণ্ড
কটিতে নিসঙ্গ করে সারঙ্গ কোদণ্ড॥
তড়িল্লতা লাজ পায় হেরি পীতাম্বর।
রেখাত্রয়বিভূষিত উদর সুন্দর॥
চরণকমলছবি কে করে বর্ণন।
মুনিমন-মধুকর যাহে নিমগন॥
বাম ভাগে বিশোভিতা সর্ব্ব অনুকূলা।
আদিশক্তিছবি নিধি ব্রহ্মাণ্ডের মূলা॥
যার অংশে উপজয় সর্ব্বগুণালয়া।
কত শত ব্রহ্মজায়া উমা পদ্মা জয়া॥
অসঙ্খ্য ব্রহ্মাণ্ড যার ভ্রূবিলাসে হয়।
শ্রীরামের বামদিকে সেই সীতা রয়॥
শোভাজলনিধি হরিরূপ নেহারিয়া।
নাহিক নিমেষ নেত্র রাখে বিস্তারিয়া॥
অনুপম রূপ তবে করি দরশন।
তৃপ্ত নাহি হয় মনু-শতরূপামন॥
হরষে বিবশ তনু দশা বিসরিয়া।
দণ্ডধম পড়ে করে চরণ সরিয়া॥

নিজ করপদ্মে মস্তুশির পরশিলা।
কৃপাময় দম্পতীরে উঠিতে কহিলা॥
পুনরপি কহে তবে কৃপার নিধান।
ইচ্ছাবর লহ এবে করিব প্রদান॥
যুগপাণি জুড়ি শুনি প্রভুর বচন।
ধৈর্য্য ধরি করে মনু বাক্য উচ্চারণ॥
নাথ তব পাদপদ্ম করি দরশন।
মোদের সকল কাম হইল পূরণ॥
এক অভিলাষ প্রভু আছে মম মনে।
কহিবার যোগ্য নহে কহিব কেমনে॥
তুমি দিতে পার ইহা অতীব সুগম।
নিজ কৃপণতা হেতু ভাবি যে অগম॥
যদি পায় সুরুতরু কভু দীনজন।
চাহিবারে সঙ্কুচিত হয় বহু ধন॥
সুরুতরুপ্রভাব সে না জানে যেমতি।
আমাদের এ সংশয় হয় যে তেমতি॥
আমার বাসনা তুমি জান নারায়ণ।
আমার সে মনোরথ করহ পূরণ॥
মাগ বর স্বায়ম্ভুব যাহা আছে মনে।
আমার অদেয় কিছু নাহি ভক্তজনে॥
দাতা-শিরোমণি তুমি কৃপার নিধান।
মম মনভাব এবে কহি তব স্থান॥
চাহি এক পুত্র প্রভু তোমার সমান
এ লালসা পূর্ণ মম কর ভগবান্॥
দেখি প্রীতি শুনি মৃদু মধুর বচন।
এবমস্তু কহে তবে কৃপানিকেতন॥
মম সম সুত কোথা খুজিয়া পাইব।
তনয় হইয়া তব আমি জনমিব॥
মনুর পত্নীরে তবে করি বিলোকন।
প্রভু কহে মাগ বর যাহা লয় মন॥
যে বর চতুর নৃপ তোমারে মাগিল।
অতিশয় প্রিয় তাহা আমারে লাগিল
এই বর স্বার্থপর করি নিবেদন।
যদ্যপি ভক্তের হিত তব প্রয়োজন॥
ব্রহ্মাদিজনক তুমি জগতের স্বামী।
মায়াতীত পরব্রহ্ম সর্ব্বউরগামী॥
এতেক বুঝিয়া মনে জনমে সংশয়।
কিন্তু তব বাক্য সত্য কভু মিথ্যা নয়॥

কায়মনোবাক্যে অন্য যে করে ভজন।
তাহারে বাঞ্ছিত ফল দাও নারায়ণ॥
সেই সুখ সেই গতি সেই সে ভকতি।
তোমার চরণে প্রভু সেইরূপ রতি॥
বিমল বিবেক আর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।
কৃপা করি কৃপানিধি মোরে দেহ দান॥
শুনি মৃদু গূঢ় এই রুচির বচন।
শতরূপা প্রতি কহে রাজীবলোচন॥
তব মনমাঝে যত অভিলাষ হয়।
তোমারে দিলাম আমি না কর সংশয়॥
হে মাত বিবেক তব নহে সাধারণ।
মম বাক্যে তোমারে না ছাড়িবে কখন॥
পুনরায় বন্দি মনু হরির চরণ।
কহে শুন প্রভু মম অন্য নিবেদন॥
সহজ অপত্য রতি তব পদে রহে।
ক্ষতি নাই যদি মোরে মূঢ় কেহ কহে॥
মণি বিনা ফণী যথা জলহীন মীন।
আমার জীবন তথা তোমার অধীন॥
এই বার মাগি রহে ধরিয়া চরণ।
এবমস্তু কহে তবে দেব নারায়ণ॥
এ আজ্ঞা আমার এবে করহ পালন।
বসতি করহ গিয়া দেবেন্দ্রভবন॥
নানাবিধ সুখভোগ করি বহুকাল।
হবে মহীতলে তুমি তুমি অযোধ্যাভূপাল॥
ইচ্ছাময় নরবেশ করিয়া ধারণ।
তব গৃহে অবতার করিব গ্রহণ॥
হে তাত ধরিয়া দেহ সহ অংশগণ।
করিব ভক্তের হিত-লীলা আচরণ॥
সাদরে শুনিয়া যাহা নর ভাগ্যবান্।
পার হবে ভবনিধি ত্যজি মদ মান॥
আদি শক্তি সনাতনী ব্রহ্মাণ্ডনিকায়া।
জনমিবে ভূমিতলে মম মহামায়া॥
তোমার বাসনা আমি করিব পূরণ।
সত্য সত্য সত্য এই কহি মম পণ॥
পুনঃপুন এত কহি কৃপার নিধান।
মনুর সমক্ষে প্রভু হন অন্তর্দ্ধান॥
দম্পতী হৃদয়ে ধরি বিমলা ভকতি।
সে আশ্রমে কিছুকাল করিলা বসতি॥
যথাকালে তনু ত্যাগ করি অনায়াসে
গমন করিলা সুরপতির আবাসে॥
পরম পবিত্র এই শুভ ইতিহাস।
উমারে কহিলা কৃপা করি কৃত্তিবাস॥
এবে ভরদ্বাজ মুনি করহ শ্রবণ।
রাম-অবতার প্রতি অপর কারণ॥
ভরদ্বাজ শুন সেই কথা পুরাতনী।
গিরিশ কহিলা শুনে গিরিশরমণী॥
জগতে বিখ্যাত ছিল কেকয় নগর।
যথা বাস করে সত্যকেতু নৃপবর॥
ধর্ম্ম-ধুরন্ধর রাজা নীতির নিধান।
তেজস্বী সুশীল দাতা শান্ত রূপবান্॥
আছিল তাহার দুই সুত মহাবীর।
সর্ব্বগুণাশ্রয় জ্ঞানী মহারণ ধীর॥
পূর্ব্বজ তনয়ে রাজা হেরি তেজধাম।
রাখিল প্রতাপভানু বলি তার নাম॥
অপর সুতের নাম অরিনিসূদন।
ভুজবলে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
দুই সহোদর ছিল অতি নীতিমান্।
সরলস্বভাব পরস্পরে প্রীতিমান্॥
জ্যেষ্ঠ সুতে করি নৃপ রাজ্য সমর্পণ।
বনে গেল করিবারে হরির সাধন॥
বসিল প্রতাপরবি যবে সিংহাসনে।
পাপ তাপ পলাইল তার সুশাসনে॥
নৃপহিতকারী ছিল মন্ত্রী জ্ঞানবান্।
নাম যার ধর্ম্মরুচি শুক্রের সমান॥
সচিবসদৃশ ছিল বন্ধু বলবীর।
আপনি প্রতাপপুঞ্জ মহারণ ধীর॥
নৃপতি লইয়া সঙ্গে চতুরঙ্গ বল।
অমিত সুভট সবে সমরকুশল॥
সৈন্যদল হেরি রাজা হরষিতমন।
নিশান উড়িছে আর বাজিছে বাজন
বিজয়ের হেতু তবে কটক লইয়া।
চলিল সে নরবর সুদিন দেখিয়া॥
হইল বিবিধ স্থানে অনেক সংগ্রাম।
জিনিল প্রতাপরবি বুদ্ধিবলধাম॥
সপ্তদ্বীপা মহী করি ভুজবলে বশ।
বিজিতের সনে দণ্ড লয়ে রাখে যশ॥

সমগ্র অবনীধামে হইল সে কাল
মহাত্মা প্রতাপভানু এক মহীপাল ॥
রিপু জয় করি নৃপ কৈল আগমন ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম সুখ করিতে সেবন ॥
যবে রাজ্য করে সত্যকেতুর নন্দন ।
কামধেনু সম ভূমি হইল তখন ॥
দুখহীন লোক সব সুখনিমগন ।
সুশীল ধরমরত নরনারীগণ ॥
ধর্ম্মরুচি সচিবের হরিপদে প্রীতি ।
নৃপে উপদেশ দেয় সুমঙ্গল নীতি ॥
সাধুগুরু পিতৃলোক দেবতা ব্রাহ্মণ ।
নরপতি করে সদা সবারে পালন ॥
রাজধর্ম্ম আছে যথা শ্রুতিতে কথিত ।
সুসম্পন্ন করে রাজা হয়ে সমাহিত ॥
প্রতিদিন করে নৃপ বহুবিধ দান ।
শুনে সাধু শাস্ত্র বেদ সকল পুরাণ ॥
বানাইল বহুব্যাপী সুকূপ তড়াগ ।
সুমনবাটিকা আর মনোহর বাগ ॥
দেবনিকেতন আর ব্রাহ্মণভবন ।
সর্ব্ব তীর্থে নিরমিল করিয়া যতন ॥
যে যজ্ঞ করিতে শাস্ত্র কহে একবার ।
অনুরাগী নৃপ করে হাজার হাজার ॥
ফলের কামনা মনে করিয়া বর্জ্জন ।
সাধিল করম সব মহীপ সুজন ॥
কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম করে আচরণ ।
তার ফল নারায়ণে করি সমর্পণ ॥
একদিন নৃপ অশ্বে করি আরোহণ ।
মৃগয়া করিতে গেল সহ সেনাগণ ॥
বিন্ধ্যাচল-বনমাঝে গিয়া প্রবেশিল ।
বহুবিধ মেধ্য মৃগ নিধন করিল ॥
বিপিনে ভ্রমিতে এক বরাহ দেখিল ।
কাননশশীরে যেন রাহু গরাসিল ॥
প্রকাণ্ড চন্দ্রমা তার মুখে না ধরিছে ।
ক্রোধভরে যেন তারে উগলি ফেলিছে ।
করালদশনরূপ অতি ভয়ঙ্কর ।
বিশাল পীবর তনু দেখি লাগে ডর ॥
অশ্বের পদের শব্দ করিয়া শ্রবণ ।
কর্ণ তুলি চতুর্দ্দিক্ করে নিরীক্ষণ ॥
নীলমেঘ সম সেই বরাহ দেখিয়া ।
দ্রুতবেগে নৃপ অশ্ব দিল চালাইয়া ॥
শীঘ্রগতি আসে অশ্ব করি বিলোকন ।
শূকর সমীরগতি করে পলায়ন ॥
লঘুহস্ত নৃপ শর করিল সন্ধান ।
বরাহ ভূতলে মিলে হেরিয়া সে বাণ ॥
পুনঃপুন করি লক্ষ্য শর চালাইল ।
শূকর কৌশল করি দেহ বাঁচাইল ॥
সুদূরে বরাহ যবে কৈল পলায়ন ।
তার পাছে নৃপ ক্রোধে করিল গমন ॥
বরাহ যাইয়া যথা লইল আশ্রয় ।
নারে প্রবেশিতে তথা রথ গজ হয় ॥
যদিও আগম্য বন অতীব গহন ।
তথাপি না ত্যজে রাজা মৃগানুসরণ ॥
দরশন করি অতি ধীর নরবরে ।
বরাহ পশিল গিয়া দুর্গম গহ্বরে ॥
নৃপতি হইল খিন্ন হেরি সে কানন ।
পথ ভুলি মহাবনে করিল ভ্রমণ ॥
ক্ষুধিত তৃষিত রাজা হয় সহ যান ।
ভ্রমিল করিয়া বনে জলের সন্ধান ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক দেখিল আশ্রম ।
যথা মুনিবেশে বসে এক নরাধম ॥
সমরে প্রতাপরবি তাহারে জিনিল ।
নিজ অধিকার ছাড়ি সে বনে পশিল ॥
প্রতাপভানুর জানি অতি সুসময় ।
অনুমানি আপনার অতি অসময় ॥
লজ্জিত হইয়া ভূপ না গেল ভবন ।
বিজেতার সনে সন্ধি না কৈল স্থাপন ॥
অভিমানভরে বনে করিল প্রবেশ ।
তথা বাস করে ধরি তাপসের বেশ ॥
ভণ্ডমুনিপাশে যবে নৃপ পঁহুছিল ।
এই সে প্রতাপভানু তবে সে চিনিল ॥
বিজিত রিপুরে জেতা চিনিতে নারিল ।
তার মুনিবেশ দেখি তাপস ভাবিল ॥
অশ্ব হ'তে অবতরি করিল প্রণাম ।
পরম চতুর নাহি কহে নিজ নাম ॥
রাজারে তৃষিত অতি তাপস বুঝিয়া ।
এক জলাশয় তাঁরে দিল দেখাইয়া ॥

অশ্বের সহিত রাজা করিয়া মজ্জন।
জল পান করি করে তৃষ্ণা নিবারণ॥
ক্লান্তি দূর করি নৃপ সুখী হয় যবে।
তাপস আশ্রমে তারে লয়ে গেল তবে॥
সায়ং কালে দিয়া তারে বসিতে আসন।
কপট তাপস কহে মধুর বচন॥
কে তুমি কি হেতু ভ্রম এঘোর কাননে।
জীবনের ভয় তব নাহি কি হে মনে॥
চক্রবর্ত্তিচিহ্ন দেখি শরীরে তোমার।
হইল আমার মনে দয়ার সঞ্চার॥
নৃপতি প্রতাপভানু নামে একজন।
তাহার সচিব আমি শুন তপোধন॥
পথভ্রান্ত হয়ে বনে করিয়া ভ্রমণ।
বড় ভাগ্যে হেরিলাম তোমার চরণ॥
আমার দুর্লভ হয় তব দরশন।
সুলভ কুশল মম হইবে এখন॥
মুনি কহে হইল যে এবে অন্ধকার।
সপ্ততিযোজন দূর নগর তোমার॥
এবে এই ঘোর নিশা গহন কানন।
বনপথজ্ঞান তব নাহিক রাজন্॥
রজনী আশ্রমে মম করিয়া যাপন।
প্রভাতে যাইবে তুমি নিজ নিকেতন॥
তুলসী জানিবে যথা ললাটলিখন।
অবশ্য মিলিবে তব সহায় তেমন॥
তোমার সমীপে নাহি কভু সে আসিবে।
বিধিবশে তুমি তার নিকটে যাইবে॥
নৃপ কহে আজ্ঞা নাহি করিব হেলন।
তরুতলে অশ্ব তবে করিল বন্ধন॥
বহু স্তব করে নৃপ মুনিরে তখন।
বহুভাগ্য মানে করি চরণ বন্দন॥
মধুর বচন রাজা কহে পুনরায়।
করিয়া জনক জ্ঞান জিজ্ঞাসি তোমায়॥
আপন সেবক সুত আমারে জানিয়া।
কৃপা করি নিজ নাম কহ প্রকাশিয়া॥
না জানে মুনিরে নৃপ নৃপে সে জানিল।
সরলহৃদয় ভূপ তাপস কুটিল॥
ক্ষত্রিয় নৃপতি রিপু জানিয়া তাহারে।
ছলে বলে চাহে মুনি কার্য্য সাধিবারে॥
রাজ্যসুখ স্মরি দুখ পায় অতিশয়।
জলন্ত অনল হেন জ্বলিছে হৃদয়॥
রাজার সরল বাণী করিয়া শ্রবণ।
নিজ মনোভাব মুনি করিল গোপন॥
কপটতাযুত মৃদু কহিল বচন।
ভিখারী আমার নাম অগেহ অধন॥
রাজা কহে প্রভু তুমি বিজ্ঞাননিধান।
তোমার সদৃশ নাহি গত-অভিমান॥
দূরে অবস্থিতি কর বিষয় ত্যজিয়া।
সকল কুশল তব কুবেশ ধরিয়া॥
আগম নিগম সাধু কহে সে কারণ।
হরির পরম প্রিয় হয় অকিঞ্চন॥
তোমার সম অগেহ অধন।
হয় কি না হয় ব্রহ্মা দেব পঞ্চানন॥
যে হও সে হও বন্দি তোমার চরণ।
আমার উপরে কৃপা কর তপোধন॥
রাজার সহজ প্রীতি করি বিলোকন।
তাপস কৌশলজাল করে বিকিরণ॥
ভালমতে করি নৃপে আপন অধীন।
কহিতে লাগিল কথা চতুর প্রবীণ॥
আত্মবিবরণ কহি শুন মহীপাল।
এ বনে বসতি করি আমি বহুকাল॥
মম সনে কার নাহি হইল মিলন।
মম অবস্থিতি কারে না করি জ্ঞাপন॥
লোককৃত সমাদর দীপ্ত হুতাশন।
যাহে দগ্ধ করে সদা তপস্যা-কানন॥
তুলসী সুবেশ দেখি ভুলে মূঢ়জন।
চতুর না হয় মুগ্ধ তাহে কদাচন॥
ময়ূর সুন্দর করে মধুর নিস্বন।
কিন্তু করে বিষধর ভুজঙ্গে ভোজন॥
মুনি কহে এই হেতু রহি হে গোপন
হরি ছাড়ি মম কিছু নাহি প্রয়োজন॥
যদি না জানাই তবু প্রভু যে জানিবে।
লোকে ভুলাইয়া মম কি ফল হইবে॥
তোমারে সুমতি শুচি দরশন করি।
হইল প্রতীতি প্রীতি তোমার উপরি।
এবে রাখি গুপ্ত যদি নিজ বিবরণ।
করিবে দারুণ দোষ মোরে পরশন॥

তাপস কহিছে যত বিরাগ-বচন।
বিশ্বাস করিছে তত নৃপতির মন॥
একান্ত হইল যবে নৃপ নিজ বশ।
এ কথা কহিল তবে কুটিল তাপস॥
একতনু হয় নাম জানিবে আমার।
শুনি নরপতি কহে করি নমস্কার।
নামের অরথ নাথ কহ বাখানিয়া।
আপন সেবক মোরে বিশেষ জানিয়া॥
ব্রহ্মাণ্ড হইল যবে প্রথমে সৃজন।
আমার উৎপত্তি তবে হইল রাজন্॥
এই হেতু মম নাম একতনু হয়।
দ্বিতীয় শরীর নাহি ধরি মহাশয়॥
ইহা শুনি মনে নাহি করহ বিস্ময়।
তপস্যা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়॥
তপোবলে ব্রহ্মা করে জগতসৃজন।
তপোবলে বিষ্ণু করে সংসারপালন॥
তপোবলে রুদ্র করে জগতসংহার।
তপোবলে শেষ ধরে মহী গুরুভার।
সৃষ্টির আধার তপ জানিবে নিশ্চয়।
দুর্লভ সুলভ এক তপ হ'তে হয়॥
এত কহি নৃপমন করি আকর্ষণ।
কহে মুনি নানা ইতিহাস পুরাতন॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ইতিবৃত্ত কহিল অনেক।
করি নিরূপণ জ্ঞান বিরতি বিবেক॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বহু বিবরণ।
রাজার নিবটে মুনি করিল বর্ণন॥
এইরূপে নৃপে যবে স্ববশে আনিল।
কহাইতে নাম তবে উপায় চিন্তিল॥
মুনি কহে নৃপ আমি জানি হে তোমারে।
তব ছলবাক্য ভাল লাগিল আমারে॥
জানি হে তোমার নাম প্রতাপদিনেশ।
ছিল সত্যকেতু তব জনক নরেশ॥
গুরুর প্রসাদে সব জানি হে রাজন্।
বুঝি নিজ ক্ষতি নাহি কহি বিবরণ॥
তোমার হেরিয়া তাত সহজ সুগুণ।
দেব দ্বিজে রত তুমি নীতিতে নিপুণ॥
তদোপরে উপজিল মমতা আমার।
এহেতু কহিনু কথা বুঝি আপনার॥

এখন প্রসন্ন আমি নাহিক সংশয়।
মাগ ভূপ বর তব যাহা মনে লয়॥
ঋষিবাক্য শুনি নৃপ হরষিতমন।
বিনয় করিল বহু ধরিয়া চরণ॥
কৃপানিধি মুনি তব দরশন-ফলে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মোর করতলে॥
তথাপি তোমারে প্রভু প্রসন্ন হেরিয়া।
মনোমত বর আমি লইব মাগিয়া॥
জরা-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত হ'ক কলেবর।
নাহি কেহ জিনে মোরে সমরভিতর॥
একছত্রী রাজা আমি রহি ভূমিতলে।
শতকল্প ভরি মোর রাজ্য যেন চলে॥
তথাস্তু কহিয়া মুনি নৃপে দিল বর।
কিন্তু এক হেতু আছে শুন নরবর
দুরন্ত কালেরে তুমি করিবে হে জয়।
ব্রাহ্মণ হইতে একমাত্র আছে ভয়॥
তপোবলে বলীয়ান্ সর্ব্বথা ব্রাহ্মণ।
তার কোপে রাখে হেন নাহি কোন জন॥
পার যদি বিপ্রে বশ করিতে নরেশ।
তব বশ হবে বিষ্ণু বিরিঞ্চি মহেশ॥
ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ নাহি কোন জন।
সত্য কহি দুই ভুজ করি উত্তোলন॥
বিপ্রশাপ বিনা এবে শুনহ রাজন্।
না হইবে তব নাশ জানিবে কখন॥
হরষি ভূপতি কহে শুন মুনিবর।
না হইবে মম নাশ অবনীভিতর॥
তোমার প্রসাদে প্রভু কৃপার নিধান।
সর্ব্বদা হইবে মম সকল কল্যাণ॥
এবমস্তু কহি মুনি কহিল রাজারে।
এ সম্বাদ কভু নাহি প্রকাশিবে কারে॥
কহিলে তোমারে আমি করিব বর্জ্জন।
অতি অকুশল তব হইবে রাজন্॥
ষষ্ঠ কর্ণে এ সম্বাদ করিলে প্রবেশ।
নিশ্চয় তোমার নাশ আমার আদেশ॥
ইহা প্রকাশিত কিম্বা ব্রহ্মশাপ হয়।
হইবে তোমার নাশ নাহিক সংশয়॥
অন্য হেতু মূলে তব না হবে নিধন।
যদি রুষ্ট হর হরি হয় পদ্মাসন॥

পদে ধরি নৃপ তবে কহিল বচন।
দ্বিজগুরু-কোপে কেবা করিবে রক্ষণ॥
রাখে গুরু যদি হয় কুপিত বিধাতা।
বিরুদ্ধ হইলে গুরু কেহ নাহি ত্রাতা॥
যদি তব মতে নাহি চলি মহাশয়।
না হইবে মনে শোক যদি নাশ হয়॥
এক ভয়ে ভীত কিন্তু হয় মন মোর।
মহীদেবশাপ প্রভু অতিশয় ঘোর॥
কৃপা করি কহ মোরে বিপ্রবশবিধি।
তোমা ভিন্ন কাহারে না দেখি দয়ানিধি॥
শ্রেয়লাগি লোকে করে বিবিধ যতন।
কেহ কষ্টে লভে কার না হয় সাধন॥
শুন নৃপ আছে এক উপায় সুগম।
এক কঠিনতা হেতু তাহাও অগম॥
আমার সুসাধ্য তাহা শুনহ রাজন্।
কিন্তু তব পুর নাহি করিব গমন॥
যে দিন হইতে দেহ করেছি ধারণ।
লোকালয়ে আমি নাহি করি পদার্পণ॥
যদি নাহি যাই তবে হইবে অকাজ।
বিষম সমস্যা দায়ে পড়িলাম আজ॥
শুনিয়া নৃপতি কহে মধুর বচন।
শ্রুতি এই নীতি প্রভু করে নিরূপণ॥
শ্রেষ্ঠজন করে স্নেহ ক্ষুদ্রের উপরে।
গিরি নিজ শিরোপর সদা তৃণ ধরে॥
জলনিধি করে শিরে ফেনের বহন।
শিরোপরে করে ধূলি ধরণী ধারণ॥
এত কহি ধরে নৃপ মুনির চরণ।
মোর লাগি সহ দুখ কৃপানিকেতন॥
রাজারে জানিয়া তবে নিতান্ত অধীন।
কহিল তাপস অতি কপট প্রবীণ
কহি সত্য বাণী শুন নৃপতি তোমারে।
জগতে দুর্লভ কিছু নাহিক আমারে॥
অবশ্য এ কার্য্য আমি করিব তোমার।
কায়মনোবাক্যে তুমি ভকত আমার॥
যোগ যুক্তি তপ মন্ত্র ইঁহাদের বল।
গোপন রাখিলে তবে দেয় শুভফল॥
তব গৃহে আমি যবে করিব রন্ধন।
আমারে জানিতে যেন নারে কোন জন॥

যেই যেই সেই অন্ন করিবে ভোজন।
সেই সেই তব আজ্ঞা করিবে পালন॥
পুনঃ তার গৃহে অন্ন যেজন খাইবে।
সেই তব বশ নৃপ অবশ্য হইবে॥
গৃহে গিয়া এ উপায় করহ রচন।
বৎসর ধরিয়া কর সঙ্কল্প গ্রহণ॥
প্রত্যহ করিবে লক্ষ দ্বিজে নিমন্ত্রণ।
তব সিদ্ধি হেতু আমি করিব রন্ধন॥
এইরূপ ক্লেশ তুমি সহ কিছু কাল।
সব বিপ্র বশ তব হইবে ভূপাল॥
হোম মখ সেবা সব করিবে ব্রাহ্মণ।
তাঁহাতে সহজে বশ হবে দেবগণ॥
শুন মহারাজ কহি অপর লক্ষণ।
এই বেশে না যাইব তোমার ভবন॥
তব কুলপুরোহিত আছে যেই জন।
নিজ মায়াবলে তারে করিব হরণ॥
তপবলে করি তারে আপন সমান।
রাখিব এ বনমাঝে বরষপ্রমাণ॥
তার বেশ আমি তবে করিয়া ধারণ
বিধিমতে তব কার্য্য করিব সাধন॥
নিশিশেষ হয় নৃপ করহ শয়ন।
তৃতীয় দিবসে পাবে মোর দরশন॥
মম তপবলে তুমি তুরগসমেত।
পঁহুছিবে নিশিশেষে আপন নিকেত॥
সে বেশ ধরিয়া আমি করিব গমন।
আমারে চিনিতে তুমি পারিবে তখন॥
তোমারে একান্তে যবে করি আবাহন।
বিস্তারিয়া শুনাইব বন-বিবরণ॥
আজ্ঞা মাগি নরপতি করিল শয়ন।
আসনে বসিল গিয়া তাপস কুজন॥
শ্রমযুত নরপতি ঘুমাইল সুখে।
কেমনে লভিবে নিদ্রা যে জ্বলিছে দুখে॥
নিশাচর কালকেতু তখন আইল।
যে শূকর হয়ে বনে ভূপে ভুলাইল॥
ভণ্ড তাপসের ছিল সুহৃদ সে হিত।
নানাবিধ মায়াশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
তার শত সুত ছিল আর দশ ভ্রাতা।
অজেয় সমরে খল দেব-দুখদাতা॥

তাদের প্রতাপভানু করিল সংহার।
সাধু-সুর-দ্বিজদুখ দেখিয়া অপার॥
কালকেতু করিবারে অরি নির্য্যাতন।
খলমুনি সহ করে মন্ত্রণা রচন॥
রিপুনাশবিধি সব সুস্থির করিল।
ভাবিবশ হেতু নৃপ কিছু না বুঝিল॥
তেজস্বী সহায়হীন রিপুরে কখন।
সামান্য বলিয়া নাহি করিবে গণন॥
যদ্যপি দারুণ রাহু ছিন্নমুণ্ড হয়।
চন্দ্র-সূর্য্যে তবু দুখ দেয় অতিশয়॥
তাপস নৃপতি করি মিত্রে দরশন।
হরষি উঠিয়া তারে দিল আলিঙ্গন॥
বন্ধুরে সকল কথা কহে বিবরিয়া।
সুখ পায় নিশাচর শ্রবণ করিয়া॥
অধুনা বধিব অরি শুনহ নরেশ।
যেহেতু রাখিলা তুমি মম উপদেশ॥
শয়ন করিয়া থাক পরিহর আধি।
ঔষধ ব্যতীত কি হে যায় কভু ব্যাধি॥
সকল রিপুর মূল করি উৎপাটন।
চতুর্থ দিবসে তব করিব দর্শন॥
তাপস নৃপের করি আনন্দবর্দ্ধন।
রোষভরে যাতুধান করিল গমন॥
প্রতাপরবিরে তবে তুরগসমেত।
রাত্রিশেষে লয়ে গেল তাহার নিকেত॥
মহিষী-শয়নে নৃপে রাখি শোয়াইয়া।
অশ্বশালে অশ্ববরে রাখিল বান্ধিয়া॥
রাজকুলপুরোহিতে ল'য়ে গেল হরি।
গিরিগুহা-মাঝে রাখে মায়ামুগ্ধ করি॥
আপনি তাহার রূপ করিয়া ধারণ।
পুরোহিতগৃহে গিয়া করিল শয়ন॥
প্রভাত হইলে নৃপ করি জাগরণ।
বিস্ময় মানিল হেরি আপন ভবন॥
মুনির মহিমা মনে করি অনুমান।
রাণীর অজ্ঞাতসারে করিল প্রয়াণ॥
বনে গেল সেই অশ্বে করি আরোহণ
পুরবাসী না জানিল নৃপ-আগমন॥
ভূপতি আইল ফিরি দ্বিতীয় প্রহরে।
বাজিল বিবিধ বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে॥

পুরোহিতে করে যবে নৃপ বিলোকন।
চমকি উঠিল স্মরি মুনির বচন॥
গেল যুগ সম তার তিন দিন কাল।
খলমায়াবিমোহিত ছিল মহীপাল॥
যথাকালে পুরোহিত করি আগমন।
দিল পরিচয় কহি গুপ্ত বিবরণ॥
গুরু জানি নৃপ হয় আনন্দিতমন।
লক্ষ দ্বিজ সেইদিন কৈল নিমন্ত্রণ॥
নানাদ্রব্য পুরোহিত করিল রন্ধন।
সূপশাস্ত্রে যত কিছু আছে নিরূপণ॥
মায়াবলে করে সব পাক সমাপন।
রান্ধিল ব্যঞ্জন যত কে করে গণন॥
বহুবিধ মৃগমাংস রন্ধন করিল।
তাহার সহিত বিপ্রমাংস মিশাইল॥
ভোজনের লাগি বিপ্রে করি আবাহন।
সমাদরে করাইল পাদপ্রক্ষালন॥
ভোজন-সামগ্রী যবে দিল মহীপাল।
বিপ্রগণে দৈববাণী হইল সেকাল॥
ব্রাহ্মণসকল গৃহে করহ গমন।
অতি হানি হ'বে অন্ন না কর গ্রহণ॥
হয়েছে ব্রাহ্মণমাংস হেথায় রন্ধন।
গগনবচন শুনি উঠে দ্বিজগণ॥
মুগ্ধ ভূপ শুনি হয় ব্যাকুল অন্তরে।
ভাবিবশ হেতু বাক্য মুখে নাহি সরে॥
দৈববাণী শুনি ক্রুদ্ধ হইল ব্রাহ্মণ।
বিচার না করি কহে দারুণ বচন॥
পরিবারগণ সহ হও নিশাচর।
সত্য কহিলাম শুন মূঢ় নরবর॥
ক্ষত্রিয়অধম তুমি শুন হে রাজন্।
জাতি নাশিবারে বিপ্রে কৈলে নিমন্ত্রণ॥
ঈশ্বর রাখিল ধর্ম্ম আমাসবাকার।
নিজকর্ম্মফল ভোগ কর দুরাচার॥
বরষ-ভিতরে তব বিনাশ হইবে।
জল দিতে তব কুলে কেহ না রহিবে।
ব্রহ্মশাপ শুনি নৃপ অতি ত্রাস পায়।
হইল গগনবাণী তথা পুনরায়॥
বিচার না করি শাপ দিলে বিপ্রগণ।
কোন দোষ না করিল ক্ষত্রিয়নন্দন।

নভোবাণী শুনি সবে হইল চকিত।
নৃপতি রন্ধনগৃহে গেল ত্বরান্বিত ॥
নাহি সূপকার তথা নাহি আয়োজন।
ফিরিয়া আইল রাজা শোকযুতমন ॥
সব বিবরণ বিপ্রে কহি নরবর।
শাপভীত হ'য়ে পড়ে অবনী-উপর ॥
যদ্যপি নাহিক দোষ তোমার রাজন্।
বিধিলিপি ব্রহ্মশাপ না হবে খণ্ডন ॥
যদি কেহ ছলে কারে কপটতা করি।
ছলনাকারীরে দণ্ড করিবে শ্রীহরি ॥
বিপ্রবাক্য শুনি নৃপ আকুলহৃদয়।
গাত্রোত্থান করি করে বিবিধ বিনয় ॥
পুনঃপুন পদে ধরি কহিল ভূপাল।
শাপ-অনুগ্রহ মোরে করহ কৃপাল ॥
শাপবলে নৃপ তুমি হবে নিশাচর।
জনমিবে ব্রহ্মকুলে শুন নরবর ॥
অতুল প্রভাব হবে অজর অমর
জগত-বিখ্যাত হবে দুই সহোদর ॥
চারি রিপু পরাভব হইবে যখন।
ত্রিপুরসূদনে তুমি সেবিবে তখন ॥
শিবের প্রসাদে বর যবে লাভ হবে।
জগতে প্রভুতা তব হইবে হে তবে ॥
সনতকুমারে যবে করিবে দর্শন।
হইবে মোদের শাপ তোমার স্মরণ ॥
আপন নিস্তার-কথা কুমারে পুছিবে।
কৃপা করি উপদেশ মুনি তবে দিবে ॥
মুনিবাক্য যবে তুমি করিবে পালন।
উদ্ধার হইবে তুমি সহ নিজগণ ॥
এত কহি বিপ্র সব করিল গমন।
পুরবাসী লোক তবে শুনি বিবরণ ॥
দৈবে দোষ দেয় হয়ে শোকপরায়ণ।
করিল মরালে কাক যাহার লিখন ॥
নিজ ঘরে পুরোহিতে রাখি যাতুধান
সকল বৃত্তান্ত কহে খলমুনিস্থান ॥
কপট তাপস তবে পত্র পাঠাইল।
সেনা সহ শত্রু সব সাজিয়া আইল ॥
প্রতাপরবির পুর করি আক্রমণ।
অরিকুল মিলি করে তুমুল রণ ॥

প্রকাশি অসীম বীর্য্য করি প্রাণপণ।
সবল প্রতাপরবি হইল নিধন ॥
না রহিল সত্যকেতুকুলে কোনজন।
অসত্য ব্রাহ্মণশাপ হয় কি কখন ॥
শত্রু জয় করি যত নৃপতির গণ।
নিজ নিজ পুরে সবে করিল গমন ॥
এবে ভরদ্বাজ মুনি করহ শ্রবণ।
বিধাতা যাহারে বাম হয় হে যখন।
ধূলি মেরু সম হয় পিতা তার যম।
কমল-কুসুমদাম হয় ব্যাল সম ॥
পরে কালপ্রাপ্ত হ'য়ে সেই নরবর।
সব পরিবার সহ হ'ল নিশাচর ॥
হইল বদন দশ বিশ ভুজদণ্ড।
রাবণ তাহার নাম প্রতাপে প্রচণ্ড ॥
রাজার অনুজ অরিমর্দ্দন যে ছিল।
এবে বলধাম কুম্ভকরণ হইল ॥
রাজার সচিব ধর্ম্মরুচি যার নাম।
হইল বৈমাত্র ভ্রাতা সর্ব্বগুণধাম ॥
ভুবনবিখ্যাত যার নাম বিভীষণ।
বিষ্ণুর পরম ভক্ত বিজ্ঞানসদন ॥
নৃপের সেবক সুত মিত্র যত ছিল।
দারুণ অসুর এবে সকলে হইল ॥
কামরূপ বলবান্ মায়াতে পণ্ডিত।
অতি খল ভয়ঙ্কর বিবেকরহিত ॥
দয়াহীন বিহিংসক অতিশয় পাপী।
বিবিধ প্রকারে সবে বিশ্বপরিতাপী ॥
পবিত্র পুলস্ত্যকুলে লভিয়া জনম।
ব্রহ্মশাপবশে সবে হইল অধম ॥
করিল বিবিধ তপ ভাই তিনজন।
যার কঠিনতা নারি করিতে বর্ণন ॥
তুষ্টি লাভ করি ব্রহ্মা কৈল আগমন
প্রসন্ন হইনু বর মাগ বৎসগণ ॥
দশগ্রীব ধরি তবে ব্রহ্মার চরণ।
কহে জগদীশ শুন আমার বচন ॥
নাহি কা'র করে মম হইবে মরণ।
বানর মনুজজাতি করিয়া বর্জ্জন ॥
কঠোর তপস্যা তুমি কৈলা যাতুধান।
সেহেতু এ বর আমি করিনু প্রদান ॥

কুম্ভকর্ণপাশে ব্রহ্মা করিয়া গমন।
বিস্মিত হইল তারে করি বিলোকন॥
যদি করে প্রতিদিন এ খল আহার।
হইবে বিজন তবে নিখিল সংসার।
শারদারে প্রেরি তার মতি হরি নিল।
ছয় মাস নিদ্রা বর তবে সে মাগিল॥
বিভীষণপাশে ব্রহ্মা করিয়া গমন।
কহে বর মাগ যাহা করেছ মনন॥
জুড়ি কর বিভীষণ কহে ভগবান্।
হরিপাদপদ্মে রতি বর কর দান॥
বর দিয়া বিধি গেল আপনার স্থান।
তিন ভ্রাতা নিজ ঘর করিল প্রয়াণ॥
ময়দানবের সুতা নামে মন্দোদরী।
নারীকুল-শিরোমণি পরম-সুন্দরী॥
রাবণের করে ময় কন্যা কৈল দান।
মহিষী করিল তারে রাক্ষসপ্রধান॥
বরনারী লভি তুষ্ট রাবণ হইল।
অনুজদ্বয়ের পরে বিবাহ সে দিল॥
ত্রিটকূপর্ব্বত এক সিন্ধুমাঝে রয়।
বিধিনিরমতি দুর্গ দুর্গম নিশ্চয়॥
নিরমিল ময় তাহে পুর মনোহর।
কনকখচিত যাহে ভবন সুন্দর॥
ভোগবতী পুরী যথা অহিকুল-বাস।
অমরনগরী যথা দেবেন্দ্র-নিবাস॥
তদধিক রমণীয় সদাসুখময়।
ভুবনবিখ্যাত লঙ্কানগর সে হয়॥
চারিদিক্ সুগভীর জলধিবেষ্টিত।
অদ্ভুত কৌশলে ময়দানবরচিত॥
হরির ইচ্ছায় যেবা হয় রক্ষপতি।
পরিবার সহ তথা সে করে বসতি॥
করিত তথায় বাস বহুনিশাচর।
সুরেন্দ্র বধিল সবে করিয়া সমর॥
রক্ষ বধি ইন্দ্র করি লঙ্কা অধিকার।
কুবেরকিঙ্করে দিল রাখিবার ভার॥
এ বৃত্তান্ত দশানন করিয়া শ্রবণ।
সজ্জিত হইয়া গড় কৈল আক্রমণ॥
রাবণ-বিকটবল করি দরশন।
যক্ষগণ পলাইল লইয়া জীবন॥

পুরের অতুল শোভা হেরি দশানন।
হইল বিগতশোক আনন্দিতমন॥
সহজ অগম্য পুর তাহে মনোহর।
রাজধানী কৈল তথা রাক্ষসপ্রবর॥
যথাযোগ্য বাস সব অনুচরে দিল।
সকলরজনীচরে সুখী সে করিল॥
রক্ষপতি যক্ষপুর করি আক্রমণ।
পুষ্পক কুবেরে জিনি কৈল আনয়ন॥
কৌতুকে কৈলাস গিরি করে উত্তোলন।
বিস্মিত হইল হেরি জগতের জন॥
সহায় সম্পদ সুখ প্রতাপ বিজয়।
সুত সেনা ধন জন বল অতিশয়॥
যেমতি নূতন নিত্য বাড়িতে লাগিল।
প্রতিলাভে নব লোভ জন্মিতে থাকিল॥
অতিবল কুম্ভকর্ণ যার সহোদর।
সমযোদ্ধা নাহি যার ভুবনভিতর॥
মদ্য পান করি করে ছ-মাস শয়ন।
ত্রস্ত হয় ত্রিভুবন কৈলে জাগরণ॥
প্রতিদিন যদি সেই করিত আহার।
বিশ্ব তবে অবিলম্বে হইত উজাড়॥
তার ভুজবল নারি করিতে বর্ণন।
তার সনে যুঝে হেন নাহি কোনজন॥
মেঘনাদ নামে জ্যেষ্ঠ রাবণনন্দন।
বীরমধ্যে করি আগে যাহার গণন॥
যাহার সম্মুখ নাহি হয় কোনজন।
যারে হেরি সুরকুল করে পলায়ন॥
একে একে পারে সবে ব্রহ্মাণ্ড জিনিতে।
এমত বীরের সংখ্যা না পারি কহিতে॥
কামরূপ সবে মায়াশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
দয়া ধর্ম্ম নাহি জানে জগত-অহিত॥
একবার সভামাঝে বসি দশানন।
আপনার পরিবার করিল দর্শন॥
কত শত পুত্র পৌত্র পরিজন নাতি।
কেবা পারে গণিবারে নিশাচরজাতি॥
জগতে অতুল সেনা হেরিয়া রাবণ।
অভিমানভরে তবে কহিল বচন॥
শুন মম বাক্য এবে নিশাচরযূথ।
আমার সহজ অরি বিবুধবরূথ॥

সম্মুখসমর তারা কভু নাহি করে।
আমারে হেরিয়া যায় পলাইয়া ডরে॥
যে উপায়ে হইবেক তাদের মরণ।
বুঝাইয়া কহি শুন তার বিবরণ॥
হোম মখ জপ তপ ব্রাহ্মণভোজন।
এ সব কার্য্যের কর বিঘ্ন উৎপাদন॥
তবে ক্ষুধাক্ষীণ সুর দুর্ব্বল হইবে।
সহজে আমার সনে আসিয়া মিলিবে।
মারি কিম্বা ছাড়ি তবে করিয়া বিচার।
বুঝিয়া করিব যাহা ভাল আপনার॥
মেঘনাদে দশানন পরে ডাকাইল।
বুদ্ধি করি অরিভাব তারে শিক্ষা দিল॥
যে সুর সমরধীর অতি বলবান্।
যুদ্ধ করিবার যার আছে অভিমান॥
আনিবে তাহারে জিনি করিয়া বন্ধন।
শুনি সুত গেল আজ্ঞা করিতে পালন॥
এরূপ আদেশ দিয়া সবারে রাবণ।
আপনি চলিল গদা করিয়া ধারণ॥
সাদ্ধি ভূমি কাঁপে যবে চলে দশানন।
দেবীগর্ভপাত হয় শুনিয়া গর্জ্জন॥
ক্রোধভরে রক্ষপতি আসিছে শুনিয়া।
দেবগণ গিরিগুহা গেল পলাইয়া॥
দিক্‌পাললোক তবে করিল গমন।
দশানন শূন্য সব করিল দর্শন॥
পুনঃপুন ভয়ঙ্কর করিয়া গর্জ্জন।
সুরকুলে করে বহু গালি বরিষণ॥
হয়ে রণমদে মত্ত ফিরে ত্রিভুবন।
না হেরে কুত্রাপি প্রতিযোদ্ধা কোনজন
রবি শশী দিক্‌পাল বরুণ পবন।
যম হুতাশন আদি দেবতার গণ॥
কিন্নর মনুজ সিদ্ধ যক্ষ ভুজঙ্গম।
সবে জিনে দশমুখ বিনা পরিশ্রম॥
ভুবনভিতরে যত তনুধারী ছিল।
রাবণের আজ্ঞাকারী সকলে হইল॥
ভয়ে ভীত হ'য়ে করে আদেশ পালন।
সবিনয়ে করে সবে চরণ বন্দন॥
ভুজবলে বিশ্ব কৈল আপন অধীন।
না রাখিল কোনজনে জগতে স্বাধীন॥

একছত্রী রাজা হ'ল নিকষানন্দন।
তার গতি করে রোধ নাহি হেন জন।
দেব যক্ষ নর নাগ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
জিনিয়া সুন্দরী নারী আনিল বিস্তর॥
ইন্দ্রজিতে যে আদেশ করে দশানন।
সঙ্গে সঙ্গে হয় তাহা সব সম্পাদন॥
অতিভয়ঙ্কররূপ সবে মহাপাপী।
রাক্ষসনিকর সুরকুল-পরিতাপী॥
করে নিশাচরকুল লোকে জ্বালাতন।
মায়াবলে নানামূর্ত্তি করিয়া ধারণ॥
যে সব উপায়ে হয় ধরম নির্ম্মূল।
সেসকল করে তারা বেদপ্রতিকূল॥
যে যে দেশে দ্বিজ ধেনু করে দরশন।
সে সে দেশ করে তারা অনলে দহন॥
কোনদেশে নাহি হয় শুভ আচরণ।
গুরু বেদ বিপ্রে নাহি মানে কোন জন।
নাহি হরিভক্তি নাহি জপ যজ্ঞ দান
রাক্ষসের ভয়ে কেহ না শুনে পুরাণ॥
দশানন নাম কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
তপ যোগ জপ মখ কৈল পলায়ন॥
হইল আচারভ্রষ্ট সকল সংসার।
রক্ষভয়ে ত্যজে লোক বেদব্যবহার॥
মোর সাধ্য কিবা আছে করিতে বর্ণন।
যে অনীতি দশানন করে আচরণ॥
প্রাণিহিংসা কার্য্যে যেবা সদা রত রয়।
কভু কোনপাপে তার নাহি হয় ভয়॥
বাড়িল অসংখ্য চৌর দুরাত্মা কপট।
পরধনহারী পররমণী-লম্পট॥
পিতা মাতা দেবে সেবা না করে আদর
নাহি রহে সাধু-গুরু-সেবাতে তৎপর॥
এইমত আচরণ যে করে ভবানি।
জানিবে হে নিশাচর সম সেই প্রাণী॥
অতিশয় ধর্ম্মহানি করি বিলোকন।
ভয়াকুলা বসুন্ধরা হইলা
সিন্ধু গিরি সব মম ভার নাহি হয়।
পরদ্রোহি-গুরুভার অসহ্য নিশ্চয়॥
বিপরীত ভাব ধর্ম্ম করেছে গ্রহণ।
রাবণের ভয়ে বাক্য না হয় স্ফুরণ॥

তবে ধরা ধেনুরূপ করিয়া ধারণ।
সুরমুনিবৃন্দপাশে করিল গমন॥
আপন সন্তাপ কহে করিয়া রোদন।
না পারে করিতে কেহ দুখ নিবারণ॥
দেবমুনি মিলি তবে করিল গমন।
ধরারে লইয়া সঙ্গে বিরিঞ্চিভবন॥
দেখি অন্তর্যামী ব্রহ্মা করে অনুমান।
নারিব করিতে ধরা-দুখ অবসান॥
শুন গো ধরিত্রি দেবি তুমি যার দাসী।
নাশিবে তোমার ভার সেই অবিনাশী॥
ব্রহ্মা কহে হরিপদ করিয়া স্মরণ।
ধৈর্য্য ধর দুখ হরি করিবে ভঞ্জন॥
বিচার করিছে তবে বসি দেবগণ।
কোথা গেলে পাব মোরা হরিদরশন॥
কেহ কহে চল সবে বৈকুণ্ঠভবন।
কেহ কহে পয়োনিধিতীরে নারায়ণ॥
যাহার হৃদয়ে যথা ভকতি আছিল।
প্রভুআবির্ভাব তথা সে জন কহিল॥
ব্রহ্মার সদনে আমি ছিলাম তখন।
অবসর বুঝি এক কহিনু বচন॥
সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ সর্ব্বত্র সমান।
সর্ব্বভূতে সর্ব্ব জীবে তাঁর অবস্থান
সর্ব্বদেশ সর্ব্বকাল সকল সমাজ।
বল প্রভু কোথা নাহি করেন বিরাজ॥
রাগদ্বেষশূন্য হরি অগ জগময়
ডাকিলে প্রেমের ভরে আবির্ভাব হয়॥
আমার বচন তবে শুনি দেবগণ।
সাধু সাধু বাক্য সবে করে উচ্চারণ॥
পুলকিত-তনুরুহ সজললোচন।
সাবধানে কর জুড়ি করিছে স্তবন॥
জয় জয় সুরপতি জনসুখদাতা।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রভু প্রণতের ত্রাতা॥
জয় অসুরারি ধেনুবিপ্রহিত শান্ত।
জয় জয় ক্ষীরনিধিসুতা-প্রিয়কান্ত॥
জয় জয় সুর-ধরা-পালন কারণ।
তোমার অচিন্ত্য লীলা বুঝে কোন্ জন॥
সহজ কৃপালু নাথ দীনে দয়াময়।
কৃপা কর মোরে গান করি তব জয়॥

জয় অবিনাশী জয় সর্ব্বঘটবাসী।
পরম-আনন্দ দেয় সদা সুখরাশি॥
ইন্দ্রিয়-অতীত জয় পাবনচরিত।
জয় মুক্তিদাতা জয় মায়া-বিরহিত॥
পাইবার লাগি তব চরণকমল।
সব সুখ ত্যজি ভজে তাপস সকল॥
দিবানিশি করে ধ্যান আর গুণগান।
জয় চিদানন্দঘন জয় ভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রভু করেছ সৃজন।
আমি নাহি জানি তব ভকতি পূজন॥
ভবভয়হারী জয় হৃদয়রঞ্জন।
জয় জয় নারায়ণ বিপদভঞ্জন॥
ছাড়িয়া কাপট্য ছল কর্ম্মবাক্যমনে।
লয়েছে শরণ সুর তোমার চরণে॥
শ্রুতি সরস্বতী শেষ যত তপোধন।
তোমার মহিমা নাহি জানে ভগবন্॥
বেদগণ নিত্য যাঁরে করিছে স্তবন।
দীনবন্ধু মোরে কৃপা কর বিতরণ॥
জয় ভবজলনিধি-মথন-মন্দর।
জয় গুণালয় জয় সুখদ সুন্দর॥
দশানন-ভয়ভীত সুরমুনিগণ।
তব পদে নমি শির লইল শরণ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে দেব নারায়ণ।
গগনে অভয়বাণী করে উচ্চারণ॥
আর না করহ ভয় গিরিশ সুরেশ
তোমাদের হিতলাগি ধরিব নৃবেশ।
ধরিব অংশের সনে নর-অবতার।
জনমিয়া রবিকুলে হরিব ভূভার।
মহাতপ কৈল পূর্ব্বে কশ্যপ-অদিতি।
তাদেরে দিয়াছি বর জানিয়া পীরিতি॥
শ্রীকৌশল্যা-দশরথমূরতি ধরিয়া।
অযোধ্যা পুরীতে তারা জনমিল গিয়া॥
রঘুকুলে অবতার করিব গ্রহণ।
চারিভ্রাতা-রূপ আমি করিয়া ধারণ॥
নারদের বাক্য সব যথার্থ করিব।
মহাশক্তি সহ ভূমে জনম লইব॥

ভয় ত্যাগ কর যত দেব তপোধন॥

গগনবচন তবে করিয়া শ্রবণ।
দেবতা সকল হ'ল আনন্দিতমন॥
তবে ব্রহ্মা ধরণীরে বহু আশ্বাসিল।
ত্যজি ভয় হৃদে ধরা ভরসা পাইল॥
বিরিঞ্চি করিল ব্রহ্মভবনে প্রয়াণ।
সুরবৃন্দে এই শিক্ষা করিয়া প্রদান॥
ভূমিতে বানরতনু করিয়া ধারণ।
জনমি সেবহ গিয়া হরির চরণ॥
শুনি সুরমুনি গেল নিজ নিজ ধাম।
ধরা'র সহিত লভি অন্তরে বিশ্রাম॥
য আদেশ দিল দেবে কমলআসন।
অবিলম্বে সবে তাহা কৈল সম্পাদন॥
ভূমিতলে কপিরূপ ধরি জনমিল।
অতুল প্রতাপ বল তাহারা পাইল॥
অস্ত্র গিরি তরু নখ সবে মহাবীর।
হরি-অবতার চিন্তা করে রণধীর॥
ধরাতলে ছিল যত পর্ব্বত কানন।
আশ্রয় করিয়া রহে সহ সেনাগণ॥
রঘুকুলমণি রাজা সর্ব্বগুণধাম।
ভুবনবিখ্যাত যাঁর দশরথ নাম॥
ধর্ম্মধুরন্ধর জ্ঞানী অযোধ্যার পতি।
চক্রপাণিপদে যার বিমলা ভকতি॥
কৌশল্যা কেকয়ী যাঁর মহিষী সুমিত্রা।
পতিপাদপদ্মরতা পরম পবিত্রা॥
এক দিন নরপতি মনে বিচারিল।
কর্ম্মদোষে বিধি মোরে পুত্র নাহি দিল॥
এত ভাবি গেল নৃপ গুরুর সদন।
করিল বিনয় বহু ধরিয়া চরণ॥
নিজ দুখ গুরুস্থানে কৈল নিবেদন।
শুনিয়া কহিল গুরু প্রবোধবচন॥
ধৈর্য্য ধর তব চারি হইবে নন্দন।
হইবে যাদের যশে পূর্ণ ত্রিভুবন॥
ঋষ্যশৃঙ্গে গুরু তবে করি আনয়ন।
পুত্রলাগি শুভ যাগ কৈল সম্পাদন॥
ভকতি সহিত গুরু ঘৃতাহুতি দিল।
চারু চরু লয়ে অগ্নি আপনি উঠিল॥
বশিষ্ঠ কহিল অগ্নি করি দরশন।
তব মনোরথ সিদ্ধ হইল রাজন্॥

যথাযোগ্য ভাগে চারু করিয়া বণ্টন
তোমার মহিষীত্রয়ে করাবে ভোজন॥
সদস্যে সম্ভাষি অগ্নি করিল গমন।
আনন্দে মজিল রাজা সহ-সভাজন॥
গুরুপদ বন্দি ভূপ কৈল আগমন।
বিবিধ উৎসব পুরে হইল তখন॥
অন্তঃপুরে গিয়া নৃপ ডাকে প্রিয়াগণে।
শুনিয়া আইল সবে আনন্দিত মনে॥
চরুর অর্দ্ধেক ভাগ কৌশল্যারে দিল।
অবশিষ্ট অর্দ্ধ ভাগ দ্বিভাগ করিল॥
তার এক ভাগ নৃপ কেকয়ীরে দিল।
বাকী অর্দ্ধ ভাগ পুন দ্বিভাগ করিল॥
কৌশল্যা কেকয়ী মন সুপ্রসন্ন করি
সুমিত্রারে দুই ভাগ দিল হাতে ধরি॥
মহিষীত্রিতয় গর্ভধারণ করিল
তাদের হৃদয়ে মহাসুখ উপজিল॥
যে দিন হইতে হরি গর্ভে প্রবেশিল।
অযোধ্যা নগরে সুখ-সম্পদ ছাইল॥
অন্তঃপুরমাঝে শোভে মহিষীর গণ।
তেজঃপুঞ্জ-কলেবর করিয়া ধারণ॥
আনন্দে গর্ভের কাল হইল অতীত।
প্রভুজন্ম-অবসর হ'ল উপস্থিত॥
যোগ লগ্ন গ্রহ বার তিথি অনুকূল।
হইল জনমে তবে রাম সুখমূল॥
পবিত্রা নবমী মধুমাস শুক্লপক্ষ।
হরির পরম প্রিয় পুনর্ব্বসু ঋক্ষ॥
নাতিশীত নাতিগ্রীষ্ম দিবা দ্বিপ্রহর।
পবিত্র সময় সর্ব্বলোক-সুখকর॥
সুরভি শীতল মন্দ বহে সমীরণ।
অতি হরষিত সাধু সুর বিপ্রগণ॥
হাসিছে পর্ব্বত মণি কুসুমিত বন
তটিনী অমৃতধারা করিছে বহন॥
সেই অবসর যবে বিরিঞ্চি জানিল।
সুরবৃন্দ সঙ্গে ল'য়ে বিমানে চলিল॥
বিমল গগনে শোভে সব সুরযূথ।
হরিগুণ গান করে গন্ধর্ব্ববরূথ॥
অঞ্জলি পূরিয়া সুর কুসুম বর্ষিল।
নীলাম্বরে গহগহ দুন্দুভি বাজিল॥

সুর সিদ্ধ মুনি করে হরির স্তবন ।
নিজ নিজ ইচ্ছামত করিছে পূজন ॥
স্তুতি করি সুরগণ গেল নিজ ধাম ।
প্রকট হইল প্রভু ত্রিলোকবিশ্রাম ।
জনমিল দীনবন্ধু কৃপানিকেতন ।
দশরথ-কৌশল্যার হৃদয়রতন ॥
হরষিতা মাতা করি শিশু দরশন্ ।
কিবা সে অদ্ভুত রূপ নয়নরঞ্জন ॥
নিজায়ুধ চতুর্ভুজ নবঘনশ্যাম ।
মুনিমনোহর রূপ নেত্রঅভিরাম ॥
বিলম্বিতা বনমালা রতন-ভূষণ ।
শোভানিধি রঘুমণি বিশালনয়ন ॥
জুড়ি দুই কর কহে কৌশল্যা বচন ।
অনন্ত মহিমা তব না জানি স্তবন ॥
মায়াগুণ জ্ঞানাতীত তুমি হে অমান ।
তব অন্ত নাহি পায় নিগম পুরাণ ॥
দয়ানিধি সুখরাশি সর্ব্বগুণাশ্রয় ।
তব লীলাগানে সদা সাধু রত রয় ॥
মম হিতলাগি তুমি দৈত্যকুল-ত্রাস ।
মোর গৃহে অবতীর্ণ হ'লে শ্রীনিবাস ॥
অসঙ্খ্য ব্রহ্মাণ্ড তব মায়াবিরচিত
আছে গাত্র-প্রতিরোমে হ'য়ে সমাহিত ॥
সেই প্রভু করিলেন মম গর্ভে বাস ।
ভাবিয়া অস্থিরমতি লোক-উপহাস ॥
হইল মাতার যবে এই শুদ্ধ জ্ঞান ।
মৃদু হাস্য করে তবে রাম ভগবান্ ॥
কহি নানাকথা হরি মায়ে বুঝাইল ।
সুতস্নেহ-রস তাঁর হৃদে সঞ্চারিল ॥
মাতা কহে এই রূপ কর সম্বরণ ।
মম প্রিয় শিশুলীলা কর আচরণ ॥
সুরভূপ শুনি তবে মাতার বচন ।
প্রাকৃত শিশুর মত করিল রোদন ॥
এ চরিত যেবা গান করে কি শ্রবণ ।
অনায়সে পায় সেই হরির চরণ ॥
বিপ্র-ধেনু-সুর-সাধু-হিতের কারণ ।
নর-অবতার হরি করিলা ধারণ ॥
ভুবনমোহন রূপ স্বেচ্ছাময় হয় ।
মায়াগুণাতীত তাহা চিদানন্দময় ॥

শুনি শ্রুতি-সুখকর শিশুর রোদন ।
অন্তঃপুর জন সবে কৈল আগমন ॥
ধাইল মনের সুখে যত পুরদাসী ।
আনন্দ সাগরে ভাসে যত পুরবাসী ॥
দশরথপুত্র-জন্ম করিয়া শ্রবণ ।
যেন ব্রহ্মানন্দে সবে হইল মগন ॥
প্রেমে পরিপূর্ণতনু পুলকশরীর
সুতের জনম যবে শুনে মতিধীর ॥
সকল মঙ্গল হয় শুভ যাঁর নাম ।
অবতীর্ণ মম গৃহে সেই শুভধাম ॥
আনন্দে নৃপতি রঘুবংশবিভূষণ ।
আজ্ঞা দিল বাজাইতে বিবিধ বাজন ॥
বশিষ্ঠ-গুরুরে নৃপ সুসম্বাদ দিল ॥
বিপ্রগণ সহ মুনি ত্বরিত আইল ॥
অলৌকিক শিশু সবে করি বিলোকন
কহে হেনরূপ মোরা না হেরি কখন ॥
নান্দীমুখ করি জাত-করম করিল ।
বিপ্রগণে নৃপ বস্ত্র স্বর্ণধেনু দিল ॥
পতাকা তোরণ ধ্বজে ছাইল নগর
না পারে কহিতে তার শোভা কবিবর ॥
আকাশ হইতে হয় পুষ্পবরিষণ ।
সকলে হইল ব্রহ্ম-সুখে নিমগন ॥
যুগে যুগে চলি আসে রমণীর গণ ।
সহজ সুন্দর বেশ করিয়া ধারণ ॥
স্বর্ণথালে শুভ দ্রব্য করিয়া সাজন ।
গাইতে গাইতে পশে ভূপের ভবন ॥
আরাত্রিক করি করে সবে পরিছন ।
পুনঃপুন ধরি পড়ে শিশুর চরণ ॥
সুত বন্দী মাগধাদি গায়কের গণ ।
গান করে রাঘবের সুযশ পাবন ॥
সর্ব্বস্ব করিল দান অজের নন্দন ।
আপনার লাগি কিছু না রাখিল ধন ॥
সচন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম-চূরণ ।
জলে মিশাইয়া কৈল পথে বিকিরণ ॥
গৃহে গৃহে বাজিতেছে বিবিধ বাজন ।
নর-নারী-সবাকার প্রমুদিত মন ॥
হইল গর্ভের কাল যবে অবসান ।
সুমিত্রা কেকয়ী কৈল প্রসব সন্তান ।

এ সুখ সম্পত্তি আর সময় সমাজ।
না পারে কহিতে সরস্বতী অহিরাজ।
হেরি পুরশোভা হেন হয় অনুমান।
রামে মিলিবারে যেন নিশা আগুয়ান॥
মনের সঙ্কোচ-রবি কৈল পলায়ন।
অনুরাগ সন্ধ্যাদেবী কৈল আগমন॥
অগুরু-ধূপের ধূম ঘন অন্ধকার।
উড়িছে আবির রক্ত মেঘের আকার॥
মণির মন্দির যেন তারকা সকল।
প্রসাদ-কলস যেন শশী সমুজ্জ্বল॥
রাজগৃহে বেদধ্বনি শ্রুতিসুখকর।
খগকুল করে যেন রব মনোহর॥
কৌতুক হেরিয়া রবি গমন ভুলিল।
হইল বিগত মাস তবু না চলিল॥
এক দিন মাস গত এরূপ হইল।
ইহার মরম কেহ জানিতে নারিল॥
এ রহস্য না বুঝিল তবে কোনজন।
শ্রীহরি স্মরিয়া সূর্য্য করিল গমন॥
হেরি মহোৎসব মুনি সুর সিদ্ধগণ।
নিজ নিজ ভাগ্য ভাবি চলিল ভবন॥
মোর আচরণ এবে করিব বর্ণন।
হিমাচলসুতে শুন স্থির করি মন॥
কাকভূশুণ্ডিরে সঙ্গে ল'য়ে আপনার।
ধরিলাম দুঃজনে নরের আকার॥
রাম-প্রেমসুখে তবে হইয়া গমন।
ঘোষণা করিয়া নাম করিনু ভ্রমণ॥
এই লীলা জানিবারে পারে সেইজন।
রাম যার করে কৃপা করে বিতরণ॥
সেই অবসরে যেবা যাচক আইল।
নরপতি দিল তারে যে যাহা চাহিল॥
গজ রথ হয় হেম রতন গোধন।
দিল নৃপ নানাবিধ ভূষণ বসন॥
তুষ্টমনে তবে দিল সকলে আশীশ।
হ'ক চিরজীবী চারি তুলসীর ঈশ॥
এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল।
যায় চলি দিবানিশি কেহ না জানিল॥
নামকরণের যবে সময় আইল।
তবে কুলপুরোহিতে নৃপ আনাইল॥

মুনিরে করিয়া পূজা কহিল নৃপতি।
বালকের নাম এবে রাখ মহামতি॥
তোমার সুতের নাম অসংখ্য অপার।
কহিতেছি আমি নিজ মতি-অনুসার॥
আনন্দ-উদধি শিশু সদা সুখময়।
যাঁহা হ'তে ত্রিভুবন প্রকাশিত হয়॥
সে সুতের নাম তব রাখিলাম রাম।
ব্রহ্মাণ্ডের লোক যাহে পাইবে বিশ্রাম॥
যেবা করে এ বিশ্বের ভরণ পোষণ।
ভরত বলিয়া তাঁরে কহে জগজন॥
রিপুনাশ হয় যাঁরে করিলে স্মরণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে তাঁর নাম শত্রুঘ্ন॥
ব্রহ্মাণ্ডআধার সর্ব্ব সুলক্ষণধাম।
বশিষ্ঠ রাখিলা তাঁর শ্রীলক্ষ্মণ নাম॥
নাম রাখি কহে গুরু হৃদয়ে বিচারি।
সর্ব্ববেদতত্ত্ব নৃপ তব সুত চারি॥
মুনির সর্ব্বস্ব ধন শিবের জীবন।
তব হিতলাগি কৈল শিশুত্ব-নাটন॥
শৈশব হইতে হিত জানিয়া লক্ষ্মণ।
হইল রামের পদে রতিপরায়ণ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই রাজার নন্দন।
সেব্য-সেবকের ভাব করিল গ্রহণ॥
যুগল শ্যামল গৌর অপূর্ব্ব মিলন।
নিরখিয়া জননীর আনন্দিত মন॥
যদি ছিল চারি ভ্রাতা রূপগুণধাম।
তথাপি সবার শ্রেষ্ঠ সুখসিন্ধু রাম॥
রামহৃদে অনুগ্রহ-চন্দ্রমা-প্রকাশ।
সূচনা করিতে তাহা মনোহর হাস॥
নির্গুণ ব্যাপক ব্রহ্ম নিত্য নিরঞ্জন।
প্রেমভক্তিবশে আজি কৌশল্যানন্দন॥
কোটিকাম-ছবি জিনি শ্যামকলেবর।
নীলকঞ্জ নীলমেঘ জিনি মনোহর॥
অরুণ চরণপদ্মে নখরের জ্যোতি।
কমলের দলে যেন রহিয়াছে মতি॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা শোভে পদতলে।
নূপুরের ধ্বনি শুনি মুনিমন টলে
কটিতে কিঙ্কিনীরেখা-ত্রিভঙ্গ উদরে।
গভীর নাভির শোভা জনমন হরে॥

সুবিশাল ভুজে শোভে রত্নভূষণ।
হেরি নখমণিশোভা মুগ্ধ হয় মন॥
কি অদ্ভুত শোভা ধরে বক্ষে মণিহার।
বিপ্রপদচিহ্ন তাহে কিবা চমৎকার॥
সমুন্নত কম্বুকণ্ঠ চিবুক সুন্দর।
প্রফুল্ল আনন কিবা কামমনোহর॥
দশন উদ্গত চারি অরুণ অধর।
নাসায় তিলক সর্ব্বশোভার আকর॥
ইন্দীবর-বিনিন্দক বিশাল লোচন।
আয়ত ললাট কিবা চারু দরশন॥
সুস্নিগ্ধ কুঞ্চিত কেশ কৃষ্ণ সুচিকণ।
করেছে জননী তাহে চূড়ার বন্ধন॥
নীল অঙ্গে শোভিতেছে সুপীত বসন।
জানুপাণিযোগে করে মহীবিচরণ॥
শ্রুতি শেষ নারে রূপ করিতে বর্ণন।
স্বপনেও যে হেরেছে সে জানে কেমন।
মায়াপর রামচন্দ্র চিদানন্দ ঘন।
ইন্দ্রিয়ের অগোচর নিত্য নিরঞ্জন॥
সুখসিন্ধুমাঝে ভাসে দম্পতীর মন।
হেরিয়া বিচিত্র শিশুলীলা-আচরণ॥
এইরূপে রঘুনাথ বিশ্ব-পিতামাতা॥
বিহরে অযোধ্যাপুরে জনসুখদাতা॥
রাঘবচরণে যেবা রতিপরায়ণ।
রাম-শিশুলীলা সেই করে দরশন॥
শ্রীরামে বিমুখ করে অনেক যতন
তথাপি না ছুটে তার ভবের বন্ধন॥
চরাচরজীবে মায়া করি রাখে দাস।
সেই মায়া নিজ প্রভু রামে করে ত্রাস॥
ভ্রূকুটী-বিলাসে নাচে মহামায়া যাঁর।
সে প্রভুরে ছাড়ি সেবা করিব কাহার॥
প্রাকৃত শিশুর মত করি বাল্যলীলা।
অযোধ্যাবাসীরে প্রভু মহাসুখ দিলা॥
কখন লইয়া কোলে শ্রীরাম নাচায়।
কখন দোলাতে রাখি তাঁহারে দোলায়
হইল মহিষী সব আনন্দে মগন।
নিজ নিজ সুতে করে সতত লালন॥
একদিন মাতা রামে করাইয়া স্নান।
বেশ-ভূষা করি রাখে পালঙ্কে শয়ান॥
নিজ কুল-ইষ্টদেব সূর্য্য ভগবান্।
তাঁরে পূজিবারে কৈল পাকের বিধান॥
পূজা সমাপিয়া করি নৈবেদ্য অর্পণ।
রন্ধনশালাতে দেবী করিল গমন॥
পালটি আসিয়া পরে দেবনিকেতন।
হেরে রাম করিতেছে নৈবেদ্য ভোজন॥
শিশুর মন্দিরে দেবী করিয়া প্রয়াণ।
নিরখিল শিশু আছে শয্যায় শয়ান॥
দেবালয়ে পুনরপি করিয়া গমন।
খাইছে নৈবেদ্য শিশু করে দরশন॥
হেরিয়া দেবীর মন হইল বিস্মিত।
না পারে ধরিতে ধৈর্য্য হৃদয় কম্পিত॥
দুইশিশু দুইস্থানে দেখি একরূপ।
হইল মতির ভ্রম অথবা স্বরূপ॥
হইলা চকিতা দেবী করি বিলোকন।
মৃদু হাস্য করে তবে রাম নারায়ণ॥
আপন বিরাট্ রূপ মায়ে দেখাইল।
রোমে রোমে কোটি কোটি বিশ্ব প্রকাশিল॥
কত শত রবি শশী ব্রহ্মা ত্রিলোচন।
বহু গিরি নদী মহী সমুদ্র কানন॥
কাল কর্ম্ম গুণ দোষ স্বভাব লক্ষণ।
যাহা দেখে তাহা কেহ না করে শ্রবণ॥
হেরিল জননী বিশ্ববিমোহিনী মায়া।
করপুটে এক পাশে আছে দাঁড়াইয়া॥
আপন প্রভাবে যেই জীবেরে নাচায়।
ভকতি-দেবীরে হেরি সে মায়া পলায়॥
তনু পুলকিত মুখে না সরে বচন।
নয়ন মুদিয়া করে চরণবন্দন॥
হেরি জননীর তবে বিমোহিতমন।
পুন শিশুরূপ ধরে রাজীবলোচন॥
ভয় দূর নাহি হয় করিল স্তবন।
ভুবনজনকে আমি ভেবেছি নন্দন
বহু বুঝাইলা মায়ে শ্রীরাম তখন
কহে কারে নাহি কহ এই বিবরণ॥
জুড়ি কর কহে তবে জননী বচন।
তব মায়া মোরে যেন না ব্যাপে কখন।
বহুবিধ শিশুলীলা শ্রীরাম করিল।
সেবকসকল হেরি আনন্দ পাইল॥

পরে হাঁটি চারি ভাই চলিতে লাগিল॥
গুরুদেব আসি কৈল চূড়ার করণ।
দক্ষিণা পাইল বহু যাচক ব্রাহ্মণ॥
অতি মনোহর লীলা চরিত অপার।
ভ্রমিছে করিয়া চারি নৃপতিকুমার॥
কর্ম্ম-মন-বচনের অগোচর যেই।
দশরথ আঙ্গিনায় বিহরিছে সেই॥
ভোজন করিতে যবে ডাকে মহারাজ।
রাম নাহি আসে ত্যজি বালক-সমাজ॥
কৌশল্যা যখন যান ডাকিবার তরে।
ঠমকি ঠমকি প্রভু পলায়ন করে॥
নিগম শঙ্কর যার অন্ত নাহি পায়।
তাঁরে ধরিবারে মাতা দ্রুতপদে যায়॥
ধূলি-ধূসরিত তনু কৈল আগমন।
ভূপতি হাসিয়া কোলে করিল ধারণ॥
খাইতে খাইতে পায় অবসর যবে।
শৈশবচাপল্যহেতু উঠি যায় তবে॥
মুখভঙ্গি করি হরি যায় পলাইয়া।
দধিযুত অন্ন মুখে রহে লপটিয়া॥
শৈশব চরিত হয় অতি মনোহর।
সদা গায় সরস্বতী শ্রুতি শেষ হর॥
শ্রীরামলীলাতে যার নহে রত চিত।
বিধাতা করিল তারে জগত-বঞ্চিত॥
কুমার হইল যবে রাম-আদি ভ্রাতা।
উপবীত দিল তবে গুরু পিতা মাতা॥
পড়িবার তরে গেল গুরুর ভবন।
অল্পকালে কৈল সব বিদ্যা উপার্জ্জন॥
যাহার সহজ শ্বাস হয় শ্রুতি চারি।
সেই তার করে পাঠ একৌতুক ভারি॥
পণ্ডিত বিনয়ী গুণী শীলের নিধান।
করে কুলোচিত খেলা রাম ভগবান্॥
করতলে শরধনু অতি মনোহর।
রূপ হেরি বিমোহিত হয় চরাচর॥
যেই পথে ভ্রাতৃগণ করে বিচরণ।
স্থির ভাবে নর-নারী করে বিলোকন॥
বাল বৃদ্ধ যুবা করি অযোধ্যার জন।
সবাকার প্রাণপ্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
আপনার সঙ্গে লয়ে বয়স্যের গণ।
মৃগয়া করিতে যান নিয়ত কানন॥
বহুবিধ মেধ্য মৃগ করিয়া হনন
পিতার নিকটে নিত্য করে আনয়ন॥
শ্রীরামের বাণে যেই মৃগ ত্যজে প্রাণ।
তনু ত্যজি সুরলোকে সে করে প্রয়াণ॥
অনুজ বয়স্য সহ করেন ভোজন।
পিতৃ মাতৃআজ্ঞা নিত্য করেন পালন॥
যেপ্রকারে সুখ লাভ করে পুরজন।
কৃপানিধি রাম করে সেই আচরণ॥
নিয়ত পুরাণ বেদ করেন শ্রবণ।
নিজে ব্যাখ্যা করি কহে শুনে ভ্রাতৃগণ॥
প্রাতঃকালে রঘুনাথ ত্যজিয়া শয়ন।
পিতা মাতা গুরুদেবে করেন বন্দন॥
আজ্ঞা মাগি পুরকার্য্য করে সম্পাদন।
চরিত নিরখি নৃপ হরষিতমন॥
বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ বিভু সুরভূপ।
আদি-অন্ত-মধ্যহীন অনাম অরূপ॥
ভক্তহিতহেতু ধরি মনুষ্য-শরীর।
করে নানাবিধ লীলা রাম রঘুবীর॥
করিলাম আমি বাল্যলীলার বর্ণন।
পরের বৃত্তান্ত এবে করহ শ্রবণ॥
গাধিসুত বিশ্বামিত্র ঋষির প্রবর।
কাননে আশ্রম তাঁর অতি মনোহর॥
যজ্ঞ জপ তপ তথা করে তপোধন।
মারীচ-সুবাহুভয়ে সদা ভীতমন॥
দেখিয়া যজ্ঞের ধূম আসে নিশাচর।
তার উপদ্রবে মুনি দুঃখিতঅন্তর।
মনে চিন্তা করে তবে গাধির নন্দন॥
না হইবে হরিবিনা রাক্ষসনিধন॥
এত ভাবি মুনি হৃদে করিল বিচার।
হ'ল প্রভু অবতার হরিতে ভূভার॥
অযোধ্যায় গিয়া হেরি প্রভুর চরণ।
বিনয়ে করিব তাঁরে হেথা আনয়ন॥
বিজ্ঞান-বিরতি-আদি গুণের অয়ন।
দেখিব সে প্রভু আজি ভরিয়া নয়ন॥
অবিলম্বে মুনি তবে করিলা গমন।
নৃপগৃহে পাশে করি সরযূমজ্জন॥

ভূপতি শুনিয়া মুনিবর-আগমন।
আগুসরি গেল সঙ্গে ল'য়ে বিপ্রগণ ॥
আদরসহিত বন্দি মুনির চরণ।
বসিবারে দিল তাঁরে দিব্য সিংহাসন ॥
পূজা করি কৈল তাঁর পদপ্রক্ষালন।
কহে মম সম ধন্য নাহি কোনজন ॥
মিষ্ট অন্ন দিল তাঁরে করিতে ভোজন।
তৃপ্তি লাভ করি ঋষি আনন্দিতমন ॥
চারি ভাই ঋষিপদে করিল প্রণাম।
আপনা পাসরে মুনি হেরিয়া শ্রীরাম ॥
মুখশোভা হেরি হ'ল আনন্দে বিভোর।
পূর্ণচন্দ্র হেরি যথা লুবধ-চকোর ॥
হরষিত মনে রাজা কহিল বচন
করিলে এ কৃপা নাহি কহে তপোধন ॥
আগমনহেতু এবে কহ ভগবন্।
অবিলম্বে অভিলাষ করিব পূরণ ॥
অসুরনিকর মোরে করিছে পীড়ন।
আইলাম তব পাশে করিতে যাচন ॥
অনুজ সহিত মোরে দেহ রঘুনাথ।
রাক্ষস বধিয়া মোরে করিবে সনাথ ॥
সানন্দ-অন্তরে দেহ ত্যজিয়া অজ্ঞান।
তব ধর্ম্ম যশ হ'বে সুতের কল্যাণ ॥
অতীব অপ্রিয় বাণী করিয়া শ্রবণ।
কম্পিতহৃদয় নৃপ মলিনবদন ॥
বৃদ্ধকালে পাইলাম এ চারি তনয়।
বিচার না করি বাক্য কহ মহাশয় ॥
মুনিবর মাগ তুমি ধেনু ধাম কোষ।
সর্ব্বস্ব তোমারে দিব হইবে সন্তোষ ॥
প্রাণের অধিক কিছু প্রিয় নাহি আন।
তাহাও নিমেষমাঝে দিতে পারি দান ॥
সব সুত প্রাণসম প্রিয় মম হয়।
রামে তব সনে দিতে মনে নাহি লয় ॥
কোথা সেই নিশাচর সুঘোর কঠোর।
কোথা সুকুমার রাম নবীন কিশোর ॥
শুনিয়া নৃপতিবাক্য প্রেমরসময়।
হইল কৌশিক-ঋষি আনন্দ-হৃদয় ॥
রাজারে বশিষ্ঠদেব বহু বুঝাইল।
তাহা শুনি নরপতি সংশয় ত্যজিল ॥
আদর করিয়া দুইজনে ডাকিল।
কোলে ল'য়ে মহীপতি বহু শিক্ষা দিল।
এই দুই সুত মম পরাণসমান।
মুনিবর তুমি পিতা কেহ নাহি আন ॥
আশীর্ব্বাদ করি নৃপ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
বিশ্বামিত্রকরে তবে করে সমর্পণে ॥
জননীর গৃহে প্রভু করিল গমন।
করিল চরণ বন্দি বিদায় গ্রহণ ॥
মনুজকেশরী দুই বীরের প্রধান।
মুনিভয় হরিবারে করিল প্রয়াণ ॥
গম্ভীর সুধীর প্রভু কৃপানিকেতন।
বিশ্বস্থিতিলয়াদির কারণ-কারণ ॥
অরুণ নয়ন বক্ষ-বাহু সুবিশাল।
নীলকলেবরে যেন তরুণ তমাল ॥
বদ্ধকটিতটে তুণ শোভে পীতাম্বর।
রুচির সায়ক-চাপ-ধৃত যুগ্ম কর ॥
শ্যামগৌর দুই ভাই পরমসুন্দর।
যেন পায় মহামণি তাপসপ্রবর ॥
শ্রীরাম ব্রহ্মণ্যদের ইথে নাহি আন।
ত্যজিল পিতারে মোর লাগি ভগবান্ ॥
পথে তাড়কারে মুনি দিল দেখাইয়া।
রাক্ষসী গ্রাসিতে রামে আইল ধাইয়া ॥
একবাণে প্রভু তার হরিল পরাণ।
কৃপা করি নিজ ধাম করিল প্রদান ॥
তবে মুনি নিজ নাথে অন্তরে জানিল।
সকল বিদ্যার নাথে নিজ বিদ্যা দিল ॥
বুভুক্ষা পিপাসা যার বলে দূরে যায়।
অলৌকিক তেজ বল প্রকাশিত হয় ॥
সর্ব্ব অস্ত্র দিয়া রামে আশ্রমে আনিল।
কন্দ মূল ফল দিয়া আতিথ্য করিল ॥
প্রভাতে মুনিরে কহে কৌশল্যানন্দন।
নির্ভয়ে করহ দেবযজ্ঞ আরম্ভণ।
হোম করিবারে মুনিসকল লাগিল।
যজ্ঞ রাখিবারে প্রভু আপনি রহিল।
মারীচ রাক্ষস তবে হইয়া কুপিত।
আইল নাশিতে যজ্ঞ সুবাহু সহিত ॥
একবাণ রামচন্দ্র তাহারে মারিল।
বাণাঘাতে রক্ষ গিয়া সাগরে পড়িল ॥

পুনরপি সুবাহুয়ে মারি অগ্নিবাণ।
কটক সহিত তার হরিল পরাণ।।
রক্ষ বধি দ্বিজভয় করিলা হরণ।
তবে সুরমণি করে প্রভুর স্তবন।।
সিদ্ধাশ্রমে কিছুদিন থাকি রঘুনাথ।
দয়া করি মুনিগণে করিল সনাথ।।
ভক্তি করি পুরাবৃত্ত কহে তপোধন।
যদিও সর্ব্বগ প্রভু করেন শ্রবণ।।
একদিন করে মুনি রামে নিবেদন।
মিথিলায় গিয়া কর ধনু দরশন।।
ধনুযজ্ঞ শুনি তবে রঘুকুলনাথ।
আনন্দিত হ'য়ে চলে মুনিগণসাথ।।
পথমাঝে দেখি এক আশ্রম সুন্দর।।
সর্ব্বজীব-বিবর্জ্জিত অতিমনোহর।।
তথা হেরি এক শিলা মুনিরে পুছিল।
মুনিবর পূর্ব্বকথা শ্রীরামে কহিল।।
অহল্যা গৌতমপত্নী জানে ত্রিভুবন।
শাপবশে শিলারূপ করেছে ধারণ।।
তব পাদরজে শাপ হইবে মোচন।
কৃপা করি এবে তার উদ্ধার সাধন।।
অহল্যা পরশি পাদপদ্ম সুপাবন।
তেজোময় রূপ তবে করিল গ্রহণ।।
অতুল রাঘবরূপ নয়নরঞ্জন।
দাঁড়াইয়া করপুটে করে দরশন।।
তনু পুলকিত প্রেমে হৃদয় মগন।
অহল্যার মুখে বাণী না সরে তখন।।
ভাগ্যবতী দেবী করে চরণ বন্দন।
হইল সলিলপূর্ণ যুগললোচন।।
কিছুক্ষণ পরে দেবী ধৈরয ধরিয়া।
প্রভুরে চিনিল কৃপা-ভকতি পাইয়া।।
বিমল বচনে করে প্রভুরে স্তবন।
জয় জ্ঞানগম্য রাম শ্রীরঘুনন্দন।।
সমলা অবলা আমি অধম দুঃশীলা।
জগতপাবন তুমি কর নরলীলা।।
রাজীবলোচন ভবভয়-বিমোচন।
পাহি পাহি মোরে নাথ লইনু শরণ।।
ভাল করেছিল শাপ দিয়াছিল পতি।
হেরিনু কৃপায় তাঁর অগতির গতি।।

হেরিলাম আমি এবে ভরিয়া নয়ন।
ভবভয়হারী তব যুগলচরণ।।
মিনতি করিয়া কহি আমি অল্পমতি।
এই বর দেহ মোরে রঘুকুলপতি।।
পাদপদ্মপরাগের রস দেহ দান।
যেন মনমধুকর সদা করে পান।।
যে পদে জনমে গঙ্গা ত্রিলোক-তারিণী।
কলুষনাশিনী শিবজটা-বিহারিণী।।
যে পদপঙ্কজ সদা সেবে পদ্মাসন।
মম শিরে ধর তাহা রাম নারায়ণ।।
অহল্যা করিয়া হেনমতে বহু স্তুতি।
পুনঃপুন করে রামচরণে প্রণতি।।
ইচ্ছামত বর তারে দিল ভগবান্।
আনন্দে অহল্যা গেল পতিসন্নিধান।।
দীনের শরণ হরি অহেতু কৃপাল।
তুলসী ভজহ তাঁরে ছাড়িয়া জঞ্জাল।।
শ্রীরম লক্ষ্মণ তবে চলে মুনিসনে।
গঙ্গাতীরে উপনীত হ'ল কতক্ষণে।।
অনুজ সহিত প্রভু করিল প্রণাম।
গঙ্গাদরশনে সুখ পাইয়া শ্রীরাম।।
গঙ্গার জনমকথা কৌশল্যানন্দন।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে বন্দিয়া চরণ।।
গাধির তনয় সব কথা শুনাইল।
যেমতে জাহ্নবী দেবী ভূতলে আইল।।
তবে প্রভু গঙ্গাজলে করিয়া সিনান।
মহীদেবগণে দিল নানাবিধ দান।।
আনন্দে চলিল রাম মুনির সহিত।
বিদেহ নগরে গিয়া উঠিল ত্বরিত।।
রমণীয় পুরশোভা করি বিলোকন।
করিল আনন্দ লাভ রাম সলক্ষ্মণ।।
তড়াগ সরিত কূপ বাপী সরোবর।
মণির সোপান শোভে পরমসুন্দর।।
মঞ্জুল গুঞ্জন করে রসমত্ত ভৃঙ্গ।
করিছে কূজন কল বিবিধ বিহঙ্গ।।
বিবিধবরণ বিকসিত শতদল।
সুগন্ধসমীর বহে মৃদু সুশীতল।।
পুর উপবন রম্য সুমনউদ্যান।
বিপুল বিহগ যাহে সদা করে গান

কুঞ্জিত কলিত-পল্লবিত তরুগণ।
চারি পাশে পুরশোভা করিছে বর্দ্ধন।
নগরসৌন্দর্য্য নারি করিতে বর্ণন।
যথা যাই তথা লাগি রহে লুব্ধ মন॥
প্রাসাদ বিপণি কিবা চারু মনোরম।
মণিময় কারুকার্য্য শোভে নিরুপম॥
সুপ্রশস্ত রাজপথ ক্ষুদ্র বীথিচয়।
সুগন্ধ সলিলে সদা অভিষিক্ত রয়॥
বণিক্ ধনদসম মহাধনবান্।
বিক্রয় করিছে নানা বস্তু মূল্যবান্॥
নগরবাসীর গৃহ সুমঙ্গলময়।
সুরঞ্জিত যেন কামদেবের আলয়॥
পুরনারী নর সব শুচি শীলবান্।
স্বধর্ম্মনিরত শান্ত জ্ঞানী গুণবান্॥
নৃপতিমন্দির তথা অতিমনোরম।
বিশাল বিবুধগৃহ নহে তার সম॥
চিত চমকিত হয় করি বিলোকন।
ভুবনসৌন্দর্য্য যেন একত্র মিলন॥
ধবলপর্ব্বতোপম অভ্রভেদী ধাম।
সুঘটিত নানামণি-নিরমিত দাম॥
জানকীপ্রকোষ্ঠ তথা সুন্দর সদন।
করিবারে নারি তার শোভার বর্ণন॥
কঠিন কপাট সব দ্বারে সুশোভিত।
শস্ত্রের অভেদ্য যেন দেবতাগঠিত॥
গজবাজি-পশুগৃহ অতি সুবিশাল।
হয় রথ করী পূর্ণ রহে সদাকাল॥
সচিব সেনপ গৃহ আছে অগণন।
রাজার প্রাসাদসম সকল ভবন॥
পুরের বাহিরে ছিল একসরোবর।
উতরিল তথা মুনি সহরঘুবর॥
রসালের তরু এক করি বিলোকন।
ফল-ছায়া-সমন্বিত চিত্তবিনোদন॥
কৌশিক কহিল শুন রাম দয়াময়।
বিশ্রাম করিতে হেথা মম মন লয়॥
ভাল নাথ কহি তবে কৃপানিকেতন।
বসিল তরুর তলে সহ মুনিগণ॥
নগরে আইল বিশ্বামিত্র মুনিবর।
সম্বাদ পাইল তবে মিথিলা-ঈশ্বর॥

সঙ্গে ল'য়ে শুচি মন্ত্রী জ্ঞাতি পুরোহিত
মুনিরে মিলিতে চলে হ'য়ে হরষিত॥
ভূতলে লোটায়ে শির বন্দিল চরণ।
আশীর্ব্বাদ দিল নৃপে গাধির নন্দন॥
সঙ্গী বিপ্রবৃন্দে ভূপ নমিল সাদরে।
আপন সৌভাগ্যসীমা বুঝিয়া অন্তরে॥
পুনঃপুন মুনি নৃপে কুশল পুছিল।
লইয়া আপন পাশে তাঁরে বসাইল॥
হেনকালে দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ফুলবাগ দেখি তথা কৈল আগমন॥
শ্যামল সুন্দর গৌর বয়সে কিশোর।
লোচনের সুখদাতা বিশ্বচিত-চোর॥
উঠিল সকলে যবে শ্রীরাম আইল।
আপনার পাশে মুনি তাঁহারে লইল॥
ভ্রাতৃদ্বয়ে হেরি সবে আনন্দিতমন।
রোমাঞ্চিতকলেবর বারি-বিলোচন॥
সুকোমল মনোহর মূরতি দেখিয়া।
বিদেহ বিদেহ হ'ল আত্ম পাসরিয়া।
প্রেমমগ্ন নরপতি ধৈরয ধরিয়া।
কহে গদগদ বাক্য মুনিরে বন্দিয়া॥
কহ নাথ এই দুই সুন্দর বালক।
মুনিকুলতিলক কি নৃকুলপালক॥
যাঁরে বেদ নিরূপণ করে নেতি করি।
আইল কি সেই হরি নরবেশ ধরি॥
সহজ বিরাগযুত এ হৃদয় মোর।
স্থির হ'ল যেন চান্দে হেরিয়া চকোর॥
তোমারে জিজ্ঞাসি নাথ ইহার কারণ।
কহ সত্য করি মোরে না কর গোপন॥
ইহার অদ্ভুত রূপ করি নিরীক্ষণ।
ব্রহ্মসুখ ত্যজিবারে চাহে মম মন॥
হাসিয়া কহিল তবে গাধির নন্দন।
বচন অলীক তব নহে কদাচন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আছে যত প্রাণিগণ।
সবাকার আত্মা রাম জীবনজীবন॥

মম হিতলাগি নৃপ করিল প্রেরণ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই বলধাম।
রাখে যজ্ঞ মারি রক্ষ জিনিয়া সংগ্রাম॥

রাজা কহে মুনি তব হেরিয়া চরণ।
নারি করিবারে নিজ পুণ্যের বর্ণন॥
সুন্দর শ্যামল গৌর এই দুই ভ্রাতা।
ত্রিভুবন-আনন্দের আনন্দপ্রদাতা॥
ইহাদের ভ্রাতৃভাব করি দরশন।
না পারি কহিতে যত সুখী হ'ল মন।
শুন মুনিবর কহে মুদিত বিদেহ।
ব্রহ্ম-জীবমধ্যে হেন সহজ সনেহ॥
পুনঃপুন রামরূপ করি নিরীক্ষণ।
পুলকিততনু নৃপ সজললোচন॥
মুনিরে প্রশংসি বহু নমি পদে শীশ।
চলিল নগরে লয়ে মিথিলার ঈশ॥
সকল সুখদ এক সুন্দর সদন।
মুনিবরে দিল বাস জনকরাজন॥
যথাবিধি সেবা পূজা করি সমাপন।
বিদায় মাগিয়া নৃপ চলিল ভবন॥
ঋষিগণ-সঙ্গে রাম করিয়া ভোজন।
বিশ্রাম করিল সুখে সহিত লক্ষ্মণ॥
বিশেষ লালসা ছিল লক্ষ্মণ-অন্তরে।
জনকপুরের শোভা হেরিবার তরে॥
মুনি-মুখাপেক্ষা করি আর প্রভুডরে।
গোপনে রাখিয়া ভাব প্রকাশ না করে।
অনুজের মনোগতি বুঝিয়া শ্রীরাম।
ভকতবৎসল প্রভু চিদানন্দধাম॥
ঋষিরে বিনয় করি কহিল বচন।
আজ্ঞা দেহ গুরু করি এক নিবেদন॥
লক্ষ্মণ জনকপুর চাহে দেখিবারে।
আপনার ভয়ে কিন্তু প্রকাশিতে নারে।
গুরু আজ্ঞা হয় যদি লক্ষ্মণে লইয়া।
আসিব ত্বরিত ফিরি পুর দেখাইয়া॥
শুনিয়া মুনীশ কহে মধুর বচন।
রাম না রাখিলে নীতি রাখে কোন্ জন।
ধরমসেতুর পাতা তুমি ভগবান্।
ভক্তি-প্রেমবশে ভক্তিসুখ কর দান॥
স্বচ্ছন্দে নগরশোভা কর দরশন।
সুখের নিধান তাত শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
দেখাইয়া তোমাদের সুন্দর বদন।
মিথিলাবাসীর কর সফল নয়ন॥

তবে মুনিপাদপদ্ম বন্দি দুই ভ্রাতা।
নগর দেখিতে চলে লোক-সুখদাতা॥
হেরি মনোহর রূপ নয়নরঞ্জন।
শ্রীরামের সঙ্গে চলে বালকের গণ॥
পরিধান পীতাম্বর বদ্ধপরিকর।
শোভিতেছে করতলে চারু চাপ শর॥
মলয়জ-বিভূষিত শরীর নধর।
শ্যামল সুন্দর-গৌর তনু মনোহর॥
আজানুলম্বিত ভুজ কেশরিকন্ধর।
নাগমণিমালা গলে বক্ষ পরিসর॥
সুভগ শ্রবণ পদ্মপলাশলোচন।
শশাঙ্ক বদন তাপত্রয়-বিমোচন॥
কনককুণ্ডল কিবা কর্ণবিভূষণ।
দরশনে জনমন করেন হরণ॥
বঙ্কিম ভ্রূকুটি কিবা দৃষ্টি মনোরম।
ললাটে তিলক চারু শোভা নিরুপম॥
রুচির শ্যামল কেশ কুঞ্চিত চিকণ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
আইল হেরিতে পুর নৃপতিকুমার।
পাইল মিথিলাবাসী যবে সমাচার॥
ধাম কাম ত্যজি সবে ধাইয়া আইল।
লুটিবারে নিধি যেন দরিদ্র পাইল॥
সহজসুন্দর দুই পুরুষরতন।
হেরি নেত্রফল লভি সুখী পুরজন।
গৃহ-বাতায়নে বসি পুরনারীগণ।
অনুরাগে রামরূপ করে নিরীক্ষণ॥
পরস্পর কহে সবে সপ্রেম বচন।
কোটিকাম জিনি ছবি লোচনরঞ্জন॥
সুরাসুর নাগ নর ত্রিভুবনজনে।
এহেন রূপের কথা না শুনি শ্রবণে॥
বিষ্ণু চতুর্ভুজ চতুর্ম্মুখ পদ্মাসন।
পঞ্চমুখ মহাদেব আর ত্রিলোচন॥
আছে আর কোন্ দেব ব্রহ্মাণ্ডভিতরে।
যাহার তুলনা দিব রাম রঘুবরে॥
কিশোর বয়স সুখসৌন্দর্য্যের ধাম।
প্রতিঅঙ্গে পড়ি আছে কোটিশত কাম॥
কহ সখি তনুধারিমাঝে হেন কেবা।
এরূপ নেহারি মুগ্ধ নাহি হয় যেবা॥

প্রেমভরে কোন নারী কহিল বচন।
আমি যাহা জানি সখি করহ শ্রবণ॥
দশরথ নৃপতির এদুটী নন্দন।
মরালশিশুর তুল্য যাদের গমন।
কৌশিক মুনির যজ্ঞ রাখিবার তরে।
সমরে জিনিয়া মারে দুষ্ট নিশাচরে॥
শ্যামল সুন্দর গাত কঞ্জবিলোচন॥
দুরন্ত দনুজকুলমদ-বিমোচন।
কৌশল্যানন্দন সেই সর্ব্বগুণধাম।
শরচাপ-কর তার নাম হয় রাম॥
সুগৌর কিশোররূপ যেই বীরবর।
রামের পশ্চাতে আছে শরচাপ-কর॥
রামের অনুজ সেই নাম শ্রীলক্ষ্মণ।
সুমিত্রানন্দন সখি করহ শ্রবণ॥
তপোবনে ঋষিকার্য্য করি সমাপন।
অহল্যার করি পথে উদ্ধার সাধন॥
ধনুর্যজ্ঞ হেরিবারে হেথা আগমন।
পাইল আনন্দ শুনি রমণীর গণ॥
হেরি রামছবি তবে এক নারী কয়।
জানকীর যোগ্য বর রঘুবর হয়॥
শ্রীরামে দেখিয়া সখি জনক রাজন।
ইহারে জানকী দিবে পরিহরি পণ॥
কেহ কহে নরপতি শ্রীরামে চিনিল।
মুনির সহিত বহু আদর করিল॥
পরন্তু নৃপতি যদি নাহি ছাড়ে পণ।
নিজ অবিবেকফল করিবে লভন॥
সুবিচার করে যদি জগতবিধাতা।
সবাকার শুভাশুভ-কর্ম্মফলদাতা॥
সীতারে মিলিবে তবে এ বর নিশ্চয়।
সত্য কহিলাম সখি নাহিক সংশয়॥
বিধিবশে ঘটে যদি এই সঙ্ঘটন।
কৃতকৃত্য হয় তবে জগতের জন॥
মোদের একান্ত বাঞ্ছা করিতে দর্শন।
সীতাসনে রাঘবের শুভ সম্মিলন॥
অভাব্য হইত যদি এই সঙ্ঘটন।
না আসিত হেথা তবে কৌশল্যানন্দন॥
পূর্ব্বপুণ্য থাকে যদি মোদের সঞ্চিত।
এ শুভসংযোগ মোরা হেরিব নিশ্চিত॥

কেহ কহে শুন সখি ধনুক কঠোর।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রূপ মৃদুল কিশোর॥
অসম্ভব তোমাদের বাঞ্ছার পূরণ।
শুনি অন্য নারী কহে মধুর বচন॥
রামতত্ত্ব শুন সখি কহে জ্ঞানবান্।
শ্রীরাম কিশোর কিন্তু প্রতাপনিধান॥
যাঁর পাদপদ্মধূলি করি পরশন।
অহল্যার মহাপাপ হইল মোচন॥
তাঁহার অসাধ্য নহে ধনুকভঞ্জন।
এ দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে করেছি ধারণ॥
যে বিধাতা সীতারূপ রুচির রচিল॥
নবঘনশ্যাম বরে সে বিধি গড়িল॥
হইল শুনিয়া সুখী সবাকার মন।
কহিল হউক সত্য তোমার বচন॥
মনের উল্লাসে সব রমণী তখন।
রাঘবের পরে করে পুষ্প বরিষণ॥
যথা যথা দুই ভাই করেন গমন।
তথা তথা হয় লোক আনন্দে মগন॥
পুরের পূরবদিকে রাঘব চলিল।
যথা নরপতি যজ্ঞভূমি নিরমিল॥
ভবনপ্রাঙ্গণ এক আয়ত হেরিল।
তার মাঝে নিরমল বেদিকা আছিল॥
চারিদিকে কাঞ্চনের মঞ্চ সুবিশাল।
রচিত আছিল বসিবারে মহীপাল॥
সমীপে পশ্চাতে চারিপাশে নিরমিত।
মঞ্চের মণ্ডল ছিল চারু সুশোভিত॥
অগ্রবর্ত্তী মঞ্চাধিক উচ্চ আয়তন।
পশ্চাতের মঞ্চ বসিবারে পুরজন॥
তাহার নিকটে বহু বিশাল ভবন।
বিরচিল অভ্রভেদী বিবিধ বরণ॥
যথা পুরনারী যজ্ঞ করিবে দর্শন।
করি নিজ কুলোচিত আসন গ্রহণ॥
সঙ্গের বালক কহি মধুর বচন।
শ্রীরামে দেখায় যত যজ্ঞের সদন॥
প্রেমে বশীভূত হ'য়ে যত শিশুগণ।
সুকোমল রামগাত্র করে পরশন॥
পুলকে অঙ্কিত তনু আনন্দে মগন।
নিরখি নিরখি সবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

শিশুসব স্নেহবশ রাঘবে জানিয়া।
প্রীতিসহ ফিরে যজ্ঞভূমি দেখাইয়া॥
নিজ নিজ রুচিমত রামে ল'য়ে যায়।
ধনুক-যজ্ঞের স্থল তাঁহারে দেখায়॥
অনুজে দেখায় রাম সুন্দর রচন।
মৃদু মনোহর বাণী করি উচ্চারণ॥
ভ্রূভঙ্গলীলায় কত শত ত্রিভুবন।
যার আজ্ঞাবলে মায়া করেন সৃজন॥
ভকতের হিত হেতু সেই কৃপাময়।
চকিতসদৃশ হেরে যজ্ঞের আলয়॥
গুরুপাশে চলে রাম কৌতুক দেখিয়া।
হইল অন্তরে ত্রাস বিলম্ব জানিয়া॥
যাঁর ভয়ে স্বয়ং ভয় সদা ভীত রয়।
সে হরি ভকতিবশে হিয়ে করে ভয়॥
সন্তুষ্ট করিয়া তবে মধুর বচনে।
বিদায় করিল রাম সঙ্গী শিশুগণে॥
মুনির সমীপে গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চরণ বন্দিয়া কৈল আসন গ্রহণ॥
নিশামুখ জানি মুনি সবে আজ্ঞা দিল।
আজ্ঞা পেয়ে সঙ্গিগণ সন্ধ্যা সমাপিল॥
কহি মুনি নানা ইতিহাস পুরাতন।
রজনীপ্রহরযুগ করিল যাপন॥
মুনিবর গিয়া তবে করিল শয়ন।
লাগিল সেবিতে পদ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
যাঁহার চরণপদ্ম পাইবার তরে।
বিরাগী বিবিধ যোগ জপ তপ করে॥
হইয়া প্রেমের বশ কৌশল্যানন্দন।
গুরুপাদপদ্ম সুখে করে সম্বাহন॥
পুনঃপুন মহামুনি যবে আজ্ঞা দিল।
তবে রঘুবর গিয়া শয়ন করিল॥
শ্রীরামচরণ বক্ষে করিয়া ধারণ।
সময় বুঝিয়া করে লক্ষ্মণ সেবন॥
প্রভু কহে এবে তাত করহ শয়ন।
শুইল লক্ষ্মণ বক্ষে রাখি শ্রীচরণ॥
কুক্কুটের রব কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
নিশিশেষ জানি উঠে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
যথাবিধি প্রাতঃক্রিয়া করি সমাপন।
গুরুপাশে গিয়া কৈলা চরণবন্দন।

যথাকালে গুরুআজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
দুই ভাই চলে পুষ্প করিতে চয়ন॥
কিয়দ্দূরে দেখি এক রাজার উদ্যান
নিয়ত বসন্ত যথা করে অবস্থান॥
বিটপবিতান তথা করে দরশন।
সুসজ্জিত সারি সারি বিবিধবরণ॥
নবীন পল্লব ফুল-ফলের সমাজ।
সে সম্পদ হেরি সুরতরু পায় লাজ॥
চকোর চাতক পিক আদি পাখীগণ।
করিছে কূজন আর ময়ূর নর্ত্তন॥
উদ্যানভিতরে এক দিব্য সরোবর।
মণির সোপান যাহে মনোমুগ্ধকর॥
বিমল সলিলে শোভে কমলনিকর।
মধুর নিস্বন করে নিয়ত ভ্রমর॥
সুরম্য তড়াগ বাগ করি বিলোকন।
অনুজ সহিত প্রভু হরষিতমন॥
বাগান-রক্ষকগণে তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া
ফুলদল তোলে রাম বাছিয়া বাছিয়া।
হেনকালে তথা সীতা কৈল আগমন।
মাতৃ-আজ্ঞাক্রমে গৌরী করিতে পূজন॥
বহুসহচরী এল জানকীর সঙ্গে।
শ্রুতিসুখকর গীত করিতেছে রঙ্গে॥
সরোবরতীরে রম্য গৌরীনিকেতন।
আহা কি সুন্দর শোভা কে করে বর্ণন॥
সখীগণসঙ্গে তথা করিয়া মজ্জন।
প্রবেশ করিল সীতা গিরিজাভবন॥
অনুরাগ সহ দেবী পূজা সমাপিল।
নিজ মনমত বর মাগিয়া হইল॥
এক সখী সীতাসঙ্গ করি পরিত্যাগ।
গমন করিল দেখিবারে ফুলবাগ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণরূপ দর্শন করিয়া।
হইয়া বিহ্বলা প্রেমে আইল ফিরিয়া॥
পুলকিত গাত্র তার সজললোচন।
হেরি সখীগণ তারে জিজ্ঞাসে কারণ॥
কুমারযুগল আমি হেরি মনোহর।
নবীন কিশোরবয়ঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর
নবঘনশ্যাম আর বিদ্যুত-বরণ।
সে রূপমাধুরী নারি করিতে বর্ণন॥

শুনিয়া হইল সখী অতি হরষিতা।
হইল জানকী দেবী বিষম চিন্তিতা॥
এক সখী কহে সেই নৃপতিনন্দন।
ঋষিসনে করিয়াছে কল্য আগমন॥
দেখাইয়া নিজ রূপ মদনমোহন।
আনিয়াছে বশে যত নাগরিক জন॥
হেথা-সেথা করে লোক সেরূপ বর্ণন।
হেরিবার যোগ্য রূপ করিব দর্শন॥
তার প্রিয় বাণী তবে করিয়া শ্রবণ।
হইল আকুল দেবী-জানকী-নয়ন॥
সখী অগ্রে করি দেবী আনন্দে চলিল।
প্রীতি পুরাতনী কেহ বুঝিতে নারিল॥
জানকী নারদবাণী স্মরণ করিল।
হৃদয়ে পবিত্র প্রেম আসি উপজিল॥
চকিতা হইয়া সীতা চারিদিকে চায়।
ভয়ভীতা মৃগী যেন বনমাঝে যায়॥
কঙ্কণ কিঙ্কিনী আর নূপুরের ধ্বনি।
শুনিয়া লক্ষ্মণে কহে রাম গুণমণি॥
মনোজ দুন্দুভি যেন করি হে শ্রবণ।
মনে হয় বিশ্ব জয় করিল মদন॥
এত কহি সেই দিকে আঁখি ফিরাইল।
নয়ন-চকোর সীতা-শশী নেহারিল॥
হইল লোচন চারু তবে অচঞ্চল।
সঙ্কোচে নিমেষ যেন ত্যজে দৃগঞ্চল॥
জানকীর মুখশোভা করি বিলোকন।
প্রশংসে হৃদয়ে মুখে না সরে বচন॥
আপন নৈপুণ্য সব যেন পদ্মাসন।
একত্র বিরচি বিশ্বে করিল সৃজন॥
রূপছটা অঙ্গশোভা করেছে বর্দ্ধিত।
মণিঅট্ট যেন দীপশিখা-উদ্ভাসিত॥
সকল উপমা সীতাশরীরে রচনা।
কোথা পাব কিসে দিব রূপের তুলনা॥
সীতারূপ হেরি নিজ দশা বিচারিল।
কালোচিত বাক্য প্রভু অনুজে কহিল॥
জনকনন্দিনী সীতা এই সে লক্ষ্মণ।
এ ধনুকযজ্ঞ হয় যাহার কারণ।
আইল পূজিতে গৌরী ল'য়ে সখীগণ।
উদ্যান পুষ্পিত দেখি করিছে ভ্রমণ॥

তার অলৌকিক রূপ করি দরশন।
ক্ষুব্ধ হ'ল স্বভাবত পূত মোর মন॥
তাহার কারণ সব জানে হে বিধাতা।
স্পন্দন করিছে মম অঙ্গ শুন ভ্রাতা॥
রাঘববংশের এই সহজ লক্ষণ।
না করে কাহার মন কুপথে গমন॥
আমার সঙ্কল্প শুন সুমিত্রানন্দন।
স্বপনেও পরনারী না হেরি কখন॥
জিনি বলে রিপুরে যে আনিল স্ববশে।
পরনারীরূপ তার হৃদে নাহি পশে॥
অন্তরের অরিকুলে পারে জিনিবারে
সামান্যসেবীর সন্ধ্যা জগতমাঝারে॥
এত কহি অনুজেরে গুণের নিধান।
সীতা-মুখছবিমধু সুখে করে পান
চকিতা হইয়া সীতা চারিদিকে চায়।
নবঘনশ্যাম রামে দেখিতে না পায়॥
যেদিকে ফিরায় আঁখি জনকনন্দিনী।
হেরি মনে হয় যেন ফুটেছে নলিনী॥
লতা-অন্তরালে সখী দেখায় সীতারে।
দশরথসুত দুই সুন্দর কুমারে॥
নয়নের লোভনীয় সে রূপ হেরিয়া।
হরষে যেমন নষ্ট নিধিরে চিনিয়া॥
রঘুপতিছবি যবে করে দরশন।
নিমেষ না পড়ে হ'ল সুস্থির লোচন।
অনিমেষ নেত্রে রামচন্দ্রপানে চায়।
সারদ শশীরে হেরি চাতকিনীপ্রায়॥
নেত্রপথ দিয়া রামে হৃদয়ে আনিল।
পলককপাটে দ্বার রুদ্ধ করি দিল॥
রামপ্রেমাধিনী সীতা জানি সখীগণ।
প্রকাশ্যে না কহে কিছু সঙ্কুচিতমন॥
হেনকালে কুঞ্জ ছাড়ি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আইল চন্দ্রমা যেন মুক্ত-আবরণ।
শোভানিকেতন দুই ভাই মহাবীর।
নীলপীতসরসিজ-সুভগ-শরীর॥
কাকপক্ষ শিরে শোভে আহা কি সুন্দর
কুসুমকলির গুচ্ছ তাহে মনোহর॥
ললাটে তিলকবিন্দু বিন্দু শ্রমজল।
যুগল শ্রবণে শোভে কনককুণ্ডল॥

ছুটিল কুঞ্চিত কচ কিবা ভ্রূবিলাস।
আয়তলোচন পদ্ম গর্ব্ব করে নাশ ॥
সুচারু চিবুক কিবা নাসা সুললিত।
হাব ভাব হাস্যে হরি লয় লোকচিত ॥
মুখছবি নারি আমি করিতে বর্ণন।
কাম লাজ পায় যারে করি দরশন ॥
কম্বুকণ্ঠ বক্ষে মণিমাল্য বিরাজিত।
করিকর সম কর জানু বিলম্বিত ॥
রাম-করে ফুলদোনা হেরি চমৎকার।
সৌন্দর্য্য-অবধি সখি নৃপতিকুমার ॥
করিঅরি সম কটি পীতাম্বরধর।
সুখনীল গুণালয় ভুবনসুন্দর ॥
নরকুলশিরোমণি হেরি রঘুবরে।
সীতা সহ সখীগণ আপনা পাসরে ॥
ধীরা এক সখী ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।
সীতাকর ধরি কহে মধুর বচন ॥
গৌরীধ্যান ত্যজ সীতে তুমি কতক্ষণ।
হের নৃপসুতে এবে ভরিয়া নয়ন ॥
শুনিয়া জানকী করি নেত্র উন্মীলন।
সম্মুখে হেরিল দুই রঘুর নন্দন ॥
আপাদমস্তক শোভা রামের হেরিয়া।
হইল চিন্তিতা পণ পিতার স্মরিয়া ॥
সহচরী পরাধীনা সীতারে দেখিয়া।
অন্তরে পাইল ভয় বিলম্ব জানিয়া ॥
কহে শুন চল সখি যাই হে ভবন।
করিব সকলে হেথা কল্য আগমন ॥
এ বাক্য জানকী যবে করিল শ্রবণ।
চমক ভাঙ্গিল তার ভীত হল মন ॥
ধৈর্য্য ধরি হৃদে করি রামে আনয়ন।
অন্তরে করিল চিন্তা জনকের পণ ॥
দেখি দেখি মৃগ পাখী লতা তরুগণ।
উদ্যানে জানকী দেবী করিছে ভ্রমণ ॥
ফিরি ফিরি রামরূপ করি বিলোকন।
অসামান্য প্রেমযুত হ'ল তার মন ॥
অতীব কঠিন জানি মহেশ্বরধনু।
চলে গৃহে রাখি হৃদে নবঘনতনু ॥
প্রেমময় মন মসি প্রস্তুত করিয়া।
রামচিত্র চিত্তপটে লইল লিখিয়া ॥

পুনরপি প্রবেশিল ভবানীভবন।
করপুটে কহে বন্দি যুগল চরণ ॥
জয় জয় জয় গিরিরাজের কিশোরি।
জয় মহেশ্বর-মুখ শশাঙ্ক-চকোরি ॥
জয় গজানন-ষড়বদন-জননী।
বিশ্বপ্রসবিনী জয় বিদ্যুতবরণী ॥
নাহি আদি মধ্য তব নাহি অবসান।
অমিতপ্রভাব তব বেদ করে গান ॥
জগত-জনম-স্থিতি-প্রলয়কারিণী।
বিশ্ব-বিমোহিনী মাতা স্ববশচারিণী ॥
পতি-ব্রত নারীধর্ম্ম বিশ্বে নিরূপণ।
প্রথমে করিলে মাতঃ করি আচরণ ॥
অচিন্ত্য প্রভাব তব মহিমা অপার।
নিরন্তর কহি শেষ নাহি পায় পার ॥
গিরিসুতে হরপ্রিয়ে চতুর্ব্বর্গ ফল।
যে তোমারে সেবে তারে দাও গো সকল
চরণকমল তব করিয়া পূজন।
সব সুখ পায় সুরাসুর-নরগণ ॥
জান গো জননি মম মনের বাসনা।
অন্তর-যামিনি উমে পুরাও কামনা ॥
মনোরথ ব্যক্ত নাহি করি একারণ।
এত কহি ধরে সীতা দেবীর চরণ ॥
জানকীর স্তবে তুষ্টা ভবানী হইল।
বিলম্বিত গলমালা খসিয়া পড়িল ॥
সাদরে করিলা সীতা প্রসাদ ধারণ।
প্রসন্না জগতমাতা কহিল বচন ॥
মম আশীর্ব্বাদ সীতে করহ শ্রবণ।
মনের বাসনা তব হইবে পূরণ ॥
মিথ্যা কথা নাহি কহে নারদ কখন।
তব মনমত বর করহ গ্রহণ ॥
লভিয়া বাঞ্ছিত বর আনন্দিতমনে।
সখীসনে সীতাদেবী চলিল ভবনে ॥
গৌরীরে প্রসন্না জানি হৃদয় হর্ষিত।
জানকীর বাম অঙ্গ হইল কম্পিত ॥
সীতারূপরাশি হৃদে করিয়া ধারণ।
গুরুর নিকটে গেল কৌশল্যানন্দন ॥
কৌশিকে কহিল গিয়া সব বিবরণ।
সরলস্বভাব ছলশূন্য শুদ্ধমন ॥

কুসুম লইয়া মুনি পূজা সমাপিল।
তুষ্ট হ'য়ে ভ্রাতৃদ্বয়ে আশীর্ব্বাদ দিল॥
তোমাদের মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ।
হইল শুনিয়া সুখী শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সমাপিয়া মুনিবর মধ্যাহ্নভোজন।
লাগিল কহিতে ইতিবৃত্ত পুরাতন॥
বিগত দিবস দেখি মুনি আজ্ঞা দিল।
সন্ধ্যা করিবারে তবে দু-ভাই চলিল।
পূর্ব্বদিকে শশী যবে উদিত হইল।
সীতামুখ সম হেরি আনন্দ পাইল॥
বিচার করিয়া রাম মনে মনে কহে।
সীতার বদন সম হিমকর নহে॥
পয়োনিধিমাঝে শশী জনম লভিল।
করমের দোষে অঙ্গে মৃগাঙ্ক ধরিল॥
গরলের মিত্র রহে দিবসে মলিন।
কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন হয় কলা ক্ষীণ॥
অকলঙ্ক সুধাকর জানকীবয়ান।
সকলঙ্ক শশী তার হয় কি সমান॥
বিরহী জনের সুখ শশী সদা হরে।
সময় পাইলে তারে রাহু গ্রাস করে॥
কোকে শোক দিয়া উঠে পদ্মে করে ম্লান।
এরূপ চন্দ্রমা বহু দোষের বিধান॥
জানকীবদনে দিয়া তুলনা তাহার।
অতি অনুচিত কার্য্য হয়েছে আমার॥
সীতামুখছবি করি এমতে বর্ণন।
নিশাগমে গুরুপাশে করিল গমন॥
আসি গুরুপাদপদ্মে করিল প্রণাম।
আদেশ পাইয়া রাম করিল বিশ্রাম॥
হইলে রজনী শেষ রাঘব জাগিল।
অনুজে সম্বোধি তবে কহিতে লাগিল॥
উঠিল অরুণ তাত কর দরশন।
কোক-লোক-পদ্মশোক করি নিবারণ॥
শুনি পাণিযুগ জুড়ি কহিছে লক্ষ্মণ।
প্রভুর প্রভাবযুত মধুর বচন॥
অরুণ-উদয়ে যথা উডুগণ-ক্ষীণ।
তব আগমনে তথা নৃপ প্রভাহীন॥
ভূপ তারাকুল উঠি মিথিলা আকাশে।
নাহিক শকতি চাপ অন্ধকার নাশে॥
ভ্রমর কমল কোক পাখী অগণিত।
নিশা অবসান দেখি হয় হরষিত॥
তেমতি তোমার প্রভু যত ভক্তগণ।
আনন্দিত হবে হেরি ধনুকভঞ্জন॥
উঠি রবি অনায়াসে তম করে নাশ।
তারা দূরি করে নিজ তেজের বিকাশ।
রঘুবর দিবাকর উদয়ের ছলে।
জানায় প্রতাপ তব নৃপতিসকলে॥
অস্ত ছলে রবি ইহা প্রচার করিবে।
ধনুকের গুরু তেজ আর না রহিবে॥
রাম হাস্য করে শুনি লক্ষ্মণবচন।
দুই ভাই গেল তবে করিতে মজ্জন॥
যথাবিধি নিত্য ক্রিয়া করি সমাপন।
গুরুপাশে আসি কৈল চরণবন্দন॥
হেনকালে পুরোহিতে জনক রাজন।
বিশ্বামিত্রে লইবারে করিল প্রেরণ॥
রাজার বিনয় তেঁহ মুনিরে কহিল।
শুনি মুনি ভ্রাতৃদ্বয়ে নিকটে ডাকিল॥
শতানন্দপদ বন্দি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
গুরুর নিকটে কৈল আসন গ্রহণ॥
চল তাত যাই এবে জনকের স্থান।
আসিয়াছে পুরোহিত করিতে আহ্বান
নিরখিবে জানকীর শুভ স্বয়ম্বর।
করিবে দর্শন আর হরচাপবর॥
লক্ষ্মণ কহিল সেই যশের ভাজন।
যার পরে কর নাথ কৃপা বিতরণ॥
আনন্দ পাইল সবে শুনি এ বচন।
আশীর্ব্বাদ দিল তাঁরে যত তপোধন॥
মুনি সনে চলে তবে রাঘবনন্দন।
দেখিবারে জনকের যজ্ঞের ভবন॥
রঙ্গভূমে আসিতেছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এ সম্বাদ পায় যবে পুরবাসী জন॥
গৃহকার্য্য ত্যজি সবে করিল গমন।
জরঠ বালক যুবা নর নারীগণ॥
অতিশয় লোক ভীর দেখিয়া জনক।
ডাকিয়া লইল যত সরল সেবক॥
কহিলা জনতাপাশে ত্বরিত যাইয়া।
উচিত আসনে সবে দেহ বসাইয়া॥

মৃদুবাণী কহি তারা সন্তোষি সকলে।
শ্রেণীমত বসাইল যথাযোগ্য স্থলে॥
হেনকালে প্রবেশিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সৌন্দর্য্য মূরতি যেন করিল ধারণ॥
বীরবর সুনাগর গুণের সাগর।
নবঘনশ্যাম আর গৌর কলেবর॥
নৃপতিসমাজে এবে করিছে বিরাজ।
যেন উড়ুগণ মাঝে দুই দ্বিজরাজ॥
যাহার হৃদয়ে ছিল ভাবনা যেমন।
নেহারিল রাঘবের রূপ সে তেমন।
দেখিল নৃপতি তাঁরে মহা রণবীর।
যেন বীররস আসি ধরেছে শরীর॥
কুটিল ভূপতি তাঁরে দেখি পায় ভয়।
যেন মূর্ত্তি ধরি ভয় হইল উদয়॥
রাজবেশ ধরি যত অসুর আছিল।
মূর্ত্তিমান্ কাল সম তাহারা হেরিল॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে হেরে যত পুরজন।
নয়নরঞ্জন নরকুলের ভূষণ॥
নিজ নিজ রুচিমত হেরে নারীগণ।
আদি রস যেন বপু ক'রেছে ধারণ॥
বিদ্বান্ বিরাট্ রূপ করে দরশন।
বহু মুখ কর পদ মস্তক লোচন॥
শ্রীরামে হেরিল যত স্নেহপরায়ণ।
অতিশয় প্রিয় যেন আপনার জন॥
মহিষী সকল সহ জনক রাজন।
রাঘবে হেরিল যেন আপন নন্দন॥
যোগিগণ রামরূপ করে বিলোকন।
তাদের পরম তত্ত্ব শুদ্ধ নিরঞ্জন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে হেরে ভকতের গণ।
আপন অভীষ্টদেব সুখনিকেতন॥
যে ভাবে জানকী করে রামে নিরীক্ষণ।
সেই প্রেমসুখ ভাব না হয় বর্ণন॥
হৃদে অনুভবে সীতা যারে প্রকাশিতে।
কি প্রকারে কবি তাহা পারিবে কহিতে॥
যাহার যে ভাব ছিল হৃদয়ভিতরে।
সে ভাবে সে নিরখিল রাম রঘুবরে
নৃপতিসমাজে রাজে কোশল-কিশোর।
নবঘনশ্যাম গৌর বিশ্বচিত-চোর॥

স্বভাবত দুই ভাই পরম সুন্দর।
কোটি কাম জিনি মনোহর-কলেবর॥
শারদচন্দ্রমা জিনি সুন্দর বদন।
নীল ইন্দীবর জিনি বিশাল লোচন॥
কিবা সে রুচির দৃষ্টি মার-গর্ব্ব হরে।
হেরিলে হৃদয়ে সুখ উথলিয়া পড়ে।
কনককুণ্ডল কাণে করে ঝলমল।
রক্তিম অধর-ওষ্ঠ চারু গণ্ডস্থল॥
চন্দ্রকান্তি নিন্দি কিবা সুবিমল হাস।
উন্নত নাসিকা কিবা ভ্রূকুটীবিলাস॥
আয়ত ললাটে শোভে তিলক উজ্জ্বল।
হেরি কেশ পায় লাজ ভ্রমরসকল॥
রতনকিরীট পীত শোভে শিরোপরে।
মাঝে মাঝে ফুলকলি কিবা শোভা ধরে॥
গ্রীবা সমুন্নত তাহে শোভে রেখাত্রয়।
ভুবনসৌন্দর্য্য যেন একত্রিত রয়॥
কণ্ঠে গজমতি বক্ষে তুলসীর দাম।
মৃগরাজে জিনি গতি তেজ-বলধাম॥
লম্বিত ধনুক কান্ধে করে শোভে শর।
কটিতে তূণীর পরিধান পীতাম্বর॥
পীত যজ্ঞউপবীত শোভার আকর।
মঞ্জু নখ শিখ সর্ব্বনেত্র-তৃপ্তিকর॥
মোহন মূরতি হেরি সর্ব্ব সুখ পায়।
না পড়ে পলক চক্ষে এক দৃষ্টে চায়॥
হরষে জনক হেরি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পুন মুনিপাদপদ্ম করিল ধারণ॥
বিনয় করিয়া নিজ কথা শুনাইল।
সঙ্গে ল'য়ে রঙ্গভূমি তাঁরে দেখাইল॥
মুনি সনে দুই ভাই করিল গমন।
চকিত হইয়া লোক করে দরশন।
নিজ নিজ রুচিমতে শ্রীরামে দেখিল।
ইহার মরম কিছু কেহ না জানিল॥
উত্তম রচনা বলি মুনি প্রশংসিল।
শুনিয়া নৃপতি মনে আনন্দ পাইল॥
সব মঞ্চাধিক এক মঞ্চ সুবিশাল।
সঙ্গী সহ মুনিবরে বাসায় ভূপাল।
রাঘবে হেরিয়া সব ভূপতি মলিন।
উড়ুপ উদয়ে যথা উড়ু প্রভাহীন॥

নৃপকুল-শ্রী ন হ'ল এমত প্রত্যয়।
ভাঙ্গিবে ধনুক রাম নাহিক সংশয় ॥
প্রচণ্ড কোদণ্ড রাম করিয়া ভঞ্জন।
বিশ্ব-জয়মালা গলে করিবে ধারণ ॥
এত বিচারিয়া চল যাই হে ভবন।
নিজ যশ বল তেজ করিয়া গোপন।
অন্য নরপতি হাসে শুনি এই বাণী।
বিবেক-রহিত মূর্খ যত অভিমানী ॥
ভাঙ্গিতে নারিবে রাম ধনুক দুর্ল্লভ।
নারিলে জানকী লাভ নহিবে সুলভ ॥
রামের সাহায্য যদি আসি করে কাল।
তথাপি জিনিব মেলি সব মহীপাল ॥
এত শুনি করে হাস্য অন্য নরপতি।
হরি-পাদপদ্ম-রত যত মহামতি।
নৃপদর্প খর্ব্ব করি কমললোচন।
জনকনন্দিনী-কর করিবে গ্রহণ ॥
হেন সাধ্য আছে কার জগতভিতরে।
জিনিবে সম্মুখ রণে রাম রঘুবরে ॥
কি ফল করিয়া বল বৃথা বিকত্থন।
রসনা কি তৃপ্তা মনে করিলে ভোজন ॥
এবে মোর উপদেশ করহ গ্রহণ।
জগতজননী সীতা করহ শ্রবণ ॥
জগতজনক রাম কমললোচন।
হেরি রূপরাশি কর সফল নয়ন ॥
সুখদ সুন্দর রাম রাঘবনন্দন।
সদা হৃদে রাখে যাঁরে দেব পঞ্চানন ॥
সমীপে সুধার নিধি শ্রীরামে ছাড়িয়া।
কেন মর মরীচিকা প্রতি নেহারিয়া ॥
যাহা মনে লয় তাহা করহ সকল।
আমি আজি পাইলাম জনমের ফল ॥
রুষ্ট রাজবৃন্দ কহে এতেক বচন।
জ্ঞানী নৃপ রামরূপ করে বিলোকন ॥
গগন-বিমানে চড়ি যত সুরগণ।
কল গান করে আর পুষ্প বরিষণ ॥
সুলক্ষণ ক্ষণ যবে জনক জানিল।
সভাস্থলে দুহিতারে আসিতে কহিল ॥
রমণীয় বেশ করি সীতা-সখীগণ।
সঙ্গে লয়ে জানকীরে কৈল আগমন ॥

কি কহিব জানকীর শোভা মনোরমা।
জগত-অম্বিকা রূপে গুণে নিরুপমা ॥
কিসে দিব জানকীর রূপের তুলনা।
অপ্রাকৃত সীতা নহে প্রাকৃত ললনা ॥
জগতপ্রপঞ্চ হয় মায়া-বিরচিত।
সীতার শরীর পঞ্চভূত-বিরহিত ॥
উপমা সহিত সীতারূপের বর্ণন।
করি কোন কবি হবে অযশভাজন ॥
জানকীর রূপ সহ তুলনা করিতে।
জগতে রমণী হেন না পাই দেখিতে ॥
অরধঅঙ্গিনী উমা সারদা মুখরা।
অশরীরী পতি হেতু রতি দুখভরা ॥
গরল-বারুণীবন্ধু সিন্ধুসুতা রমা।
কেমনে তাহার সনে সীতার উপমা ॥
যাঁরে পাইবার তরে সুরাসুরগণ।
করিল সকলে মেলি সমুদ্রমন্থন ॥
আপনি কমঠরূপ ধরি নারায়ণ।
মন্দর পর্ব্বত পৃষ্ঠে করিল ধারণ ॥
মথিতে মথিতে ক্ষীরসমুদ্রের জল।
উঠিল কমলালয়া হস্তে শতদল ॥
সব সুখ-সমৃদ্ধির সৌন্দর্য্যের মূল।
সেহ নহে জানকীর রূপে সমতুল ॥
সখীসনে সীতা দেবী করিল প্রয়াণ।
করে সহচরী শ্রুতি-সুখকর গান ॥
নবীন কিশোরী সর্ব্বশোভার নিলয়া।
জগতজননী সর্ব্বলাবণ্য-আশ্রয়া ॥
নানা রত্ননিরমিত বিবিধ ভূষণ।
সীতা প্রতিঅঙ্গছবি করিছে বর্দ্ধন ॥
রঙ্গভূমিমাঝে যবে কৈল আগমন।
হেরি রূপ বিমোহিত হ'ল সভাজন ॥
হরষি দেবতা করে দুন্দুভি বাদন।
অপ্সরা করিল গান পুষ্প বরিষণ ॥
বরমালা করে সীতা করেছে ধারণ।
চকিত হইয়া চাহে যত রাজগণ ॥
এক দৃষ্টে সীতা রামে করে নিরীক্ষণ।
হেরি মোহবশ হ'ল যতেক রাজন ॥
মুনির নিকটে বসি রাঘবনন্দন।
সীতারূপ হেরিবারে লালচ-লোচন ॥

গুরুজন লাজে সীতা হেরিতে না পারে।
রামরূপ হৃদে আনি সখীরে নেহারে ॥
সীতা রামরূপ হেরি ভুবনমোহন।
করিল সবার নেত্র নিমেষ বর্জ্জন ॥
অন্তরের অভিলাষ কহিতে না পারে।
বিনয় করিয়া সবে কহে বিধাতারে ॥
জনক-জড়তা বিধি করিয়া হরণ।
মোদের সমান মতি করহ অর্পণ ॥
যেন পণ ত্যজি রাজা শ্রীরাম সহিত।
সুতার বিবাহ দেয় সবার বাঞ্ছিত ॥
ত্রিভুবনহিত তাহে হইবে নিশ্চয়।
নতুবা অন্তরদাহ নাহিক সংশয় ॥
এরূপ লালসাযুত সবাকার মন।
জানকীর যোগ্য বর কৌশল্যা-নন্দন ॥
বন্দী জনে নরপতি তবে আদেশিল।
তাহারা বিরদাবলী গাইতে লাগিল ॥
রাজা কহে সভামাঝে কহ মম পণ।
আজ্ঞা শিরে ধরি তবে চলে বন্দিগণ ॥
বন্দী কহে সবে এবে করহ শ্রবণ।
মিথিলার পতি যাহা করিয়াছে পণ ॥
মহাবীর মহীপের বাহুবল বিধু।
তারে গরাসিতে এই হরধনু রাহু ॥
সুরজয়ী বাণাসুর আর দশানন।
কঠিন কোদণ্ড হেরি কৈল পলায়ন ॥
এই সেই পুরারির দিব্য শরাসন।
নৃপমধ্যে আজি যেই করিবে ভঞ্জন ॥
ত্রিভুবন-জয়লক্ষ্মী জনকের বালা।
অবশ্য তাহার গলে দিবে বরমালা ॥
বন্দিবাণী শুনি তবে নৃপতি সকল।
জগতে অতুল জানি নিজ বাহুবল ॥
পরিকর বান্ধি উঠে আকুল হইয়া।
চলিল অভীষ্টদেবে প্রণাম করিয়া ॥
অতি সুকৌশলে করি ধনুক ধারণ।
না পারে তুলিতে করি বল প্রাণপণ ॥
কিছুমাত্র ছিল যার বিচারশকতি।
সে না গেল ধনুকের কাছে নরপতি ॥
মূঢ় নৃপ ধরে ধনু অধর দংশিয়া
নড়াইতে নারি লাজে রহে দাঁড়াইয়া ॥

বীরবাহুবলস্পর্শে সে কার্ম্মুক যেন।
হইল অধিক ভারী মনে লয় হেন।
বিবিধ যতনে নাহি নড়ে শরাসন।
কামীর বচনে যথা সতী-নারীমন ॥
ভূপতি হাজার দশ ধরি একবারে।
হরের ধনুক নাহি নড়াইতে পারে ॥
মহীপ সকলে করে লোকে উপহাস।
বৈরাগ্যবিহীন যথা আশ্রম সন্ন্যাস ॥
ভুবন-প্রথিত বীর্য্য বিজয় কীরতি।
ধনুর নিকটে রাখি গেল নরপতি ॥
পরাজিত রাজগণ বিষণ্ণবদনে।
ফিরি আসি বসে মঞ্চে আপন আসনে ॥
রাজ-পরাজয় দেখি জনক রাজন।
সভামাঝে কহে তবে সাক্ষেপ বচন ॥
নানা দিক-দেশবাসী নৃপতির গণ।
মম পণ শুনি কৈল হেথা আগমন ॥
দেবতা দনুজ ধরি মনুজশরীর।
আইল আমার গৃহে মহা রণবীর ॥
জগতে অতুলা রূপে গুণে মম সুতা।
তারসনে কমনীয় কীরতি প্রভুতা ॥
যেন বিধিনিরমিত হার সুপাবন।
ধনুক ভাঙ্গিলে হবে কণ্ঠের ভূষণ ॥
এ লাভ কাহার নাহি অদৃষ্টে ঘটিল।
গুণ দিতে হয় চাপে কেহ না পারিল ॥
থাকুক গুণের যোগ নড়াইতে নারে।
এক তিল ভূমি কেহ তুলিতে না পারে ॥
বীরমধ্যে কারে আর করিব গণন।
বীরহীন মহীতল জানিনু এখন ॥
আশা ত্যজি গৃহে সবে করহ গমন।
না করিল বিধি সীতাবিবাহ-লিখন ॥
পরিহরি পণ যদি পুণ্য নাশ পায়।
কুমারী কুমারী রবে না দেখি উপায় ॥
নির্ব্বীর ভূতল যদি আগে জানিতাম।
ধনুকভঞ্জন-পণ নাহি করিতাম ॥
জনকের বাক্য তবে করিয়া শ্রবণ।
জানকীরে হেরি সবে বিষণ্ণবদন ॥
জনকআক্ষেপ-বাণী শুনিয়া লক্ষ্মণ।
আরক্তনয়নে করে অধর দংশন ॥

কহিতে না পারে কিছু রঘুবীর-ডরে।
নৃপ-বাক্যবাণ তাঁর মর্ম্ম বিদ্ধ করে॥
অতএব রাম-পদ করিয়া বন্দন।
কালোচিত বাক্য বীর করে উচ্চারণ।
রাঘববংশীয় যথা কোন জন রয়।
এমত বচন তথা কার সাধ্য কয়॥
জনক কহিল বাক্য অতি অপ্রমাণ।
জানি রঘুবংশমণি হেথা বিদ্যমান॥
রবিকুলরবি এবে করহ শ্রবণ।
সত্য কহি নহে মম গৌরববচন॥
আপনার আজ্ঞা প্রভু যদি আমি পাই।
কন্দুক সদৃশ তবে ব্রহ্মাণ্ড উঠাই॥
পারি কাচ ঘট যেন করিতে ভঞ্জন।
পারি মূলা হেন মেরু করিতে তোলন॥
তোমার মহিমাবলে কমললোচন॥
কোথা লাগে এই হর-ধনু পুরাতন।
এত জানি আজ্ঞা নাথ করহ প্রদান॥
যে কৌতুক করে তাহা দেখ ভগবান্॥
করিব ইহারে নত মৃণালসমান।
শতেক যোজন ল'য়ে হব ধাবমান॥
ছত্রকের দণ্ড সম করিব ভঞ্জন।
নারি যদি ধনু নাহি করিব ধারণ॥
সকোপে লক্ষ্মণ যবে এতেক কহিল।
দিককরী সহ মহী কাঁপিতে লাগিল॥
হইল সভার লোক সকলে শঙ্কিত।
নৃপ সঙ্কুচিত সীতামন-হরষিত॥
কৌশিক শ্রীরাম আর সঙ্গী ঋষিগণ।
ইহারা হইল অতি আনন্দিত-মন॥
ইঙ্গিতে লক্ষ্মণে রাম বারণ করিল।
আদর করিয়া তাঁরে পাশে বসাইল॥
শুভকাল জানি তবে গাধির নন্দন।
কহিল রাঘবে অতি মধুর বচন॥
উঠ বাছা ভাঙ্গ গিয়া মহেশ্বর-চাপ।
নাশ কর জনকের হৃদয়-সন্তাপ॥
এত শুনি রাম গুরু-চরণ বন্দিল।
হরষ বিষাদ কিছু হৃদে না আইল॥
আপনার ভাবে সভামাঝে দাঁড়াইল।
মৃগরাজে লাজ দিয়া চলিতে লাগিল॥
উদয়অচল-উচ্চ মঞ্চের উপর।
উঠিল বালক রবি রাম রঘুবর॥
সাধুকুল-পদ্মফুল হ'ল বিকসিত।
লোচনভ্রমর হেরি হ'ল হরষিত॥
নৃপগণ-আশা-নিশা হইল বিনাশ।
সুবচন-তারাকুল হইল বিকাশ।
অভিমানী নরপতি কুমুদ মলিন।
কপট উলূক ভূপ হইল সুদীন।
হইল বিশোক কোক মুনি সুরগণ।
সেবা জানাইয়া করে কুসুম বর্ষণ॥
অনুরাগ সহ বন্দি গুরুর চরণ।
মুনিগণে আজ্ঞা মাগে রাঘবনন্দন॥
সহজ চলনে চলে জগতের পতি।
কুঞ্জরপ্রবরে নিন্দি মনোহর গতি॥
ধনুক ভাঙ্গিতে রাম করিছে গমন।
হেরি পুরনারী সব আনন্দে মগন॥
পিতৃসুরলোকে বন্দি কহিছে বচন।
আমাদের থাকে যদি পুণ্যউপার্জ্জন॥
মৃণালের মত তবে মহাদেব-চাপ।
ভাঙ্গি রাম ঘুচাইবে মোদের সন্তাপ॥
জনকমহিষী রামমুখ নেহারিয়া।
সখীগণে কহিতেছে ব্যাকুল হইয়া॥
ওগো সখি কি কৌতুকে রয়েছ মাতিয়া।
মম হিত কহে হেন না দেখি খুঁজিয়া॥
রাজার নিকটে গিয়া কেহ নাহি কহে।
এমত সাহস তব কভু ভাল নহে॥
না পারে রাবণ যারে করিতে ভঞ্জন।
মহাবল নৃপ হেরি করে পলায়ন॥
সে ধনু ভাঙ্গিতে যায় নৃপতিকুমারে।
হংসশিশু মন্দর কি পারে লঙ্ঘিবারে॥
সুচতুর মহামতি মিথিলার পতি।
বুঝিতে না পারি সখি বিধাতার গতি॥
বুদ্ধিমতী সখী তবে কহিছে বচন।
তেজবান্‌জনে লঘু না কর গণন॥
কোথায় কুম্ভজ কোথা সমুদ্র অপার।
তপোবলে শোষে ঋষি জানে ত্রিসংসার॥
মার্ত্তণ্ডমণ্ডল লঘু করি দর্শন।
উদয়ে ভুবনতম করয়ে হরণ॥

মন্ত্রাক্ষর মন্ত্র বশ করে হরিহর।
সামান্য অঙ্কুশ বশ করে করিবর॥
কামের কুসুমধনু কুসুমের শর।
তাহে পরাজয় করে সব চরাচর॥
এত বিচারিয়া দেবি ত্যাগ কর ভয়।
ভাঙ্গিবে ধনুক রাম নাহিক সংশয়॥
জনমিল সখীবাক্যে রাণীর বিশ্বাস।
বিষাদ মিটিয়া গেল পাইয়া আশ্বাস॥
জানকী করিয়া তবে রামে বিলোকন।
দারুণ সন্দেহবশে ভয়যুতমন॥
করপুটে মনে মনে কহে এই বাণী।
মোরে কৃপা কর এবে মহেশ ভবানি॥
ভক্তিভাবে করিয়াছি ভজন পূজন।
ধনুকের গুরুভার করহ হরণ॥
সুখদ বরদ প্রভু দেব গজানন।
আজিকার লাগি তব করেছি সেবন॥
গণেশ বিনয় মোর করহ শ্রবণ।
ধনুভার হরি কর আশার পূরণ॥
পুনঃপুন হেরে সীতা রামের বদন।
প্রেমাজলে ভাসি যায় যুগল নয়ন॥
অহো তাত একবার দেখ বিচারিয়া।
কি লাভ হয়েছে তব এ পণ করিয়া॥
সভয় সচিব নাহি কৈল নিবারণ।
পণ্ডিতসমাজে হ'লে নিন্দার ভাজন॥
হা বিধি কেমনে করি ধৈরয ধারণ।
বিন্ধিবে কেমনে হীরা শিরীষ-সুমন॥
সব সভাসদ এবে হ'ল ভ্রষ্টমতি।
অতএব হরধনু তুমি মোর গতি॥
সভার উপরে দিয়া আপন জড়তা।
লঘু হও হেরি রামে ত্যজিয়া গুরুতা॥
সংশয়-দোলায় সীতা অতি দুখ পায়।
নিমেষ সময় তার যুগসম যায়॥
একবার রামে হেরে পুন ভূমিতল।
রাজীবলোচনে ঝরে বিন্দু বিন্দু জল॥
বাক্য-অলি মুখপদ্মমাঝে লুকাইল।
হেরি লাজনিশা নাহি বাহির হইল॥
লোচনের জল রহে লোচনের কোণে।
কৃপণের সোণা যথা রহে সঙ্গোপনে॥

ভাবিতে ভাবিতে অতি ব্যাকুলা হইল।
অনেক যতনে তবে ধৈরয ধরিল॥
কায়মনোবাক্যে যদি করে থাকি পণ।
করিব রাঘব ক'রে আত্মসমর্পণ॥
তবে সেই ভগবান্ সর্ব্ব-উরবাসী।
অবশ্য করিবে মোরে শ্রীরামের দাসী॥
যে যার উপরে রাখে অকপট স্নেহ।
তার সনে মিলে সেই নাহিক সন্দেহ॥
সপ্রেম নয়নে করে রামে বিলোকন।
অন্তরে জানিল সব কৃপানিকেতন॥
সীতারে নিরখি রাম ধনুক নিরখে।
যেমন গরুড় ক্ষুদ্র ভুজঙ্গেরে লখে॥
নিরখিছে ধনু রাম হেরিয়া লক্ষ্মণ।
চরণে ব্রহ্মাণ্ড চাপি কহিছে বচন॥
কুঞ্জর কমঠ কোল অহি মহীধর।
না কাঁপে ধরণী যেন সযতনে ধর॥
অগ্রজ হরের ধনু করিবে ভঞ্জন।
সাবধানে মম আজ্ঞা করহ পালন॥
ধনুর নিকটে রাম আইল যখন।
পুরজন মনে মনে করে স্বস্ত্যয়ন॥
সবার সংশয়-অরি দারুণ অজ্ঞান।
দুরমতি-নরপতিকুল-অভিমান॥
ক্ষত্রকুলঘাতি ভৃগুপতি-অহঙ্কার।
সুরমুনি প্রতি দশাননঅত্যাচার॥
জনকের পণ আর সীতাঅশ্রুজল।
জনকমহিষী-মনদুখের অনল॥
হরের কোদণ্ড বড় জাহাজ পাইয়া।
একত্রে মিলিয়া সবে রহে আরোহিয়া॥
রঘুপতি-বাহুবল বারিধি অপার।
সবে অভিলাষ করে যাইবারে পার॥
রামে হেরে লোক যেন চিত্রের পুত্তলী।
সুদৃষ্টে সীতারে তোষে রাম মহাবলী॥
জানকীরে সকাতরা হেরি ভগবান্।
তাহার পলক যায় কলপ সমান॥
বারি বিনা তৃষিত যে করে তনুত্যাগ।
কি করিতে পারে তার সুধার তড়াগ॥
শুকাইয়া গেলে শস্য কি করিবে জল।
সময়ে হইলে ভুল পরে কিব ফল॥

এমত বিচারি মনে রাঘবনন্দন।
কৃপা-দৃষ্টে করে সীতা-শোক-নিবারণ ॥
গুরুদেবে মনে মনে প্রণাম করিয়া।
অনায়াসে ধনু রাম লইল তুলিয়া ॥
নীরদে দামিনী যেন চমকি উঠিল।
পরে ধনু যেন নভোমণ্ডল হইল ॥
গুণের যোজন আর ধনুর কর্ষণ।
লখিতে নারিল সভাস্থিত কোন জন ॥
পলকে করিল রাম ধনু খণ্ড খণ্ড।
ত্রিভুবন ভরি ধ্বনি হইল প্রচণ্ড ॥
সে ঘোর কঠোর রবে ব্রহ্মাণ্ড ভরিল।
রবি-বাজি ত্যজি পথ বিপথে চলিল ॥
কাঁপিয়া উঠিল মহী দিক্‌গজ গর্জ্জিল।
অহি কোল কূর্ম্ম ভারে চীৎকার করিল ॥
যক্ষ রক্ষ নাগ নর দেবতা সহিত।
হইল ভৈরবনাদে সবে বিচলিত ॥
করাল কোদণ্ড রাম করিল ভঞ্জন।
তুলসী জয়তি বাণী করে উচ্চারণ ॥
প্রকাণ্ড জাহাজ মহা ধনুক শাঙ্কর।
রঘুবর-বাহুবল দুস্তর সাগর ॥
মোহবশে তাহে যারা প্রথমে উঠিল।
জাহাজ সহিত তারা সকলে ডুবিল ॥
দুখণ্ড ধনুক রাম ভূতলে ফেলিল।
হেরিয়া দর্শকবৃন্দ আনন্দ পাইল ॥
গাধির নন্দন ঋষি সমুদ্র পাবন।
সুপবিত্র প্রেমজলে হইল পূরণ ॥
শ্যামল সুন্দর শশী যবে নেহারিল
তরঙ্গ পুলকাবলী বাড়িয়া উঠিল ॥
আকাশমণ্ডলে বাজে বিবিধ বাদন।
করি গান দেববধূ করিছে নর্ত্তন ॥
অজ ভব ইন্দ্র আদি দেবতা মুনীশ।
প্রশংসা প্রভুরে করি দিতেছে আশীস ॥
বরিষণ করে ফুল বিবিধ বরণ।
গাইছে রসাল গীত কিন্নরের গণ ॥
ত্রিভুবনে সবে করে জয় উচ্চারণ।
ধনুকভঞ্জনধ্বনি করিয়া শ্রবণ ॥
নন্দে কহিছে হেথা সেথা নারী নর।
রাঘব ভাঙ্গিল হরধনু ভয়ঙ্কর ॥

স্তবের পাঠক যত সূত বন্দিগণ।
রাঘববংশের স্তুতি করিছে পঠন ॥
ঝাক শাক তুরী ভেরী সানাই মাদল।
মৃদঙ্গ দুন্দুভি ঢাক আর বাজে ঢোল ॥
যেথা সেথা সুমধুর বাজনা বাজিছে।
সুমঙ্গল গান যত যুবতী গাইছে ॥
রাণীর হৃদয়ে সুখ উথলি পড়িল।
যেন জলহীন শালি সুবৃষ্টি পাইল ॥
হইল মিথিলাপতি আনন্দিত-মন।
পরশিল ভূমি যেন জলমগ্ন জন ॥
সমাগত নৃপ যত হইল শ্রীহত।
দীপের আলোক যথা দিবসে বিগত ॥
সীতার হৃদয় হ'ল আনন্দে বিহ্বল।
তৃষিত চাতকী যেন পে'ল স্বাতীজল ॥
লক্ষ্মণঅগ্রজরূপ হেরিছে কেমন।
চকোরকিশোর হেরে শশীরে যেমন ॥
তবে আজ্ঞা শতানন্দ জানকীরে দিল।
জানকী রামের পাশে তখন চলিল ॥
চতুরা সুন্দরী সখী সঙ্গে করে গান।
রাজহংসগতি সীতা চলে রামস্থান ॥
সহচরীমাঝে সীতা শোভিতেছে হেন।
ছবিগণমধ্যে শোভে মহা ছবি যেন ॥
করপদ্মে বরমালা ধারণ করেছে।
যেন বিশ্বজয়লক্ষ্মী মূরতি ধরেছে ॥
হৃদয়ে উৎসাহ অতি সঙ্কুচিত দেহ।
এ গূঢ় প্রেমের মর্ম্ম না জানিল কেহ ॥
রামের নিকটে গিয়া রূপ নেহারিল।
চিত্রপুতলীর মত দাঁড়ায়ে রহিল ॥
সুচতুরা সখী কহে শুন রাজবালা।
রঘুবরগলে দেহ এই বরমালা ॥
শুনিয়া যুগল করে মালা উঠাইল।
প্রেমাকুল হেতু গলে দিতে না পারিল ॥
যুগল কমল যেন মৃণাল সহিত।
শশীরে দিতেছে মালা হ'য়ে ভীতচিত ॥
হেরি ছবি গায় সখী সুমঙ্গল গান।
রামগলে মালা সীতা করিল প্রদান ॥
যবে রামগলে সীতা বরমালা দিল।
হেরি বৃন্দারকবৃন্দ কুসুম বর্ষিল ॥

হইল সঙ্কোচযুত যতেক রাজন।
রবিরে হেরিয়া যথা কুমুদের গণ।
নগরে গগনে বাজে বিবিধ বাদন।
হইল বিষণ্ণ খল সুখী সাধুজন॥
সুর নর যক্ষ নাগ কিন্নর মুনীশ।
জয় জয় জয় কহি দিতেছে আশীস॥
আনন্দে অপ্সরাকুল গাইছে নাচিছে।
সুগন্ধ কুসুম ঘন ঘন বরষিছে॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ করে বেদ উচ্চারণ।
বিরুদ-আবলি বন্দী করিছে বর্ণন॥
ত্রিভুবন রাম-যশে হইল পূরণ।
হরের ধনুক রাম করিল ভঞ্জন॥
আরাত্রিক করে যত মিথিলার জন।
বিরতি বিসরি সবে করে পরিছন॥
জানকীর যোগ্য বর ঘনশ্যাম রাম।
আহা কিবা শোভা যেন কোটি রতি-কাম।
সখী কহে ধর সীতা রামের চরণ।
ভয়ে সীতা নাহি করে পদ-পরশন॥
গৌতম-পত্নীর কথা করিয়া স্মরণ।
সাহস না করে পদ করিতে ধারণ॥
রঘুকুলমণি মনে মনে হাস্য করে।
জানি অলৌকিক প্রেম সীতার অন্তরে॥
হেরিয়া জানকীরূপ বিমোহিত মন।
কুলের অঙ্গার যত ক্ষত্রিয়-নন্দন॥
উঠি উঠি গেল সবে বান্ধি পরিকর।
হেথা সেথা করে গিয়া বাক্য-আড়ম্বর॥
কেহ কহে জানকীরে লহ হে কাড়িয়া।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে হেথা রাখহ বান্ধিয়া॥
কি ফল হইল করি ধনুর ভঞ্জন।
সীতারে না দিব মোরা থাকিতে জীবন
সহায়তা করে যদি জনক রাজন।
সবংশে তাহারে মোরা করিব নিধন॥
এত শুনি কহিতেছে সাধু নরপতি।
তোমাদের নাহি লাজ নিতান্ত কুমতি।
তোমাদের বাহুবল তেজ অভিমান।
হরের ধনুক সহ করেছে প্রস্থান॥
শ্রীরামে জিনিতে যদি ক'রে থাক মনে।
লেপি মুখে মসী যাও আপন ভবনে॥

হের রঘুবরে এবে ভরিয়া নয়ন।
লোভ মোহ মদ ঈর্ষা করিয়া বর্জ্জন॥
লক্ষ্মণের কোপ দীপ্ত অনল সমান।
সলভের মত তাহে না ত্যজ পরাণ॥
গরুড়ের খাদ্যে যথা কাকের সাহস।
কেশরীর ভাগে যথা শশক-মানস॥
অকারণক্রোধী যথা শুভ বাঞ্ছা করে।
সম্পদ সৌভাগ্য যথা চাহে দ্রোহী হরে॥
যশ বাঞ্ছা করে যথা লোভী পর-ধনে।
কলঙ্কহীনতা যথা চাহে কামী জনে॥
হরি-বিমুখের যথা মুকতিপ্রাপণ।
তথা অসম্ভব এই লালসা রাজন॥
কোলাহল শুনি তবে সীতা-সখীগণ।
সীতা সহ অন্তঃপুরে করিল গমন॥
গুরুর নিকটে গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করিতে করিতে সীতারূপের বর্ণন॥
জানকী জননী সহ বিষণ্ণ হইল।
পুন বিঘটন বুঝি বিধি ঘটাইল॥
কুমতি-ভূপতিবাক্য করিয়া শ্রবণ।
অগ্রজের ডরে কিছু না কহে লক্ষ্মণ॥
অরুণ নয়নে করে দৃষ্টির চালন।
কেশরী-কিশোর যেন হেরে গজগণ॥
সভাজন দেখি দুষ্টনৃপঅয়োজন।
তাহাদের প্রতি করে গালি বরিষণ॥
হেনকালে শুনি শিবধনুকের ভঙ্গ।
আইল ভার্গবকুল-কমল-পতঙ্গ।
মহীপ সকল হেরি অতি ভয় পায়।
বাজের ঝপটে যেন কপোত লুকায়॥
গৌর কলেবরে ভূতি সাজিয়াছে ভাল।
ত্রিপুণ্ড্র তিলকযুত ললাট বিশাল॥
মস্তকে বিপুল জটা চন্দ্র-নিভানন।
ক্রোধবশে হইয়াছে অরুণ-বরণ॥
ভ্রুকুটীকুটিল কিবা রক্তিম লোচন।
যাহার সহজ রূপে ভীত হয় মন॥
বৃষভকন্ধর উর বাহু সুবিশাল।
গলে যজ্ঞউপবীত আর মৃগছাল॥
কটীতে বাকল তাহে যুগল তূণীর।
শাণিত কুঠার কান্ধে করে ধনু তীর॥

পাবুবেশ কিন্তু কার্য্য অতি ভয়ঙ্কর।
এল বীররস যেন মুনি বেশ-ধর ॥
দেখি ভৃগুপতিরূপ অতীব করাল।
বিকল হইয়া উঠে সকল ভূপাল ॥
পিতার সহিত ল'য়ে আপনার নাম।
করিতে লাগিল ভৃগুপতিরে প্রণাম ॥
সহজ নয়নে মুনি যাহারে হেরিল।
আছে কিছুদিন আয়ু সে জন ভাবিল ॥
জনক আসিয়া করে মস্তক লুণ্ঠন।
করায় সীতারে আনি চরণ-বন্দন ॥
আশীস করিল মুনি শুনি সখীগণ।
আপন সমাজে সবে করিল গমন ॥
বিশ্বামিত্র ভৃগুবরে করে সম্ভাষণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আসি বন্দিল চরণ ॥
রামে হেরি ভার্গবের পলক না পড়ে।
সে যে অপরূপ রূপ মার-মদ হরে ॥
হেরিয়া জনকে পুন ভৃগুর নন্দন।
জিজ্ঞাসিল মিথিলার সব বিবরণ ॥
সমাচার কহি নৃপ করায় শ্রবণ।
যে কারণ নৃপগণ করে আগমন
রাজবাক্য শুনি নীচে দৃষ্টিপাত করি।
দুখণ্ড ধনুক হেরে ভূমির উপরি ॥
কুপিত হইয়া অতি কহিল বচন।
করিল হরের ধনু কহ কে ভঞ্জন ॥
ঝটিতি দেখাও তারে নতুবা হে আজ।
উলটি ফেলিব আমি মিথিলার রাজ ॥
অতি ভীত নরপতি না দিল উত্তর।
হেরি দুষ্ট মহীপাল সানন্দ অন্তর ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি নাগরিক জন।
সকলে হইল ভীত শোক-পরায়ণ ॥
জানকীজননী অতি তরাস পাইল।
এবে বিঘটন বুঝি বিধি ঘটাইল ॥
ভার্গব-বৃত্তান্ত সীতা শুনিয়া বিশেষ।
যুগসম যায় তাঁর অরধনিমেষ ॥
প্রাণভয়ে ভীত লোক করি দরশন।
গতদুখদুখ প্রভু কহিছে বচন ॥
নাথ হে তোমার কোন দাস একজন।
করিয়াছে মহেশের ধনুকভঞ্জন ॥

কি আদেশ আছে প্রভু কহ প্রকাশিয়া।
শুনি ভৃগুপতি কোপে উঠিল জলিয়া ॥
সেবকজনের কার্য্য প্রভুর সেবন।
অহিত অরির সনে কার্য্য মহারণ ॥
হরের কোদণ্ড যেই ক'রেছে ভঞ্জন।
কার্ত্তবীর্য্যসম মম রিপু সেই জন ॥
বিলগ হউক সেই জনতা ছাড়িয়া।
নতুবা বধিব আমি সবারে ধরিয়া ॥
এত শুনি কহে হাসি সুমিত্রানন্দন।
পরশু ধরেছ প্রভু কিসের কারণ ॥
শিশুকালে বহু ধনু করেছি ভঞ্জন।
কর নাই প্রভু ক্রোধ কখন এমন ॥
এ চাপে মমতা তাত কহ কিবা হেতু।
শুনিয়া কহিছে কোপে ভৃগুকুলকেতু ॥
রে নৃপবালক তোর নিকট শমন।
এ যে ত্রিপুরারিধনু জানে সর্ব্বজন ॥
লক্ষ্মণ হাসিয়া কহে শুন ভগবান্।
আমি জানি সব ধনু একই সমান ॥
ভেঙ্গেছে ধনুক তাহে কিবা ক্ষতি লাভ।
সবার আগ্রহ দেখি রাম মহাভাগ ॥
পরশে ভাঙ্গিল নাহি রাঘবের দোষ।
অকারণে মুনি কেন করিতেছ রোষ ॥
ভৃগুপতি কহে হেরি পরশুর ওর।
না জানিস তুই শঠ পরাক্রম মোর ॥
এখন না করি বধ বালক বলিয়া।
আমারে অবজ্ঞা তোর তাপস জানিয়া।
স্বভাবকোপন আমি বালব্রহ্মচারী।
জগতবিদিত ক্ষত্রকুল-অন্তকারী ॥
বাহুবলে নিক্ষত্রিয়া করিয়া অবনী।
করিলাম বিপ্রে দান সমগ্র ধরণী ॥
অর্জ্জুন-হাজার-হাত করেছি ছেদন।
হের এ পরশু মোর মহীপ-নন্দন ॥
জনক জননী তব হবে শোকাকুল।
আমার কুঠার নাশে ক্ষত্রিয় সমূল ॥
হাসিয়া লক্ষ্মণ কহে মধুর বচন।
মহাবীর মুনি তুমি করেছি শ্রবণ ॥
পুনঃপুন দেখা'ছ কি কুঠার আমারে।
ফুকে উড়াইতে চাহ তুমি কি পাহাড়ে ॥

কাপুরুষ নহি মোরা ক্ষত্রিয়নন্দন।
ভীত নাহি হব শুনি তোমার গর্জ্জন॥
হেরিয়া কুঠার আর শরাসন বাণ।
তোমারে কহিনু কিছু সহ অভিমান॥
জানিয়া ভৃগুর কুল আর উপবীত।
সহিলাম সব যাহা কহ অনুচিত॥
সুর মহীসুর গাভি হরিজন পরে।
কেহ নাহি রঘুকুলে অত্যাচার করে॥
হইবে বধিলে পাপ অযশ হারিলে।
ধরিব চরণ তব মারিতে উঠিলে॥
দারুণ কুলিশ সম তোমার বচন।
বৃথা ধনুর্ব্বাণ প্রভু করেছ ধারণ॥
মম অবিনয় এবে ক্ষম মহামতি।
শুনিয়া কহিছে কোপে ভৃগুকুলপতি॥
শুনহ কৌশিক এই কুমতি বালক।
নিতান্ত কালের বশ কুলের নাশক॥
নিরমল-রঘুকুল-চন্দ্রমা-কলঙ্ক।
অবিনীত নিরঙ্কুশ অবোধ অশঙ্ক॥
বাঁচাইতে চাহ যদি ইহার জীবন।
এ দুষ্ট বালকে কর শীঘ্র নিবারণ॥
লক্ষ্মণ কহিল শুন ভৃগুকুলপতি।
বর্ণিবারে তব যশ কাহার শকতি॥
আপনার যশ তুমি আপনার মুখে।
বারম্বার কহিতেছ যথাইচ্ছা সুখে॥
পুনরায় আর কিছু করহ বর্ণন।
কি হেতু দুঃসহ কোপ করিবে ধারণ॥
তুমি বীর তুমি ধীর সমর-পণ্ডিত।
গালি বরিষণ নহে তোমার উচিত॥
রণশূর রণমাঝে দেখায় প্রতাপ।
কাপুরুষজনে কহে অযথা প্রলাপ॥
পুনঃপুন করিতেছ কালে আবাহন।
তাহার সদনে মোরে করিতে প্রেরণ॥
শুনি মুনি লক্ষ্মণের কঠোর বচন।
শাণিত পরশু করে করিল গ্রহণ॥
আর না হইব আমি নিন্দার ভাজন।
কটুবাদী এ বালকে করিলে নিধন॥
বালক বলিয়া আমি ক্ষমি এতক্ষণ।
জানিনু ইহার এবে নিকট মরণ॥

কৌশিক কহিল দোষ ক্ষম মহাশয়।
বালকের গুণ দোষ সাধু নাহি লয়॥
নিশাত কুঠার মম স্বভাবকোপন।
গুরুদ্রোহী হয় এই নৃপতিনন্দন॥
করিতাম কটুবাদী বালকে সংহার।
কৌশিক তোমার শীল রক্ষক ইহার॥
অনায়াসে কাটি এই নৃপসুত-শির।
হইতাম গুরুঋণ শুধিয়া সুস্থির॥
মনে মনে কহে হাসি গাধির নন্দন।
মহামায়া-বিমোহিত ভৃগুপতি-মন॥
লক্ষ্মণ কহিল মুনি স্বভাব তোমার।
কেবা নাহি জানে বল বিদিতসংসার॥
পিতৃমাতৃঋণ শোধি হ'য়েছ অঋণী।
গুরুর নিকটে কেন থাক এবে ঋণী॥
মম শিরোপরে কর সে ঋণ অর্পণ।
দিন চলি গেলে হবে কুশীদবর্দ্ধন॥
এবে মহাজনে হেথা আনহ ডাকিয়া।
অবিলম্বে দিব ধন আধার খুলিয়া॥
কটুবাক্য শুনি মুনি কুঠার তুলিল।
দেখি লোক হাহাকার করিয়া উঠিল।
না দেখাও ভৃগুবর কুঠার আমারে।
ব্রাহ্মণ বলিয়া কিছু না কহি তোমারে॥
নাহি মিলে যোগ্যপাত্র করিবারে রণ।
দেব দ্বিজে করি আমি সর্ব্বথা বর্জ্জন॥
এ বাক্য উচিত নহে কহে সর্ব্বজন।
ইঙ্গিতে অনুজে রাম করে নিবারণ॥
লক্ষ্মণবচন-ঘৃত-আহুতি পাইয়া।
ভৃগুপতিকোপ-অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া॥
তাহা দেখি নবঘন শ্রীরঘুনন্দন।
সুশীতল বাক্যবারি করে বরিষণ॥
লক্ষ্মণ-উপরে কৃপা কর দয়াময়।
দুগ্ধপোষ্য শিশু তব কৃপাপাত্র হয়॥
লক্ষ্মণ প্রভুর যদি প্রভাব জানিত।
সমান উত্তর তবে সে নাহি করিত॥
যদ্যপি বালক কিছু কহে অনুচিত।
মাতা পিতা গুরু হন শুনি হরষিত॥
সেবক বালকে প্রভু হও কৃপাবান্।
কেবা আছে তব সম শীলের নিধান॥

রামবাক্য শুনি মুনি হইল শীতল।
লক্ষ্মণের বাক্যে পুন বাড়ে ক্রোধানল॥
মুনিবর কহে শুন নৃপতিকুমার।
তোমার অনুজ হয় অতি দুরাচার॥
গৌর কলেবর কিন্তু মন মসীময়।
কালকূটমুখ কভু পয়োমুখ নয়॥
তোমার অনুজ দুষ্ট মোরে নাহি মানে।
দুর্ব্বল তাপস দ্বিজ বলি মোরে জানে॥
লক্ষ্মণ কহিল হাসি শুন মহাশয়।
সকল পাপের মূল এক ক্রোধ হয়॥
যার বশে করে লোক দুষ্ট আচরণ।
বিশ্বপ্রতিকূল হ'য়ে করে বিচরণ॥
শুন মুনিরাজ আমি তব অনুচর।
কোপ পরিহরি এবে মোরে দয়া কর॥
আপনার কোপে ধনু যোড়া না লাগিবে।
আসন গ্রহণ কর চরণে বাজিবে॥
অতি প্রিয় হেতু যদি না পার সহিতে।
গুণী শিল্পী ডাকি কর উপায় জুড়িতে॥
হইল লক্ষ্মণবাক্যে জনকের ভয়।
কহে চুপ রহ অনুচিত ভাল নয়॥
থর থর কাঁপে ভয়ে যত পুরজন।
কনিষ্ঠ কুমার কহে অতি কুবচন॥
পুনঃপুন শুনি মুনি বাক্য ভয়হীন।
কোপে তনু জ্বলে হয় তেজ-বল ক্ষীণ।
ভার্গব কহিল শুন কমল-লোচন।
তব অনুরোধে বাঁচে ইহার জীবন॥
অন্তর মলিন তনু সুন্দর কেমন।
বিষরসপূর্ণ স্বর্ণকলস যেমন॥
অনুজে হাসিতে রাম করিল বারণ।
লক্ষ্মণ গুরুর পাশে করিল গমন॥
বিনীত মধুর মৃদু শীতল বচন।
যুগপাণি জুড়ি রাম কহিল তখন॥
শুন ভগবান্ তুমি সহজ সুজন।
বালকের কথা তুমি না কর ধারণ॥
পরিহাসপ্রিয় শিশু সরলস্বভাব।
কেমনে জানিবে সেই ঋষির প্রভাব॥
করে নাই মমানুজ ধনুর ভঞ্জন।
আমি অপরাধী শুন ভৃগুর নন্দন॥
কৃপা কোপ বধ আদি যাহা ইচ্ছা হয়।
এ দাসের প্রতি আজ্ঞা কর মহাশয়॥
সেই আচরণ কর যাহে কোপ যায়।
না কর বিলম্ব প্রভু করহ উপায়॥
কহে মুনি রাম কোপ যাইবে কেমনে।
হেরিতেছে তব ভ্রাতা বক্কিমনয়নে॥
না করিলে লক্ষ্মণের কণ্ঠের ছেদন।
নারিব করিতে আমি কোপ সম্বরণ॥
শুনিয়া আমার এই পরশুর নাম।
ক্ষত্রিয়রমণী-গর্ভস্রাব হয় রাম॥
এই সে কুঠার মম করে বিদ্যমান।
তথাপিও পায় রক্ষা নৃপহুতপ্রাণ॥
না উঠে কাটিতে হাত দহে ছাতি মোর।
হইল কুণ্ঠিত অতি সে কুঠার ঘোর॥
বিধাতা হইল বাম স্বভাব ফিরিল।
আমার হৃদয়ে আজি দয়া উপজিল॥
আজি দৈব মোরে অতি দুখ সহাইল।
শুনিয়া সৌমিত্রি হাসি প্রণাম করিল॥
দয়ার মূরতি প্রভু মোরে অনুকূল।
কহিছে বচন যেন ঝড়িতেছে ফুল॥
প্রভু কলেবরে দয়া করিছে দহন।
ভাগ্যে ক্রোধ দিয়া বিধি করিল রক্ষণ॥
ভৃগুপতি কহে শুন জনক রাজন।
লক্ষ্মণ যাইতে চাহে যমের ভবন॥
করহ উহারে মম দৃষ্টির অন্তর।
দেখিতে বালক কিন্তু দুরাত্মা পামর॥
মুনিবাক্য শুনি হাসি কহিছে লক্ষ্মণ।
না হের আমারে নেত্র কর নিমীলন॥
ভৃগুরাম তবে রামে কহিছে সক্রোধ।
শিবধনু ভাঙ্গি মোরে দিতেছ প্রবোধ॥
তব মতে কহে কহে লক্ষ্মণ নিশ্চয়।
করপুটে কর তুমি আমারে বিনয়॥
কর পরিতোষ মম করিয়া সংগ্রাম।
নতুবা তোমারে আমি না ছাড়িব রাম॥
হরদ্রোহী ত্যজি ছল করহ সমর।
নহিলে অনুজ সহ যাবে যম-ঘর॥
ভৃগুবর কোপভরে কুঠার তুলিল।
মনে হাসি রঘুনাথ চরণ বন্দিল॥

লক্ষ্মণের গুণ এবে মোর পর রোষ।
সান্ত্বনা করিতে গিয়া পাইলাম দোষ॥
বক্রজনে সর্ব্ব লোকে সদা করে ত্রাস।
বঙ্কিম শশীরে নাহি রাহু করে গ্রাস॥
পুন রাম কহে রোষ ত্যজহ মুনীশ।
তোমার কুঠার আগে ধরিয়াছি শীষ॥
যে উপায়ে যায় ক্রোধ তাহা কর স্বামী।
নিতান্ত জানিবে মোরে তব অনুগামী॥
না শোভে সেবক সনে প্রভুর সমর।
এত বিচারিয়া রোষ ত্যজ বিপ্রবর॥
দেখি তব বেশ কিছু বলেছে লক্ষ্মণ।
ইথে কি শিশুর দোষ কহ তপোধন॥
পরশু তোমার করে আর ধনু তীর।
ভাবিল লক্ষ্মণ বুঝি এল কোন বীর॥
জানাছিল নাম নাহি তোমারে চিনিল।
কুলের স্বভাব মত উত্তর সে দিল॥
যদ্যপি হইত মুনিবেশে আগমন।
পদরজ শিরে শিশু করিত ধারণ॥
অজ্ঞ বালকের ভ্রম ক্ষম মহাশয়।
ব্রাহ্মণহৃদয় হয় দয়ার আশ্রয়॥
সমতা তোমার সনে মম নাহি হয়।
চরণ মস্তক কভু সমতুল্য নয়।
তব নাম হ'তে লঘু মম নাম রাম॥
পরশু সহিত বড় হয় তব নাম॥
আমার ধনুকে প্রভু একমাত্র গুণ।
তব উপবীতে আছে পূত নব গুণ॥
তব সনে সব মতে মম পরাজয়।
ক্ষম অপরাধ মোর ভৃগুর তনয়॥
রাম সনে পুনঃপুন ক্ষমা চাহে রাম।
শুনি ভৃগুপতি কহে দুই ভাই বাম॥
নিতান্ত ব্রাহ্মণ বলি জানিলে আমারে।
কেমন ব্রাহ্মণ আমি শুনাই তোমারে॥
চাপ মোর স্রুব পূর্ণ-আহুতি সায়ক।
ভয়ঙ্কর কোপ মোর জ্বলিত পাবক॥
সমিধ আমার চতুরঙ্গ সেনাদল।
আমার যজ্ঞের পশু মহীপ সকল॥
পরশু-কৃপাণে কাটি করি বলিদান।
অসংখ্য সমরযজ্ঞ কৈনু সমাধান॥
নাহি জান রাম তুমি আমার প্রভাব।
সেহেতু সামান্য বিপ্র বলি মোরে ভাব॥
ভাঙ্গিয়া হরের ধনু দর্প বাড়াইলে।
ভাবিয়াছ মনে যেন ব্রহ্মাণ্ড জিনিলে॥
রাম কহে বিচারিয়া দেখ মুনিবর।
মম লঘু ভ্রম তব রোষ অতি বড়॥
ভাঙ্গিল পরশ মাত্রে ধনুক পুরাণ।
কি হেতু করিব আমি ইথে অভিমান॥
করিতাম মনে যদি সামান্য ব্রাহ্মণ।
ধরিতাম তবে কিহে তোমার চরণ॥
দেবতা দনুজ কিম্বা ক্ষত্রিয়সন্তান।
বলাধিক কিবা মম সম বলবান্॥
রণলাগি যেবা মোরে করিবে আহ্বান।
যুঝিব যদ্যপি হয় কালের সমান॥
ক্ষত্রিয় হইয়া যেবা রণে করে ভয়।
কুলের কলঙ্ক বলি তারে সবে কয়॥
বংশের স্বভাব মম শুন তপোধন।
না করে কালের ভয় রাঘবনন্দন॥
ব্রাহ্মণবংশের এই চিরন্তনী রীতি।
যে করে ব্রাহ্মণে ভয় তার যায় ভীতি॥
শুনিয়া রামের মৃদু মধুর বচন।
হইল ভার্গবজ্ঞান মুক্তআবরণ॥
রমাপতি-ধনু রাম করহ গ্রহণ।
ঘুচুক সংশয় কর গুণ সংযোজন॥
রামে দিবামাত্র ধনু গুণযুত হয়।
হেরি ভৃগুবর মনে হইল বিস্ময়॥
পুলকে অঙ্কিত তার হইল শরীর।
রামের প্রভাব দেখি ভৃগুকুলবীর॥
হইল হৃদয় প্রেম-আনন্দে মগন।
জুড়িয়া যুগল কর করিছে স্তবন॥
জয় জয় রঘু-কুল-জলজ-তপন।
গহন-দনুজ-কুল-বিপিন-দহন॥
জয় জয় বিপ্র-সুরধেনু-হিতকারী।
জয় জয় মদ-মোহ-ক্রোধ-ভ্রমহারী॥
জয় জয় গুণশীল করুণাসাগর।
জয় জয় সুবচন রচনানাগর॥
সেবক-সুখদ জয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
কোটি কাম জিনি ছবি অতি মনোহর॥

এক মুখে কি করিব আমি তব স্তুতি।
হর-মন-মানসের হংস সুরপতি॥
না জানিয়া কহিয়াছি বহু অনুচিত।
ক্ষমার মন্দির ক্ষম বিপ্রকুল-হিত॥
কহি জয় জয় জয় রঘুকুলকেতু।
জামদগ্ন্য গেল বনে তপস্যার হেতু॥
দেখি ভৃগুপতিগতি কুটিল নৃপতি।
ভীত হ'য়ে গেল চলি আপন বসতি॥
সুরগণ প্রভু প'রে বরষিছে ফুল।
হরষিত পুরজন গেল ভয় শূল॥
গহ গহ বাজিতেছে বিবিধ বাদন।
চারিদিকে মনোহর সাজিল সাজন॥
যূথে যূথে মিলি যত হরিণনয়নী।
করিতেছে কলগান কোকিলবচনী॥
কে পারে জনকসুখ করিতে বর্ণন।
জনম দরিদ্র যেন পাইল রতন॥
গেল ভয় হ'ল সুখী জনকঝিয়ারী।
বিধুর উদয়ে যথা চকোরকুমারী॥
জনক করিল আসি কৌশিকে প্রণাম।
প্রভুর প্রসাদে ধনু ভাঙ্গিল শ্রীরাম॥
কৃতার্থ করিল মোরে এই দুই ভাই।
এখন উচিত যাহা করহ গোঁসাই॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন নৃপতিপ্রবীণ।
বিবাহ কেবল ছিল চাপের অধীন॥
ধনুর ভঞ্জন মাত্র বিবাহ হইল।
সুরাসুর নাগ নর সকলে জানিল॥
তথাপি করহ তুমি বংশ-ব্যবহার।
বিপ্রকুলবৃন্দে পুছি বিহিত আচার॥
অযোধ্যা নগরে দূত করিয়া প্রেরণ।
দশরথ নৃপতিরে কর আনয়ন॥
জনক কহিল ভাল কহিলে কৃপাল।
অযোধ্যা যাউক দূত আনিতে ভূপাল॥
বিদেহ ডাকিল তবে যত মহাজন।
তাহারা করিল আসি চরণবন্দন॥
হাট বাট দেবালয় পুরবাসি-বাস।
আদেশিল সাজাইতে পুর-চারিপাশ॥
আজ্ঞা পালিবারে তারা করিল গমন।
ভৃত্যগণে ডাকি কহে জনক রাজন॥

বিচিত্র মণ্ডপ গিয়া কর নিরমাণ।
আজ্ঞা শিরে ধরি তারা করিল প্রয়াণ॥
আনাইল তারা গিয়া শিলপী সকল।
মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে পরম কুশল॥
বিধিরে বন্দিয়া তারা আরম্ভ করিল।
কনককদলীস্তম্ভ অনেক রচিল॥
হরিত মণির পত্র পদ্মরাগ ফুল।
রচনা হেরিয়া হয় বিধাতার ভুল॥
বাহিরে করিল স্তম্ভ মণিতে খচিত।
নানাবর্ণ মণিপত্রে তাহে সুরচিত॥
কনক-তাম্বূললতা তাহে জড়াইল।
সবুজ মণির পত্র তাহে লাগাইল॥
সহজ লতার মত বন্ধ বানাইল।
মাঝে মাঝে মুকুতার দাম ঝুলাইল॥
বিবিধবরণ মণি করিয়া বিস্তার।
রচিল কমল হেরি লাগে চমৎকার॥
বিবিধ বিহগ ভৃঙ্গ করিল রচন।
পবনপ্রসঙ্গে করে গুঞ্জন কূজন॥
দেবতাপ্রতিমা স্তম্ভ করেছে ধারণ।
মাঙ্গলিক দ্রব্য করে করিয়া গ্রহণ॥
নীলমণি-আম্রপত্র রেসমে বান্ধিয়া।
হেমবৃন্ত গঠি তাহে দিল ঝুলাইয়া॥
মঙ্গলকলস বহু নির্ম্মাণ করিল।
চামর পতাকা ধ্বজ অসংখ্য রচিল।
উজ্জ্বল মণির দীপ গঠিল বিস্তর।
গঠনকৌশল জন-মনোমুগ্ধকর॥
যে মণ্ডপ বৈদেহীর লাগি বিরচিল।
তার শোভা কহে হেন কবি না হইল॥
রূপগুণ-শোভানিধি বর রঘুবর।
তাঁহার মণ্ডপ বিশ্বমাঝে উজাগর॥
রাজার ভবনশোভা হইল যেমন।
পুরে প্রতিগৃহশোভা হইল তেমন॥
সেকালে মিথিলা পুর হেরেছে যে জন।
লঘু বলি সর্ব্ব লোক সে করে গণন॥
নীচজাতি গৃহশোভা করি দরশন।
মোহে অভিভূত হয় সুরপতিমন॥
যে পুরে করিল বাস হরির ললনা।
সারদা করিতে নারে তাহার বর্ণনা॥

পঁহুছি জনকদূত অযোধ্যা নগরে।
পাইল সৌষ্ঠব হেরি আনন্দ অন্তরে॥
আসি রাজদ্বারে তারা নৃপে জানাইল।
শুনি ভূপ প্রবেশিতে আদেশ করিল॥
প্রণাম করিয়া নৃপে দূত পত্র দিল।
মুদিত মহীপ উঠি আপনি লইল॥
করিতে করিতে পাঠ বারি-বিলোচন।
কণ্টকিতকলেবর প্রেম-নিমগন॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণলিপি হৃদয়ে ধরিল।
বিভোর হইয়া সুখে পড়িতে নারিল॥
ধৈর্য্য ধরি পুনরপি পত্রিকা পড়িল।
পত্র শুনি সভাসদ আহ্লাদ পাইল॥
ভরত খেলিতেছিল শত্রুঘ্ন সহিত।
দূতআগমন শুনি আইল ত্বরিত॥
পিতারে সাদরে আসি জিজ্ঞাসা করিল।
কোথা হ'তে তাত এই পত্রিকা আসিল॥
মম প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কহ তাত কোন দেশে আছেন কেমন॥
ভরতের স্নেহবাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুনরপি করে রাজা পত্রিকা পঠন।
দুই ভাই পুলকিত পত্রিকা শুনিয়া।
অকৃত্রিম স্নেহে মন উঠিল মাতিয়া॥
ভরতের অকৃত্রিম স্নেহ নিরখিয়া।
ভাসিল আনন্দরসে সভাজন-হিয়া॥
নৃপতি নিকটে তবে দূতে বসাইল।
তুষিয়া মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল॥
কহ দূত মম দুই শিশুর কুশল।
অবশ্য তোমরা চক্ষে দেখেছ সকল॥
এক শ্যাম এক গৌর করে ধনুঃশর।
বয়সে কিশোর সঙ্গে কুশিকপ্রবর॥
চিনিয়া থাকহ যদি কহ হে আমারে।
প্রেমেতে বিবশ রাজা পুছে বারে বারে॥
যেদিন হইতে ল'য়ে গেল মুনিবর।
সেদিন হইতে কিছু না পাই খবর॥
কেমনে মিথিলাপতি সন্ধান পাইল।
প্রিয়বাক্য শুনি দূত কহিতে লাগিল॥
মহীপমুকুটমণি করহ শ্রবণ।
তোমার সমান ধন্য নাহি কোন জন॥
যাহার তনয় দুই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চরাচর-জীবপ্রিয় বিশ্ববিভূষণ॥
কে না জানে মহারাজ তোমার নন্দনে।
মনুজকেশরী আলো করে ত্রিভুবনে॥
যাহাদের যশ আর প্রতাপ বিমল।
শশীরে মলিন করে রবিরে শীতল॥
বিনা পরিচয়ে মোরা পারিনু চিনিতে।
দীপের কি প্রয়োজন রবিরে হেরিতে॥
এসেছিল মিথিলাতে অনেক ভূপতি।
বিপুলবিক্রম সবে অমিতশকতি॥
ভাঙ্গিতে নারিল কেহ শিবশরাসন।
হারিয়া পাইল লাজ কৈল পলায়ন॥
ভুবনভিতরে যত বীরমানী ছিল।
হরধনু সবাকার গৌরব নাশিল॥
অনায়াসে সুরাসুরে যেজন জিনিল।
ধনুর নিকটে গিয়া সেও পলাইল॥
কৌতুকে কৈলাসে যেই তুলিয়া ধরিল।
হরের কোদণ্ড সেও ভাঙ্গিতে নারিল॥
রাম রঘুবংশমণি শুন মহীপাল।
ভাঙ্গিল সে ধনু যেন গজ পদ্মনাল॥
শুনি কোপভরে আসি ভৃগুর নন্দন।
করিল রাঘবে বহু তর্জ্জন গর্জ্জন॥
রামবল দেখি তেহ নিজধনু দিল।
স্তুতিবাদ করি রামে গমন করিল॥
মিথিলা নগরে শোভা করিয়াছে রাম।
অনুজ লক্ষ্মণ সহ মহাবলধাম॥
কাঁপে নৃপকুল যারে করি দরশন।
কেশরিকিশোরে হেরি যথা করিগণ॥
মহারাজ তব দুই বালকের ত্রাসে।
সম্মুখে আগিয়া কোন বীর নাহি আসে॥
শুনি প্রিয় বাক্য রাজা দূতের কথিত।
প্রেমরস বীররস একত্র মিলিত॥
সভা সহ দশরথ আনন্দ পাইল।
অমূল্য রতন দিতে দূতে আজ্ঞা দিল॥
অনীতি কহিয়া দূত মুদিল শ্রবণ।
ধরম বিচারি সুখী হ'ল সভাজন।
ভূপ উঠি গেল তবে বশিষ্ঠভবন।
গুরুরে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥

শুনি মুনি কহে বাণী সন্তুষ্ট হইয়া।
আছে পুণ্যজনসুখ ভুবন ছাইয়া।
যদিও নিষ্কাম তবু সব সুখ পায়।
সাগরের দিকে যথা নদনদী যায়॥
সম্পদ সমৃদ্ধি নাহি চাহে পুণ্যজন।
তথাপি আপনি তারা করে আগমন॥
তুমি বিপ্রগুরুধেনুসুরকুলসেবী।
পুণীতচরিতা তথা শ্রীকৌশল্যা দেবী॥
তব সম পুণ্যবান জগতমাঝারে।
হইবে না হয় নাই কহিনু তোমারে॥
তোমার অধিক পুণ্য আছে আর কার।
রামের সদৃশ পুত্র-রতন যাহার॥
সুধীর বিনীত ধর্ম্মব্রতপরায়ণ।
গুণের সাগর চারি তোমার নন্দন॥
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে তোমার কল্যাণ।
সাজায়ে বরাত চল তুলিয়া নিশান॥
গুরুবাক্য শুনি নৃপ চরণ বন্দিল।
দূতে বাস দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশিল॥
অন্তঃপুর-জনে তবে নৃপতি ডাকিল।
জনকপত্রিকা পড়ি সবে শুনাইল॥
আনন্দ পাইল সবে শুনিয়া সন্দেশ।
অন্য কথা বিস্তারিয়া কহিল নরেশ॥
প্রেমপ্রফুল্লিততনু যত রাণীগণ।
শিখি-কুল শুনি যথা জলদগর্জ্জন॥
হরষে আশীস দিল গুরুর রমণী।
স্নেহভরে গেল ডুবি রামের জননী॥
একে একে প্রিয় লিপি করিয়া গ্রহণ।
হৃদয়ে রাখিয়া করে তাপ নিবারণ॥
সানুজ রামের যত কীরতি করণ।
পুনঃপুন নরপতি করিল কীর্ত্তন॥
গুরুদেব সুপ্রসন্ন মহিষীরে বলি।
আপন বিশ্রাম গৃহেনৃপ গেল চলি॥
তবে রাণীগণ বহু বিপ্রে নিমন্ত্রিল।
কনক বসন আদি নানা দান দিল॥
দানে তুষ্ট তবে হ'য়ে যতেক ব্রাহ্মণ।
আশীর্ব্বাদ দিয়া গৃহে করিল গমন॥
লভিয়া যাচক সব নানাবিধ ধন।
কহে চিরজীবী হ'ক রাজার নন্দন॥

রাজভৃত্য ধরি বস্ত্র বিবিধ বরণ।
ডঙ্কা মারি পুরে করে সম্বাদ রটন॥
পায় যবে সমাচার পুরবাসী জন।
প্রতিস্বরে বাজাইল বিবিধ বাদন॥
হইল ত্রিলোক ভরি মহা উতসাহ।
রামসনে জানকীর হইবে বিবাহ॥
সুসম্বাদ শুনি সব লোক অনুরাগে।
ঘর পথ গলি যত সাজাইতে লাগে॥
যদিও অযোধ্যাপুর সদানন্দময়।
রামের পবিত্র ধাম মঙ্গলআলয়॥
তথাপি প্রেমের পূত রীতি অনুসারে।
বিবিধ রচনা সবে লাগে করিবারে॥
বিচিত্র পতাকা-ধ্বজ সুচারু চামর।
সজ্জিত করিল দিয়া পুরের ভিতর।
কনককলস সবে তোরণে রাখিল।
হরিদ্রা আতপ দূর্ব্বা দধি তাহে দিল॥
সুসজ্জিত করি সবে নিজ নিকেতন।
সুবাসিত জলে করে পথের সেচন॥
যেথা সেথা যূথে যূথে ভামিনী মিলিয়া।
বিদ্যুতবরণী চৌদ্দ কলাতে সাজিয়া॥
পূর্ণচন্দ্রমুখীমৃগশাবকলোচনী॥
আপনার রূপে রতিমানবিমোচনী॥
মঙ্গল মধুরগীত সমস্বরে গায়।
শুনি কলরব কল-কণ্ঠ লাজ পায়॥
ভূপতি-ভবনশোভা না হয় বর্ণন।
রচনবিতান যথা বিশ্ব-বিমোহন॥
মাঙ্গলিক নানাদ্রব্য করিল স্থাপন।
ভূতলগগন-ভেদী বাজিল বাদন॥
কোথাও বিরদ বন্দী করে উচ্চারণ।
কোথাও বেদের ধ্বনি করিছে ব্রাহ্মণ॥
করে সুমঙ্গল গান যুবতীর গণ॥
শ্রীরাম-জানকীনাম করিয়া গ্রহণ॥
অসামান্য সে উৎসাহ সামান্য ভবন।
উমগি চলিছে যেন ভেদিয়া গগন॥
দশরথসদনের সৌন্দর্য্য-রচনা।
হেন কবি কেবা আছে করিবে বর্ণনা॥
সব সুরশিরোমণি চিদানন্দ রাম।
লইল জনম যথা শোভা গুণধাম॥

ভরতে কহিল নৃপ শুন বাছাধন।
সজ্জিত হইতে কহ মম সেনাগণ॥
অবিলম্বে চল সবে রামের বরাত।
হইল দু-ভাই শুনি পুলকিতগাত॥
ভরত তখন যত সেনানী ডাকিল।
সুসজ্জিত হইবারে সবে আজ্ঞা দিল॥
সাজাইল চতুরঙ্গ সেনার সমাজ।
নানাবর্ণ গজ বাজি করিছে বিরাজ॥
অশ্বগণ হ্রেষারব করে ঘন ঘন।
খুরের আঘাতে করে ভূমি বিদারণ॥
মনের আবেগ কিছু না হয় বর্ণন।
উড়িবারে চাহে যেন নিন্দরি পবন॥
হইল অশ্বের পর বালক সোয়ার।
ভরত প্রভৃতি যত রাজার কুমার॥
সুভূষণ-ধারী সবে পরম সুন্দর।
সবার কটিতে তূণ হাতে ধনুঃশর॥
প্রতি সোয়ারের পাশে দুই দুই জন।
চলিল পদাতি অসি করিয়া ধারণ॥
রণবীর রণসাজে সজ্জিত হইল।
পুরের বাহিরে আসি সবে দাড়াইল॥
মধুর পণবধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
বিচিত্র কৌশলে অশ্ব করিছে নর্ত্তন॥
রথের পতাকাধ্বজ সুবর্ণখচিত।
মুকুতার দাম তাহে অতিসুশোভিত॥
সুচারু চামর করে কিঙ্কিনীর ধ্বনি।
তার তুলনায় রবিরথ নাহি গণি॥
শ্যামকর্ণ অগণিত তুরগ আছিল।
সারথি তাদেরে নাহি রথে নিয়োজিল॥
রত্ন-আভরণে করে তাদেরে ভূষিত।
যাদেরে হেরিয়া মুনিমন বিমোহিত॥
জলে স্থলে করে তারা সমান গমন।
চন্দ্রে নৃপবল শোভা করিয়া বর্দ্ধন॥
বিবিধ আয়ুধ রথে তুলিয়া লইল।
রথীরে সারথী তবে রথে চড়াইল॥
রথে চড়ি রথী পুরবাহিরে আইল।
গ্রামে গ্রামে বরযাত্র জুটিতে লাগিল॥
ঘণ্টানাদ করি চলে মত্তগজগণ।
শ্রাবণ-বারিদ যেন করিছে গর্জ্জন॥

অপর বাহন চলে অনেক বিধান।
সুভঙ্গ শিবিকা আর সুখাসন যান॥
বিপ্রবৃন্দ চলে তাহে করি আরোহণ।
যেন শ্রুতিগণ মূর্ত্তি করেছে ধারণ॥
স্তাবক মাগধ সূত আর বন্দিগণ।
যথাযোগ্য যানে চড়ি করিল গমন॥
তুরগ বৃষভ উট খর অগনন।
চলিল বিবিধ বস্তু করিয়া বহন॥
করিয়া কঁউর কান্ধে অসঙ্খ্যাকাহার।
বহিয়া চলিল দ্রব্য অসঙ্খ্য প্রকার॥
চলিল সেবক যত কে করে গণনা।
করি নিজ নিজ সাজ সমাজ-রচনা॥
পুলকিততনু সবে হরষিতমন।
দেখিবারে চলে রামে ভরিয়া নয়ন॥
গজঘণ্টারব আর গজের গর্জ্জন।
চারিদিকে বাজি-হ্রেষা রথের নিস্বন॥
জলদে নিদরি বাজে বিবিধ বাজন।
সে তুমুল নাদে হয় বধির শ্রবণ।
রাজদ্বারে সমবেত লোক অগণিত।
পাষাণ হইল রজ পদবিদলিত॥
অট্টালিকা পরে আছে নারী দাঁড়াইয়া
লইয়া মঙ্গলদ্রব্য আরতি লাগিয়া॥
করিতেছে মাঙ্গলিক গীত মনোহর।
অতুল আনন্দপূর্ণ সবার অন্তর॥
সুমন্ত্র তখন দুই রথ সাজাইয়া।
রবিবাজি নিন্দি বাজি তাহাতে জুড়িয়া॥
রাজার সমীপে আনি করিল স্থাপন।
দেখি নরপতি হয় আনন্দিতমন॥
একরথে ধনুর্ব্বাণ ছিল সুসজ্জিত।
অন্য রথে ছিল দ্রব্য ব্রাহ্মণবিহিত॥
সেই রথে গুরুদেব কৈল আরোহণ।
অন্যরথে চড়ে নৃপ স্মরি গজানন॥
বশিষ্ঠসহিত নৃপ শোভিল কেমন।
সুরগুরুসনে শোভে দেবেন্দ্র যেমন॥
বেদবিধি কুলরীতি করি সমাপন।
সকল বরাত সজ্জা করি দরশন॥
পাইয়া গুরুর আজ্ঞা শ্রীরামে স্মরিয়া।
চলিল নৃপতি তবে শঙ্খ বাজাইয়া॥

বরাত হেরিয়া হরষিত সুরগণ।
মঙ্গলকুসুম সবে করে বরিষণ॥
চলে হয় গজ করি তুমুল নিস্বন।
আকাশে বিবিধ বাদ্য বাজিল তখন॥
সুরনরনারী করে সুমঙ্গল গান।
বাজিছে সানাই কিবা শুদ্ধ রাগ তান।
মধুর ঘণ্টার রব কে করে বর্ণন।
শুনিয়া হৃদয় হয় আনন্দে পূরণ॥
বিবিধ কৌতুক করে বিদূষকগণ।
পরিহাসপ্রিয় অতি চতুর সুজন॥
নাচাইছে তালে তালে তুরগে কুমার।
নিশান মৃদঙ্গ রাখি কোলে আপনার॥
না করে তালের বিধি কখন লঙ্ঘন।
হেরিয়া চতুর নট বিমোহিতমন॥
সুন্দর বরাত-সজ্জা অকথ্যকথন।
হইতেছে চারিদিকে মঙ্গল লক্ষণ॥
নীলকণ্ঠ বামদিকে করে বিচরণ।
সর্ব্বত্র নৃপের শুভ করিছে রটন॥
বায়স দক্ষিণদিকে করিছে নিস্বন।
না পাইল পথে কেহ নকুলদর্শন॥
অনুকূল শীত মন্দ বহে সমীরণ।
সঘট সশিশু নারী করিছে গমন॥
লোবা পাখী ফিরি ফিরি দিছে দরশন।
সম্মুখে বাছুরে দুগ্ধ দিছে গাভীগণ॥
দক্ষিণে মৃগের শ্রেণী করিছে ভ্রমণ।
দেখাইছে দিল যেন সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
ক্ষেমঙ্করী করিতেছে ক্ষেম আসংশন।
বামে তরু পরে শ্যামা করিছে কূজন॥
দেখিলে সম্মুখভাগে দধি আর মীন।
আসিছে পুস্তককরে ব্রাহ্মণ প্রবীণ॥
অভিমতফলদাতা সকল লক্ষণ।
মিলিত হইল নৃপহিতের কারণ॥
মঙ্গল লক্ষণ সব সুগম তাহার।
সগুণ সুন্দর ব্রহ্ম তনয় যাহার॥
পাত্রী শ্রীজানকী আর বর রঘুবর।
বৈবাহিক দশরথ মিলিলা ঈশ্বর॥
এ বিবাহ শুনি নাচে লক্ষণসকল।
মোদের জনম বিধি করিল সফল॥

এইরূপে করে যত বরাত প্রয়াণ।
গাজে হয় গজ বাজে বিবিধ নিশান।
সবল আসিছে শুনি ভানুকুলকেতু।
মিথিলেশ নদী পরে বান্ধাইল সেতু॥
মাঝে মাঝে পথে নিরমিল নিকেতন।
দেবভোগ্য দ্রব্য তথা কৈল আয়োজন
আশন বসন আর শয়ন সুন্দর॥
নিজ নিজ রুচিমত পায় সব নর।
সুখতৃপ্তিকর দ্রব্য প্রত্যহ নূতন।
হেরিয়া ভুলিল গৃহ বরযাত্রগণ॥
বাদ্যের তুমুল রব করিয়া শ্রবণ।
আসে বরযাত্র মনে জানিল রাজন॥
গজ রথ পদচর সুসজ্জিত করি।
বরযাত্রে লইবারে চলে আশু সরি॥
সুবাসিত বারিপূর্ণ কনককলস।
বিবিধ ভোজনদ্রব্য সুমিষ্ট সরস॥
সুস্বাদু পকান্ন আর নানাবিধ ফল।
অসঙ্খ্য সুবর্ণথালে পুরিয়া সকল॥
দশরথ নৃপতির ভেটের কারণ
মিথিলার পতি সব করিল প্রেরণ॥
দধি আর শালিচিড়া ভরি ভারে ভার।
চলিল লইয়া বহি অসঙ্খ্য কাহার॥
আর যত মাঙ্গলিক দ্রব্য উপহার।
পাঠাইল নৃপ সঙ্খ্যা কে করে তাহার
আসিছে জনক যবে দেখিল বরাত।
হইল আনন্দযুত পুলকিতগাত॥
সমাজ সহিত নৃপ আইল দেখিয়া।
বরপক্ষে বহুবাদ্য উঠিল বাজিয়া॥
আনন্দে উভয় পক্ষ মিলন লাগিয়া।
চলে দুইসিন্ধু যেন বেলারে লঙ্ঘিয়া॥
বরষি কুসুম সুরসুন্দরী গাইছে।
গগনে বিবিধ দেবদুন্দুভি বাজিছে॥
উপহার বস্তু সব ধরি নৃপআগে।
জনক বিনয় করে অতি অনুরাগে॥
প্রেমের সহিত নৃপ করিল গ্রহণ।
পাইল বিবিধ ধন যাচকের গণ॥
বিধিমতে দশরথে করিয়া পূজন।
জনক চলিলা লয়ে বাসের ভবন॥

জনক পাতিয়াছিল বিচিত্র বসন।
তদুপরি নৃপ করে চরণ ক্ষেপণ॥
ঐশ্বর্য্য হেরিয়া গর্ব্ব ত্যজে বৈশ্রবণ।
কহি জয় করে সুর পুষ্প বরিষণ।
সবাকারে দিল রাজা সুন্দর ভবন।
বাস করিবার লাগি সহ পরিজন॥
আইল বরাত পুরে জানিকী জানিলা।
আপন মহিমা কিছু প্রকট করিলা॥
সব মহাসিদ্ধিগণে হৃদয়ে স্মরিলা।
রাজার আতিথ্যলাগি সবে নিযোজিলা॥
সীতার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
জনাবাসে চলি গেল যত সিদ্ধিগণ॥
দেবতাদুর্ল্লভসুখ-সম্পদ-বিলাস।
বরযাত্রপাশে গিয়া করিল প্রকাশ॥
বরযাত্র নিজ নিজ গৃহে প্রবেশিয়া।
হেরিল স্বর্গের সুখ রয়েছে ছাইয়া॥
বিভবের ভেদ কিছু কেহ না জানিল
জনক নৃপেরে সবে সাধুবাদ দিল।
জানকীমহিমা বুঝি কমললোচন।
অন্তরে অতুল সুখ পাইলা তখন॥
পিতৃ-আগমন তবে করিয়া শ্রবণ।
হইল আনন্দে মগ্ন শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
বিশ্বামিত্রভয়ে কিছু না পারে কহিতে
হৃদয়ে লালসা কিন্তু পিতারে হেরিতে।
ঋষি বিশ্বামিত্র হেরি রামের বিনয়।
আপনার মনে সুখ পায় অতিশয়॥
হরসে লইল কোলে শ্রীরামলক্ষ্মণে।
পুলকিততনু জল ঝরিছে নয়নে॥
দশরথ-জনাবাসে করিল গমন।
যায় সরোবরে যথা পিপাসিত জন॥
রামসনে মুনিবরে আসিতে দেখিয়া।
ভেটিবারে নৃপবর চলিল উঠিয়া॥
সুখসিন্ধু-মাঝে ভূপ ভাসিতে আছিল।
এতক্ষণে যেন থাই লইতে চলিল॥
মুনির চরণ নৃপ করিল বন্দন।
শির পরে পদরজ করিল ধারণ॥
বিশ্বামিত্র দশরথে আলিঙ্গন দিল।
আশীস করিয়া তাঁরে কুশল পুছিল।

পিতৃদেবে দুই ভাই প্রণাম করিল।
পুত্রমুখ হেরি নৃপ আনন্দ পাইল॥
দুঃসহ বিরহদুখ ভূপতি ত্যজিল।
মৃতকশরীরে যেন জীবন লভিল॥
বন্দিল দু'ভাই তবে বশিষ্ঠচরণ।
প্রমুদিত মুনি হৃদে করিল ধারণ
বিপ্রবৃন্দে দুই ভাই করিল বন্দন।
শুভ আশীর্ব্বাদ দিল যতেক ব্রাহ্মণ॥
ভরত অনুজ সহ করিল প্রণাম।
তাহারে লইল কোলে কৃপাসিন্ধু রাম॥
ভরতে শত্রুঘ্নে দেখি সুমিত্রানন্দন।
প্রেমে পরিপূর্ণ হ'য়ে করিল মিলন॥
পুরজনে পরিজনে আর জ্ঞাতিজনে।
শ্রীরাম করিল যথাযোগ্য সম্ভাষণে॥
রামে হেরি বরাতের জুড়াইল মন।
পিরীতির রীতি নারি করিতে বর্ণন॥
নৃপের সমীপে শোভিতেছে সুত চারি।
ধর্ম্মাদিক চারি ফল যেন তনুধারী॥
সসুত কৌশলভূপে করি দরশন।
হইল নগরলোক প্রমুদিতমন॥
কুসুম বরষি সুর হানিছে নিশান।
নাচিতেছে নাকনটী করি কল গান।
সতানন্দ ঋষি আর বিপ্রমন্ত্রিগণ।
সচিব মাগধ সুত আদি বন্দিজন॥
বরাত সহিত নৃপে করিয়া সম্মান।
আদেশ মাগিয়া সবে চলে আগুয়ান॥
শুভলগ্নে বরযাত্র কৈল আগমন।
হইল নগরবাসী আনন্দিতমন॥
বিধাতার সাধে চাহে সময়বর্দ্ধন।
ব্রহ্মানন্দে সবলোক হইল মগন॥
সৌন্দর্য্য-অবধি সীতা রঘুকুলমণি।
সুকৃতঅবধি দুই ভূপশিরোমণি॥
মিলিত হইয়া যেথা-সেথা পুরজন।
করে হেনমত বাক্য সবে উচ্চারণ॥
জানকীজনক নৃপ সুকৃতমূরতি।
পুণ্য-সমষ্টির মূর্ত্তি কোশলভূপতি॥
ইহাদের সম কেহ শিবে না পূজিল।
ইহাদের সম ফল কেহ না পাইল॥

ইহাদের সম কেহ নহিল জগতে।
হ'বে না হবার নয় কহি ভালমতে ॥
আমাদের পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত আছিল।
সেহেতু জনকপুরে জনম হইল ॥
সীতা-রামছবি মোরা করিনু দর্শন।
আমাদের সম কেবা আছে পুণ্যজন।
পুনরপি রঘুবীর-বিবাহ হেরিব।
লোচনের লাভ মোরা সকল লভিব ॥
পরস্পর কহিতেছে কোকিলবচনী।
এ বিবাহে বড়লাভ শুন সুলোচনি ॥
মোদের সৌভাগ্য সখি না হয় বর্ণন।
হেরিনু নয়ন ভরি শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
বিবিধ আতিথ্যবিধি চলিতে লাগিল।
এসম্বন্ধ অতি প্রিয় সবার হইল ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ যবে জনকভবন।
আসে হেরি হয় সুখী পুরবাসী জন ॥
যেমতি রামের জোট অনুজ লক্ষ্মণ।
তেমতি নৃপের আছে আর দু'নন্দন।
এহেন শ্যামল-গৌর ভুবনমোহন।
যে হেরেছে সখি সেই করিছে কীর্ত্তন ॥
এক নারী কহে সখি করহ শ্রবণ।
নিরমিল নিজ করে যেন পদ্মাসন ॥
শ্রীরাম-ভরত যেন অভিন্নমুরতি।
সহজে চিনিতে পারে কাহার শকতি ॥
শত্রুঘ্ন-লক্ষ্মণ উভে হয় একরূপ।
নখ শিখ সর্ব্ব-অঙ্গ একই স্বরূপ ॥
ভাবিলে অসীম সুখ লাভ হয় মনে।
উপমা নাহিক সখি এতিন ভুবনে ॥
জগতে সুকবি কেহ না পায় তুলনা ॥
কেমনে তুলসীদাস করিবে কল্পনা ॥
শীল বিদ্যা বল শোভা বিনয়ের নিধি।
ইহাদের সম কারে না গড়িল বিধি ॥
অঞ্চল পসারি কহে যতেক রমণী।
মোদের বিনয় এবে শুন পদ্মযোনি ॥
এচারি ভ্রাতার প্রভু বিবাহবিধান।
ঘটাও এ পুরে মোরা করি শুভ গান ॥
পুলকিত নারী সবে কহিছে বচন।
পুরারি মোদের বাঞ্ছা করহ পূরণ ॥
এইরূপ অভিলাষ সকলে করিছে।
উমগি উমগি হৃদে আনন্দ ভরিছে ॥
সীতাস্বয়ম্বরে যত নৃপ এসেছিল।
চারি ভূপসুতে হেরি মুদিত হইল ॥
বরণিয়া রামযশ বিশদ বিশাল।
নিজ গৃহে চলি গেল সব মহীপাল ॥
হেনমতে কিছু দিন হইল অতীত।
পুরজন বরযাত্র সবে প্রমুদিত ॥
মঙ্গল লগন দিন আইল যখন।
মার্গশীর্ষ হিম ঋতু সুখ-আয়তন ॥
সুগ্রহনক্ষত্রতিথি যোগ বর বার।
লগন শোধিয়া বিধি করিল বিচার ॥
দিন স্থির করি ব্রহ্মা নারদে প্রেরিল।
নিমিকুলাচার্য্যে মুনি আসিয়া কহিল ॥
এ বৃত্তান্ত লোক যবে করিল শ্রবণ।
কহে জ্যোতির্ব্বিদ নিজে কমল-আসন ॥
গোধূলি বিমল কাল সর্ব্বশুভমূল।
কহিল বিদেহ বিপ্র জানি অনুকূল ॥
পুরোহিতে ডাকি তবে কহিল রাজন।
বিলম্ব করহ এবে কিসের কারণ ॥
শতানন্দ গিয়া তবে সচিবে কহিল।
মঙ্গলকলস মন্ত্রী সাজায়ে লইল ॥
পণব মৃদঙ্গ শঙ্খ বাজিতে লাগিল।
মাঙ্গলিক দ্রব্য যত প্রথমে চলিল ॥
পুরের বালিকা গায় সুমঙ্গল গীত।
করিতেছে দেবধ্বনি ব্রাহ্মণ পুণীত।
করিয়া সকল সজ্জা গৌতমনন্দন।
দশরথজনাবাসে করিল গমন ॥
কোশলপতির ঋদ্ধি হেরিয়া নয়নে।
দেবেন্দ্রবিভব ঋষি লঘু ভাবে মনে।
সময় হইল কর পদ সঞ্চালন ॥
ভূপতি-আদেশে তবে বাজিল বাজন ॥
গুরুসনে কুলবিধি জিজ্ঞাসি রাজন।
চলিল লইয়া সঙ্গে বরযাত্রগণ ॥
অযোধ্যাপতির ভাগ্য ব্রহ্মাদি দেখিয়া।
বাখানিল দেবজন্ম বিফল ভাবিয়া ॥
এবে শুভ অবসর দেবতা জানিয়া।
নানাবাদ্য বাজাইল পুষ্প বরষিয়া ॥

শিব ব্রহ্মা আদি যত দেবতাবরূথ।
আরোহি বিমানে সহ আপনার যূথ॥
প্রেমে পুলকিততনু হৃদয়ে উৎসাহ।
দেখিবারে চলে শুভ রাঘববিবাহ॥
হেরিয়া জনকপুর সুর অনুরাগে।
সবারে আপন লোক অতি লঘু লাগে॥
চকিত হইয়া হেরে সৌন্দর্য্য-বিতান।
নানাবিধ অলৌকিক রচনাবিধান॥
নগরের নারী নর রূপনিকেতন।
স্বধর্ম্মনিরত সবে সুশীল সুজন॥
তাঁহাদের আগে সুর হইল মলিন।
শশীর সমীপে যথা উড়ু প্রভাহীন॥
হইল বিস্ময় অতি বিরিঞ্চির মনে।
আপন কৌশল কিছু না হেরি নয়নে॥
মহাদেব কহে দেব না ভাব বিস্ময়।
ভাবি দেখ অদ্য সীতা-রাম-পরিণয়॥
জগতে যাঁদের নাম করিলে গ্রহণ।
অশেষ পাপের মূল হয় নিকৃন্তন॥
করতলগত হয় অর্থচতুষ্টয়।
সেই সীতা রাম এই কহিনু নিশ্চয়॥
এইরূপে দেবগণে শিব বুঝাইয়া।
আপন বৃষভ দিল আগে চালাইয়া॥
পথে দশরথ নৃপ করিছে গমন।
হেরি পুলকিততনু দেবতার গণ॥
সাধুর সমাজ সঙ্গে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
যেন তনু ধরি সুর করিছে সেবন॥
সঙ্গে শোভে মনোহর চারিটি নন্দন।
যেন অপবর্গ তনু করেছে ধারণ॥
দুই ঘনশ্যাম দুই কনকবরণ।
পাইল পিরীতি সুর করি বিলোকন॥
বিশেষত রামরূপ হৃদয়রঞ্জন।
হেরি সুরকুল করে কুসুম বর্ষণ॥
রামরূপ নখশিখ-সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
পুনঃপুন নেহারিয়া দেব মহেশ্বর॥
উমার সহিত হ'ল রোমাঞ্চশরীর।
জলজলোচনে ঝরে অবিরত নীর॥
কেকীকণ্ঠ-কান্তি জিনি শ্যামল বরণ।
বিজুলিনিন্দক কিবা সুপীত বসন॥
মনোহর অঙ্গে শোভে বিবিধ ভূষণ।
পরিণয়কালোচিত সুন্দর গঠন॥
শারদ চন্দ্রমা জিনি বিমল বদন।
নবীন নলিনে জিনি যুগল লোচন॥
কিবা নিরুপম শোভা না হয় বর্ণন।
ভাবিলে আনন্দরসে মগ্ন হয় মন॥
রমণীয় তিন ভাই শোভিতেছে সঙ্গে।
যাইতেছে নাচাইয়া চপল তুরঙ্গে॥
রাজার কুমার বাজিবরে নাচাইছে।
কুলের কীরতি বন্দী সুস্বরে গাইছে॥
যে তুরগ পরে রাম ছিল বিরাজিত।
তার গতি হেরে খগপতি বিলজ্জিত॥
অনুপম শোভা তার না হয় বর্ণনা।
যেন কাম বাজিবেশ করেছে রচনা॥

যেন ফুলধনু, ধরি হয়-তনু,
রঘুবর সনে সোহে।
শরীর সুন্দর, গতি মনোহর,
প্রকটি ভুবনে মোহে॥
জড়াও-খচিত, জিন সুরচিত,
মণি ঝলমল করে।
কিঙ্কিনী লিলাম, ললিত লাগাম,
হেরি সুরমন হরে॥
যেন প্রাণ মন, শ্রীরামে অর্পণ,
করিয়াছে বাজিবর
তুরগ-মূরতি, রাম রঘুপতি,
নাচাইছে সূত্রধর॥

রাম নবঘনে শোভে রতন-ভূষণ।
নবীন জলদে যেন নক্ষত্রের গণ॥
ক'রে ছিল যে তুরগে রাম আরোহণ।
শারদা করিতে নারে তাহার বর্ণন॥
অনুরাগে করে শিব রামে দরশন।
হেরিয়া না হয় তৃপ্ত ত্রিপঞ্চলোচন॥
তুরগ-আরোহী রামে করি নিরীক্ষণ।
রমা সহ রমাপতি বিমোহিতমন॥
হেরিয়া রামের ছবি বিধি হরষিত।
অষ্টনেত্রহেতু অতি হইল দুঃখিত॥
সুরসেনাপতি-মনে হর্ষ অতিশয়।
লোচনের লাভ মম এত দিনে হয়॥

শ্রীরামে নিরখি কহে সহস্রলোচন।
হইল গৌতমশাপ এসুখ-কারণ॥
সুরেন্দ্রে করিয়া ঈর্ষা দেবগণ কহে।
ইহার সমান কেহ ভাগ্যবান্ নহে॥
হেরি রামরূপ সুরকুল প্রফুল্লিত॥
নৃপতিসমাজ দুই অতিপ্রমুদিত॥
চারিদিকে বাজিতেছে বিবিধ বাজন
জয় রঘুপতি করে সুর উচ্চারণ॥
জনকমহিষী কহে ডাকি সখীগণে।
শুভসাজে সাজি সবে চল পরিছনে
মাঙ্গলিক দ্রব্য স্বর্ণথালে সাজাইয়া।
গজেন্দ্রগামিনী চলে আরতি লাগিয়া॥
শশাঙ্কবদনা সঙ্গে হরিণলোচনী।
নিজ নিজ রূপে রতি-মদ-বিমোচনী॥
পরিধান করি বস্ত্র বিবিধবরণ।
ধারণ করিয়া অঙ্গে নানা বিভূষণ॥
সুমঙ্গলসাজে সবে সজ্জিত হইয়া।
করিতেছে গান কলকণ্ঠে লজ্জাইয়া॥
তালে তালে বাজিতেছে কিঙ্কিনী কঙ্কণ।
করিবরে নিন্দি সবে করিছে গমন॥
বাদ্য-কোলাহলে হয় বধির শ্রবণ।
উঠিছে তুমুল ধ্বনি ভেদিয়া গগন।
শচী সরস্বতী রমা হরের ঘরণী॥
আর যত সুচতুরা বিবুধরমণী।
কপটনারীর বেশ করিয়া ধারণ॥
করিল জনকগৃহে সবে আগমন।
করিতেছে কল গান সুমধুর তানে।
আনন্দে বিভোর কেহ কারে নাহি জানে॥
নাহি পরিচয় সবে সানন্দঅন্তরে।
পরিছন করিবারে চলে ব্রহ্মবরে॥
কেবল মঙ্গলগান বাদ্যের নিস্বন।
কুসুমবর্ষণ আর জয়-উচ্চারণ॥
চিদানন্দধাম রামে করি দরশন।
সবে পুলকিততনু প্রফুল্লিতমন॥
নয়নকমলে জল পড়িছে বহিয়া।
প্রেমাঙ্কিত রোমাবলী যাইছে তিতিয়া॥
সুপাত্র রামের বেশ হেরিয়া নয়নে।
যে সুখ জানকীমাতা পাইলেন মনে॥

বেদের জননী আর সহস্রবদন।
নারে কল্পশতে তাহা কহিতে বর্ণন॥
জানিয়া মঙ্গলকাল মুছিয়া লোচন।
জনক-মহিষী করে রামে পরিছন॥
বেদের নিয়ম আর কুল-ব্যবহার।
যথাবিধি সমাপিল সকল আচার॥
শুভ পঞ্চ শব্দ রাণী কহিল সুস্বরে।
নানা মন্ত্র পড়ি সবে স্বস্ত্যয়ন করে॥
করি আরাত্রিক অর্ঘ্য কৈল সম্প্রদান
মণ্ডপে দুলহ তবে করিল প্রয়াণ॥
পিতার সহিত গিয়া বসিল সমাজে।
বিভব হেরিয়া পায় লোকপাল লাজে
নেহারি রামের রূপ ভুবনমোহন।
উমার সহিত হর সজললোচন
মাঝে মাঝে করে সুর পুষ্প বরিষণ।
মহীসুর করে শুভ শান্তির পঠন॥
কোলাহলশব্দ হয় নগরে গগনে।
আত্ম-পরধ্বনি কিছু না পশে শ্রবণে॥
আইল মণ্ডপে রাম দুলহ যখন।
অর্ঘ্য দিয়া মিথিলেশ দিল সুখাসন॥
বসাইয়া সুখাসনে আরতি করিয়া।
পাইল পরম সুখ মূরতি হেরিয়া॥
বসন ভূষণ মণি করিল প্রদান
পুনঃপুন করে নারী সুমঙ্গল গান॥
ব্রহ্মাদি ব্রাহ্মণরূপ করিয়া ধারণ।
বিবাহকৌতুক সবে করে দরশন॥
রবিকুলপদ্ম-রবি-ছবি নেহারিয়া।
হইল জীবন ধন্য কহে প্রকাশিয়া॥
ভাট নট প্রাপ্ত হ'ল রামের প্রসাদ।
শির নমি দিল তাঁরে শুভ আশীর্ব্বাদ॥
দশরথ মিথিলেশ করিল মিলন।
বৈদিক লৌকিক বিধি করি সমাপন॥
যথা মিলি শোভে দুই নৃপতিপ্রবর।
উপমা খুঁজিয়া লাজ পায় কবিবর॥
না হেরি জগতে কবি কোথাও তুলনা
মানিল হৃদয়ে হার করিয়া কল্পনা॥
বৈবাহিকদ্বয়ে হেরি সুখী দেবগণ।
যশ গান করি সবে কহিছে বচন॥

যে দিন হইতে বিশ্ব হইল সৃজন।
অসংখ্য বিবাহ মোরা করিনু দর্শন॥
সব বিধিমতে সম সাজের সমাজ।
সমান সম্বন্ধী মোরা হেরিলাম আজ॥
দেবতার প্রিয়বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বর-কন্যাপক্ষে লোক আনন্দে মগন॥
বরাতে জনক আনি মণ্ডপ ভিতরে।
প্রদান করিল অর্ঘ্য চরণ-উপরে॥
মণ্ডপ-রচন হেরি মুনিমনোহর।
বরযাত্রগণ হয় সানন্দ-অন্তর॥
সবারে জনক ধরি আপনার করে।
আনি বসাইল স্বর্ণসিংহাসন পরে॥
কুল-ইষ্ট সম নৃপ বশিষ্ঠে পূজিল।
তুষ্ট হ'য়ে মুনি তাঁরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
প্রীতিসহ বিশ্বামিত্রে করিল পূজন।
নারি সে প্রীতির রীতি করিতে বর্ণন॥
বামদেব আদি ঋষি পূজিল মহীশ।
সবাসনে মনমত পাইল আশীস॥
কোশলপতিরে পূজে ঈশের সমান।
জনক আপন মনে না ভাবিল আন॥
জুড়িয়া যুগল কর করিল বিনয়।
কহিয়া আপন ভাগ্য-বিভব-উদয়॥
সকল বরাতে পূজে নিমিকুলবর।
বৈবাহিক স॥ সবে করিয়া আদর।
বিধি হরি হর দিনমণি দিকপতি।
যাহারা জানিত রঘুপতির শকতি॥
কপটবিপ্রের বেশ তাহারা ধরিয়া।
পাইল পরম সুখ কৌতুক হেরিয়া॥
দেব সম জানি সবে জনক পূজিল।
না জানি॥ পরিচয় সুখাসন দিল॥

কেবা কার লয়, নাম পরিচয়,
প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে।
চিদানন্দ-ঘনে, হেরিয়া নয়নে,
দশদিক সুখে হাসে॥
প্রভুর পূজন, করে দেবগণ,
দিয়া হৃদে সুখাসন।
রামের প্রভাব, সরল স্বভাব,
হেরি প্রমুদিতমন॥
রবিকুল-রবি, রামরূপ-ছবি,
ত্রিভুবন-সুখস্থান।
নয়ন-চকোর, হেরিয়া বিভোর,
করিছে আনন্দে পান॥

সময় হইল দেখি ব্রহ্মার নন্দন।
শতানন্দে ডাকি তবে কহিল বচন॥
আনহ কুমারী এবে তুমি ত্বরা করি।
শতানন্দ গেল চলি আজ্ঞা শিরে ধরি।
পুরোহিত-বাক্য রাণী করিয়া শ্রবণ।
পাইল পরম সুখ সহ সখীগণ।
বিপ্রবধূ কুলবৃদ্ধা সবারে ডাকিল।
কুলের আচার যত সব সমাপিল।
নারীবেশে এসেছিল যত সুররামা
পরমসুন্দরী সবে ক্ষীণকটী শ্যামা॥
তা-সবারে হেরি রাণী আনন্দ পাইল
পরিচয় বিনা সবে প্রেয়সী ভাবিল॥
পুনঃপুন করে রাণী তাদের সম্মান।
সবারে জানিয়া উমা রমার সমান॥
আপন সমাজ রচি পাত্রী সাজাইয়া।
চলিল মণ্ডপে দেবী সবারে লইয়া॥
চলিল জানকী সহ ষোড়শকামিনী।
সাজিয়া মঙ্গলসাজে কুঞ্জরগামিনী॥
করিতেছে সখীগণ সুমঙ্গল গান।
সুস্বর শ্রবণ করি মুনি ত্যজে ধ্যান॥
বাজিছে নূপুর আর কিঙ্কিনী কঙ্কণ।
বিহিত তালের গতি না করি লঙ্ঘন॥
সীতার সৌন্দর্য্য নারি করিতে বর্ণন।
অসীম সৌন্দর্য্য আমি লঘুমতি জন॥
বরযাত্রি হেরে যবে আসিতেছে সীতা
অতুল রূপের রাশি পরম পুণীতা॥
মনে মনে করে সবে তাঁহারে প্রণাম।
হইল রাঘব তাঁরে হেরি পূর্ণকাম॥
সুত সহ দশরথ অতিসুখ পায়।
সে মহাসুখের কথা কহনে না যায়॥
দেবতা প্রণাম করি বরষিছে ফুল।
আশীর্ব্বাদ-রব হয় সর্ব্বসুখমূল
গীতবাদ্যধ্বনি হয় ছাইয়া গগন।
প্রমোদে মগন যত নাগরিক জন।

জানকী মণ্ডপে তবে কৈল আগমন
মুনিরাজ শান্তি পাঠ করিল তখন ॥
যত বিধিব্যবহার সময়বিহিত।
দুইকুলগুরু সব করিল উচিত ॥
গৌরী গণপতি পরে করিল পূজন।
দেবতা প্রত্যক্ষ পূজা করিল গ্রহণ ॥
অক্ষত হরিদ্রা আদি পূগফল পান।
আজ্ঞামাত্র ভৃত্য সব করিছে প্রদান ॥
বিধিমতে করি দেবপূজা সমর্পন।
সীতারে বসিতে দিল দিব্য সিংহাসন ॥
সীতা-রামে পরস্পর প্রেম-বিলোকন।
করিব কি সাধ্য আছে করিতে বর্ণন ॥
হোমকালে করি অগ্নি শরীর ধারণ।
যতেক আহুতি সব করিল গ্রহণ ॥
মূর্ত্তি ধরি শ্রুতি করি মণ্ডপে প্রবেশ।
বিবাহের বিধি কহে ধরি বিপ্রবেশ ॥
সীতা-জননীরে তবে বশিষ্ঠ কহিল।
জনকের বামদিকে আসিয়া বসিল ॥
জনকের সনে শোভে জনকরমণী।
হিমগিরিসনে যথা তাহার ঘরণী ॥
সুগন্ধি কর্পূরজল করিয়া মিশ্রণ।
কনককলসে পূরি কৈল আনয়ন ॥
সস্ত্রীক জনক করে করিয়া গ্রহণ।
ভক্তিভাবে রাম-আগে করিল ধারণ ॥
চারিদিকে সুমঙ্গল বেদধ্বনি হয়।
সময় জানিয়া দেব পুষ্প বরিষয় ॥
বরে হেরি দম্পতীর আনন্দিত মন।
পবিত্র পদারবিন্দ করে প্রক্ষালন ॥
প্রেমে পুলকিত নৃপ সজললোচন।
উঠিল জয়ের ধ্বনি ভেদিয়া গগন ॥

মদন-মর্দ্দন, হৃদয়ে ধারণ,
সদা করে যে চরণ।
নাশি কলিমল, হইয়া বিমল,
হৃদে ধরে সাধুগণ ॥
মুনির বনিতা, হইল পুণীতা,
পদরজ পরশিয়া।
যে চরণনীর, পশুপতি ধীর,
শিরে ধরে হরষিয়া ॥
যে পদ সেবন, করি যোগিগণ,
লভে অভিমত গতি।
সে পদ ক্ষালন, সৌভাগ্যভাজন,
করে মিথিলার পতি ॥

কুমারের করে দিয়া কুমারীর কর।
উচ্চারণ করে শাখা দুই মুনিবর ॥
এমতে হইল যবে পাণির গ্রহণ।
সুর মুনি নর হ'ল আনন্দে মগন ॥
সমাপিয়া লোকাচার বেদের বিধান।
রাম করে করে নৃপ সুতারে প্রদান ॥
হিমালয় গিরিজারে মাহাদেবে দিয়া।
ক্ষীরনিধি হরিকরে কমলা সপিয়া ॥
যে কীরতি জগমাঝে করিল স্থাপন।
সে বিমল যশ আজি জনকরাজন ॥
লভিল সীতারে করি রামে সমর্পণ।
তার সম বিশ্বে কেবা উজ্জ্বল রতন ॥
কন্যা দিয়া নৃপ কহে বিনয়-বচন।
হোম সমর্পিয়া করে গ্রন্থির বন্ধন ॥
বন্দী জয় বিপ্র বেদ করে উচ্চারণ।
সুরনারী গীত গায় বাজিছে বাজন ॥
আনন্দের ভরে যত দেবতার গণ।
নন্দন-কুসুম সবে করে বরিষণ ॥
রামসনে জানকীর শুভ সম্মিলন।
হইল সবার হেরি সফল নয়ন ॥
যুগল রূপের শোভা কে বর্ণিতে পারে।
তুলনা নাহিক তার ভুবন-মাঝারে ॥
শীতারাম-প্রতিবিম্ব পরম সুন্দর।
ঝকমকু করে মণিস্তম্ভের ভিতর ॥
রতি-কাম বহুরূপ করিয়া ধারণ।
রাম পরিণয় যেন করে বিলোকন ॥
দৃষ্টির লাসলা পূর্ণ করিবার তরে।
বহুরূপ ধরি রূপ দরশন করে ॥
দেখি দেখি রূপ সবে প্রেমে নিমগন।
জনকসদৃশ সবে বিসরে আপন ॥
সিন্দূর সীতার শিরে রাম তবে দিল।
সে শোভা বিধাতা নাহি কহিতে পারিল ॥
তখন বশিষ্ঠ দেব আদেশ করিল।
কুমার-কুমারী একআসনে বসিল ॥

রাম-সীতা একাসনে বসিল যখন।
হেরি দশরথ হ'ন আনন্দে মগন॥
পুনঃপুন হেরি পুলকিতকলেবর।
ফলেছে তাহার পুণ্য-সুরতরুবর॥
আছিল যে উতসাহ ভরিয়া ভুবন।
হইল তাহার আজি শুভ সম্পূরণ॥
একমুখে এ উৎসব কে কহিতে পারে।
রসনা লালসা কিন্তু করে বর্ণিবারে॥
কহিল বশিষ্ঠ তবে জনকে বচন।
আর তিনকন্যা নৃপ কর আনয়ন॥
মাণ্ডবীনামিকা ছিল কুশধ্বজসুতা।
ভরতেরে দিল নৃপ সর্ব্বগুণযুতা॥
সীতাস্বসা উর্ম্মিলারে মণ্ডপে আনিয়া।
লক্ষ্মণের করে দিল আদর করিয়া॥
শ্রুতকীর্ত্তি নামে আর দুহিতা আছিল।
তার সনে শত্রুঘ্নের পরিণয় দিল।
চারি রাজবালা লভি অনুরূপ বর।
পাইল অতুল সুখ হেরি পরস্পর॥
সকল সৌন্দর্য্যময় করি দরশন।
আনন্দে দেবতা করে কুসুম বর্ষণ॥
পরমসুন্দরী পাত্রী পাত্র মনোহর।
শোভিছে আসনে বসি মণ্ডপভিতর॥
যেন জীব আর চারি অবস্থা মিলিয়া।
বিভুর সহিত শোভে মূরতি ধরিয়া॥
মুদিত কোশলপতি করি দরশন।
বধূগণ সহ নিজ চারিটি নন্দন॥
যেন মহীপাল মণি পাইল সকল।
ক্রিয়ার সহিত ধর্ম্ম আদি চারি ফল॥
রামের বিবাহ যথা করিনু বর্ণন।
অন্য বিবাহের তথা জান বিবরণ॥
যতেক কৌতুক দিল কহিতে না পারি।
বিস্তর কনক মণি রহে সারি সারি॥
পট্টবস্ত্র আদি কত বিচিত্র বসন।
যত দিল নৃপ তাহে কে করে গণন॥
দাস দাসী হয় গজ নানাবিধ যান।
কামদুঘা ধেনু কত করিল প্রদান॥
না পারি কহিতে সখ্যা যত বস্তু দিল।
সে পারে কহিতে যেবা নয়নে হেরিল॥

নিরখিয়া লোকপাল হইল বিস্মিত
দশরথ লয় সব আনন্দ সহিত॥
অযোধ্যাপতিরে যাহা যাচক চাহিল।
তার মনমত দ্রব্য নৃপ তারে দিল॥
সকল বরাতে তবে করিল আদর।
অতীব মিনতি সহ মিথিলা-ঈশ্বর॥
মহামুনিবৃন্দে বন্দি করিল পূজন।
সবা-সনে করপুটে কহিল বচন॥
ভাবজ্ঞ সরলচিত সাধু সুরগণ।
ভক্তিভাবে জলাঞ্জলি দিলে তুষ্ট হন॥
বন্ধুর সহিত তবে জনকরাজন।
কোশলপতির পাশে করি আগমন।
কহে মহারাজ মম শুন নিবেদন।
তোমার সেবক আমি সহ পরিজন॥
সৌভাগ্যে সম্বন্ধ মম হ'ল তব সনে।
কৃপা করি মম ত্রুটি না কর গ্রহণে॥
মোর চারি বালিকারে সেবিকা ভাবিবে।
ইহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবে॥
তবে শুনি জনকের বিনয়বচন।
বহু মান করে ভানুকুলের ভূষণ॥
হইল প্রেমেতে পূর্ণ দোঁহার হৃদয়।
পরস্পরে বিনয়ের করে বিনিময়॥
গগনে অমর করে কুসুম বর্ষণ।
জনাবাসে দশরথ করিল গমন॥
তবে মুনিবর আজ্ঞা করিল প্রদান।
কোহবরে বর-কন্যা করিল প্রয়াণ॥
পুনঃপুন করে সীতা রামে নিরীক্ষণ।
লভিতে না পারে তৃপ্তি পিয়াসী লোচন
নবঘন-শ্যামবপু স্বভাব-সুন্দর।
কোটি কাম জিনি শোভা অতি মনোহর।
চরণকমলে মধু ক্ষরে নিরন্তর।
যথা লাগি রয় মুনিমন-মধুকর॥
করিয়াছে পরিধান সুপীত বসন।
বালরবি-ছবি জিনি বিমলবরণ॥
কটিতে কিঙ্কিনী করে মধুর নিস্বন
বিশালবাহুতে শোভে রতনভূষণ॥
পীতযজ্ঞ-উপবীত কিবা শোভা ধরে।
করের মুদ্রিকা সর্ব্বজনমন হরে॥

বিবাহের সাজ সব আছে সুসজ্জিত।
[illegible]মালা বক্ষে রয়েছে লম্বিত ॥
পীত উত্তরীয়-শেষে সুন্দর অঞ্চল।
নানাবর্ণ মণি তাহে করে ঝলমল ॥
রঞ্জিত নয়ন কাণে কনককুণ্ডল।
সৌন্দর্য্যনিধান কিবা বদনকমল ॥
ললিত ভ্রূভঙ্গ কিবা নাসা মনোরম
উজ্জল তিলক ভালে শোভে নিরুপম
শোভিছে বিচিত্র মোর মস্তক উপরে।
নানা মণি-মুক্তা তাহে ঝকমক করে ॥
পুরের রমণী হেরি বরের মূরতি।
গাইয়া মঙ্গল গান করিছে আরতি ॥
কুমারী কুমারে আনি সখী কোহবরে।
কালোচিত পরিহাস করে রসভরে ॥
নিজ পাণিমণিমাঝে করি বিলোকন।
রামপ্রতিবিম্ব সীতা নয়নরঞ্জন ॥
করের অঙ্গুলী নাহি করে সঞ্চালন।
বিরহ আতঙ্কে দেবী বিশঙ্কিতমন ॥
বিনোদ কৌতুক প্রেম না হয় বর্ণন।
জানে সেই সখী যেই করিল দর্শন ॥
কন্যাপাত্র ল'য়ে তবে যত সখীগণ।
জনাবাসস্থলে সবে করিল গমন ॥
হইল ভূতল নভ আনন্দে পূরণ।
কন্যা-পাত্রে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সিদ্ধ করি বিলোকন।
জয় জয় কহি চলে আপন ভবন ॥
সবধূ কুমার চারি এল পিতৃবাস।
মহানন্দে উথলিল সব জনাবাস ॥
জনক নিমন্ত্রি তবে বরাতে আনিল।
সুত সহ দশরথ আপনি আইল ॥
সাদরে সবার করি পাদ প্রক্ষালন।
বসিবারে দিল সবে জনক আসন ॥
প্রক্ষালিল নৃপ দশরথের চরণ।
সে শীল বিনয় নারি করিতে বর্ণন ॥
রামপদসরসিজ নৃপ প্রক্ষালিল।
যাহা পঞ্চানন সদা হৃদয়ে ধরিল ॥
রাম সম তিন বরে জানিয়া রাজন।
নিজ করে প্রক্ষালিল তাদের চরণ ॥

উচিত আসনে তবে সবে বসাইল।
সূপকারগণে পরে ডাকিয়া কহিল ॥
তবে সূপকার যত সুশীল সুজন।
কনকনির্ম্মিত থালে করি পরোশন ॥
সুরভি সঘৃত স্বাদু দিব্য সূপোদন।
সুগন্ধি সুমিষ্ট স্নিগ্ধ অসংখ্য ব্যঞ্জন ॥
ক্ষণমাত্র অন্নপাত্র প্রস্তুত করিয়া।
সূপকার সবা-আগে রাখিল ধরিয়া ॥
আচমন করি সবে করিছে ভোজন।
আনন্দে গারির গান করিছে শ্রবণ ॥
পরোশন হয় পরে বিবিধ পক্কান্ন।
সুমিষ্ট সরস সব সুধার সমান ॥
আছে চারিবিধ ভোজ্য বস্তুর চলন।
এক একবিধ নারি করিতে বর্ণন ॥
নারীগণ দেয় গারি মধুর নিস্বনে।
পুরুষ রমণীনাম করিয়া গ্রহণে ॥
সময়-উচিত গীত করিয়া শ্রবণ।
বরযাত্র সহ হাসে কোশলরাজন ॥
হেন সুখে সমাপিয়া সকলে ভোজন।
উঠিয়া করিল গিয়া পুনরাচমন ॥
আচমন করি পান করিয়া গ্রহণ।
জনাবাসে বরযাত্র করিল গমন ॥
প্রভাতে ভূপতিমণি করে গাত্রোত্থান।
যাচক মাগধ বন্দী করে গুণগান ॥
বধূসহ সুতগণে করি দরশন।
আনন্দসাগরে মগ্ন নৃপতির মন ॥
যথাবিধি প্রাতঃক্রিয়া করি সমাপন।
গুরুর ভবনে নৃপ করিল গমন ॥
সমাপি গুরুর পূজা বন্দিয়া চরণ।
কর্ণসুখকর বাক্য করে উচ্চারণ ॥
এবে মুনিরাজ শুন মম নিবেদন।
তব কৃপাবলে মম বাসনা পূরণ ॥
এবে বিপ্রগণে প্রভু করিয়া আহ্বান ॥
অলঙ্কৃত বহুধেনু করহ প্রদান ॥
রাজারে প্রশংসে মুনি করিয়া শ্রবণ।
বিপ্রে ডাকিবারে দূত করিল প্রেরণ ॥
বালমীকি বামদেব আদি মুনিবর।
শুনিয়া আইল তথা তাপসপ্রবর ॥

সবারে প্রণাম তবে নৃপতি করিল।
সমাপন করি পূজা বরাসন দিল॥
চারিলক্ষ বরধেনু সুরভি সমান।
অলঙ্কৃত করি নৃপ করিল প্রদান॥
বিনয় করিয়া বহু কহিল রাজন।
সফল হইল আজি আমার জীবন॥
মুনিবৃন্দ আশীর্ব্বাদ দশরথে দিল।
যাচকসকলে তবে ভূপতি ডাকিল॥
হয় গজ রথ মণি কনক বসন।
রুচি বুঝি দিল রবিকুলের নন্দন॥
যশোগান করি সবে করিল গমন।
জয় জয় দিনকরকুলের ভূষণ॥
রামের বিবাহ এবে হ'ল সমাপন।
উৎসব কহিতে নারে সহস্রবদন॥
নৃপ কহে কৌশিকের বন্দিয়া চরণ।
তব কৃপা প্রভু এই সুখের কারণ॥
জনকের শীল আর বিনয় আদর।
অকপটে বাখানিল কোশল-ঈশ্বর॥
প্রতিদিন দশরথ যাইবারে চায়।
জনক স্নেহের ভরে না দেয় বিদায়॥
বরযাত্র নিত্য সব করে সমাদর।
নূতন উৎসব নিত্য নগরভিতর॥
হেনমতে বহুদিন বিগত হইল।
জনকের স্নেহরজ্জু বরাতে বাঁধিল॥
তবে বিশ্বামিত্র আর শতানন্দ গিয়া।
মিথিলাপতিরে বাক্য কহে বুঝাইয়া॥
যাইবারে দশরথ করিয়াছে মন।
তারে আজ্ঞা দেহ তুমি যাইতে ভবন॥
ভাল নাথ কহি নৃপ সচিবে ডাকিল।
জয় জীব কহি মন্ত্রী চরণ বন্দিল॥
অযোধ্যার পতি চাহে করিতে প্রস্থান।
এসম্বাদ অন্তঃপুরে করহ প্রদান॥
প্রেমমগ্ন হয় মন্ত্রী করিয়া শ্রবণ।
পাত্র মিত্র আদি যত রাজ-সভাজন॥
যবে পুরবাসী শুনে নৃপতি চলিল।
ব্যাকুল হইয়া এক আনে জিজ্ঞাসিল॥
বরযাত্র যাবে যবে নিশ্চয় জানিল।
সান্ধ্য কমলের মত মলিন হইল॥

বরযাত্র যাহাদের আসিত ভবন।
নানাবিধ ভোজ্য তারা করিল প্রেরণ॥
প্রেরিল জনক নৃপ বহু উপহার।
বলদ বাহিয়া যায় অসংখ্য কাহার॥
এক লক্ষ অশ্ব রথ হাজার পঁচিশ।
রাঘবে যৌতুক দিল মিথিলার ঈশ॥
প্রেরিল হাজারদশ হস্তী সাজাইয়া।
দিক্‌করী লাজ পায় যাদেরে হেরিয়া॥
কনক বসন মণি ভরি ভরি যান।
মহিষী গোধন কত করিল প্রদান॥
অমিত যৌতুক দিল জনকরাজন।
লোকপাল পায় লাজ করি বিলোকন॥
শ্রেণীমত সব দ্রব্য সজ্জিত করিয়া।
জনক অযোধ্যাপুরে দিল পাঠাইয়া॥
চলিছে বরাত শুনি অন্তঃপুরজন।
অল্পজলে মীন যথা ব্যাকুলিতমন॥
পুনঃপুন জানকীরে কোলে বসাইল।
উপদেশ দিয়া তাঁরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
নিরন্তর রহ তুমি স্বামিসোহাগিনী।
চির অহি বাত যেন থাকে গো নন্দিনি॥
শাশুড়ি শ্বশুরে যত্নে করিবে সেবন।
স্বামিরুচি লখি আজ্ঞা করিবে পালন॥
অতি স্নেহভরে তবে সীতাসখীগণ।
নারীধর্ম্ম শিখাইল করিয়া যতন॥
সুতারে লইয়া কোলে বহু শিক্ষা দিল।
পুনঃপুন মাতা তার বদন চুম্বিল॥
হেনকালে ভ্রাতৃসহ ভানুকুলকেতু।
জনকমন্দিরে গেল বিদায়ের হেতু॥
এ সম্বাদ পুরজন করিয়া শ্রবণ।
চারিবরে হেরিবারে কৈল আগমন॥
সবে কহে চারি ভাই যাইবে ভবন।
হের অপরূপ রূপ ভরিয়া নয়ন॥
জানি না কি পুণ্য ছিল মোদের সঞ্চিত।
নয়নপথিক রাম ভ্রাতার সহিত॥
যেন মৃত্যুধর্ম্মশীল পাইল অমৃত।
সুরতরু পেল যেন জনমক্ষুধিত।
নারকী পাইল যেন হরির চরণ॥
মোদের জানিবে তথা রামদরশন॥

নিরখি রামের রূপ হৃদয়ে ধরহ।
নিজমন-ফণি মণি-ভূষণ করহ॥
সবার নয়ন করি এমতে সফল।
জনকভবনে গেল কুমার সকল॥
রূপসিন্ধু চারিবন্ধু করি বিলোকন।
হরষে শাশুড়ী সব করি পরিছন॥
প্রীতিপূর্ণ-মনলাজ কৈল পলায়ন।
সহজ সনেহ ভাব না হয় বর্ণন॥
ভ্রাতৃগণ সহ রাম করিয়া মজ্জন।
সুরস অশন মিষ্ট করিল ভোজন॥
অবসর বুঝি তবে রাঘবনন্দন।
বিনয় সহিত কহে মধুর বচন॥
যাইতে চাহেন তাত অযোধ্যাভবন।
আইনু করিতে আমি বিদায় গ্রহণ॥
সানন্দ অন্তরে মাতঃ মোরে আজ্ঞা দেহ
আপন বালক জানি রাখিবে সনেহ॥
শুনিয়া রামের বাক্য জনকের রাণী।
অধীরা হইল মুখে নাহি সরে বাণী॥
লইল সকল সুতা হৃদয়ে ধরিয়া।
সপিল পতির করে মিনতি করিয়া॥
রামকরে জানকীরে করি সমর্পণ।
জনকমহিষী কহে বিনয়-বচন॥
জানকী মোদের প্রিয় প্রাণের সমান।
কিঙ্করী ভাবিবে তারে কৃপার নিধান॥
মম যত পরিবার আর পুরজন।
মম সুত সবাকার জানিবে জীবন॥
তুমি ভাবপ্রিয় জ্ঞানিশিরোমণি রাম।
জনদোষ নাশি গুণ-গ্রাহী পূর্ণকাম॥
এত কহে ধরে রাণী রামের চরণ।
বহু বুঝাইল তারে কমললোচন॥
করপুটে রাম তবে বিদায় মাগিল।
পুনঃপুন শাশুড়ীরে প্রণাম করিল॥
আশীস পাইয়া পুন শির নোয়াইল।
ভ্রাতৃগণ সহ তবে শ্রীরাম চলিল॥
মঞ্জুল মধুর মূর্ত্তি হৃদয়ে আনিল।
স্নেহভরে সব অঙ্গ শিথিল হইল॥
সুতাগণে ডাকি তবে ধৈরয ধরিয়া।
আলিঙ্গন করে সবে হৃদে লাগাইয়া॥
যাইতে আদেশ দিয়া পুন গিয়া ধরে।
প্রেম-নীরে ভাসে মাতা সুতা পরস্পরে॥
মিথিলার নারী নর সীতাসখী জন।
জানকীবিরহে সবে হইল মগন॥
মিথিলা হেরিয়া এবে হেন মনে লয়।
বিরহ-করুণা আসি করিল আশ্রয়॥
সারিকা শুকেরে সীতা করিয়া যতন।
কনক-পিঞ্জরে রাখি করিলা পালন॥
তাহারা কাতর স্বর করে উচ্চারণ।
ত্যজিল ধৈরয সবে করিয়া শ্রবণ॥
হইল ব্যাকুল যত খগমৃগগণে।
মনুজের দশা আমি কহিব কেমনে॥
বন্ধুর সহিত তবে জনক আইল।
প্রেমেতে বিবশ জল লোচন ছাইল॥
জানকীরে হেরি তাঁর ধৈর্য্য পলাইল।
সে মহাবৈরাগ্য তাঁর কোথায় রহিল॥
সীতারে করিল নৃপ হৃদয়ে ধারণ।
জ্ঞানের মর্য্যাদা জ্ঞানী করিল লঙ্ঘন॥
জনকে বুঝায় যত সচিব সুজন।
অসময় বুঝি করে শোক সম্বরণ।
পুনঃপুন জানকীরে হৃদয়ে ধরিল।
সুন্দর শিবিকা তবে আনিতে কহিল॥
বিচার করিয়া নৃপ দেখি সুলগন।
জানকীরে করাইল যানে আরোহণ॥
বিধিমতে দুহিতারে ভূপ বুঝাইল।
কুলরীতি নারীধর্ম্ম তাঁরে শিক্ষা দিল।
অগণিত দাস দাসী তাঁর সঙ্গে দিল।
সুশীল সেবক যত জানকীর ছিল॥
সীতারে যাইতে দেখি খিন্ন পুরজন।
হইতে লাগিল তবে নানা সুলক্ষণ॥
সচিবসমাজ সহ অসংখ্য ব্রাহ্মণ।
চলিল সীতার সনে আপনি রাজন॥
হয় গজ রথ রথী করিল সাজন।
বাজিতেছে গহ গহ বিবিধ বাজন॥
দ্বিজগণে দশরথ ডাকিয়া লইল।
দান মানে সবাকার কামনা পুরিল॥
চরণকমল-ধূলি মস্তকে ধরিল।
আশীস পাইয়া নৃপ মুদিত হইল॥

দেব গজাননে তবে করিয়া স্মরণ।
করিল কোশলপতি পদ বিক্ষেপণ॥
হরষে দেবতা করে কুসুম বর্ষণ।
গায় সুমঙ্গল গীত সুরবধূগণ॥
মহাজনে মহারাজ করিয়া আহ্বান।
বসন ভূষণ রত্ন করিল প্রদান॥
বিবিধ বিনয়ে করি সবে সম্ভাষণ।
করিল সবার সনে বিদায় গ্রহণ॥
রাঘবকুলের কীর্ত্তি করিয়া কীর্ত্তন।
রামে হৃদে রাখি ফিরে যত মহাজন॥
পুনঃপুন দশরথ জনকে কহিল।
প্রেমবশীভূত নৃপ তবু না ফিরিল॥
পুন কহে দশরথ মধুর বচন।
বড় দূর আসিয়াছ ফিরহ রাজন্॥
দাঁড়াইল অবতরি করিয়া শ্রবণ।
প্রেমজলে ভাসি যায় জনকলোচন॥
মিথিলার পতি তবে কহে যোড় করে।
স্নেহময় বাক্য যেন সুধা তাহে ঝরে॥
জানি না কিমতে করি তোমারে বিনয়।
বাড়াইলে মোর মান তুমি মহাশয়॥
অযোধ্যার পতি তবে সম্বন্ধী সজমে।
করিল সবারে তুষ্ট বিনয়বচনে॥
ঋষিকুলে করি পরে জনক বন্দন।
করিল সবার সনে আশীস গ্রহণ॥
আইল জনক যথা জামাতার গণ।
রূপ-শীল-গুণনিধি ভাই চারিজন॥
স্নেহময় মিষ্ট বাক্য করে উচ্চারণ।
মুরতি ধরিয়া যেন প্রেম-আগমন॥
কহিতে না পারি তব মহিমা বিশাল।
হরহৃদি-সরোবরে তুমি হে মরাল॥
যার লাগি করে যোগী নানাযোগ যাগ।
করিয়া মমতা-মোহ-মদ-লোভ ত্যাগ॥
বিশ্বব্যাপী বিভু তুমি নিত্য নিরঞ্জন।
গুণহীন গুণময় চিদানন্দঘন॥
মনের সহিত বাণী না জানে তোমারে।
তোমারে নির্ণয় তর্ক করিতে না পারে॥
নেতি নেতি করি কহে মহিমা নিগম।
তিনকালে তুমি নাথ একরস সম॥
নয়নগোচর তুমি সর্ব্বসুখমূল।
হ'য়েছ জীবের প্রতি হ'য়ে অনুকূল॥
সকলপ্রকারে মম মান বাড়াইলে।
আপনার জন জানি করুণা করিলে॥
যদ্যপি অযুতশেষ অনন্ত শারদা।
কল্পকোটি ভরি করে কীর্ত্তন সর্ব্বদা॥
তথাপি না হয় তব গুণের বর্ণন।
সত্য কহিলাম শুন কমললোচন॥
মোরে কৃপা কর দেব করুণা নিধান।
শাস্ত্র কহে প্রেমবশ তুমি ভগবান্॥
বার বার মাগি বর রাঘবনন্দন।
নাহি পরিহরে মন তোমার চরণ॥
জনকের সুধামাখা শুনিয়া বচন।
হইলেন রামচন্দ্র পরিতুষ্টমন॥
আদর করিলা বহু বিনয় করিয়া।
বশিষ্ঠ কৌশিক পিতা সমান জানিয়া॥
করিল ভরতসনে নৃপ সম্ভাষণ।
আশীস করিয়া তাঁরে দিল আলিঙ্গন॥
লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নে পরে আশীর্ব্বাদ দিল।
ভক্তিভাবে তাঁরা নৃপে প্রণাম করিল॥
তবে শ্বশুরের সনে বিদায় মাগিয়া।
ভ্রাতৃসহ রঘুপতি আইল চলিয়া॥
জনক কৌশিকপদ যাইয়া ধরিল।
চরণের রেণু শির-নয়নে লইল॥
কি কহিব মুনি তব দরশনফল।
মম মনোরথ পূর্ণ হইল সকল॥
যে সুখসম্পদ লোকপতি বাঞ্ছা করে।
অসাধ্য ভাবিয়া কিন্তু পাইবার তরে॥
সে সুখসম্পদ মম হইল সুলভ।
তব কৃপাবলে কিছু নহিল দুর্লভ॥
পুনঃপুন নমি শির বন্দিয়া চরণ।
ফিরিল জনক করি আশীস গ্রহণ॥
চলিল অযোধ্যামুখে বরযাত্রগণ।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ভেদিয়া গগন॥
যত গ্রাম্যজন করি রামে নিরীক্ষণ।
হইল পূরণকাম সফলনয়ন॥
মাঝে মাঝে পথে বসি লোকে সুখ দিয়া।
সুদিনে পঁহুছে নৃপ অযোধ্যা আসিয়া॥

হানিছে নিশান বহু পণব বাজিছে।
অগণিত হয় গজ আনন্দে গাজিছে॥
শঙ্খ বাজে ঝাঁজ বাজে আর বাজে ঢোল।
ডিমি ডিমি বাজিতেছে মৃদঙ্গের বোল॥
বরাত আসিছে যবে শুনে পুরজন।
হয় পুলকিততনু আনন্দিতমন॥
সজ্জিত করিল সবে আপন সদন।
হাট বাট পুরদ্বার চৌহট তোরণ॥
অযোধ্যার রাজপথ গলি যত ছিল।
বিবিধ সুগন্ধি জলে সেচন করিল॥
ফলিত গুবাকতরু কদলী রসাল।
রোপিল বকুল আম্র কদম্ব তমাল॥
সুভগ তরুর শাখা পরশে ভূতল।
মণিময় আলবালে শোভিতেছে জল॥
সুসজ্জিত রঘুপুর করি দরশন
লঘু ভাবে নিজ নিজ লোক সুরগণ।
অলৌকিক সাজে শোভে রাজার ভবন।
রচনা হেরিয়া হয় মোহিত মদন॥
সকল উৎসব তনু করিয়া ধারণ।
করিল ভূপতিগৃহে যেন আগমন॥
শ্রীরাম-জানকীরূপ হেরিবার তরে।
না হয় কাহার বল, লালসা অন্তরে॥
যূথে যূথে মিলি চলে যত সুবাসিনী।
রূপ হেরি পায় লাজ কামবিলাসিনী॥
লইয়া মঙ্গল দ্রব্য আরতি লাগিয়া।
গাইছে ভারতী যেন শরীর ধরিয়া॥
শুভ কোলাহলে নৃপভবন পূরিল।
সে সময়সুখ কেহ কহিতে নারিল॥
কৌশল্যা প্রভৃতি যত মহিষী আছিল
প্রেমেতে বিবশতনু দশা বিসরিল॥
দ্বিজে দান দিল পূজি গণেশ পুরারি।
দরিদ্র পাইল যেন পদ্ম রথ চারি॥
অতিঅনুরাগ মনে রামে নিরখিতে।
পরিছদসাজ সবে লাগিল সাজিতে॥
হরিদ্রা দূরবা দধি সুপল্লব ফুল।
তাম্বুল গুবাকফল আদি শুভমূল॥
আতব অঙ্কুর আর গোরোচনা লাজ।
নব তুলসীর দল করিছে বিরাজ॥
মঙ্গল পুরট ঘট সহজসুন্দর।
রচনা করিল যেন কাম-পাশীবর।
করপদ্মে স্বর্ণথাল করিয়া ধারণ।
করিবারে চলে মাতা পুত্রে পরিছন।
করিল ধূপের ধূম নভ আচ্ছাদন।
শ্রাবণের মেঘ যেন ছাইল গগন।
নন্দন-কুসুম-মালা দেবতা বর্ষিল।
যেন বলাকার পাঁতি গগনে উড়িল॥
পুর-অট্টালিকা পরে শোভিছে ভামিনী।
জলদ-উপরে যথা দমকে দামিনী॥
দুন্দুভির ধ্বনি আর যাচক-নিস্বন।
শুনি মনে হয় মেঘ-ময়ূর গর্জ্জন॥
হ'তেছে সুগন্ধি বহু বারি বরিষণ।
হেরিয়া হইল সুখী যত পুরজন॥
সময় জানিয়া তবে গুরু আজ্ঞা দিল।
রঘুকুলমণি পুরে প্রবেশ করিল॥
স্মরণ করিয়া শম্ভু গিরিজা গণেশ।
সমাজ সহিত চলে অযোধ্যানরেশ॥
বাজাইয়া সুর বাদ্য বরষিছে ফুল।
করিছে মঙ্গলগান দেববধূকুল॥
যাচক মাগধ বন্দী সুর-নটগণ।
ভুবন-উজ্জ্বল যশ করিছে কীর্ত্তন।
মহীসুর বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ।
চারিদিকে বাজিতেছে বিবিধ বাজন॥
পুরবাসী রাজদ্বারে করি আগমন।
হইল মুদিত, করি রামে দরশন॥
আনন্দে আরতি করে পুরনারীগণ।
চারিরাজসুতে হেরি প্রফুল্লিতমন॥
সজ্জিত শিবিকাদ্বার সবে উদ্ঘাটিয়া।
হইল অন্তরে সুখী কুমারী হেরিয়া॥
হেনমতে বরযাত্র সবে সুখ দিয়া।
রাজদ্বারে উপনীত হইল আসিয়া॥
আনন্দে জননী সব করে পরিছন।
বধূর সহিত চারি রাঘবনন্দন॥
পুত্রের আরতি মাতা করি বার বার।
কেহ নাহি পায় প্রেম প্রমোদের পার।
বধূসহ চারি সুতে যবে নিরখিল।
আনন্দ সাগরে মাতা তখন ডুবিল॥

পুনঃপুন সীতারাম-ছবি নেহারিল।
ভাবিল জীবন অদ্য সফল হইল॥
সীতামুখ সখী পুনঃপুন নিরখিয়া।
আপন সুকৃতি কহে সুস্বরে গাইয়া॥
বেদনীতে কুলরীতি করি সমাপন।
বধূপুত্রে ল'য়ে মাতা গেল নিকেতন॥
চারি দিব্যসিংহাসন তবে আনাইল।
যেন কামদেব নিজ করে নিরমিল॥
তদুপরে বধূসহ সুতে বসাইল।
সাদরে পবিত্র পদ ক্ষালন করিল॥
বিধিমতে ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দিল।
শিবনিধি কন্যা-পাত্রে আনন্দে পূজিল
পুনঃপুন বিধিমতে আরতি করিল।
চামর ব্যজন শির-পরে ঢুলাইল
পাইল পরম তত্ত্ব যেন যোগী জন।
চিররোগী করে যেন অমৃত লভন॥
দরিদ্র পাইল যেন পরশ রতন।
চির-অন্ধ পায় যেন সুচারু লোচন॥
মূকের বদনে যেন সরিল বচন।
কৈল বীর রণে যেন শত্রুর নাশন
তাহার অধিক সুখ পায় মাতৃগণ।
নববধূ সহ হেরি চারিটি নন্দন॥
মাতা সমাপিল যত লোক-আচরণ।
পায় মনে সুখ রাম করি বিলোকন॥
শাস্ত্র-বিধি-মতে পিতৃ-দেবতা পূজিল।
মনের মানস সব পূরণ করিল॥
সবাকার সনে মাতা মাগে বরদান।
সবে কর সভ্রাতৃক রামের কল্যাণ॥
করিল আশী হরস অন্তরে থাকিয়া।
আনন্দে লইল মাতা অঞ্চল পাতিয়া॥
বরযাত্রে নরপতি করি আবাহন।
প্রদান করিল মণি বসন ভূষণ॥
নৃপের আদেশ লভি রাখি হৃদে রাম।
গমন করিল সবে নিজ নিজ ধাম॥
পুরের সকল লোক আনন্দিতমন।
ঘরে ঘরে বাজিতেছে বিবিধ বাদন॥
যে যাচক যাহা ইচ্ছা নৃপেরে চাহিল।
সানন্দ-অন্তরে রাজা তারে তাহা দিল॥

সেবকসকল আর যত বাদ্যকর।
সন্তোষিয়া দান-মানে করিল আদর॥
সন্তুষ্ট হইয়া সবে করিল আশীস।
দ্বিজগুরু সহ গৃহ প্রবেশে মহীশ॥
পুরোহিত মুনিবর যে আজ্ঞা করিল।
লোকবেদবিধি মতে নৃপ সমাপিল॥
বিনয়ে করিয়া তুষ্ট দিয়া বহু দান
আশীর্ব্বাদ দিয়া বিপ্র করিল প্রয়াণ॥
গাধিসুতে বিধিমতে করিয়া পূজন।
কহে মম সম ধন্য নহে কোনজন॥
নববধূ সহ চারি নৃপতিনন্দন।
পুনঃপুন গুরুপদ করিল বন্দন॥
বিনয় করিল নৃপ অতি অনুরাগে।
সকলসম্পদ-সুখ ধরি মুনিআগে॥
হৃদয়ে ধরিয়া গুরু সীতা সহ রাম।
আশীস করিয়া গেল আপনার ধাম॥
আনি বিপ্রবধূ নৃপকুল-বৃদ্ধগণ।
পরিবারে দিল দিব্য বসন ভূষণ॥
সুহাসিনীবৃন্দে পরে ডাকি আনাইল।
রুচি অনুসারে সবে পরিধান দিল॥
প্রিয় পূজ্য কুটুম্বেরে করিয়া আহ্বান
করিল কোশলপতি বিহিত সম্মান॥
দেবগণ রঘুবীর-বিবাহ দেখিয়া।
আপন ভবনে গেল আনন্দ পাইয়া॥
পরে অন্তঃপুরে নৃপ করিয়া গমন।
বধূসহ চারিসুতে করিল দর্শন॥
আমোদে বিবশ হ'য়ে কোলে বসাইল।
কে পারে কহিতে নৃপ যে সুখ পাইল।
সমাজ হেরিয়া সুখী সব অন্তঃপুর।
লভিল হৃদয়ে সবে আহ্লাদ প্রচুর॥
বিবাহবৃত্তান্ত ভূপ কহে বিবরিয়া।
শুনিয়া আনন্দপূর্ণ সবাকার হিয়া॥
জনকনৃপতি-গুণ স্বভাব বিনয়।
আদর পিরীতি রীতি আদি সমুদয়॥
মহারাজ ভাট হেন করিল বর্ণন।
শুনি প্রমুদিত যত অন্তঃপুরজন॥
তবে পুত্র সহ নৃপ করিয়া মজ্জন।
গুরু জ্ঞাতি বন্ধু সহ করিল ভোজন॥

সুমঙ্গল গীত গায় সুন্দরী ভামিনী।
সুখমূল মনোহরা হইল যামিনী॥
আচমন করি পান করিল গ্রহণ।
করিল সুগন্ধ স্রজে শরীর ভূষণ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা রামে নিরখিয়া।
সবে গেল নিজ ঘরে বিদায় লইয়া॥
বিনোদ প্রমোদ প্রেম সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব।
সময় সমাজ আর উল্লাস উৎসব॥
না পারে কহিতে শ্রুতি স্বরস্বতী শেষ।
জগত বিধাতা ব্রহ্মা মহেশ গণেশ॥
আমি লঘুমতি করি কেমনে বর্ণন।
ভূনাগ কি পারে ভূমি করিতে ধারণ॥
মহিষীসকলে নৃপ করি আবাহন।
সবারে তুষিয়া কহে মধুর বচন॥
আইল বালিকা বধূ পরের ভবন।
আঁখি-পলকের মত করহ যতন॥
নিদ্রাবশীভূত মম শ্রমিত নন্দন।
তাদেরে বলহ এবে করিতে শয়ন॥
এত কহি গেল নৃপ বিশ্রামভবন।
শ্রীরামচরণে মন করি সমর্পণ॥
রাজার মধুর বাণী করিয়া শ্রবণ।
রতন-পালঙ্কোপরে মহিষীর গণ।
সুভগ সুরভিপয়ঃফেনের সমান।
কোমল ললিত শয্যা করিল বিতান॥
দিব্য উপাধান তার উপরে ধরিল।
রতন-প্রদীপ চারু মন্দিরে জ্বালিল।
রচিয়া রুচির শয্যা রামে উঠাইল।
জননী-আদেশে রাম শয়ন করিল॥
শ্যামল মঞ্জুল মৃদু শরীর হেরিয়া।
সপ্রেম বচন সবে কহিছে মিলিয়া॥
কেমনে বনের পথে করিলি গমন।
কেমনে করিলি বাছা তাড়কা-নিধন॥
বিখ্যাতপৌরুষ সেই ঘোর নিশাচর।
সমরে না গণে কারে অতি ভয়ঙ্কর॥
কেমনে যুঝিলে তুমি রাক্ষসের সনে।
সুবাহু মারীচে তুমি জিনিলে কেমনে॥
প্রসন্ন তোমার পরে গাধির নন্দন।
শঙ্কর করিল তব বিঘ্ন-বিনাশন॥
দুই ভাই মিলে কৈলে যজ্ঞের রক্ষণ।
গুরুর প্রসাদে কৈলে বিদ্যা উপার্জ্জন॥
পদধূলি দিয়া কৈলে অহল্যা-উদ্ধার।
রহিল ভুবন ভরি কীরতি তোমার॥
কমঠের পীটসম হরের কোদণ্ড।
নৃপতিসমাজে ভাঙ্গি কৈলে খণ্ড খণ্ড॥
ব্রহ্মাণ্ডবিজয় যশ জানকী পাইয়া।
চারি ভাই ঘরে এলে বিবাহ করিয়া॥
অমানুষ কর্ম্ম যত কৈলে সম্পাদন।
কেবল কৌশিককৃপা তাহার কারণ॥
মোদের জনম অদ্য হইল সফল।
হেরিয়া তোমার বাছা বদনকমল॥
মায়ে তোষে কহি রাম বিনয়বচন।
নিদ্রা গেল স্মরি শিব গুরুর চরণ॥
ঘরে ঘরে নারী সব করে জাগরণ।
পরস্পর করে মিষ্ট গালি বরিষণ।
রাণী কহে ওগো সখি কর দরশন।
আজ নিশা কিবা শোভা ক'রেছে ধারণ॥
বধূ কোলে লয়ে শত্রু করিল শয়ন।
যেন ফণি মণি বক্ষে করিল গোপন॥
অরুণ-উদয়ে জাগে কমললোচন।
সুমধুর রবে শুক করিছে কূজন॥
স্তাবক মাগধ বন্দী গায় গুণগান।
দ্বারদেশে সমবেত হৈল পুরজন॥
পিতা মাতা গুরু বন্দী দেবতা ব্রাহ্মণ।
আশীর্ব্বাদ দিল রামে হ'য়ে তুষ্টমন॥
যথাবিধি প্রাতঃক্রিয়া করি সমাপন।
পিতৃপাশে চারিভাই করিল গমন॥
হৃদয়ে ধরিল নৃপ করি দরশন।
পিতৃ-আজ্ঞা লভি কৈল আসন গ্রহণ॥
সব সভাসদ হেরি রাঘব-সন্তানে।
লোচন লাভের এই সীমা অনুমানে॥
বশিষ্ঠ, কৌশিক পরে কৈল আগমন।
বসিবারে দিল রাজা দিব্য সিংহাসন॥
সুত সহ কৈল নৃপ চরণবন্দন।
অনুরাগে হেরে দোঁহে রামের বদন॥
ধর্ম্ম-ইতিহাস কহে ব্রহ্মার নন্দন।
সমাজ সহিত নৃপ করিছে শ্রবণ॥

নবীন আমোদ নিতি দিবা নিশি যায় ।
উমগি অযোধ্যাপুর অতিবৃদ্ধি পায় ॥
সুদিনে করিল করকঙ্কণ মোচন ।
ভরত লক্ষ্মণ রাম রিপুনিসূদন ॥
নিত্য নব সুখ হেরি দশরথপুরে ।
বিধি সনে তথা জন্ম মাগে যত সুরে ॥
আশ্রম যাইতে নিত্য বিশ্বামিত্র চায় ।
রামের বিনয়-প্রেমে যাইতে না পায় ॥
বিদায় মাগিলে ঋষি নৃপ অনুরাগে
চারিপুত্র সহ গিয়া খাড়া হয় আগে ॥
এ রাজ্য সম্পদ প্রভু সকলই তোমার ।
আমি হে সেবক তব সহ পরিবার ॥
তব স্নেহপাত্র নাথ মম পুত্রগণ ।
করিলে দর্শন দিয়া কৃপা বিতরণ ॥
এত বলি দারাসুত সহিত রাজন ।
মুনিপদে পড়ে মুখে না সরে বচন ॥
মহীপে সন্তোষি মুনি আশ্রমে চলিল ।
কিছুদূর গিয়া রাম ফিরিয়া আইল
অতুল শ্রীরামরূপ ভূপতি-ভকতি ।
বিবাহ-উৎসব আর আমোদসংহতি ॥
মনে মনে প্রশংসিয়া গাধির নন্দন ।
প্রফুল্লঅন্তরে গেল আশ্রম-কানন ॥
বামদেব রঘুকুলগুরু জ্ঞানবান্ ।
পুন বিশ্বামিত্র যশ করিল ব্যাখ্যান ॥
বিমল সুযশ নৃপ করিয়া শ্রবণ
আপনারে ধন্য বলি করিল গণন ॥
যেথা সেথা করে লোক বিবাহ বর্ণন ।
রামের পবিত্র যশ ছাইল ভুবন
বিভুর বিবাহলীলা বিমলা কীরতি ।
নারে বরণিতে বাণী অহিকুলপতি ॥
করিব জীবন লাভ পরম পাবন ।
সীতারাম-যশ সর্ব্বশুভের কারণ ॥

অতএব আমি কিছু কহি বাখানিয়া
আপন বচন-কর্ম্ম-শুদ্ধির লাগিয়া ॥
শুদ্ধ করিবার তরে করম বচন ।
তুলসী রাঘবলীলা করিল বর্ণন ॥
শ্রীরামচরিত হয় বারিধি অপার ।
পারে কোন্ কবি তার যাইবারে পার
যেই জন রামলীলা শুনে কিম্বা গায়
সদা সুখ পায় সীতারামের কৃপায় ॥
ধন্য অধিকারী গিরিরাজের দুহিতা ।
সদা শুনে রামগুণ হ'য়ে সমাহিতা
রঘুবীর-পাদপদ্মে অনুরাগী জন ।
নির্ব্বাপন করে শীঘ্র লোভের অনল ॥
এতেক তুলসীদাস জানিয়া অন্তরে ।
কর্ম্ম-মন-বাক্যে হরিগুণ গান করে ॥
কঠিন করাল কাল-মলদিগ্ধ মন ।
এ 'কালে না হ'বে অন্য কোনও সাধন ॥
এত বিচারিয়া করি বিশ্বাস স্থাপন ।
হরির স্মরণ করে সুবোধ সুজন
ছল কপটতা এবে করিয়া বর্জ্জন ।
হরিপদে অনুরাগী হও মম মন ॥
নিদ্রাবশে মোহ-নিশা করিলে যাপন ।
বহুকাল গেল এবে কর জাগরণ ॥
সীতা সহ শ্রীরামের বিবাহকথন ।
যে করিবে গান কিম্বা করিবে শ্রবণ ॥
অন্তরে উৎসাহ তার না হইবে নাশ ।
সকল মঙ্গল করে রামযশে বাস ॥
তাঁর পদরজ করি মস্তকভূষণ ।
ভাষান্তরে কহে দীন হরিনারায়ণ ॥
গোস্বামী তুলসীদাস শ্রীরামের জন
ভুবনবিখ্যাত যাঁর কৃত রামায়ণ ॥

ইতি শ্রীতুলসীদাসবিরচিতে শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ-বিধ্বংসনে বিমলবৈরাগ্য-বিজ্ঞান-সন্তোষ-সম্পাদনো নাম বালকাণ্ডঃ প্রথমঃ সোপানঃ ॥

শ্রীবালকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

হিমগিরিসুতা যাঁর বামাঙ্কে শোভিছে।
মস্তক-উপরে দেব আপনা বহিছে॥
ভালে বালবিধু যাঁর গলেতে গরল।
শোভিত করেছে নাগরাজ বক্ষঃস্থল॥
বিভূতিভূষণ শিব সর্ব্বসুরবর।
সর্ব্বাধিপ সর্ব্বগত দেব মহেশ্বর॥

মোরে রক্ষা কর শশি-নিভ শ্রীশঙ্কর॥
যাঁর মুখপদ্ম অভিষেকের কারণ।
সুপ্রসন্নভাব নাহি করিল ধারণ॥
বনবাস-দুঃখহেতু নহিল মলান।
হ'ক শুভপ্রদ সেই রাঘববয়ান॥
কিবা নীল-ইন্দীবরশ্যাম কলেবর।
জনকনন্দিনী বামে অপূর্ব্ব শ্রীধর॥
করতলে মহাশর রুচির শায়ক।
নমি কোমলাঙ্গ রঘুকুলের নায়ক॥
গুরুপদরজে মাজি অন্তর-লোচন।
বিমল রামের যশ করিব কীর্ত্তন॥
যে দিনে বিবাহি রাম অযোধ্যা আইল।
নূতন উৎসব নিত্য হইতে লাগিল॥
প্রকাণ্ড ভূধরসম এ চৌদ্দ ভুবন।
পুণ্যমেঘ সুখ-বারি করিছে বর্ষণ॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি আদি যত স্রোতস্বতা ছিল।
অযোধ্যা-অম্বুধি পানে উমগি ধাইল॥
নগরের নর নারী নানামুনিগণ।
বিনামূল্যে পায় যত অমূল্য রতন॥
নগরবিভূতি নারি করিতে বর্ণন।
কর্ত্তব্য বুঝিয়া বিধি করিল সৃজন॥
সুখের সাগরে ভাসে সব পুরজন।
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ॥
সখাসহ মাতৃগণ প্রমুদিতমন।
ফলিত মানস-তরু করি দরশন॥

রাম-রূপ-গুণ-শীল স্বভাবসুন্দর।
মুদিত হইল হেরি গুরু মুনিবর॥
পুরবাসী অভিলাষ কহে শিব সনে।
হেরিতে বাসনা রামে রাজসিংহাসনে॥
বিশ্বাবসু নামে এক গন্ধর্ব্বপ্রবর।
একদিন করে গান সভার ভিতর॥
মনোহর তার গীত করিয়া শ্রবণ।
রহিবারে অযোধ্যায় কহে সর্ব্বজন॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব কহে অন্তরে বিচারি।
ইন্দ্র-আজ্ঞা বিনা আমি রহিতে না পারি।
কৈকেয়ী কহিছে তবে শুনহ গায়ক।
মম বলে বসে স্বর্গে সুরের নায়ক॥
আমার আদেশ তুমি করহ পালন।
করিতেছি সুরপুরে পত্রিকা প্রেরণ।
শ্লেষযুত বাক্য দেবী সুরেন্দ্রে লিখিল।
বিশ্বাবসু দূত পত্র লইয়া চলিল॥
পাঠ করি কেকয়ীর বচন সুধাঙ্ক।
ভাবিল দেবেন্দ্র ারে দিবারে কলঙ্ক॥
গন্ধর্ব্বে পত্রিকা লিখি করিল জ্ঞাপন।
কৈকেয়ীর আজ্ঞা তুমি কর সম্পাদন॥
তোমারে আসিতে যবে নৃপ আজ্ঞা দিবে।
তবে সুরপুরে তুমি চলিয়া আসিবে॥
সীতার বয়স যবে আঠার হইল।
সাতাশ বছরে রাম প্রবেশ করিল॥
মনে অভিলাষ তবে করিল শ্রীরাম।
করিতে জুয়ায় এবে দেবতার কাম॥
আনন্দে মগন যত পুরবাসী জন।
ভ্রাতৃগণ সহ হেরি কমললোচন॥
একদিন রামচন্দ্র জানকীসমেত।
আছিলা বসিয়া নিজ রুচির নিকেত।
প্রলম্বিত ভুজ উর নয়ন বিশাল।
পরিধান পীতাম্বর শ্যামল তমাল॥

সে ছবি নেহারি কোটি কাম লাজে মরে
সুচারু চামর শোভে জানকীর করে ॥
সেই অবসরে মুনি নারদ আইল।
সুরহিত লাগি তাঁরে বিধি পাঠাইল ॥
করে দিব্য বীণা তেজঃপুঞ্জ কলেবর।
হরিগুণ গান করে ঋষির প্রবর ॥
ধাইল রাম করি দরশন।
দণ্ডবত হ'য়ে করে চরণ বন্দন ॥
বসিবারে দিল তাঁরে আপন আসন।
প্রক্ষালিল সীতা নিজে মুনির চরণ ॥
চরণউদকে রাম ভবন সেচিল।
জগতপাবন হরি মস্তকে ধরিল ॥
রাম কহে মুনিবর করহ শ্রবণ।
তব আগে আমি কিছু করি নিবেদন ॥
বিষয়ে নিরত সদা রহে যেই প্রাণী
কিম্বা মম সম হয় যেই অভিমানী।
তার পরে প্রভু কৃপা করেন যখন।
সাধু সনে সঙ্গ হয় তাহার তখন ॥
নাহি যায় কভু সেই যমের ভবন।
বিনাহেতু করে যেই সাধুর সেবন॥
অতএব মুনি আমি বড় ভাগ্যবান্।
যদিও কুটুম্বরত গৃহে বর্ত্তমান
শুনিয়া মধুর প্রিয় রামের বচন।
মনে বিচারিয়া কহে ব্রহ্মার নন্দন ॥
লোকহিতে রত প্রভু কৃপাময় ধীর।
কেন না কহিবে হেন বাক্য রঘুবীর।
প্রকাশিয়া কহে মুনি শুন রঘুরায়।
তব শক্তিকণা জানি তোমার কৃপায়
প্রাকৃত মানুষ-মত কহিছ বচন।
তোমার অসাধ্য কিছু নহে নারায়ণ
তোমার স্বভাব এই শুন রঘুবর।
আপনি হইয়া লঘু ভক্তে বড় কর ॥
প্রণত চরণে তব কৃপার ভাজন।
ধরেছ মানুষ-দেহ দাসের কারণ ॥
জ্ঞানমায়াগুণেন্দ্রিয় জানিবারে নারে।
অজিত যাঁহার নাম দাস জিনে তাঁরে।
কভু কেহ নাহি যাঁর সম অতিশয়।
সর্ব্বত্র সমান অজ ব্যাপক যে হয় ॥
উদরে ব্রহ্মাণ্ড মেলি যে করে শয়ন।
করিবারে স্তন পান সে করে রোদন ॥
নাম-রূপ বহু বর্ণ নাহি যাঁর ভেদ।
অবিজ্ঞাত গতি যাঁর নেতি কহে বেদ।
নিরাময় নিরমম নিত্য মুক্ত যেই।
দশরথসুত বলি গীত হয় সেই ॥
জপ যজ্ঞ যোগ তপ আর ব্রত দান।
বিমল বিরাগ জ্ঞান বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ॥
যতনে করিয়া কেহ পায় দরশন।
কেবল ভকতিবশ সেই নারায়ণ ॥
হঠবশে করে শঠ অনেক সাধন।
নারে ভবনিধিপারে যাইতে কখন ॥
জানুক যে পারে তব নির্গুণ স্বরূপ
হৃদয়কমলে মম বস নররূপ
ব্রহ্মার ভবনে আমি ছিনু ভগবান্।
করিতেছিলাম তব লীলা-গুণ গান।
এই অভিলাষ মম উপজিল মনে।
বহুদিনান্তরে তব হেরিতে চরণে ॥
সর্ব্বত্র সমান সত্তা প্রভু তব হয়।
তোমার সগুণ রূপ মম মনে লয় ॥
অযোধ্যা আসিব যবে বিরিঞ্চি জানিল।
আমার নিকটে আসি একথা কহিল ॥
সর্ব্ব-অন্তর্যামী প্রভু জানেন সকল
বিনয়ের বশ হরি ভকতবৎসল ॥
যেকারণে নরতনু করিলা ধারণ।
এবে কৃপা করি তাহা কর সম্পাদন।
একথা শুনিয়া রাম ঈষৎ হাসিল।
আজিও অন্তরে ভয় বিধি না ত্যজিল
রাম কহে মুনিবর ব্রহ্মারে কহিবে।
কিছুদিন পরে কার্য্য সফল হইবে ॥
পুনঃপুন মুনি রাম-চরণ বন্দিল।
অসীম আনন্দ তবে হৃদয়ে লভিল ॥
অন্তরে ধরিয়া রামস্বরূপ নারদ।
গুণ গান করি চলে গান-বিশারদ ॥
জানকীদেবীরে তবে রাম বুঝাইয়া।
সহেতু পূরব কথা কহে শুনাইয়া ॥
সুরহিততরে এবে উপায়করিব।
রাজ্যসুখ পরিহরি বিপিনে যাইব ॥

সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁর ভ্রূকুটীবিলাস।
সে ভাবে কেমনে হ'বে নিশাচরনাশ॥
কোন একদিন দশরথ মহারাজ।
রাজে রাজসভামাঝে সহিত সমাজ॥
সুকৃতমুরতি নৃপ বিখ্যাত ভুবনে।
আনন্দে রামের যশ শুনয়ে শ্রবণে॥
সব ভূপ রহে কৃপা পাইবার তরে।
লোকপালগণ যাঁর প্রীতি বাঞ্ছা করে॥
ত্রিকালে নহিল কেহ জগতভিতর।
দশরথ সম অন্য জন ভাগ্যধর॥
সর্ব্বশুভমূল রাম যাঁহার নন্দন।
কে পারে করিতে তাঁর পুণ্যের বর্ণন॥
নৃপতি মুকুর করে করিয়া ধারণ।
ইচ্ছামত করে নিজ বদন দর্শন॥
শ্রবণসমীপে নৃপ হেরে শিতকেশ।
মুনিবৃত্তি উহা যেন করে উপদেশ॥
আর যেন কহে রামে করি যুবরাজ।
জীবন সফল এবে কর মহারাজ॥
এত বিচারিয়া নৃপ বুঝি অবসর।
গুরুরে শুনায় সব সানন্দঅন্তর॥
নৃপতি কহিছে শুন মুনির প্রধান।
হইয়াছে রাম সর্ব্বগুণে গুণবান্॥
সেবক সচিব আর যত পুরজন।
কিবা অরি মিত্র কিবা উদাসীনগণ॥
সবে ভালবাসে রামে প্রাণসম করি।
প্রভুর আশীস শোভে যেন তনু ধরি॥
যথা স্নেহপাত্র তব আমার নন্দন।
তথা স্নেহ করে রামে সকল ব্রাহ্মণ॥
গুরুর চরণরেণু যারা শিরে ধরে।
সকল বিভব তারা বিশ্বে বশ করে॥
আমার সমান নাহি অন্য কোন জন।
সকল পাইনু পূজি গুরুর চরণ॥
এক অভিলাষ মোর করিয়াছে মন।
অনুগ্রহ করি নাথ করহ পূরণ॥
মুনিরে প্রসন্ন হেরি কহিছে রাজন।
যদি আজ্ঞা হয় দেব করি নিবেদন॥
মুনি কহে নৃপবাক্য করিয়া শ্রবণ।
আছে কি বাসনা তব রাঘবনন্দন॥

ভালমতে গুরুদেবে প্রসন্ন জানিয়া।
মৃদুবাণী কহে নৃপ ঈষত হাসিয়া॥
শ্রীরামে করিব দেব আমি যুবরাজ।
ইহার প্রস্তাব কর ডাকিয়া সমাজ॥
হউক উৎসব মম থাকিতে জীবন।
করুক জগতলোক সফল লোচন॥
আমার বাসনা যত দেখ ত্রিলোচন।
প্রভুর প্রসাদে সব করিলা পূরণ॥
যাইবে জীবন কবে নাহিক নিশ্চয়।
মনে যেন পরিতাপ পরে নাহি রয়॥
নৃপবাক্য শুভমূল করিয়া শ্রবণ।
হইলা বশিষ্ঠ দেব অতি তুষ্টমন॥
মুনি কহে শুন ভূপ আমার বচন॥
ত্রিতাপ না যায় বিনা যাঁহার ভজন॥
তোমার তনয় সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তিবশে নরতনু করিলা ধারণ॥
না কর বিলম্ব এবে শুন মহারাজ।
সজ্জিত করহ তুমি সকল সমাজ॥
সেইদিন শুভ দিন নিশ্চয় জানিবে।
যেই দিন যুবরাজ শ্রীরাম হইবে॥
আনন্দে ভূপতি তবে মন্দিরে আইল।
ডাকিবারে সচিবেরে সেবকে কহিল।
জয় জীব কহি মন্ত্রী মস্তক নমিল।
সুসম্বাদ নরপতি তাঁরে শুনাইল॥
রাজা কহে শুন মন্ত্রী মোরে গুরু আজ
কহিলেন করিবারে রামে যুবরাজ॥
তোমাদের অভিপ্রায় ইথে যদি হয়।
রাজ্যে অভিষেক কর কৌশল্যাতনয়॥
আনন্দে ভাসিল শুনি বাণী মন্ত্রিবর।
পাইল বাঞ্ছিত ফল যেন কর-পর॥
করপুটে কহে মন্ত্রী বিনয়-বচন।
কোটিবর্ষ আয়ু তব হউক রাজন॥
ভুবনমঙ্গলকার্য্য করিলে বিচার।
সম্পাদনে কালব্যাজ নাহি কর আর॥
নৃপের বাড়িল সুখ এ কথা শুনিয়া।
বৃদ্ধি পায় তরু যেন সুশাখা লভিয়া॥
রাজা কহে যে যে দ্রব্য হয় প্রয়োজন।
অভিষেক-লাগি শীঘ্র কর আয়োজন॥

তবে কুলপুরোহিত ব্যবস্থা করিল।
সকল তীরথ-জল আনিতে কহিল॥
ঔষধ বিবিধ মূল নানাফুল ফল।
আনিবারে কহে বহুদ্রব্য সুমঙ্গল॥
সুচারু চামর চর্ম্ম বিবিধ বসন।
রোম-পাট-পট নানাজাতি অগণন॥
বেদের বিহিত কহি সকল বিধান।
রচিবারে কহে পুরে শোভার বিতান॥
পনস রসাল রম্ভা আদি তরুগণ।
পুরচারিপাশে পথে করহ রোপণ॥
গণপতি কুলদেবে করহ পূজন।
বিধিমতে ভূমিসুরে করহ সেবন॥
পতাকা-কলসে কর ভূষিত তোরণ।
সজ্জিত করহ করী তুরগ স্যন্দন॥
মুনিবাক্য শিরে ধরি যত অনুচর।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে হয় অগ্রসর॥
যাহারে যে কার্য্যে মুনি কৈল নিয়োজন।
অবিলম্বে তাহা সেই করে সমাপন॥
সাধু বিপ্র সুরে রাজা করিল অর্চ্চন।
রামহিত তরে করে নানা স্বস্ত্যয়ন॥
রাম-অভিষেককথা করিয়া শ্রবণ।
বাজাইল বহু বাদ্য নগরের জন॥
সীতারামতনু করে শুভ আংশংসন।
মঙ্গলসূচক অঙ্গ করিল নর্ত্তন॥
প্রেমে পুলকিত দোঁহে কহিল বচন।
এ সূচনা ভরতের কহে আগমন।
বহুদিন নাহি হেরি ভরতবদন।
এ শুভ লক্ষণ কহে প্রিয়সম্মিলন॥
ভরতের তুল্য মম প্রিয় কেবা হয়।
এ শুভ লক্ষণফল অন্য কিছু নয়॥
চিত্তে দিবানিশি রাম ভরতের তরে।
কমঠ অণ্ডের লাগি যথা চিন্তা করে॥
বাড়ে রাম-সুখ শুনি পুরের উল্লাস।
পূর্ণশশী হেরি যথা বারিধিবিলাস॥
প্রথমে যাইয়া যেবা সুসম্বাদ দিল।
বসন-ভূষণ ভূরি সে জন পাইল॥
রোমাঞ্চিত-কলেবর মন-অনুরাগে।
সাজিতে মঙ্গল সাজে সকলেই লাগে॥

মণি-কনকের রাশি সুমিত্রা আনিয়া।
আনন্দে করিল দান ব্রাহ্মণে ডাকিয়া॥
আদরে পূজিল গ্রাম-দেব সুর নাগ।
কহিল দিবারে সর্ব্বদেবে বলিভাগ॥
যাহাতে হইবে মোর রামের কল্যাণ।
দয়া করি এই বর সবে দেহ দান॥
গাইছে মঙ্গল গান কোকিলবচনী।
শশাঙ্ক-বদনী মৃগশাবক-লোচনী॥
রাম-অভিষেককথা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে মগন যত পুরনারী জন॥
পুরোহিত ডাকি তবে আনিয়া রাজন।
রামের আলয়ে তাঁরে করিল প্রেরণ॥
গুরু-আগমন শুনি কমললোচন।
দ্বারদেশে গিয়া করে চরণবন্দন॥
অর্ঘ্য দিয়া সমাদরে মন্দিরে আনিল।
ষোল উপচারে তাঁর পূজন করিল॥
সীতার সহিত পুন ধরিল চরণ।
যুড়ি করপদ্ম পরে কহিল বচন॥
আইলে হে প্রভু তব সেবকভবন।
করিবারে শুভ করি অশুভে দলন॥
যদ্যপি আছিল কোনকার্য্য মোর সনে।
প্রেরিতে উচিত ছিল অন্য কোনজনে॥
প্রভুতা ত্যজিয়া মোরে করিলে সনেহ।
পবিত্র হইল অদ্য মম এই গেহ॥
যে আজ্ঞা করিবে নাথ করিব পালন।
সেবকের সেবা স্বামী করেন গ্রহণ॥
রামের ভকতিমাখা এ বাক্য শুনিয়া।
মুনিবর রঘুবরে কহে প্রশংসিয়া॥
না কহিবে কেন রাম এ হেন বচন।
তুমি বাছা দিনকর-কুলের ভূষণ॥
রামের স্বভাব শীল করিয়া বর্ণন।
পুলকি কহিছে বাক্য ব্রহ্মার নন্দন॥
অভিষেকদ্রব্য তব পিতা আয়োজিল।
করিবারে যুবরাজ তোমারে বাঞ্ছিল॥
সংযম করিয়া অদ্য থাকহ শ্রীরাম।
বিঘ্ননাশ হবে পূর্ণ হবে সব কাম॥
শিক্ষা দিয়া গেল গুরু রাজার আলয়।
এ চিন্তা করিল তবে রাম দয়াময়॥

একসঙ্গে জনমিনু ভাই চারি জন।
একত্র করিনু খেলা শয়ন ভোজন॥
কর্ণবেধ উপবীত মোদের বিবাহ।
একসঙ্গে সবাকার হইল নির্ব্বাহ॥
এ বিমল কুলে এই অনুচিত এক।
অনুজে ছাড়িয়া হয় জ্যেষ্ঠ-অভিষেক
হেনকালে রামপাশে লক্ষ্মণ আইল।
রবি-কুল-বিধু তাঁরে আদর করিল।
বিবিধ বিধানে বাদ্য হ'তেছে বাদন।
পুরের প্রমোদ নারি করিতে বর্ণন।
ভরতের আগমন সকলে জানায়।
যদি শীঘ্র আসে তবে আঁখিফল পায়॥
হাট বাট রাজপথ সর্ব্বত্র নগরে।
নরনারী এই কথা কহে পরস্পরে॥
কখন হইবে কাল উত্তম লগন।
বিধাতা মোদের বাঞ্ছা করিবে পূরণ॥
স্বর্ণসিংহাসন-পরে সীতার সহিত।
বসিবেন রাম করি হরষিত চিত॥
সকলে কহিছে কাল হইবে কখন।
ভাবিছে করিতে দেব বিঘ্নের ঘটন॥
তাদের না হয় সহ্য অযোধ্যার ঋদ্ধি।
জ্যোছনায় নহে যথা তস্করের সিদ্ধি॥
শারদারে করি স্তব কহে সুরগণ।
পুনঃপুন পাদপদ্ম করিয়া ধারণ॥
মোদের বিপদ মাতঃ কর বিলোকন॥
কৃপা করি দেবকার্য্য কর গো সাধন॥
রাজ্য ত্যজি রঘুনাথ বনবাসে যায়।
সুরহিত লাগি কর ইহার উপায়॥
এত শুনি দেবীমুখ-পদ্ম শুকাইল।
সরোজবিপিনে যেন হিম গরাসিল॥
হেরি দেব কহে মাতঃ রাখ গো বিনয়॥
ইথে কিছু অপরাধ নাহি তব হয়॥
হরষ-বিস্ময়শূন্য রাম রঘুবর।
তাঁহার স্বভাব তব নহে অগোচর॥
কর্ম্মবশ জীব দুঃখ-সুখের ভাজন।
জানিয়া কোশলপুরে কর পদার্পণ॥
এত বলি ধরে দেবদেবীর চরণ।
সুরহিত তরে করে ভারতী গমন॥

উচ্চে বাস করে কিন্তু কর্ম্ম নীচপ্রায়।
পরের সম্পদ হেরি হিয়া জ্বলি যায়।
পূরব বৃত্তান্ত দেবী করিয়া বিচার।
ভাবিল কর্ত্তব্য যাহা করিব আমার॥
সানন্দ অন্তরে দেবী অযোধ্যা আইল।
দারুণ দুখের দশা যেন দেখা দিল॥
মন্থরা নামিকা চেড়ী কৈকেয়ীর ছিল।
শারদা যাইয়া তাঁর মতি ফিরাইল॥
মন্থরা হেরিয়া তবে নগর রচনা।
মঙ্গল মঙ্গল দিব্য বাজিছে বাজনা॥
কিহেতু উৎসব এই লোকে জিজ্ঞাসিল।
রামের তিলক শুনি অন্তর দহিল॥
কুজাতি কুমতি দাসী মনে বিচারিল।
কেমনে হইবে বিঘ্ন ভাবিতে লাগিল॥
কৈকেয়ী নিকটে গেল আকুলা হইয়া।
তার ভাব দেখি রাণী পুছিল হাসিয়া॥
দীরঘ নিশ্বাস ফেলি উত্তর না করে।
দু'নয়নে অশ্রুজল অবিরত ঝরে॥
অতীব মুখরা তুমি কৈকেয়ী কহিল।
এহেতু লক্ষ্মণ বুঝি তোরে শিক্ষা দিল।
তথাপি না কহে কথা মন্থরা পাপিনী।
নিশ্বাস ছাড়িল যেন কুটিলা সাপিনী॥
সভয়ে কহিল রাণী চেড়ীরে তখন।
না কহিছ কথা তুমি কিসের কারণ॥
আছে ত' কুশলে মম শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভূপতি ভরত আর রিপুনিসূদন॥
তব ভাব হেরি মম আকুল হৃদয়।
ত্বরা করি কহ সত্য ঘুচুক সংশয়॥
কিবা উপদেশ মাতঃ দিতেছ এখন॥
কহিব কাহার বলে গৌরব বচন॥
কহিব কুশল কার রামে ছাড়ি আজ।
করিবেন নৃপ যাঁরে কাল যুবরাজ॥
দক্ষিণ হইল বিধি কৌশল্যা-উপরে।
না ধরিবে গর্ব্ব আর তাঁহার অন্তরে॥
দেখনা পুরের শোভা বাহির হইয়া।
আমার হইল ক্ষোভ যাহা নিরখিয়া॥
ভাল মন্দ বুঝিবারে না আছে শকতি।
সদা মনে কর তব বশে আছে পতি॥

স্বামি-শয্যাপাশে তুমি জান ঘুমাইতে।
পতির কুটিল ভাব না পার লখিতে ॥
রাম-অভিষেক প্রিয় বচন শুনিয়া।
চেড়ীরে কহিছে রাণী কুপিতা হইয়া ॥
পুন যদি কটুবাক্য স্বর-ভেদ কর
টানিয়া রসনা তব করাইব বড় ॥
কুমতি কুবজা আর কুজাতি জানিয়া।
মন্থরারে কহে পুন ঈষত হাসিয়া ॥
শিক্ষা-বাক্য কহিলাম উপদেশ-তরে।
না করিনু আমি ক্রোধ তোমার উপরে ॥
কনিষ্ঠ সেবক জ্যেষ্ঠ রাজ্যভার লয়।
ইক্ষ্বাকুকুলের এই সুনিয়ম হয় ॥
রামের তিলক কল্য যদি হে নিশ্চয়।
তাহা মোরে চাহ যাহা তব মনে লয় ॥
কৌশল্যা প্রভৃতি যত রামমাতৃগণ।
সবা প্রতি সমদর্শী কমললোচন ॥
বিশেষ ভকতি করে শ্রীরাম আমারে।
পরীক্ষা করিয়া অতি স্নেহ করি তারে ॥
বিধির ইচ্ছায় যদি পুনর্জ্জন্ম হয়।
সীতা যেন বধূ হয় শ্রীরাম তনয় ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় সীতারাম মোর।
তাদের তিলক ইথে কিবা ক্ষোভ তোর।
ভরত-শপথ তোরে সত্য করি বল।
পরিত্যাগ করি এবে কপটতা ছল ॥
হরষসময়ে দুঃখ কিসের লাগিয়া।
ইহার কারণ তুমি কহ প্রকাশিয়া ॥
মন্থরা কহিছে আশা পূরিল আমার।
কহিবারে কহ কিছু কি কহিব আর ॥
জেনেছি নিতান্ত মম অভাগা কপাল।
তোমারে লাগিল মন্দ কহিলেও ভাল ॥
মিথ্যা কহিলাম আমি কল্পনা করিয়া।
এবে যাহা অভিরুচি কহ বিচারিয়া ॥
যাহে তব হ'বে ভাল তাহাই কহিব।
নতুবা হইয়া চুপ সর্ব্বদা রহিব ॥
হউক নৃপতি যেবা মোর কিবা হানি।
দাসীর অবস্থা ছাড়ি হইব কি রাণী ॥
আমার স্বভাব এই জান চিরন্তন।
না পারি হেরিতে তব মন্দ কদাচন।
এহেতু কহিনু কিছু মতি-অনুসারে।
হইয়াছে চুক দেবি ক্ষমিবে আমারে ॥
এগূঢ় কপট প্রিয় শুনিয়া বচন।
ধৈর্য্য হারাইল দেবী অন্তরে তখন ॥
সুর-মায়াবশে তারে শত্রু না বুঝিল।
জানিয়া পরম মিত্র বিশ্বাস করিল।
আদর করিয়া তারে পুছিতে লাগিল।
শবরীর রবে যেন হরিণী মোহিল ॥
যথা ভাবি তথা হ'ল কৈকেয়ীর মতি।
রহিল মন্থরা ফুল্লি হেরি তার গতি ॥
ভয় করি কহিবারে যাহা জিজ্ঞাসিলে।
স্বর-ভেদকারী নাম আমার ধরিলে।
নানাছলে কৈকেয়ীর মন ফিরাইল।
অযোধ্যায় শনি যেন উদয় হইল ॥
কহিলে গো রাণি তব প্রিয় সীতারাম।
তোমারে ভকতি করে রাম গুণধাম ॥
প্রথমে সেদিন ছিল এবে নাহি আর।
বৈরতা প্রীতির স্থান কৈল অধিকার ॥
কমলের কুলে ভানু করে গো পোষণ।
জলহীন হ'লে তারে সে করে দহন ॥
নৃপ চাহে তব মূল [illegible]তে ছেদন।
যদি পার রাখিবারে করহ যতন ॥
রাজার সোহাগে মাত তুমি ভুলি রহ।
তাঁহারে আপন বশ সতত জানহ
মিষ্টমুখ নরপতি হৃদয়-মলিন।
সরলস্বভাব তব চাতুরীবিহীন ॥
গম্ভীরা চতুরা অতি রাম-মাতা হয়।
সাধন করিল কার্য্য পাইয়া সময় ॥
প্রেরিল ভরতে ভূপ মাতুল-আলয়।
রাম-জননীর মতে জানিবে নিশ্চয় ॥
সকল মহিষী তাঁরে করিছে সেবন।
বৃথা পতিগর্ব্ব তুমি করেছ ধারণ ॥
না জান কৌশল তব সরল স্বভাব।
না পার লখিতে পত্নীর কপটতাভাব ॥
তোমার উপরে প্রীতি রাজার বিশেষ।
হেরিতে না পারি করে সপত্নীবিদ্বেষ ॥
রচিয়া প্রপঞ্চ নৃপে স্ববশে আনিল।
রামের তিলক লাগি লগন ধরিল ॥

রাম-অভিষেক সত্য রঘুকুলোচিত।
সবার বাঞ্ছিত বটে মম মনোহিত॥
ভবিষ্যত ভাবি মোর অতি ভীত মন।
না জানি বিধাতা কিবা করিবে ঘটন॥
নানাছলে কৈকেয়ীর করিয়া প্রবোধ।
বাড়াইতে কহে কথা সপত্নী-বিরোধ॥
ভাবিবশে দাসীবাক্যে বিশ্বাস আইল।
আপন সপথ দিয়া তাঁহারে পুছিল॥
কি কহিছ কিছু জ্ঞান নাহিক তোমার।
পশুতেও ভাল-মন্দ বুঝে আপনার॥
একপক্ষ দিন গত সাজিছে সমাজ।
না রাখ সন্ধান তুমি মোরে পুছ আজ॥
বসন ভূষণ পর করহ ভোজন।
মোর দোষ নাহি সত্য কহিব বচন॥
যদ্যপি অসত্য কিছু কহি বানাইয়া।
মোরে দণ্ড দিবে বিধি বিচার করিয়া॥
রামটীকা যদি কাল হয় সমাপন।
বিপত্তির বীজ বিধি করিবে বপন॥
রেখা পাতি কহি শুন ভরতের মাতা।
তোমারে দুখের মাছি করিল বিধাতা॥
কৌশল্যারে যদি তুমি সেবিতে পারহ।
চুপ করি নিজ ঘরে বসিয়া থাকহ।
যথা দুঃখ দিয়াছিল কদ্রু বিনতারে।
কৌশল্যা তেমতি দুঃখ দিবে গো তোমারে॥
তব সুত গৃহদাস হইয়া রহিবে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে সদা সেবন করিবে॥
কেকয়তনয়া যবে এতেক শুনিল।
নারিল কহিতে বাণী মুখ শুকাইল॥
কদলীর মত তনু কাঁপিতে লাগিল।
রসনা দশনে দেবী চাপিয়া ধরিল॥
কহি কহি কোটি কোটি কপট বচন।
মন্থরা কহিছে ধৈর্য্য কর গো ধারণ॥
করিল কঠিনা তারে পড়ায়ে কু-পাঠ।
না জন্মে সে পুন যথা রসহীন কাঠ
ফিরিল কৈকেয়ীমন লাগিল কুচালি।
চেড়ীরে কহিল যথা বকীরে মরালী॥
মন্থরে আমার কথা কর গো শ্রবণ।
নাচিতেছে নিত্য মম দক্ষিণ নয়ন॥
দেখিতেছি প্রতিরাতি আমি কুস্বপন।
না কহিনু তোরে কিছু মোহবশমন॥
সরল স্বভাব মোর কি কহিব সখি।
কে দক্ষিণ কেবা বাম আমি নাহি লখি॥
কার মন্দ না করিনু আমি গো কখন।
মোরে দুঃখ দিল বিধি কি পাপ এমন॥
জন্ম ভরি মাতামহভবনে রহিব।
জীবন্তে সতীনে তবু কভু না সেবিব।
অরিবশ করি যারে বিধাতা জিয়ায়।
তার মৃত্যু ভাল নাহি বাঁচিতে জুয়ায়॥
হেনমত দীন বাক্য কৈকেয়ী কহিল।
শুনিয়া মন্থরা নারী মায়া প্রকাশিল॥
কেন হেন কথা রাণী কর উচ্চারণ।
দ্বিগুণ সুখের দিন হইবে এখন॥
যে জন বাঞ্ছিল মন্দ করিতে তোমার।
অচিরাতে ফল সেই পাইবে তাহার॥
যেদিন হইতে আমি করেছি শ্রবণ।
ক্ষুধা নিদ্রা দিবানিশি করেছি বর্জ্জন॥
তিনরেখা টানি গুণিগণে জিজ্ঞাসিনু।
ভরত হইবে রাজা নিশ্চয় কহিনু॥
যদি কর তবে কহি আছে যে উপায়।
আছে গো ভূপতি বশ তোমার সেবায়॥
শুনিয়া কৈকেয়ী তবে করিল উত্তর।
দিয়াছি সকল ভার তোমার উপর॥
তোমার বচনে পারি কূপে ঝাঁপ দিতে।
পতি পুত্র পরিত্যাগ পারি গো করিতে॥
হেরি বড় দুখ মোরে উপদেশ দিলে।
হবে হিত বল এবে কি কার্য্য করিলে॥
কেকয়সুতারে চেড়ী কুমন্ত্রণা দিয়া।
দিল কপটতা-ছুরি বুকে বসাইয়া॥
রাণী না হেরিল দুখ নিকটে কেমন।
যথা বলি-পশু করে তৃণের ভোজন॥
মুখে মধুমাখা বাণী অন্তর কঠোর।
যেন মধু ঢালি দেয় কিন্তু বিষ ঘোর॥
ইহার উপায় দেবি নাহি কি এখন।
মোরে যাহা বলেছিলে কর গো স্মরণ॥
প্রতিজ্ঞা করিল ভূপ দুই বর দিতে।
তাহা মাগি লহ আজি হিয়া জুড়াইতে॥

ভরতের রাজ্য আর রাম-বনবাস।
চাহিয়া লইয়া নাশ সপত্নীর ত্রাস॥
রামের শপথ নৃপ করিবে যখন।
মাগিবে তখন যেন না নড়ে বচন॥
হইলে যামিনী গতা হ'বে বিঘটন।
মোর বাক্য প্রিয় করি কর গো ধারণ॥
করিয়া কুমন্ত্র বড় চেড়ী পাতকিনী।
কহে ক্রোধাগারে এবে যাও গো ভামিনি॥
সজাগে থাকিয়া কর কার্য্যের উদ্ধার।
সহসা বিশ্বাস যেন না করিবে আর॥
মন্থরারে জানি রাণী প্রাণের সমান।
পুনঃপুন তার বুদ্ধি করিল বাখান॥
তব সম হিত কেহ না করে আমার।
যাইতে ছিলাম ভাসি হইলে আধার॥
মনের মানস যদি বিধাতা পূরায়।
আঁখির পুতলী করি রাখিব তোমায়॥
এইরূপ সমাদর চেড়ীরে করিয়া।
ক্রোধাগারে প্রবেশিল কৈকেয়ী যাইয়া॥
চেড়ী বর্ষা-ঋতুবীজ দারুণ বিপত্তি।
হইল কর্ষিত ভূমি কৈকেয়ী কুমতি॥
জন্মিল অঙ্কুর লভি কপটতা-জল।
দুইবর-দান-দুখ পরিণামফল॥
কোপসাজে সাজি রাণী শয়ন করিল।
অন্তরে কুমতি রাজ্য করিতে লাগিল॥
আনন্দে নগরলোক মাতিয়া আছিল
এ কুচালি কেহ কিছু জানিতে নারিল
রামের তিলকে পুরজন প্রমুদিত।
সুমঙ্গল সাজে সবে হইয়া সজ্জিত॥
কেহ প্রবেশিছে কেহ হ'তেছে বাহির।
ভূপদরবারে আজি অতিশয় ভীড়॥
অভিষেককথা শুনি বাল্য-সখাগণ।
দশ পাঁচ মিলি যায় রামের ভবন॥
বুঝিয়া তাদের প্রেম প্রভু আদরিল।
মধুর বচনে সবে কুশল পুছিল॥
প্রভু-আজ্ঞা লয়ে তারা ফিরিয়া আইল।
রামের বড়াই সবে করিতে লাগিল॥
ত্রিভুবনমাঝে কেবা রামের সমান।
আছে স্নেহশীলবান্ দয়ার নিধান॥

যে যোনিতে কর্ম্মবশে করিব ভ্রমণ
পাই যেন সীতানাথে করিতে সেবন॥
হেনমত অভিলাষ পুরে সবাকার।
কেবল অন্তরদাহ কেকয়সুতার॥
কেবা নাহি হয় নষ্ট লভি কুসঙ্গতি।
চলিলে নীচের মতে না রহে সুমতি।
সন্ধ্যাকালে গেল নৃপ কৈকেয়ীর গেহ।
নিষ্ঠুরতাপাশে যেন স্নেহ ধরি দেহ॥
আছে ক্রোধাগারে দেবী করিয়া শ্রবণ।
না পারে করিতে ভয়ে আগে পদার্পণ॥
সুরপুরে বসে ইন্দ্র যাঁর বাহুবলে।
যার শুভ দৃষ্টি চাহে নৃপতিসকলে॥
নারীকোপ শুনি তাঁর বিষণ্ণ বদন।
কামের প্রতাপ সবে কর দরশন॥
কুলিশ শাণিত শর সহ্য করে যারা।
কামের কুসুমশরে মারা যায় তারা॥
সভয়ে নরেশ প্রিয়া-পাশে পঁহুছিল।
সে দশা হেরিয়া দুঃখ দারুণ পাইল॥
বস্ত্র পুরাতন অঙ্গে ভূতলে শয়ন।
করেছে ক্ষেপণ দূরে নানা আভরণ॥
কৈকেয়ী কুবেশ হেন করেছে সূচনা।
অবিলম্বে হ'বে তার বৈধব্যঘটনা॥
নিকটে যাইয়া কহে নৃপকুলকেতু।
এ ভাবে পড়িয়া প্রিয়ে আছ কিবা হেতু॥
পুছিয়া করিতে যায় পাণি পরশন
কুমতি কৈকেয়ী করে পতিরে বারণ॥
কুপিত ভুজঙ্গী প্রায় ঘুরায় নয়ন।
মনে হয় যেন নৃপে করিবে দংশন॥
মনের বাসনা আজি করিবে সাধন।
রসনা-দশনে বিষ করি উদ্গীরণ॥
হইয়াছে ভাবিবশ রাঘবনন্দন।
তুলসী কামের কলা করিছে বর্ণন॥
পুনঃপুন কহে ভূপ সুমুখি ভামিনি।
কোপের কারণ কহ গজেন্দ্রগামিনি॥
তোমার অহিত করি কহ কোন্ জন
যাইতে করিল বাঞ্ছা যমের সদন॥
কহ কোন্ দীনহীনে করিব নরেশ।
কহ কোন্ নৃপতিরে ছাড়াইব দেশ।

তব অরি সুরে পারি করিতে নিধন।
কাটের সমান নর না করি গণন॥
জানহ স্বভাব প্রিয়ে চিরন্তন মোর।
মম নেত্র তব মুখশশীর চকোর॥
প্রিয়তমে দারা সুত জীবন আমার।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ রাজ্য অধীন তোমার॥
রামের শপথ শত করি এই ক্ষণে।
কহিতেছি ছল নাহি করি তব সনে॥
প্রকাশি বাসনা বর করহ গ্রহণ।
মনোহর অঙ্গে কর ভূষণ ধারণ॥
কাল কি অকাল কর হৃদয়ে বিচার।
প্রেয়সি কুবেশ শীঘ্র কর পরিহার॥
এ বড় শপথ যবে কৈকেয়ী শুনিল।
হাসিয়া কুমতি তবে উঠিয়া বসিল॥
সহজ-সুন্দর অঙ্গে ভূষণ পরিল।
মৃগ হেরি যেন ফাঁদ কিরাতী পাতিল॥
পুনরায় কহে রাজা আনন্দ পাইয়া।
মঞ্জুল মধুর বাক্য সুহৃদ জানিয়া॥
অন্তরের অভিলাষ হইল পূরণ।
ঘরে ঘরে বাজিতেছে বিবিধ বাদন॥
প্রভাতে করিব আমি রামে যুবরাজ।
সুলোচনি সাজ তুমি সুমঙ্গল-সাজ॥
একথা শুনিয়া রাণী চমকি উঠিল।
পক্বকেশকূপে যেন সূচি প্রবেশিল॥
কৈকেয়ী করিল হাসি সে ভাব গোপন।
চৌর নারী করে যথা অন্তরে রোদন॥
তার চতুরালি নৃপ কিছু না বুঝিল।
কোটি কুটিলতা তারে চেড়ী শিখাইল॥
নানা নীতিশাস্ত্রে ছিল নৃপ সুপণ্ডিত।
অগাধ সাগর সম নারীর চরিত॥
কপট সন্দেহ তবে নৃপে দেখাইয়া।
পুনরপি কহে রাণী ঈষত হাসিয়া॥
চাহ চাহ বাক্য প্রিয় আমারে কহিলে।
না লইনু আমি কিছু তুমিও না দিলে॥
অঙ্গীকার করেছিলে দুইবর দিতে।
হ'তেছে সংশয় মোর তাহাও পাইতে॥
হাসিয়া কহিল নৃপ জানিয়া সন্ধান।
এহেতু করেছ প্রিয়ে তুমি অভিমান॥

ন্যস্ত রাখি কেন নাহি করিলে গ্রহণ।
স্বভাবের বশে মোর না ছিল স্মরণ॥
কেন মিথ্যা দোষারোপ কর মোর পর।
দুই কেন মাগি লহ এবে চারি বর॥
এ নিয়ম রঘুকুলে আছে চিরন্তন।
যাবে প্রাণ তবু নাহি টলিবে বচন॥
অসত্যের সম নহে পাতকের পুঞ্জ।
গিরি সম হয় কভু কোটি কোটি গুঞ্জ॥
এক সত্যমূলে সব পুণ্য বিনিহিত
শ্রুতি-স্মৃতি-মুনিগীত পুরাণ-বিদিত॥
রামের শপথ কৈনু তাহার উপর।
মম সুকৃতের সীমা রাম রঘুবর॥
বাক্য দৃঢ় করি তবে পাপিনী কহিল।
অশুভ-বিহগ যেন অশিব শংসিল॥
ভূপতির মনোরথ-বন মনোরম।
সদা বাস করে যথা সুখ-বিহঙ্গম॥
নিঠুরা কিরাতী যেন উহারে নাশিতে।
প্রাণঘাতী বাক্য-শ্যেন চাহিছে ছাড়িতে।
আমার মনের ভাব শুন মহারাজ।
ভরতেরে এক বরে কর যুবরাজ॥
করপুটে অন্য বর করি হে যাচনা।
প্রাণনাথ কৃপা করি পূরাও বাসনা॥
তাপসের বেশ রাম করিয়া ধারণ।
চতুর্দ্দশবর্ষ বনে করিবে ভ্রমণ॥
পাইল নৃপতি শুনি নিদারুণ শোক।
ব্যাকুল পরশি যথা শশিকর কোক॥
স্তম্ভিত হইল নৃপ না সরে বচন।
বাজের তরাসে বনে বটের যেমন॥
একবারে বিবরণ হইল ভূপাল।
অশনি-আঘাতে যথা হয় তরু তাল॥
রাখি শির কর পরে মুদিল লোচন।
যেন তনু ধরি শোক করিছে শোচন॥
মনোরথ-তরুবরে ফুটেছিল ফুল।
করিণী ফলন-কালে করিল নির্ম্মূল।
কৈকেয়ী করিল আজি অযোধ্যা উজাড়।
অচল বিপদ ঘটাইল সবাকার॥
কিসুখের দিনে মোর কি দুখ ঘটিল।
নারীরে বিশ্বাস করি কি ফল হইল॥

অপক্ক যোগীর যথা সিদ্ধির সময়।
অবিদ্যা আসিয়া সিদ্ধি-ফল হরি লয়॥
ভরত তোমার পুত্র নহে কি রাজন্।
করেছ সেবিকা কি হে মোরে আনয়ন॥
লাগিল আমার বাক্য শরের সমান।
কেন না কহিছ কথা হ'য়ে জ্ঞানবান্॥
করেছ প্রতিজ্ঞা কি না করহ উত্তর।
তুমি সত্যব্রত নৃপ রঘুকুলবর॥
অঙ্গীকার করি যদি না কর পালন।
অপযশ লভ সত্য করিয়া বর্জ্জন॥
প্রতিজ্ঞা করেছ বর দিবারে যখন।
লইব আপন প্রাপ্য বুঝি প্রয়োজন॥
নৃপমণি বলি শিবি দধীচি ব্রাহ্মণ।
ধন তনু ত্যজি রাখে নিজ নিজ পণ॥
অতি কটুবাক্য রাণী করে উচ্চারণ।
ক্ষতস্থানে করে যেন লবণ অর্পণ॥
ধর্ম্মধুরন্ধর করি ধৈরয ধারণ।
দীরঘ নিশ্বাস ফেলে মেলিয়া নয়ন॥
মনে মনে চিন্তা নৃপ করিতে লাগিল।
না র'বে জীবন মম মরম ভেদিল॥
সম্মুখে রাণীরে হেরে নৃপ হতচিত।
রোষের কৃপাণ তার করে নিষ্কাষিত॥
মূঢ়তা কুমতি আর নিঠুরতা ধারে।
দিছে শাণ রাণী যেন নৃপে কাটিবারে॥
ভাবিল করাল মূর্ত্তি করি দরশন।
সত্য কি লইবে এই আমার জীবন॥
সাহসে বান্ধিয়া হিয়া নৃপ তারে কয়।
বুঝিয়া বিষম কাল করিয়া বিনয়॥
শ্রীরাম ভরত মম হয় দু'নয়ন।
শিবে সাক্ষী করি কহি সত্য এ বচন॥
প্রেয়সি কহিছ কেন কুকথা এমন।
পীরিতি প্রতীতি রীতি করিয়া লঙ্ঘন॥
প্রাতঃকালে দূত আমি করিব প্রেরণ।
আসিবে ভরত শীঘ্র সহ শত্রুঘ্ন॥
সুদিন দেখিয়া আমি করি আয়োজন।
কুমার ভরতে দিব রাজসিংহাসন॥
নাহিক রাজ্যের লোভ রামের অন্তরে।
বিশেষত ভরতে সে অতি স্নেহ করে॥

আমি মনে বড় ছোট করিয়া বিচার।
দিবারে করিনু বাঞ্ছা রামে রাজ্য ভার।
রামের শপথ শত করি কহি তোরে।
রামের জননী কভু নাহি কহে মোরে॥
তোমারে না পুছি কৈনু কার্য্য আরম্ভণ।
সে হেতু নহিল মোর বাসনাপূরণ॥
কোপ পরিহরি সাজ সুমঙ্গলসাজ।
ভরত দু'চারিদিনে হবে যুবরাজ॥
এক কথা কহি মোরে বড় দুঃখ দিলে।
অতি অসম্ভব বর অপর মাগিলে॥
হ'তেছে শুনিয়া মম হৃদয় দহন।
ক্রোধ-পরিহাস কিম্বা সত্য এ বচন॥
রাম-দোষ কহ রোষ করিয়া বর্জ্জন।
সবে কহে রাম অতি সুশীল সুজন।
প্রশংসা তুমিও তারে করহ সনেহ।
এবে শুনি মোর মনে হ'তেছে সন্দেহ॥
যাহার স্বভাব হয় অরি-অনুকূল।
সে কভু হইতে পারে মাতৃ-প্রতিকূল॥
বিবেকে বিচারি তুমি মাগ এবে বর।
মোরে কৃপা করি হাস্য রোষ পরিহর॥
দেখিবারে করে যদি বাঞ্ছা তব মন।
ভরতের অভিষেক ভরিয়া নয়ন॥
বাঁচিবারে পারে যদি বারি ছাড়ি মীন।
অথবা ভুজগ পারে হ'য়ে মণিহীন॥
কহিতেছি ছল ছাড়ি সত্য এ বচন।
রাম বিনা মম দেহে না রবে জীবন॥
তুমি ত প্রবীণা প্রিয়ে দেখ না বুঝিয়া।
রামে ছাড়ি দশরথ রবে কি বাঁচিয়া॥
শুনিয়া কৈকেয়ীহিয়া জ্বলিয়া উঠিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন আহুতি পড়িল।
কোটি কথা কহ কর যতেক উপায়।
আর না ভুলিব আমি তোমার মায়ায়॥
লভহ অযশ কিম্বা মোরে দেহ বর।
বহু ছন্দ ছল নহে মম প্রীতিকর॥
রাম সাধু বটে তুমি সুজন ভূপাল।
চিনিল রামের মাতা তোমারে হে ভাল।
মোর হিত তাকাইল কৌশল্যা যেমন।
ছিন্ন শাক করি ফল দিব হে তেমন॥

প্রভাতে মুনির বেশ করিয়া ধারণ।
রাম নাহি করে যদি কাননে গমন॥
তোমার অযশ আর আমার মরণ।
নিশ্চয় বুঝহ মনে রাঘবনন্দন॥
কুটিলা কহিয়া এত উঠি দাড়াইল।
যেন রোষ-তরঙ্গিণী বাড়িয়া উঠিল॥
মন-পাপ-গিরি হ'তে বাহির হইয়া।
পূরিয়া কোপের জলে চলিল বহিয়া॥
দুইবর কূল তার স্রোত খরধার।
দারুণ নিঠুর বাক্য তরঙ্গ-প্রচার॥
নরপতি-তরুমূল করি উৎপাটন।
বিপত্তি-বারিধিদিকে করিল গমন॥
সব কথা সত্য যবে ভূপতি জানিল।
শিরোপরে নিজ মৃত্যু নিশ্চয় করিল॥
বিনয় করিল করে ধরি বারম্বার।
না হও প্রেয়সি রবি-কুলের কুঠার॥
দতেছি মস্তক তুমি কবহ গ্রহণ।
রামের বিরহে মোরে না কর নিধন॥
যে কোনপ্রকারে তুমি রামে রাখ ঘরে।
নতুবা জনম ভরি জ্বালিবে অন্তরে॥
দেখিয়া অসাধ্য ব্যাধি ভূতলে পড়িল।
রাম রাম রঘুনাথ নৃপ উচ্চারিল॥
সর্ব্বাঙ্গ শিথিল অতি হইল ব্যাকুল।
যেন সুরতরু করী করিল নির্ম্মূল॥
না সরে বচন মুখে কণ্ঠ শুকাইল।
বারিহীন মীন হেন সুদান হইল॥
পুনরপি কটু বাণী কৈকেয়ী কহিল।
ছেদিয়া মরম যেন বিষ সমর্পিল॥
যদি মনে ছিল শেষে করিবে এমন।
মাগ মাগ বলি কেন কহিলে তখন॥
একসঙ্গে হয় কভু দুই কি ভূপাল।
হাসিবে তামাসা করি ফুলাইধে গাল॥
দাতা কহাইতে চাহ হইয়া কৃপণ।
করিতে অশুভ শুভে চাহ আলিঙ্গন॥
প্রতিজ্ঞা ছাড়হ কিম্বা ধৈরয ধরহ।
অবলার মত কেন করুণা করহ॥
ধরণী তনয় দারা তনু ধাম ধন।
তৃণের সমান হেরে সত্যব্রত জন॥
পূর্ব্বে দান করি পুন চাহিছ রাজন্।
লোকবেদলাজ এবে করিয়া বর্জ্জন॥
নৃপতি কহিছে শুনি মর্ম্মভেদিবাণী।
পিশাচী মোহিনী এবে হইয়াছে রাণী॥
কেকয়নন্দিনা দোষ কিছু নাহি তোর।
জানিনু হইল কাল সন্নিহিত মোর॥
রাজ্যপদ নাহি চাহে ভরত সুমতি।
বিধিবশে বসে তব হৃদয়ে কুমতি॥
ইহা সব হয় মম পাপপরিণাম।
কারে কিবা দিব দোষ বিধি মোরে বাম॥
অযোধ্যা নগরে রাম ফিরিয়া আসিবে।
মোর রাজসিংহাসনে অবশ্য বসিবে॥
তিনভাই করিবেক চরণ সেবন।
পূরিবে রামের যশে এতিন ভুবন॥
এ মহাকলঙ্ক তোর আমার বিলাপ।
মরিলেও ঘুচিবেনা এই মহাপাপ॥
এবে তাহা কর যাহা লয় তব মন।
উভটি লোচন মুখ করিয়া গোপন॥
যতক্ষণ মম দেহে থাকিবে জীবন।
কর জুড়ি কহি আর না কহ বচন॥
পশ্চাতে হইবে তব অন্তরদহন।
মারিতেছ গাভী শ্যেনপাখীর কারণ॥
কেন রে পাপিনি আর করিছ নিদান।
না কহে চতুরা যেন জাগিছে মশান॥
রাম রাম রটে মুখে ব্যাকুল ভূপাল।
পক্ষবিনা হয় যথা বিহগ বিহাল॥
মনে মনে করে যেন প্রভাত না হয়।
যেন রামে এই কথা কেহ নাহি কয়॥
কুলগুরু রবি যেন না কর উদয়।
অযোধ্যা হেরিয়া হবে বিদীর্ণ হৃদয়॥
বিলাপ করিয়া নৃপ রাতি পোহাইল।
বীণা বেনু শঙ্খ দ্বারে বাজিয়া উঠিল॥
স্তুতি পাঠ করে ভাট গাইছে গায়ক।
নৃপের শুনিতে যেন লাগিছে সায়ক॥
মঙ্গল-কলস শোভা না করে ধারণ।
পতি-চিতাগতা-অঙ্গে ভূষণ যেমন॥
সে নিশা রহিল সবে করি জাগরণ।
সবার লালসা রামে করিতে দর্শন॥

উঠিবে কখন রবি হইবে বিহান।
হেরিব নয়ন ভরি কৃপার নিধান॥
করী প'রে চড়ি রাম কখন আসিবে।
সীতাসনে সিংহাসনে কখন বসিবে॥
প্রভাত প্রতীক্ষা সবে করিয়া রহিল।
মুনিবেদ-ধ্বনি সহ উষা দেখা দিল॥
প্রভাত হেরিয়া যত মন্ত্রিবৃন্দগণ।
রাজদ্বারে উপনীত হইল তখন॥
নৃপে নাহি হেরি সবে কহিছে বচন।
না জাগে অযোধ্যাপতি কিসের কারণ।
নিত্য জাগে নরপতি চতুর্থপ্রহর।
আজি আচরণ হেরি বিস্ময় অন্তরে॥
জাগরিত কর নৃপে সুমন্ত্র যাইয়া।
আরম্ভ করহ কার্য্য রাজাজ্ঞা লইয়া॥
ভূপতিভবনে তবে গেল মন্ত্রিবর।
দেখি ভয়ানক ভাব পায় মনে ডর॥
ধাইয়া আসিছে যেন খাইবার তরে।
বিষাদ বিপদ যেন তথা বাস করে॥
জিজ্ঞাসিলে কিছু কেহ না দেয় উত্তর।
মন্ত্রী প্রবেশিল গিয়া কৈকেয়ীর ঘর॥
জয় জীব কহি মন্ত্রী শির নোঙাইল।
নরপতি-গতি হেরি মুখ শুখাইল॥
বিবর্ণ বিকল শোকে ভূতলে পড়িয়া
যেন কমলের মূল গেছে উপাড়িয়া॥
সভয় সচিব কিছু জিজ্ঞাসিতে নারে।
কেকয়নন্দিনী তবে কহিল তাঁহারে
সারা নিশা কৈল নৃপ বসি জাগরণ।
না জানি ইহার মর্ম্ম জানে নারায়ণ॥
নিরন্তর রাম রাম করিল রটন।
মোরে না কহিল কিছু ইহার কারণ॥
রামে শীঘ্র তুমি হেথা কর আনয়ন।
আসি সব সমাচার করিবে শ্রবণ॥
ভূপতির মত জানি সুমন্ত্র চলিল।
বিঘটন ঘটাইল কৈকেয়ী বুঝিল॥
শোকবশে মন্ত্রী পথে না পারে চলিতে।
রামে কি কহিবে গিয়া লাগিল ভাবিতে॥
সিংহদ্বারে গেল হৃদে ধৈরয ধরিয়া।
জিজ্ঞাসিল সবে মুখ মলিন দেখিয়া॥

সান্ত্বনা করিয়া সবে মধুরবচনে।
মন্ত্রী প্রবেশিল গিয়া রামের ভবনে॥
সুমন্ত্র আসিছে যবে শ্রীরাম হেরিল।
পিতার সমান জানি আদর করিল॥
নিরখি বদন রাজ-আজ্ঞা নিবেদিয়া।
রঘুকুলমণিবরে আইল লইয়া॥
কুবেশে সচিবসনে রাম-আগমন।
হেরিয়া দুঃখিত অতি নাগরিক জন॥
পিতার হেরিল রাম নিতান্ত কুসাজ।
সিংহিনীরে হেরি যথা বৃদ্ধ গজরাজ॥
নীরস অধর ওষ্ঠ জ্বলে সর্ব্ব অঙ্গ।
যথা দীন মণিহীন হইলে ভুজঙ্গ।
কৈকেয়ীরে রুষ্টা রাম সমীপে দেখিল।
যেন মূর্ত্তি ধরি মৃত্যু গিলিতে আইল॥
সরলস্বভাব রাম কৃপা-আয়তন।
আসি দেখে দুঃখহেতু না করে শ্রবণ॥
সময় বিচারি চিতে ধৈরয ধরিল।
মিষ্ট বাক্যে বিমাতারে জিজ্ঞাসা করিল।
কহ মাতা কেন পিতা দুখে নিমগন।
শুনি হেতু নিবারিতে করিব যতন॥
শুনহ কারণ সব রাম রঘুবর।
রাজার বিশেষ স্নেহ তোমার উপর॥
দুই বর দিয়াছিল জনক তোমার।
মাগিলাম এবে যাহা বাঞ্ছিত আমার॥
শুনিয়া হইল শোকাকুল ভূপবর।
চাহি তব মুখ নারে করিতে উত্তর॥
এদিকে সনেহ সুতে ওদিকে বচন।
পড়েছে শঙ্কটে অতি কোশলরাজন॥
যদি পার কর শিরে আদেশ ধারণ।
পিতার কঠিন ক্লেশ কর নিবারণ॥
নির্ভয়ে করিছে কটু বাক্য উচ্চারণ।
শুনিয়া কাঠিন্য হয় হিয়া-বিদারণ॥
জিহ্বা-চাপে বাক্যশর করিয়া সন্ধান।
মৃদু ভূপ-মৃগে যেন করিছে নিশান॥
যেন করি কঠোরতা শরীর গ্রহণ।
করিতেছে ধনুর্ব্বেদ-বিদ্যা অধ্যয়ন॥
সকল প্রসঙ্গ রামে বিবরি কহিল।
যেন নিঠুরতা তনু ধরিয়া বসিল॥

হাস্ত করে মনে মনে শুনি বিবরণ।
আনন্দ-বিধান রঘুকুলের ভূষণ॥
মৃদুল-মঞ্জুল বাক্য কমললোচন।
করিল ভারতী যেন করে উচ্চারণ॥
শুন মাত সেই সুত বড় ভাগ্যধর।
জনক-জননীবাক্যে যে করে আদর॥
অকপটে সদা করে বাক্যের পালন।
জগতে দুর্লভ মাত সে হেন নন্দন॥
বিবিধ কুসুমযুত সুখকর বন।
মুনিগণ-সনে তথা হইবে মিলন॥
করিব পিতার আজ্ঞা আনন্দে পালন।
তোমার সম্মতি তাহে যাইব কানন॥
ভরত প্রাণের প্রিয় পাইবেক রাজ।
অতিশয় অনুকূল মোরে বিধি আজ॥
যদ্যপি এমত কার্য্যে নাহি যাই বন।
মূরখসমাজে আগে আমার গণন॥
যে করে বন্ধ্যার সেবা সুরতরু ত্যজি।
মাগি লয় বিষ যেবা অমৃত বরজি॥
তাহারাও নাহি চুকে লভি এ সময়।
দেখহ বিচারি মাত মম মনে লয়॥
কিন্তু এক দুঃখ মাত রহিল অন্তরে।
নিতান্ত ব্যাকুল কেন হেরি নরবরে॥
একথা সামান্য কিন্তু দুঃখ অতিশয়।
বিশ্বাস করিতে নাহি চাহিছে হৃদয়॥
ধৈর্য্যশীল পিতা গুণ-উদধি অগাধ।
হ'য়েছে অবশ্য মম বড় অপরাধ॥
কথা নাহি কহে পিতা তাহার কারণ।
আমার শপথ মাতা কহ বিবরণ॥
সহজ সরল বাক্য শ্রীরাম কহিল।
কুটিলা কৈকেয়ী তাহা কুভাবে ধরিল॥
জোঁকের সমান জলে যথা বক্রগতি।
সরলের সনে তথা ধরে ক্রূরমতি॥
হরষে কৈকেয়ী মত রামের বুঝিয়া।
কপট বচন কহে স্নেহ জানাইয়া।
তোমার শপথ বাছা কহি সত্যবাণী।
দ্বিতীয় কারণ কিছু আমি নাহি জানি।
অপরাধযোগ্য তুমি না হও সন্তান।
জননী-জনকে সুখ সদা কর দান॥

তুমি সত্যব্রত কভু মিথ্যা নাহি কহ।
পালিতে পিতার আজ্ঞা সদা রত রহ॥
পিতারে প্রবোধি কহ তাহা করিবারে।
এ বয়সে পাপ যেন না পরশে তাঁরে॥
তব সম সুতে দিল নৃপে যে সুকৃতি।
তারে নিরাদর করি নাহিক নিষ্কৃতি॥
কহিছে কুমুখী বাক্য শুভদ কেমন।
গয়া আদি তীর্থে কহে যাচক যেমন॥
হইল বিমাতৃবাক্য রাম-তৃপ্তিকর।
যথা সুরনদীগত সলিল সুন্দর॥
মূর্চ্ছিত ভূপতি পরে পাইল চেতন।
বিনীত সচিব কহে রাম-আগমন॥
শুনিল নৃপতি যবে শ্রীরাম আইল।
ধৈরয ধরিয়া তবে নয়ন মেলিল॥
সুবুদ্ধি সচিব তাঁরে ধরি বসাইল।
চরণে প্রণত রামে ভূপ নিরখিল॥
হইয়া ব্যাকুল স্নেহে হৃদয়ে লইল।
যেন ফণী নষ্ট মণি ফিরিয়া পাইল॥
রামের বদন নৃপ এক দৃষ্টে চায়।
কেবল নয়নযুগে ধারা বহি যায়॥
শোকবেগে কিছু নাহি কহিতে পারিল।
পুনঃপুন রঘুনাথে হৃদয়ে ধরিল॥
মানায় বিধিরে নৃপ আপনার মনে।
যেন রামচন্দ্র মোর না যায় কাননে॥
মহেশে স্মরিয়া মনে করিছে স্তবন।
শুন প্রভু শদাশিব মোর নিবেদন॥
আশুতোষ তুমি নাথ অকারণদাতা।
হরহ আরতি মোর দীনজনত্রাতা॥
চালাও সবারে করি হৃদয়ে বসতি।
তুষ্ট হ'য়ে এবে রামে দাও এই মতি॥
যেন মোর কথা রাম না করে পালন।
ঘরে থাকে করি শীল-স্বভাব বর্জ্জন॥
হউক অযশ মম সুযশের নাশ।
যাইব নরকে নাহি চাহি স্বর্গবাস॥
সকল দুঃসহ দুঃখ সহিবারে পারি।
আঁখির অন্তর রামে করিবারে নারি॥
এই চিন্তা করে রাজা কিছু না কহিছে।
পিপুল-পাতের মত হৃদয় কাঁপিছে॥

জনকে জানিয়া রাম প্রেমবশ অতি।
পুনরায় কহে ল'য়ে মাতার সম্মতি॥
দেশ কাল অবসর কর্ত্তব্য বুঝিয়া।
বিনীতবচনে কহে মনে বিচারিয়া॥
তব আগে আমি কিছু কহিব বচন।
চপল জানিয়া দোষ না কর গ্রহণ॥
লঘুকথা লাগি কেন এদুখ পাইলে।
কেন তাত মোরে নাহি আগে জানাইলে॥
মায়ে জিজ্ঞাসিনু তব এদশা দেখিয়া।
হইনু শিথিলগাত প্রসঙ্গ শুনিয়া
এ শুভ সময়ে কেন বিমোহিতমন
এদারুণ শোক তাত করহ বর্জ্জন॥
এবে আজ্ঞা দেহ পিত হ'য়ে হরষিত।
কহিয়া হইল রাম অঙ্গ-পুলকিত।
হইল জনম ধন্য জগতে তাহার
যাহার চরিতে শুনি প্রমোদ পিতার।
চারি পদা রথ তার করতলগত।
প্রাণসম পিতা মাতা যাহার সতত॥
জনম সফল করি আদেশ পালিয়া।
আসিব অযোধ্যাপুরে সত্বরে ফিরিয়া
বিদায় ম তার সনে করিয়া গ্রহণ।
যাব বনে পণ করি চরণ বন্দন॥
এত বলি তবে রাম গমন করিল।
শোকবশ নরপতি উত্তর না দিল॥
মুহূর্ত্তে ব্যাপিল কথা নগরে তখন।
ফণীর দংশনে যথা বিষের গমন॥
হইল নগরলোক শুনিয়া বিকল।
তাম্বূলকাননে যেন লাগিল অনল॥
যে যথা শুনিল তথা মস্তক কুটিল।
বিষম বিপদে সবে ধৈর্য্য হারাইল॥
ভাসি যায় জলে আঁখি মুখ শুকাইল।
অসীম এ শোক নাহি হৃদয়ে ধরিল॥
সবল করুণারস করি আগমন।
অযোধ্যা নগরে যেন করিল বেষ্টন॥
প্রথমে রচিয়া বিধি শেষে বিগাড়িল।
কৈকেয়ী-উদ্দেশে পুরবাসী গালি দিল
নাহি জানি পাপিনীর কি বুদ্ধি হইল
প্রস্তুত ভবনে আনি অনল জ্বালিল॥
হেরিবারে চাহে আঁখি করি উৎপাটন।
ঢালি সুধা চাহে বিষ করিতে ভোজন॥
কঠোর কুটিলা অতি নীচ তার মন।
রঘুকুল বেণুবন করিল দহন॥
পল্লবে বসিয়া মূল করিল ছেদন।
সর্ব্বসুখমূলে দুখ করিল দর্শন॥
প্রাণের সমান রাম সদা যার ছিল।
এ দারুণ পণ সেই কিহেতু করিল॥
নারীর স্বভাব কবি সত্য বরণিল।
বুদ্ধির অগম কেহ বুঝিতে নারিল।'
নিজ প্রতিবিম্ব পারি মুকুরে ধরিতে
নারীর চরিতগতি না পারি লিখিতে॥
কারে না করিতে ভস্ম অগ্নি শক্তি ধরে।
কারে না ধরিতে পারে উদধি উদরে॥
প্রবলা অবলা কিবা করিবারে নারে।
কাহারে জগতে কাল গ্রাসিতে না পারে॥
কিবা শুনাইয়া বিধি কিবা শুনাইল।
কিবা দেখাইতে চাহি কিবা দেখাইল॥
কেহ কহে নরপতি ভাল না করিল।
বিচারিয়া কুমতিরে বর নাহি দিল॥
যার হঠহেতু সবে দুখের ভাজন।
অবলা বিবশজ্ঞান সুগুণ গঞ্জন॥
ধরম পরম সত্য যারা মেনেছিল
তাহারা মহীপে দোষ কিছু নাহি দিল॥
শিবি-হরিশ্চন্দ্র-যশ দধীচিকীরতি।
বিবরিয়া কহে কারে কোন মহামতি
ভরত সম্মতি ইথে কোন জন কহে।
কেহ কিছু নাহি কহে মৌন হ'য়ে র'হে॥
শ্রবণ মুদিয়া কেহ জিহ্বা চাপি কয়
অলীক এ কথা মোর না হয় প্রত্যয়।
এ কথা কহিলে তব সুকৃতি যাইবে।
রামপ্রাণসম প্রিয় ভরত জানিবে॥
চন্দ্রমা অনল যদি কভু বরিষয়।
গরল সমান যদি সুধা কভু হয়॥
আমার বচন এই যথার্থ জানিবে।
রামপ্রতিকূল কভু ভরত নহিবে।'
বিধাতারে সব দোষ দিল কোন জন।
সুধা দেখাইয়া বিষ করিল অর্পণ॥

শোকপরায়ণ আজি সকল নগর।
বিগত-উৎসাহ তাপে জ্বলিছে অন্তর॥
কুলে মানে বরীয়সী ব্রাহ্মণঘরণী॥
কৈকেয়ীর প্রাণসমা যতেক রমণী॥
এ দারুণ বাক্য যবে করিল শ্রবণ।
শিক্ষা দিতে কৈকেয়ীরে কৈল আগমন॥
রাম সম প্রিয় মম না হয় ভরত।
সর্বলোক জানে তুমি কহিতে সতত॥
রামের উপরে তব সহজ সনেহ।
কোন্ অপরাধে তারে আজি বনে দেহ॥
কৌশল্যা না করে কভু সপত্নীবিদ্বেষ।
প্রতীতি পিরীতি তব জানে সব দেশ॥
করিল কি অপকার কৌশল্যা তোমার।
যার লাগি বুকে বজ্র হানিলে তাহার॥
সীতা কি পতির সঙ্গ করিবে বর্জ্জন।
রামে ছাড়ি ভবনে কি রহিবে লক্ষ্মণ॥
রাজ্যভার ভরত কি করিবে গ্রহণ।
রাম বিনা নৃপতি কি ধরিবে জীবন॥
এত বিচারিয়া কোপ ত্যজ বুদ্ধিমতি।
হ'ও না কলঙ্কভাগী করি গো মিনতি॥
দাও যুবরাজপদ আপন নন্দনে।
কিবা প্রয়োজন রামে পাঠাইয়া বনে॥
নহে রাজ্য-অভিলাষী রাম রঘুবর।
বিষয়বাসনা-হীন ধর্ম্মধুরন্ধর॥
গৃহ ত্যজি রহে রাম গুরুর ভবনে।
মাগি এই বর তুমি লও ভূপসনে॥
রামের সদৃশ সুত যাইবে কানন।
তোমারে কি কবে লোক করিলে শ্রবণ॥
মোদের এ কথা যদি তুমি নাহি মান।
না লাগিবে হাতে কিছু সত্য করি জান॥
যদি পরিহাস করি থাক গো কহিয়া।
প্রকাশি মনের ভাব দাও জানাইয়া॥
উঠহ সত্বরে সেই করহ উপায়।
যেরূপে কলঙ্ক-শোক সব নাশ পায়॥
শোক নাশি কর রবিকুলের পালন
রাম-বনবাস-বর না কর গ্রহণ॥
ভানু বিনা দিন যথা শোভা নাহি পায়।
প্রাহি শোভে তনু যবে প্রাণ বাহিরায়॥
নাহি শোভে শশী বিনা যেমতি যামিনি।
রাম বিনা হবে তথা অযোধ্যা ভামিনী॥
তুলসীদাসের প্রভু রাম গেলে বনে।
দিবানিশি ঝুরিবেক অযোধ্যার জনে॥

পরিণাম-হিতশিক্ষা

শুনিয়া কুটিলা নাহি উত্তর করিল।
দারুণ কোপের ভরে কটাক্ষ করিল
ক্ষুধিতা বাঘিনী যেন মৃগে নেহারিল
মূঢ়মতি অভাগিনী কহি সখীগণ
জানিয়া অসাধ্য ব্যাধি চলিল ভবন॥
আছিল করিতে রাজ্য বিধি বিগাড়িল
যাহা এ করিল তাহা কেহ না করিল
এমতে বিলাপ করি যত পুরজন।
করিতেছে কৈকেয়ীরে গালি বরিষণ॥
জ্বলিছে হৃদয় বহে দীরঘ নিশ্বাস।
কহে রাম বিনা কোথা জীবনের আশ
ভাবিয়া বিয়োগ প্রজা হইল বিকল।
যথা জলচর যবে শুষ্ক হয় জল॥
হইল নগরলোক বিষাদে মগন।
মাতার নিকটে গেল বিশ্ববিনোদন॥
নিরমলচিত সুখ প্রসন্নবদন।
যেন অতি সুখ নৃপ করেছে বর্দ্ধন॥
রঘুকুলমণি মত্ত গজেন্দ্র নবীন।
আলান সমান তাহে নৃপতি প্রবীণ॥
ছিন্ন করি রজ্জু আজি যাইবে কাননে।
অধিক আনন্দ হৃদে তাহার কারণে॥
জুড়িয়া যুগল কর কুলের নন্দন।
ভূমি লুঠি মাতৃপদ করিল বন্দন॥
আশীর্ব্বাদ দিল কোলে করিয়া ধারণ।
বসন-ভূষণে মাতা কৈল পরিচ্ছন॥
পুনঃপুন করে দেবী বদন চুম্বন।
পুলকে পূরিল অঙ্গ সজল লোচন॥
কিছুকাল রাখি কোলে হৃদয়ে ধরিল।
প্রেমরস পয়োধরে স্রবিতে লাগিল॥
আদরে সুন্দরমুখ করি নিরীক্ষণ।
মধুর বচন মাতা করে উচ্চারণ॥
এ প্রেম প্রমোদ কিছু কহা নাহি যায়
দরিদ্রপদবী যেন ধনদের পায়॥

কহ বাছা রাম মোরে হইবে কখন।
তিলকের হেতু তব মঙ্গললগন॥
পুণ্যশীল সুখসীমা করিয়া লঙ্ঘন।
সন্তোষ-জলধিমাঝে করিয়া মজ্জন॥
সময় প্রতীক্ষা করি আছে পুরজন।
হেরিতে তিলক তব ভরিয়া নয়ন॥
তৃষিত চাতক যথা জলদে নেহারে।
শারদ স্বাতির জল পান করিবারে॥
শীঘ্র গিয়া কর তাত স্নান সমাপন।
যদি ইচ্ছা হয় কিছু করহ ভোজন॥
মাতার বচন শুনি অতি অনুকূল।
যেন গন্ধযুত স্নেহ সুরতরুফুল॥
সুখমকরন্দমূলে পড়িয়া ভরিল।
রাম-মনভৃঙ্গ তাহা হেরি না ভুলিল॥
ধর্ম্মধুরন্ধর রাম ধর্ম্মগতি জানি।
কহিতেছে জননীরে অতি মৃদু বাণী।
বনরাজ্যে পিতা মোরে করিল স্থাপন।
বড় কার্য্য হ'বে তথা করিতে সাধন॥
আজ্ঞা দেহ জননি গো আনন্দিত মনে।
তব অনুমতি ল'য়ে যাইব কাননে॥
স্নেহবশে মাতা মনে নাহি কর ভয়।
যেন তব কৃপাবলে মোর সুখ হয়॥
চতুর্দ্দশবর্ষ বনে করিয়া ভ্রমণ।
পিতার বচন আমি করিব পালন॥
আসিয়া করিব পুন চরণ দর্শন।
ম্লান নাহি কর মাত আপনার মন॥
যদ্যপি মধুর বাক্য শ্রীরাম কহিল।
বাণসম জননীর হৃদয়ে লাগিল॥
কহা নাহি যায় কিছু হৃদয়বিষাদ।
করিণী শুনিলে যেন কেশরীর নাদ॥
ধৈরয ধরিয়া হেরি সুতের বদন।
গদগদ বাক্য রাণী করে উচ্চারণ॥
তুমি ত প্রাণের সম পিতার পিয়ার।
প্রমুদিত হেরি নৃপ চরিত তোমার॥
রাজ্য দিতে শুভদিন সুস্থির করিল।
কোন্ দোষে এবে বনে যাইতে কহিল
ইহার কারণ তাত কহ প্রকাশিয়া।
দিনকরকুলে অগ্নি কে দিল জ্বলিয়া॥

লইয়া রামের মত সচিবনন্দন।
কৌশল্যারে বুঝাইয়া কহিল কারণ॥
মূকগতি ধরে রাণী প্রসঙ্গ শুনিয়া।
কার সাধ্য সেই দশা কহে বিবরিয়া॥
লিখিতে আসিল চাঁদ রাহু লেখা গেল।
বিধাতার গতি বাম সবার হইল॥
স্নেহধর্ম্ম কৌশল্যার মতিরে ঘিরিল।
সর্প-ছুছুন্দরী-গতি রাণীর হইল॥
সুতেরে যদ্যপি রাখি করি অনুরোধ।
যাবে ধর্ম্ম হবে বন্ধু সহিত বিরোধ॥
বনে যাইবারে কহি হবে বড় ক্ষতি।
সঙ্কটে পড়িয়া রাণী বিচলিতমতি॥
পরমবিদুষী নারীধরম বুঝিয়া।
শ্রীরাম ভরত উভে সমানজানিয়া।
রামজননীর শুদ্ধ সরল হৃদয়।
কহিল বচন ধৈর্য্য ধরি অতিশয়॥
ভাল করিয়াছ বলি যাইব কানন।
সর্ব্বধর্ম্মসার পিতৃ-আজ্ঞার পালন॥
রাজ্য দিব বলি নৃপ বনে পাঠাইল।
তাহে দুখ-লবলেশ মোর না হইল॥
ভূপতি ভরত আর যত প্রজাগণ।
অতি দুঃখ পাবে তাত তুমি গেলে বন॥
পিতামাতা কহে যবে করিতে প্রয়াণ।
কানন হইবে শত-অযোধ্যা সমান॥
পিতা বনদেব হ'বে মাতা বনদেবী।
খগ মৃগ হবে পদ-সরোরুহসেবী॥
নৃপের উচিত হয় অন্তে বনবাস।
বিলোকি বয়স তব হৃদয়ে তরাস॥
অযোধ্যা অভাগী বন বড় ভাগ্যধর।
যাহারে ত্যজিলে তুমি রঘুকুলবর॥
যদি বাছা কহি আমি মোরে সঙ্গে লেহ।
তোমার হৃদয়ে তবে হইবে সন্দেহ॥
সবাকার প্রিয় তুমি কুলের নন্দন।
প্রাণ-প্রাণ হও তাত জীবন-জীবন॥
সেই তুমি কহিতেছ মাত যাই বন।
হা হুতাশ করি আমি শুনি সে বচন॥
না করিনু হঠ আমি এত বিচারিয়া॥
কিবা কার্য্য আছে বৃথা স্নেহ বাড়াইয়া॥

রাখিবে তোমারে সদা দেব-পিতৃগণ।
পলক আঁখির যথা করে গো রক্ষণ॥
প্রতিজ্ঞা-অবধি জল পরিজন মীন।
করুণা আকর তুমি ধরম-ধুরীণ॥
করহ উপায় সেই এতেক চিন্তিয়া।
তোমার মিলন লাগি থাকে গো বাঁচিয়া॥
যাও বাছা সুখে বনে কর বিচরণ।
অনাথ করিয়া পুরজন পরিজন॥
সবাকার পুণ্যফল হইল অতীত।
হইল করাল কাল অতি বিপরীত॥
বিলাপি এমতে দেবী চরণে ধরিল।
অতি অভাগিনী বলি আপনে জানিল।
ব্যাপিল হৃদয়ে অতি সুদারুণ তাপ।
কহনে না যায় সেই বিলাপ-কলাপ॥
মায়ে উঠাইয়া রাম হৃদয়ে ধরিল।
মধুর বচন কহি বহু বুঝাইল॥
এ সম্বাদ সীতাদেবী পাইয়া তখন।
শাশুড়ীর পদ গিয়া করিল বন্দন।
মৃদুবাক্যে রাণী তাঁরে আশীর্ব্বাদ দিল।
সুকুমারী হেরি অতি আকুলা হইল॥
নতমুখে বসি শোক করিতেছে সীতা।
রূপরাশি পতিব্রতা পরমপুণীতা॥
চলিতে চাহেন বন জীবনের নাথ।
হেন পুণ্য আছে মোর হইবেক সাথ॥
যাবে মোর প্রাণ কিম্বা প্রাণ-কলেবর।
বিধাতার কার্য্য কিছু না হয় গোচর॥
সুচারুচরণনখে লিখিছে ধরণী।
মুখর নূপুর করে সুমধুর ধ্বনি॥
অতিপ্রেম বশে যেন করিছে বিনয়।
সীতাপাদপদ্ম মোর ত্যাগ নাহি হয়॥
মঞ্জুল লোচনে জল পড়িছে বহিয়া।
শ্রীরামজননী তবে কহিছে হেরিয়া॥
সম তাত সীতা মম অতি সুকুমারী
শ্বশ্রূশ্বশুরের পরিজনের পিয়ারী॥
মিথিলা-ঈশ্বর পিতা ভূপাল-ভূষণ।
শ্বশুর কোশলপতি রাঘবনন্দন॥
তুমি রামচন্দ্র পতি গুণের নিধান।
রবিকুল-গর্ব্বরবি রূপ-শীলবান্॥

হেন পুত্রবধূ মোর প্রিয় অতিশয়।
শীল রূপ গুণ যাহে করেছে আশ্রয়॥
নয়নপুতলী মত প্রীতির বর্দ্ধন।
করি প্রাণ সম জানি করি গো রক্ষণ॥
অতি যত্নে সুরতরু করিয়া রোপণ।
স্নেহের সলিলে সিঁচি করিনু পালন॥
ফলিত হ'বার কালে হ'ল বিধি বাম।
জানিতে নারিনু কি যে হ'বে পরিণাম॥
ত্যজিয়া পালঙ্ক পীঠ কোমল আসন।
কঠিন মাটীতে সীতা না ধরে চরণ॥
জীবনচূরণ সম রাখি যোগাইয়া।
কভু না কহিনু দীপ দিতে উজলিয়া।
যে সীতা যাইতে চায় বনে তব সাথ।
কিবা অনুমতি হয় কহ রঘুনাথ॥
আস্বাদে চকোরী শীতবিধুর কিরণ।
সে কি পারে হেরিবারে প্রখর তপন॥
রাক্ষস কেশরী করী দুষ্ট প্রাণিগণ।
নির্জ্জন কাননে সদা করে বিচরণ।
বিষতরু বনে কভু হয় কি শোভন।
মৃতসঞ্জীবনচূর্ণ শুভ রসায়ন॥
কিরাতনন্দিনী করে কাননে ভ্রমণ।
বনযোগ্যা করি তারে বিধির রচন॥
পাষাণ কৃমির মত কঠিনআচার।
কিছুমাত্র বনে ক্লেশ নাহিক তাহার॥
তাপসীরে বনহেতু বিধাতা সৃজিল।
তপ-লাগি যেবা ভোগ বিলাস ত্যজিল
বনে বাস করিবেক জানকী কেমনে।
চিত্রকপি হেরিয়া যে ভয় পায় মনে॥
গঙ্গাজলে পদ্মবনে যে হংসী বিহরে।
ক্ষুদ্রকূপজল কভু তার তৃপ্তি করে॥
এত বিচারিয়া পুত্র দাও গো আদেশ।
সীতারে সেমত আমি দিব উপদেশ॥
জানকীরে কহ তাত থাকিতে ভবনে।
যাহারে হেরিয়া ধৈর্য্য ধরিব জীবনে॥
জননীর বাক্য রাম করিলা শ্রবণ।
যেন স্নেহ সুধাশীল হইল ক্ষরণ॥
মধুর বচন কহি মাতারে তুষিল।
বন-দোষগুণ তবে সীতারে কহিল॥

কহিতে জননীপাশে সঙ্কুচিত হয়।
বিচারিয়া কহে রাম বুঝিয়া সময়॥
জনকনন্দিনী শুন মম উপদেশ।
না রাখ হৃদয়ে তব শোক-দুঃখ-লেশ॥
ইচ্ছা থাকে যদি শুভ করিতে সাধন।
ঘরে থাক তুমি মম মানিয়া বচন॥
তুমি মোর জননীরে করহ সেবন।
সব মতে শুভপ্রদ তোমার ভবন॥
শ্বশ্রূশ্বশুরের পদকমল পূজিবে।
ইহাতে অধিক তব ধরম হইবে॥
আমারে জননী যবে করিয়া স্মরণ।
শোক-বিচলিতমতি হবেন যখন॥
পরবোধ দিবে তুমি তাঁহারে তখন।
কহি নানা সুমধুর বাক্য পুরাতন॥
শত দিব্য করি কহি যথার্থ বচন।
তোমারে রাখিব মাতৃহিতের কারণ॥
বেদ-ধর্ম্ম-ফললাভ হ'বে অনায়াসে।
গালব নহুষ ক্লেশ সহে হঠবশে॥
পিতার আদেশ আমি করিয়া পালন।
ফিরিয়া আসিব শীঘ্র অযোধ্যাভুবন॥
বিলম্ব না হ'বে দিন যাইবে চলিয়া॥
গৃহে থাক মম শিক্ষা গ্রহণ করিয়া॥
যদি প্রেমবশে মন ক্ষান্ত নাহি হয়।
পরিণামে দুখ তুমি পাইবে নিশ্চয়॥
কঠিন কানন ভয়ঙ্কর অতিশয়।
ঘোর জন্তুধাম সদা হিম বায়ু বয়॥
কণ্টক কঙ্করে পথ র'য়েছে পূরণ।
বিনা পদত্রাণে আমি করিব ভ্রমণ॥
মৃদুল মঞ্জুল তব চরণকমল।
মারগ অগম আর অতি অসরল॥
নদ নদী গিরি গুহা দুরন্ত কান্তার।
হেরি ভয় পায় মন দুর্গম অপার॥
ভালু বাঘ বৃক নাগ কেশরীগর্জ্জন।
মুনিবর্য্য করে ধৈর্য্য শুনিয়া বর্জ্জন।
ভূমিতে শয়ন আর বল্কল বসন।
কন্দ-মূল ফল-ফুল হইবে অশন।
সব দিন সদাকাল তাহা না মিলিবে।
অনুকূল হ'লে কাল যতনে পাইবে॥

নিশাচর করে নর-শোণিত ভোজন।
নানা মায়াবেশে করে বনে বিচরণ॥
পর্ব্বতসলিল স্বাস্থ্যভঙ্গকর অতি।
কে কহিতে পারে যত বিপিন-বিপতি॥
করাল-বিহগ-ব্যাল-পূর্ণ বন ঘোর।
রাক্ষসনিকর বসে নরনারী-চোর॥
বীর পায় ভয় মনে স্মরিয়া কাননে।
তুমি স্বভাবত ভীরু যাইবে কেমনে॥
বনযোগ্যা নহ তুমি কলহংসগতি।
ঘুষিবে সকললোক মম অকীরতি॥
মানসসলিল-সুধা যেবা করে পান।
জলধির জলে কভু রহে তার প্রাণ॥
নবীন রসালবনে করে বিচরণ।
শোভে কি কোকিলা পশি গহন কানন॥
ঘরে থাক করি এত হৃদয়ে বিচার।
অতিশয় দুখপ্রদ দুরন্ত কান্তার॥
সহজ সুহৃদ গুরু পতির বচন।
যেই নারী হিত জানি না করে গ্রহণ॥
হিতহানি হয় তার নাহিক সংশয়।
অনুতাপে হয় দগ্ধ তাহার হৃদয়
পতির মধুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পূরিল প্রেমের জলে সীতার লোচন॥
পতির শীতল শিক্ষা দহিল কেমন।
শারদ জোছনা দহে চাতকে যেমন॥
আকুলা জানকী মুখে না আসে উত্তর।
রামের বিচ্ছেদ ভাবি কাঁপিছে অন্তর॥
নয়নের জল তবে করি নিবারণ।
অবনীনন্দিনী করে ধৈরয ধারণ॥
করপুটে শাশুড়ীর চরণ বন্দিল।
অবিনয় ক্ষম মাত তাঁহারে কহিল॥
যেই শিক্ষা প্রাণপতি করিলেন দান।
যাহাতে হইবে মম মঙ্গলবিধান।
আমি দেখিলাম কিন্তু করিয়া বিচার।
পতির বিচ্ছেদসম দুখ নাহি আর॥
এমতে শ্বশ্রূরে সীতা কহি বুঝাইয়া।
কহিলা পতির পাশে বিনয় করিয়া॥
সুন্দর সুখদ সাধু কৃপার নিধান।
তোমা বিনা সুরপুর নরক সমান।

জনক জননী সহোদরা সহোদর।
প্রিয় পরিবার যত সুহৃদনিকর॥
শ্বশুর শাশুড়ী গুরু প্রিয় পরিজন।
সুশীল সুজন বন্ধু স্নেহপরায়ণ।
সবার অধিক পতি শুন মহামতি॥
পতি বিনা রমণীর নাহি অন্য গতি।
সমগ্র ধরণী রাজ্য তনু ধাম ধন॥
পতিবিহীনার সব শোকের কারণ॥
রোগের সমান ভোগ এ ভূষণ ভার।
যমের নরক সম এ ভবসংসার॥
প্রাণনাথ তোমা বিনা কহিনু নিশ্চয়।
জগমাঝে সুখদাতা মম কেহ নয়॥
বারিহীনা নদী যথা দেহগত প্রাণ।
পতিহীনা নারী তথা জানিবে প্রমাণ।
আমার সকল সুখ নাথ তব সনে।
নেহারি শারদ বিধু বিমল বদনে।
কানন নগর খগ মৃগ পরিজন।
মুনিপট মণিময় বিচিত্র বসন॥
থাকিলে তোমার সনে পর্ণের কুটীর॥
সুরগৃহ সম মম শুন মহাবীর॥
করিবেন হেথা শ্বশ্রূশ্বশুর পালন।
বনে বনদেবী দেব করিবে রক্ষণ॥
কুশ-কিশলয়-তৃণে রচিত শয়ন।
প্রভুসনে মনদুখ করিবে হরণ।
কন্দ মূল ফল হবে অমিয় আহার।
সহস্রঅযোধ্যা-সুখ দিবেক পাহাড়॥
মুহুর্মুহু প্রভুপদকমল হেরিয়া।
রব চাতকিনী প্রায় মুদিত হইয়া॥
বনে বহু দুখ নাথ করিলে কীর্ত্তন।
সবিষাদ ভয় তাপ আদি অগণন॥
প্রভুর বিয়োগলব-লেশের সমান।
হইবে না সবে মিলি কৃপার নিধান॥
সুজনের শিরোমণি এতেক জানিয়া।
তব সনে লহ মোরে যেও না ছাড়িয়া॥
আমি আর কি করিব অধিক মিনতি।
দয়া নিধি কর তুমি অন্তরে বসতি॥
অযোধ্যায় রাখি যদি কর হে প্রয়াণ।
নিশ্চয় জানিবে দেহে না রহিবে প্রাণ॥
অনায়াসে বনপথে ভ্রমণ করিব।
ক্ষণে ক্ষণে প্রভুপদকমল হেরিব॥
করিব পতির সেবা মনের সহিত
পথের সকল শ্রম হইবে দূরিত॥
বসি তরুতলে করি চরণ ক্ষালন,
বীজন করিয়া হবে প্রমুদিত মন॥
শ্রমজল সহ শ্যাম তনু নেহারিয়া।
আমার সকল দুখ যাবে পলাইয়া॥
সমভূমিতলে তরু-পল্লব পাতিয়া।
সারা নিশি রবে দাসী চরণে পড়িয়া॥
মুহুর্মুহু মৃদুমূর্ত্তি করিব দর্শন।
নারিবে বনের তাপ করিতে পীড়ন।
নারিবে হেরিতে মোরে বনে মৃগ ব্যাল।
কেশরীবধূরে যথা শশক শৃগাল॥
তুমি বনযোগ্য নাথ আমি সুকুমারী।
রহিব ভোগিনা আমি তুমি ব্রতচারী॥
তব এ কঠিন বাণী করিয়া শ্রবণ।
না হয় হৃদয় মম যদি বিদারণ॥
তবে বনে তুমি নাথ করিলে প্রয়াণ।
সহিবে দারুণ দুখ এ পামর প্রাণ॥
এত কহি সীতাদেবী ব্যাকুলা হইল।
পতির বিচ্ছেদে বাণী মুখে না সরিল॥
দশা দেখি রঘুপতি করিলা বিচার।
হেথা রাখি গেলে প্রাণ রবে না সীতার॥
কহিল কৃপালু তবে ভানুকুলনাথ।
শোক পরিহরি বনে চল মম সাথ
নাহি দেবি বিষাদের অবসর আজ
ত্বরা করি কর বনগমনের সাজ॥
প্রিয়বাক্য প্রেয়সীরে কহি বুঝাইল।
মাতার চরণ বন্দি আশীস পাইল॥
প্রজাদুখ বিমোচিব সত্বরে আসিয়া।
যেও না জননি যেন আমারে ভুলিয়া।
কহে মাতা এ দশা কি ফিরিবে আমার
হেরিব নয়ন ভরি তোমারে আবার॥
সুদিন সুক্ষণ তাত হইবে কখন।
হেরিবে জননী তব ও বিধুবদন॥
পুন কবে কহি বাছা কহি মোর লাল।
রঘুপতি রঘুবর আমার ছাওয়াল॥

ডাকিয়া লইব কোলে কহ মোর তাত।
মহানন্দে নিরখিব সুশ্যামলগাত॥
রাম যবে জননীরে ব্যাকুলা দেখিল।
মধুর বচনে তাঁরে বহু প্রবোধিল॥
সীতা শ্বশ্রূপদ তবে করিল বন্দন।
আমি অভাগিনী মাত করহ শ্রবণ॥
সেবার সময়ে বিধি মোরে বনে দিল।
আমার মানস নাহি সফল হইল॥
ত্যজি ক্ষোভ মোর প্রতি স্নেহ নাহি ছাড়।
করম কঠিন দোষ নাহিক আমার॥
আকুলা হইল রাণী একথা শুনিয়া।
সে দশা কহিতে নারি আমি বরণিয়া॥
বারম্বার জানকীরে হৃদয়ে ধরিল।
ধৈরয ধরিয়া শেষে আশীর্ব্বাদ দিল॥
তব অহিবাত মাত তাবত রহিবে।
জাহ্নবী-যমুনা-ধারা যাবত বহিবে॥
বহু উপদেশ দেবী জানকীরে দিল।
শ্বশ্রূপাদপদ্ম নমি জানকী চলিল।
লক্ষ্মণ এ সমাচার পাইল যখন।
ব্যাকুল হইয়া উঠি ধাইল তখন।
শরীরে পুলক-কম্প নয়ন সনীর।
নমিল চরণ গিয়া প্রেমেতে অধীর॥
দাঁড়াইয়া রহে কিছু কহিতে না পারে।
হয় দীন যথা মীন যবে জল ছাড়ে॥
কি করিতে বিধি আজি কিবা ঘটাইল।
সব পুণ্য সুখ মম এবে ফুরাইল॥
কি কহিবে মোরে আজি প্রভু রঘুনাথ।
রাখিবে অযোধ্যাপুরে কিম্বা লবে সাথ॥
শ্রীরাম হেরিল যবে সমীপে লক্ষ্মণ।
ছিন্ন করি তৃণ সম গৃহের বন্ধন॥
কহিল বচন রাম নীতির নাগর।
সুশীল সরল সর্ব্বগুণের সাগর
প্রেমবশে তাত তুমি না হও কাতর।
বুঝিয়া হৃদয়ে পরিণামসুখকর॥
জনক-জননী-গুরু-স্বামীর বচন।
মস্তকে ধরিয়া করে যে জন পালন॥
দুর্ল্লভ জনমফল সেই জন পায়।
না করিলে তরু সম বৃথা জন্ম যায়॥
এত জানি শিক্ষা ভ্রাত করহ গ্রহণ।
পিতৃ-মাতৃপাদপদ্ম করহ সেবন॥
ভরত শত্রুঘ্ন ঘরে নাহিক এখন।
বৃদ্ধ পিতা মম দুঃখে বিচলিতমন॥
তোমারে লইয়া সঙ্গে যদি যাই বন।
নিতান্ত অনাথ হবে অযোধ্যাভুবন॥
জনক-জননী গুরু প্রজা পরিবার।
পড়িল সবার পরে মহাদুখভার॥
ঘরে থাক কর তাত সবার সন্তোষ
নতুবা হইবে ভাই অতিশয় দোষ॥
যার রাজ্যে দুখ পায় প্রিয় প্রজাগণ।
নরকে সে নৃপ করে অবশ্য গমন॥
গৃহে থাক করি তাত এ নীতি বিচার।
হইল ব্যাকুল শুনি সুমিত্রাকুমার॥
লক্ষ্মণ হইল ম্লান শুনিয়া কেমন।
তুহিন-পরশে হয় কমল যেমন॥
প্রেমবশে মুখে নাহি উত্তর আইল।
হইয়া আকুল গিয়া চরণ ধরিল॥
তুমি প্রভু আমি দাস চরণ সেবিব।
তুমি যদি ত্যজ মোরে কোথায় যাইব
ভাল উপদেশ মোরে দিলে রঘুবর
তোমার বিচ্ছেদে আমি হইনু কাতর॥
তুমি ধীর নরবর ধর্ম্মধুরধারী।
নীতি বেদ লোকাচারে তুমি অধিকারী॥
আমি শিশু স্নেহ করি করিলে পালন।
পারে কি মরাল মেরু করিতে লঙ্ঘন॥
আমি গুরু পিতামাতা কাহারে না জানি।
সর্ব্বস্ব আমার তব চরণ-দুখানি॥
তুমি একমাত্র মম সংসারের সার।
দীননাথ কর তুমি হৃদয়ে বিহার।
নীতি ধর্ম্ম উপদেশ দিও তুমি তারে
কীরতি মুকতি ভূতি ভাল লাগে যারে॥
কায়মনবাক্যে যেবা পদে রত রয়।
তাহার বর্জ্জন প্রভু উচিত না হয়॥
কৃপা-সিন্ধু শুনি বন্ধুবরের বচন।
ভীত বুঝি কহে কোলে করিয়া ধারণ॥
বিদায় মাগহ গিয়া তুমি মাতৃসনে।
এস ত্বরা করি ভাই যাইব কাননে॥

অগ্রজের বাক্য শুনি মুদিত হইল।
পাইল অতুল লাভ গ্লানি দূরে গেল॥
লক্ষ্মণ জননীপাশে আনন্দে আইল।
জন্ম-অন্ধ যেন নেত্র ফিরিয়া পাইল॥
আসিয়া জননীপদে মস্তক নমিল।
রামের নিকটে মন পড়িয়া রহিল॥
মলিন বদন হেরি মাতা জিজ্ঞাসিল।
লক্ষ্মণ সকল কথা বিবরি কহিল॥
স্তম্ভিতা হইলা দেবী সে বাক্য শুনিয়া।
যথা মৃগী হয় বনে দাবাগ্নি হেরিয়া॥
অনর্থ হইল মনে ভাবিল লক্ষ্মণ।
বুঝি স্নেহবশে মাতা করে বিঘটন॥
বিদায় মাগিতে মনে অতি ভয় পায়।
বিধাতা কি কথা আজি মাতারে কহায়॥
সীতারাম-রূপ-গুণ স্মরণ করিয়া।
নৃপতির স্নেহভাব মনে বিচারিয়া॥
সুমিত্রা আপন শির কুটিতে লাগিল।
পাপিনী কৈকেয়ী অতি কুচালি খেলিল॥
কুসময় বুঝি দেবী ধৈরয ধরিল।
সরলা সুমিত্রা মৃদু বচন কহিল॥
বৈদেহীরে মাতা বলি জানিবে নিশ্চয়।
দশরথ সম রাম নাহিক সংশয়॥
জানিবে অযোধ্যা যথা রামের নিবাস।
তথা দিন হয় যথা ভানুর প্রকাশ॥
শ্রীরাম-জানকী যদি যায় তাত বনে।
কোন কার্য্য নাহি তব অযোধ্যা ভবনে॥
গুরু পিতা বন্ধু মাতা সুরের প্রধান।
সেবিবে শ্রীরামে জানি প্রাণের সমান॥
জীবন জীবন প্রাণ-প্রিয় প্রভু রাম।
সবার হৃদয়সখা কেবল নিষ্কাম॥
অযোধ্যায় আছে যত রাজপরিবার।
পূজনীয় অতি প্রিয় রাম সবাকার॥
এত জানি যাও তুমি রাম সঙ্গে বন।
জগতে জীবন ফল করহ লভন॥
বাছা তুমি হবে ভূরি ভাগ্যের ভাজন।
আমারেও উদ্ধারিবে কনকবরণ॥
কপটতা ছল ছাড়ি তাত তব মন।
পারে সেবিবারে যদি শ্রীরামচরণ॥

যে নারীর রামভক্ত হয় গো নন্দন।
সার্থক জগতে তার গর্ভের ধারণ॥
যে নারী প্রসবে রামবিমুখ সন্তান।
তদপেক্ষা বন্ধ্যা ভাল শুন জ্ঞানবান্॥
তোমার সৌভাগ্যে রাম যাইবে কানন
ইহা ভিন্ন নাহি কিছু দ্বিতীয় কারণ॥
সকল সুকৃতিফল সুত এই হয়।
সীতারাম-পদে যদি রতি উপজয়।
ঈর্ষা দ্বেষ রাগ রোষ মোহ অভিমান।
স্বপনেও মনে যেন নাহি পায় স্থান॥
সকল বিকার তুমি করিয়া বর্জ্জন।
কায়মনবাক্যে কর চরণ সেবন॥
সব সুখকর তব কানন হইবে।
পিতা-মাতা রাম-সীতা যথায় রহিবে॥
যেমতে কাননে রাম নাহি পায় ক্লেশ।
সেই কার্য্য কর সুত মম উপদেশ॥
জনক জননী পুরপরিবারগণ।
তুমি বনে গিয়া নাহি করিবে স্মরণ॥
এই শিক্ষা সুতে দিয়া বনে পাঠাইল।
যাইবার কালে এই আশীর্ব্বাদ দিল॥
সীতারাম-পাদপদ্মে নিত্য নব রতি।
যেন তাত রহে তব হও শুদ্ধমতি॥
মাতার চরণ বন্দি চলিল লক্ষ্মণ।
যেন জাল ছিঁড়ি মৃগ কৈল পলায়ন॥
শ্রীরাম-জননীপাশে লক্ষ্মণ চলিল।
প্রিয় সঙ্গ লভি মনে আনন্দ পাইল।
সীতারাম পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
চলিল তাঁদের সনে রাজার ভবন॥
নারী নর পরস্পর কহিতে লাগিল।
বিধাতা রচিয়া ভাল শেষে বিগাড়িল॥
তনু কৃশ মনে দুঃখ বদন মলিন।
মক্ষিকা ব্যাকুল যথা হ'লে মধুহীন॥
করাঘাত করি শিরে হইল আকুল।
পক্ষ বিনা হয় যথা বিহগের কুল।
হইল জনতাপূর্ণ ভূপদরবার।
কে বর্ণিতে পারে সেই বিষাদ অপার
উঠাইয়া মন্ত্রিবর নৃপে বসাইল।
প্রিয় বাক্য কহি রাম চরণ বন্দিল॥

সীতার সহিত হেরি যুগল তনয়।
হইল ব্যাকুল নরপতি অতিশয়॥
সীতাসনে দুই সুতে করি নিরীক্ষণ।
পুনঃপুন করে নৃপ হৃদয়ে ধারণ॥
ব্যাকুল নৃপতি নারে কহিতে বচন।
শোকের অনলে করে অন্তর দহন॥
অতি অনুরাগভরে চরণ বন্দিয়া।
যাইতে বিদায় রাম মাগিল উঠিয়া॥
আজ্ঞা দেহ নরনাথ করি আশীর্ব্বাদ।
হরষসময়ে নহে উচিত বিষাদ॥
যদি হয় তাত এবে প্রেমের প্রমাদ।
হইবে কীরতি নাশ লোক-অপবাদ॥
স্নেহবশ নরবর করিয়া শ্রবণ।
বসিল রামের বাহু করিয়া ধারণ॥
শুন রাম রঘুনাথ কমললোচন।
তুমি চরাচরপতি কহে মুনিগণ॥
কর্ম্ম অনুসারে শুভ-অশুভ ঘটন।
বিচারিয়া করে ফল বিধাতা অর্পণ॥
যার যথা কর্ম্ম তথা ফল সেই পায়।
পুরাণ নিগম বেদ এই নীতি গায়॥
কেহ করে অপরাধ কেহ করে ভোগ।
বিচিত্র বিধির গতি কে জানে সে যোগ॥
রাখিবারে যবে রামে কোশল রাজন।
নানামতে অকপটে করিয়া যতন॥
না রহিবে গৃহে যবে জানিয়া নিশ্চয়।
ধর্ম্মধুরন্ধর ধীর অটলহৃদয়॥
তবে নৃপ জানকীরে হৃদয়ে লইল।
বহু হিত উপদেশ তারে শিখাইল॥
বনের দুঃসহ দুঃখ কহি শুনাইল।
শাশুড়ী শ্বশুর পিতৃ-সুখ বুঝাইল॥
শ্রীরামচরণ-রত জানকীর মন।
ভাবিল দুর্গম নহে সুগম কানন॥
জানকীরে প্রবোধিল অন্য কতজন।
বিপিন-বিপদ যত করিয়া বর্ণন॥
জ্ঞানবতী গুরুনারী মন্ত্রী নারীগণ॥
সস্নেহে কহিল বহু মধুর বচন॥
নাহি দিল বনবাস তোমারে নৃপতি।
গুরু যাহা কহে তাহা কর বুদ্ধিমতি॥

না লাগে সীতারে ভাল এই উপদেশ।
যথা দেয় শশিকর চাতকীরে ক্লেশ॥
শঙ্কোচের বশে সীতা না কহে বচন।
তমকি উঠিল হেরি কৈকেয়ী তখন॥
বাকলভূষণ আনি সম্মুখে ধরিল।
পাপিনী মধুর বাণী কহিতে লাগিল॥
নৃপতির প্রাণপ্রিয় তুমি গো নন্দন।
স্নেহশীল নৃপ নাহি করিবে বর্জ্জন॥
পুণ্য যশ বরলোক সব হবে নাশ।
তবু না কহিবে ভূপ তব বনবাস॥
যাহা ভাল হয় তাহা কর বিচারিয়া।
অতি সুখ পায় রাম সে কথা শুনিয়া॥
সে বাক্য লাগিল নৃপে বাণের সমান।
ভাবে কেন নাহি যায় এ পামর প্রাণ॥
শোকেতে বিহ্বল নৃপ মূর্চ্ছিত হইল।
সেকালকর্ত্তব্য তবে সবে পাসরিল॥
ত্বরিত মুনির বেশ শ্রীরাম রচিয়া।
জননী-জনকে চলে প্রণাম করিয়া॥
বনসাজে সাজি নারী বন্ধুর সমেত।
বনে চলে রাম করি সবারে অচেত॥
নিকসি গুরুর দ্বারে আসি দাঁড়াইল।
বিরহের তাপে হিয়া সবার দহিল॥
মধুর বচন কহি সকলে তুষিল।
মহীসুরবৃন্দে রাম তখন ডাকিল॥
এক এক জনে প্রভু বর্ষভোজ্য দিল।
সাদরে করিয়া দান বিনয় করিল॥
তুষিল যাচকে দিয়া বহু রত্ন-ধন।
সবে সুখ দিল করি মিষ্ট সম্ভাষণ॥
ডাকিয়া লইয়া পরে দাসদাসীগণ।
গুরুপদে সবাকারে কৈল সমর্পণ॥
গুরুদেব ইহাদের করহ পালন।
জননী-জনক মত করি দরশন॥
পুনঃপুন সবিনয়ে জুড়ি দুই কর।
সবারে মধুর বাণী কহে রঘুবর॥
সবে হিতকারী মম কর এই কার্য্য।
যাহে সুখী রহে মম পিতৃদেব আর্য্য॥
যাহে দুঃখ-দীনা মম জননী না হয়।
সে উপায় কর পুরজন সদাশয়॥

এইরূপ রঘুনাথ সবে প্রবোধিল।
হরষি গুরুর পদে মস্তক নমিল ॥
গণেশ গিরিশ গৌরী স্মরণ করিয়া।
বনে চলে রঘুবীর আশীস পাইয়া ॥
গমনের কালে অতি হইল বিষাদ।
বিদারণ হয় হিয়া শুনি আর্ত্তনাদ ॥
কুলক্ষণ লঙ্কাপুরে অযোধ্যায় শোক।
হরষ-বিশাদবশ যত সুরলোক ॥
গেল রাম বনে নাহি গেল মোর প্রাণ।
করিল কি সুখ লাগি দেহে অবস্থান ॥
ইহার অধিক ব্যথা কি আছে সংসারে।
যাহার আঘাতে প্রাণ এ শরীর ছাড়ে ॥
ধৈর্য্য ধরি কহে নৃপ সুমন্ত্রে বচন।
রামসনে যাও সখে লইয়া স্যন্দন ॥
সুকোমলতনু মম যুগল নন্দন।
সুকুমারী বধূমাতা করহ শ্রবণ ॥
আরোহণ করাইয়া রথের উপরে।
দেখায়ে ফিরিবে বন চারি দিন পরে ॥
নাহি ফিরি আসে যদি ধী ভ্রাতৃদ্বয়।
সত্যনিধি দৃঢ়ব্রত আমার তনয় ॥
তবে তুমি করপুটে করিবে বিনয়।
আজ্ঞা দেহ জানকীরে যাইতে আলয় ॥
কানন হেরিয়া যবে সীতা পাবে ডর।
কহিবে আমার শিক্ষা বুঝি অবসর ॥
শ্বশুরশাশুড়ী এই কহিল সন্দেশ।
চল ফিরি ঘরে পুত্রি বনে বহুক্লেশ ॥
কভু তাত-গৃহে কভু শ্বশুর-ভবনে।
রবে তথা রুচি যথা হবে তব মনে।
করিবে এরূপ তুমি উপায়কদম্ব ॥
যদি আসে হবে মম প্রাণ-অবলম্ব ॥
নহিলে হইবে মম মৃত্যু পরিণাম।
হইবে সন্দেহ নাহি বিধি মোরে বাম ॥
আনিয়া দেখাও সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এত কহি ভূমিতলে পড়িল রাজন ॥
সাজাইয়া রথ মন্ত্রী করিল প্রয়াণ।
নগর-বাহির যথা সীতারাম-স্থান ॥
যাইয়া সুমন্ত্র নৃপ-আজ্ঞা শুনাইল।
করিয়া বিনতি রথে রামে চড়াইল ॥
সীতা সহ দুই ভাই রথে আরোহিয়া।
চলে হর্ষি অযোধ্যারে প্রণাম করিয়া।
বনে যায় হেরি রাম অযোধ্যা অনাথ।
ব্যাকুল হইয়া লোক চলে সব সাথ ॥
নানামতে কৃপাসিন্ধু সবে বুঝাইল।
গৃহমুখে ফিরি কেহ নগরে পশিল ॥
অতি ভয়ঙ্কর লাগে হেরি অযোধ্যারে।
কালরাত্রি তম যেন ঘিরেছে ইহারে ॥
ঘোর জন্তু সম লাগে যত পুরজনে।
একেরে হেরিয়া অন্য ভয় পায় মনে ॥
দারুণ শ্মশানে যেন পরিজন ভূত।
সুত হিত মিত যেন সমনের দূত ॥
বাগানে বিটপকলি সব শুকাইল।
নদী-নদ-সরোবর শোভা হারাইল ॥
হয় গজ কেলিমৃগ পুর-পশুগণ।
পিক শুক চক্রবাক আদি অগণন ॥
রামের বিরহে হ'ল নিরানন্দমন।
চিত্রের পুতলী যেন না করে স্পন্দন ॥
সমগ্র নগর যেন গহন গহ্বর।
শোক-মোহবশ খগ মৃগ নারী নর ॥
অভাগিনী কিরাতিনী অনল জ্বালিল।
তার শিখা দশদিক দহন করিল ॥
সে দুঃসহ তাপ লোক সহিতে না পারি।
লাগে পলাইতে সবে ধন ধাম ছাড়ি ॥
বিচার করিল সবে অন্তরে তখন।
নাহি সুখ বিনা রাম-জানকী-লক্ষ্মণ ॥
যথা রাম তথা সব সুখের সমাজ।
রামহীন পুরে আছে মোদের কি কাজ ॥
সঙ্গে চলে এই মন্ত্র সুদৃঢ় করিয়া।
সুরের দুর্ল্লভ সুখ সকল ত্যজিয়া ॥
শ্রীরামচরণপদ্ম-রত যেই জন।
সে বিষয়-ভোগবশ হয় কি কখন ॥
বালক জরঠ যুবা ছাড়িয়া ভবন।
রামসনে সব লোক করিল গমন ॥
তমসা নদীর তীরে যাইয়া শ্রীরাম।
প্রথম দিবস তথা করিলা বিশ্রাম ॥
রঘুপতি প্রেমবশে প্রজারে দেখিল।
সরলহৃদয়ে সুখ বিশেষ পাইল ॥

রঘুকুলমণি রাম দয়ার সাগর।
হেরিয়া পরের দুখ হইলা কাতর॥
সপ্রেম মধুর বাক্য সবারে কহিল।
নানামতে সবাকারে সান্ত্বনা করিল॥
বহু ধর্ম্মশাস্ত্র কহি উপদেশ দিল।
রামপ্রেমমুগ্ধ লোক তবু না ফিরিল॥
নিতান্ত যখন লোক সঙ্গ না ছাড়িল।
দশা হেরি রামচন্দ্র সঙ্কটে পড়িল॥
শ্রমশোক-বশ লোক শয়ন করিল।
কেহ কেহ মায়াবশে মোহিত হইল॥
যামিনীর যুগযাম বিগত যখন।
রঘুনাথ সচিবেরে কহিল তখন॥
চিহ্ন লোপ করি তাত চালাও স্যন্দন।
এ উপায় ভিন্ন বনে না হবে গমন॥
শঙ্করচরণ বন্দি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সীতাসনে রথোপরে কৈল আরোহণ॥
দ্রুতবেগে মন্ত্রিবর রথ চালাইল।
রথচক্রচিহ্ন লোপ করিয়া চলিল॥
জাগিল সকল লোক যবে হ'ল ভোর।
রঘুবীর গেল বলি হ'ল অতি শোর॥
চারিদিকে রথচিহ্ন কোথা না পাইল।
রাম রাম কহি সবে ধাবিত হইল॥
জলনিধিমাঝে যেন ডুবিল জাহাজ।
বিকল হইল যেন বণিকসমাজ॥
কোনজন অন্যসনে কহিতে লাগিল।
মোদের জানিয়া ক্লেশ শ্রীরাম বর্জ্জিল।
আপনারে নিন্দা করি কহে ধন্য মীন।
এ ছার জীবনে ধিক্ রঘুবরহীন॥
প্রিয়ের বিয়োগ যদি বিধি ঘটাইল।
মাগিলে মরণ তবে কেন নাহি দিল॥
এমতঁ বিলাপ বহু করি পুরজন।
আইল ফিরিয়া সবে আপন ভবন॥
বিষম বিচ্ছেদ-দুখ কহনে না যায়।
রাখে প্রাণ রামব্রত সমাপ্তি-আশায়॥
রামদরশন হেতু ব্রতের ধারণ।
করিল অযোধ্যাবাসী হ'য়ে শুদ্ধমন॥
হইল নগরবাসী রামাভাবে দীন।
চক্রবাক পদ্ম যথা তিমিরারিহীন॥

সচিব লক্ষ্মণ সীতা সহিত শ্রীরাম।
শৃঙ্গবের পুরে গেল রূপ-গুণধাম॥
হেরি সুরনদী প্রভু তথা উতরিল।
ভক্তিভাবে দণ্ডবত প্রণাম করিল॥
লক্ষ্মণ সচিব সীতা করিল বন্দন।
জাহ্নবী নিরখি সবে আনন্দিতমন।
সুরধুনী সবমুদ-মঙ্গলের মূল।
দূরি সব দুখ হরে অন্তরের শূল।
করিয়া জাহ্নবীকীর্ত্তি-কথার প্রসঙ্গ।
হেরিতে লাগিল রাম তরল তরঙ্গ॥
গঙ্গার মহিমা প্রভু করিলা কীর্ত্তন।
অনুজ সচিব সীতা করিল শ্রবণ॥
মজ্জন করিয়া পথশ্রম নিবারিল।
শুচিজল পান করি মুদিত হইল॥
যাঁহার স্মরণে নাশ হয় ভবভার।
সে প্রভুর শ্রম ইহা লোকব্যবহার॥
চিদানন্দময় রাম ভানুকুলকেতু।
লীলা করি নিরমিল ভবাব্ধিসেতু॥
রাম-আগমন যবে নিষাদ শুনিল।
আপনার জ্ঞাতিগণে ডাকিয়া লইল॥
ভেট লাগি ফলমূল ল'য়ে ভরি ভার।
মিলনের তরে চলে হরষ অপার॥
করি দণ্ডবত ভেট ধরি রাম-আগে।
প্রভুরে দর্শন করে অতি অনুরাগে॥
সহজ প্রেমের বশ প্রভু রঘুরায়।
গুহেরে কুশল পুছি নিকটে বসায়॥
আমার কুশল পদপঙ্কজ হেরিয়া।
ভাগ্যের ভাজন বলি গণিত হইয়া॥
ভূমি ধাম ধন দেব সকল তোমার।
আমি নীচ জন অতি সহপরিবার॥
যথার্থ কহিলে তুমি সখে মহামতি।
অন্য আজ্ঞা দিলা মোরে অযোধ্যার পতি॥
চতুর্দ্দশবর্ষ বনে করিব ভ্রমণ।
মুনিব্রত মুনিবেশ করিয়া ধারণ॥
গ্রামের ভিতরে বাস না হয় উচিত।
শুনিয়া হইল গুহ নিতান্ত দুঃখিত॥
সীতা-রাম-লক্ষ্মণের রূপ দরশন।
করি পুরজন কহে সাক্ষেপ বচন॥

সেই পিতামাতা সখি কহ গো কেমন।
হেন সুতে যেই বনে করিল প্রেরণ॥
কেহ কহে নৃপ অতি উত্তম করিল।
মোদের লোচন-লাভ কৃপা করি দিল॥
হৃদে বিচারিল তবে নিষাদ রাজন।
সুন্দর শিংশপা তরু করি দরশন॥
রামে ল'য়ে তরুতলে গমন করিল।
এই সুখকর স্থান শ্রীরাম কহিল॥
প্রণমিয়া পুরলোক ভবনে আইল।
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে শ্রীরাম চলিল॥
মৃদু-কুশ কিশলয় নিষাদ আনিল।
প্রভুর বিশ্রাম লাগি শয্যা বনাইল॥
শুচি বন ফল মূল ফুল সুমধুর।
দোনা ভরি ভরি গুহ রাখিল প্রচুর॥
সীতাবন্ধু মন্ত্রিসহ কমললোচন।
স্বাদু কন্দ-মূল-ফল করিল ভোজন॥
রঘুবংশমণি তবে করিল শয়ন।
লাগিল সেবিতে পদকমল লক্ষ্মণ॥
প্রভুরে নিদ্রিত দেখি লক্ষ্মণ উঠিল
শয়ন করিতে তবে সচিবে কহিল॥
কিছুদূরে সুসজ্জিত করি শরাসন।
বসি বীরাসনে করে রাত্রি জাগরণ॥
বিশ্বাসী প্রহরিগণে গুহক ডাকিয়া।
রাখিল রক্ষার লাগি নিযুক্ত করিয়া॥
আপনি লক্ষ্মণপাশে বসিল যাইয়া।
করে ধনু ধরি তূণ কাটিতে বান্ধিয়া॥
প্রভুরে নিদ্রিত যবে হেরিল নিষাদ।
উপজিল মনে তার অতীব বিষাদ॥
পুলকিততনু জল বহিছে লোচনে।
কহিছে সপ্রেম বাণী লক্ষ্মণের সনে॥
সহজসুন্দর অতি ভূপতিভবন।
যার সম নহে সুরপতির সদন॥
শুচি ভোগময় দিব্য গন্ধে আমোদিত।
যথা দীপচয় জ্বলে মণি-নিরমিত॥
রতনখচিত দিব্য পালঙ্ক-উপরে।
সুন্দরী যুবতী রাম-বিশ্রামের তরে।
দুগ্ধফেননিভ শয্যা যতনে পাতিত
সুকোমল উপাধান তাহাতে রাখি ॥

তথা সীতা-রাম নিত্য করিত শয়ন।
ছবি হেরি বিমোহিত হইত মদন॥
সেই সীতারাম আজি ভূতলে নিদ্রিত
পরিধান করি বস্ত্র যে হয় শ্রমিত॥
জনক জননী পরিজন পুরবাসী।
সুশীল সুখদ মিত্র সখা দাস দাসী॥
সতত যাঁহার সুখ করিত বর্দ্ধন।
আজি ধরাশায়ী সেই রাঘবনন্দন॥
যাঁর পিতা মিথিলেশ ভূপতিপ্রবর।
শ্বশুর সুরেশ সখা কোশলঈশ্বর॥
পতি যাঁর বিশ্বপতি অভিরাম রাম।
সে ধরাশায়িনী বিধি নহে কার বাম॥
সে সীতা-রাম কি কভু বনযোগ্য হয়।
করম প্রধান ইহা লোক সত্য কয়॥
পাপিনী কৈকেয়ী পণ কঠিন করিল।
যেই সুখ অবসরে রামে দুখ দিল॥
দিনকরকুল-তরু-কুঠার হইল।
সকল সংসার দুখ-নীরে ভাসাইল॥
সীতারামে ধরাশায়ী করি দরশন।
হইল বিষণ্ণ অতি নিষাদরাজন॥
গুহকের কথা শুনি কহিছে লক্ষ্মণ।
বিরাগ-ভকতি-জ্ঞান-মিলিত বচন॥
কেহ কার দুখ-সুখদাতা কভু নয়।
নিজ কৃত কর্ম্ম ভোগ সকলের হয়॥
সুযোগ বিয়োগ ভোগ উত্তম অধম।
উপকারী অপকারী মিলিত মধ্যম॥
জনম মরণ আদি জগতের জাল।
সম্পদ বিপদ দ্বন্দ্ব কর্ম্ম আর কাল॥
ভূমি ধাম ধন পুর আদি পরিবার।
সরগ নরক আদি লোকব্যবহার॥
দেখিয়া শুনিয়া মনে করহ নির্ণয়।
সব মোহমূল মাত্র পরমার্থ নয়॥
পথের ভিখারী হয় নৃপতি স্বপনে।
সুরকুলপতি হয় দীনহীন জনে॥
নাহি লাভ-হানি যবে হয় জাগরণ।
জগৎপ্রপঞ্চ তুমি জানিবে তেমন॥
এত ভাবি মনে তুমি নাহি কর রোষ
কেহ বাদী নহে কারে নাহি দিবে দোষ॥

মোহ-নিশাবশে করে যে জন শয়ন।
নানাবিধ স্বপ্ন সেই করে দরশন॥
এ জগত-যামিনীতে জাগি রহে যোগী।
পরম-অরথবাদী প্রপঞ্চবিয়োগী॥
জানিবে জগতে জীব জাগিবে তখন।
বিষয়বিলাসে হ'বে বিরাগ যখন॥
হইবে বিবেক যবে মোহ-ভ্রমত্যাগ।
তবে রঘুবীরপদে হবে অনুরাগ॥
এই সে পরম অর্থ জানিবে নিশ্চয়।
রাম-পাদপদ্মে যদি রতি উপজয়॥
নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম রাম চিদানন্দধাম।
ইন্দ্রিয়-অতীত প্রভু অনাদি অকাম॥
সকল-বিকারশূন্য শুদ্ধ গতভেদ।
নিত্য নেতি কহি নিরূপণ করে বেদ॥
ভকত-ভূসুর-সুর-হিতের কারণ।
মনুজশরীর প্রভু করেন ধারণ।
করেন বিবিধ লীলা রাঘব কৃপাল।
শুনিলে বিনাশ হয় ভবের জঞ্জাল॥
এত বিচারিয়া সখে মোহ পরিহর।
সীতা-রঘুপতিপদে সদা রতি কর॥
কহিতে রামের গুণ প্রভাত হইল।
ভুবনমঙ্গল বিভু জাগিয়া উঠিল॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া করিল মজ্জন।
শুচি বটক্ষীর পরে করে আনয়ন।
করিল অনুজসহ জটার বন্ধন।
হেরিয়া হইল মন্ত্রী সজললোচন॥
দহিছে হৃদয় অতি মলিন বদন।
করিছে জুড়িয়া কর সুদীন বচন।
আদেশিলা মোরে নাথ কোশলরাজন।
রথ লয়ে রামসনে করহ গমন॥
গঙ্গাস্নান করাইবে বন দেখাইবে।
ভ্রাতৃদ্বয়ে অযোধ্যায় সত্বরে আনিবে॥
লক্ষ্মণ জানকী রাম আসিবে যখন।
আমার দারুণ শোক ঘুচিবে তখন।
এবে তাহা কর যাহা ভূপতি কহিল।
কহি কান্দি মন্ত্রিবর চরণে ধরিল॥
কৃপা করি কর তাহা তাত কৃপাময়।
যাহাতে অযোধ্যাপুর অনাথ না হয়॥

সচিবেরে প্রবোধিল প্রভু রঘুবর।
ধর্ম্মপথ-গতি তাত তোমার গোচর॥
নৃপ হরিশ্চন্দ্র শিবি দধীচি ব্রাহ্মণ।
সহিল অসীম দুখ ধর্ম্মের কারণ॥
রন্তিদেব ইন্দ্রসেন দৈ.্যকুলপতি।
রাখিল ধরম সহি শঙ্কটসংহতি॥
সকল ধর্ম্মের সার সত্য ধর্ম্ম হয়।
আগম পুরাণ বেদ সর্ব্বশাস্ত্র কয়॥
হইল সুলভ মম সে ধর্ম্ম লভন।
ত্যজিলে অযশে পূর্ণ হবে ত্রিভুবন॥
সম্ভাবিত জন যদি লভে অকীরতি।
কোটি মৃত্যুসম তাহে জানিবে দুর্গতি॥
কি কব অধিক তাত আমি তব সনে।
প্রতিজ্ঞা পালিব বনে না যাব ভবনে॥
কহিবে পিতার পদ করিয়া ধারণ।
মোর লাগি চিন্তা যেন না করে রাজন॥
তুমি হিতকারী মম পিতার সমান।
করপুটে কহি তাত কর অবধান॥
সকল প্রকারে তাহা কর্ত্তব্য তোমার।
নাহি পায় দুখ পিতা শোকেতে আমার॥
রামসনে সচিবের শুনিয়া সম্বাদ।
হইল কুটুম্বসহ ব্যাকুল নিষাদ॥
কহে কিছু কটু বাণী সুমিত্রাকুমার।
প্রভুর বর্জ্জন ভাল নহিল রাজার॥
আপন শপথ দিয়া কহে রঘুবর।
না কর লক্ষ্মণবাক্য নৃপতি গোচর॥
সুমন্ত্র কহিল পুন ভূপতি-সন্দেশ।
নারিবে সহিতে সীতা বিপিনকলেশ॥
যাহাতে কোশলপুরে সীতা ফিরি যায়
তোমার কর্ত্তব্য রাম তাহার উপায়॥
নতুবা হইয়া তাত অবলম্বহীন।
আমি না জিয়ব যথা জলহীন মীন॥
সর্ব্বসুখপূর্ণ সীতা মাতার আলয়।
শ্বশুর-ভবন তথা সদা সুখময়॥
রহিবে জানকী তথা যথা মন লয়।
যত দিন দুখনিশা প্রভাত না হয়॥
কহিল যেমত নৃপ কাতরবচন।
আমার নাহিক সাধ্য করিতে বর্ণন॥

পিতার সন্দেশ শুনি কৃপার নিধান।
সীতারে বিবিধ শিক্ষা করিল প্রদান॥
শাশুড়ী শ্বশুর গুরু প্রিয় পরিবার।
গৃহে ফিরি গিয়া শোক নাশ সবাকার॥
পতিবাক্য শুনি কহে বৈদেহী তখন।
শুন প্রাণনাথ মম এই নিবেদন।
পরম বিবেকী তুমি প্রভু কৃপাময়।
তনু ছাড়ি রহে ছায়া সম্ভব কি হয়॥
ভানুরে ত্যজিয়া ছায়া যায় কি কখন।
ত্যজিয়া চন্দ্রিকা চন্দ্রে করে কি গমন॥
পতিরে কহিয়া হেন বাক্য প্রেমময়।
কহিছে সচিবে সীতা করিয়া বিনয়॥
জনক শ্বশুরসম তুমি মোর হিত।
তোমারে উত্তর দিব অতি অনুচিত॥
মনোভাব প্রকাশিব বিচারি সময়।
পতিপদ বিনা কিছু মনে নাহি লয়॥
করিয়াছি আমি পিতৃ-বিভব দর্শন।
নৃপতি-মুকুট যার পরশে চরণ॥
সুখের নিদান মম পিতার ভবন।
পতি বিনা নহে মম সুখের কারণ॥
সম্রাট্ শ্বশুর মম কোশলরাজন।
যাঁর যশে পরিপূর্ণ এতিন ভুবন
আদরে সুরেন্দ্র যাঁরে করিয়া আহ্বান।
নিজ অর্দ্ধসিংহাসন করিল প্রদান॥
হেন শ্বশুরের মম অযোধ্যা-নিবাস।
প্রিয় পরিবার যথা মাতৃসম শাশ॥
আমার সর্ব্বস্ব সেই রঘুপতি-পদ।
তাহা বিনা কেহ মম নহে গো সুখদ॥
অগম বিপিন-পথ বন্ধুর পাহাড়।
দুরন্ত কেশরী সব সরিত অপার॥
কোল-ভীল-কিরাতাদি কুরঙ্গ বিহঙ্গ।
হইবে সুখদ যদি পাই পতিসঙ্গ।
শ্বশ্রূ-শ্বশুরের মম চরণে ধরিয়া।
মোর তরে কহিবে গো বিনয় করিয়া॥
যেন কোন দুঃখ তাঁরা না করেন মনে।
রহিব পরম সুখে আমি গো কাননে॥
সঙ্গে প্রাণপতি মম স্নেহের দেবর।
বীরের অগ্রণী উভে ধনুশরকর॥

পথশ্রমে নহে মম দুখিত অন্তর।
মোর শোকে যেন তাঁরা না হন কাতর।
সুমন্ত্র শুনিয়া সীতাবাক্য সুশীতল।
মণিহীন ফণী প্রায় হইল বিকল॥
নয়নে না সুঝে কিছু না শুনে শ্রবণে।
হইল ব্যাকুল বাণী না সরে বদনে।
বিবিধ প্রবোধবাক্য শ্রীরাম কহিল
তথাপি তাহার হিয়া শীতল নহিল॥
সঙ্গে যাইবারে বহু করিল যতন।
উচিত উত্তর দিল রাঘবনন্দন।
রামের আদেশ মন্ত্রী নারিল লঙ্ঘিতে।
কঠিন করণ-গতি কে পারে বুঝিতে॥
সীতা-রাম-লক্ষ্মণের বন্দিয়া চরণ।
ফিরিল বণিক যথা নাশি মূলধন॥
ফিরি ফিরি রথ-হয় রামপানে চায়।
হেরি হেরি হ্রেষারব করে আর যায়॥
নেহারি বিষাদবশ নিষাদ হইল।
পুনঃপুন নিজশির ধুনিতে লাগিল॥
পশুরে ব্যাকুল কৈল বিচ্ছেদ যাঁহার।
কেমনে ধরিবে প্রাণ পিতা-মাতা তাঁর।
সচিবে আগ্রহ করি রাম পাঠাইল।
আপনি জাহ্নবীতীরে চলিয়া আইল॥
আদেশিলে তরী নাহি নাবিক আনিল।
তব মর্ম্ম জানি আমি শ্রীরামে কহিল॥
তব পদরজ নাথ কহে সর্ব্বজন।
ধরে করিবারে শক্তি স্থাবরে চেতন॥
স্পর্শি পদরজ শিলা মানবী হইল।
পাষাণ-অধিক কাষ্ঠ কঠিন নহিল॥
তরণী পরশি যদি নারী হ'য়ে যায়।
হইবেক নষ্ট মম জীবন-উপায়॥
ইহাতে পালন করি সব পরিবার।
অন্য ব্যবসায় আমি নাহি জানি আর॥
যদি চাহ পরপারে করিতে গমন।
তবে পাদপদ্ম প্রভু কর প্রক্ষালন॥
পদ ধৌত করি কর নৌকা আরোহণ।
আমি তব সনে নাহি লইব বেতন॥
পিতৃ-সত্য পালিবারে এসেছ কানন।
শপথ করিয়া কহি করহ শ্রবণ॥

নাহি প্রক্ষালিলে পদ না করিব পার।
যদি বাণ মারি করে লক্ষ্মণ সংহার॥
প্রেম-পূর্ণ বাক্য প্রভু শ্রবণ করিয়া।
জানকী-লক্ষ্মণ প্রতি চাহিল হাসিয়া॥
কৈবর্ত্তে কহিল তবে রাম রঘুবর।
না হয় রমণী তরী যাহে শীঘ্র কর॥
আনি জল দেহ তুমি পদ প্রক্ষালিয়া।
হ'তেছে বিলম্ব চল ওপারে লইয়া॥
স্মরণ করিলে যার নাম একবার।
পার হয় নর ভব-বারিধি অপার॥
সেই কৃপাময় করে নাবিকে বিনয়।
যাহার ত্রিপাদ চেয়ে বিশ্ব ছোট হয়॥
পদনখ হেরি গঙ্গা আনন্দ পাইল।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য মতিভ্রম গেল॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা নাবিক তখন।
কটোরা ভরিয়া জল কৈল আনয়ন॥
অতীব আনন্দভরে ফুলি অনুরাগে।
প্রভুর চরণপদ্ম পখালিতে লাগে॥
কহিছে দেবতা করি কুসুম বর্ষণ।
ইহা সম পুণ্যপুঞ্জ নাহি কোনজন॥
জাহ্নবীসলিলে প্রভু পদ পখালিল।
পাদোদক পান করি কৃতার্থ হইল॥
আপনা সহিত পিতৃলোক পরিবার।
উদ্ধারি নাবিক করে রঘুবরে পার॥
নাবিক বহিয়া নৌকা পারে লাগাইল।
লক্ষ্মণ জানকী রাম নিষাদ নামিল॥
উতরি কৈবর্ত্ত কৈল প্রভুরে বন্দন।
সঙ্কুচিত হয় রাম না দিয়া বেতন॥
পতিঅভিপ্রায় তবে জানকী বুঝিল।
অঙ্গুলী হইতে মণি অঙ্গুরী খুলিল।
কহে রাম পুরস্কার করহ গ্রহণ।
নাবিক প্রণাম করি ধরিল চরণ॥
আজি নাথ কিবা মোর লাভ না হইল।
দোষ-দুখ-দারিদ্রের অগ্নি নিবাইল॥
করিনু অমিত কাল গমনা গমন।
আজি মনোরথ বিধি করিল পূরণ॥
আর কিছু নাহি চাহি শুন ভগবান্।
তব অনুগ্রহ মাত্র কৃপার বিধান॥

ফিরিবার কালে মোরে দিবে যেই ধন।
আমি শিরে ধরি তাহা করিব গ্রহণ॥
বহু অনুরোধ প্রভু তাহারে করিল।
তথাপি নাবিক কিছু অর্থ না লইল॥
প্রদান করিয়া তারে বিমলা ভকতি॥
নাবিকে বিদায় দিল প্রভু রঘুপতি॥
তবে রবিকুলনাথ করিয়া মজ্জন।
গঠিয়া পার্থিবালিঙ্গ করিল পূজন॥
কর পুটে কহে সীতা গঙ্গারে তখন।
মম মনোরথ মাত করহ পূরণ॥
কুশলে ফিরিয়া পতি-দেবরের সনে।
আসিয়া পূজিব দেবী তোমার চরণে॥
সীতার বিনয় বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সলিল হইতে গঙ্গা কহিল বচন॥
রামসিমন্তিনি সীতে করহ শ্রবণ।
জগতে মহিমা তব জানে সর্ব্বজন॥
হয় লোকপাল লোক তব বিলোকনে।
তোমারে সেবিছে দেবী যত সিদ্ধগণে॥
তুমি যে আমারে এবে করিলে স্তবন।
কৃপা করি মোর মান করিতে বর্দ্ধন॥
তথাপি তোমারে আমি আশীর্ব্বাদ দিব।
আপনার বাক্য আজি সফল করিব॥
শুন সীতে প্রাণপতি-দেবরের সনে।
কুশলে আসিবে তুমি অযোধ্যা ভুবনে।
মনের কামনা তব সকল পূরিবে।
জগত ছাইয়া তব সুযশ রহিবে॥
শুনিয়া জাহ্নবীবাক্য সর্ব্বসুখকর।
হইল আনন্দপূর্ণ জানকী-অন্তর॥
তবে প্রভু গুহে ঘরে যাইতে কহিল।
শুনি শুকাইল মুখ হৃদয় দহিল।
দীন বাণী কহে গুহ করি করজোড়।
শুনহ বিনয় রঘুকুলমণি মোর॥
সঙ্গে রহি নাথ বন-পথ দেখাইব।
দুই চারি দিন তব চরণ সেবিব॥
যে বনে যাইয়া তুমি রবে রঘুবর।
পর্ণের কুটীর আমি রচিব সুন্দর॥
আমারে যে আজ্ঞা প্রভু দিবে হে যখন
শপথ করিয়া কহি করিব পালন॥

গুহের সহজ স্নেহ করি দরশন।
তারে সঙ্গে ল'য়ে রাম প্রবেশিল বন ॥
তবে জ্ঞাতিগণে গুহ নিকটে ডাকিল।
সবারে করিয়া তুষ্ট বিদায় করিল ॥
পরে গণপতি-শিবে করিয়া স্মরণ।
ভক্তিভাবে জাহ্নবীরে করিয়া বন্দন ॥
জানকী-নিষাদপতি-লক্ষ্মণের সাথ।
গমন করিল বনে প্রভু রঘুনাথ ॥
সে দিন তরুর মূলে বিশ্রাম করিল
লক্ষ্মণ গুহক কুশ-শয্যা রচি দিল ॥
প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন।
সর্ব্বতীর্থরাজে প্রভু কৈল দরশন ॥
সচিবসমূহ সত্য শ্রদ্ধা প্রিয় নারী।
মাধব সুহৃদ সম অতিহিতকারী ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভাণ্ডার পূরণ।
পরম পবিত্র দেশ শোভানিকেতন ॥
সুক্ষেত্র আগমগড় সুন্দর প্রগাঢ়।
স্বপনেও প্রতিপক্ষ নাহিক যাহার ॥
পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থ সৈন্য বলবীর।
পাপারিদলনপটু মহারণধীর ॥
সুসঙ্গম সিংহাসন পরম সুন্দর।
সুছত্র অক্ষয় বট মুনিমনোহর ॥
চামর যমুনাজল জাহ্নবীতরঙ্গ।
দারিদ্র্যাদি দুঃখ সব হেরি হয় ভঙ্গ ॥
সেবিয়া সুকৃতি সাধু পায় সর্ব্বকাম।
বন্দী বেদপুরাণাদি গায় গুণগ্রাম ॥
প্রয়াগ-প্রভাব কেবা পারে বরণিতে।
কেশরী সমান পাপ-করীরে দলিতে ॥
সে তীর্থপতিরে যবে করিল দর্শন।
সুখের সাগর সুখ পাইল তখন ॥
শ্রীমুখে তীরথরাজ-মাহাত্ম্য-কথন।
জানকী-অনুজ-মিত্রে করায় শ্রবণ ॥
করিয়া প্রণাম হেরি তীর-বনভাগে।
কহিছে মাহাত্ম্য প্রভু অতি অনুরাগে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বেণী হেরিল শ্রীরাম।
যাহার স্মরণে পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥
স্নান করি কৈল প্রভু শিবের অর্চ্চন।
যথাবিধি তীর্থদেবে করিল পূজন ॥

তবে ভরদ্বাজে প্রভু প্রণাম করিল।
রামে হেরি মুনিবর হৃদয়ে লইল ॥
মুনির আনন্দ কিছু কহা নাহি যায়।
ব্রহ্মানন্দরাশি যেন তপোধন পায়।
শুভ আশীর্ব্বাদ মুনি রঘুবরে দিল।
অতুল আনন্দ লভি মনে বিচারিল ॥
আমার সুকৃতফল লোচন-গোচর।
করিল আনিয়া বিধি বনের ভিতর ॥
করিয়া কুশলপ্রশ্ন কুশাসন দিল।
পূজি প্রেমে পরিপূর্ণ শ্রীরামে করিল ॥
কন্দ মূল ফল নানা অঙ্কুর প্রচুর।
আনি দিল মুনি রামে খাইতে মধুর ॥
জানকী অনুজ সখা সহিত ভোজন।
করিয়া পাইল তৃপ্তি কমললোচন।
হইল বিগতশ্রম রাম সুখময়।
ভরদ্বাজ মুনি তবে মৃদু বাক্য কয়।
তীর্থসেবা তপস্যাগ অদ্য ফলবান।
হইল সফল আজি জপ যোগ জ্ঞান ॥
লাভের অবধি আর সুখ-জলনিধি।
পাইনু হেরিয়া আজি আনন্দ-বারিধি ॥
কৃপা করি এই বর দিতে আজ্ঞা হয়।
সহজ ভকতি যেন তব পদে রয় ॥
কায়মনোবাক্যে ছল করিয়া বর্জ্জন।
যতদিন তব পদ-রত নহে জন ॥
তত দিন স্বপনেও সুখ নাহি তার।
যদ্যপি সে করে প্রভু কোটি উপচার ॥
মুনির বচন শুনি রাম মৃদু হাসে
হেরিয়া ভকতি তার মনের উল্লাসে।
তবে রঘুবর মুনিযশ সুপাবন
বিবিধ প্রকারে কহি করায় শ্রবণ ॥
সেই শ্রেষ্ঠ সেই সর্ব্বগুণের আকর।
যাহারে মুনীশ তুমি করহ আদর ॥
মুনি রঘুনাথ গুণ কহি পরস্পর।
উভে অনুভবে সুখ বাক্য-অগোচর ॥
প্রয়াগনিবাসী যত পাইয়া সন্ধান।
বালক তাপস মুনি সিদ্ধ জ্ঞানবান্ ॥
ভরদ্বাজাশ্রমে সবে কৈল আগমন।
করিবারে দশরথসুতে দরশন ॥

সবার চরণে রাম প্রণাম করিল।
অক্লিলাভ লভি সবে মুদিত হইল॥
পাইয়া পরম সুখ আশীর্ব্বাদ দিল।
বাখানি সুন্দর রূপ আশ্রমে ফিরিল॥
ভরদ্বাজাশ্রমে করি রজনী যাপন।
করিল প্রভাতে প্রভু প্রয়াগে মজ্জন॥
জানকী লক্ষ্মণ গুহ সহিত শ্রীরাম।
চলে বনে মুনিবরে করিয়া প্রণাম॥
যাইবার কালে প্রভু পুছে মুনিসনে।
কহ নাথ কোন্ পথে যাইব কাননে॥
হাসিয়া কহিল মুনি শুন মহারথ।
তোমার সুগম হয় সব বনপথ॥
দেখাইতে পথ মুনি শিষ্যে ডাক দিল।
শুনিয়া পঞ্চাশ জন ত্বরিত হইল॥
রামের চরণে প্রেম সবার অপার।
প্রত্যেকে কহিল পথ সুজ্ঞাত আমার॥
চারিবটু মুনিরাজ রামসনে দিল।
বহু জনমের পুণ্য যাদের আছিল॥
আদেশ পাইয়া মুনিচরণ বন্দিল।
মুদিত হৃদয়ে বনে রাঘব চলিল।
গ্রামের নিকটে যবে পঁহুছে যাইয়া।
হেরিবারে নর-নারী আইসে ধাইয়া॥
জন্মফল লভি সবে হইয়া সনাথ।
ফিরি আসে ঘরে বনে পাঠাইয়া নাথ॥
যমুনার জলে স্নান করিল শ্রীরাম।
নিজ কলেবর সম যাহা হয় শ্যাম॥
তীরবাসী নর-নারী করিয়া শ্রবণ।
ত্যজি নিজ নিজ কার্য্য করে আগমন॥
সীতা-রাম-লক্ষ্মণের রূপ মনোহর।
হেরি ভাবে আপনারে মহাভাগ্যধর॥
লালসা সবার মনে পুছে পরিচয়।
জিজ্ঞাসিতে নাম ধাম সঙ্কুচিত হয়॥
তাহাদের মধ্যে যেবা বয়োবৃদ্ধ ছিল।
যুকতি করিয়া সেই শ্রীরামে চিনিল॥
বিবরি সকল কথা সবে শুনাইল।
পিতৃ-সত্য পালিবারে শ্রীরাম আইল॥
শুনিয়া সকল লোক বিষণ্ণ হইল॥
সবে কহে নৃপ ইহা ভাল না করিল॥

ইতি অবসরে এক আইল তাপস।
তেজঃপুঞ্জকলেবর নবীনবয়স॥
অলক্ষিতগতি ঋষি বিষয়বিরাগী।
কর্ম্মমনবাক্যে রামপদে অনুরাগী॥
পুলকে পূরিল দেহ সজল লোচন।
নিজ ইষ্টদেব রামে করি দরশন॥
দণ্ডসম পড়ি ভূমে ধরিল চরণ।
কেবা পারে স্নেহ দশা করিতে বর্ণন॥
প্রেমেতে পুলকি রামে হৃদয়ে ধরিল।
অতি দীনজন যেন রতন পাইল॥
যেন পরমার্থ প্রেম শরীর ধরিয়া।
একত্রে মিলিল সবে কহে নিরখিয়া॥
পুনরপি লক্ষ্মণের ধরিল চরণ।
অনুরাগে উঠাইয়া লইল লক্ষ্মণ॥
পরে সীতা-পদরেণু মস্তকে ধরিল।
জননী জানিয়া সুতে আশীর্ব্বাদ দিল॥
নিষাদের পতি মুনিচরণ বন্দিল।
রামমিত্র বুঝি মুনি তারে সম্ভাষিল॥
নেত্রপুটে রূপামৃত পিয়ে তপোধন।
ক্ষুধিত পাইল যেন মধুর অশন॥
পুন রঘুপতি-পাদ-পদ্ম প্রণমিল।
প্রীতি হেরি রঘুমণি সন্তুষ্ট হইল॥
হৃদয়ে ধরিয়া ধৈর্য্য আদেশ পাইয়া।
সানন্দ অন্তরে গেল স্বস্থানে চলিয়া॥
সীতা-রাম-লক্ষ্মণের রূপ মনোহর।
হইল ব্যাকুল হেরি যত নারীনর॥
কহ সখি সে জনক-জননী কেমন।
পাঠায়েছে বনে যারা এ হেন নন্দন॥
তবে রাম নানাশিক্ষা গুহকেরে দিল।
শিরে ধরি রাম-আজ্ঞা গুহক ফিরিল॥
জুড়ি দুইকর সীতা-রাম সলক্ষ্মণ।
পুনরপি যমুনারে করিল বন্দন॥
সীতা সহ দুই ভাই করিছে গমন।
রবিতনয়ার যশ করিয়া কীর্ত্তন॥
বহু পথিকের সনে পথে দেখা হয়।
দুই ভায়ে হেরি তারা প্রেমভরে কয়॥
আছে তোমাদের অঙ্গে বহু সুলক্ষণ।
হ'তেছে মোদের দুখ করি দরশন॥

পদব্রজে করিতেছে কাননভ্রমণ।
হেরি বোধ হয় মিথ্যা জ্যোতিষবচন॥
দুর্গম বন্ধুর পথ পর্ব্বত কাননে।
করিছি ভ্রমণ এই সুকুমারী সনে॥
কেশরী কুঞ্জর বনে ভ্রমে নিরন্তর।
আমরা চলিব সঙ্গে যদি আজ্ঞা কর॥
যথা যাইবার ইচ্ছা তথায় রাখিয়া।
ফিরিয়া আসিব মোরা প্রণাম করিয়া॥
এমতে সম্ভাষি পথে সজললোচন।
বিনয় করিয়া প্রভু করে নিবারণ॥
বনপথ-পাশে ছিল যত পুর-গ্রাম।
তাদেরে প্রশংসা করে নাগ-সুরধাম॥
কেহ কৃতী শুভক্ষণে করিল স্থাপন।
হইল পরম ধন্য শোভা নিকেতন॥
শ্রীরামচরণ যায় দিয়া যেই স্থান।
নহিক অমরাবতী তাহার সমান॥
পুণ্যপুঞ্জ হয় পথনিকট-নিবাসী।
তাদের প্রশংসা করে সুরপুরবাসী॥
যাহারা নয়ন ভরি বিলোকিল রাম।
জানকী লক্ষ্মণ সহ নবঘনশ্যাম॥
যেই জলাশয়ে রাম করিল মজ্জন।
সুরসরোবর করে তার প্রশংসন॥
যে তরুর তলে রাম বিশ্রাম করিল।
তারে ধন্য বলি সুরতরু রাখানিল॥
শ্রীরাম-চরণপদ্ম-পরাগ লভিয়া।
ভূমি নিজ ভূরি ভাগ্য লইল মানিয়া॥
ছায়া করে ঘন সুর কুসুম বর্ষণ।
চলে প্রভু হেরি মৃগ পাখী গিরি বন॥
জানকী-অনুজসনে কমললোচন।
গ্রামের নিকটে যবে করিল গমন॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ শুনিতে পাইয়া।
বিসরিয়া গৃহকার্য্য আইল ধাইয়া॥
নিরখিয়া সীতারাম-লক্ষ্মণ-মুরতি।
লভিয়া নয়নফল সুখী হয় অতি॥
পুলকিত-কলেবর সজল-লোচন।
দুইবীরে হেরি সবে আনন্দে মগন॥
তাহাদের দশা কিছু কহনে না যায়।
জনমদরিদ্র যেন মণিরাশি পায়॥

একে ডাকি উপদেশ দেয় অন্যজন।
লোচনের লাভ তাত লভ এইক্ষণ॥
রামে নিরীক্ষণ করি কেহ অনুরাগে।
মোহিত হইয়া সঙ্গে যাইবারে লাগে॥
কেহ নেত্রপথে ছবি হৃদয়ে ধরিল।
তনু বাক্য মন তার শিথিল হইল॥
কেহ বটতরু-শীতছায়া নিরখিয়া।
মৃদুল পল্লব তৃণ তথায় পাতিয়া॥
কহে শ্রম দূর করি প্রভু কতক্ষণ।
অদ্য কিম্বা কালি প্রাতে করিবে গমন॥
কলস ভরিয়া পানী করি আনয়ন।
কেহ কহে কর প্রভু এবে আচমন॥
হেরি প্রীতি আর শুনি মধুর বচন।
অতীব সুশীল রাম কৃপা-আয়তন॥
মনমাঝে শ্রমযুতা সীতারে জানিল।
বটতলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল॥
সমবেত সবলোক হেরিছে সে শোভা।
পাইল আনন্দ হেরি ছবি মনলোভা॥
রামশশী মুখশশি সবে নেহারিছে।
তৃষিত চাতক যেন বিধুরে হেরিছে॥
তরুণ-তমাল-বর্ণ তনু সুশোভন।
হেরি কোটি কাম হয় বিমোহিতমন॥
লক্ষ্মণ দামিনীবর্ণ পরমসুন্দর।
নখশিখ সর্ব্বঅঙ্গ অতি মনোহর॥
কটিতটে মুনিপটে শোভিছে তূণীর।
করসরসিজে শোভে কোদণ্ড স-তীর॥
জটার মুকুট শির-পরে সুশোভিত।
বিশাল নয়ন উর ভুজ বিলম্বিত॥
শারদপূর্ণিমাবিধু জিনিয়া বদন।
তাহে করে স্বেদকণা শোভার বর্দ্ধন॥
বরণিতে নারি দুই মোহন মুরতি।
সৌন্দর্য্যের নাহি সীমা আমি ক্ষুদ্রমতি॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা-রূপ সুশোভন॥
মন-বুদ্ধি-চিত দিয়া করি দরশন॥
সীতার সমীপে গিয়া গ্রাম্য নারীগণ॥
করিল প্রেমের ভরে তাঁরে সম্ভাষণ॥
পুনঃপুন করি সবে চরণ বন্দন।
কহিছে মধুর মৃদু সরল বচন॥

নরেন্দ্রনন্দিনী মোরা করি গো বিনয়।
জিজ্ঞাসা করিব কিছু কিন্তু ভয় হয়॥
ক্ষমা কর অবিনয় স্বামিনী আমার।
আমি অবিদুষী নাহি জানি শিষ্টাচার॥
সহজসুন্দর দুই রাজার কুমার।
মরকত-দ্যুতি আর বরণ সোণার॥
শ্যাম গৌর দুই বীর কমললোচন।
জিনিয়া শারদ শশী সুন্দর বদন॥
কোটি কাম পায় লাজ করি দরশন!
কে হয় সুমুখি তব ঐ দুইজন॥
তাদের সনেহ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সঙ্কুচিতা হয় সীতা কহিতে বচন॥
হেরিয়া তাদের মুখ ধরণী নেহারে।
উভয় সঙ্কোচবশে কহিতে না পারে॥
প্রেমে পুলকিততনু বাল মৃগনয়নী।
কহিল মধুর বাণী কোকিলবয়নী॥
সহজ সুন্দর যেই স্বর্ণকলেবর।
লক্ষ্মণ উঁহার নাম আমার দেবর॥
সুবিশাল ভুজ আর আরক্ত লোচন।
মিষ্টভাষী সুখরাশি জলদবরণ॥
এত কহি বিধুমুখী মুখ আচ্ছাদিল।
বঙ্কিমনয়নে স্বামি-বদন হেরিল॥
কহে ফিরাইয়া দেবী নয়নখঞ্জন।
উনি মম পতি রাম রাঘব নন্দন॥
শুনিয়া হইল সুখী গ্রাম্য বধূগণ।
লুঠিতে পাইল যেন দরিদ্র রতন॥
প্রেমের সহিত ধরি সীতার চরণ।
বহু আশীর্ব্বাদ তারা করে উচ্চারণ॥
তাবত রহ গো দেবি পতিসোহাগিনী।
যাবত অহীশ শিরে ধরিবে মেদিনী॥
শঙ্করের প্রিয়া যথা মেনকানন্দিনী।
পতিপ্রিয়া হও তথা রামসীমন্তিনী॥
পুনঃপুন কহিতেছে বিনয় করিয়া।
আসহ যদ্যাপ দেবী এপথে ফিরিয়া॥
দরশন দিবে মাতঃ জানি নিজ দাসী।
তাদের দেখিয়া সীতা প্রেমের পিয়াসী॥
পরিতোষ লাগি কহে মধুর বচন।
যথা কুমুদিনীকুলে কৌমুদী পোষণ॥

রাম অভিপ্রায় তবে বুঝিয়া লক্ষ্মণ।
পুছিল লোকের সনে পথবিবরণ॥
দুঃখিত হইল সবে করিয়া শ্রবণ।
পুলকিত তনুরুহ বারি বিলোচন॥
মলিন হইল মন সুখ অবসান।
কাড়ি নিল বিধি যেন নিধি করি দান
সমুঝি করমগতি ধৈরয ধরিল।
সুগম সুখদ পথ তারা কহি দিল॥
জানকী লক্ষ্মণ সনে রাম রঘুবর।
গমন করিল তবে বনের ভিতর॥
আইল সকল লোক আপন ভবনে।
চলিল তাদের মন শ্রীরামের সনে॥
পরস্পর কহে লোক বিষাদ সহিত।
হেরিয়া বিধির কার্য্য অতি বিপরীত॥
নিরঙ্কুশ নিরদয় নিঠুর নিশঙ্ক।
শশীরে করিল যেই রোগী সকলঙ্ক॥
সুর-তরু রসহীন সাগর সক্ষার।
বনে পাঠাইল সেই নৃপতিকুমার॥
ইঁহারে যদ্যপি বিধি দিল বনবাস।
রচনা করিল বৃথা সুভোগ বিলাস॥
পদব্রজে করাইল যদ্যপি ভ্রমণ।
গঠিল বিধাতা বৃথা বিবিধ বাহন॥
কুশ পরে করে যদি রাঘব শয়ন।
রচে বিধি সুখশয্যা কিসের কারণ॥
তরুতলে যদি রামে বিধি বাস দিল
ধবল ভবন তবে কিহেতু রচিল॥
যদি মুনিপট আর জটা ধরাইল।
বসন ভূষণ তবে কিহেতু সৃজিল॥
রাম যদি ফল মূল করিল ভোজন।
হইল জগতে বৃথা মিষ্টান্ন-সৃজন॥
কেহ কহে এইরূপ কেহ না গঠিল।
সহজ সুন্দর নিজে প্রকট হইল॥
যে পর্য্যন্ত কহে বেদ বিধি নিরমিল।
শ্রবণ নয়ন মন গোচর করিল॥
খুঁজিয়া দেখহ তুমি এচৌদ্দ ভুবন।
কোথা হেন নারী কোথা পুরুষরতন॥
ইহাদের রূপে বিধি হ'ল ক্ষুব্ধমনা।
গঠিতে লাগিল বস্তু দিবারে তুলনা॥

করিল যতন কিন্তু পঠিতে নারিল।
তাই ঈর্ষাবশে বনে আনিয়া রাখিল ॥
কেহ বলে আমি ভাই অধিক না জানি।
আপনারে ভাগ্যবান্ ধন্য করি মানি ॥
তাহারাও আমাদের মত পুণ্যবান্।
হেরেছে হেরিবে যারা এরূপনিধান ॥
হেন বাক্য কহে সবে নেত্রে বহে নীর।
কেমনে চলিবে বনে কোমলশরীর ॥
রমণীসকল ব্যথা পাইল মরমে।
চক্রবাকবধূ যথা নিশাসমাগমে ॥"
কমল কঠিন অতি মৃদু পদ হয়।
হৃদয়ে বিচারি সবে পরস্পর কয় ॥
মৃদুল চরণপদ্ম অরুণবরণ।
ভয় পায় মহী মনে করিতে ধারণ ॥
যদি জগদীশ বনে ইহাঁদের দিল।
কুসুমকোমল পথ কেননা করিল ॥
যদ্যপি বিধির কভু পাই দরশন।
আঁখিতে রাখিতে বর করিব গ্রহণ ॥
যেসকল নরনারী বিলম্বে আইল।
সীতারাম-দরশন তারা না পাইল ॥
জিজ্ঞাসে তাহারা করি স্বরূপ শ্রবণ।
কতদূর গেল দুই ভাই এতক্ষণ ॥
দেখিবারে তরে গেল সমর্থ ধাইয়া।
হেরিয়া আইল নেত্র সফল করিয়া ॥
নারী বৃদ্ধ শিশু যারা যাইতে নারিল।
কর কচালিয়া দুঃখ করিতে লাগিল ॥
এরূপ প্রেমের বশ হ'ল সর্ব্বজন।
যথা যবে রঘুনাথ করিল গমন ॥
গ্রামে গ্রামে হয় লোক আনন্দে মগন।
রবিকুলশশি-মুখ করি নিরীক্ষণ ॥
বনে আসিবার হেতু যাহারা শুনিল।
দশরথ-কৈকেয়ীরে তারা দোষ দিল ॥
কেহ কহে সদাশয় কোশলরাজন।
যে করিল আমাদের সফল নয়ন ॥
পথে নানা কথা লোক করে উচ্চারণ।
সরল সরস মিষ্ট শ্রবণরঞ্জন ॥
ধন্য সেই পিতা মাতা যারা জন্ম দিল।
ধন্য সে নগর যথা হইতে আইল ॥
ধন্য সেই গ্রাম গিরি দেশ ভূমি বন।
যথা যথা রঘুবর করিবে ভ্রমণ ॥
তাহারে সৃজিয়া সুখ বিধাতা পাইল।
যাহার উপরে কৃপা ইহাঁর হইল ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যশ সুপাবন।
ছাইয়া রহিল পথ সমগ্র কানন ॥
হেনমতে দিয়া পথে সুখ লোকগণে।
রবিকুলপদ্মরবি প্রবেশিল বনে ॥
আগে আগে চলে রাম পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
উভে তাপসের বেশ করিয়া ধারণ ॥
উভয়ের মধ্যে সীতা শোভিছে কেমন।
ব্রহ্ম জীব মধ্যে মায়া বিরাজে যেমন ॥
জানকী-গতির শোভা কহি পুনরায়।
বসন্ত-মদনমাঝে যেন রতি যায় ॥
আবার উপমা কহি নিজ মনোমত।
বিধু বুধ মাঝে যেন রোহিণী-নখত ॥
প্রভুপাদ-অঙ্কমাঝে করি পদার্পণ
সভয়ে জানকী দেবী করিছে গমন ॥
সীতারাম-পদচিহ্ন করিয়া বর্জ্জন।
পথের দক্ষিণ বামে চলিছে লক্ষ্মণ ॥
সীতারাম-লক্ষ্মণের প্রীতি পরস্পর।
কে পারে কহিতে তারা বাক্য-অগোচর।
রামে হেরি খগ মৃগ আত্মহারা হয়।
বিশ্বচিতহর রাম চিত হরি লয় ॥
লক্ষ্মণ-জানকীসনে রামের বদন।
যে যে পথে বনমাঝে করিল দর্শন ॥
অগম্য ভবের পথে করিতে গমন।
করিয়া সম্বল রহে আনন্দে মগন ॥
আজিও যাহার হৃদে স্বপনে কখন।
বসে সীতা রামসনে সুমিত্রানন্দন ॥
রামের পবিত্র ধামে সেই জন যায়।
কদাপি যে পদ মুনি বহুযত্নে পায় ॥
তবে শ্রমযুতা রাম সীতারে জানিয়া।
বট ছায়া শীতবারি সমীপে দেখিয়া ॥
কন্দমূল ফল তথা করিল ভোজন।
প্রভাতে করিয়া স্নান করিল গমন ॥
হেরিতে হেরিতে বন গিরি সরোবর।
বাল্মীকি আশ্রমে গেল প্রভু রঘুবর ॥

শ্রীরাম নিরখে মুনি-বাস সুশোভন।
সুন্দর বিপিন গিরি বারি সুপাবন॥
প্রফুল্ল কমলে ফুল্ল বিপটনিকরে।
রসমত্ত অলিকুল গুণ গুণ করে॥
অতি কোলাহল করে খগ-মৃগগণ।
সহজবৈরতা ছাড়ি করে বিচরণ॥
সুন্দর আশ্রমশোভা ক'রে নিরীক্ষণ।
আনন্দ পাইল মনে রাজীবলোচন॥
রঘুবর-আগমন করিয়া শ্রবণ।
আগুসরি লইবারে চলে তপোধন।
হেরি মুনিবরে রাম প্রণাম করিল
তাপসপ্রবর তাঁরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
রঘুপতি-ছবি হেরি আঁখি জুড়াইল।
আদর করিয়া মুনি আশ্রমে আনিল॥
বসিবারে কুশাসন করিল প্রদান।
পাইল অতিথি প্রিয় প্রাণের সমান॥
সুমধুর ফল মূল করি আনয়ন।
করাইল সীতারাম-লক্ষ্মণে ভোজন॥
হইল বাল্মীকি অতি আনন্দিতমন।
মঙ্গলমূরতি করি নয়নে দর্শন।
পাণিযুগ জুড়ি তবে রাম রঘুবর।
মুনিরে কহিল বাক্য কর্ণসুখকর॥
ত্রিকালদরশী তুমি তপস্যানিরত।
তব করতলে বিশ্ব বদরের মত॥
এত কহি প্রভু বনবাসের কারণ।
প্রকাশি মুনির পাশে করিল বর্ণন॥
মাতৃ-মতে পিতৃবাক্য করিব পালন।
ভ্রাতা ভরতেরে রাজ্য করিয়া অর্পণ॥
বনে আসি দরশন পাইনু তোমার।
কেবল সঞ্চিত পুণ্যপ্রভাব আমার॥
আজি মুনিরাজ তব চরণকমল।
হেরিয়া হইল মম সুকৃতি সফল॥
এক্ষণে এমত স্থান করহ নির্দ্দেশ।
না হবে রহিলে যথা মুনিগণ ক্লেশ॥
যেনৃপতি হয় মুনি-ক্লেশের কারণ।
হুতাশন বিনা হয় তাহার দহন॥
সকলমঙ্গলমূল বিপ্র পরিতোষ।
কুলনাশ হয় যদি বিপ্র করে রোষ॥

এত বিচারিয়া আজ্ঞা কর সেই স্থান
লক্ষ্মণজানকী সনে করিব প্রয়াণ॥
যথা করি তৃণপর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ।
কিছুকাল করি বাস রব ভগবান্॥
সহজসরল শুনি রামের বচন।
সাধু রঘুকুলমণি কহে তপোধন॥
কে বা না কহিবে হেন রাঘবনন্দন।
তুমি কর শ্রুতি-সেতু সতত পালন॥

তুমি জগদীশ, মায়ার অধীশ,
জানকী তোমার মায়া।
সে করে সৃজন, পালন হরণ,
পাইয়া চিতের ছায়া॥
যে সহস্র শীশ, ভূধর অহীশ,
লক্ষ্মণ অনুজ তব।
ভূপকলেবর, ধরেছ ঈশ্বর,
বধিবারে খল সব॥
স্বরূপ তোমার, বুদ্ধির অপার,
বাক্য মন গম্য নহে।
করিতে নির্ণয়, শ্রুতি সমুদয়,
নারি 'নেতি নেতি' কহে॥

জগতের গতি রাম করিছ দর্শন।
বিধি হরি হর করে ইঙ্গিতে নর্ত্তন॥
তাহারাও তব তত্ত্ব নারে জানিবারে।
হেন আর কেবা আছে জানিবে সংসারে।
যাহারে জানাও সেই জানে দয়াময়।
যে জানে তোমারে সেই হয় রামময়॥
তুমিহ করুণা তব কমললোচন।
ভক্তে জানাইতে ভক্তহৃদয় চন্দন॥
চিদানন্দময় রাম শরীর তোমার।
আদি অন্ত মধ্যহীন বিগতবিকার॥
সুরহিত লাগি তুমি নরতনু ধর।
প্রাকৃত ভূপতি ইব সর্ব্বকার্য্য কর॥
তোমার চরিত করি দর্শন শ্রবণ।
জড় বিমোহিত সুখী হয় বুধ জন॥
তুমি যাহা কহ কর সব সত্য হয়।
নাচাও যাহারে যথা-ইচ্ছা ইচ্ছাময়॥
কহিলে করিতে মোরে স্থান নির্ব্বাচন।
না পারি কহিতে মম সঙ্কুচিত মন॥

তব সন্তা নাহি হেন স্থান দেখাইয়া।
মোরে দেহ তবে দিব তোমারে কহিয়া॥
প্রেমময় মুনিবাক্য করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে হাসে পদ্মপলাশলোচন॥
হাস্য করি ঋষি পুন মধুর বচন।
অমৃতের বড়ি যেন করে উচ্চারণ॥
শুন রাম এবে কহি তব নিকেতন।
বসিতে যথায় তুমি সসীত লক্ষ্মণ॥
যাদের শ্রবণপয়োনিধির ভিতরে।
তব কথা নদনদী সুপ্রবেশ করে॥
নিরন্তর পশি নারে করিতে পূরণ।
তাদের হৃদয় তব সুন্দর সদন॥
চাতক করিয়া যারা রাখে হে লোচনে।
রহে অভিলাষী রূপ ঘন দরশনে॥
বিদরি জলধি নদনদীসরোবর।
রূপকণা লভি হয় সানন্দ-অন্তর॥
তাদের হৃদয় তব সুখের আলয়।
সসীত লক্ষ্মণ তথা কর সমাশ্রয়॥
বিমল চরিত তব শুভ সরোবরে।
রসনা-মরালী যার সতত বিহরে॥
নিরন্তর করে পান লীলাযশ-নীর।
তাহার হৃদয়ে বাস কর রঘুবীর॥
সুভগ সুবাস পূত তোমার প্রসাদ।
যাহার নাসিকা নিত্য করিছে আস্বাদ॥
তব নিবেদিত অন্ন করিছে ভোজন।
উৎসৃষ্ট ভূষণ পট করিছে ধারণ॥
নতশির হয় গুরু দ্বিজে নিরখিয়া।
প্রীতির সহিত বহু বিনয় করিয়া॥
করে কর নিত্য রাম-চরণ-পূজন।
রামের ভরসা ভিন্ন নহে অন্য মন॥
রামের তীরথে যার পদ চলি যায়।
তাহার হৃদয়ে বাস কর রঘুরায়॥
জপে মন্ত্ররাজ নিত্য যে জন তোমার।
নিত্য পূজা করে তব সহ পরিবার॥
তোমার তর্পণ হোম করে যেই জন।
বহু দান দেয় বিপ্রে করি নিমন্ত্রণ॥
তোমার অধিক যেবা গুরুদেবে জানে।
সর্ব্বভাবে সেবা তাঁরে বিবিধ সম্মানে।
সর্ব্বকার্য্যে এক ফল রামপদে রতি।
যে মাগে হৃদয়ে তার করহ বসতি॥
যাহার নাহিক কাম ক্রোধ মদ মোহ।
নাহি লোভ ক্ষোভ রোষ জীব প্রতি দ্রোহ॥
দম্ভ কপটতা মায়া নাহিক যাহার।
রঘুনাথ হৃদে বাস করহ তাহার॥
সবাকার প্রিয় হিতকারী সবাকার।
সুখ দুখ স্তুতি নিন্দা সমান যাহার॥
কহে সত্য প্রিয়বাণী করিয়া বিচার।
নিদ্রা জাগরণে লয় শরণ তোমার।
তোমারে ছাড়িয়া যার নাহি অন্য গতি।
হৃদয়মাঝারে তার কর হে বসতি॥
পরের রমণী যার জননীসমান।
বিষের অধিক যার পরধনে জ্ঞান॥
পরের সম্পদে যেবা হয় হরষিত।
পরের বিপদে যেবা বিশেষ দুঃখিত॥
প্রাণের অধিক যার তুমি হে পিয়ার।
তাহার হৃদয় শুভ সদন তোমার॥
যার স্বামী সখা পিতা মাতা গুরুজন।
যাহার সর্ব্বস্ব তুমি রাম নারায়ণ॥
হৃদয়মন্দিরে তার কর সমাশ্রয়।
লক্ষ্মণ জানকী সনে সর্ব্ব গুণালয়॥
অবগুণ ত্যজি গুণ যে করে গ্রহণ।
বিপ্র ধেনুহেতু করে সঙ্কট সহন॥
সুনীতিনিপুণ হয় যাহার জীবন।
তাহার অন্তর রাম তব নিকেতন।
সব তব গুণ বুঝে দোষ আপনার।
সকলপ্রকারে করে ভরসা তোমার॥
তোমার ভকত যার প্রিয় অতিশয়।
তার হৃদে সীতাসনে করহ আলয়॥
জাতি বর্ণ ধন ধর্ম্ম আদি অভিমান।
প্রিয় পরিবার গৃহ হয় গজ যান॥
সব ত্যজি রহে লীন তোমার চরণে।
হৃদি বাস কর তার জানকীর সনে॥
যাহার সমান স্বর্গ নরক মুকতি।
যথা দৃষ্টি পড়ে হেরে তোমার মুরতি॥
বাক্য কর্ম্ম মনে রাখে তোমাতে ভকতি।
তাহার হৃদয়ে প্রভু করহ বসতি॥

তব সনে কভু কিছু নাহি চায় ধন।
সহজ ভক্তিতে করে তোমার সেবন।
সদা ব'স তার হৃদে কমললোচন।
তাহার হৃদয় তব নিজ নিকেতন॥
হেনমতে দেখাইল স্থান মুনিবর।
প্রেম বাক্য শুনি রাম প্রফুল্লঅন্তর॥
কহে মুনি শুন ভানুকুলের নায়ক।
কহি স্থান কালোচিত সুখের দায়ক॥
কিছু দূরে আছে চিত্রকূট গিরিবর।
হইবে আশ্রম তব তথা সুখকর॥
সুচারু কানন গিরি পরম শোভন।
করী হরি মৃগ পাখী করে বিচরণ॥
রমণীয় সুরনদী আছে প্রবাহিতা।
তপবলে অত্রি মুনি রমণী-আনীতা॥
শিবজটা-বিহারিণী নাম মন্দাকিনী।
অশেষ দূরিত পাপ পোতক ডাকিনী॥
তথা বাস করে অত্রি আদি মুনিবর।
যোগ-জপ-তপ-ক্ষীণ করি কলেবর॥
সবারে কৃতার্থ কর করিয়া গমন.
গিরির গৌরব রাম করহ বর্দ্ধন॥
স্নান করিবারে গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনিমুখে শুনি গিরি মহিমা-কীর্ত্তন।
অনুজে কহিল তবে শ্রীরাম বচন।
অকর্দ্দমস্থানে কর ঘাট নিরূপণ॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ রামে স্থান দেখাইল।
তাহা দেখি প্রভুমনে সুখ উপজিল॥
রাঘব সানন্দমন জানি দেবগণ।
সুরপতিসনে তথা করিল গমন॥
কোল কিরাতের বেশ করিয়া ধারণ।
কাষ্ঠ তৃণ পর্ণ আনি রচিল সদন॥
রচনা করিল দুই রুচির ভবন।
একটী বিশাল এক ক্ষুদ্র-আয়তন॥
পর্ণনিকেতনে শোভে রাজীবলোচন।
সঙ্গে সীতা বিধুমুখী অনুজ লক্ষ্মণ।
তাপসের বেশ যেন করিয়া ধারণ।
রতি ঋতুরাজ সনে শোভিছে মদন॥
অমর কিন্নর নাগ যত লোকপাল।
চিত্রকূটে আগমন করিল সেকাল॥

নমিল সবারে রাম হ'য়ে হরষিত।
লোচনের লাভ লভি দেব প্রমুদিত॥
বরষি কুসুম কহে সুরের সমাজ।
সনাথ হইনু নাথ মোরা সব আজ॥
দুসহ দুখের কথা রামে শুনাইয়া।
নিজ নিজ গৃহে গেল আনন্দ করিয়া॥
চিত্রকূটে রঘুনাথ আশ্রম করিল।
সমাচার শুনি যত তাপস আইল॥
আসিতেছে মুনিগণ দেখিয়া শ্রীরাম।
ভক্তিভাবে সবাকাঁরে করিল প্রণাম॥
অত্রিমুনি রঘুবরে হৃদয়ে লইল।
বাক্য সফলতা লাগি আশীর্ব্বাদ দিল॥
সীতারাম-লক্ষ্মণের ছবি নেহারিয়া।
লইল সাধনফল সফল করিয়া॥
সবারে আদরি রাম বিদায় করিল।
তাপস আশ্রমে তপ করিতে লাগিল॥
কোল কিরাতের গণ সম্বাদ শুনিয়া।
হরষিত হ'ল যেন রতন পাইয়া॥
কন্দ মূলফুল ফল ভোরি ভোরি দোনা।
সঙ্গে লয়ে চলে যেন লুঠিবারে সোনা।
পথমাঝে কহে শুনে রামগুণ গ্রাম।
দেখিতে আইল সবে চিদানন্দধাম॥
আশ্রমভিতরে আসি ভেট ধরি আগে।
প্রভুর দর্শন করে অতি অনুরাগে
চিত্রপুত্তলীর প্রায় দাঁড়াইয়া রহে
পুলকিততনু নেত্রে প্রেমজল বহে॥
স্নেহেতে মগন রাম সবারে জানিল।
করিয়া আদর প্রিয় বচন কহিল॥
পুনঃপুন করি সুখে প্রভুরে বিনয়।
জুড়িয়া যুগল কর রামসনে কয়॥
কৃতার্থ হইনু মোরা হেরিয়া চরণ।
মোদের সৌভাগ্যহেতু তব আগমন।
ধন্য ভূমে ধন্য পথ পর্ব্বত কানন।
যথা যথা কর তুমি চরণ চালন॥
ধন্য মৃগ বিহঙ্গম কাননবিহারী।
করিল সফল জন্ম তোমারে নেহারি॥
কৃতার্থ হইনু মোরা সহ পরিবার।
নয়ন ভরিয়া হেরি মুরতি তোমার॥

বাস লাগি ভাল স্থান কৈল নিরূপণ।
সকলঋতুতে হেথা সুখী রবে মন॥
সবমতে মোরা তব সেবন করিব।
করী হরি অহি বাঘ দূর করি দিব॥
বনের নিভৃত ভাগ গিরির কন্দর।
মোদের এসব প্রভু নহে অগোচর॥
তোমারে সকলস্থানে লইয়া যাইব।
বিমল নির্ঝর সর সব দেখাইব॥
আমরা সেবক তব শুনহ নরেশ।
নাহি কর দ্বিধাদিতে মোদের আদেশ॥
জিতেন্দ্রিয় মুনি যারে ধ্যানে নাহি পায়।
যাহার মাহিমাগুণ শ্রুতিগণ গায়॥
সে প্রভু কিরাত বাক্য করিছে শ্রবণ।
যেমত জনক শুনে সুতের বচন।
কেবল প্রেমের প্রিয় রাম দয়াময়।
জানি লহ জানিবারে যদি ইচ্ছা হয়॥
সব বনচরে রাম করিল তোষণ।
মৃদু বাক্য কহি প্রেমে করিয়া পোষণ॥
সবারে আদর করি করিল বিদায়।
প্রণাম করিয়া সবে ঘরে ফিরি যায়॥
এমতে লক্ষ্মণ রাম জানকীর সনে।
সুরমুনিসুখদাতা বাস করে বনে॥
যদবধি রঘুনাথ বিপিনে আইল।
তদবধি সুখমূল কানন হইল॥
বিবিধ বিপটকুল ফুলিত ফলিত।
লতার বিতান কিবা শোভে সুললিত।
স্বভাবসুন্দর সুরতরুর সমান।
সুরবন ত্যজি যেন আইল এস্থান।
করিছে মধুপকুল মঞ্জুল গুঞ্জন॥
শীতমন্দ গন্ধযুত বহে সমীরণ॥
নীলকণ্ঠ কলকণ্ঠ আদি পাখিচয়।
শ্রবণসুখদ গানে চিত হরি লয়॥
শূকর কেশরী করী কুরঙ্গ বানরে।
সহজ বৈরতা ছাড়ি একত্রে বিহরে।
রামছবি হেরি পশু ভুলিল ভোজন।
বিশেষ আনন্দ লাভ কৈল মৃগগণ॥
ত্রিভুবনে ছিল যত বিবুধকানন।
স[illegible] ঊর্দ্ধ করে হেরি চিত্রকূট বন॥
সুরনদী সরস্বতী রবির দুহিতা
গোদাবরী নরমদা জগতবিদিতা।
নানা নদনদী জলনিধি সরোবরে।
নিরমল সুরধুনী যশ গান করে॥
উদয়াস্ত গিরিবর পর্ব্বত কৈলাস।
সুমেরু মন্দর গিরি সবসুরবাস॥
হিমবান্‌আদি যত পর্ব্বতপ্রধান॥
চিত্রকূট গিরি যশ সবে করে গান॥
বিন্ধ্যের বিপুল সুখ হৃদে না ধরিল।
অযতনে মহীতলে গৌরব পাইল॥
চিত্রকূটে ছিল যত খগমৃগগণ।
তৃণ গুল্ম লতা তরু আদি অচেতন॥
পাইল জনমফল যত সনয়ন।
অপরূপ রূপ রামে করি দরশন॥
পরশি চরণরজ অচর অম্বারি।
পাইতে পরম পদ হ'ল অধিকারী॥
সে পর্ব্বত বনদেশ সুন্দর শোভন।
সুমঙ্গলময় অতি পাবন পাবন॥
কেমনে কহিব আমি তাহার মহিমা।
যথায় করিল বাস রাম সুখসীমা॥
ক্ষীর পয়োনিধি আর অযোধ্যা ত্যজিয়া
সীতাসনে যথা রাম রহিল আসিয়া॥
কে পারে সে বনশোভা করিতে বর্ণন।
যদি লক্ষ মুখ হয় সহস্র বদন॥
বরণিব সেই শোভা আমি হে কেমনে।
কচ্ছপ সমর্থ কভু মন্দর লঙ্ঘনে॥
কায়মনোবাক্যে সেবে শ্রীরামে লক্ষ্মণ।
সে সনেহ শীল হয় অকথ্য কথন॥
ক্ষণে ক্ষণে হেরে সীতা রামের চরণ।
আপন উপরে স্নেহ জানিয়া লক্ষ্মণ॥
জনকজননী বন্ধু সুখের সদন।
স্বপনেও মনমাঝে না করে স্মরণ।
আনন্দিত রহে সদা জানকীর মন।
বিসরি ভবনসুখ পুর পরিজন॥
ক্ষণে ক্ষণে হেরে প্রিয় পতির বদন॥
চকোরকুমারী হেন প্রমুদিতমন॥
প্রাণপতিসনে পর্ণকুটীর সুন্দর।
প্রিয় পরিবার মৃগ খগ বনচর॥

মুনিপত্নী মুনিবর শাশুড়ী শ্বশুর।
স্বাদু কন্দ ফল মূল ভোজন প্রচুর॥
নাথসনে সুখকর কুশের আসন।
পালঙ্ক অধিক ভূমি শয্যায় শয়ন॥
লোকপাল হয় লোক যার বিলোকনে।
বিষয়-বিলাস তাঁরে মোহিবে কেমনে॥
সে ত্যজে বিষয়ভোগ তৃণের সমান।
যে করে স্মরণ রাম কৃপার নিধান॥
রামের মহিষী যেই জগতজননী।
নহেক আশ্চর্য্য কিছু তাহার করণী॥
জানকী লক্ষ্মণ যাহে থাকে প্রমুদিত।
করে সেই কার্য্য রাম হ'য়ে সমাহিত॥
পুরাতনী কথা রাম বাখানিয়া কয়।
জানকী লক্ষ্মণ শুনি অতিসুখী হয়॥
অযোধ্যা স্মরণ রাম করেন যখন।
বারিপূর্ণ হয় তাঁর লোচন তখন॥
স্মরি পিতা মাতা প্রিয় ভ্রাতা পরিজন॥
ভরতের স্নেহশীল সেবার যতন॥
অতিশয় দুখ পায় কৃপানিকেতন।
সময় বিচারি করে ধৈরয ধারণ॥
হেরিয়া ব্যাকুল হয় জানকী লক্ষ্মণ।
পুরুষের পাছে যথা ছায়ার গমন॥
লখি প্রিয়া বন্ধু গতি রাঘবনন্দন।
ধীর কৃপাময় ভক্তহৃদয়-চন্দন॥
লাগে কহিবারে ইতিবৃত্ত পুরাতন।
শুনি লাভ করে সুখ জানকী লক্ষ্মণ॥
চিত্রকূটগিরি পরে পর্ণনিকেতনে।
শোভিতেছে রামসীতা লক্ষ্মণের সনে॥
শোভে সুরপতি যথা অমর ভুবনে।
জয়ন্ত শচীর সনে নন্দনকাননে॥
জানকী লক্ষ্মণে প্রভু রাখিছে কেমন।
আঁখির গোলকে রাখে পলক যেমন॥
সেবিছে লক্ষ্মণ সীতা সহ রঘুবীরে
অবিবেকী নর যথা সেবয়ে শরীরে॥
হেনমতে বনে বাস কমললোচন।
করিতেছে সুরমুনিহিতের কারণ॥
কহিনু রামের বনবাস বিবরণ।
এবে শুন সুমন্ত্রের পুর আগমন॥

রাখি রামে বনে যবে নিষাদ আইল।
গঙ্গাতীরে রথসহ সচিবে দেখিল॥
হেরিল সচিব একা আইল নিষাদ।
পারে বরণিতে কেবা তাহার বিষাদ
কোথা রাম শ্রীজানকী লক্ষ্মণ কহিয়া।
হইল মূর্চ্ছিত মন্ত্রী ভূতলে পড়িয়া॥
কাঁদিয়া উঠিল হয় নেহারি দক্ষিণ।
ব্যাকুল হইল যথা পক্ষী পক্ষহীন॥
নাহি পান করে জল না করে ভোজন।
কেবল নয়নে করে বারি বিমোচন॥
হইল নিষাদপতি ব্যাকুলিতমন।
রঘুপতি বাজিগতি করি দরশন।

ধৈরয তবে কহিল নিষাদ
এবে মন্ত্রিবর ত্যাগ করহ বিষাদ।
পরমার্থ জ্ঞানী তুমি পণ্ডিতপ্রবর।
জানি বাম বিধাতারে এবে ধৈর্য্য ধর
বিবিধ প্রসঙ্গ কহি মধুর বচনে।
বসাইল উঠাইয়া ধরিয়া স্যন্দনে॥
শোকেতে শিথিল নারে চালাইতে হয়।
রামের বিরহ-অগ্নি দহিছে হৃদয়॥
তড়বড় করে অশ্ব নাহি চলে পথে॥
আনি বনমৃগ যেন জুড়ি দিল রথে॥
হোঁচট খাইয়া পড়ে পশ্চাতে তাকায়।
দারুণ বিরহদুখে হিয়া জ্বলি যায়॥
যদি কেহ কহে রাম জানকী লক্ষ্মণ।
হ্রেষারব করি করে তারে নিরীক্ষণ॥
বাজির বিরহগর্গ কহা নাহি যায়।
হ'লে ফণী মণিহীন যথা দুখ পায়॥
নিষাদ বিষাদবশ তুরগে হেরিল।
চারিভৃত্য সচিবের সঙ্গে তবে দিল॥
নিদারুণ শোকবশে মন্ত্রিবর দীন।
কহে এ জীবনে ধিক্ শ্রীরামবিহীন॥
এখন রয়েছে দেহে এ ছার জীবন।
আগে না লভিল যশ করিয়া বর্জ্জন॥
হইল অযশ অদ্য ভাজন এ প্রাণ।
কিকারণে নাহি করে এখন প্রয়াণ॥
অহো মূঢ়মতি কেন সময় ভুলিল।
আজিও হৃদয় কেন দ্বিখণ্ড নহিল॥

করে কর মাজি শির কুটিতে লাগিল।
যেমন কৃপণ ধনরাশি হারাইল॥
রণসাজে সাজি বর বীর কহাইয়া।
হারিয়া সমরে যেন এল পলাইয়া॥
স্বধর্ম্মনিরত জ্ঞানী বিবেকী ব্রাহ্মণ।
সাধুর সম্মত অতি সুশীল সজ্জন॥
ভ্রমে মদ্য পান করি যথা দীন হয়।
সচিবের দশা তথা জানিবে নিশ্চয়॥
সুকুলসম্ভূতা নারী সাধ্বী পতিব্রতা।
কর্ম্ম বাক্য মনে পতি যাহার দেবতা॥
কর্ম্মবশে পতি যদি তারে ত্যাগ করে।
তার যথা দুখ তথা সচিব-অন্তরে॥
দৃষ্টি নাহি চলে আঁখি বারিতে পূরিল।
অন্য কোন কথা নাহি শ্রবণে পশিল॥
নীরস অধর বাক্য কহিবারে নারে।
অযোধ্যার দিকে দৃষ্টি না পারে দিবারে॥
বদনমণ্ডল তার হ'ল বিবরণ।
জননী জনকে যেন করেছে নিধন॥
হৃদয়ের গ্লানি কিছু কহা নাহি যায়।
যমপুর-পথে যেন পাপী ত্রাস পায়॥
মনে অনুতাপ মুখে বাক্য নাহি সরে।
ভাবে কি কহিবে গিয়া অযোধ্যানগরে॥
রাঘবরহিত রথ হেরিবে যে জন।
সে না হ'বে মোরে হেরি পরিতুষ্টমন।
পুছিবে নগরবাসী ধাইয়া যখন।
আমি কি হৃদয়ে বজ্র করিব ক্ষেপণ।
মাতৃগণ জিজ্ঞাসিবে আমারে যখন
কেমনে কহিব আমি দারুণ বচন॥
পুছিলে রামের মাতা কি দিব উত্তর।
কহিব কি বনে গেল সীতা-রঘুবর॥
[illegible] উত্তর দিতে যে মোরে পুছিবে।
নগরে যাই[illegible] মম এ সুখ হইবে॥
মোরে জিজ্ঞাসিবে যবে নৃপ দুখ-দীন।
একান্ত জীবন যাঁর রামের অধীন॥
কোন্ মুখে এ সম্বাদ দিব জানাইয়া।
নগরে আইনু বনে কুমারে রাখিয়া॥
সীতারাম-লক্ষ্মণের শুনিয়া সন্দেশ।
তৃণের সমান প্রাণ ত্যজিবে নরেশ॥
বীরের বিচ্ছেদ দুখ সহিতে নারিয়া।
জ্ঞানহীন পঙ্ক যায় বিদীর্ণ হইয়া॥
নিতান্ত পাষণ্ড আমি নাহিক সংশয়।
রামের বিরহে হিয়া ভিন্ন নাহি হয়॥
জানিনু ললাটলিপি না হ'বে খণ্ডন।
যন্ত্রণা সহিতে বিধি করিল সৃজন॥
হেন অনুতাপ পথে করিতে লাগিল।
তমসার তীরে রথ আসি পঁহুছিল॥
নিষাদে বিনয় করি বিদায় করিল।
প্রণাম করিয়া তেঁহ ভবনে চলিল॥
নগরে পশিতে মন্ত্রী ভয়যুতমন।
যেন গাভী বিপ্রে আজি করিল নিধন॥
তরুতলে বসি মন্ত্রী দিবা গোঙাইল॥
সন্ধ্যাকাল অবসর বিচার করিল।
নিঃশবদে প্রবেশিল পুরে অন্ধকারে।
রাখিল স্যন্দনবর ভূপতির দ্বারে॥
আগমন-সমাচার যে জন পাইল।
নৃপতিভবনে রথ দেখিতে আইল॥
চিনি রথ দুখে হিয়া হইল দহন।
প্রচণ্ড রবির তাপে শরীর যেমন॥
ব্যাকুল পুরের লোক হইল কেমন।
মীনগতি হয় অল্প সলিলে যেমন॥
সচিবের আগমন করিয়া শ্রবণ।
বিকল হইল অতি অন্তঃপুরজন॥
ভয়ঙ্কর ভাব গৃহ করেছে ধারণ।
মনে হয় যেন ঘোর পিশাচ ভবন॥
অতি আর্ত্তিবশে সব জিজ্ঞাসিছে নারী।
না দেয় উত্তর মন্ত্রী নাহি সরে বাণী॥
না সুঝে নয়নে কিছু না শুনে শ্রবণে।
কোথা মহারাজ কহে আপনার মনে॥
সচিবে ব্যাকুল হেরি পুরদাসীগণ।
লইয়া চলিল তাঁরে কৌশল্যাভবন॥
আসিয়া রাজারে মন্ত্রী হে'রল কেমন।
অমৃতবিহীন শশী বিরাজে যেমন॥
না ছিল আহার নিদ্রা ভূষণবিহীন।
ভূতলে পড়িয়াছিল নিতান্তমলিন॥
নিদারুণ শোকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিছে।
সুরপুর হ'তে যেন যযাতি পড়িছে॥

ব্যাকুলতা নৃপতির না হয় বর্ণন।
অধিক হইতে হয় অধিক বর্দ্ধন॥
রাম রাম রাম কহি রামগত মন।
পুনরায় কহে রাম জানকী লক্ষ্মণ।
জয় জীব কহি মন্ত্রী করিল প্রণাম।
ভূপতি উঠিয়া কহে কোথা মোর রাম॥
নৃপতি সচিবে ধরি হৃদয়ে লইল।
ডুবিতে আছিল যেন আধার পাইল॥
স্নেহের সহিত তাঁরে কাছে বসাইল।
সজললোচন নৃপ সচিবে পুছিল॥
রামের কুশল কহ সখে স্নেহময়।
বৈদিহী লক্ষ্মণ কোথা রাম দয়াময়॥
আসিল ফিরিয়া কিম্বা পশিল কানন।
হইল সচিব শুনি সজলনয়ন॥
শোকেতে অধীর পুন পুছিল নরেশ।
সীতারাম লক্ষ্মণের কহ হে সন্দেশ॥
রাম রূপ গুণশীল স্বভাব স্মরিয়া।
বিলাপ করিছে নৃপ বিবশ হইয়া॥
নৃপ কহে যবে রামে দিনু বনবাস।
নহিল হৃদয়ে তার হরষ তরাস॥
সে সুতে বরজি মম নাহি গেল প্রাণ।
কেবা এজগতে পাপী আমার সমান॥
আছে সীতারাম যথা যথা শ্রীলক্ষ্মণ।
সখে তথা ল'য়ে মোরে করহ গমন॥
নাহি যাও যদি মোরে লইয়া এখন।
আর না রহিবে দেহে এপাপ জীবন॥
পুনঃপুন মন্ত্রিবরে কহে নরবর।
কহ মম প্রাণপ্রিয় সুতের খবর॥
এ উপায় কর সখে করহ শ্রবণ।
দেখাও সত্বরে রাম জানকী লক্ষ্মণ॥
ধৈর্য্য ধরি তবে মন্ত্রী কহে মৃদু বাণী।
তুমি ধীর মহারাজ সুপণ্ডিত জ্ঞানী॥
বীরের অগ্রণীদের ধর্ম্মের রক্ষক।
তুমি চিরদিন সাধু গুরুর সেবক॥
জনম মরণ আদি সুখ দুখ ভোগ।
ক্ষতি লাভ প্রিয়সনে মিলন বিয়োগ॥
কালকর্ম্মবশ সব জানিবে নিশ্চয়।
দিবস রজনী যথা বিধিবশে হয়॥

বিবেকে বিচারি ধৈর্য্য করহ ধারণ।
এ গুরু শোকের ভার করহ বর্জ্জন॥
প্রথম দিবসে বাস তমসানিকটে।
হইল দ্বিতীয় দিনে জাহ্নবীর তটে॥
মজ্জন করিয়া তথা করি জলপান।
সীতাসনে দুই বীর কৈল অবস্থান॥
নানা মতে রামে সেবা গুহক করিল।
শৃঙ্গবেরপুরে রাম যামিনী যাপিল॥
প্রভাত হইলে বটক্ষীর আনাইল।
জটার মুকুট নিজ শিরে বানাইল॥
করিল রামের সখা [illegible]রী আ[illegible]য়ন॥
জানকী সহিত রাম কৈল আরোহণ॥
লক্ষ্মণ ধনুকে বাণ করি সংযোজন।
আরোহিল প্রভু আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ॥
আমারে ব্যাকুল রাম করি বিলোকন।
কহিল সান্ত্বনা তরে মধুর বচন॥
হে তাত প্রণাম মম জনকে কহিবে।
পুনঃপুনঃ পাদপদ্ম ধারণ করিবে॥
চরণে ধরিয়া পুন করিবে বিনয়।
মোর তরে চিন্তা নাহি কর মহাশয়॥
শিবময় বনপথ কুশল আমার।
কৃপা অনুগ্রহ পুণ্য বলেতে তোমার॥

কৃপাতে তোমার, কাননে আমার,
হবে লাভ সুখ সব।
আদেশ পালিয়া, কুশলে আসিয়া,
হেরিব চরণ তব॥
জননীর গণে, ধরিয়া চরণে,
কবে মম নিবেদন।
কর সে যতন, কোশল রাজন,
যাহে হন সুস্থ মন।
গুরুর চরণ, করিয়া ধা[illegible]ণ,
কবে মম এ মিনতি।
যাহাতে জনক, অযোধ্যাপালক,
ত্যজে শোক শুদ্ধমতি॥

পুরজন পরিজন সকলে নেহারি।
শুনাইবে তাত তুমি বিনয় আমারি॥
সবমতে মম হিতকারী সেইজন।
যে করিবে মম তাত শোক নিবারণ॥

হা তাত হা তাত কহি হাতাত কহিয়া।
ভরত ভূতলে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
যাইবার কালে তাত না দিলে দর্শন।
রাম-করে নাহি মোরে করিলে অর্পণ॥
পুন ধৈর্য্য ধরি উঠি কহিল বসিয়া।
পিতার মরণ হেতু কহ বিবরিয়া॥
পুত্রের বচন শুনি কৈকেয়ী কহিল।
ছেদিয়া মরম যেন বিষ ঢালি দিল॥
প্রথম হইতে নিজ কার্য্য বিবরণ।
কঠোর কুটিলমতি করিল বর্ণন॥
বনে গেল রাম যবে ভরত শুনিল।
পিতার মরণ তবে বিস্মৃত হইল॥
আপনারে অনর্থের কারণ জানিয়া।
রহিল ধরিয়া মৌন চকিত হইয়া॥
সুতেরে ব্যাকুল হেরি রাণী প্রবোধিল।
লবণের ছিটা যেন ক্ষত স্থানে দিল॥
শোক নাহি কর তাত ভূপের কারণ।
ব্যাপিল তাঁহার যশ এতিন ভুবন॥
জীবন্তে জনম ফল সকল পাইলা।
জীবনান্তে সুরপতি-ধামে প্রবেশিলা॥
এত বিচারিয়া মনে শোক পরিহর।
সমাজ সহিত রাজ্য অযোধ্যায় কর॥
শিহরি উঠিল শুনি রাজার কুমার।
স্ফোটকে লাগিল যেন জ্বলিত অঙ্গার॥
লইল ধৈরয ধরি দীরঘ নিশ্বাস।
করিল পাপিনী রবিকুলের বিনাশ।
যদি ছিল এ কুরুচি অন্তরে তোমার।
কেননা নাশিলে প্রাণ পূর্ব্বতে আমার॥
সিঁচিলে পল্লব তুমি মূলে বিনাশিয়া।
বারিহীন মীন কভু রহে কি বাঁচিয়া॥
সূর্য্যবংশে জন্ম পিতা কুলের ভূষণ।
গুণধাম ভ্রাতা মম শ্রীরামলক্ষ্মণ।
কিহেতু পাপিনী তুমি জননী আমার।
নারিনু বুঝিতে কিছু বিধির বিচার॥
কুমতি কুমত মনে হইল যখন।
নহিল দ্বিখণ্ড কেন হৃদয় তখন॥
এবর মাগিতে মনে পীড়া না হইল।
নাজ্বলিল জিহ্বা মুখে কৃমি না পড়িল।
কেমনে বিশ্বাস তোরে করিল ভূপতি।
হরিল মরণকালে বিধি তাঁর মতি॥
নারীর হৃদয় নহে বিধির গোচর।
অবগুণ মহাপাপ কাপট্য আকর॥
সুশীল সরল ধর্ম্ম-রত নরপতি।
নারিলা বুঝিতে তেঁহ নারী মতিগতি॥
ভুবন ভিতরে জীব কে আছে এমন।
যার প্রাণপ্রিয় নহে রাঘব-নন্দন॥
হইল অহিত তব সে পদ্মলোচন।
সত্য করি কহ মোরে তুমি কোন জন॥
যে হও সে হও মুখে মসী বিলেপিয়া।
আঁখি অন্তরালে গিয়া থাক লুকাইয়া।
শ্রীরাম বিরোধী তব হৃদয় হইতে।
মোরে প্রকটিল বিধি এ দুখ সহিতে॥
জগতে পাতকী কেবা মম সম হয়।
যাহা কিছু কহি তোরে বৃথাবাক্য ব্যয়॥
মাতার কাপট্য যবে শত্রুঘ্ন শুনিল।
ক্রোধের অনলে তার হৃদয় দহিল॥
পাপিনী মন্থরা তথা আইল তখন।
পরিধান করি দিব্য ভূষণ বসন॥
লক্ষ্মণ-অনুজ হেরি কোপেতে জ্বলিল।
ঘৃতের আহুতি যেন অনল পাইল॥
সজোরে চরণাঘাত কুমার করিল।
মুখ থুবড়িয়া দাসী ভূতলে পড়িল॥
দারুণ আঘাতে তার কপাল ফুটিল।
দলিত দশনে মুখে রুধির বহিল॥
অহহ বিধাতা মোরে কি হেতু নাশিল।
হিতকার্য্য করি ফল এমত হইল॥
পুন শত্রুঘ্নের কোপ বাড়িয়া উঠিল।
কবরী ধরিয়া মুখ ভূতলে ঘসিল॥
কৃপালু ভরত হেরি তারে মুক্তি দিল।
দুই ভাই কৌশল্যার মন্দিরে পশিল॥
দুখভরে কৃশতনু মলিন বসন।
তুষার নাশিল যেন কমলের বন॥
ভরতে দেখিয়া দেবী চলিল ধাইয়া।
কিছু দূর গিয়া পড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া॥
ভরত দেখিয়া অতি ব্যাকুল হইল।
বিসরি ভনুর দশা চরণে ধরিল॥

না দেখি পিতারে কেন কহ মোরে মাতা।
কোথা গেল সীতাসনে মম দুই ভ্রাতা॥
জগতে জনম কেন কৈকেয়ী লভিল।
বন্ধ্যা না হইল কেন যদি জনমিল॥
কুলের কলঙ্ক করি মোরে প্রসবিল।
প্রিয়দ্রোহি অপযশ ভাজন করিল॥
অভাগা আমার সম কে তিন ভুবনে।
তোমার এগতি মাত যাহার কারণে॥
পিতা সুরপুরে বনে রঘুকুল-কেতু।
কেবল আমিগো সব অনর্থের হেতু॥
হইনু অনল আমি এ বেণুর বনে।
এদুঃসহ-দাহ-দুখ আমার কারণে॥
জননী ভরত-বাণী করিয়া শ্রবণ।
সজল-লোচনে করে হৃদয়ে ধারণ॥
হৃদয়ে ধরিয়া দেবী আনন্দ পাইল।
যেন পুন রঘুবর ফিরিয়া আইল॥
লক্ষণ-অনুজ পরে মাতারে বন্দিল।
স্নেহ শোক ভার যেন উথলি উঠিল॥
সে ভাব দেখিয়া সবে কহিল তখন।
শ্রীরাম-জননী কেন না হবে এমন॥
রামমাতা ভরতেরে কোলে বসাইল।
চক্ষুজল মুছি মৃদুবচন কহিল॥
বাছা এবে কহি ধৈর্য্য করহ ধারণ।
কুসময় বুঝি শোক কর সম্বরণ॥
হৃদয়ের ব্যথাগ্লানি করহ বর্জ্জন।
কালকর্ম্মগতি কভু না হয় খণ্ডন॥
নাহি দেহ দোষ তাত তুমি গো কাহারে।
সকল প্রকারে বাম বিধাতা আমারে॥
আজিও রাখিল বিধি আমার জীবন।
কে জানে তাহার আছে আর কি মনন॥
পিতার আদেশে রাম করিল বর্জ্জন।
বসন ভূষণ আদি রাজ-আভরণ॥
মুনি-পট রঘুবর করি পরিধান।
হরষ বিস্ময় শূন্য রহিল সমান।
প্রসন্ন সুমুখ মনে নাহি রাগ রোষ।
বিধিমতে সবাকার করি পরিতোষ॥
চলিল বিপিনে যবে জানকী শুনিল।
রামে সেবিবারে গেল গৃহে না রহিল॥
লক্ষ্মণ চলিল সঙ্গে করিয়া শ্রবণ।
ভবনে রাখিতে রাম করিল যতন॥
তবে রঘুপতি সবে করিয়া বন্দন।
জানকী লক্ষ্মণ সনে চলি গেল বন॥
সসীতলক্ষ্মণরাম পশিল কানন।
না গেলাম সঙ্গে প্রাণ না কৈনু প্রেরণ॥
আমার আঁখির আগে এসব ঘটিল।
এ পামর প্রাণ তবু দেহ না ত্যজিল॥
মৃত্যু ভাল বুঝি ভূপ ত্যজিল পরাণ।
আমার হৃদয় শত্তকুলিশ সমান॥
ভরত সহিত যত অন্তঃপুর জন।
কৌশল্যার দীনবাক্য করিয়া শ্রবণ॥
বিলাপ করিছে বহু ব্যাকুল হইয়া।
যেন মূর্ত্তি ধরি শোক বসিল আসিয়া॥
ভরতে কাতর অতি কৌশল্যা দেখিয়া।
আপনার কোলে তারে লইল তুলিয়া
নানামতে ভরতের দেবী প্রবোধিল।
বহুজ্ঞান উপদেশ তাঁহারে কহিল।
ভরত ও মাতৃগণে বহু বুঝাইল।
বেদ পুরাণের নানা কথা শুনাইল॥
ভরত সরল হল বিহীন বচন।
জুড়িয়া যুগল কর করে উচ্চারণ॥
যেই পাপ পিতামাতা গুরুর নিধনে।
যে পাপ গোশালা সুরপুরের দহনে॥
যেই পাপ হয় নারী বালক বধিলে।
নৃপালে সুহৃদে বিষ প্রদান করিলে॥
যত পাপ উপপাপ শাস্ত্রের বিহিত।
কায়মনবাক্যভেদে কবির কথিত॥
সেই পাপ হবে মম করহ শ্রবণ।
মমমতে যদি রাম গিয়া থাকে বন।
পরিহার করি হরিহরের চরণ।
ঘোর ভূতগণে করে যে জন ভজন॥
তাহার যে গতি হয় ত্যজিলে জীবন।
বিধাতা করুণ মোরে সে গতি ভাজন।
জননি কহিগো আমি এসত্যবচন।
মমমতে রাম যদি গিয়া থাকে বন॥
বেদের বিক্রেতা ধর্ম্মধ্বজী যেই জন।
পিশুন অপরে করে পাপ আরোপণ॥

কুটিল কলহপ্রিয় অকারণ-ক্রোধী।
বেদ-বিদূষক যেবা বিশ্বের বিরোধী॥
লোলুপ লম্পট লোল মিথ্যা পরায়ণ।
পরদারা পরধন যে করে হরণ॥
পাইব তাদের আমি অতি ঘোরগতি।
যদি রাম বিবাসনে থাকে গো সম্মতি
যেই জন নহে সাধু সঙ্গ অনুরাগী।
পরম অরথ পথে বিমুখ অজ্ঞানী॥
হরির ভজন নাহি করে যেই নর।
হরিহর যশ যার নহে সুখকর॥
ত্যাগ করি শ্রুতিপথ বাম পথে চলে।
বঞ্চকের বেশ ধরি জগজ্জনে ছলে॥
প্রদান করুন শিব তাদের যে গতি।
যদি রাম বিবাসনে থাকে গো সম্মতি
কায়মনবাক্যে আমি শ্রীরামের দাস।
প্রীতিছল জানে রামহৃদে করি বাস॥
কহিতে কহিতে অঙ্গে পুলক হইল।
দর বিগলিত ধারা নয়নে বহিল॥
রাম পদে অকৃত্রিম রতি নিরখিয়া।
ভরতে লইল মাতা হৃদয়ে ধরিয়া॥
কহে প্রাণাধিক তব কমললোচন।
তুমিগো রামের বাছা জীবন জীবন॥
বিধু বিষ হিম অগ্নি করে বরিষণ।
যদি করে বারিচর বারির বর্জ্জন॥
না হয় অজ্ঞাননাশ হলে জ্ঞানোদয়।
তুমি রাম প্রতিকূল অসম্ভব হয়।
যে কহিবে তব মতে রাম গেল বনে।
না পাবে সুগতিসুখ সে কভু স্বপনে॥
ভরতে লইল কোলে এতেক কহিয়া।
স্তনে ক্ষীর নেত্রে নীর পড়িছে বহিয়া॥
বিপুল বিলাপ দোঁহে করিতে লাগিল।
সারা নিশি উভে বসি যাপন করিল॥
গুরু বামদেবমুনি প্রভাতে আইল।
মন্ত্রিগণে সভাজনে আহ্বান করিল॥
নানা উপদেশ মুনি ভরতেরে দিল।
পরম অরথবাক্য বিবরি কহিল॥
হৃদয়ে ধৈরয তাত করহ ধারণ।
কর্ত্তব্য সকল কার্য্য কর সম্পাদন॥

উঠিল ভরত শুনি গুরুর বচন।
করণীয় কার্য্যে কৈল মন নিবেশন॥
স্নান করাইয়া তবে নৃপ কলেবর।
রাখিল রুচির এক বিমান উপর॥
মাতৃগণ সহ মৃতা হইতে চাহিল।
ভরত চরণে ধরি সবে নিবারিল॥
তাঁহার বিনয়ে সবে সংকল্প ত্যজিল
রাম দরশন আশে জীবন রাখিল॥
অগুরুচন্দনভার অনেক লইল।
অমিত সুগন্ধ দ্রব্য সহিত চলিল॥
করিল সরযুতীরে চিতার বিধান।
দেখি মনে হয় যেন স্বর্গের-সোপান।
বিধি অনুসারে দাহ-ক্রিয়া সমাপিল।
যথাবিধি স্নান করি তিলাঞ্জলি দিল।
ব্যবস্থা করিল যথা বেদান্ত পুরাণ।
ভরত করিল দশপাত্রের বিধান।
যেথা যাহা করিবারে মুনি আজ্ঞা দিল।
বিবিধ প্রকারে সেথা তাহা সমাপিল॥
হইল বিশুদ্ধ দিয়া শাস্ত্রমত দান।
কনক রতন ধেনু গজ বাজি যান॥
আসন বসন ভূমি অন্ন ধন ধাম।
ভরত হইল দিয়া পরিপূর্ণ কাম॥
ভরত জনক-শ্রাদ্ধ করিল যেমন।
লক্ষমুখে নাহি হয় তাহার বর্ণন॥
মুনিবর আগমন করি শুভক্ষণে।
আজ্ঞা দিল আসিবারে মন্ত্রি সভাজনে॥
রাজসভা মাঝে গিয়া সকলে বসিল।
ভরত শত্রুঘ্নে মুনি আসিতে কহিল॥
কুমারে বশিষ্ঠ মুনি পাশে বসাইল।
নীতি ধর্ম্মময়ী বাণী কহিতে লাগিল॥
পূর্ব্বকথা মুনিবর করিল বর্ণন।
করিল কৈকেয়ী যথা সুকঠিন পণ॥
ধর্ম্মব্রত নরবর সত্য পরায়ণ।
যেরূপে করিল নিজ প্রাণ-বিসর্জ্জন॥
কহিতে কহিতে রাম স্বভাব শোভন।
পুলকিত মুনিরাজ সজললোচন॥
জানকীলক্ষ্মণ প্রীতি কহি পুনরায়।
হইল মগন শোক-স্নেহে মুনিরায়॥

মুনি কহে ভরত হে করহ শ্রবণ।
অবশ্য ঘটিবে যাহা বিধির ঘটন॥
জয় পরাজয় লাভ জীবন মরণ।
ক্ষতি যশ অপযশ বিধির লিখন॥
এত বিচারিয়া কারে নাহি দেহ দোষ।
কাহার উপরে কভু নাহি কর রোষ॥
মন মাঝে তুমি তাত করহ বিচার।
কভু শোকযোগ্য নহে জনক তোমার॥
শোকযোগ্য সেই দ্বিজ যে বেদ বিহীন।
নিজধর্ম্ম ত্যাজী যেই বিষয়ে বিলীন॥
শোকযোগ্য সেই নৃপ যে না জানে নীতি।
নাহি প্রজা পরে যার প্রাণসম প্রীতি॥
শোকযোগ্য সেই বৈশ্য কৃপণ সধন।
শঙ্কর অতিথি ভক্তি নহে যেই জন॥
শোকযোগ্য সেই শূদ্র বিপ্র অপমানী।
মুখর সম্মানপ্রিয় জ্ঞান অভিমানী॥
শোকযোগ্য পুন পতিপ্রতিকুলা নারী।
কুটিলা কলহপ্রিয়া নিজ ইচ্ছাচারী॥
শোকযোগ্য বটু নিজ ব্রত পরিহরে।
গুরুর আদেশ যেবা নাহি অনুসরে॥
শোকযোগ্য গৃহীধর্ম্ম পথ পরিত্যাগী।
শোকযোগ্য যতি অবিবেকী অবিরাগী॥
শোকযোগ্য হয় সেই বৈখানসজন।
ত্যজি তপ করে যেই ভোগের চিন্তন॥
শোকযোগ্য পিশুন যে অকারণ ক্রোধী।
জননীজনক গুরু বন্ধুর বিরোধী॥
পর-অপকারী শোকযোগ্য অতিশয়।
আপনার কলেবর পোষক নির্দয়॥
সব মতে শোচনীয় সেই জন হয়।
যে না করে ছল ছাড়ি হরির আশ্রয়॥
শোকযোগ্য কভু নহে কোশল রাজন।
ছাইল যাহার যশে এ চৌদ্দ ভুবন॥
অদ্যাপি না জনমিল পরে না জন্মিবে।
তব পিতা সম রাজা নিশ্চয় জানিবে॥
হরিহর দিক পাল বিধি সুরপতি।
সদাগান করে তব পিতার কীরতি॥
তিনকালে ত্রিভুবনে কেহ নহে আন।
ভুরি ভাগ্য যশধাম ভূপতি সমান॥
কেমনে করিব আমি বড়াই তাঁহার!
রামাদিক চারিভ্রাতা নন্দন যাঁহার॥
সব মতে ভাগ্যধর তোমার জনক।
বিষাদ তাঁহার লাগি কর অনর্থক॥
এতেক বুঝিয়া শোক করহ বর্জ্জন।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি করহ পালন॥
তোমারে নৃপতি দিল রাজসিংহাসন।
রাখিতে উচিত তব পিতার বচন॥
রাখিতে বচন নৃপ রামে বরজিল।
যাহার বিরহানলে শরীর ত্যজিল॥
নৃপের বচন প্রিয় নহে প্রিয়-প্রাণ।
পিতার বচন তুমি করহ প্রমাণ॥
রাজার আদেশ শিরে ধরি তুমি পাল।
সকল প্রকারে তব হইবেক ভাল॥
রাখিল পিতার আজ্ঞা ভৃগুর নন্দন।
মাতারে নিধন করি, জানে ত্রিভুবন॥
পিতারে যৌবন দিল যযাতিতনয়।
পিতৃ-আজ্ঞা হেতু অঘ অযশ না হয়॥
উচিত কি অনুচিত বিচার বর্জ্জন।
করিয়া যে পালে সদা পিতার বচন॥
সুযশ সুখের তাত হয় সে ভাজন।
দেহত্যজি সুরপুরে সে করে গমন॥
নৃপতি আদেশ তুমি কর সম্পাদন।
শোকপরিহরি কর প্রজার রক্ষণ॥
সুরপুরে নরপতি পাইবে সন্তোষ।
পুণ্যযশ হবে তব না হইবে দোষ।
সবার সম্মত ইহা বেদের শাসন।
যারে দেন পিতা সেই পায় রাজাসন।
তুমি রাজ্য কর তাত গ্লানি পরিহর।
মানহ বচন মোর জানি হিতকর॥
পাবে সুখ সীতারাম করিয়া শ্রবণ।
অনুচিত নাহি করে পণ্ডিত সুজন॥
কৌশল্যা আদিক যত তব মাতৃগণ।
হেরি প্রজা-সুখ হবে আনন্দিত মন॥
তোমার চরিত সব জানেন শ্রীরাম।
শঙ্কা ত্যাগ কর তিনি না হবেন বাম॥
ফিরিয়া আইলে রাম তাঁরে রাজ্য দিবে।
ভক্তিভাবে অগ্রজের চরণ সেবিবে॥

জুড়ি কর মন্ত্রিবর কহিল তখন।
কর্ত্তব্য গুরুর আজ্ঞা করিতে পালন॥
ব্রতশেষ করি রাম আইলে ভবন।
তুমি তাঁর রাজ্যভার করিবে অর্পণ॥
কৌশল্যা কহিল ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।
গুরুর আদেশ তাত না কর লঙ্ঘন॥
করহ আদর তাঁর হিতকর মানি।
বিষাদ বর্জ্জন কর কালগতি জানি॥
নৃপ গেল সুরপুরে রাম গেল বনে।
শোকভরে মগ্ন তুমি রহিলে ভবনে॥
পরিজন পুরজন আর প্রজাগণ।
তুমি বিনা কে করিবে তাদের রক্ষণ॥
বিধিবাম কালগতি কঠিন দেখিয়া।
রাজ্যভার লহ তাত ধৈরয ধরিয়া॥
গুরুর আদেশ শিরে ধরি অনুসর।
পালি প্রজাগণ পুরজন-দুখহর॥
সচিবের সমর্থন গুরুর বচন।
মাতার সরল বাণী করিয়া শ্রবণ॥
হইল ভরত অতি ব্যাকুলিত মন।
পড়িতে লাগিল ধারা বহি দুনয়ন॥
ভরতের সেই দশা করি নিরীক্ষণ।
আপনা বিসরে যত রাজসভাজন॥
ভরত কোমল কর যুগল জুড়িয়া।
ধর্ম্ম ধুরন্ধর-ধীর ধৈরয ধরিয়া॥
উচ্চারণ করে বাক্য অমৃতসমান।
উচিত উত্তর সবে করিল প্রদান॥
গুরুদেব উপদেশ মোরে ভাল দিল।
পৌরজানপদ তাহে সম্মত হইল।
উচিত বলিয়া মাতৃ আজ্ঞা পুনরায়।
অবশ্য মস্তকে ধরি করিতে জুয়ায়॥
জনক জননী গুরু স্বামীর বচন।
শুনি প্রমুদিত মনে কর্ত্তব্য পালন॥
উচিত কি অনুচিত করিলে বিচার।
ধর্ম্মলোপ হয় পড়ে পাতকের ভার॥
তোমরা দিতেছ উপদেশ সুবিহিত।
যার আচরণে মোর হইবেক হিত॥
যদ্যপি বুঝিনু ইথে নাহিক সংশয়।
তথাপি অন্তরে মম সন্তোষ না হয়॥

শ্রবণ করিয়া এবে আমার বিনয়।
অনুকূল শিক্ষা মোরে দেহ মহাশয়॥
ক্ষম অপরাধ মম দিতেছি উত্তর।
না ধরে তাপিত দোষ কভু সাধু নর॥
পিতা সুরপুরে গেল সীতা রাম বনে।
কহিছ বসিতে মোরে রাজসিংহাসনে॥
ইহাতে জানিয়া মম হইবেক হিত।
কার্য্যের গুরুত্ব বুঝি কহিছ উচিত॥
মম হিতকর সীতা রামের সেবন।
মাতার কাপট্য তাহে করিল বঞ্চন॥
দেখিলাম মনমাঝে করিয়া বিচার।
মোর হিতকর নাহি সদুপায় আর॥
শোকের সমাজে রাজ্য কে করে গণন।
সীতারামলক্ষ্মণের না দেখি চরণ॥
উলঙ্গের বৃথা হয় ভূষণ ধারণ।
বিরতি হীনের বৃথা ব্রহ্ম বিচারণ॥
সরুজ দেহীর বৃথা হয় সব ভোগ।
হরিভক্তিবিহীনের বৃথা জপযোগ॥
হইলে জীবনগত দেহনাশ পায়।
আমার সকল বৃথা বিনা রঘুরায়॥
যাইব রামের পাশ মোরে আজ্ঞা কর।
ইহা ভিন্ন কিছু মম নাহি হিতকর॥
চাহ নিজ হিত দিয়া মোরে নৃপাসন।
সে কেবল মম পর স্নেহ-প্রদর্শন॥
কুটিল কুমতি আমি কৈকেয়ীতনয়।
একান্ত বিমুখ রামে গত লাজভয়॥
মোহবশে চাহ সুখ দিয়া রাজ্যভার।
অধম আমার সম কেবা আছে আর॥
কহিতেছি সত্য শুনি কর অঙ্গীকার।
ধর্ম্মশীল রাজা পায় রাজ্য-অধিকার।
যদি হঠবশে মোরে রাজপদ দিবে।
ধরা রসাতলে তবে নিশ্চয় যাইবে॥
আমার সমান কেবা কলুষনিবাস।
যার লাগি সীতারাম গেল বনবাস॥
নরনাথ রঘুনাথে বনে পাঠাইল।
বিরহ সহিতে নারি সুরপুরে গেল॥
আমি শঠ এই সব অনর্থ কারণ।
বসিয়া সকল কথা করহ শ্রবণ॥

না হেরিয়া রঘুবীরে অযোধ্যা-নিবাসে।
না রাখিব প্রাণ সহি লোক-উপহাসে॥
চিদানন্দ রাম নহে বিষয়ের দাস।
লোলুপ নৃপতি রাখে ভোগ
হৃদয়-কাঠিন্য মম কহা নাহি যায়।
নিদরি কুলিশে যেই লভিল বড়ায়॥
কার্য্য সুকঠিন হয় হইতে কারণ।
মম দোষ নাহি কিছু শুন সভাজন॥
অস্থি হইতে নিদারুণ বজ্র জনমিল।
উপল হইতে লোহ উৎপন্ন হইল॥
কৈকেয়ী লক্ষ্মণ সীতা রামে দিল বন।
পাঠাইল পতি দেবে সুরেন্দ্র-ভবন॥
জগতে অযশ আর বৈধব্য লভিল।
সন্তাপ দারুণ শোক প্রজাগণে দিল॥
সুযশ সুরাজসুখ মোরে কৈল দান।
কৈকেয়ী করিল সর্ব্ব কার্য্য সমাধান॥
আমার সকল সাধ হইল পূরণ
বাকী আছে টীকা সবে কর সম্পাদন॥
লভিয়াছি জন্ম আমি কৈকেয়ী-জঠরে।
কি আছে অকার্য্য মম জগতভিতরে॥
সকল কামনা বিধি সমাধা করিল।
পৌরজনপদ এবে সহায় হইল॥
গ্রহবশ জনে যদি সন্নিপাত ধরে।
বৃশ্চিক দংশন করে তাহার উপরে॥
করাও যদ্যপি সুরা পান পুনর্ব্বার।
তার লাগি আছে বল কি ঔষধ আর॥
কৈকেয়ীসুতের যোগ্য হয় যেই গুণ।
আমাতে অর্পিল সব বিধাতা নিপুণ॥
রামের অনুজ দশরথের কুমার।
বিধাতা করিল ব্যর্থ সেই অহঙ্কার॥
সুযুক্তি বলিয়া সবে করিয়া বিচার।
চাহিতেছ দিতে মোরে এই রাজ্যভার॥
কি বিধানে সবাকারে দিব গো উত্তর।
কহিতেছ বাক্য যথা যার রুচিকর॥
কুমাতা সহিত মোরে করিয়া বর্জ্জন।
ভাল হ'বে কেন নাহি কহ এ বচন॥
মোরে ছাড়ি চরাচরে কেবা আছে আন।
যার প্রিয় নহে রাম প্রাণের সমান।
আমার দুর্দ্দিন নাহি কাহার দূষণ।
স্নেহবশে সবে মোরে করিছ যতন॥
রামের জননী মম দীনতা হেরিয়া।
কহেন লইতে রাজ্য করুণা করিয়া॥
বিবেকসাগর গুরু মোরে কৃপাবান্।
যাঁর করতলে বিশ্ব বদর সমান॥
তাঁর মতে হ'ল মম টীকা আয়োজন।
বিমুখ বিধাতা-সনে মোরে জগজন॥
ভুবনভিতরে বল কে এমন ধীর।
সীতা রামে হারাইয়া না হয় অস্থির॥
লোক নিন্দাতরে মোর নাহি কিছু ভয়।
পরলোকহেতু শোক নাহি কিছু ভয়।
এই একমাত্র দুঃখে দহিতেছে মন।
আমার কারণে সীতা রাম গেল বন॥
জীবনের লাভ ভাল পাইল লক্ষ্মণ।
সব ত্যজে সেবিল যে রামের চরণ।
রামে বন দিতে আমি জনম লভিনু।
কিছু মিথ্যা নাহি ইথে যথার্থ কহিনু॥
দাঁড়াইয়া সভাস্থলে ভরত কুমার।
সবারে বিস্তারি কহে দৈন্য আপনার॥
না করিলে রঘুবীর চরণ-দর্শন।
না হইবে হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ॥
না পাই দেখিতে আমি দ্বিতীয় উপায়
কে বুঝিবে মনভাব বিনা রঘুরায়॥
করিনু প্রতিজ্ঞা এই আপনার মনে।
যাইব প্রভাতে সীতারাম দরশনে॥
দুরাত্মা যদ্যপি আমি অপরাধী অতি।
সকল বিপদহেতু হইনু কুমতি॥
তথাপি চরণতলে লইলে শরণ।
করিবেন কৃপা মোরে কৃপানিকেতন॥
সরলস্বভাব প্রভু সুশীল সুজন।
স্নেহ ক্ষমা দয়া আদি গুণের সদন॥
অরির অহিত কভু না করেন রাম।
বালক সেবক আমি যদি হই বাম।
জানিয়া আমার ভাল সভাসদগণ।
আশীস আদেশ দেহ হয়ে হৃষ্টমন॥
আমার বিনয় শুনি জানি নিজ জন।
যেন ফিরি আসে রাম অযোধ্যাভবন

যদ্যপি কুমাতা হ'তে হইল জনম।
আমি শঠ দুরাচার পামর অধম॥
না ত্যজিবে প্রভু মোরে জানি নিজ জন।
কেবল ভরসা মম শ্রীরামচরণ॥
সভারে লাগিল প্রিয় ভরতবচন।
যেন রামপ্রেমসুধা হইল ক্ষরণ॥
আছিল বিয়োগবিষে সবে অচেতন।
শুনিয়া সঞ্জীব মন্ত্র কৈল জাগরণ॥
জননী সচিব গুরু মন্ত্রী গুরুজন।
হইল প্রেমের ভরে ব্যাকুলিত মন॥
ভরতের গুণ সবে করিছে বর্ণন।
যেন রাম প্রেমমূর্ত্তি করেছে ধারণ॥
না কহিবে কেন তাত ভরত এমন।
প্রাণের সমান তব কঞ্জ বিলোচন॥
জননীর কুটিলতা তোমার উপর।
আরোপ করিবে যেবা সেজন পামর॥
সেই দুরমতি কোটী পুরুষসমেত।
যাবে কল্পশত ভরি নরকনিকেত॥
অহি অবগুণ মণি না করে গ্রহণ।
গরল দারিদ্র দুখ সে করে হরণ॥
রামের নিকটে মোরা যাইব কানন।
করিলে ভরত ভাল মন্ত্র নিরূপণ॥
শোকসিন্ধু মাঝে সবে ডুবিতে আছিল।
সবার আশ্রয় তব মন্ত্রণা হইল॥
হইল সবার মনে আনন্দ প্রচুর।
ঘননাদ শুনি যথা চাতক ময়ুর॥
প্রভাতে করিবে সবে কাননে গমন।
করিল সবার হিয়া ভরত গ্রহণ॥
ভরতে নমিয়া শির মুনিরে বন্দিয়া।
ভবনে চলিল সবে বিদায় লাগিয়া॥
কহে পরস্পর হ'ল বড় কার্য্য আজ।
সাজিতে লাগিল সবে যাইবার সাজ॥
রহিল যে পুরে ঘর করিতে রক্ষণ।
তাহার হইল যেন মস্তক ছেদন॥
কেহ কহে কাহারে না রাখ এবে ঘরে।
লভিতে জীবনলাভ কে না বাঞ্ছা করে॥
হ'ক ছার খার সেই সম্পদ সদন।
সেই জ্ঞাতি বন্ধুজনে কিবা প্রয়োজন॥

রামপদ সরসিজ-দরশনতরে।
স্বভাবত সহায়তা সেই নাহি করে॥
ঘরে ঘরে সাজিতেছে বিবিধ বাহন।
রাম-দরশন লাগি হরষিতমন॥
ভরত যাইয়া গৃহে করিল বিচার।
এ নগর বাজি গজ ভবন ভাণ্ডার
শ্রীরামের আছে যত অমূল্য রতন।
যদি চলি যাই ত্যজি না করি যতন॥
পরিণামে মম তবে না হইবে হিত।
অবশ্য কর্ত্তব্য মম উপায় বিহিত॥
সেবকের স্বামিহিত কর্ত্তব্য সতত।
নাহি কিছু ক্ষতি অন্য দোষ দিলে শত॥
এত বিচারিয়া ডাকি সেবক সজ্জন।
যে না করে স্বপনেও ধরম লঙ্ঘন॥
ধরম মরম সব বিবরি কহিল।
যোগ্যতা বুঝিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিল॥
করিতে যতনে রক্ষা প্রদানি আদেশ।
কৌশল্যাভবনে কৈল ভরত প্রবেশ॥
মাতারে কাতরা দেখি ভরত সুজন।
কহে সাজাইতে শীঘ্র যান সুখাসন॥
হ'ল চমকিত যত অন্তঃপুরজন।
যাইবে করিতে প্রাতে রাম দরশন।
আনন্দে জাগিয়া সবে নিশি পোহাইল
প্রভাতে ভরত উঠি সচিবে কহিল॥
সঙ্গে লহ তিলকের যত আয়োজন
রাম-অভিষেক বনে হ'বে সম্পাদন॥
আজ্ঞা শিরে ধরি মন্ত্রী চলিল ত্বরিত।
করিল তুরগ রথ গজ সুসজ্জিত॥
অরুন্ধতীসনে ল'য়ে অনল-সমাজ।
প্রথমে চড়িল রথে গুরু মুনিরাজ॥
নানা যানে বিপ্রগণ করি আরোহণ।
চলিল তেজের নিধি যত তপোধন॥
নিজ নিজ যানে চড়ি যত পুরজন।
চিত্রকূটগিরি-দিকে করিল গমন॥
শিবিকা সৌন্দর্য্য নারি করিতে বর্ণন।
তাহে আরোহিয়া চলে মহিষীর গণ॥
শুচি সেবকের করে নগর সঁপিয়া।
সাদরে সবারে আগে যাইতে কহিয়া॥

সীতারাম-শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ।
সানুজ ভরত চলে চিত্রকূটবন॥
রামদরশন-আশে চলে নর নারী।
যথা গজ গজবধূ লক্ষ লক্ষ সারি॥
দুই ভাই মনমাঝে বিচারি তখন।
পদব্রজে বনপথে করিল গমন॥
হেরিয়া বিস্ময় যুত সকলে হইল।
হয় গজ রথ ত্যজি হাঁটিয়া চলিল॥
ভরতসমীপে রাখি আপন বাহন।
রামের জননী কহে মধুর বচন॥
রথের উপরে তাত কর আরোহণ।
নতুবা পাইবে দুখ যত পরিজন॥
তুমি হাঁটি গেলে সবে হাঁটিয়া যাইবে।
সবে ভৃশ পথশ্রম সহিতে নারিবে॥
মস্তকে ধরিয়া আজ্ঞা চরণ বন্দিল।
সানুজ ভরত রথোপরে আরোহিল॥
তমসার তীরে সবে রজনী যাপিল।
গোমতীর তীরে পররাত্রি কাটাইল॥
করিয়া সকলে ভোগ সুখের বর্জ্জন।
রামের উদ্দেশে ব্রত করিল ধারণ॥
না করে দিবসে কেহ আহার গ্রহণ।
নিশা-সমাগমে করে ফল-মূলাশন॥
প্রভাত হইলে সবে গমন করিল।
শৃঙ্গবেরপুর ক্রমে নিকট হইল॥
নিষাদ পাইয়া তবে সব সমাচর।
বিষণ্ণ হইয়া মনে করিছে বিচার॥
কিহেতু ভরত বনে আগমন করে॥
আছে কি কুটিল ভাব তাহার অন্তরে॥
কপটতা যদি তার না থাকিত মনে।
তবে কি লইত সঙ্গে যত সেনাগণে॥
ভেবেছে সানুজ রামে করিয়া নিধন।
অকণ্টক মহারাজ্য করিবে গ্রহণ॥
নাহি জান রাজনীতি ভরত কুমার।
জীবনের নাশ আর কলঙ্ক তোমার॥
সুরাসুর মিলি যদি আসে জুঝিবারে।
তথাপি জিনিতে রণে রামে নাহি পারে॥
ভরতের আচরণে কি আছে বিস্ময়।
বিষবৃক্ষে সুধাফল কখন কি হয়॥

গুহক কহিল তবে জ্ঞাতিগণসনে।
সজাগ হইয়া সবে থাকহ এক্ষণে॥
সসৈন্য ভরতে এবে কর নিবারণ।
করহ জাহ্নবীজলে তরণী মগন॥
সাবধানে কর সবে ঘাটের রক্ষণ।
মরণের সাজ সবে করহ ধারণ॥
তোমরা ভরতসনে কর আজি রণ।
না দিবে যাইতে পার থাকিতে জীবন॥
সমরে মরণ পুন জাহ্নবীর তীর।
শ্রীরামের কার্য্য ক্ষণভঙ্গুর শরীর॥
ভরত রাঘবানুজ মোরা নীচ নর।
বড় ভাগ্যে পাইলাম এরূপ সমর॥
করিব দুরন্ত রণ প্রভুহিতত্তরে।
লভিব বিমল যশ ভুবনভিতরে॥
ত্যজিব জীবন করি স্তব রঘুবরে।
আনন্দ মোদক দেখ আমাদের করে॥
সাধুর সামাজে যেবা না হয় গণিত।
শ্রীরামের ভক্ত বলি না হয় কথিত॥
জীবন থাকিতে শব সে মহীর ভার।
সে জননী সুযৌবনতরুর কুঠার॥
এমতে নিষাদপতি হ'য়ে হরষিত।
আপনার সেনাগণে করে উত্তেজিত॥
স্মরণ করিয়া হৃদে শ্রীরামচরণ।
আনিতে কহিল নিজ শর শরাসন॥
ভাই সব ত্বরা করি করহ সাজন।
রাজাজ্ঞা শুনিয়া সবে করে আস্ফালন।
যে আজ্ঞা বলিয়া সবে স্বীকার করিল।
এক জন অপরের কোপ বাড়াইল॥
যূথে যূথে গুহবল করিছে গমন।
সবে করে অসুরের বিক্রম ধারণ॥
রামের চরণপদ্ম করিয়া স্মরণ।
রণসাজে সাজি করে ধনুক ধারণ॥
অঙ্গুলি অঙ্গুলিত্রাণ শিরে শিরস্ত্রাণ।
ধরিল সূক্ষ্মাগ্র বাঁশ শৈলের সমান॥
প্রত্যেক সেনানী নিজ সেনা সাজাইয়া।
নিষাদপতির আগে দিল চালাইয়া॥
সজ্জিত স্ববল গুহ করি দরশন।
সবার সম্মা তবে করিল বর্দ্ধন॥

আজি ঘটিবেক ভাই ভয়ঙ্কর রণ।
করহ অতুল যশ জগতে স্থাপন॥
শুনিয়া সরোষে কহে যত বীরগণ।
অধীর না হও নাথ নিষাদরাজন্॥
রামের প্রতাপে প্রভু তব পরিজন।
করিবে ভরতচমূ অবশ্য নিধন।
কেহ নাহি পিছাইবে থাকিতে জীবন।
হইবে ভূতল ছিন্নমস্তকে পূরণ॥
এবাক্য নিষাদপতি করিয়া শ্রবণ।
রণবাদ্য বাজাইতে কহিল তখন॥
হেনকালে বামে হাঁচি-শবদ হইল।
হেতুজ্ঞ পণ্ডিত শুনি গুহকে কহিল॥
এক বৃদ্ধ কহে তবে বিচারি লক্ষণ।
ভরতের সনে সন্ধি না হইবে রণ।
যেতেছে ভরত রামে আনিতে ভবন।
না হ'বে বিগ্রহ হ'বে অবশ্য মিলন॥
শুনি গুহ কহে বৃদ্ধ যথার্থ কহিলে।
অনুতাপ হয় কার্য্য সহসা করিলে॥
ভরতস্বভাব-শীল নিশ্চয় না জানি।
প্রবেশ করিলে রণে হইবেক হানি॥
অবরোধ কর ঘাট সকলে মিলিয়া।
পশ্চাতে করিব কার্য্য মরম বুঝিয়া॥
অরি মিত্র উদাসীন বুঝিব যেমন।
উপায় করিব মোরা তখন তেমন॥
বৈরতা পীরিতি নাহি রহিবে গোপন।
অবশ্য বুঝিব মোরা ভরতের মন॥
এত বিচারিয়া গুহ ভেট সাজাইল।
কন্দমূল ফল খগ মৃগ আনাইল॥
দধি দুগ্ধ রোহিতাদি মৎস্য পুরাতন।
ভারে ভরি চলে ল'য়ে কাহারের গণ॥
সাজিয়া সন্ধির সাজ হ'ল অগ্রসর।
হইল মঙ্গল চিহ্ন দৃষ্টির গোচর॥
দূর হ'তে দেখি গুহ কহি নিজ নাম।
মুনিবরে করপুটে করিল প্রণাম॥
মুনি রামপ্রিয় জানি করিল আশীস।
সব বিবরণ কহে ভরতে মুনীশ॥
রামসখা শুনি করি রথ পরিত্যাগ।
ভরত উতরি চলে সহ অনুরাগ॥

গুহ গ্রাম জাতিনাম করি উচ্চারণ।
লোটাইয়া ভূমে শির করিল বন্দন॥
ভরত ধরিয়া তারে হৃদয়ে লইল।
লক্ষ্মণের সনে যেন মিলন হইল॥
হেরি অতি প্রীতিসহ ভরতমিলন।
ধন্য ধন্য ধ্বনি করে যত সুরগণ॥
লোক বেদমতে নীচ জাতিতে গণন।
যার ছায়া পরশিলে কর্ত্তব্য মজ্জন॥
তারে রামানুজ কোলে করিল গ্রহণ।
হইল সকল অঙ্গ পুলকে পূরণ॥
আলস্য বরঞ্চে যেবা কহি রাম রাম।
অশেষ কলুষ নাশি পায় সে বিশ্রাম॥
শ্রীরাম ইহারে কোলে করিয়া ধারণ।
করিলা কুলের সহ জগত পাবন॥
কর্ম্মনাশা জল যদি জাহ্নবীতে পড়ে।
তাহার নিকটে শির কে না নত করে॥
উলটা করিয়া জপ করি রামনাম।
হইল বাল্মীকিমুনি মহাপুণ্যধাম॥
শ্বপচ শবর কোল কিরাত যবন।
সুপবিত্র হয় করি রামের স্মরণ॥
এ নহে আশ্চর্য্য যুগে যুগে আছে খ্যাত।
না করিল রঘুবীর কাহারে বিখ্যাত।
নামের মহিমা করে দেবতা কীর্ত্তন।
শুনি সুখ লাভ করে অযোধ্যার জন
রামসখা সনে মিলি ভরত সপ্রেম।
সাদরে পুছিল তারে সংসারের ক্ষেম।
হেরি ভরতের শীল স্বভাব সনেহ।
হইল নিষাদরাজ সেকালে বিদেহ॥
পুলকিততনু মনে আনন্দ বাড়িল।
ভরতের মুখশশী দেখিতে লাগিল॥
ধৈর্য্য ধরি পুনরপি বন্দিলা চরণ।
দুই কর জুড়ি করে সপ্রেম স্তবন॥
শুভমূল পাদপদ্ম করি দরশন।
অধুনা হইনু আমি কুশলভাজন॥
এবে অনুগ্রহ প্রভু লভিয়া তোমার।
শতকোটি কুল পূত হইল আমার॥
আমার করমকুল অন্তরে বুঝিয়া।
প্রভুর মহিমা মনে বিচার করিয়া॥

শ্রীরামচরণ যেবা না করে ভজন।
আপনারে করে সেই জগতে বঞ্চন॥
কুজাতি কপটী আমি কুশীল কুমতি।
লোকবেদ-বিগর্হিত দুরাচার অতি॥
যেদিন করিলা রাম আমারে আপন।
হইনু সে দিন হ'তে ভুবনভূষণ॥
হেরি প্রীতি সুবিনয় করিয়া শ্রবণ।
লক্ষ্মণ-অনুজ গুহে দিল আলিঙ্গন॥
নিষাদ আপন নাম করিয়া কীর্ত্তন।
সাদরে মহিষীগণে করিল বন্দন॥
আশীস করিলা জানি লক্ষ্মণ সমান।
বাঁচিয়া থাকহ লক্ষবৎসরপ্রমাণ॥
নিষাদে হেরিয়া সুখী হ'ল পুরজন।
যেন আসি উপস্থিত হইল লক্ষ্মণ॥
সেকালে জীবনলাভ গুহক লভিল।
ভরত প্রসারি বাহু তারে কোল দিল।
লোকমুখে শুনি নিজ ভাগ্যের বর্ণন।
নিষাদ হইল অতি আনন্দিতমন॥
সেবকসকলে তবে ইঙ্গিত করিল।
তারা গিয়া তরুতলে বাস বানাইল॥
শৃঙ্গবেরপুর যবে ভরত হেরিল
প্রেমবশে সব অঙ্গ শিথিল হইল॥
নিষাদের কান্ধে হাত ভরত অর্পিল।
সনেহ বিনয় যেন মূরতি ধরিল॥
সবল ভরত অগ্রে করিয়া গমন।
ভুবনপাবনী গঙ্গা করিল দর্শন॥
রাম ঘাটে সমাদরে করিল প্রণাম।
মনে ভাবে তথা যেন পাইল শ্রীরাম॥
প্রণাম করিল যত নরনারীগণ।
হেরি ব্রহ্মময় বারি প্রমুদিতমন॥
স্নান করি করপুটে কহে গঙ্গাসনে।
যেন প্রীতি থাকে মাত শ্রীরামচরণে॥
ভরত কহিল মাত তব তীররেণু।
সেবকের সুখ-শুভপ্রদ সুরধেনু॥
সীতারাম-পাদপদ্মে সহজ ভকতি।
কৃপা করি দেহ দেবি করি গো প্রণতি।
যথা বিধি সমাপিয়া মজ্জন তর্পণ।
ভরত গুরুর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ॥

জননীগণের স্নান সমাপ্ত জানিয়া।
গেল তীরে তরুতলে তাঁদেরে লইয়া॥
যথা যথা পুরজন করে অবস্থান।
লইল ভরত গিয়া সবার সন্ধান॥
প্রথমত গুরুসেবা করি সমাপন।
শ্রীরামজননীপাশে করিল গমন॥
সকল মাতার করি পাদ সম্বাহন।
তাঁদের পথের শ্রম কৈল নিবারণ॥
নিজ করে সখাকর ধারণ করিল।
স্নেহভরে সব অঙ্গ শিথিল হইল॥
ভরত কহিল আমি সে স্থান দেখিব।
নয়ন-মনের জ্বালা নির্ব্বাণ করিব॥
যথা সীতারাম নিশা করিলা যাপন।
কহিতে কহিতে হ'ল সজললোচন॥
এবাক্য শুনিয়া গুহ বিষণ্ণ হইল।
ত্বরিত ভরতে তথা লইয়া চলিল॥
সে শিংশপাতরুমূল গুহ দেখাইল।
সীতাসনে যথা রাম বিশ্রাম করিল॥
সে স্থান ভরত হেরি স্মরিয়া শ্রীরাম।
প্রেমভরে সমাদরে করিল প্রণাম॥
রামের কুশের শয্যা করি দরশন।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি করিল বন্দন॥
চরণরেখার পরে আঁখি লাগাইল।
না পারি কহিতে যত আনন্দ পাইল।
দুই চারি স্বর্ণখণ্ড দেখিতে পাইয়া
সীতাসম জানি শিরে লইল ধরিয়া॥
গলানি হৃদয়ে অতি সজলনয়ন।
ভরত সখারে কহে মধুর বচন।
জানকীবিরহে স্বর্ণখণ্ড দ্যুতিহীন॥
যেমত কোশলপুর বিরহে মলিন।
সীতার জনকে দিব তুলনা কাহার।
করতলে ভোগ যোগ জগতে যাঁহার॥
ভানুকুলভানু যার শ্বশুর ভূপাল।
যাঁর ঈর্ষা করে সদা সুরপুরপাল॥
প্রাণনাথ রঘুনাথ কঞ্জ বিলোচন।
শ্রুতি না করিতে পারে যা নিরূপণ॥
পতিব্রতা শিরমণি জানকী সুন্দরী।
শয়ন করিল ভূমে কুশের উপরি॥

হেরি না হইল মম বিদীর্ণ হৃদয়।
কুলিশ-অধিক ইহা কঠিন নিশ্চয়॥
লালনের যোগ্য প্রিয় অনুজ লক্ষ্মণ।
না হইল হেন ভাই হবেনা কখন॥
পুরজন প্রিয় পিতা মাতার দুলার।
রাম জানকীর প্রাণ হইতে পিয়ার॥
স্বভাবতঃ সুকুমার মূরতি মোহন।
না লাগিল কভু পায়ে উষ্ণ সমীরণ॥
দারুণ বিপত্তিবশে বনে বাস করে।
আমার হৃদয় কোটীকুলিশে নিদরে॥
জনমি করিল রাম বিশ্ব উজাগর।
রূপ শীল বল সুখ গুণের সাগর॥
জনক জননী গুরু বন্ধু পুরজন।
সবারি হৃদয় রাম করিল রঞ্জন॥
অরিও রামের গুণ করে প্রশংসন।
মনোহর প্রিয় বাক্য বিনয় মিলন॥
অনন্ত শারদা আর শেষ অগণন।
না পারে করিতে যার গুণের গণন।
সুখের স্বরূপ রাম আনন্দনিধান।
শয়ন করিল কুশে বিধি বলবান্॥
শ্রবণে কাহার দুঃখ রাম না শুনিল।
জীবন তরুর মত নৃপতি রাখিল॥
পলক নয়নে ফণী মণরে যেমত।
রাখিত জননীগণ যাঁহারে সতত॥
নাহি পদত্রাণ বনে সে করে ভ্রমণ।
কন্দ মূল ফল ফুল করিয়া ভোজন॥
কেকয়নন্দিনী ধিক্ অমঙ্গলমূল।
মম প্রাণপ্রতিমের তুই প্রতিকূল॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ এ পাপজীবনে।
হইল বিপদ সব যাহার কারণে॥
কুলের কলঙ্ক করি সৃজিল বিধাতা।
প্রভুদ্রোহাচারী মোরে করিল কুমাতা॥
এ বিলাপবাণী শুনি কহিল নিষাদ।
কেন কর তুমি নাথ এ বৃথা বিষাদ॥
তুমি হে রামের প্রিয় তব প্রিয় রাম।
নাহি কার দোষ বিধি হইল যে বাম॥
নাহি কেহ রামপ্রিয় অধিক তোমার।
একবার নহে কহি কহি শতবার॥

পরিণামে শুভফল হইবে জানিয়া।
শান্তি লাভ কর হৃদে ধৈরয ধরিয়া॥
অন্তর্যামি প্রভু রাম কৃপা-আয়তন।
বিশ্রাম করহ গিয়া দৃঢ় করি মন॥
সখাবাক্য শুনি ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।
চলিল ভরত স্মরি শ্রীরামচরণ॥
শৃঙ্গবেরপুরজন সন্ধান পাইয়া।
হেরিতে ভরতে সবে আইল ধাইয়া॥
প্রদক্ষিণ করি সবে করিল বন্দন।
কৈকেয়ীর পরে করে গালি বরিষণ॥
শোকজল পরিপূর্ণ সবার লোচন।
বিপরীত বুঝি দিল বিধিরে দূষণ॥
ভরতের স্নেহ প্রেম কেহ বাখানিল।
ধন্য নৃপতির প্রেম কেহ বা কহিল॥
নিন্দি আপনারে ধন্য কহিল নিষাদ।
কে বর্ণিতে পারে সেই বিমোহ বিষাদ॥
এমতে করিল সবে রাত্রি জাগরণ।
প্রভাতে আনিল নৌকা নিষাদের গণ॥
প্রথমে নৌকায় গুরুদেবে উঠাইল।
পরে মাতৃগণে ধরি তাহাতে তুলিল॥
ভরত সবার শেষে গমন করিল।
চারিদণ্ডমাঝে সবে পরপারে গেল॥
প্রাতঃক্রিয়া করি বন্দি মাতার চরণ।
ভরত করিল গুরুচরণ বন্দন॥
যাইতে নিষাদগণে অগ্রে আজ্ঞা দিল।
পশ্চাতে আপনসেনা যাইতে কহিল॥
আগে আগে গুহসৈন্য চলিতে লাগিল।
জননী-শিবিকা সব পশ্চাতে চলিল॥
তাদের রক্ষার ভার অনুজে সপিল।
বিপ্রবৃন্দ সহগুরু গমন করিল॥
আপনি গঙ্গারে করি সাদরে প্রণাম।
স্মরিল লক্ষ্মণ সহ শ্রীজানকী-রাম॥
যাইবারে পদব্রজে সুবিধা পাইল।
পশ্চাতে সেবক অশ্ব লইয়া চলিল॥
কহে প্রভুভক্ত ভৃত্য তাঁরে বারম্বার।
তুরগ-উপরে দেব হও হে সোয়ার॥
পদব্রজে প্রভু মম প্রবেশিলা বন।
আমার উচিত নহে অশ্বে আরোহণ।

কর্ত্তব্য গমন শিরে ভর দিয়া মোর।
সেবকের ধর্ম্ম হয় অতীব কঠোর।।
দেখিয়া ভরতগতি শুনিয়া বচন।
দুঃখিত হইল অতি সেবকের গণ।।
তৃতীয় প্রহর যবে হইল অতীত।
ভরত প্রয়াগকূলে হ'ল উপনীত॥
সীতারাম সীতারাম কহে নিরন্তর।
উমগি উমগি প্রেমে হয় অগ্রসর॥
চরণের তলে ব্রণ শোভিছে কেমন।
শিশিরের কণা শোভে কমলে যেমন।
আইল ভরত বনে পদব্রজে আজ।
হইল দুঃখিত দেখি সকল সমাজ॥
সবে করিয়াছে স্নান খবর লইল।
ত্রিবেণীর তটে আসি প্রণাম করিল॥
যথাবিধি সিতাসিত নীরে করি স্নান
আদর করিয়া দিল মহীসুরে দান॥
ভরত নিরখি শ্যাম ধবল হিলোর।
পুলকশরীরে করে দুইকর জোড়॥
সর্ব্বকামপ্রদ তুমি তীর্থের প্রধান।
তোমার মহিমা করে শ্রুতিগণ গান॥
ভিক্ষা মাগি ত্যজি আমি আপন ধরম।
আপদের কালে কে না করে কুকরম॥
জানিয়া বিপদ মম তীর্থের প্রবর।
কৃপা করি কর দান মনমত বর॥
নাহি চাহি ধর্ম্ম অর্থ কিম্বা কাম আন।
না চাহি ত্রিদিবে বাস কিম্বা সে নির্ব্বাণ
জন্ম জন্ম রাম-পদে থাকে যেন রতি।
দেহ এইবর মোরে তীর্থকুলপতি॥
আমারে কুটিল বলি শ্রীরাম জানিল
গুরুদ্রোহী বলি মোরে জগত বুঝিল
সীতারাম-পাদ-পদ্মে মম মন লীন।
তব অনুগ্রহে যেন রহে অনুদিন॥
চাতক জলদে বারি অবিরত চায়।
ভাগ্যক্রমে কভু পায় কভু বা না পায়।
তথাপি চাতকপ্রেম হ্রাস নাহি হয়।
নব অনুরাগে নিত্য বাড়ে অতিশয়॥
ত্রিবেণী ভরত বাণী করিয়া শ্রবণ।
গগন হইতে কহে মধুর বচন॥

ভরত সুশীল তুমি সাধু শুদ্ধমতি।
শ্রীরামচরণে তব অসীম ভকতি॥
গ্লানি পরিত্যাগ করি সুস্থ কর মন।
তব সম রামপ্রিয় নাহি কোনজন॥
ত্রিবেণীর বাণী যবে ভরত শুনিল।
পুলকে পূরিল অঙ্গ হিয়া হরষিল॥
ধন্য হে ভরত ধন্য কহি দেবগণ।
তাঁহার উপরে করে কুসুম বর্ষণ॥
আনন্দ পাইল যত তীরথনিবাসী।
বটু বৈখানস মুনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী॥
দশ পাঁচ জনে মিলি পরস্পর কহে।
ভরতের স্নেহ শীল আরোপিত নহে॥
রামানুজ শুনি রাম-গুণগণ-গান।
ভরদ্বাজ-মুনিপাশে করিল প্রয়াণ॥
ভরত প্রণাম করে হেরি মুনিবর।
ভাবে এ হইবে মম ভাগ্য মূর্ত্তিধর॥
ধাইয়া করিল গিয়া হৃদয়ে ধারণ।
করিল কৃতার্থ কহি অশীস বচন॥
আশ্রমে আনিয়া দিল বসিতে আসন
বসিল ভরত বন্দি মুনির চরণ॥
জিজ্ঞাসিব কিছু কিন্তু শোকান্বিত মন।
হেরিয়া স্বভাব শীল কহে তপোধন॥
শুনহ ভরত জানি সব বিবরণ।
খণ্ডন না হয় কভু বিধির লিখন॥
হৃদয়ের গ্লানি তুমি করহ বর্জ্জন।
না কর কৈকেয়ী'পরে দোষ আরোপণ
আপন ইচ্ছায় দেবী কিছু না কহিল।
ভারতী হৃদয়ে বসি তাঁরে কহাইল॥
তোমার বিমল যশ যে জন শুনিবে।
বিনাশি অশেষ পাপ বিশুদ্ধ হইবে॥
তোমারে নৃপতি রাজ্য প্রদান করিল।
লইলে তোমার কিছু দোষ নাহি ছিল॥
লোকবেদাচারে ইহা সুসম্মত হয়
যারে পিতা রাজ্য দেন সেই তাহা লয়॥
হ'ল রামবনবাস অনর্থের মূল।
সমগ্রবিশ্বের বক্ষে বিদ্ধ হ'ল শূল॥
হইয়া ভাবীর বশ রাণী জ্ঞানহীনা।
করিলা কুচালি এবে হইল সুদীনা॥

কিছুমাত্র অপরাধ ইহাতে তোমার।
আরোপ করিবে যে সে অধম অসার ॥
লইলে রাজ্যের ভার না হইত দোষ।
শুনিয়া করিত লাভ শ্রীরাম সন্তোষ ॥
করিলে ভরত তুমি সাধু আচরণ।
রামে লইবারে বনে করি আগমন ॥
রামপদ-সরসিজে অমলা ভকতি।
সর্ব্ব শুভহেতু হরে দারুণ দুর্গতি ॥
সেই রামচন্দ্র তাত তব ধন প্রাণ।
ভূরিভাগ্য আছে কেবা তোমার সমান ॥
তব ব্যবহারে মম নাহিক বিস্ময়।
তুমি রামানুজ দশরথের তনয় ॥
শুন হে ভরত আমি জানি রামমন।
তব সম প্রিয় তাঁর নহে অন্য জন ॥
আমার আশ্রমে রাম জানকী লক্ষ্মণ।
সারা নিশা তব গুণ করিল বর্ণন ॥
করিতে আছিল যবে প্রয়াগে মজ্জন।
তব অনুরাগে রাম হইলা মগন ॥
নহেক অধিক ইহা রামের বড়ায়।
ভরত প্রণত-জন-পাল রঘুরায় ॥
এবে শুন মম মত মহা ভাগ্যবান।
ধরিয়াছ তনু রামপ্রেম-মূর্ত্তিমান্ ॥
কলঙ্ক বলিয়া তুমি ভাবিছ অন্তরে।
এঘটনা আমাদের উপদেশতরে ॥
রামের ভকতিরস পুষ্টির কারণ।
ঘটাইল বিধি এই বিচিত্র ঘটন ॥
নব বিধু সুবিমল যশ তাত তোর।
রাঘবকিঙ্কর ইথে কুমুদ চকোর ॥
না হইবে অস্ত সদা উদিত রহিবে।
হ্রাস না পাইবে নিত বাড়িতে থাকিবে ॥
কোক বিলোকিয়া অতি আনন্দ পাইবে।
প্রভুর প্রতাপ-রবি-ছবি না হরিবে ॥
দিবা নিশি নিত্য সুখ সবাকারে দিবে।
কৈকেয়ীকরণ রাহু এরে না গ্রাসিবে ॥
নিরন্তর-রামপ্রেম পীযুষে পূরিত।
গুরু অপমান দোষে না হবে দূষিত ॥
রামভক্তি-সুধা-ধারা হইবে ক্ষরণ।
করিবে সুলভে মর্ত্ত্য জন আস্বাদন ॥

ভগীরথ সুরধুনী করি আনয়ন।
করিল ভূতলে সর্ব্ব শুভ বিতরণ ॥
দশরথ-গুণগণ কে কহিতে পারে।
সমান অধিক তাঁর কে জগমাঝারে ॥
হইলা প্রকট যাঁর ভক্তি বশে রাম।
হরের হৃদয় যাঁর সুখময় ধাম।
রাখিলে বিমল যশ বিধু মহামতি।
যথা রামপ্রেম মৃগ করিবে বসতি ॥
অন্তরের গ্লানি তাত এবে দূর কর।
পাইয়া পরশমণি দারিদ্রেরে ডর ॥
শুনহ ভরত আমি মিথ্যা নাহি কহি।
উদাসী তাপস সদা বনমাঝে রহি ॥
সব সাধনের ফল করেছি লভন।
লক্ষ্মণ জানকী রামে করি দ শন।
সে সবার ফল তাত দর্শন তোমার।
সমগ্র প্রয়াগ সহ সৌভাগ্য আমার ॥
ধন্য হে ভরত তুমি লভিলে সুযশ।
এত কহি প্রেমে মগ্ন হইল তাপস ॥
হর্ষে সভাসদ শুনি মুনির বচন।
সাধু কহি সুর করে কুসুম বর্ষণ ॥
ধন্য ধন্য ধ্বনিপূর্ণ প্রয়াগগগন।
শুনিয়া ভরত মুনি আনন্দে মগন ॥
হৃদে সীতা রাম তনু পুলকে পূরণ।
প্রেমজলে আচ্ছাদিত যুগল নয়ন ॥
করপুটে করি ঋষিমণ্ডলে বন্দন।
ভরত গদগদ বাক্য করে উচ্চারণ ॥
মুনির সমাজ আর তীর্থের প্রধান।
কর্ত্তব্য না হয় হেথা শপথ প্রমাণ।
হেথা আরোপিত কথা যে করে বয়ান।
নাহিক জগতে পাপী তাহার সমান ॥
অন্তরের কথা কহি সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
আত্মারাম রাম করে হৃদয় দর্শন ॥
নাহি শোক কিছু মম মাতৃ-আচরণে।
কিছু দুখ নাহি লোকনিন্দার কারণে ॥
নাহি ভয় যদি হয় নাশ পরলোক।
পিতার মরণতরে নাহি মম শোক ॥
সুকৃত সুযশে যাঁর পূর্ণ ত্রিভুবন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যাঁর যুগল নন্দন ॥

রামের বিরহে কৈল প্রাণ বিসর্জ্জন।
হেন নৃপতির তরে কি শোক-কারণ॥
বিনা পদত্রাণে রাম জানকী লক্ষ্মণ।
মুনি বেশ ধরি বনে করিছে ভ্রমণ॥
অজিন বল্কল বাস ফল মূলাশন।
কুশপাত বিছাইয়া ভূতলে শয়ন॥
তরুতলে বসি দুখ সহে নিরন্তর।
আতপ বর্ষণ হিম বায়ু খরতর॥
এ দারুণ দুখে মম দহিছে হৃদয়।
নাহি ক্ষুধা দিনে নিদ্রা নিশাতে না হয়॥
এ ব্যাধি-ঔষধ কিছু নাহিক ভুবনে।
খুজিয়া দেখিনু আমি বিশ্ব মনে মনে॥
কুমতি জননী বড় অঘ ঘটাইল।
কুঠারের মত হিত আমার করিল॥
কল্পিত কুকাঠে কৈল কুযন্ত্র গঠন।
অযোধ্যায় রোপি কৈল কুমন্ত্র পঠন॥
আমার লাগিয়া এই কুচালি খেলিল।
এ জগত বিড়ম্বিত যাহাতে হইল॥
এ কুযোগ মিটে যদি আসে রঘুরায়।
নতুবা ইহার অন্য নাহিক উপায়॥
ভরতবচনে মুনি আনন্দ পাইল
ধন্য ধন্য ধন্য বলি প্রশংসা করিল॥
এবে তাত কর তুমি শোক বিসর্জ্জন।
দূরে যাবে দুঃখ হেরি শ্রীরামচরণ॥
প্রবোধি ভরতে মুনি কহে জ্ঞানবান্।
তুমি হে অতিথি মম প্রাণের সমান॥
কন্দ মূল ফল ফুল মধুর অশন।
কৃপা করি মম গৃহে করহ গ্রহণ॥
গুরুবাক্য গুরুতর ভরত বুঝিয়া।
করপুটে কহে তবে চরণ বন্দিয়া॥
শিরে ধরি তব আজ্ঞা করিব পালন।
আমার পরম ধর্ম্ম শুন তপোধন॥
ভরতের বাক্যে মুনি সন্তুষ্ট হইল।
বিশ্বাসী সেবক শিষ্যে নিকটে ডাকিল॥
ভরত-আতিথ্য আমি চাহি করিবারে।
কন্দ মূল ফলফুল যাহ আনিবারে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া সবে মস্তক নমিল।
নিজ নিজ কার্য্যে তারা গমন করিল॥

মুনি ভাবে নৃপসুতে কৈনু নিমন্ত্রণ।
কর্ত্তব্য তেমন পূজা দেবতা যেমন॥
স্মৃতিমাত্রে অণিমাদি করি আগমন।
কহে কিবা আজ্ঞা আছে করিতে পালন॥
রামের বিরহে দীন ভরত কুমার।
আতিথ্য করিয়া শ্রম দূর কর তাঁর॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি মুনিবাক্য মস্তকে ধরিল।
আপন সৌভাগ্য বলি মানিয়া লইল।
সিদ্ধি সমুদয় তবে কহে পরস্পর।
অতুল অতিথি বিশ্বে ভরত সুন্দর॥
করিব মুনির পদ বন্দি মোরা আজ।
যাহে সুখী হয় রাজকুমার-সমাজ॥
এত কহি বহু গৃহ করিল রচন।
যাহা হেরি লাজ পায় দেবেন্দ্রভবন॥
ভূরি ভূরি ভোগ ভূতি করিল স্থাপন।
যাহা হেরি লুব্ধ হয় অমরের মন॥
শত শত দাস দাসী সৃজন করিল।
আজ্ঞা পালিবারে যারা সতর্কে রহিল।
সুখদ সুন্দর বাস সবাকারে দিল।
রুচি অনুসারে সবে দেখিয়া লইল॥
তপোবনে মুনিবর সৃজিল বিভব।
বিস্মিত হইল হেরি কমলসম্ভব॥
মুনির প্রভাব যবে ভরত দেখিল।
লঘু লোকপতি-লোক সকল ভাবিল॥
সুখের সমাজ নারি করিতে বর্ণন।
হেরিয়া বিরত জ্ঞানী হয় বিসরণ॥
বসন বিতান কত আসন শয়ন।
নানা মৃগ বিহঙ্গম কুসুম কানন॥
গন্ধযুত ফুল ফল অমিয় সমান।
নিরমল জলাশয় বিবিধ বিধান॥
সুধার অধিক মিষ্ট পানীয় ভোজন।
নেহারি বিস্ময়পূর্ণ সবাকার মন॥
বনিতা চন্দন স্রক্ ভোগ সমুদয়।
সবার হইল হেরি হরষ বিস্ময়॥
সিদ্ধিগণ-সৃষ্ট ঋদ্ধি চক্রবাকী সনে।
নৃপসুত চক্রবাকে আশ্রম কাননে॥
রাখিল পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া পোষণ।
হইলে রজনী গতা করিল মোচন॥

প্রভাতে ভরত করি প্রয়াগে মজ্জন।
সসমাজ মুনিবরে করিল বন্দন ॥
ঋষির আশীস আজ্ঞা মস্তকে রাখিয়া।
পুনঃপুন দণ্ডবত বিনয়ে করিয়া ॥
পুরজন পরিজনে করিয়া প্রেরণ।
চিত্রকূটগিরিমুখে করিল গমন ॥
রামসখা নিষাদের কান্ধে হাত দিল।
তনু ধরি ভক্তি যেন চলিতে লাগিল ॥
নাহি পদত্রাণ শিরে নাহি আচ্ছাদন।
ধরম নিয়ত ব্রত করেছে ধারণ ॥
লক্ষ্মণ জানকী রাম-পথবিবরণ।
মধুর বচনে গুহ করিছে কীর্ত্তন ॥
রামবাস-তরুতল করি বিলোকন।
অনুরাগভরে তথা রহে কিছুক্ষণ ॥
দেখি দশা সুরকুল বরষিছে ফুল।
হইল মৃদুল বনপথ অনুকূল ॥
জলদ করিয়া ছায়া তাপ নিবারিল।
ত্রিবিধ পবন অঙ্গ শীতল করিল ॥
অদ্য বনপথ যথা হ'ল সুখময়।
রামের গমনকালে তেমত না হয় ॥
স্থাবর চেতন যত জীব বনে ছিল।
যাহারা ভরতে বনপথে নিরখিল ॥
করিবে তাহারা অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন।
ভবরোগ-মহৌষধ ভরত দর্শন ॥
নহে ইহা ভরতের আশ্চর্য্য কথন।
যাঁহারে হৃদয়ে রাম করেন চিন্তন ॥
একবার রামনাম যেই জন লয়।
অনায়াসে ভবনিধি সেই পার হয় ॥
ভরত রামের প্রিয় পুন লঘু ভ্রাতা।
কেন না হইবে পথে সর্ব্বশুভদাতা ॥
করেছে নির্ণয় সিদ্ধ সাধু মুনিবর।
ভরতদর্শনে হয় সানন্দ-অন্তর ॥
এভাব নিরখি সুরপতি-মনে শোক।
না পারে হেরিতে গুণ নীচাশয় লোক ॥
গুরুসনে কহে তাহা করহ এখন।
রাম রামানুজে যাহে না হয় মিলন ॥
প্রেম-পয়োনিধি হয় কৈকেয়ীনন্দন।
সদা প্রেমবশ রাম কমললোচন ॥

যাহাতে না হয় নষ্ট কার্য্য সিদ্ধপ্রায়।
করিয়া যতন ছল কর সে উপায় ॥
শুনি বাক্য গুরু হাস্য মনে মনে করে
সহস্রলোচন ইন্দ্র অনর্থক ধরে ॥
বৃহস্পতি কহে দেব ছাড়হ ছলনা।
হেথা কপটতা করি হ'বে বিড়ম্বনা ॥
প্রকাশিলে মায়া মায়া-পতি-ভৃত্যসনে।
দেবেন্দ্র আপন ক্ষতি করিবে আপনে ॥
রাম-অভিপ্রায় মত করেছ তখন।
কুচালি খেলিলে হানি হইবে এখন ॥
রামের স্বভাব এবে শুনহ সুরেশ।
নিজ অপরাধী জনে ক্ষমে হৃষীকেশ ॥
ভক্তের নিকটে দোষ করে যেই জন।
রাম-রোষানল করে তাহারে দহন ॥
লোক-দেব-খ্যাত ইতিবৃত্ত পুরাতন।
যে দুখ পাইল মুনি অত্রির নন্দন ॥
ভরত-সদৃশ রাম প্রিয় কব কারে।
জগজন জপে রামে রাম জপে যাঁরে ॥
ভকত অহিত মনে না কর কখন।
ইহপর কালে হ'বে নিন্দার ভাজন ॥
সুরপতি উপদেশ শুনহ আমার।
সেবক রামের হয় পরম পিয়ার ॥
সেবকের সুখে রাম সুখী অতিশয়।
সেবকের অরি যে সে রাম-অরি হয় ॥
সর্ব্বভূতে সম রাম নাহি রাগ রোষ।
নাহি লয় কার পাপ পুণ্য গুণ দোষ ॥
করম প্রধান করি জগত রাখিলা।
কর্ম্ম-অনুরূপ ফল সৃজন করিলা ॥
হেনমতে করে সম বিষম বিহার।
ভক্ত অভক্তের মন-গতি অনুসার ॥
অভিমান-গুণহীন সদা এক রস।
হইল স্বগুণ রাম ভক্তপ্রেমবশ ॥
সেবকের রুচি রাম করেন পূরণ।
তার সাক্ষী আছে বেদ পুরাণ সজ্জন ॥
পরিহর কুটিলতা বিচারিয়া মনে।
রাখহ ভকতি মনে ভরতচরণে ॥
রামের পরম ভক্ত পরহিত রত।
পর দুখ দুখী সদা দান-দয়া-ব্রত।

ভক্তকুলশিরোমণি ভরত সুমতি।
তাঁরে হেরি কেন ভয় কর সুরপতি।
সত্যের উদধি রাম সুরহিতকারী।
ভরত অনুজ তাঁর আজ্ঞা-অনুসারী॥
স্বারথ বিরস তুমি হইলে ব্যাকুল।
ভরত নির্দ্দোষ সবা প্রতি অনুকূল॥
সুরগুরুবরবাণী করিয়া শ্রবণ।
হইল ত্রিদশরাজ প্রমুদিতমন॥
সুরেন্দ্র আনন্দে করে পুষ্প বরিষণ।
ভরতস্বভাব-শীল করিয়া বর্ণন।
এমত ভরত পথে করিছে গমন।
বিস্মিত নিরখি সদা সিদ্ধ মুনিগণ॥
যবে রাম কহি লয় দীরঘ নিশ্বাস।
উমগিয়া উঠে প্রেমে তবে চারি পাশ
পাষাণ কুলিশ গলে শুনিয়া বচন।
নারি পুরজন-প্রেম করিতে বর্ণন॥
উত্তরিল পরে আসি যমুনার তীরে।
ছাইল লোচনজলে হেরি নীল নীরে॥
বিলোকিয়া বারি রঘুপতির বরণ।
হ'তে ছিল মগ্ন তাহে অযোধ্যার জন।
উঠাইয়া সবাকারে বিবেক-জাহাজে।
উদ্ধারিল রামানুজ আপন সমাজে॥
সে নিশা যমুনাতীরে করিল যাপন।
কেহ না করিল কিছু ভোজন গ্রহণ॥
অসঙ্খ্য তরণী তবে নিষাদের গণ।
করিল রজনীযোগে ঘাটে আনয়ন॥
প্রাতঃকালে একবারে সবাকারে পার।
করিয়া নিষাদ মন তুষিল সবার॥
করি স্নান যমুনারে করিয়া বন্দন।
সানুজ ভরত গুহ করিল গমন।
আগে চলে গুরুদেব যতেক ব্রাহ্মণ।
তাহার পশ্চাতে চলে রাজপুরজন॥
তার পাছে দুই ভাই চলিছে হাঁটিয়া।
রাজোচিত বেশ ভূষাসকল ত্যজিয়া॥
সেবক সুহৃদ মন্ত্রি-সুত চলে সাথে।
স্মরিছে লক্ষ্মণ সহ সীতা রঘুনাথে॥
যথা যথা রঘুবর করিলা বিশ্রাম।
তথা তথা রামানুজ করিছে প্রণাম।

পথের নিকটবাসী নরনারীগণ।
ধাম কাম ত্যজি এল করিয়া শ্রবণ॥
ভরতস্বরূপ প্রেম করি দরশন।
পাইয়া জনমফল আনন্দিতমন॥
এক নারী অন্যসনে কহিছে বচন।
ইহারা কি নহে সখি সে রাম লক্ষ্মণ।
সেই বপু সেই বয় সেরূপ বরণ।
সেই শীল সেই গুণ যেমত চলন॥
নহে কিন্তু সেই বেশ নাহি সীতা সঙ্গে।
আগে পাছে চলিতেছে সেনা চতুরঙ্গে॥
প্রসন্ন বদন নহে আছে মনে খেদ।
হতেছে সন্দেহ সখি দেখি এই ভেদ।
অপর রমণী তার মানিল যুকতি।
কহিল সখি হে তুমি চতুরা সুমতি
অন্য নারী কহে তবে সকল প্রসঙ্গ।
যেরূপে হইল রাম-অভিষেক ভঙ্গ॥
পুন ভরতের তারা প্রশংসা করিল।
এহেন স্বভাব শীল কার না হইল॥
পদব্রজে চলে করে ফল মূলাশন।
পিতা দিল রাজ্যপদ করিয়া বর্জ্জন
ফিরাইতে রঘুবরে যাইতেছে বন।
ভরত সমান কেবা আছে অন্য জন॥
ভরতের ভ্রাতৃভক্তি আর আচরণ।
কহিলে শুনিলে হয় কলুষমোচন॥
হেরিয়া নয়নে আজি সানুজ ভরতে।
নারীকুলমাঝে ধন্যা হইনু জগতে॥
শুনি গুণ দেখি দশা হেন মনে লয়।
কৈকেয়ী জননী যোগ্যা ইহার না হয়॥
কেহ কহে কিছু দোষ রাণীর নহিল।
আমাদের প্রতি বিধি প্রসন্ন হইল॥
কোথা মোরা লোকবেদ-বিধান-বিহীনা।
অতি নীচকুলজাতা করমে মলিনা॥
কুদেশে মোদের বাস কুভাব কুঠাম।
কোথা এই দরশন-পুণ্যপরিণাম॥
এরূপ আনন্দ প্রতি পল্লীতে হইল।
যেন সুরতরু মরুভূমে জনমিল॥
লোকের ভরতে হেরি উদিল সুভাগ
সিংহলবাসীর যথা সুলভ প্রয়াগ॥

নিজ গুণ সহ রাম-গুণের বর্ণন।
শুনিয়া চলিছে করি শ্রীরামে স্মরণ॥
মুনির আশ্রম পুণ্য তীর্থ সুরধাম।
নিরখি ভরত করে মজ্জন প্রণাম॥
কোল ভীল কিরাতাদি বনবাসী জন।
বানপ্রস্থ যতি-বটু উদাসীনগণ॥
যারে তারে জিজ্ঞাসিছে করিয়া বন্দন।
কোন্ বনে আছে রাম জানকী লক্ষ্মণ॥
প্রভু-সমাচার সব তাহারা কহিল
ভরতে হেরিয়া জন্ম সফল করিল॥
যে জন কহিল রামে করিনু দর্শন।
তারে মানে প্রিয় যথা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
হেনমতে সুবচনে সবারে পুছিয়া
রামবনবাস কথা শ্রবণ করিয়া॥
সসৈন্য ভরত নিশা করিয়া যাপন।
প্রভাতে স্মরিয়া রামে করিল গমন।
মঙ্গল লক্ষণ করে মঙ্গল শংসন।
ফরকিল বামেতর বাহু বিলোচন॥
সসমাজ ভরতের হইল উৎসাহ।
রাম দরশন হ'বে যাবে দুখ-দাহ॥
নিজ নিজ মন-মত মানস করিল।
যেন স্নেহ-সুরাপানে প্রমত্ত হইল॥
প্রেমে ডগ মগ অঙ্গ শিথিল হইল।
বিহ্বল বচন সবে কহিতে লাগিল॥
হেনকালে দেখাইল রাম বন্ধুবর।
শৈলকুলশিরোমণি সহজ সুন্দর
তাহার সমীপে সুরস্রোতস্বতী তীর।
যথা বাস করে সীতা সহ দুইবীর॥
দেখি দণ্ডবৎ সবে করিল প্রণাম।
কহি জয় জানকীর জীবন শ্রীরাম॥
এমত মগন প্রেমে ভরতসমাজ।
ফিরিয়া চলিল যেন পুরে রঘুরাজ॥
ভরতের দশা যথা সেকালে হইল।
অনন্ত অনন্তমুখে কহিতে নারিল॥
কবি৮ কি সাধ্য আছে বর্ণন করিতে।
নারে পাপী যথা ব্রহ্ম-সুখ আস্বাদিতে॥
রঘুবরভাবে সবে শিথিল-অন্তর।
ক্রোশ দুই গেলে অস্ত গেল দিবাকর॥

জলস্থল দেখি বসি নিশা কাটাইল।
রঘুনাথে স্মরি প্রাতে গমন করিল
হেথা নিশিঅবসানে শ্রীরাম জাগিল।
স্বপন-বৃত্তান্ত তারে জানকী কহিল॥
হে নাথ দেখিনু যেন ভরত এসেছে।
তোমার বিয়োগতাপে তনু শুকায়েছে॥
দেখিলাম আসিয়াছে শ্বাশুড়ীর গণ।
সবার বিচ্ছেদে তব ব্যাকুলিত মন॥
সীতার স্বপন শুনি সজললোচন।
হইল শোকের বশ শোক-বিমোচন॥
কহিল লক্ষ্মণ নহে এশুভ লক্ষণ।
অশুভ আশংসী স্বপ্ন করহ শ্রবণ॥
এত কহি করি রাম সলক্ষ্মণ স্নান।
পুরারি পূজিয়া কৈল সাধুর সম্মান॥
আশ্রম-বাহিরে করি আসন গ্রহণ।
করিল উত্তর দিশি দৃষ্টি সঞ্চালন॥
হেরিল ধূলিতে পূর্ণ হ'য়েছে গগন।
খগ মৃগ করিতেছে ভয়ে পলায়ন॥
উঠিয়া হইল ব্যগ্র জানিতে কারণ।
আসিয়া কিরাত কোল কহে বিবরণ॥
তাহাদের মুখে শুনি মঙ্গল বচন।
পুলকে পূরিল অঙ্গ প্রমুদিত মন॥
শারদকমল-নিভ যুগল নয়ন।
গণ্ড বাহি প্রেম-অশ্রু করিল বর্ষণ
পুন চিন্তাপরায়ণ জানকীরমণ।
কিহেতু ভরত করে হেথা আগমন॥
হেনকালে একজন আসি জানাইল।
চতুরঙ্গ বলসনে ভরত আইল॥
শুনিয়া রামের মনে হইল সংশয়।
হেথা পিতৃ সত্য হোথা বন্ধুর বিনয়॥
ভরত-স্বভাবশীল বুঝিয়া অন্তরে।
বিশ্বহিতকর-চিত ধৈর্য্য নাহি ধরে॥
অনেক চিন্তিয়া প্রভু কৈল সমাধান।
অন্যথা না করে বাক্য ভরত শ্রীমান্॥
প্রভুর মনের ভাব লক্ষ্মণ লখিল।
অবসর বুঝি বাক্য কহিতে লাগিল॥
বিনা প্রশ্নে কব কিছু সেবক দয়াল।
সেবকের প্রভুপাশে নাহি কালাকাল॥

সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি ভকতের গতি।
আপনি বুঝিয়া মোরে কর অনুমতি॥
তুমি হে সরলচিত স্নেহের নিধান।
সবারে দেখহ তুমি আপন সমান॥
বিষয়লোলুপ যদি প্রভু পদ পায়।
মোহবশে আপনার প্রভুতা জানায়॥
ভরত সুনীতি-রত সুশীল সজ্জন।
প্রভু পদে প্রেম তার জানে ত্রিভুবন॥
সে ভরত লভি আজি রাজসিংহাসন।
ধরম মর্য্যাদা নাহি করিল রক্ষণ॥
কুটিল কু-বন্ধু বুঝি এ কু-অবসর।
জানিয়া একাকী বনে আছে রঘুবর
কুমন্ত্রণা করি মনে রচিয়া সমাজ।
করিতে আইল বনে অকণ্টক রাজ॥
নানাবিধ কুটিলতা কল্পনা করিয়া।
আইল দু-ভাই বল সংগ্রহ করিয়া॥
যদ্যপি অন্তরে তার না থাকিত ছল।
আনিবে সে তবে কেন চতুরঙ্গ বল॥
একাকী ভরত নহে এ দোষে দূষিত।
রাজ্যপদ লভি হয় বিশ্ব কলুষিত॥
চন্দ্রমা করিল গুরুরমণী হরণ।
নহুষ ভূসুরযানে কৈল আরোহণ॥
লোক-বেদাচার বেণ লঙ্ঘন করিল।
তাহার সমান কেবা অধম হইল॥
ত্রিশঙ্কু সহস্র বাহু দেব মঘবান্।
কারে না কলঙ্ক দিল রাজ্য-অভিমান॥
ভরত করিল ভাল উপায় চিন্তন।
রণধীর অরির না রাখিবে জীবন॥
ভরত এ কার্য্য কিন্তু ভাল নাহি করে।
অসহায় জানি প্রভু তোমারে নিদরে॥
বিশেষ করিয়া আজি বুঝিতে পারিবে।
তোমার সরোষ রূপ যখন হেরিবে॥
এত কহি নীতি-রস লক্ষ্মণ ভুলিল।
বীররস-বৃক্ষে যেন কুসুম ফুটিল॥
প্রভুপদ বন্দি রজ মস্তকে ধরিল॥
সহজ বিক্রম মত বচন কহিল॥
আর কতদিন দুখ রহিব সহিয়া।
প্রভুসনে করে ধনু ধারণ করিয়া॥
জনম রাঘবকুলে ক্ষত্রিয়নন্দন।
রামের অনুজ আমি জানে ত্রিভুবন॥
আরোহি মস্তকে করে চরণে দলিত।
ধূলির সমান নীচ কে আছে ঘৃণিত॥
জুড়িয়া যুগল কর আদেশ মাগিল।
যেন সুপ্ত বীররস জাগিয়া উঠিল॥
শিরে জটা বান্ধি তূণ কটিতে বান্ধিল।
সগুণ সশর ধনু করেতে ধরিল॥
আজি রামসেবকের সুযশ লভিব।
ভরতে সমর-শিক্ষা আজি আমি দিব॥
রাম-নিরাদর-ফল করিয়া লভন।
রণাঙ্গনে দুই ভাই করিবে শয়ন॥
ভাল হ'ল সাজি এল সকল সমাজ।
প্রকাশ করিব পূর্ব্ববদ্ধ রোষ আজ॥
যেমতি কীটের কুলে দলে মৃগরাজ।
বটের পাখীরে যথা ধরি লয় বাজ॥
সবল ভরতে তথা করি আক্রমণ।
অবশ্য করিব আমি সবারে পাতন॥
সহায়তা করে যদি দেব ত্রিলোচন।
রামের দোহাই আমি করিব নিধন॥
সরোষলক্ষ্মণ-বাক্য শপথ প্রমাণ।
শুনি লোকপতি ভয়ে সশঙ্কিতপ্রাণ
হইল গগনবাণী মগ্ন ত্রিভুবন।
বাহুতে অতুল বর ধরে শ্রীলক্ষ্মণ॥
অমিত প্রতাপ আর প্রভাব তোমার।
জানিবারে পারে হেন সাধ্য আছে কার॥
অবিহিত বিহিত বা কার্য্য যাহা হয়।
বুঝিয়া উচিত করা সকলেই কয়॥
সহসা করিলে হয় দোষের ভাজন।
পণ্ডিত তাহারে নাহি কহে বুধ জন॥
শুনিয়া সংশয়যুত লক্ষ্মণের মন।
আদরে গগনবাণী জানকীর মন॥
কহে নীতিকথা শুন তাত গুণধর।
সবার অধিক রাজ্যমদ ভয়ঙ্কর॥
মত্ত হয় সেই নৃপ করি ইহা পান।
সাধুসঙ্গে নহে যার নষ্ট অভিমান॥
সুশীল ভরত সম শুনহ লক্ষ্মণ।
বিধির প্রপঞ্চ মাঝে নাহি কোনজন।

যদ্যপি ভরত পায় হরি-হর-পদ।
তথাপি না হবে তার কভু রাজমদ ॥
অগাধ অনন্ত ক্ষীরনিধির প্রকৃতি।
পারে কি কাঞ্জীর বিন্দু করিতে বিকৃতি ॥
যদি পারে তম অর্কে করিতে গরাস।
যদ্যপি জলদ নাশে নভ-অবকাশ ॥
অগস্ত্য গোষ্পদে যদি হয় নিমগন।
সহজ ক্ষমারে করে অবনী বর্জ্জন।
উড়াইতে পারে যদি মশা গিরিবরে ॥
না হইবে নৃপমদ ভরত-অন্তরে ॥
তোমার সপথ তাত শুন জ্ঞানবান্।
নাহিক সুবন্ধু শুচি ভরত সমান ॥
গুণযুত ক্ষীর অব-গুণযুত জল।
মিলাইয়া রচে বিধি প্রপঞ্চ সকল ॥
ভরত-সুহংস রবিকুল-সুতড়াগ।
করিল জনম লভি গুণদোষ ভাগ ॥
অবগুণ-বারি ত্যজি গুণ-পয় নিল।
নিজ যশে ত্রিভুবন উজ্জ্বল করিল ॥
অনুজের গুণ শীল কহিতে কহিতে।
মগন হইল রাম প্রেম-জলধিতে ॥
সুর সব শুনি তবে রাঘববচন।
ভরত-উপরে করি স্নেহ দরশন ॥
করিল সহস্র মুখে তাঁহার কীর্ত্তন।
কেবা আছে প্রভু বিনা কৃপানিকেতন ॥
জগতে ভরতজন্ম যদি না হইত।
সমগ্র ধরমধুর কে তবে ধরিত ॥
কবিকুলগম্য নহে তাঁর গুণগ্রাম।
কে জানে মহিমা তাঁর তুমি বিনা রাম
সুরবাক্য শুনি রাম জানকী লক্ষ্মণ।
যে সুখ লভিল তাহা না হয় বর্ণন ॥
এ দিকে ভরত দেব সহসৈন্যগণ।
পবিত্র জাহ্নবীনীরে করিল মজ্জন ॥
মন্দাকিনীতটে লোকসকলে রাখিয়া।
মাতা গুরু সচিবের আদেশ লইয়া ॥
চিত্রকূটগিরিমুখে করিল গমন।
পশ্চাতে চলিল গুহ অরিনিসূদন ॥
স্মরিয়া মাতার কর্ম্ম অতীব গর্হিত।
বিবিধ কুতর্ক মনে হইল উদিত ॥
সীতা রাম মম নাম করিয়া শ্রবণ।
উঠি অন্যবনে যেন না করে গমন ॥
যদ্যপি বরজে রাম কুটিল জানিয়া।
যদ্যপি আদর করে সেবক বলিয়া ॥
আমার শরণ সীতা রামের চরণ।
সুস্বামী সেবকদোষ না করে গ্রহণ ॥
জগতে চাতক মীন যশের ভাজন।
প্রেমের নিয়ম যারা করে সুরক্ষণ ॥
ভাবিতে ভাবিতে পথে করিছে গমন।
শ্রীরামদর্শন তরে ব্যাকুলিতমন ॥
স্মরিয়া মাতার দোষ ফিরিবারে চায়।
ধরিয়া ভকতি রজ্জু পুর ভাগে যায় ॥
রামের স্বভাব যবে করিছে স্মরণ।
হইয়া স্খলিতপদ পড়িছে তখন ॥
হইল ভরতদশা সেকালে কেমন।
জলের প্রবাহে জলকীটের যেমন ॥
হেরি ভরতের দশা শোক স্নেহ গতি।
হইল বিদেহ তবে নিষাদের পতি ॥
মঙ্গল-শকুন হেরি কহিছে নিষাদ।
এবে লাভ হ'বে সুখ পশ্চাতে বিষাদ।
ভরত নিষাদ বাণী যথার্থ জানিল।
রামের আশ্রম ক্রমে নিকট হইল ॥
ভরত হেরিয়া বনগিরির সমাজ।
মুদিত ক্ষুধিত যেন পাইল সুরাজ ॥
ঈতি ভয়ে প্রজালোক হইলে পীড়িত।
ত্রিতাপ-দারুণতাপে হইলে তাপিত ॥
জ্বালা দূর করে যথা সুদেশে যাইয়া।
ভরতের গতি তথা আশ্রম দেখিয়া ॥
রামবাস-বনতরু সকল পুষ্পিত।
সুনৃপ পাইয়া যথা লোক হরষিত ॥
বিরাগ-সচিব আর বিবেক-নরেশ।
রমণীয় বনভাগ পবিত্র সুদেশ ॥
সৌন্দর্য্য সুভট আর গিরি রাজধানী।
সুশান্তি সুমতি শুচি গুণবতী রাণী ॥
সম্পূর্ণ সকল অঙ্গে এই রাজ্যবর।
শ্রীরামচরণ-রত জনমনোহর।
মোহ মহীপালে জিনি বিবেক ভূপাল।
অকণ্টক রাজ্য করে সর্ব্বদা সুকাল ॥

স্থানে স্থানে বনদেশে তাপসের ধাম।
যেমত নগর রম্য ঘোষ পুর গ্রাম॥
বিপুল বিচিত্র মৃগ বিহগের গণ।
কে পারে করিতে প্রজাসমাজ গণন॥
খড়্গী কেশরী করী শার্দ্দূল শূকর।
বৃক মহিষের সাজ কিবা মনোহর॥
ত্যজিয়া বৈরতা করে একত্র চরণ।
যেন চতুরঙ্গ বল করিছে ভ্রমণ॥
ঝরণা ঝরিছে গজ প্রমত্ত গাজিছে।
বিবিধ বাজনা যেন একত্র বাজিছে॥
চকোর চাতক শুক মত্ত পিকগণ।
মঞ্জুল মরাল হৃষ্ট করিছে কূজন॥
অলিকুল করে গান ময়ূর নর্ত্তন।
রাজ্যের মঙ্গল যেন করিছে রটন॥
তৃণ গুল্ম লতা তরু সকল সফুল।
সমগ্র সমাজ সুখ সুমঙ্গলমূল॥
শৈলশোভা হেরি সুখী ভরত-অন্তর।
তপ-অবসানে যথা তাপসপ্রবর॥
উচ্চ ভূমি পরে তবে নিষাদ উঠিল।
তুলিয়া যুগল কর ভরতে কহিল॥
সম্মুখে দেখহ নাথ বিটপ বিশাল।
অশ্বত্থ রসাল জম্বু সুন্দর তমাল॥
উহাদের মাঝে বটতরু সুশোভিত।
তার বিশালতা হেরি মুগ্ধ হয় চিত॥
সুনীল নিবিড় পত্র শোভে ফল লাল।
সুখপ্রদ অবিচল ছায়া সর্ব্বকাল॥
যেমতি তিমিররাশি করি অরুণিত।
দিবারে পথিকে সুখ বিধি-বিরচিত॥
সেই তরুবরতলে মন্দাকিনী-তীরে।
নিরমিল রঘুবর পর্ণের কুটীরে॥
অসঙ্খ্য তুলসীতরু বিবিধবরণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তথা করিল রোপণ॥
সুশীতল তরুতলে সুন্দর বেদিকা।
নিজ করে নিরমিল জনকবালিকা॥
যথা সীতাসনে বসি রাজীবলোচন
মুনিগণ সহ করে পুরাণ শ্রবণ॥
সখার বচন শুনি বিটপ হেরিল।
ভরতহৃদয়ে প্রেম উমগি উঠিল॥

সাদরে প্রণাম করি চলে দুই ভাই।
শারদা সে প্রীতি করে হেন সাধ্য নাই॥
রামপদ-অঙ্ক হেরি মুদিত হইল।
যেমতি পরশমণি দরিদ্র পাইল॥
ধরি রজ শিরে হৃদে নেত্রে লাগাইল।
রামের মিলন সম আনন্দ লভিল॥
কে পারে করিতে সেই গতির বর্ণন।
স্থাবর জঙ্গম হেরি প্রেমে নিমগন॥
ভরতজনম যদি ভূমে না হইত।
কে অচরে চর, চরে অচর করিত॥
সকলে বিবশ প্রেমে পথ ভুলি গেল।
কুসুম বরষি সুর পথ কহি দিল॥
নিরখি সাধক সিদ্ধ অতি অনুরাগে।
ভরত-সহজস্নেহ বাখানিতে লাগে॥
সাধুহিত তরে সুধা রাঘবনন্দন।
প্রকটে ভরত-সিন্ধু করিয়া মন্থন॥
রামানুজ করি রাম-আশ্রম দর্শন।
পরম পবিত্র সর্ব্ব শুভ নিকেতন॥
প্রবেশ করিয়া দুখ-দাব নিবারিল।
পরম অরথ যেন তাপস পাইল॥
অনুজ লক্ষ্মণে হেরে প্রভুপদ-আগে।
পুছিছে কহিছে বাণী অতি অনুরাগে॥
শিরে জটা কটিতটে বাকল বসন।
কান্ধে তূণ করে শোভে শর শরাসন॥
বেদীর উপরে মুনি সাধুর সমাজ।
সীতা সহ রঘুবর করিছে বিরাজ॥
তাপসের বেশ ধরি শোভে তনুশ্যাম।
ধরিল মুনির বেশ যেন রতি কাম॥
কর-সরসিজে ধনু শায়ক ফিরিছে।
অধরে মধুর হাসি ত্রিতাপ নাশিছে॥
বসেছে মণ্ডলাকারে যত তপোধন।
সীতাসনে শোভে মাঝে রাঘবনন্দন॥
জ্ঞান-ভক্তি যেন মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
শোভা পায় ল'য়ে মাঝে ব্রহ্ম সনাতন।
'পাহি পাহি পাহি' কহি কমললোচন।
ভরত ভূতলে পড়ে লকুট-মতন॥
তার প্রেমময়ী বাণী লক্ষ্মণ চিনিল।
ভরত প্রণাম করে অন্তরে জানিল॥

লক্ষ্মণ ভরত-প্রেমে হইল বিহ্বল।
প্রভুসেবা-অনুরাগ অতীব প্রবল॥
না গেল ছাড়িয়া সেবা সুস্থির রহিল।
লক্ষ্মণের মনভাব সুকবি কহিল॥
সবিনয়ে কহে বাণী ভূমে লুঠি শির।
ভরত প্রণাম করে শুন রঘুবীর॥
শুনিয়া উঠিল রাম প্রেমেতে অধীর।
কোথা তূণ কোথা পট কোথা ধনু তীর।
উঠাইয়া ধরে কোলে কৃপানিকেতন।
আপনা বিসরে সবে লখি এ মিলন।
প্রেম-প্রপূরিত তনু উভয়ে হইল।
মন বুদ্ধি চিত্ত অহমিতি বিসরিল॥
প্রকাশি কহিতে প্রেম কে পারে এমন।
কার ছায়া কবিমতি করিবে ধারণ॥
অরথ আখর বল কবির কেবল।
তাল-অনুসারে নাচে নর্ত্তক সকল॥
ভরত রামের প্রেম অকথ্য কথন।
নারে যাইবারে যথা হরিহর-মন॥
আমি কি করিতে পারি তাহার বর্ণন।
হয় কি তুলার তাঁতে সুরাগ-বাদন॥
রাম ভরতের হেরি এ শুভ মিলন।
হইল কম্পিত ভয়ে দেবতার গণ॥
সুরগুরু সুরকুলে আসি বুঝাইল।
প্রবোধ পাইয়া তারা পুষ্প বরষিল॥
শত্রুঘ্নে ভেটিয়া রাম নিষাদে ভেটিল।
ভরতে লক্ষ্মণ তবে প্রণাম করিল॥
আগুসরি শত্রুহনে ভেটিল লক্ষ্মণ॥
নিষাদেরে পরে গিয়া দিল আলিঙ্গন॥
অনন্তর মুনিগণে দু'ভাই বন্দিল।
আশীস লভিয়া অতি আনন্দ পাইল॥
সানুজ ভরত তবে ফুলি অনুরাগে।
শিরে ধরি সীতাপদকমল-পরাগে॥
পুনঃপুন শ্রীচরণ বন্দনা করিল।
পরশি কমলকরে সীতা বসাইল॥
অনুকূলা জানকীরে করি দরশন।
হইল বিগতশোক ভরতের মন॥
কেহ কিছু না কহিল কিছু না পুছিল।
প্রেমে পরিপূর্ণ মন আপনা ভুলিল॥

হেন অবসরে গুহ ধৈরয ধরিয়া।
পাণিযুগ জুড়ি কহে প্রণাম করিয়া॥
মুনিনাথ সাথে নাথ জননীর গণ।
সেবক সেনপ আর যত পুরজন॥
সকলে মিলিয়া হেথা কৈল আগমন।
তোমার বিরহে সবে ছাড়িয়া ভবন॥
গুরু-আগমন বনে শুনিয়া শ্রবণে।
সীতার নিকটে রাখি রিপুনিসূদনে॥
না করি বিলম্ব দ্রুতগতি চলে রাম।
ধর্ম্মধুরন্ধর প্রভু রূপগুণধাম॥
লক্ষ্মণ সহিত যবে গুরুরে হেরিল।
পাদমূলে দণ্ডবত হইয়া পড়িল॥
ধরিয়া বশিষ্ঠদেব হৃদয়ে লইল।
প্রেমের সমুদ্রে প্রেম-জাহ্নবী মিশিল॥
প্রেমে পুলকিত গুহ কহি নিজ নাম।
দূর হ'তে দণ্ডবত করিল প্রণাম॥
রামসখা মুনিবর তাহারে জানিয়া
আলিঙ্গন দিল তারে হৃদয়ে
রামপদে রতি সর্ব্ব শুভের কারণ।
ধন্য কহি সুর করে কুসুম বর্ষণ॥
নিষাদের সম নীচ কেবা আছে আন।
কেবা বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সমান॥
লক্ষ্মণ-অধিক যারে হেরি মুনিবর।
আলিঙ্গন দিয়া হ'ল মুদিতঅন্তর।
সীতাপতি-ভজনের প্রভাব এমন।
ভজহ তুলসী নিত্য রাঘবচরণ॥
শ্রীরাম জানিল অতি আর্ত্ত পুরজন।
সবার হৃদয়সখা কৃপানিকেতন॥
যে যেরূপ অভিলাষ করিয়া আইল।
তাহার সে রুচি প্রভু পুরণ করিল॥
পলমাঝে সবা সনে করিল মিলন।
সবার দারুণ দাহ কৈল নিবারণ॥
রামের সম্বন্ধে ইহা বড় কথা নহে।
একরবি-ছায়া কোটিঘট মাঝে রহে॥
তাপিত জননীগণে শ্রীরাম হেরিল।
কোমল লতারে যেন তুষার নাশিল॥
কৈকেয়ীর সনে রাম প্রথমে ভেটিল।
বিমল-ভকতিপূর্ণা তাঁহারে হেরিল॥

চরণে ধরিয়া তাঁরে বহু প্রবোধিল।
কাল কর্ম্ম বিধিবশে এসব ঘটিল॥
জননী সকলে ভেটি কৈল পরিতোষ।
বিশ্ব বিধি-বশ মাতঃ কা'র নাহি দোষ।
গুরুপত্নী-পাদপদ্ম দু ভাই বন্দিল।
পরে বিপ্রবধূগণে প্রণাম করিল।
গঙ্গা গৌরী সম জানি সবে আদরিল।
তাহারা মুদিতমনে আশীর্ব্বাদ দিল॥
করিলে প্রণাম কোলে সুমিত্রা লইল।
ধনহীন জন যেন রতন পাইল॥
দু'ভাই মাতার পদ বন্দন করিল।
প্রেমভরে সর্ব্বঅঙ্গে পুলক লইল॥
অতি অনুরাগে মাতা হৃদয়ে ধরিল।
নয়ন হইতে নীর বহিয়া পড়িল॥
সেকালে হইল যথা হরষ বিষাদ।
কহিতে না পারি করি মূক যথা স্বাদ॥
গুরুসনে কহে তবে রাজীবলোচন।
আমার আশ্রমে কর চরণ অর্পণ॥
পাইয়া মুনির আজ্ঞা যত পুরজন।
জল স্থল দেখি কৈল শিবির স্থাপন॥
মন্ত্রী বিপ্র গুরু মাতা গণ্য লোক সাথ।
সানুজ আশ্রমে গেল প্রভু রঘুনাথ॥
হেরি মুনিবরে সীতা প্রণাম করিল।
অভিমত আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইল॥
বিপ্রপত্নীসহ গুরুপত্নীরে বন্দিল।
ভক্তিভাবে সভাসনে মিলন করিল॥
শাশুড়ী সকল যবে সীতারে হেরিল।
দারুণ বিষাদভরে নয়ন মুদিল॥
ব্যাধের অধীনে যেন মরালী আইল।
আহা একি বিড়ম্বনা বিধি ঘটাইল॥
জনকনন্দিনী ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।
নয়নকমলে কৈল অশ্রু বিসর্জ্জন॥
মিলিল শাশুড়ী সনে বন্দিয়া চরণ।
ছাইল করুণরস মহীরে তখন॥
হইল ব্যাকুলা স্নেহবশে সব রাণী।
বসিতে সবারে তবে কহে গুরু জ্ঞানী॥
জগতের গতি মুনি প্রথমে কহিল।
পরম অরথ কথা পরে শুনাইল॥

মুনিবর কহে এবে নৃপতিমরণ।
পাইল দুঃসহ দুখ রাঘবনন্দন।
আপনারে মৃত্যু হেতু অন্তরে বিচারি।
হইল ব্যাকুল অতি ধৈর্য্যধুরধারী॥
কুলিশকঠোর বাণী করিয়া শ্রবণ
বিলাপ করিল সীতা সুমিত্রানন্দন॥
পুনরপি মুনিবর রামে বুঝাইল।
সমাজ সহিত রাম মজ্জন করিল॥
সেদিন নিরম্বু ব্রত সবার হইল।
কহিলেও মুনি, কেহ জল না লইল॥
প্রভাত হইলে মুনি যে আদেশ দিল।
ভক্তি সহকারে রাম সব সমাপিল॥
পিতৃ-ক্রিয়া করি যথা বেদের লিখন।
হইল পবিত্র পাপ-তম-নিবারণ॥
যার নাম সর্ব্ব পাপ করে বিনাশন।
সর্ব্বশুভলাভ হয় করিলে স্মরণ॥
সে হইল শুদ্ধ ইহা সাধুর সম্মতি।
অন্য তীর্থ-আবাহন গঙ্গাতে যেমতি॥
হইলে দু'দিন পরে অশৌচ বিগত।
গুরুসনে কহে রাম হইয়া বিনত॥
নিতান্ত দুঃখিত নাথ তব সঙ্গিগণ।
কন্দ মূল ফল ফুল করিছে ভোজন॥
সানুজ ভরত মন্ত্রী জননী সকল।
হেরি যুগ সম মম হয় এক পল॥
গমন করহ পুরে সহিত সমাজ।
হেথা তুমি হও নাথ সুরপুররাজ॥
করিব অধিক কি হে পদে নিবেদন।
করহ উচিত যাহা লয় তব মন॥
ধর্ম্মহেতু তুমি রাম কৃপা-আয়তন।
কেন না কহিবে তুমি এহেন বচন॥
তোমার বিরহে অতি আর্ত্ত পুরজন।
বিশ্রাম লভিছে করি তব দরশন॥
রামের বচন শুনি কাতর সমাজ।
জলনিধিমাঝে যেন ব্যাকুল জাহাজ॥
শুনিয়া মুনির বাক্য সুমঙ্গলমূল।
ভাবিল বহিল বুঝি বায়ু অনুকূল॥
জাহ্নবী সলিলে করে ত্রিকাল মজ্জন।
যাঁর দরশনে সর্ব্ব পাপবিমোচন॥

মঙ্গলমূরত্তি ভরি ভরি বিলোচন ।
দণ্ডবত করি করি করে বিলোকন ॥
রাম-গিরিবন সবে দেখিবারে যায় ।
আছে সব সুখ যথা কোন দুখ নাই ॥
ঝরণা হইতে সুধা-সলিল ঝরিছে ।
ত্রিবিধ সমীর বহি ত্রিতাপ নাশিছে ॥
বল্লরী বিটপ কূল অগণিত জাতি ।
প্রসূন পল্লব ফল শোভে নানাভাতি ॥
সুশীতল তরুদল সুখদ সুন্দর ।
না পারি কহিতে সেই ছবি মনোহর ॥
বিমল সলিলে করে বিহগ কূজন ।
বিরহে বৈরত ছাড়ি নানামৃগগণ ॥
কোল ভীল কিরাতাদি বনবাসী জন ।
পরম সুস্বাদু মধু করে আনয়ন ॥
কন্দমূল ফল ফুল বিবিধ অঙ্কুর ।
ভরি ভরি পর্ণদোনা আনিছে প্রচুর ॥
দেয় সবাকারে করি বিনয় প্রণাম ।
কহি কহি স্বাদভেদ আর গুণ নাম ॥
বহু দ্রব্য দেয় মূল্য না করে গ্রহণ ।
দিলে রাম দিব্য দিয়া করে প্রত্যর্পণ ॥
প্রেমে মগ্ন হয়ে কহে মধুর বচন ।
তোমরা সুকৃতী মোরা অতি নীচ জন ॥
মোদের দুর্লভ হেন সাধুদরশন ।
মাড়োয়ার ভূমে গঙ্গাপ্রবাহ যেমন ॥
কৃপাময় প্রভু রা নিষাদরঞ্জন ।
ভাগ্যবলে হেন রাজা এসেছে কানন ॥
এত বিচারিয়া করি সঙ্কোচ বর্জ্জন ।
কৃপা করি ফল মূল করহ গ্রহণ ॥
তোমরা কুটম্ব প্রিয় আসিয়াছ বন ।
সেবাযোগ্য ভাগ্য নহে মোরা হীন জন ॥
মোরা অতি জড়জীব জীবকুলঘাতী ।
অতীব কপট ক্রূর কুমতি কুজাতি ॥
দিবা নিশি পাপ কার্য্যে করি হে যাপন ।
নাহি কটী-তটে পট কেবল ভোজন ॥
স্বপনে মোদের মনে নাহি ধর্ম্মভাব ।
এসাধুসঙ্গতি রামদর্শন-প্রভাব ॥
হেরিনু যে দিনে মোরা প্রভুর চরণ ।
দুঃসহ কলুষ ভাব হইল খণ্ডন ॥

বাখানে তাদের ভাগ্য নাগরিক জন ।
হেরি রামপদে ভক্তি আনন্দিত মন ॥
কোল ভীলগণ-বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
নিন্দরে আপন ভাগ্য পুরবাসী জন ॥
তুলসী রামের কৃপা যদি কেহ পায় ।
অনায়াসে ভবনিধি-পারে চলি যায় ॥
রামদরশনে সবে প্রফুল্ল-অন্তরে ।
চারিদিকে বনশোভা হেরিয়া বিহরে ॥
শ্রাবণ বরষাজল পাইলে যেমন ।
অনন্দে ময়ূর ভেক করে বিচরণ ॥
পুরনারী নর সবে আনন্দে মগন ।
পলক সমান দিন করিছে গমন ॥
যত শ্বশ্রূ তত মূর্ত্তি করিয়া সৃজন ।
আদরে জানকী করে সবার সেবন ॥
না জানিল মর্ম্ম কেহ বিনা প্রভু রাম ।
মায়াময়ী সীতা মায়াপতি ঘনশ্যাম ॥
সেবাবশ শ্বশ্রূগণে জানকী করিল ।
তাঁরা সুখ লভি শিক্ষা আশীর্ব্বাদ দিল ॥
কৈকেয়ী ভাবিছে ইহা বেদের লিখন ।
শ্রীরামবিমুখ করে নিরয়ে গমন ॥
দারুণ সংশয় এই সবাকার মনে ।
যায় কি না যায় রাম অযোধ্যাভবনে ॥
না যায় ভরত নিদ্রা না করে ভোজন ।
মীনগতি হয় বারি-সঙ্কোচে যেমন ॥
কিরূপে হইবে এবে রাম-অভিষেক ।
তাহার উপায় আমি না করিনু এক ॥
অবশ্য ফিরিবে গুরু-আদেশ মানিয়া ।
পুনঃপুন কব রাম রুচি সমুঝিয়া ॥
জননী কহিলে রাম যাইবে ভবন ।
না করে মাতার বাক্য শ্রীরামলঙ্ঘন ॥
আমি অনুচর মম কিবা অনুনয় ।
তাহাতে বিধাতা বাম অতি কু-সময় ॥
যদি হঠ করি তবে হইবে কুকর্ম্ম ।
কৈলাস হইতে গুরু সেবকের ধর্ম্ম ॥
এ সব যুকতি মনে না পাইল স্থান ।
করিল ভরত নিশি জাগি অবসান ।
প্রাতঃস্নান করি প্রভুচরণ বন্দিল ।
ঋষিগণে আনিবারে দূত পাঠাইল ॥

গুরুপদ বন্দি আজ্ঞা লভিয়া বসিল।
বিপ্রমন্ত্রী সভাসদ ক্রমশঃ আইল ॥
কালোচিত বাক্য গুরু কহিল তখন।
শুন সভাসদ মন্ত্রী ভরত সুজন ॥
ধর্ম্মধুরন্ধর ভানুকুলের প্রধান।
স্বেচ্ছাময় পরমেশ রাম ভগবান্ ॥
সত্য-নিধি শ্রুতিসেতু করেন পালন।
রাম-অবতার বিশ্বমঙ্গল-কারণ ॥
জনক জননী গুরু বাক্য অনুসারী।
খল-বন দাবানল সুরহিতকারী ॥
প্রীতিনীতি পরমার্থ আদিক সারথ।
কেহ নাহি জানে রাম সম যথারথ ॥
বিধি হরি হর রবি শশী দিক্‌পাল।
মায়াজড় জীব কর্ম্ম ধর্ম্ম কলিকাল ॥
অহিপ মহীপ আদি মহিমা-অন্বিত।
যোগসিদ্ধি আদি বেদ আগম কথিত ॥
দেখহ হৃদয়ে সবে করিয়া বিচার।
রামের রাজত্ব নহে শিরোধার্য্য কার ॥
শিরে ধরি রাম-আজ্ঞা করিলে পালন।
সবাকার সব হিত হইবে সাধন ॥
বিচারিয়া কর কার্য্য এবে জ্ঞানবান্।
সবার সম্মতিমতে কর্ত্তব্য বিধান ॥
সবার বাঞ্ছিত হয় রাম-অভিষেক।
সকল শুভের সুবিস্তৃত পথ এক ॥
যাহাতে অযোধ্যাপুরে রঘুবর যায়।
বুঝিয়া বলহ মোরে করিব উপায় ॥
পরমার্থ স্বার্থনীতি-সম্মত বচন।
ধন্য ধন্য কহে সবে করিয়া শ্রবণ ॥
উত্তর না আসে সবে হইল বিভোর।
ভরত নমিয়া শির কহে করজোড় ॥
অনেক নৃপতি রবিকুলে জনমিল।
সবে গুণধর সবে সদাত্মা আছিল ॥
সবে কহে জন্মহেতু হয় পিতা মাতা।
বিধি শুভাশুভ কর্ম্ম ফলের প্রদাতা ॥
সকল কল্যাণ হয় দুখের দলন।
এই আশীর্ব্বাদ এবে কর তপোধন ॥
শুনিয়া ভরত বাক্য গুরু দয়াময়।
অনুরাগ-বিগলিত হইল হৃদয় ॥

শুন তাত রঘুবর ভরত সুজন।
শ্রীরামবিমুখ সুখ না পায় কখন ॥
কহি এক কথা আমি হ'য়ে সঙ্কুচিত।
সর্ব্বনাশকালে অর্দ্ধ বরজে পণ্ডিত ॥
দু'ভাই তোমরা বনে করহ গমন।
যাউক ভবনে রাম জানকী লক্ষ্মণ ॥
হরষে দু'ভাই শুনি এ শুভ বচন।
হইল সকল অঙ্গ প্রেমেতে পূরণ ॥
বাড়িল শরীরে তেজ প্রসন্ন হইল।
ভাবে যেন সিংহাসনে শ্রীরাম বসিল ॥
বহু লাভ লঘুহানি ভাবে লোকগণ।
সম-সুখ-দুখ রাণী করিছে ক্রন্দন ॥
কহিলে ভরত কহে এ আজ্ঞা পালন ॥
লভিয়া বাঞ্ছিত হব সুফলজীবন ॥
করিব কাননে বাস ভরিয়া জনম।
ইহার অধিক লাভ কিবা আছে মম।
অন্তর্য্যামী রঘুনাথ প্রভু ভগবান্।
যদি মিথ্যা কহি কর বচন প্রমাণ ॥
ভরতবচন শুনি হেরিয়া সনেহ ॥
সভার সহিত মুনি হইল বিদেহ
মহিমার জলনিধি ভরত কুমার।
যাইবারে মুনিমতি চাহে তার পার।
যাইতে করিল বহু উপায় চিন্তন।
না হেরি তরণী যান কৈল নিবর্ত্তন ॥
ভরত-মহিমাসীমা কে পারে কহিতে
সরশুক্তি পারে কভু সমুদ্রে পশিতে ॥
মুনিবরে অনুকূল ভরত দেখিল।
সমাজ সহিত রামসমীপে আইল ॥
গুরুরে প্রণমি প্রভু দিল সুখাসন।
সকলে বসিল লভি গুরুর শাসন ॥
বশিষ্ঠ কহিল তবে বাক্য বিচারিয়া।
দেশ কাল অবসর প্রভৃতি চিন্তিয়া।
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ রাম জীবে কৃপাবান্।
ধর্ম্ম-নীতি গুণজ্ঞান বৈরাগ্য-নিধান ॥
তব নিকেতন হয় সবার অন্তর।
সুভাব কুভাব নহে তব অগোচর ॥
পুরজন জননীর ভরতের হিত।
যে উপায়ে হ'বে রাম করহ বিহিত ॥

আরত করিতে নারে বিচার অন্তরে।
জুয়ারী কেবল নিজ দানে লক্ষ্য করে॥
মুনির বচন শুনি কহে রঘুরায়।
তব করে আছে নাথ ইহার উপায়॥
বাকার হিত প্রতি তব দরশন।
আজ্ঞা দেহ কি কর্ত্তব্য আমার এখন॥
প্রথমে আমার পর ছিল যে শাসন।
শিরেধরি করিতেছি তাহার পালন॥
পুনরায় যাহা মোরে করিতে কহিবে।
তবএ সেবক তাহা অবশ্য পালিবে॥
মুনি কহে রাম তুমি বলিলে যথার্থ।
ভরতের স্নেহে গত বিচারসামর্থ্য॥
সেকারণে পুনঃপুন কহিহে তোমারে।
ভরত ভকতিবশ করিল আমারে॥
রাখিতে ভরতরুচি চাহে মম মন।
যাহে শুভ হ'বে কর সাক্ষী ত্রিলোচন॥
ভরত-বিনয়বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিচার করহ মনে রাঘবনন্দন॥
সনিগম নয়শাস্ত্র করি আলোচন।
সাধুর সম্মত কার্য্য কর আচরণ॥
গুরু-অনুরাগ হেরি ভরত-উপরে।
বিশেষ আনন্দ রাম লভিল অন্তরে॥
ধর্ম্ম-ধুরন্ধর হয় ভরত কুমার।
কায়মনোবাক্যে দাস জানি আপনার॥
কহিল বচন গুরুবাক্য-অনুকূল।
মধুর মঞ্জুল মৃদু সুমঙ্গলমূল॥
পিতার শপথ নাথ তোমার দোহাই।
না হ'বে ভরত সম ত্রিভুবনে ভাই॥
গুরুপদসরসিজে যেবা ভক্তিমান্।
লোকবেদমতে সেই বড় ভাগ্যবান॥
হেন অনুরাগ তব উপরে যাহার।
কেবা বরণিতে পারে সৌভাগ্য তাহার॥
শুনিয়া প্রভুর মুখে আত্মপ্রশংসন।
হইল লজ্জিত অতি ভরতের মন॥
রাখিলে ভরতকথা হইবেক ভাল।
এত কহি রহে চুপ রাঘব দয়াল॥
ভরতেরে কহে তবে গুরু তপোধন।
সকল আশঙ্কা তাত করিয়া বর্জ্জন॥
কৃপাসিন্ধু প্রিয় বন্ধু রামের নিকট।
আপনার মনোভাব করহ প্রকট॥
গুরুবাক্য শুনি রাম-আদেশ বুঝিয়া।
অতিশয় অনুকূল গুরুরে জানিয়া॥
আপনার শিরে হেরি অতি গুরুভা'র।
কহিতে না পারে কিছু করিছে বিচার॥
শরীরে পুলক স্থির রহে দাঁড়াইয়া।
নীরজ-নয়নে নীর পড়িছে বহিয়া॥
আমার বক্তব্য গুরু কহে বারম্বার।
ইহার অধিক আমি কি কহিব আর॥
জানি এ স্বভাব ধরে প্রভু রঘুবর।
না করে কখন ক্রোধ দোষীর উপর॥
আমার উপরে কৃপা বিশেষ জানিনু।
খেলার সময়ে রোষ কভু না হেরিনু॥
শৈশব হইতে নাহি পরিহরি সঙ্গ।
কভু না করিল প্রভু মম মনোভঙ্গ॥
খেলাতে হইত যদি মম পরাজয়।
সন্তোষিত প্রভু মোরে কহি মোর জয়॥
প্রভুর সম্মুখে আমি করিয়া গমন।
নারিতাম কহিবারে বচন কখন॥
সুতরাং অদ্যাপিও আমার নয়ন।
নারিল লভিতে তৃপ্তি হেরিয়া বদন॥
আমার সোহাগ বিধি সহিতে নারিল।
মোর জননীর মতি-গতি ফিরাইল॥
একথা কহিতে মোরে আজি না জুয়ায়।
আপনারে সাধু শুচি জানা নাহি যায়॥
মাতা মন্দ আমি সাধু সুশীল সুচাল।
এভাব ভাবিতে আসে অসঙ্খ্য কুচাল॥
ফলে কি মধুর শালি কখন কোদবে।
সরোবর-শুকতি কি মুকতা প্রসবে॥
কাহার উপরে দোষ না করি অর্পণ।
অভাগ্য-উদধি মম এ দুখকারণ॥
মম পাপ পরিপাক যবে না হইল।
জননী কৈকেয়ী তবে কুকথা কহিল॥
হৃদয় পরীক্ষা করি করিনু বিচার।
একমাত্র আছে ভাল উপায় আমার॥
আমার কেবল গতি প্রভু সীতারাম।
শরণ লইলে হ'বে শুভ পরিণাম॥

এ সভায় আছে বহু সাধু বিদ্যমান।
আছে গুরুদেব মম প্রভু ভগবান্ ॥
যে বাক্য করিব আমি হেথা উচ্চারণ।
মিথ্যা সত্য কভু নাহি রহিবে গোপন ॥
মরিয়া ভূপতিগণ প্রেমের রাখিল ॥
জননী কুমতি মম জগত জানিল ॥
কাতর দুঃসহ দুখে আর মাতৃগণ।
জ্বলিছে বিষমজ্বরে যত পুরজন ॥
হইলাম আমি এই অনর্থের মূল।
সহিতেছি বুঝি এই নিদারুণ শূল
গমন করিল বনে শুনি রঘুনাথ।
মুনিবেশ ধরি সীতা লক্ষ্মণের সাথ॥
পদব্রজে গেল পদে নাহি পদত্রাণ।
শিবসাক্ষী হইলাম হেথা ধাবমান্॥
নিষাদের স্নেহ মম আঁখি নেহারিল।
কুলিশ-কঠিন প্রাণ তথাপি রহিল ॥
হেথা আসি স্বনয়নে করিনু দর্শন।
স্থাবর জঙ্গম করে শ্রীরামে সেবন॥
যাহারে নিরখি খল ভুজঙ্গিনীগণ।
তীক্ষ্ণতা-বিষমবিষ করিল বর্জ্জন ॥
সেই সীতারাম লাগে অনহিত যারে।
তার সুতে ত্যজি বিধি দুখ দিবে কারে॥
ভরতকথিত এই কাতর বচন।
আর্ত্তি-প্রীতি-নয়যুত করিয়া শ্রবণ॥
হইল মগন শোকে যত সভাজন।
তুষারে আচ্ছন্ন যেন কমলের বন॥
বিবিধ পুরাণকথা করিয়া কীর্ত্তন।
প্রবোধ ভরতে দিল গুরু তপোধন ॥
শুনিয়া উচিত কহে রাঘবনন্দন।
দিনকরকুল-সরসিজবিভূষণ ॥
কেন আত্মগ্লানি তাত কর তুমি ভোগ।
বিধিবশ জীবগতি সংযোগ বিয়োগ।
ভূমি স্বর্গ রসাতলে তোমার সমান।
কেহ তাত নহে পুণ্যশ্লোক ভাগ্যবান্॥
যে করিবে কপটতা তোমাতে আরোপ।
ইহ পরলোক তার হইবেক লোপ॥
সাধু গুরু সভা যেই জন না সেবিবে।
জননী-উপরে দোষ সেই জন দিবে॥

নাশি মায়াপাশ সব অমঙ্গল-ভার।
স্মরি তব নাম লোক পাইবে নিস্তার॥
কুতর্ক না কর তাত মনে অনুক্ষণ।
বৈর প্রেম চিরদিন না রহে গোপন॥
বিহগ ত্যজিয়া ভয় মুনিপাশে যায়।
হেরিয়া ঘাতক ব্যাধে আপনি পলায়॥
নিজ হিতাহিতজ্ঞান পশু পাখী ধরে।
সুতরাং আছে তাহা মতিমান্ নরে॥
বিশুদ্ধ সরলচিত জানি হে তোমারে।
কেন অকারণ দুখ কর আপনারে॥
মোরে ত্যজি নৃপ সত্য করিল রক্ষণ।
শরীর ত্যজিল তবু না ত্যজিল পণ॥
সে সত্য পালিতে আমি আসিয়াছি বন।
ইথে শঙ্কা মনে তুমি কর কি কারণ॥
রাখিতে তোমার কথা গুরু আজ্ঞা দিল।
তব অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তব্য হইল॥
প্রসন্ন হইয়া কহ কি করিব আজ।
রামবাক্য শুনি সুখী হইল সমাজ॥
সুর সহ সুরপতি অতি ভয় পায়।
কার্য্য বিঘ্ন বুঝি বিধিমোদের ঘটায়॥
না দেখে উপায় কিছু করিয়া চিন্তন।
রামপদে মনে মনে লইল শরণ॥
বিচার করিয়া পরে কহে পরস্পর।
ভকত-ভকতিবশ সদা রঘুবর॥
স্মরণ করিয়া পুন দুর্ব্বাসার গতি।
নিরাশ হইল মনে সুর-কুলপতি॥
সুরবৃন্দ বহুকাল সহিল বিষাদ।
আবির্ভাব নৃহরির করিল প্রহ্লাদ॥
শির কুটি কহে যত নিমেষবিহীন।
এবে সুরকার্য্য হয় ভরত-অধীন॥
উপায় না হেরি মনে দেবতার গণ।
কর্ত্তব্য ভাবিল রাম-সেবক-সেবন॥
সপ্রেমহৃদয়ে লয় ভরতশরণ।
যে করিল নিজগুণে শ্রীরামে আপন॥
সুরগুরু সুরকুলে কহিল তখন।
তোমাদের ভাগ্যোদয় হইল এখন॥
সকল মঙ্গল লাভ করে সেই জন।
অকপটে ভজে যেই ভরতচরণ

তোমাদের মনে ভক্তি ভরতে আইল।
ত্যজ শোক বিধি কার্য্য সুসিদ্ধ করিল।
সীতাপতি-সেবকের চরণ সেবন।
কামধেনু সম শুন দেবগণ॥
ভরত-প্রভাব ইন্দ্র কর বিলোকন।
বিবশ যাহার প্রেমে রাম নিরঞ্জন॥
মন স্থির কর দেব নাহি তব ভয়।
রামানুজ শ্রীরামের প্রতিবিম্ব হয়॥
হেথা অন্তর্যামী প্রভু করিল বিচার।
আপনার শিরে ন্যস্ত আছে গুরু ভার॥
ভরতের অনুরোধ অসুর-নিধন।
উভয় চিন্তিয়া প্রভু দোলায়িতমন॥
ভরত ভাবিল রামে দিয়া রাজাসন।
তাঁহার আদেশ মোর কর্ত্তব্য পালন॥
করিল অমিত কৃপা মোরে রঘুবর।
কহিছে প্রণাম করি জুড়ি দুইকর॥
তোমার সমীপে আমি কি কহিব স্বামী।
কৃপাপয়োনিধি তুমি প্রভু অন্তর্যামী॥
সুপ্রসন্ন গুরুদেব মোরে অনুকূল।
নাশিল তাঁহার কৃপা মম মনঃশূল॥
আমার অভাগ্য আর মাতৃ-কুটিলতা।
বিপরীত বিধিগতি কাল-কঠিনতা॥
চরণে দলিত মোরে সকলে করিল।
প্রণতপালক কৃপা করি উদ্ধারিল
এমত প্রভুর রীতি যদি না হইত।
লোক বেদ তবে নাহি প্রভুরে জানিত॥
জগত অসত্য এক সত্য তুমি রাম।
কি করিলে হ'বে ভাল কহ গুণধাম॥
তোমার স্বভাব সুর-তরুর সমান।
সম্মুখে বিমুখ নাহি কর ভগবান্॥
চিনিয়া সে তরুবরে কৈনু আগমন।
লইনু আশ্রয় জানি শান্তিনিকেতন॥
যেফল উচিত তাহা দেহ কৃপাবান্।
থাকে কি হে দরিদ্রের ভালমন্দ জ্ঞান॥
ভালমতে লখি গুরু স্বামীর সনেহ।
ঘুচিল মনের ক্ষোভ নাহিক সন্দেহ॥
এবে তাহা কর যাহে লোকহিত হয়।
আপন অন্তরে নাহি ক্ষোভ উপজয়॥

গুরুর অমতে যেবা হিত বাঞ্ছা করে।
তাহারে কুমতি বলি কেহ না আদরে॥
কেবল সেবকহিত গুরুর সেবন।
আপনার সুখ লোভ করিয়া বর্জ্জন॥
এই স্বার্থ পরমার্থ সকলের সার।
গুরুবাক্য মান্য করা যথা অধিকার॥
আমার প্রার্থনা নাথ করহ শ্রবণ।
উচিত হইলে তাহা করহ পুরণ॥
করিনু তিলক-দ্রব্য হেথা আনয়ন।
আজ্ঞা দেহ অভিষেক হউক এখন॥
আমারে সানুজ বনে করিয়া প্রেরণ।
সবারে সনাথ কর করুণাকেতন॥
যদি নাহি কর তুমি অযোধ্যা গমন।
মোরে তব সনে দেব করহ গ্রহণ॥
অথবা আমরা তিন ভাই যাই বন।
সীতা সনে তুমি যাও অযোধ্যা ভবন॥
যাহাতে প্রসন্ন প্রভু হয় তব মন।
কৃপানিধি কৃপা করি করহ এখন॥
প্রদান করিলে দেব মোরে সব ভার।
আমাতে নাহিক নীতি ধরম বিচার॥
কহিতেছি বাক্য নিজ স্বারথ কারণ।
নাহি রহে আরতের চিতের চেতন॥
প্রভু আজ্ঞা বিনা মত প্রকাশিতে চায়।
সে সেবক জনে লখি লাজ লাজ পায়॥
আমা হেন অবগুণ উদধি গভীর।
স্নেহবশে কহ প্রভু মোরে সাধু ধীর॥
তোমার শপথ করি কহি রঘুরায়।
ত্রিভুবন-হিত হেতু একটি উপায়॥
মনের সঙ্কোচ ত্যজি তুমি ভগবান।
যে আদেশ যারে দেব করিবে প্রদান॥
শিরে ধরি করিবে সে সে আজ্ঞা পালন।
বিধির অটল লিপি হইবে খণ্ডন॥
ভরতের বাক্য শুনি হৃদয় হরষে।
প্রশংসিল সাধু সুর কুসুম বরষে॥
হরষ-বিষাদবশ অযোধ্যানিবাসী।
প্রমুদিত মন যত মুনি বনবাসী॥
ধরিয়া রহিল মৌন রাঘব নন্দন।
দেখি প্রভু-পতি লোক শোক-পরায়ণ।

সে কালে জনক-দূত সভাতে আইল।
দেখিয়া বশিষ্ঠদেব নিকটে ডাকিল॥
প্রণাম করিয়া দূত রামে নেহারিল।
নিতান্ত দুখিত বেশ নিরখি হইল॥
তবে মুনিবর দূতে কহিল বচন।
ভূপ জনকের কর কুশল কীর্ত্তন॥
শুনি ভূমিতলে দূত মস্তক নমিল।
জুড়িয়া যুগলকর কহিতে লাগিল॥
নৃপের জানিবে নাথ প্রেমসম্ভাষণ।
সকল কুশল হেতু তুমি তপোধন॥
নতুবা কোশল-পতি-সহিত কুশল।
গমন করিল ছাড়ি সমগ্রভূতল॥
বিশেষ মিথিলাপুরী অযোধ্যা ভবন।
হইতে সকল শুভ কৈল পলায়ন॥
নৃপমৃত্যু পুরজন যখন শুনিল।
শোক ভরে ক্ষিপ্ত-প্রায় তখন হইল॥
সে কালে বিদেহ নৃপে যে জন হেরিল।
নামের সত্যতা মনে সকলে ভাবিল॥
শুনিতে শুনিতে নৃপ কৈকয়ী-কু-চাল।
হইল কাতর যেন মণিহীন ব্যাল॥
নৃপ পুছে কহ বুধ সচিব-সমাজ।
বিচারিয়া উচিত কি হয় মোর আজ॥
অযোধ্যার দুরবস্থা করি বিবেচনা।
কেহ কোন উপদেশ দিতে পারিল না॥
বিচারি আপনমনে মিথিলা-ঈশ্বর।
পাঠাইল অযোধ্যায় চারি দূতবর॥
ভরতের মনোভাব বুঝিয়া অন্তরে।
আসিবে মিথিলাপুরে ফিরিয়া সত্বরে॥
আজ্ঞা মাত্র চারিদূত গমন করিল।
ভরতের আচরণ সকল দেখিল॥
ফিরাইতে গেল বনে ভরত শ্রীরামে।
জানিয়া আইল দূত জনকের ধামে॥
যথাকালে চারি দূত করি আগমন।
জনকসভায় কহে সব বিবরণ॥
শুনি গুরু পুরজন সচিব ভূপতি।
স্নেহশোকবশে হলো আকুলিতমতি॥
প্রশংসে ভরতে করি ধৈরয ধারণ।
সভামাঝে আনাইল সেনাপতিগণ॥
রক্ষক রাখিয়া রাজ্য করিতে রক্ষণ।
সঙ্গে লয়ে হয় গজ পদাতি স্যন্দন॥
শিব-জ্ঞান-সাধি নৃপ বাহির হইল।
পথমাঝে কুত্রাপি না বিশ্রাম করিল॥
আজি প্রাতে করি সবে ত্রিবেণীমজ্জন।
লাগিল হইতে পার নৃপসঙ্গিগণ
সম্বাদ লইতে মোরে ভূপ পাঠাইল।
এত কহি পুন দূত প্রণাম করিল॥
ছ সাত কিরাত দিয়া চর বর সাথ।
ত্বরিত বিদায় তারে করে মুনিনাথ॥
আসিতেছে বল সহ নিমিকুলরাজ।
শুনিয়া হরষে অতি অযোধ্যাসমাজ॥
হইল সঙ্কোচ-যুত রাঘবনন্দন।
হইল বিবশ শোকে বৃত্রনিসূদন॥
হৃদয় অনলে তবে কৈকেয়ী জ্বলিল।
কি কহিবে মিথিলেশ ভাবিতে লাগিল॥
প্রমোদ পাইল মনে যত নর নারী।
উপায় হইল রবে আর দিন চারি॥
হেন মতে সে দিবস বিগত হইল।
প্রভাতে উঠিয়া স্নান সকলে করিল
প্রাতঃস্নান করি সবে করিছে পূজন।
গৌরী গণপতি রবি দেব পঞ্চানন॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ-পদ করিয়া বন্দন।
অঞ্চলে অঞ্জলি বান্ধি করে নিবেদন॥
রামচন্দ্র রাজা আর শ্রীজানকী রাণী।
অযোধ্যা আনন্দ সীমা রঘুরাজধানী॥
সুখে বাস করে তথা সহিত সমাজ।
ভরতেরে করে যেন রাম যুবরাজ॥
এসুধা-সলিলে সবে করিয়া সেচন।
মোদের জীবন লাভ দেহ নারায়ণ॥
গুরুসনে তিন ভাই সহ রঘুবর।
যাউক ফিরিয়া এবে অযোধ্যানগর॥
অযোধ্যায় রামরাজ্য হউক অক্ষয়।
দেহ বর যেন দেব হেরি মৃত্যু হয়॥ •
হেন স্নেহময়বাক্য করিয়া শ্রবণ।
যোগ বিরতিরে নিন্দে জ্ঞানী মুনিজন॥
এইরূপে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপন।
আসি পুরবাসী করে শ্রীরামে বন্দন

উত্তম মধ্যম নীচ নরনারীগণ।
রুচি অনুসারে করে রামে দরশন ॥
সবারে আদর করে কৃপার নিধান
সবে রামগুণ কহে হয়ে সাবধান ॥
রূপগুণ শীল নিধি রাঘব সুন্দর।
সরল স্বভাব কিবা মুখ মনোহর ॥
অনুরাগ ভরে কহি রামগুণগান।
সবে নিজ নিজ ভাগ্যে করে প্রশংসন ॥
মোর সব পুণ্যপুঞ্জ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
মোদেরে আপন বলি জানে রঘুবর ॥
হেন কালে মিথিলেশ আসিছে শুনিয়া।
উঠে সসম্ভ্রমে রাম আসন ত্যজিয়া ॥
চলিল সবার আগে দেব রঘুনাথ।
গুরুপুরজনমন্ত্রিভ্রাতৃগণ সাথ ॥
যবে গিরিচিত্রকূট জনক হেরিল।
রথ ত্যজি ভূমে নামি প্রণাম করিল ॥
হেরিতে রামের মুখ লালসা সবার।
ক্লেশ-লেশ পথ-শ্রম নাহিক কাহার ॥
শ্রীরামজানকী যথা তথা গেছে মন।
কেমনে জানিবে তনু-সুখ দুখী জন ॥
এমতে মিথিলাপতি আসিছে চলিয়া।
স্নেহ-প্রেম-সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া ॥
সন্নিকট পরস্পর হইল যখন।
লাগিল করিতে সবে সাদর মিলন।
চিত্রকূটবাসী যত তপোধন ছিল।
জনক তাঁদের পদে প্রণাম করিল ॥
জনকের সনে যত তাপস আইল।
তাঁদের চরণপদ্ম শ্রীরাম বন্দিল ॥
অনুজ সহিত রাম জনকে বন্দিয়া।
চলে সঙ্গী সহ তাঁরে আশ্রমে লইয়া।
রামের আশ্রম শান্ত-রস-রত্নাকর।
অগাধ অমিত পরিপূর্ণ নিরন্তর ॥
যেন করুণার নদী হয়ে প্রবাহিতা।
উমগি তাহার সনে হইল মিলিতা ॥
লোকের দীর্ঘশ্বাস সমীর-তরঙ্গ।
করিল ধৈরয-তট-তরুবরে ভঙ্গ ॥
বিষম-বিষাদ-স্রোত খরতর ধার।
মোহ ভ্রম ভয় আদি অমিত অপার ॥
বিদ্বান নাবিক বিদ্যা তরণী আনিয়া।
নারিল স্রোতের মুখে রাখিছে ধরিয়া ॥
বিচার কিরাত কোল করিতে লাগিল।
পথিকের গতিরোধ হেরিয়া হইল ॥
আশ্রম-উদধি মাঝে যখন মিলিল।
অকূল-সমুদ্র যেন উথলি উঠিল ॥
শোকেতে ব্যাকুল দুই রাজার সমাজ।
নারহে বিরতি জ্ঞান ধৃতি তপ লাজ ॥
দশরথ-গুণ-শীল করিয়া স্মরণ।
শোক-সিন্ধু-মাঝে সবে করে সন্তরণ ॥
শোকের সাগরে সবে ধৈর্য্য হারাইল।
কহে রাম বিধি কেন এ বাদ সাধিল ॥
নারি জনকের দশা রতে বর্ণন।
হইল বিস্মিত হেরি মুনি যোগিজন ॥
তুলসী কহিছে এবে করিয়া বিচার।
কে পারে স্নেহের নদী হইবারে পার ॥
মুনিগণ দিল লোকে নানা উপদেশ।
বশিষ্ঠ কহিল ধৈর্য্য ধরহ নরেশ ॥
যার জ্ঞান-রবি ভব-তিমির বিনাশে।
বচন-কিরণ মুনি কমলে বিকাশে ॥
মোহ কি তাহার পাশে পারে আসিবারে।
সীতারাম প্রেম করে বিহ্বল তাহারে ॥
বিষয়ী সাধক সিদ্ধ জগত ভিতরে।
ত্রিবিধ জীবের সত্তা বেদ ব্যাখ্যা করে ॥
সরল রামের প্রেমে অন্তর যাহার।
সাধুসভামাঝে বড় আদর তাহার ॥
রঘুপতি-প্রেম বিনা নাহি শোভে জ্ঞান।
কর্ণধার বিনা যথা হয় জল-যান ॥
জনকেরে বহুমতে মুনি বুঝাইল।
রাম-ঘাটে গিয়া সবে স্নান সমাপিল ॥
নিতান্ত আকুল শোকে রহে সর্ব্বজন।
সে দিবস কেহ জল না করে গ্রহণ ॥
পশু খগ মৃগ কেহ না করে আহার।
প্রিয়-পরিজন-কথা কি কহিব আর ॥
উভয়-সমাজ করি প্রাতঃকালে স্নান।
বসে ব -তরুতলে তনু মন ম্লান ॥
যত মহীসুর দশরথ পুরবাসী।
যতেক মথিলাপতি-নগর নিবাসী ॥

রবি-কুল-গুরু নিমিকুল-পুরোহিত।
যাহারা পাইল ফল জনম উচিত॥
কহিতে লাগিল শিক্ষাবচন অনেক।
সহিত ধরমনীতি বিরতি বিবেক॥
নানা পুরাতনী কথা কৌশিক কহিল।
যাহা শুনি সভাজন প্রবোধ পাইল॥
বিশ্বামিত্রে রঘুনাথ কহিল তখন।
উপবাস করি রহে কালি সর্ব্বজন।
কৌশিক কহিল সত্য কহ রঘুবর।
আজিও হইল গত সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর॥
ঋষি মত বুঝি কহে ত্রিহুতরাজন।
হেথা অনুচিত হয় শস্যাদি ভোজন॥
লাগিল সবার মনে নৃপতি বচন।
আজ্ঞা মাগি গেল সবে করিতে মজ্জন॥
হেনকালে ফলমূল বিবিধ প্রকার।
এল লয়ে বনচর ভরি ভরি ভার॥
কামদ হইল গিরি রামের প্রসাদে।
নয়নে হেরিল হরে সকল বিষাদে॥
বিপিন-বিভাগ নদনদীসরোবর।
অনুরাগভরে যেন প্রফুল্ল অন্তর॥
ফুল-লতা-তরু সব হইল স-ফুল।
করে খগ মৃগ অলি রব অনুকূল॥
সে কালে অধিক শোভা ধরিল কানন।
সমীর ত্রিবিধ করে তাপ নিবারণ॥
সে সুখ বর্ণিতে কবি অক্ষম হইল।
মহী যেন জনকেরে আতিথ্য করিল॥
তবে যত লোক সব স্নান সমাপিয়া।
শ্রীরাম জনক মুনি আদেশ পাইয়া॥
তরুর শীতল ছায়া দেখিয়া দেখিয়া।
বাছিয়া লইল স্থান বিশ্রাম লাগিয়া॥
ফলফুলদল মূল বিবিধ বিধান।
সুন্দর মধুর শুচি সুধার সমান॥
সবাপাশে দিল গুরু ভরি ভরি ভার।
পিতৃ সুরে পূজি সবে করিল আহার॥
এমতে হইল চারি বিগত বাসর।
রামের বদন হেরি সুখী নারীনর॥
উভয় সমাজ মনে ভাবিল তখন।
রাখি রামে মোরা ঘরে না যাব ভবন॥

সীতারামসহ বাস কানন ভিতর।
কোটি সুরপুর-সম হয় সুখকর॥
পরিহরি সলক্ষ্মণ জানকী শ্রীরাম।
যে ভাবে ভবন-সুখ বিধি তারে বাম॥
বিধি অনুকূল যবে যাহারে হইবে।
রামের সহিত তবে সেবনে বসিবে॥
পবিত্র জাহ্নবীনীরে ত্রিকালমজ্জন।
সর্ব্ব-শুভ-মূল রামচরণ দর্শন॥
রামগিরি তপোবনে করিব ভ্রমণ।
করিব অমৃতসম ফলমূলাশন॥
পল হেন চতুর্দ্দশ বর্ষ গোঙাইব।
কেমনে যাইবে কাল জানিতে নারিব॥
এসুখ হইবে লাভ নাহি হেন ভাগ।
প্রকাশে এমতে লোক রামে অনুরাগ॥
হেন মনোরথ করে যত পুরজন।
দ্রবীভূত হয় মন করিয়া শ্রবণ॥
জানকী জননী কহে দাসীকে ডাকিয়া।
শ্রীরাম জননী কোথা এসো গো জানি
জনকমহিষী শুনি আছে অবকাশ।
আইল কোশল-রাজ অন্তঃপুর বাস॥
রামমাতা করি সীতামাতার সম্মান।
করিল সময়োচিত আসন প্রদান॥
স্নেহ প্রেম সুশীলতা সরস মিলন।
কঠোর কুলিশ গলে করি দরশন॥
পুলকে শিথিল তনু ঝরিছে লোচন।
নখে লিখে মহী মুখে না সরে বচন॥
ইহারা জানকী রাম প্রেমের মুরতি।
যেন বহুরূপ ধরি করুণা স্ফুরতি॥
বিধি মতিবাঁকা সীতাজননী কহিল।
পয় ফেণ মাঝে শর আচ্ছাদি রাখিল॥
শুনিতে সুধার সম দেখিতে গরল।
জগতে বিধির কার্য্য জানিবে সকল॥
যেথা সেথা কাক বক উলুক করাল।
দুর্গম মানসসম সুকৃত মরাল॥
শুনিয়া কহিল দেবী স-শোক সুমিত্রা।
বিধি বিপরীত গতি অতীব বিচিত্রা॥
সৃজিয়া পালিয়া পুনরপি হরি লয়।
বালকেলি-সম বিধিগতি মনে হয়॥

কৌশল্যা কহিল দোষ নাহিক কাহার।
কর্ম্মবশে সুখ দুখ ঘটে সবাকার॥
বিচারি করমগতি বিধি ভগবান্।
জীবে শুভাশুভ ফল করেন প্রদান॥
বিধাতার লিপি কভু না হয় খণ্ডন।
যাহা হতে হয় সৃষ্টিস্থিতিবিনাশন॥
দেবি! মোহবশে শোক কর অকারণ।
অনাদি অচল বিধি প্রপঞ্চ এমন॥
সীতামাতা কহে সখি কহিলে সুবাণী।
সুকৃতি অবধি নৃপ দশরথ রাণী॥
সসীত-লক্ষ্মণ-রাম কাননে পশিবে।
হবে পরিণামে ভাল মন্দ না হইবে॥
একথা কৌশল্যা কহে হৃদয় ভিতরে।
আমার কেবল শোক ভরতের তরে॥
রামের শপথ নাহি করিনু কখন।
তাহা আজি করি কহি যথার্থ বচন।
ভরতের শীলগুণ না হয় বর্ণন।
তার ভ্রাতৃভক্তি ভূমে নহে সাধারণ॥
জানিবে ভরতে সদা কুলের প্রদীপ।
এই কথা পুন পুন কহিলা মহীপ॥
সুকোষ্ঠী পাইলে স্বর্ণ পরীক্ষিত হয়।
পুরুষ পরখ হয় পাইলে সময়॥
সুরনদী সমবাণী করিয়া শ্রবণ।
স্নেহনীরে নারীকুল হইল মগন॥
কহিল ধৈরয ধরি কৌশল্যা তখন।
শুন দেবি মিথিলেশি আমার বচন॥
জ্ঞানের নিদান তব পতি মিথিলেশ।
কে পারে তোমারে দিতে হিত উপদেশ।
মোর এই অনুরোধ এবে রক্ষা কর।
ভূপ সনে কহ ইহা বুঝি অবসর॥
ভরত রামের সনে যাউক কানন।
লক্ষ্মণ ফিরিয়া গৃহে করুক গমন॥
বিচার করিয়া নৃপ করে এ যতন।
ভরতের তরে মম বিচলিত মন॥
আছে প্রেম অতি গূঢ় ভরত অন্তরে।
রামে ছাড়ি ভাল নাহি রহিবে সে ঘরে॥
স্বভাব লক্ষিয়া শুনি সরল সুবাণী।
ডুবিল করুণারসে যত সব রাণী॥

ধন্য ধন্য কহি সুর পুষ্প বরষিল।
সিদ্ধযোগীমুনি স্নেহে শিথিল হইল॥
সব অন্তঃপুর-বাসী নিস্তব্ধ রহিল।
ধৈর্য্য ধরি তবে দেবী সুমিত্রা কহিল।
রজনীর দণ্ড যুগ অতীত হইল।
প্রীতিসহ রামমাতা শুনিয়া উঠিল॥
কহিল আশ্রমে কর চরণ অর্পণ।
আমার সহায় এবে জনক রাজন॥
লখি প্রেম শুনি এই বিনীত বচন।
করিল জনকপ্রিয়া চরণ ধারণ॥
মহাজন করে সদা নীচেরে আদর।
অগ্নিধূমে গিরিতৃণে ধরে শিরোপর॥
তোমার সেবক হন মিথিলা-ঈশ্বর।
তোমার সহায় সদা ভবানী শঙ্কর॥
তোমার সহায় কোথা নহে কোন জন।
রবির সহায় দীপ হয় কি কখন॥
সাধিয়া কাননে রাম দেবতার কার্য্য।
করিবে অযোধ্যা গিয়া অকণ্টক রাজ্য॥
পন্নগ অমর নর রাম বাহুবলে।
সুখে বাস করিবেক নিজ নিজ স্থলে॥
একথা কহিল যাজ্ঞবল্ক্য তপোধন।
মিথ্যা না হইবে দেবি ঋষির বচন॥
এত কহি সীতা লাগি বিনয় করিয়া।
চলিল সীতার মাতা সীতারে লইয়া॥
জানকী তাপসী বেশ করি দরশন।
হইল বিকল অতি যত পুরজন॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা তবে জনক পাইয়া।
সীতারে হেরিল নিজ আশ্রমে আসিয়া॥
স্নেহভরে নৃপ কোলে সুতারে ধরিল।
প্রাণের পুতলী লভি আনন্দ পাইল॥
উথলি উঠিল ভূপ মনে অনুরাগ।
হইল তাহার মন যেমন প্রয়াগ॥
সীতা-স্নেহ-বটতরু বাড়িতে লাগিল
তার পরে রাম-প্রেম-শিশু সুশোভিল॥
চিরজীবী মুনি হেন ডুবিতে আছিল।
পরম সুন্দর শিশু আশ্রয় হইল॥
কভু মোহবশ নহে জনকের মন।
মহিমা জানকী রাম প্রেমের এমন॥

জননী জনকে হেরি শোকনিমগন।
করিল ধরনী-সুতা শোক সম্বরণ॥
সীতার জনক হেরি তাপসীর বেশ।
প্রেমপরিতোষ মনে পাইল বিশেষ॥
পুত্রি! দুইকুল তুমি পবিত্র করিলে।
তোমার ধবল যশে বিশ্ব উজলিলে॥
তোমার কীরতি নদী সুরনদী প্রায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি সর্ব্বস্থানে যায়॥
পবিত্র করিল গঙ্গা এ তিন ভুবন।
করিলে গো তুমি সাধু সমাজ শোধন॥
স্নেহময় সত্য বাক্য কহে সীতা-পিতা।
শুনি অবনতমুখী জানকী লজ্জিতা॥
জনক জননী পুন হৃদয়ে ধরিল।
বহু আশীর্ব্বাদ হিতশিক্ষা তাঁরে দিল॥
বিচার করিয়া সীতা মনে মনে কহে।
আমার উচিত হেথা রাত্রিবাস নহে॥
অভিপ্রায় বুঝি রাণী রাজারে কহিল।
সীতার স্বভাবগুণ দোঁহে বাখানিল॥
পুনঃ পুন দুহিতারে দিয়া আলিঙ্গন।
রামের আশ্রমে তাঁরে করিল প্রেরণ॥
জনক-মহিষী তবে বুঝি অবসর।
ভরতের গতি কহে স্বামীর গোচর॥
মিথিলেশ ভরতের শুনি ব্যবহার।
কনক কুসুম মহী জল শশী সার॥
পুলকিত তনু মুদি যুগলনয়ন।
লাগিল করিতে গুণ তাহার বর্ণন॥
করে ভরতের কথা বন্ধনমোচন।
সাবধানে সুলোচনি! করহ শ্রবণ॥
ধর্ম্মনীতি রাজনীতি ব্রহ্ম-নিরূপণ।
পারি আমি যথামতি করিতে কীর্ত্তন॥
ভরত চরিতে মোর মতি পরশন।
নারে করিবারে কহি সত্য এ বচন॥
অহিপতি গণপতি শারদা শঙ্কর।
সুকবি কোবিদ বুধ বুদ্ধি-গুণাকর॥
ভরতচরিতধর্ম্ম কীরতি করণ।
বিমলস্বভাব আদি গুণ বিবরণ॥
কহিলে শুনিলে সবে সুখ করে দান।
সুরনদী জিনি শুচি সুধার সমান॥
অসীম অনন্ত গুণ নিরুপম জন।
ভরত ভরত সম পুরুষ রতন॥
সুমেরু সুমেরু সম যথা কবি গায়।
ভরত তুলনা তথা খুজিয়া না পায়॥
অমিতমহিমা তার করহ শ্রবণ।
জানে রাম নারে কিন্তু করিতে বর্ণন॥
মহিষীর মনোভাব নৃপতি লখিয়া।
আপনার অভিপ্রায় কহে প্রকাশিয়া॥
লক্ষ্মণ অযোধ্যাপুরে ভরত কানন।
যায় যদি সুখী হয় সবাকার মন॥
রাম ভরতের কিন্তু বিচিত্র পীরিতি।
নারে সবে বুঝিবারে ইহার কি রীতি॥
ভরতের প্রেম হয় সীমা মমতার।
যদ্যপি শ্রীরাম হয় সীমা সমতার॥
ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ স্বার্থ সুখ সারে।
স্বপনেও মনে নাহি ভরত নেহারে॥
তাহার সাধন সিদ্ধি রামপদে রতি।
দেখিনু বিচার করি শুন তুমি সতি॥
ভরত রামের আজ্ঞা করিবে পালন।
দেবি! স্নেহ বশে শোক কর অকারণ॥
রাম ভরতের গুণ করিয়া কীর্ত্তন।
করিল দম্পতী সেই যামিনীযাপন॥
রাজার সমাজযুগ প্রাতঃকালে জাগে।
স্নান সমাপিয়া সুরে পূজিবারে লাগে॥
গুরুপাশে গেল রাম করিয়া মজ্জন।
আজ্ঞা লভি কহে বাক্য বন্দিয়া চরণ॥
জননী ভরত নাথ পুরবাসী জন।
বনবাস ক্লেশ সবে করিছে সহন॥
সমাজ সহিত নরপতি মিথিলেশ।
সহিতেছে বহুদিন হইতে কলেশ॥
বিচারিয়া কর যাহা হইবে উচিত।
তব করতল গত সবাকার হিত॥
এত কহি রঘুবর হন সঙ্কুচিত।
হেরিয়া স্বভাব শীল মুনি পুলকিত॥
তোমার অভাবে রাম সব সুখ সাজ।
নরক সমান দুই রাজার সমাজ॥
জীবের প্রাণের প্রাণ তুমি গুণধাম।
জীবন সুখের সুখ তুমি ঘনশ্যাম।

তোমারে ছাড়িয়া গৃহ ভাল লাগে যারে।
বিধাতা নিশ্চয় বাম হইল তাহারে॥
হউক সে সুখ কর্ম্ম ধর্ম্ম ছারখার।
রঘুবর পাদপদ্ম যথা নহে সার॥
সে যোগ কুযোগ আর সে জ্ঞান অজ্ঞান।
যথা নাহি হয় রাম প্রেম পরধান॥
বিয়োগে সংযোগে তব দুখী সুখী হয়।
সবার হৃদয় তুমি জান দয়াময়॥
রাম কহে ভাল মন্দ করিয়া বিচার।
যে আজ্ঞা করিবে মান্য হইবে সবার॥
আপনি আশ্রমে প্রভু কর
শিথিল হইলে স্নেহে শুনি তপোধন॥
করিয়া প্রণাম রাম আশ্রমে পশিল।
মুনিবর জনকের নিকটে আইল॥
নৃপে শুনাইল গুরু রাঘববচন।
তাহার স্বভাব শীল হৃদয়রঞ্জন॥
মহারাজ বিবেচিয়া এবে তাহা কর।
যার আচরণ সর্ব্বজন-হিতকর।
জ্ঞানের নিধান তুমি শুচি নরবর।
বিশালহৃদয় তুমি ধর্ম্মধুরন্ধর॥
করিতে বিষমে সম কেবা শক্তি ধরে
তুমি বিনা মহারাজ
মুনিবাক্যে জনকের হল অনুরাগ।
লক্ষিয়া জ্ঞানের গতি বিরাগে বিরাগ॥
বিহ্বল হইয়া প্রেমে ভাবিতে লাগিল।
হেথা আগমন মম ভাল না হইল॥
দশরথ বনে রামে যাইতে কহিয়া।
রাখিল প্রেমের পণ শরীর ত্যজিয়া॥
আমি বনান্তরে রামে করিয়া প্রেরণ।
বিবেক বড়াই করি ফিরিব ভবন॥
তাপস ব্রাহ্মণ মুনি হেরি নৃপগতি।
হইল আকুল সবে প্রেমভরে অতি॥
সময় বুঝিয়া ধৈর্য্য ধরি মহারাজ।
চলিল ভরত পাশে সহিত সমাজ॥
নৃপে হেরি আগুসরি ভরত লইল।
বসিবারে কালোচিত সুখাসন দিল॥
শুনহ ভরত তাত কহে মিথিলেশ।
তুমি জান সত্যব্রত রাম হৃষীকেশ॥
সহিছে বিপদবিধিবিপাককারণ।
এবে যাহা কহে তাহা করহ পালন॥
তনু পুলকিত শুনি সজল লোচন।
কহিল ভরত ধৈর্য্য করিয়া ধারণ॥
পুজনীয় তুমি প্রভু পিতার সমান।
হিতকারী যথা কুলগুরু জ্ঞানবান॥
কৌশিক আদিক মুনি সচিবসমাজ।
জ্ঞানপয়োনিধি তুমি নিমিকুলরাজ॥
বালক সেবক তব আজ্ঞা অনুগামী।
জানি উপদেশ মোরে দেহ এবে স্বামী॥
ছোটমুখে বড়কথা করি উচ্চারণ।
ক্ষম তাত বিধি বাম করি দরশন॥
পুরাণ আগম বেদ করেছে নির্ণয়।
সেবকের ধর্ম্ম অতি কঠিন যে হয়॥
আছে স্বার্থ সনে স্বামী ধর্ম্মের বিরোধ।
প্রেমেতে বধির অন্ধ না মানে প্রবোধ॥
রামধর্ম্মব্রত প্রতি সুদৃষ্টি রাখিয়া।
রামের অধীন মোরে একান্ত জানিয়া॥
সবার সম্মত আর সবাকার হিত।
বুঝি প্রেম কর তাত যে হয় উচিত॥
স্বভাব হেরিয়া বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সমাজ সহিত নৃপ করে প্রশংসন॥
অগম সুগম মৃদু কঠোর মঞ্জুল।
আখর অলপ গূঢ় অরথ বহুল॥
দর্পণে বদন নিজ করেতে দর্পণ।
না পারে ধরিতে হেন অদ্ভুত বচন॥
চলিল ভরত সনে ভূপ সসমাজ।
যথা ছিল সুরকমুদিনী-দ্বিজরাজ॥
শ্রবণ করিয়া লোক হইল ব্যাকুল।
নবজল যোগে যথা হয় মীনকুল॥
কুল গুরুগতি তবে প্রথমে হেরিল।
জনকের অতিস্নেহ মনে বিচারিল॥
কুমার ভরতে হেরি রাম ভক্তিময়।
হ'ল স্বার্থবশ সুর ব্যথিত-হৃদয়॥
আশঙ্কিত সুররাজ কহিছে তখন।
রচহ প্রপঞ্চ পঞ্চে মিলিয়া এখন॥
দেববৃন্দ সারদারে করিয়া স্মরণ।
দেবি রক্ষা কর বলি লইল শরণ॥

ফিরাও ভরতমতি করি নিজমায়া
পালহ বিবুধকুল করি ছলছায়া ॥
শুনিয়া চতুরা দেবী দেবের বিনয় ॥
স্বার্থবশীভূত সুরে হেন বাক্য কয় ॥
ভরতের মতি মোরে কহ ফিরাইতে।
সহস্রলোচন মেরু না পাও দেখিতে ॥
বিধি হরিহর মায়া অতি বলবতী।
সে না পারে ভরতের পালটিতে মতি ॥
আমারে কহিছ সেই মতি ফিরাইতে।
পারে কি চন্দ্রিকা চন্দ্রে হরণ করিতে ॥
ভরত হৃদয় সীতারামের নিবাস।
তথা কি তিমির যথা তরণি বিকাশ ॥
এত কহি সরস্বতী গেল বিধিলোক।
হইল আকুল দেব যথা নিশিকোক ॥
স্বারথে সমল মন নানা কুমন্ত্রণা।

কুচাল খেলিয়া শোক করে সুররাজ।
বিফল ভরত করে সব মন্ত্র আজ ॥
রামের আশ্রমে গিয়া জনক পশিল
রঘুকুলমণি তাঁরে আদর করিল ॥
সমাজ সময় ধর্ম্ম করিয়া চিন্তন।
রবিকুল-পুরোহিত কহিল বচন ॥
যে সম্বাদ জনকের ভরতের সনে।
হইল কহিল তাহা কমললোচনে ॥
শুন বাছা রাম তুমি যে আদেশ দিবে।
অবনত শিরে তাহা সকলে পালিবে ॥
জুড়ি যুগপাণি তবে কৌশল্যানন্দন।
সরলমধুর বাণী করে উচ্চারণ ॥
সর্ব্বজ্ঞ মিথিলাপতি যথা উপস্থিত।
বাক্যের প্রয়োগ তথা মোর অনুচিত ॥
করিয়া তোমার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ।
তোমার শপথ প্রভু করিব পালন ॥
রামের শপথ তবে করিয়া শ্রবণ।
হইল শঙ্কিত অতি যত সভাজন ॥
হেরিতে লাগিল সবে ভরতবদন।
না সরে তখন মুখে কাহার বচন ॥
সবার বিষণ্ণ ভাব করি বিলোকন।
রিয়া ভরত হৃদে ধৈরযধারণ ॥

হেরি কুসময় করে স্নেহসম্বরণ।
ঘটজ করিল যথা বিন্ধ্যে নিবারণ।
আপনপ্রভাবে শোক কনকলোচন।
সহিষ্ণুতা ধরণীরে করিলে ধারণ ॥
ভরতের সুবিবেক বরাহ বিশাল।
উদ্ধারিল অনায়াসে তাহারে সেকাল ॥
কৃতাঞ্জলিপুটে করি সবারে বন্দন।
গুরুনরপতি আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥
ভরত কহিল-ক্ষম অবিনয় মোর।
এ মৃদু বদনে বাক্য কহিব কঠোর ॥
মহাদেবী সারদারে হৃদয়ে স্মরিল।
স্মৃতিমাত্রে দেবী মুখ-পঙ্কজে আইল।
বিমল বিবেকধর্ম্ম সুনীতিরসাল।
ভরতবচন মৃদু মঞ্জুলমরাল ॥
বিবেক লোচনে এবে করি নিরীক্ষণ
হইল শিথিল স্নেহে সমবেত জন ॥
সীতাসীতাপতিপদ করিয়া স্মরণ।
পুন রামানুজ বাক্য করে উচ্চারণ ॥
প্রভু মম পিতামাতা মিত্র গুরু স্বামী।
পরম পূজার পাত্র হিত অন্তর্য্যামী ॥
অতীব সরল চিত্ত শীল নিকেতন।
সর্ব্বজ্ঞ প্রণতপাল ধার্ম্মিক সুজন ॥
সমর্থ শরণাগত-জন-হিতকারী।
গুণের গ্রাহক অবগুণ অপহারী।
স্বামীর সকল গুণ আছেহে তোমাতে।
সেবকের গুণ কিছু নাহিক আমাতে ॥
বিশ্বে ভাল মন্দ আর উচ্চনীচ রয়।
অমৃতে অমরপদ বিষে প্রাণক্ষয় ॥
রামরাজ্য অভিলাষ নাহি যার মনে।
হেন জন আছে কেহ না শুনি শ্রবণে ॥
সেই রামরাজ্য আমি কৈনু বিঘটন।
মোর দোষ প্রভু নাহি করিলা গ্রহণ ॥
মম ভাল কর করি কৃপা বিতরণ।
হইল ভূষণ সম আমার দূষণ ॥
প্রভুর বড়াই আর সুবাণী নিয়ম।
জগতে প্রথিত গায় আগম নিগম ॥
কপট কুটিল খল কুমতি কলঙ্কী।
অধম নিনীল আর নিরীশ নিঃশঙ্কী ॥

তাহারাও লয় যদি ওপদে শরণ।
তাহাদের সব দোষ করহ মার্জ্জন॥
সাধুর সমাজে গীতা তোমার কীরতি।
যে শুনে তাহারে তুমি কর শুদ্ধমতি॥
কে আছে প্রভুর সম সেবকের হিত।
আপন ভূষণে কর সেবকে ভূষিত॥
সর্ব্বত্র তোমার প্রভু মম দরশন।
তথাপি ভকত দুখে দুখী তব মন॥
আর কেহ প্রভু নাহি তোমার মতন।
রাখি পণ কহি ভুজ করি উত্তোলন॥
পশু নাচে পড়ে পাঠ শুক জ্ঞানহীন।
সে সকল গুণগতি পাঠক অধীন॥
মোরে কৃপা করি প্রভু বাড়াইলে মান।
কেবা আছে কৃপাময় তোমার সমান॥
মম শোক কিম্বা স্নেহ কিম্বা শিশুমতি।
কহিবারে দিলা যবে মোরে অনুমতি॥
তখন বুঝিনু কৃপা আছে মম পর।
হইল সকল শুভ-লাভ রঘুবর॥
হেরিনু চরণ যবে সুমঙ্গল মূল।
বুঝিনু প্রভুরে তবে অতি অনুকূল॥
নাহি সীমা কৃপানিধি যে কৃপা করিলে।
মম যত অনুরোধ সকল রাখিলে॥
নিতান্ত ধৃষ্টতা আমি করিনু এখন।
সামাজিক ভয়লাজ করিয়া বর্জ্জন॥
যথা রুচি বাক্য আর মম অবিনয়।
আরত জানিয়া ক্ষমা কর দয়াময়॥
সুস্বামী সুহৃদে কিবা অধিক কহিব।
আজ্ঞা দেহ প্রভু মনোভাব প্রকাশিব॥
আমার সুকৃতনাশ হইবে নিশ্চয়।
যদ্যপি গোপন কিছু করি মহাশয়॥
প্রভুপদকমলের করিয়া দোহাই।
কহিতেছি অভিলাষ ইহা ভিন্ন নাই॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল।
ত্যজি যেন সেবি তব চরণকমল॥
করি যেন তব আজ্ঞা নিয়ত পালন।
এ প্রসাদ কর মোরে কঞ্জ-বিলোচন॥
হইল বিবশ প্রেমে কহি এ বচন।
পুলকিত তনুবারি পূর্ণ দু'নয়ন॥

আকুল হইয়া ধরে প্রভুর চরণ।
জগতে অতুল প্রেম কে করে বর্ণন॥
কৃপানিধি মৃদুবাক্যে করিল আদর।
স্বনিকটে বসাইল ধরি দুইকর॥
ভরতের সুবিনয় করিয়া শ্রবণ।
শিথিল হইল স্নেহে যত সভাজন॥
সাধু মুনিগণ সনে মিথিলার পতি
বাখানিছে ভরতের রাঘবে ভকতি॥
ধন্য ধন্য কহি দেব সমল অন্তর।
বরষে কসুম রাম ভরত উপর॥
তুলসী কহিছে লোক সকল ব্যাকুল।
নিশাগমে হয় যথা কমলের ফুল॥
হইল দারুণ দুঃখে দুঃখী মঘবান।
মৃতেরে মারিয়া চাহে আপন কল্যাণ॥
কাকের সমান পাকশাসনের রীতি।
ছলনাতে রত নাহি কাহারে প্রতীতি॥
মায়া প্রকাশিয়া কৈল সবে উচাটন।
মোহবশে মনস্থির না হয় তখন॥
থাকিতে রামের পাশে ক্ষণে রুচি হয়।
পুনঃক্ষণে রুচি হয় যাইতে আলয়।
দ্বিবিধ গতিতে অতি দুঃখী পুরজন।
সাগরসঙ্গমে গতি নদীর যেমন॥
চিত্তবিচলিত হেতু শান্তি নাহি হয়।
কেহ কার সনে কর্ম্ম-কথা নাহি কয়॥
হৃদয়ে হাসিয়া কহে কৃপার নিধান।
ইন্দ্রের স্বভাব হয় কুকুর সমান॥
ভরত জনক মুনিগণে বরজিয়া।
সবার মোহিল ইন্দ্র মায়া প্রকাশিয়া॥
আপনার স্নেহে আর সুরপতিছলে।
কৃপাময় বিমোহিত দেখিয়া সকলে॥
গুরুদেব মহী-সুর মন্ত্রী নরপতি।
সবার মতির যন্ত্রী ভরত ভকতি॥
রামের বদন সবে একদৃষ্টে চায়।
না সরে বচন চিত্র-পুতুলের প্রায়॥
ভরতের প্রীতি নীতি বিনয়কথন।
শ্রবণসুখদ কিন্তু কঠিন বর্ণন॥
হেরি যার সুবিমল ভক্তি লবলেশ।
হইল মগন প্রেমে মুনি মিথিলেশ॥

মহিমাতুল সীতার কেমনে কহিবে।
সুমতি ভকতি গুণে আনন্দ পাইবে॥
নিজে ক্ষুদ্রমতি বড় মহিমা জানিয়া
কি করিবে কবিকুল অন্তরে ভাবিয়া
না পারি কহিতে গুণে রুচি অতিশয়।
শিশুর বচন হেন মতি গতি হয়॥
ভরত বিমল যশ পূর্ণ তারাপতি।
চকোর কুমারী তাহে বিমল সুমতি॥
হৃদয়-আকাশে হয় উদয় যখন।
বিভোর হইয়া প্রেমে করে নিরীক্ষণ॥
ভরতস্বভাব নহে নিগম সুগম।
কবি চপলতা বুধ কৃপা করি ক্ষম॥
ভরত ভকতি ভাব যে শুনে শ্রবণে।
উপজে তাহার রতি শ্রীরামচরণে॥
না হয় যাহার প্রেম স্মরিলে ভরতে।
হতভাগ্য সম তার কে আছে জগতে॥
দেখিয়া সবার দশা কৃপানিধি রাম।
সকল অন্তরযামী সর্ব্ব উরধাম॥
ধর্ম্মধুরন্ধর ধীর নয়ের নাগর।
সত্যস্নেহশীল প্রভু সুখের সাগর॥
হেরি দেশ-পাত্র-গতি সময় সমাজ।
নীতি প্রীতি প্রপালক রঘুকুলরাজ॥
কহিতে লাগিল বাক্য মৌন করি দূর।
পরিণামহিতশনী রস-সুমধুর॥
তুমি-হে ভরত তাত ধরম ধুরীণ।
লোকাচারে বেদাচারে পরমপ্রবীণ॥
করমবিমল তব কায় বাক্য মন।
তোমার সমান তুমি নাহি অন্যজন॥
গুরুর সমাজে আমি কেমনে এখন।
করিব অনুজগুণ-গণের বর্ণন॥
রবিকুলরীতি তাত! জান ভাল মত।
সত্যসিন্ধুজনকের কীর্ত্তি আছে যত॥
সময় সমাজ গুরুজন লাজ ভয়।
উদাসীন রিপু যেবা হিতকারী হয়॥
তুমি জ্ঞাত আছ তাত সবার মরম।
তোমার আমার হিত পরম ধরম॥
। হে কেবল মম আশার আশ্রয়।
তথাপি কহিব কিছু বুঝিয়া সময়॥

অভাবে তাত করহ শ্রবণ।
একমাত্র গুরুকৃপা করিছে পালন॥
নতুবা সকল পুরজন পরিবার।
মোদের সহিত নাহি পাইত নিস্তার।
অসময়ে রবি যদি কভু অস্ত যায়।
জগত ভিতরে কেবা ক্লেশ নাহি পায়॥
মোদের বিপদ হেন বিধি ঘটাইল।
গুরুদেব মিথিলেশ রক্ষা করি নিল॥
যাবতীয় রাজকার্য্য লাজ কুলমান।
ধরণী ধরম ধন ধেনু ধাম যান॥
গুরুর প্রভাবে সব করিবে পালন।
ভাল হ'বে পরিণামে করহ শ্রবণ॥
তোমারে আমারে আর যত পুরজনে।
করিবে গুরুর কৃপা রক্ষা ঘরে বনে॥
পিতামাতা গুরু-জন স্বামীর নিদেশ।
সকল ধরম মহীধর নাগ শেষ॥
সে আজ্ঞা রাখাও মোরে আপনি রাখহ।
রবিকুশ রক্ষা তাত এমতে করহ॥
এক সাধনের বলে সর্ব্বসিদ্ধি পায়।
কীরতি সুগতি ভূতি যেবা যাহা চায়॥
এত বিচারিয়া করি সঙ্কট সহন।
প্রজা পরিবারদুঃখ করবিমোচন॥
চারি ভাই এবিপদ্ বাঁটিয়া লইব।
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল যাপন করিব॥
তোমারে জানিয়া মৃদু কহিব কঠোর।
কুসময় অনুচিত নহে তাত মোর।
কর্ত্তব্য সকল কার্য্য বুঝি অবসর।
অনিবার্য্য অশনিরে কার্য্য জোড়কর॥
সেবক সকল অঙ্গ করে নিয়োজন।
যদ্যপি প্রভুর কার্য্যে হয় প্রয়োজন॥
একীর্ত্তি তুলসী কহে করিয়া শ্রবণ।
ধন্য ধন্য কহি যশ গায় কবিগণ॥
প্রেম-জলনিধিসিক্ত রাঘববচন।
শ্রবণ করিয়া তবে সর্ব সভাজন॥
স্নেহ সমাধিতে সবে মগন হইল।
দেখিয়া ভারতী মৌন ধরিয়া রহিল॥
হইল ভরতমনে পরম সন্তোষ।
সম্মুখ প্রভুরে হেরি গত দুখ দোষ।

প্রসন্ন হইল মন মিটিল বিষাদ।
মূকেরে হইল যেন বাণীর প্রসাদ ॥৫
প্রেমভরে পুনরপি বন্দিল চরণ।
জুড়িয়া কমলকর কহিল বচন ॥
মোরে সঙ্গে ল'য়ে নাথ যদি যাও বন।
জগতজনমফল করিব লভন ॥
এবে কৃপাময় আজ্ঞা যেমত হইবে।
শিরে ধরি তব দাস পালন করিবে ॥
হেন অবলম্ব দেহ কৃপা-পারাবার।
যাহাতে হইতে পারি এ অবধি পার ॥
অভিষেকহেতু তীর্থ বারি আনয়ন।
করিয়াছি কোথা তাহা রাখিব এখন ॥
এক মনোরথ মম আছে হে অন্তরে।
কুসময় বুঝি নারি প্রকাশিতে ডরে।
শুনি প্রভু কহ তাত বলি আজ্ঞা দিল।
ভরত আদেশ লভি কহিতে লাগিল ॥
চিত্রকূটগিরিবর তীর্থ তপোবন।
খগ মৃগ নদী নদ পয় প্রস্রবণ।
প্রভুপদাঙ্কিত ভূমি করি দরশন।
যদি আজ্ঞা হয় করি সফল নয়ন ॥
অত্রির আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
নির্ভয়ে করহ তাত বনে বিচরণ ॥
মুনির প্রসাদে সর্ব্বশুভদ কানন।
অতিশয় মনোহর পরমপাবন ॥
ঋষি নায়কের করি আদেশ গ্রহণ।
তীর্থ-বারি-পূর্ণঘট করহ স্থাপন ॥
এবাক্য ভরত শুনি আনন্দ পাইল।
মুদিত হইয়া মুনিচরণ বন্দিল ॥
ভরত সম্বাদ শুনি সুমঙ্গলমূল।
স্বার্থবশ সুর সব বরষিল ফুল ॥
ধন্য রামানুজ জয় রাম রঘুবর।
হরষে করিছে গান সকল অমর ॥
ভরত রামের গুণসমূহ সনেহ।
পুলকি প্রশংসা করে নৃপতি বিদেহ ॥
সেবক স্বামীর গুণ-সুভাব-কথন।
নিয়ম প্রণয় অতি পাবন পাবন ॥
নিজ মতি অনুসারে কহিবারে লাগে।
মন্ত্রী সভাসদ যত অতি অনুরাগে ॥
শুনি শুনি রাম সনে ভরত সম্বাদ।
উভয় সমাজ হৃদে হরষ বিষাদ ॥
রাম মাতা সুখ দুখ সম জানি মনে।
প্রবোধিল গুণ দোষ কহি রাণীগণে ॥
কেহ কহে রামচন্দ্র অতি সদাশয়।
কেহ কহে ভরতের ভক্তি অতিশয় ॥
অত্রি কহে ভরতেরে শুন মহাবল।
গিরির সমীপ কূপে রাখ তীর্থজল ॥
ভরত পাইয়া তবে অত্রির শাসন।
চালাইয়া দিল সব বারির ভাজন ॥
আপনি চলিল তথা মুনিবর ধীর।
যথা ছিল সেই কূপ পূত সুগভীর ॥
ভরত পবিত্রস্থলে সে জল রাখিল।
কূপের মাহাত্ম্য ঋষি কহি শুনাইল ॥
অনাদি সিদ্ধির স্থল তাত ইহা ছিল।
কেহ নাহি জানে কাল বিলোপ করিল।
দেখিয়া সরস ভূমি তব ভৃত্যগণ।
জলের কারণ কূপ করিল খনন ॥
হইল বিধির বশে বিশ্ব উপকার।
সুগম অগম অতি ধর্ম্মের বিচার ॥
ভরতের কূপ নামে কথিত হইল।
অধিক পবিত্র তীর্থ সলিল করিল ॥
প্রেমের সহিত স্নান যে জন করিবে।
করম বচন মনে বিমল হইবে ॥
করিতে করিতে কূপ-মহিমা বর্ণন।
রাঘব নিকটে সবে করিল গমন।
করাইল মুনিবর শ্রীরামে শ্রবণ।
তীরথপ্রভাব পুণ্যকথা-বিবরণ ॥
শুনিতে আছিল সুখে ধর্ম্ম-ইতিহাস।
সেসুখ প্রভাত আসি করিল বিনাশ ॥
ভরত করিয়া নিত্য ক্রিয়া সমাপন।
রাম অত্রি গুরু আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥
সমাজ সহিত সাজি করিল গমন।
পদব্রজে বনে চলে করিতে অটন ॥
বিনা পদত্রাণে বনে কোমল চরণ।
হেরিয়া করিল মহী কাঠিন্য বর্জ্জন ॥
কণ্টক কঙ্কর কুশ অন্তর করিল।
কঠোর কুবস্তু যত সকল দরিল ॥

মৃদুল মঞ্জুল অতি মারগ হইল।
ত্রিবিধ সমীর তবে বহিতে লাগিল ॥
ঘন ছায়া করি সুর পুষ্প বরষিল।
তরু কুল ফল ফুলদল বিতরিল ॥
মৃগযূথ বিলোকনে খগ সুবচনে।
সেবন করিল যত রামপ্রিয়জনে ॥
হইল প্রাকৃত সিদ্ধি সুলভা সর্ব্বথা।
রামপ্রিয় ভরতেরে নহে বড় কথা ॥
এমত ভরত করে কাননে ভ্রমণ।
বিস্মিত নিয়ম হেরি ঋষি তপোধন ॥
পুণ্য জলাশয় শিব ভূতল বিভাগ।
খগ মৃগ তরু তৃণ গিরি বন বাগ ॥
সুচারু বিচিত্র স্থান করি বিলোকন।
রামানুজ মুনিবরে পুছে বিবরণ ॥
ভরতের প্রশ্ন মুনি করিয়া শ্রবণ।
কহে নাম গুণ পুণ্যপ্রভাব-কারণ।
কোথাও করিছে স্নান কোথাও প্রণাম।
কোথাও হেরিছে বস্তু মন-অভিরাম ॥
পাইয়া মুনির আজ্ঞা কোথাও বসিছে।
জানকী লক্ষ্মণ রামের স্মরণ করিছে ॥
হেরিয়া স্বভাব গুণ স্নেহ সুপূজন।
আনন্দে আশীস দেয় বনদেবগণ ॥
স্বার্দ্ধদ্বিপ্রহর গতে আশ্রমে ফিরিল।
প্রভুর চরণ-পদ্ম আসি নিরখিল ॥
পাঁচ দিনমাঝে তীর্থ সকল দেখিল।
হরিহর-লীলা-যশ কহিল শুনিল ॥
পরদিন করি স্নান জুটিল সমাজ।
ভরত ভূসুরবৃন্দ নিমিকুলরাজ ॥
মনমাঝে জানি আজি ভাল দিন হয়।
বিদায় দিবারে চায় রাম কৃপাময় ॥
নেহারি নৃপতি গুরু-ভরতবদন।
না পারে কহিতে করে ভূমি বিলোকন ॥
হেরি সভাজন হয় শোক-পরায়ণ।
রামসম স্বামী কভু না করি দর্শন ॥
রামের অন্তর বুঝি ভরত সুজন।
সপ্রেমে উঠিল করি ধৈরয ধারণ ॥
প্রণমিয়া কহে করি দুই কর জোড়
রাখিলে হে নাথ সব মনোরথ মোর ॥
সন্তাপ যাহার লাগি সকলে সহিল।
তোমারে বিবিধ দুখ সহিতে হইল ॥
এবে আজ্ঞা দেহ পদ্ম-পলাশলোচন।
কেমনে অবধি আমি করিব যাপন ॥
যে উপায়ে পুন দেব তব দরশন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ গতে পায় সর্ব্বজন ॥
হেন উপদেশ মোরে করহ প্রদান।
কোশল-ভূপাল প্রভু কৃপার নিধান ॥
প্রজালোক পুরজন আর পরিজন।
সকলে সরল শুচি স্নেহেতে পূরণ ॥
ভাল ভবদুখ-দাহ তোমার শরণে।
বৃথা পরপদলাভ তোমার বিহনে ॥
সবার লালসা নাথ বিচারিয়া মনে।
করহ প্রণতপাল প্রণত পালনে ॥
তোমার প্রতিজ্ঞা নাথ না হয় ভঞ্জন।
অথচ লোকের হয় হৃদয়রঞ্জন ॥
এমত উপায় প্রভু কর উদ্ভাবন।
আমার মনের শোক কর নিবারণ ॥
আরতি দেখিয়া এবে মোরে কৃপাকর।
দু'দিক ভাবিয়া আমি হইনু কাতর ॥
আমার এ দুখ দোষ দূর কর স্বামী।
দেহ উপদেশ আমি তব অনুগামী ॥
ভরতবিনয় শুনি সকলে প্রশংসে।
ক্ষীরনীর-বর্ণভেদ জানে রাজহংসে ॥
দীনবন্ধু শুনি বন্ধু-বাক্য ছলহীন।
কালোচিত বাক্য কহে শ্রীরাম প্রবীণ ॥
তুমি আমি পুরজন সবার কারণ।
করিবেন চিন্তা নৃপ গুরু তপোধন ॥
মাথার উপরে গুরু মুনি মিথিলেশ।
আমার তোমার নাহি স্বপনেও ক্লেশ ॥
দু'ভাই পালিব মোরা পিতার আদেশ।
লোকবেদ-মতে ভাল হইবে অশেষ ॥
গুরু পিতা মাতা স্বামী শিক্ষা যে পালিবে।
হইবে সুখদ পথ পদ না টলিবে ॥
এত বিচারিয়া শোক করিয়া বর্জ্জন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ কর অযোধ্যা পালন ॥
দেশ কোষ পুরজন মিত্র পরিবার।
গুরুপদরজ-বলে হবে লঘুভার ॥

জননী-সচিবসুখ করহ বর্দ্ধন।
পালহ পৃথিবী প্রজা করিয়া গমন॥
রাজধর্ম্মসার এই করহ শ্রবণ।
মনোমাঝে মনোরথ গোপন যেমন॥
নানামতে বন্ধুবরে রাম প্রবোধিল।
আধারবিহীন মনে শান্তি না পাইল॥
ভরতস্বভাবে গুরু সচিবসমাজ.
হইল বিবশ স্নেহে রঘুকুলরাজ॥
কৃপা করি প্রভু নিজ পাদুকা অর্পিল।
সাদরে ভরত শিরে ধরিয়া লইল॥
পাইয়া পাদুকাযুগ ভাবে মনে মনে।
প্রাণের রক্ষক আমি পাইনু এক্ষণে॥
স্নেহরতনের মম সম্পুট বিমল।
যতনের ধন যথা আখরযুগল॥
সর্ব্বশুভ করমের কুল আবরণ।
সেবক-সুধরমের বিমল নয়ন॥
লভিল এহেন সুখ ভরত অন্তরে।
ফিরিয়া চলিল যেন সীতারাম ঘরে॥
ভরত বিদায় মাগে করিয়া প্রণাম॥
হৃদয়ে লইল তুলি কৃপাময় রাম॥
কুটিল অমরপতি লোকে উচাটন।
করিল কুঅবসর পাইয়া তখন॥
সে কুচালি সবাকার ক্ষতি না করিল।
অবধি-আশায় সবে জীবন ধরিল॥
নতুবা লক্ষ্মণ রাম সীতার বিয়োগ।
সবার জীবননাশ করিত কুরোগ॥
রামের ইচ্ছায় সুরমায়া প্রকাশিল।
যার বলে সবাকার জীবন রাখিল॥
কায়মনবাক্যে টলি অনুরাগ ভরে।
ধর্ম্ম ধুরন্ধর ধীর ধৈর্য্য ত্যাগ করে॥
বারিজ লোচনে বারি করে বিমোচন।
দেখি দশী দুখ পায় সুর সভাজন॥
সুধীর জনক মুনি গুরু তপোধন।
জ্ঞানের অনলে যারা বশে নিজ মন॥
বিধির প্রপঞ্চে যারা নির্লিপ্ত আছিল।
পদ্মপত্র-জলসম জগত দেখিল॥
তাহারাও হেরি এই সুপ্রেম অপার।
মগন হইল সহ বিরাগ বিচার॥

যথা পরাজিতা গুরু জনকের মতি।
প্রাকৃত জনের তথা কি কহিব গতি।
রঘুবর ভরতের বিয়োগবর্ণন।
কবিরে কঠিন ক'বে শুনি সর্ব্বজন॥
অধিক না কহি আর আমি সেই ডরে।
করাল কঠিন কাল কিবা নাহি করে॥
ভরতে বিদায় দিয়া কমললোচন।
শত্রুঘ্নে করিল পুন হৃদয়ে ধারণ॥
পাইয়া ভরত-আজ্ঞা ভৃত্য মন্ত্রিগণ।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে করিল গমন॥
সহিয়া দারুণ দুখ উভয় সমাজ।
করিতে লাগিল উঠি যাইবার সাজ॥
দু'ভাই প্রভুর পদ-কমল বন্দিয়া।
চলিল আদেশ তাঁর মস্তকে ধরিয়া।
মুনি বনদেবে করি বিনয় তখন।
করিল সবার স্থানে বিদায় গ্রহণ॥
ভেটিয়া লক্ষ্মণসনে সীতারে নমিল।
তাঁহার চরণরেণু মস্তকে লইল॥
অনুজ সহিতে রাম জনকে বন্দিল।
বিবিধ বিনয় করি মান বাড়াইল॥
দয়াবশে দেব বড় অসুখ পাইলে।
আপন সমাজ সহ কাননে আইলে॥
পুরে পদ ধর দিয়া আমারে আশীস।
করিল ধৈরয ধরি গমন মহীশ॥
বনবাসী দ্বিজ সাধু তাপসে মান্যানি।
বিদায় করিল হরি-হর সম জানি॥
শ্বশ্রূর সমীপে তবে দু'ভাই যাইল।
পদ বন্দি আশীর্ব্বাদ পাইয়া ফিরিল॥
মুনিবর বামদেবে গাধির নন্দনে।
সেনানী সচিব পরিজন পুরজনে॥
ধরিয়া সম্বন্ধ করি বিনয় প্রণাম।
সবারে বিদায় দিল সানুজ শ্রীরাম॥
স্ত্রী পুরুষ ছোট বড় যত লোক ছিল।
সবারে আদর করি আশ্রমে আইল॥
ভক্তিভাবে মাতৃপদ বন্দন করিয়া।
তাঁদেরে বিদায় দিল দোলা সাজাইয়া॥
পিতা মাতা পরিজন সহিত মিলন।
জানকী করিল শ্বশ্রূ-চরণ বন্দন॥

সাজি সাজি গজ রথ বিবিধ বাহন।
ভূপতি ভরতপাশ করিল গমন॥
হৃদে রাখি সীতারাম লক্ষ্মণ সমেত।
চলিল সকল লোক হইয়া অচেত॥
গজবাজি পশু বৃষ অচেতনপ্রায়।
হইয়া পরের বশ শূন্য মনে যায়॥
গুরু-গুরুপত্নীপদ করিয়া বন্দন।
আশ্রমে ফিরিল রাম সসীত লক্ষ্মণ॥
নিষাদে আদরি, প্রভু বিদায় করিল।
বিরহ-বিষণ্ণমনে গুহক চলিল॥
ভরত-ভকতি-প্রেম-স্বভাব বিনয়।
বটতরুতলে বসি রঘুনাথ কয়॥
পিরীতি প্রতীতি আর বচন করণ।
আপনি শ্রীমুখে রাম করিলা কীর্ত্তন॥
সেকালে হইল খগ মৃগ জল মীন।
চিত্রকূটস্থিত চর অচর মলিন॥
পর্ণশালামাঝে পাতি দিব্য কুশাসন।
শোভিতেছে সীতারাম সুমিত্রানন্দন॥
মনে হয় যেন জ্ঞান বৈরাগ্য ভকতি।
বসি আছে ধরি দিব্য মোহন মুরতি॥
মুনি মহীসুর গুরু ভরত ভূপাল।
রামের বিরহে সবে হইল বিহাল॥
করিতে করিতে গুণ প্রভুর স্মরণ।
মৌন ধরি সবে পথে করিছে গমন॥
হইয়া যমুনা পার বিশ্রাম করিল।
সেদিন ভোজনবিনা অতীত হইল॥
হইল দ্বিতীয় দিনে সুরধুনী পার।
করিল আতিথ্য গুহ সেদিন সবার॥
তৃতীয় দিবসে করি গোমতী মজ্জন।
উত্তরে চতুর্থ দিনে অযোধ্যাভুবন॥
অযোধ্যায় চারিদিন জনক রহিল।
যেমতে চলিবে রাজ্য ব্যবস্থা করিল॥
সচিব ভরত গুরু-করে দিয়া রাজ।
ত্রিহুত চলিল ভূপ সাজি নিজ সাজ॥
গুরু-উপদেশ মানি পুরনারী নরে।
সুখে বাস করে সবে রামের নগরে॥
ব্রত উপবাসে করে সময় যাপন।
অবধি প্রতীক্ষা করি ধরিল জীবন॥

ভরত ডাকিয়া তবে রিপু-নিসূদনে।
কহে মাতৃ-সেবা তাত লও হে এক্ষণে॥
বিপ্রগণে ডাকি তবে করপুটে কয়।
প্রণাম করিয়া করি বিবিধ বিনয়॥
উচ্চ নীচ ভালমন্দ যাহা প্রয়োজন।
জানাইবে মোরে নাহি সঙ্কোচকারণ॥
প্রজাপুরজনে করি সাদরে আহ্বান।
সবারে করিল বশ করি সমাধান॥
সানুজ গুরুর গৃহে করিল গমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন॥
রহিব নিয়ম করি যদি আজ্ঞা হয়।
শুনি পুলকিত মুনি ভরতেরে কয়॥
জগতে হইবে যাহা ধরমের সার।
বুঝিবে কহিবে তাহা করিবে হে আর॥
গণকে আনিয়া তবে দিন দেখাইল।
প্রভুর পাদুকা রাজাসনে বসাইল॥
জননী গুরুর পদে প্রণাম করিয়া।
প্রভুপদ-পাদুকার আদেশ পাইয়া॥
নন্দিগ্রামে গিয়া করি পর্ণের কুটীর।
করিল নিবাস ধর্ম্ম-ধুরন্ধর ধীর॥
শিরে জটাজূট ধরে বাকল বসন।
ভূতলে পাতিল দিব্য কুশের আসন॥
যথাবিধি করি ব্রত শয়ন ভোজন।
কঠিন ঋষির ধর্ম্ম করিছে পালন।
ভূষণ বসন ভোগ তৃণের মতন।
কায়মনবাক্যে সব করিল বর্জ্জন॥
সুরেন্দ্র বাঞ্ছিত হয় অযোধ্যাসম্পদ।
দশরথ-ধন হেরি লজ্জিত ধনদ॥
সে পুরে ভরত বসে নাহি অনুরাগ।
ভ্রমরের পক্ষে যথা চম্পকের বাগ॥
দিন দিন তনু ক্ষীণ হইতে লাগিল।
তেজবল মুখ শোভা বাড়িয়া চলিল॥
নিত্য নব রামপ্রেম বাড়িতে থাকিল।
বাড়িল ধরম মন প্রসন্ন রহিল॥
শরত-উদয়ে হয় সলিল বিমল।
বিকসিত হয় তাহে অমল কমল॥
সম দম যম আদি নক্ষত্র মণ্ডল।
ভরত-হৃদয়াকাশ করিল উজ্জ্বল॥

ধ্রুবতারা পিতৃপণ অটল বিশ্বাস।
প্রভুপদে রতি সুরবিথীরা বিকাশ॥
তাহে রাম-প্রেম-বিধু অমল অচল।
সমাজ সহিত শোভা পায় সুশীতল॥
ভরতের অবস্থিতি কার্য্য মতি গতি।
বিমল বিভূতি গুণ বিরতি ভকতি॥
শারদা গণেশ শেষ অসাধ্য কথন।
কেমনে সুকবিকুল করিবে বর্ণন॥
নিত্য করে প্রভুপদ-পাদুকা পূজন।
আজ্ঞা মাগি করে রাজকার্য্য সম্পাদন॥
পুলকিত তনু হৃদে সীতা রঘুবীর।
জিহ্বা জপে রামনাম নেত্রে বহে নীর॥
জানকী লক্ষ্মণ রাম বাস করে বনে।
তনু তপ ক্ষীণ করে ভরত ভবনে॥
দু'দিক বিচার করি কহে পুরজন।
কুমার ভরত হয় প্রশংসাভাজন॥
শুনিয়া নিয়ম সাধু সবিস্ময় মন।
মুনি লাজ পায় করি দশা দরশন॥
ধন্য রামানুজ যার পূত আচরণ।
মধুর মঞ্জুল মৃদু মঙ্গল করুণ॥
হরিবারে পারে কলি কঠিন কলেশ।
মোহ-নিশা দলিবারে প্রচণ্ড দিনেশ॥
পাপ-করী বিনাশিতে হয় মৃগরাজ।
নাশিবারে পারে শোক সন্তাপ সমাজ॥
সাধুচিত সুখকর ভবভার হর।
কৃপাময় রঘুবর স্নেহ-সুধাকর॥
জগতে ভরত যদি নাহি জনমিত।
প্রেমের পীযূষ তবে পূর্ণ না হইত॥
শম দম যম মুনি মনের অগম।
কে করিত আচরণ নিয়ম বিষম॥
কীর্ত্তিনাশকর দম্ভ দারিদ্র্য-দূষণ।
কে করিত নিদারুণ যন্ত্রণা হরণ॥
তুলসী সদৃশ শঠে করিয়া শোধন।
কে করিত তারে রাম-অগ্রে আনয়ন॥
নিয়ম করিয়া ভক্তিভাবে যেইজন।
ভরতচরিত পূত করিবে শ্রবণ॥
তব রসে হ'বে তার অবশ্য বিরতি।
তুলসী কহিছে হবে রামপদে রতি॥
তুলসী প্রভুর পদ মস্তকে ধারণ।
করি কহে করপুটে হরি নারায়ণ॥
তব কৃত রামায়ণ দুর্ব্বোধ অগম।
ব্যাখ্যা করি প্রভু হেন সাধ্য নাহি মম।
কায়মনোবাক্যে তব লইয়া শরণ।
যথামতি তথা আমি করিনু বর্ণন॥
অযোধ্যাকাণ্ডের কথা হ'ল সমাপন।
সুখী হও পান করি বন্ধু গৌর জন॥
ভরতচরিত হয় অপূর্ব্ব-আখ্যান।
জ্ঞান-ভক্তিপ্রদ নাহি ইহার সমান॥
শ্রাবণী দ্বিতীয়া কৃষ্ণা রবির বাসর।
সমর্পিনু শ্রীঅযোধ্যাকাণ্ড সুখাকর॥

ইতি শ্রীরামচরিত মানসে সকল কলি কলুষ বিধ্বংসনে বিমল
বৈরাগ্য সম্পাদনোনাম তুলসীকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে
দ্বিতীয়ঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ॥

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

অরণ্যকাণ্ড।

পঙ্কজকুমূল হর, আনন্দদ মহেশ্বর
বিবেক-জলধি-সুধাকর।
কলির কলুষহারী, ত্রিতাপ-বিনাশকারী,
বৈরাগ্য-কমল দিবাকর॥
মোহরূপ জলধর, নাশিতে পবন খর,
ত্রিভুবন-সুখদ শঙ্কর।
ব্রাহ্মণ কুলের কালী, সদা নাশ করে ব্যালী
নমি রাম ভূপ প্রিয়বর।
নব নীল পয়োধর, নিন্দি শ্যাম কলেবর,
পীতাম্বর ভুবন সুন্দর।
যুগকরে শোভমান, দিব্য শরাসন বাণ,
কটিতে লম্বিত তূণবর॥
মনোহর শিরপরে, জটাজুট শোভা ধরে,
রাজীব-আয়তদ্বিলোচন।
সঙ্গে সীতা শ্রীলক্ষ্মণ, করে বনে বিচরণ,
করি রামাভিরামে ভজন॥
গূঢ় রামগুণগণ, শুনি উমে সাধুজন
লাভ করে সংসার-বিরতি
হরিতে বিমুখ যারা, প্রাপ্ত হয় মোহ তারা,
যাদের না আছে ধর্ম্মমতি॥
কহিনু ভরত প্রেম তোমার গোচরে।
নাহিক উপমা যার বিশ্ব-চরাচরে॥
প্রভুর চরিতগুণ সুখদ সুন্দর।
যাহা শুনি সুখ পায় সুর মুনি নর।
একদিন করি প্রভু কুসুম চয়ন।
আপনার করে করি ভূষণ রচন॥
সাদরে জানকী-অঙ্গে তাহা পরাইল।
স্ফটিক-শিলার পরে তাঁরে বসাইল॥
সীতা-অঙ্গে বিশোভিত কুসুমভূষণ।
যাবতীয় মণিশোভা করিল ধারণ॥
যথা পিপীলিকা চায় সাগরের থাহে
যথা মহানন্দগতি শুভগতি চাহে॥
করিল সে রজনীতে তথা আগমন।
জয়ন্ত-রমণী লয়ে নিজ সখীগণ॥
রঘুপতি-রূপ হেরি হিয়া জুড়াইল।
সুমধুর স্বরে গান করি শুনাইল।
অভিমত বর মাগি স্বভবনে গেল।
সে সন্ধান কোনমতে জয়ন্ত পাইল
সুরপতিসুত ধরি বায়সের বেশ।
পরখিতে রামবল আইল সে দেশ
করিল চঞ্চুতে ক্ষত জানকীচরণ।
হতভাগ্য মূঢ় কাক কুমতিকারণ॥
পড়িল রুধির রঘুনায়ক জানিল।
ধনুতে শাণিত শর সন্ধান করিল॥
দীনবন্ধু রঘুনাথ দীন দয়াময়।
তাঁর সনে ছল করে মূর্খ দুরাশয়॥
বিনা অপরাধে প্রভু না মারে কাহারে।
অবসর বুঝি রাহু গ্রাসে চন্দ্রমারে॥
নিক্ষেপ করিল রাম অন্তকর বাণ।
হইয়া কোপের ভরে অনল সমান॥
ব্রহ্মশর কাক প্রতি ধাইয়া চলিল।
বায়স হইয়া ভীত অগ্রে পলাইল॥
নিজরূপ ধরি পিতৃসমীপে যাইল।
শ্রীরামবিমুখে ইন্দ্র স্থান নাহি দিল॥
নিরাশ হইল হৃদে ত্রাস উপজিল।
যথা চক্রভয়ে ঋষি দুর্ব্বাসা হইল।
ব্রহ্মধাম শিবপুর আদি যত লোক।
ভ্রমিল ব্যাকুলমনে অতিভয়শোক।
কেহ না আদর করে না কহে বচন।
রাখেরাম-দ্রোহী জনে কে আছে এমন॥
মাতা পিতা হয় তার শমন সমান।
বিষতুল্য হয় সুধা শুন হরিযান॥
শতরিপুকার্য্য করে বন্ধুজন তার।
দুরিতহারিণী গঙ্গা না করে উদ্ধার॥

অনল-অধিক তার তপত জগত।
শ্রীরামে বিমুখ যেবা রহে হে সতত॥
প্রাণভয়ে ইন্দ্রসুত যেই দিকে যায়।
দারুণ রামের শর সেই দিকে ধায়॥
যদ্যপি উরগে গ্রাসে বিনতানন্দন।
রক্ষা পাইবারে পারে তাহার জীবন॥
রঘুপতি চাহে যারে করিতে সংহার।
ত্রিভুবনে নাহি তার কুত্রাপি নিস্তার॥
জয়ন্তে ব্যাকুল যবে নারদ হেরিল।
সাধুর কোমলচিতে দয়া উপজিল॥
প্রভুর প্রভুতা তারে কহি বুঝাইল
রামের শরণ গিয়া লইতে কহিল॥
ত্বরিত রামের পাশে করহ গমন।
উচ্চৈস্বরে কহ রক্ষা কর নারায়ণ॥
আতুর সভয় আসি ধরিল চরণ।
ত্রাহি ত্রাহি দয়াময় রাঘবনন্দন॥
অমিতমহিমা তব অতুলিত বল।
নাহি জানি আমি অতি মন্দমতি খল॥
নিজকৃত কর্ম্মফল পাইনু এখন।
পাহি রঘুবর মোরে লইনু শরণ॥
কৃপানিধি শুনি অতি কাতর বচন।
মুক্তি দিল করি একনয়ন হরণ॥
মোহবশে ইন্দ্রসুত দ্রোহ আচরিল।
যদ্যপি তাহার বধ উচিত আছিল॥
কৃপা করি মুক্তি প্রভু করিল প্রদান।
কেবা আছে দয়াময় রামের সমান॥
রঘুপতি বসি চিত্রকূটগিরিবরে।
করিয়া বিবিধ লীলা জনমন হরে॥
পুনরপি রাম হেন মনে বিচারিল।
হেথা ভীর হ'বে মোরে সকলে জানিল।
মুনিগণ সনে তবে বিদায় লইল।
সীতাসহ দুই ভাই অন্তরে চলিল॥
অত্রির আশ্রমে প্রভু করিল গমন।
আনন্দ পাইল মুনি করিয়া শ্রবণ॥
পুলকিততনু অত্রি উঠিয়া ধাইল।
দেখি রাম দ্রুত পদে চলিয়া আইল॥
করিলে প্রণাম মুনি হৃদয়ে ধরিল।
প্রেমজলে রঘুনাথে স্নান করাইল॥

নয়ন-জুড়ান ছবি করি দরশন।
সাদরে আশ্রমে রামে কৈল আনয়ন॥
করিয়া পূজন মিষ্ট বাক্য শুনাইল।
বন ফল মূল দিয়া আতিথ্য করিল॥
বসিবারে দিল রামে দিব্য কুশাসন।
অপরূপ রূপ হেরি ভরিয়া লোচন॥
পরম প্রবীণ জ্ঞানী অত্রি তপোধন।
জুড়িয়া যুগল কর করিছে স্তবন॥
ভকতবৎসল করি চরণ বন্দন।
কৃপাময় সুকোমল শীলনিকেতন॥
ভজি তব পদাম্বুজ রাঘবনায়ক।
অকামীরে নিজ ধাম প্রদানকারক॥
শ্যামল সুন্দর প্রভু ভবাব্ধিমন্দর।
ফুল্লকঞ্জনেত্র মদ-আদি-দোষ-হর॥
আজানুলম্বিতভুজ ত্রিলোক-নায়ক।
অপ্রমেয়বল ধৃতধনুকশায়ক॥
খণ্ডীকৃত হয় চাপ মুনীন্দ্র-রঞ্জন।
সুরারি-নাশন রবি-কুল-বিভূষণ॥
সর্ব্বদুখ-তাপ-হর কামারি-বন্দিত।
শুদ্ধবোধ সুবিগ্রহ অজাদি-সেবিত॥
দেবেন্দ্র-অনুজ সুখ-কর সাধুগতি।
সশক্তি-সানুজ নমি কমলার পতি॥
বিগত-মৎসর নর যে তব চরণ।
ভজে ভব-কূপে তার না হয় পতন॥
ইন্দ্রিয় সংযম করি বাসনা বর্জ্জন।
একান্তহৃদয়ে করে তোমার ভজন॥
মুক্তি-দাতা তুমি তারে মুক্তি কর দান।
অনায়াসে পায় সেই ভবার্ণবে ত্রাণ॥
কেবল অদ্ভুত বিভু নিরীহ ঈশ্বর।
জগদ্গুরু সনাতন এক পরাৎপর
সকলের সেব্য ভজি ভাবের বল্লভ।
ভক্ত-কুল-সুর-তরু কুযোগী দুর্লভ॥
প্রসীদ নমামি অপরূপ নরপতি।
পদাব্জে ভকতি দেহি উর্ব্বীজার পতি॥
ভক্তি সহ এই স্তব যে পাঠ করিবে।
নাহিক সংশয় তব পদ সে পাইবে॥
মস্তক নমিয়া মুনি করিয়া বিনয়।
কহে এই বর মোরে দেহ দয়াময়॥

ও পদসরসজে যেন মম মতি।
রাখে নিরন্তর নাথ বিমল ভকতি॥
জন্মে জন্মে সুখমূল তোমার চরণে।
বাড়ে প্রেম যথা চাঁদ চকোরমিলনে॥
দেখিয়া মুনির রাম প্রণাম বিনয়।
অন্তরে পাইল সুখ সদাসুখময়॥
ধরি অনসূয়া-পদ জনক-দুহিতা।
প্রণাম করিল পতিরতা সুবিনীতা॥
যে সীতা সকললোকে সুখ-প্রদায়িনী।
অসীম ব্রহ্মাণ্ডকোটি প্রসব-কারিণী॥
তাঁরে লভি সুখ পায় মুনির ভামিনী।
কুমুদিনী পায় যথা হেরিয়া যামিনী॥
অনসূয়ামনে সুখ অধিক বাড়িল।
নিকটে আসন দিয়া আশীর্ব্বাদ দিল॥
পরাইল আনি দিব্য ভূষণ বসন।
অমল-সুন্দর নিত্য বিচিত্র নূতন॥
যার দরশনে সব দুখ দূরে যায়।
গরুড়ে হেরিয়া যথা পন্নগ পলায়॥
রমণীয় বস্ত্র হেন জানকীরে দিল।
মধুর বচন কহি আদর করিল॥
কহে ঋষি-বধূ সীতে করহ শ্রবণ।
নারীর ধরম কিছু করিব বর্ণন॥
পিতা মাতা সহোদর বটে হিত-কারী।
মিত্রসুখ-প্রদ শুন রাজার কুমারি॥
অমিত পতির দান নারী-দুখ হরে।
অধমা রমণী পতি-সেবা নাহি করে॥
নারীধর্ম্ম, ধৈর্য্য-মিত্রে পরীক্ষা করিবে।
দারুণ বিপদকাল যখন আসিবে॥
বৃদ্ধ রোগ-বশ জড় সম্পদবিহীন।
বধির কোপন অন্ধ কুজন সুদীন॥
যদি নারী করে হেন পতি অনাদর।
অশেষ যন্ত্রণা পায় গিয়া যমঘর॥
কেবল নারীর ধর্ম্ম শাস্ত্রের লিখন।
কায়-মনোবাক্যে পতিচরণ সেবন॥
চারিবিধ পতিব্রতা জগমাঝে হয়।
নিগম পুরাণ বেদ সাধু মুনি কয়॥
উত্তম মধ্যম নীচ . লঘু বুঝাইয়া।
কহি গো জানকি শুন মনোযোগ দিয়া॥
পতিরে আরাধ্য দেব করি শ্রেষ্ঠ মানে।
স্বামী ভিন্ন বিশ্বে কোন পুরুষে না জানে॥
মধ্যমা পরের প্রীতি নিরখে কেমন।
আপনার পিতা পুত্র ভ্রাতারে যেমন॥
বিচারি ধরমপথ বুঝি কুলে রয়।
তাহারে নিকৃষ্টা বলি শ্রুতি স্মৃতি কয়॥
বিনা অবসরে কিম্বা ভয়ে ঘরে রহে।
অধমা রমণী বলি তারে সবে কহে॥
পতিরে বঞ্চিয়া পর-পতি রতি করে।
রৌরব নরকে সেই কল্পে কল্পে পড়ে॥
ক্ষণ-সুখ তরে চাহে অনন্তদুর্গতি।
তাহার সমান কেবা জগতে দুর্ম্মতি॥
অনায়াসে পায় নারী পরম মঙ্গল।
যদি রাখে পতি ব্রত-ধর্ম্ম ছাড়ি ছল॥
পতি প্রতিকূল কার্য্য করে আচরণ।
সে নারী বিধবা হয় পাইয়া যৌবন॥
রমণী অশুচি নাহি বেদে অধিকার।
কেবল পতির পদ সম্বল তাহার॥
পতি-পাদপদ্ম করে যে নারী সেবন।
তুষ্ট তার পরে সদা দেব নারায়ণ॥
শুন সীতে তব নাম করিয়া স্মরণ।
করিবে পতির ব্রত রমণী ধারণ॥
তব প্রাণ-সম রাম রাঘবনন্দন।
সংসারের হিত লাগি কহি এ বচন॥
শুনিয়া জানকী অতি আনন্দ পাইল।
অত্রিরমণীর পদে সাদরে বন্দিল॥
মুনিরে কহিল তবে কৃপানিকেতন।
আজ্ঞা দেহ অন্য বনে করিব গমন॥
সতত করিবে দয়া মোরে তপোধন।
সেবক জানিয়া স্নেহ না কর বর্জ্জন॥
ধর্ম্মধুরন্ধর ধীর রঘুবরবাণী।
শুনি হয়ে প্রেমবশ কহে মুনি জ্ঞানী॥
অজ-শিব-সনকাদি-যোগী-মুনিজন।
পাইতে যাহার কৃপা করে সুযতন॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি সেই রাম।
কহিতেছে মৃদুবাণী অমান অকাম॥
কমলার চতুরতা বুঝিনু এখন।
সব ছাড়ি কেন করে তোমার ভজন॥

ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ন'হি দ্বিতীয় যাহার।
কেন না হইবে হেন স্বভাব তাঁহার॥
কেমনে কহিব প্রভু করহ গমন।
তুমি অন্তর্যামী কহ বিচারি এখন॥
এত কহি করে মুনি রামে দরশন।
পুলকিত-কলেবর সজললোচন॥
পুলকে অঙ্কিত-তনু প্রেমেতে পূরণ।
প্রভু-মুখ-পদ্মে দিয়া যুগল নয়ন॥
মুনি ভাবে জ্ঞানাতীত প্রভুরে হেরিনু।
জপ-তপ-জন্মফল সকল পাইনু॥
করি যোগ-তপ-ব্রত-ধর্ম্ম সমুদয়।
শ্রীরাম চরণে যার রতি উপজয়॥
তার সেই যোগ ব্রত সকল সফল।
অন্যথা জানিবে শ্রম সমস্ত বিফল॥
বুঝিয়া তুলসীদাস করিছে কীর্ত্তন।
পূতরাম-লীলা-যশ নিস্তার-কারণ॥
মুনিরে তুষিল প্রভু দিয়া বরদান।
কহে সুর জয় জয় কৃপার নিধান॥
কলি-মল-হর রাম যশ-সুখ-মূল।
যে শুনে তাহার পরে প্রভু অনুকূল॥
করাল এ কলিকাল কলুষ-নিদান।
নাহিক ধরম-যোগ-যজ্ঞ-তপ-জ্ঞান॥
সকল ভরসা করি দূরেতে বর্জ্জন।
সে হয় চতুর রামে যে করে ভজন॥
মুনি-পাদ পদ্ম করি মস্তকে ধারণ।
সুর-মুনি-নরেশ্বর চলিল কানন॥
আগে রঘুবর পাছে লক্ষ্মণ চলিছে।
কিবা মুনিবরবেশ শ্রীঅঙ্গে শোভিছে॥
উভয়ের মধ্যে সীতা শোভিছে কেমন।
ব্রহ্মজীব মাঝে যথা মায়ার শোভন॥
গিরি দুর্গম-কান্তার।
সবে দেয় পথ চিনি পতি আপনার॥
যথা যথা রঘুনাথ করিছে গমন।
গগনে করিছে ছায়া জলদেন্দ্রগণ॥
অনুজ-জানকী-সনে রাম ভগবান।
গেল যথা ছিল শর-ভঙ্গ জ্ঞানবান॥
মুনিবর শুনি তবে রাম-আগমন।
মুখ-পদ্ম করে অনিমেষে দরশন॥

মুনি কহে শুন এবে রাঘব কৃপাল।
শিব-মন-সরোবর—সুন্দর-মরাল॥
যাইতেছিলাম আমি বিরিঞ্চির ধাম।
শুনিলাম আসিতেছে এবনে শ্রীরাম॥
দিবা নিশি পথ পানে চাহিয়া আছিনু।
এবে তব রূপ হেরি হিয়া জুড়াইনু॥
কৃপাময় আমি সব সাধনবিহীন।
করিলে হে কৃপা মোরে জানি অতি দীন॥
তব দরশনতরে রাখিনু জীবন।
হইল মানস পূর্ণ করিব গমন॥
যজ্ঞযোগ-জপ-তপ অনেক করিনু।
প্রভুসনে ভক্তিবর মাগিয়া লইনু॥
এমত কহিয়া রামে মুনিবর ভঙ্গ।
করি যোগাসন বসে ছাড়ি সব সঙ্গ॥
জানকী-অনুজ-সনে নবঘনশ্যাম।
মম হৃদে সদা সব সগুণ শ্রীরাম॥
তবে যোগ-অগ্নি মুনি শরীর দহিল।
কৃপা করি রাম তারে নিজ ধাম দিল॥
ভেদ-ভক্তি-বর অগ্রে মাগিয়া লইল।
সেহেতু সাযুজ্য-মুক্তি মুনি না পাইল॥
শরভঙ্গ-গতি হেরি তাপসের গণ।
অতুল আনন্দ সবে পাইল তখন॥
মুনিবৃন্দ রঘুবরে করিছে স্তবন।
জয় প্রণতের হিত করুণা-কেতন॥
পুন রঘুনাথ বনে হ'ল অগ্রসর।
চলিতে লাগিল সঙ্গে যত মুনিবর॥
যাইতে যাইতে হেরি বনে অস্থিচয়।
মুনিগণে জিজ্ঞাসিল রাম দয়াময়॥
জানিছ সকল কিবা জিজ্ঞাসিছ স্বামী।
সর্ব্বহৃদে কর বাস তুমি অন্তর্যামী॥
রাক্ষস করিল মুনিসমূহে ভোজন।
হইল শ্রীরাম শুনি সজললোচন॥
নিশাচর-বধ প্রভু প্রতিজ্ঞা করিল।
প্রত্যেক-আশ্রমে গিয়া সবে সুখ দিল॥
অগস্ত্যের শিষ্য এক সুজন সুব্রত।
সুতীক্ষ্ণ তাহার নাম রামপদরত॥
সেবে-কর্ম্মমন-বাক্যে রাঘব-চরণ।
নিরন্তর করে নাম স্মরণ কীর্ত্তন॥

প্রভু-আগমন যবে শ্রবণে শুনিল।
এই মনোরম করি ধাবিত হইল॥
হে বিধাত, দীন-বন্ধু রাঘবনন্দন।
যেন করে এই শঠে দয়া বিতরণ॥
অনুজ-সহিত মোরে কমললোচন।
জানিয়া সেবক যেন দেন আলিঙ্গন॥
নাহিক বিশ্বাস মনে বিমল সুমতি।
সাধন উপায় জ্ঞান বিরতি ভকতি॥
নাহি সাধু-সঙ্গ মম যোগ-জপ-যাগ।
চরণকমলে নাহি দৃঢ় অনুরাগ॥
ভরসা কেবলমাত্র প্রভুর বচন।
অনন্যগতিরে ত্যাগ না করে কখন॥
অতিপাপী কভু যদি লয় রামনাম।
তাহারেও প্রিয় বলি ভাবে ঘনশ্যাম॥
করিব সে রামে আজি প্রত্যক্ষ দর্শন।
হ'ব পুলকিত-তনু আনন্দে মগন॥
করিয়া অনেক মুনি ধ্যান যে চরণ।
না পারে আনিতে হৃদে স্বরূপ কখন॥
সেই রঘু-বংশ-মণি রাম ভগবান্।
কেবল বিমল-প্রেমে সদা সুখ পান॥
পন্নগ-অশন এবে করহ শ্রবণ।
প্রেমের সমান নাহি দ্বিতীয় ভজন॥
এত বিচারিয়া মনে মুনির প্রধান।
দিবা নিশি করে শুদ্ধ রামগুণ গান॥
হইবে সফল আজি আমার লোচন।
বদন-পঙ্কজ হেরি ভববিমোচন।
প্রেমের সাগরে করে মুনি সন্তরণ।
গিরিজে সে দশা নারি করিতে বর্ণন॥
দিক্ কি বিদিক্ পথ বিপথ না সুঝে।
কিবা সেই কোথা যায় তাহাও না বুঝে।
কখন পশ্চাতে ফিরে কভু অগ্রে সরে।
কখন করিয়া নৃত্য গুণ গান করে॥
অবিরল প্রেম-ভক্তি তাপস পাইল।
তরুর আড়ালে থাকি রাঘব হেরিল॥
হেরি অতিশয় প্রীতি শ্রীরাম ঈশ্বর।
প্রকটিল হৃদে তার রূপ ভবহর॥
তাপস বসিল পথে হইয়া অচল।
শরীর হইল যেন পনসের ফল॥

তবে রঘুবর মুনিনিকটে আইল।
নিরখি তাহার দশা আনন্দ পাইল॥
সেবক-সুখদ রাম দারিদ্র-দমন।
কহে প্রাণ-সম দ্বিজ উঠহ এখন॥
বহুযত্ন করে রাম মুনি না জানিল।
ধ্যান-জন্য সুখ মুনি পাইতে আছিল॥
হৃদয় হইতে তার মহারাজরূপ।
অন্তর করিল তবে রাম সুরভূপ॥
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি মুনি হৃদে দেখাইল।
ব্যাকুল হইয়া মুনি উঠিয়া বসিল॥
তাহার অবস্থা তবে হইল কেমন।
মণি-হীন হ'লে হয় উরগ যেমন॥
সম্মুখে হেরিয়া নবঘনশ্যাম রাম।
অনুজ-জানকী-সনে সর্ব্ব-সুখধাম॥
দণ্ডবৎ হ'য়ে পদ-সমীপে পড়িল।
ভাগ্যধর মুনিবর-প্রেমেতে মজিল॥
আজানু-লম্বিত-ভুজ ধরি উঠাইল।
ভক্তি-বশ প্রভু তারে হৃদয়ে রাখিল॥
রাম-মুখ হেরি মুনি উঠি দাঁড়াইল।
চিত্রের পুতুল যেন পরাণ পাইল॥
ধৈর্য্য ধরি মুনি তবে ধরিল চরণ।
আনিয়া আশ্রমে করে বিবিধ পূজন॥
মুনি কহে কর প্রভু বিনয় শ্রবণ।
কেমনে করিব আমি তোমার স্তবন॥
অমিত মহিমা তব আমি লঘুমতি।
রবির সম্মুখে যথা খদ্যোতের গতি॥
নব ইন্দীবর জিনি শ্যামল শরীর।
জটার মুকুট শিরে বাস মুনিচীর॥
কর যুগে শর-চাপ কটীতে তূণীর।
নমি আমি নিরন্তর প্রভু রঘুবীর॥
দুর্গম-বিমোহ-বন দহন কৃশানু।
সাধু-কুল-সরোরুহ কাননের ভানু॥
নিশাচর-করি-যূথ নাশি মৃগরাজ।
মোরে ত্রাণ কর ভব-কপোতের বাজ॥
হর-হৃদি-সরোবরে বিমল মরাল।
বিশাল-হৃদয়ভুজ পরম কৃপাল॥
দারুণ সংশয়-সর্প ত্রাস-উরগাদ
তুমি নাশ কর প্রভু সন্তাপ-বিষাদ॥

ভবের ভঞ্জন সুর-কুলের রঞ্জন।
উদ্ধার করহ মোরে কৃপা-নিকেতন॥
নির্গুণ সগুণ সম তুমি হে বিষম।
জ্ঞান-কর্ম্ম বুদ্ধিপর নিত্য নিরুপম॥
নিরমল-বিশ্বরূপ বিশ্বের আধার।
ভূভারহরণ জন্য তব অবতার॥
তুমি হে ভকত-সুর-পাদপ আরাম।
তুমি নাশ কর ক্রোধ লোভ মোহ কাম॥
অগাধ দুস্তর ভব-সাগরের সেতু।
মোরে রক্ষা কর দিনকর কুলকেতু॥
অতুল বাহুর বল তব বলধাম।
বিপুল কলির মল নাশে তব নাম॥
তব গুণ করে মন কাঠিন্য-হরণ।
মম মনোরথ নাথ করহ পূরণ॥
যদ্যপি বিরজ তুমি ব্যাপী অবিনাশী।
অন্তরাত্মারূপে জীবহৃদয়-নিবাসী॥
তথাপি অনুজ-সীতা-সহ অসুরারি।
মনে কর বাস মম কাননবিহারী॥
ধরম বরণ মর্ম্ম-প্রদ গুণগ্রাম।
সদা বুদ্ধিকর নাথ তুমি মম কাম॥
জানিবারে পারে যেবা জানুক সেজন।
নির্ব্বিকার নিরাকার চিদানন্দঘন॥
অযোধ্যার পতি সেই রাজীবনয়ন।
সে রাম করুন মম হৃদয়ে অয়ন॥
মায়াবশীভূত জীব সতত যেমন।
অসার বিষয়রসে রহে নিমগন॥
নিরন্তর প্রিয় মোরে লাগুক তেমতি।
করুণাআকর তব সুখদমূরতি॥
না ছাড়ে এ অভিমান যেন মম মতি।
আমি দাস প্রভু মম রঘুকুলপতি॥
শ্রীরামে ভকতি ছাড়ি যে চাহে কল্যাণ
অধম সে নর হয় শৃগালসমান॥
মুনির বিনয়ে রাম আনন্দ পাইল।
হরষি পুনরপি তারে হৃদয়ে লইল॥
রাম কহে মুনি মোরে প্রসন্ন জানিয়া।
যেই বর ইচ্ছা তব লও হে মাগিয়া॥
এত শুনি শরভঙ্গ কহিল বচন।
আমি না যাচিনু বর তোমারে কখন॥
যে বর তোমার মনে হয় প্রীতিকর।
কৃপা করি প্রভু মোরে দেহ সেই বর॥
কহে রাম হ'ক তব অচলা ভকতি।
প্রাপ্ত হও সবগুণ বিজ্ঞান বিরতি॥
যে বর আমারে দিলে পাইনু সকল।
এখন মানস মম করহ সফল॥
হৃদয়-গগনে মম সসীত-লক্ষ্মণ।
দুই করে শর চাপ করিয়া ধারণ॥
পূর্ণ-শশধর ইব বসহ শ্রীরাম।
জিনিকোটি-কামদেব দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
এবমস্তু কহি তারে রমার নিবাস।
আনন্দে চলিল ঘটযোনি-ঋষি-পাশ॥
প্রণাম করিয়া তবে মুনিবর কয়।
শ্রবণ করহ নাথ আমার বিনয়॥
হইল অনেক দিন গুরুদরশন।
পাইনু আশ্রমে যবে কৈল আগমন॥
এবে প্রভু তব সনে করিব গমন।
তোমার চরণে মম এই নিবেদন॥
যাইতে যাইতে তব চরণ দর্শন।
করিব করিবে যাহা বিরাধে নিধন॥
মুনির কৌশল তবে রাঘব জানিল।
আপনার সঙ্গে তারে লইয়া চলিল॥
পথে ভক্তি-উপদেশ মুনিবরে দিল।
অগস্ত্য-আশ্রমে প্রভু গিয়া পঁহুছিল॥
দেখিল আশ্রম অতি শুচি মনোহর।
নদ নদী সরোবর কানন ভূধর॥
স্থলচর জলচর আদি জীবগণ।
সহজবৈরতা ছাড়ি করে বিচরণ॥
বিবিধ বিহগ করে তরুর উপরে।
মনোরম কলরব সুমধুর স্বরে॥
সে আশ্রমে করে বাস সিদ্ধ তপোধন।
করে ঘোরতর তপ প্রভাবসদন॥
সুতীক্ষ্ণ ত্বরিত গুরু আশ্রমে পশিল।
করিয়া প্রণাম বাক্য কহিতে লাগিল॥
শুন নাথ দশরথ-নৃপতি-কুমার।
তব দরশন লাগি জগত-আধার॥
জানকী লক্ষ্মণ-সহ আইল শ্রীরাম।
কর যাঁর নাম॥

শুনিয়া অগস্ত্যদেব উঠিয়া ধাইল।
প্রভুরে হেরিয়া নেত্র-সলিলে পুরিল॥
মুনি-পাদ-পদ্মে তবে দু'ভাই পড়িল।
প্রীতি-সহ মুনি কোলে উভয়ে লইল॥
সাদরে কুশল বার্ত্তা রামে জিজ্ঞাসিয়া।
কুশাসনে বসাইল আশ্রমে আনিয়া॥
বিবিধ প্রকারে করি প্রভুর পূজন।
কহে হেন ভাগ্যবান্ নহে কোনজন॥
আশ্রমনিকটবাসী যত মুনিগণ।
সুখ লাভ করে করি প্রভুরে দর্শন॥
সবারে সম্মুখ করি রাঘব বসিল।
সবে রামমুখ সুখে হেরিতে লাগিল॥
শারদ শশীরে যথা চকোর-নিকর।
একদৃষ্টে হেরে আঁখি না করে অন্তর॥
পাইয়া সুজল যথা হরষিত মীন।
পাইয়া পরশমণি যথা সুখী দীন॥
হরষে চাতক যথা লভি স্বাতী জল।
রামে হেরি তথা সুখী তাপস সকল॥
মুনিপাশে কহে তবে রাঘবনন্দন।
তোমার নিকটে কিছু নাহিক গোপন॥
তুমি জান যেকারণে আইনু কাননে।
সেহেতু বিবরি নাহি কহি তব সনে॥
আমারে মন্ত্রণা প্রভু দাও হে এখন।
যেরূপে করিব আমি রাক্ষস নিধন॥
না বাঁচিবে মুনিদ্রোহী শুন তপোধন।
হিমের আগমে যথা পঙ্কজের বন॥
শুনি হাসি মুনিবর রঘুবরে কয়।
আমি কিবা জানি পুছ যাহা ইচ্ছা হয়॥
ভজন-প্রভাবে তব শুন অবহর।
তোমার মহিমা কিছু আমার গোচর॥
তব মায়াতরু হয় বিশাল ডুম্বুর।
ব্রহ্মাণ্ডনিকর ফল তাহাতে প্রচুর॥
সংখ্যার অতীত জীব জন্তু চরাচর।
একে অন্যে নাহি জানে বসে হে ভিতর॥
সে ফলে ভোজন করে যে কঠিন কাল।
তব ভয়ে ভীত রহে সে কাল করাল॥
সে তুমি অখিললোক-পতির ঈশ্বর।
জিজ্ঞাসিছ মোরে যথা সাধারণ নর॥

মাগি এই বর প্রভু কৃপার নিকেত।
বস মম হৃদে সীতা-অনুজ সমেত॥
নিত্য সাধু-সঙ্গ আর অচলা ভকতি।
চরণ-কমলে তব নিরন্তর রতি॥
যদ্যপি পরম-ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্ত।
অনুভব-গম্য যাঁরে ভজে সব সন্ত॥
তব হেন রূপ আমি ব্যখ্যা করি জানি।
তথাপি সগুণ ব্রহ্মে রতি শ্রেষ্ঠা মানি॥
তব কৃপা হয় প্রভু যাহার উপরে।
সেজন সতত রহে সানন্দ অন্তরে॥
তব প্রিয় দাস যার নাহি অন্য গতি।
কহিতে মহিমা তার নাহিক শকতি॥
দাসের প্রাধান্য তুমি সদা কর দান।
পুছিতেছ সে কারণে মোরে ভগবান্॥
আছে প্রভু এক স্থান অতি মনোহর।
পঞ্চবটী বন নাম পরম সুন্দর।
তার মধ্য দিয়া গোদাবরী নদী বয়।
চারি যুগে সুপ্রসিদ্ধ সেই বন হয়॥
পবিত্র করহ প্রভু দণ্ডকের বন।
মুনিবর-উগ্রশাপ করহ মোচন॥
তথা বাস কর গিয়া প্রভু রঘুবর।
অনুগ্রহ কর সব মুনির উপর॥
পাইয়া মুনির আজ্ঞা শ্রীরাম চলিল।
দ্রুতগতি পঞ্চবটীবনে প্রবেশিল॥
দিব্য দ্রুমলতাশোভা করি বিলোকন।
হইল প্রফুল্ল অতি শ্রীরামের মন॥
হেরিয়া লক্ষ্মণ রাম জানকীচরণ।
হইল আনন্দময় সে দুর্গম বন॥
গৃধ্ররাজ সনে ভেট করি ভগবান্।
বিধিমতে বাড়াইল তাহার সম্মান॥
গোদাবরী-তীরে করি আশ্রম নির্ম্মাণ
অনুজ জানকী সনে করে অবস্থান॥
যে দিন হইতে রাম করিল্ল আবাস।
সুখী হ'ল মুনিগণ দূরে গেল ত্রাস॥
ভূধর-আকর নদী সরোবর বন।
দিন দিন নব শোভা করিল ধারণ॥
নিত্য প্রমুদিত রহে খগ মৃগ গণ।
মধুপের কুল করে মধুর গুঞ্জন॥

কহিতে সে বনশোভা নারে অহিরাজ।
যে বনে জানকী সনে রামের বিরাজ॥
এক দিন সুখে প্রভু আছেন আসীন।
লক্ষ্মণ কহিল তাঁরে বাক্য ছলহীন॥
সুরাসুর নাগ নর মুনির ঈশ্বর
কৃপা করি কহ মোর প্রশ্নের উত্তর॥
আমার সংশয় দেব কর নিবারণ।
সব ত্যজি করি তব চরণ সেবন॥
মায়া জ্ঞান বিরাগের কহ বিবরণ।
তব প্রিয় ভকতির বল হে লক্ষ্মণ॥
ঈশ-জীব-ভেদ নাথ কহ বুঝাইয়া।
যাহে তব পদে রতি বিমোহ ত্যজিয়া
শুনি রাম কহে আমি সমাসে কীর্ত্তন।
করিব সকল কথা করহ শ্রবণ॥
তুমি আমি তব মম ভেদের কারণ।
যার বশে বিশ্বে জীব করিছে ভ্রমণ॥
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নিচয়।
সে সকলে মায়া বলি জানিবে নিশ্চয়॥
দ্বিবিধ মায়ার ভেদ শুন গুণধাম।
সমলা অবিদ্যা আর পরা-বিদ্যা নাম॥
এক দুষ্টা ধরে অতি দুখের স্বরূপ।
যার বশীভূত জীব পড়ে ভবকূপ॥
অপরা জগত রচে গুণবশে যার।
প্রভুর প্রেরিতা নাহি নিজ বল তার॥
কিছুমাত্র নাহি যথা জ্ঞান অভিমান
ব্রহ্মময় হেরে সব সর্ব্বত্র সমান॥
জানিবে তাহারে তাত পরম বিরাগী।
হেরে তৃণসম সিদ্ধি তিন গুণ ত্যাগী।
নাহিক প্রাধান্য যার মায়ার উপরে।
মায়ার অধীন হ'য়ে ভবকূপে পড়ে।
পুনঃপুন আসে যায় নাহিক নিস্তার।
জীব-সংজ্ঞা-বাচ্য সেই সুমিত্রাকুমার॥
বন্ধমোক্ষপ্রদ যেই প্রকৃতির পর।
মায়ার প্রেরক সেই পরম ঈশ্বর॥
বিরতি-ধরমমূল যোগমূল জ্ঞান।
জ্ঞান মোক্ষপ্রদ হয় শ্রুতির বিধান॥
অবিলম্বে দ্রবি আমি যাহাতে সুমতি।
তাহারে জানিও তুমি আমার ভকতি॥

সর্ব্বথা স্বতন্ত্র নাহি অবলম্ব আন
যাহার অধীন জ্ঞান বিরাগ বিজ্ঞান॥
ভক্তি অনুপম তাত সর্ব্বসুখ-মূল।
পায় নর যবে হয় সাধু অনুকূল॥
তোমারে কহিব এবে ভকতি-সাধন
যাহাতে সহজে মোরে পায় জীবগণ॥
প্রথমে করিবে বিপ্রচরণ ভজন।
নিজ নিজ ধর্ম্ম-শ্রুতি-নীতির পালন॥
হইবে ইহার ফলে বিষয়ে বিরাগ।
উপজিবে তবে মম পদে অনুরাগ॥
সুদৃঢ়া হইবে ক্রমে নবধা ভকতি।
জনমিবে মনমাঝে মম লীলা-রতি॥
সাধুর চরণে প্রেম অতীব হইবে।
কায়মনোবাক্যে মম ভজন করিবে॥
জনক জননী বন্ধু পতি গুরুজন।
আমারে জানিয়া সব করিবে সেবন॥
করিবে আমার গান পুলক শরীর।
হ'বে স্বর গদগদ নেত্রে ব'বে নীর॥
কামাদিক মদদম্ভ নাহিক যাহার।
নিরন্তর আমি তাত অধীন তাহার॥
কর্ম্ম মনবাক্যে ভজে হইয়া নিষ্কাম।
হৃদয়কমলে তার করি হে বিশ্রাম॥
ভক্তিযোগ শুনি সুখ পাইল লক্ষ্মণ।
প্রভুপদ-সরসিজ করিল বন্দন॥
কহিল সংশয় মম বিগত হইল।
নব অনুরাগ তব পদে উপজিল॥
অনুজবচন শুনি কমললোচন।
হরষিত হ'য়ে দিল তারে আলিঙ্গন॥
হেনমতে কিছুদিন অতীত হইল।
অনুজে ভকতিজ্ঞান প্রভু শিখাইল॥
শূর্পণখা নামে ছিল রাবণভগিনী।
দারুণহৃদয়া যেন কাল ভুজঙ্গিনী॥
পঞ্চবটীবনে গিয়া দুষ্টা একবার।
ধৈর্য্য হারাইল হেরি যুগলকুমার॥
উরগারি হেরি নারী নিজ সহোদরে।
পিতা পুত্রে কিম্বা অন্য মনোহর নরে।
রোধিতে না পারে মন ধৈর্য্য হারাইয়া
দ্রবে রবি-মণি যথা রবিরে হেরিয়া॥

করিতে রাক্ষসী চলে রামে উপহাস।
শুনহ খগেশ যাহে রক্ষঃকুলনাশ॥
নাহি মম সম নারী তব সম নর।
রাখিল সংযোগ রচি ভুবন ঈশ্বর॥
খুঁজিয়া দেখিনু আমি এতিন ভুবন।
মম অনুরূপ বর নাহি কোনজন॥
সেহেতু কুমারী আমি অদ্যাপি রহিনু।
হেরি তব রূপ কিছু চঞ্চলা হইনু॥
রাম কহে নিরখিয়া জানকী বদন।
কুমার রয়েছে মম অনুজ লক্ষ্মণ॥
শুনি শূর্পণখা গেল লক্ষ্মণের পাশ।
প্রভুমুখ হেরি কহে রিপুকুল-ত্রাস।
অগ্রজের দাস আমি শুন হে সুন্দরি।
পরাধীনহেতু আমি তোমারে না বরি॥
সমর্থ আমার প্রভু রাঘবনন্দন।
উহাঁরে পতিত্বে তুমি করহ বরণ॥
করি-অরি সম নাহি হয় করিবর।
বটের না হয় যথা বাজ ভয়ঙ্কর॥
সেবক নাহয় কভু প্রভুর সমান।
জানিবে অবলে তুমি বচন প্রমাণ॥
যথা নাহি পায় মান যাচকের গণ।
ব্যসন-আশক্ত যথা নাহি পায় ধন॥
ব্যভিচাররত যথা না পায় সুগতি।
না পারে লভিতে যথা লোভী সুকীরতি।
নভ দুহি যথা ক্ষীর উৎপন্ন না হয়।
সেবকনিকটে সুখ তেমতি নিশ্চয়॥
শূর্পণখা পুন রামসমীপে যাইল।
লক্ষ্মণের পাশে প্রভু পুন পাঠাইল॥
লক্ষ্মণ কহিল তোরে বরিবে সেজন।
যেবা লাজ তৃণ তোরি করিবে বর্জ্জন॥
তবে শূর্পণখা গেল শ্রীরামের পাশ।
কোপে ভয়ানক রূপ করিল প্রকাশ॥
তামার বরণ কেশ করাল বদন।
ভ্রূকুটী কুটিল অতি বিশাল বদন॥
ভয়ঙ্কর রূপ হেরি সীতা পায় ভয়।
রাক্ষসীরে দণ্ড রাম অনুজেরে কয়॥
রামের মনের গতি লক্ষ্মণ জানিয়া।
শুনহ ভবানি ক্রোধে উঠিল জ্বলিয়া॥

ক্ষিপ্রহস্তে রামানুজ অস্ত্র ধরি করে।
নিশাচরী-নাসা-কর্ণ অবিলম্বে হরে॥
শূর্পণখা করে দিয়া রাবণ সদন।
যেন নিজ শর-চিহ্ন করিল প্রেরণ॥
ক্ষত স্থান হ'তে হয় রুধির ক্ষরণ।
যেন গিরি করে গিরিধাতুর বর্ষণ॥
রাক্ষসী বিকট রূপ করিয়া ধারণ।
দূষণ খরের পাশে করিল গমন॥
অতিক্রোধভরে গিয়া কহিল বচন।
ধিক্ ধিক্ তোমাদের বল অকারণ॥
তাহারে পুছিল কহ সব বিবরণ।
যাতুধানী করে তবে অবস্থা বর্ণন॥
শুনিয়া দূষণ খর আরক্তলোচন।
হাজার চতুরদশ নিশাচরগণ॥
যারা কভু রণে নাহি পিঠ দেখাইল।
সঙ্গে লয়ে রামসনে সমরে চলিল॥
রাক্ষসনিকর ধায় বরূথ বরূথ।
সপক্ষ-কজ্জলগিরি যেন যূথ যূথ॥
বিবিধ বাহন পরে বিবিধ আকার।
বিবিধ আয়ূধ ধরে সুঘোর অপার॥
গগনে জলদঘটা যেন দেখা দিল।
যেন তার পরে ইন্দ্র-ধনুক উঠিল॥
শূর্পণখা সর্ব্বঅগ্রে করিল গমন।
নাসাকর্ণহীনা করি অশুভ শংসন॥
এক অন্যে শুনাইয়া কহে নিজবল।
বাজিতেছে রণবাদ্য আনন্দ প্রবল॥
অতি কুলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল।
মৃত্যুবশ নিশাচর তাহা না গণিল॥
আকাশ ভেদিয়া করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
বীরসাজে সাজি বীর মদ-মত্তমন॥
কেহ কহে দুই ভায়ে জীয়ন্তে ধরিব।
পশ্চাতে করিয়া বধ নারীরে লইব॥
কেহ কহে হেনবীর আছে কোন্‌জন।
দারুণ-দণ্ডক বনে করে বিচরণ॥
অপর কহিল ভাই চুপ করি রহ।
খরের সম্মুখে হেন বাক্য নাহি কহ॥
কহিতে কহিতে কথা রক্ষ রণধীর।
উত্তরিল গিয়া তথা যথা রঘুবীর

ধূলিপূর্ণ নভস্তল হেরিয়া তখন।
রাঘব-অনুজসনে কহিল বচন॥
জানকীরে ল'য়ে তুমি গিরির কন্দর।
যাও ভাই আসিয়াছে ঘোর নিশাচর॥
অগ্রজ-আদেশ তবে লক্ষ্মণ শুনিয়া।
সীতা-সনে ধনুষ্পাণি প্রবেশিল গিয়া॥
দেখি রাম রিপুবল নিকট হইল।
কঠিন কোদণ্ডে হাসি গুণ চড়াইল॥
জটার বন্ধনে রাম, করে শিরে বলধাম,
আহা কিবা শোভা মনোহর।
অসংখ্য দামিনী যেন, দমকিছে লাগে হেন,
মরকতগিরির উপর॥
সংযুগে ভুজগ কাল, কটিতটে সুবিশাল,
খড়্গা শানিত শর করে।
করিতেছে বিলোকন, যেন বলী পঞ্চানন,
দৃষ্টি করে মাতঙ্গনিকরে॥
রামের সম্মুখে তবে যত নিশাচর।
আসিয়া পড়িল কহি মার ধর ধর॥
বালক-রবিরে যথা একাকী হেরিয়া।
ঘেরিল দনুজকুল মিলিত হইয়া॥
সমুদয় নিশাচর রহিল ঘেরিয়া।
দণ্ডকের খগ মৃগ গেল পলাইয়া॥
রামে হেরি নারে শর করিতে ক্ষেপণ।
স্তম্ভিত হইয়া রহে যাতুধানগণ॥
সচিবে ডাকিয়া কহে সে খর দূষণ।
কেবা এই নৃপসুত নরের ভূষণ॥
সুরাসুর নাগনর তাপস-ব্রাহ্মণ।
দেখিনু শুনিনু কত করিনু হনন॥
জনম ভরিয়া মোরা করহ শ্রবণ।
এহেন সুন্দর রূপ না হেরি কখন॥
ভগিনীর নাসাকর্ণ করিল ছেদন।
বধযোগ্য নহে তবু পুরুষরতন॥
আমাদের করে নিজ রমণী সঁপিয়া।
যা'ক দুই ভাই ঘরে জীবন লইয়া॥
আমার বচন তুমি রামে শুনাইয়া।
সত্বরে উত্তর লয়ে আসিবে ফিরিয়া॥
হইল কালের বশ মূঢ় নিশাচর।
না জানে কেমন বীর রাঘব সুন্দর॥

সুমেরুগিরিরে যথা নিশ্বাসে মশক।
উড়াইতে চাহে শুন খগের নায়ক॥
দূত গিয়া রাম সনে সে বাক্য কহিল।
রাঘব শ্রবণ করি ঈষৎ হাসিল॥
কহে আজি বড় ভাগ্য হইল আমার।
করিল তোমার প্রভু হেন সুবিচার॥
এ বনে মৃগয়া করি ক্ষত্রিয়নন্দন।
তোমাদের মত মৃগ করি অন্বেষণ॥
রিপুর বিক্রমে ভয় আমি না করিব।
আইসে যদ্যপি কাল তথাপি যুঝিব॥
যদ্যপি মনুজ আমি দনুজ-নাশক।
দুষ্টের দমন-কারী তাপস-পালক॥
না থাকে যদ্যপি বল যাও হে ভবন।
সমর-বিমুখে আমি না করি নিধন॥
দেখাও আপন বল প্রবেশিয়া রণে।
রিপু পরে দয়া করে কাপুরুষ জনে॥
রাম-বাক্য কহে দূত ত্বরিত আসিয়া।
শুনিয়া দূষণ খর উঠিল জ্বলিয়া॥
আদেশিল সৈন্যগণ করহ শ্রবণ।
মনুজ-বালকে এবে কর আক্রমণ॥
হইল রজনীচরবীর ধাবমান।
করে ল'য়ে শরচাপ পরশু কৃপাণ॥
কঠোর কোদণ্ড প্রভু করে টঙ্কারিল।
ঘোর রবে রিপুকর্ণ বধির হইল॥
অরিরে সবল জানি হ'য়ে সাবধান।
ধাবিত হইল বেগে যত যাতুধান॥
লাগিল রামের পরে করিতে বর্ষণ।
তোমর পরিঘ শূল শর অগণন॥
সে আয়ুধ তৃণসম কাটি রঘুবীর।
ধনুক আকর্ণ টানি ছাড়ে নিজ তীর॥
কালব্যালসম বাণ চলিতে লাগিল।
বধিতে রাক্ষসকুল শ্রীরাম কোপিল॥
নিরখিয়া খরশর নিশাচরগণ।
হা তাত হা মাত বলি করে পলায়ন॥
কেহ কহে ভাল কার্য্য খর না করিল।
যুঝিতে রামের সনে কেন সে আইল॥
অতীব করাল হয় রাঘবের বাণ।
কালের সমান আসে বধিতে পরাণ॥

খর আদি তিন ভাই কুপিত হইল।
সম্বোধিয়া সেনা খর কহিতে লাগিল॥
মম সেনামাঝে যেবা ছাড়ি রণাঙ্গন।
পলাইবে রাখিবারে আপন জীবন॥
করিব আপন করে তাহার নিধন।
শুনি বল রহে স্থির জানিয়া মরণ॥
ইহাদের জপ যাগ যোগ নাহি ছিল।
রামবাণে প্রাণ দিয়া নিস্তার পাইল॥
ছাড়িল বিবিধ শর প্রভুর উপর।
শেলশক্তি গদাপ্রাস মুদ্গর তোমর॥
রিপুরে বিষম ক্রুদ্ধ জানি রঘুবর।
ধনুকে সন্ধান করি সুশাণিত শর॥
নিক্ষেপ করিল অরি বধিবার তরে।
বাণাঘাতে রিপুশির ছিন্ন হ'য়ে পড়ে॥
দারুণ চীৎকার করে যবে লাগে বাণ।
শরীর ভূতলে পড়ে পর্ব্বতপ্রমাণ॥
কঙ্ক কাক গৃধ্র বক রুধির-অশন।
কুকুর শৃগাল করে শোণিত ভোজন॥
ভূতপ্রেত সপিশাচ বেতাল যোগিনী।
রক্ত পান করি নাচে সমররঙ্গিণী॥
অন্ত্র মুখে ল'য়ে গৃধ্র উড়িয়া যাইছে
পিশাচ লইয়া কর গগণে ধাইছে॥
রণ-পুর-বাসী যেন বালকের গণ।
করিতেছে খেলা করি ঘুড়ির ঘূর্ণন॥
দূষণ ত্রিশিরা খর, দেখি পলায়নপর,
আপন রক্ষিত সেনাদল।
সুরাসুর জয়ী বীর, সবে হও রণধীর,
আজি কোথা গেল সেই বল॥
নাহি কর পলায়ন, মন দিয়া কর রণ,
মানুষ রাঘবে কিবা ভয়॥
এত কহি শক্তি শর, পরশু অসি তোমর,
গদা শূল নারাচনিচয়॥
অতিশয় ক্রোধভরে, দশরথসুতপরে,
নিরন্তর করে বরিষণ।
নিমিষের মাঝে রাম, অতুলিত-বলধাম,
কাটিয়া করিল নিবারণ॥
বিস্তারিল শরজাল, যেন বিষোল্বণ ব্যাল,
নিশাচর-নিকর উপরে।

বাণাঘাতে জর জর, যত রক্ষ বীরবর,
হইয়া মূর্চ্ছিত ভূমে পড়ে॥
পুন হ'য়ে সচেতন, কোদণ্ড করি ধারণ,
করে নানা মায়ার প্রচার।
দেবতা যাদের ডরে, আয়ুধ না ধরে করে,
অমরের নাহিক নিস্তার॥
হাজার চতুরদশ, বলী রক্ষ সুসাহস,
যুঝে একা রাঘবের সাথ।
সুর বিপ্র ঋষিগণে, সভয় বিচারি মনে,
কৌতুক করিল মায়ানাথ॥
হইয়া অমিত রাম, করি যুদ্ধ অবিরাম,
রিপুকুলে করিল নিধন।
মৃত্যুকালে বলে রাম, কহি সর্ব্ব অভিরাম,
রামধামে করিল গমন
আনন্দে দেবতা করি কুসুম বর্ষণ।
স্তুতি করি রঘুবরে পশিল ভবন॥
সমরে রাঘব যবে রাক্ষস বধিল।
সুর-মুনি-নর-দুখ অতীত হইল॥
লক্ষ্মণ জানকী সনে আসিয়া তখন।
করিল প্রভুর পদ-সরোজ বন্দন॥
সীতা নিরখিয়া গাত মৃদুল শ্যামল।
হ'ল প্রেম-জল-পূর্ণ নয়ন-কমল॥
পঞ্চবটীবনে বসি শ্রীরঘুনায়ক
লীলা করে সুর-মুনি-সুখের দায়ক॥
ত্রিশিরা দূষণ খরে রাঘব মারিল।
রাবণনিকটে শূর্পণখা হেরি গেল॥
অতিকোপ ভরে গিয়া কহিল বচন।
দেশ কাল গতি তব নাহিক স্মরণ॥
করি পান দিবানিশি করিছ যাপন।
নাহি জান শিরপরে রিপু আগমন॥
রাজনীতি বিনা ধন কভু নাহি হয়।
নাহি হয় বিনাধন ধরম-সঞ্চয়॥
না করিলে কর্ম্মফল হরিতে অর্পণ।
সকল করম শুভ হয় অকারণ॥
বিদ্যা বিনা সুবিবেক নাহি উপজয়।
শ্রম বিনা বিদ্যালাভ কভু নাহি হয়॥
মন্ত্রি-দোষে নৃপ নষ্ট যতি নষ্ট সঙ্গে।
অভিমানে জ্ঞান নষ্ট লজ্জা জ্ঞানভঙ্গে॥

না থাকে পিরীতি যদি নষ্ট সে প্রণয়।
এক মদ করে নাশ গুণ সমুদয়॥
পাপ-অগ্নি রুদ্র অরি অহিরে কখন।
সামান্য বলিয়া তুমি না কর গণন॥
বিবিধ বিলাপবাক্য করি উচ্চারণ।
রাক্ষসী লাগিল পুন করিতে রোদন॥
মোর সহোদর তুমি রক্ষঃ-কুল-পতি।
বাঁচিয়া থাকিতে তুমি হেন মম গতি॥
এত কহি শূর্পণখা সভার ভিতরে।
ব্যাকুলা হইয়া অতি ভূমিতলে পড়ে॥
দেখি সভাজন যত উঠিয়া ধাইল।
নৃপতি-স্বসারে বহুমতে বুঝাইল॥
না কহিছ কথা কেন কহে দশানন।
কেবা তব নাসা কাণ করিল ছেদন॥
শূর্পণখা কহে দশরথের নন্দন।
আইল দণ্ডক-বনে করিতে ভ্রমণ॥
দেখিয়া তাহার কার্য্য হেন মনে লয়।
ভূতল রাক্ষসহীন করিবে নিশ্চয়॥
পাইয়া যাহার ভুজবল মুনিগণ।
নির্ভয়ে দণ্ডক-বনে করে বিচরণ॥
দেখিতে বালক কিন্তু কালের সমান।
মহাধীর-ধনুর্দ্ধর নানাগুণবান্॥
অতুলিত বাহুবল-শালী দুই ভ্রাতা।
খল-বধ-রত সুর-মুনি-সুখ-দাতা।
পরম শোভার ধাম রাম এই নাম।
তার সনে আছে এক রমণীললাম॥
পরমসুন্দরী নাহি যাহার তুলনা।
বিশ্বে তার সম নাহি অপর ললনা॥
রূপরাশি করি বিধি তারে নিরমিল।
শতকোটি রতি তার সমান নহিল॥
যখন করিবে তুমি তারে দরশন।
হইবে তাহার বশ রাবণ তখন॥
সেজন জীবনমুক্ত লোক বশ তার।
শুন দশ-মুখ হেন রমণী যাহার॥
তোমার ভগিনী শুনি করি পরিহাস।
করিল অনুজ তার শ্রুতি নাসা নাশ॥
বিনাদোষে করে নাসা কর্ণের ছেদন।
বাঁচিবে কেমনে বল দোষীর জীবন॥

মম দশা শুনি খর ত্রিশিরা দূষণ।
রামের সহিত গেল করিবারে রণ॥
ক্ষণমাঝে রাম সবে করিল নিধন।
করিল রাক্ষস-শূন্য দণ্ডকের বন॥
ত্রিশিরা-দূষণ খরে সংহার করিল।
শুনি কোপে দশানন জ্বলিয়া উঠিল॥
হইল শোকের বশ নাহিক বিশ্রাম।
বিগত হইল পল যেন শতযাম॥
প্রবোধিয়া ভগিনীরে মধুর বচনে।
উঠি গেল দশমুখ বিশ্রাম-ভবনে।
অতিশোক হেতু তার নিদ্রা না হইল।
চিন্তাকুলচিত্তে নিশি যাপন করিল॥
ত্রিভুবনে আছে যত সুরাসুর নর।
কেহ বলী নহে যথা মম অনুচর॥
ত্রিশিরা দূষণ মম সম বলবান।
কেবা পারে মারিবারে বিনা ভগবান্॥
বিষম ভূমির ভার করিতে ভঞ্জন।
জগদীশ অবতার করেছে গ্রহণ॥
যাইয়া তাহার সনে বৈরতা করিব।
প্রভুশরে মরি ভব-সাগর তরিব॥
নতুবা তামস-জন্ম না হ'বে খণ্ডন।
দৃঢ় করি এই মন্ত্র করিনু ধারণ।
রাঘবের নারী আমি করিব হরণ।
রামসনে শত্রুতার এ হবে কারণ॥
সুসজ্জিত রথবরে করি আরোহণ।
মারীচ-আশ্রমে যাত্রা করিল রাবণ।
অনুপম রথে জুড়ি অশ্বচতুষ্টয়।
অতিবেগবান্ যথা বিনতাতনয়॥
সে অশ্বের গতি নারি করিতে বর্ণন।
শ্বেতচ্ছত্র শোভে শিরে নীরদবরণ॥
হেরি মনে হয় কালমেঘের উপর।
বিরাজ করিছে যেন ধবল চামর।
অনেক নগর সবপর্ব্বত কানন।
সুমনোবাটিকা ফুল্ল বাগ উপবন॥
অতিক্রম করি আসি নিকষানন্দন।
অপার জলধি পারে কৈল আগমন॥
উতরি সাগর বীর শতেকযোজন।
শুনে নানামৃগরব পাখীর কূজন॥

বহুবিধ-জাতি জীব দেখিতে সুন্দর।
করিতেছে দিবানিশি রব মনোহর॥
গভীর গর্জ্জন কেহ মেঘ সম করে।
অতিবল নাহি জানি কত বল ধরে॥
জলনিধিতটে এক মনোহর স্থান।
করিছে বিবিধ জন্তু যথা অবস্থান॥
রমণীয় স্থললতা-তরু-বিমণ্ডিত।
যাহা হেরি মুনি মন হয় বিমোহিত॥
অনেকবিস্তৃত গুহা রয়েছে রচিত।
যার শোভা বরণিতে বাণী সঙ্কুচিত॥
ঋষির উচিত হয় যথা করা বাস।
যাতুধান করিতেছে তথায় নিবাস॥
দশমুখে হেরি তবে যত জীবগণ।
প্রাণভয়ে বন ছাড়ি করে পলায়ন॥
হেথা যে যুকতি করে রাঘব-নন্দন।
সে কথা গিরিজে এবে করহ শ্রবণ॥
কন্দমূল ফল দল আনিতে লক্ষ্মণ।
বনের ভিতরে যবে করিল গমন॥
জনকনন্দিনী সনে কহিল বচন।
হাসিয়া করুণাসিন্ধু সুখনিকেতন॥
শুন প্রিয়া পতিব্রতা সুন্দরী সুশীলা।
করিব বধিতে রক্ষঃ আমি নরলীলা॥
অনলভিতরে তুমি করহ নিবাস।
যেপর্য্যন্ত করি আমি রাক্ষস বিনাশ॥
এ বৃত্তান্ত রাম যবে সীতারে কহিলা।
পাবকবরণা প্রভু চরণ ধরিলা॥
আপনার প্রতিবিম্ব রাখি তথা সীতা।
সেরূপ সে শীল সেই লাবণ্য বিনীতা॥
এ মর্ম্ম লক্ষ্মণ নাহি জানিতে পারিল।
ইচ্ছাময় প্রভু ইহা রচিয়া রাখিল॥
দশানন গেল যথা আছিল মারীচ।
প্রণাম করিল তাঁরে স্বার্থ-পর নীচ॥
নীচের নম্রতা হয় দুঃখের কারণ।
অঙ্কুশ উরগ ধনু জানিবে যেমন॥
ভয়প্রদায়িকা হয় খল-প্রিয়বাণী।
অকালকুসুম যথা শুনহ ভবানি॥
রাবণে করিয়া পূজা মারীচ করিল।
হেথা আগমন কেন সহসা হইল॥

তাহার নিকটে রক্ষঃকুলের প্রধান।
কহিল সকল কথা সহ অভিমান॥
মায়াবলে মৃগরূপ করহ ধারণ।
যে উপায়ে রাম-নারী করিব হরণ॥
মারীচ শুনিয়া কহে শুন দশশীষ।
নররূপ-ধারী রাম চরাচর ঈশ॥
তাহার সহিত কর বৈরতা বর্জ্জন।
তাঁহার ইচ্ছায় তব জীবন মরণ॥
যবে রাম মুনি-যজ্ঞ গেল রাখিবারে।
আমার উপরে তবে একশর মারে॥
বাণাঘাতে আসি পথ শতেকযোজন।
পড়িনু ক্ষণের মাঝে শুন দশানন॥
তাঁর সনে অরি-ভাব কর্ত্তব্য না হয়।
মোর অভিমত এই কহিনু নিশ্চয়॥
হ'ল মোর গতি ভৃঙ্গ কীটের মতন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে করি সর্ব্বত্র দর্শন॥
যদ্যপি মানুষ কহ তবু মহাবীর।
কর্ত্তব্য বিরোধ নহে রাবণ সুধীর॥
সুবাহু-তাড়কা-বধ যেজন করিল।
হরের কঠিন ধনু যে জন ভাঙ্গিল॥
ত্রিশিরা-দূষণ-খরে যে করে সংহার।
মানুষ কি হয় সেই রাঘবকুমার॥
করি যবে 'রা' এই আখর শ্রবণ।
শরীরভিতরে মম না রহে জীবন॥
কুলের কুশল চাহ যাও হে ভবন।
শুনিয়া রাবণ জ্বলে যেন হুতাশন॥
কহে মূঢ় গুরু যেন দিতেছ হে জ্ঞান।
কে আছে জগতে বীর আমার সমান॥
হৃদয়ে মারীচ তবে করে অনুমান।
নীচসনে এ বিরোধে নাহিক কল্যাণ॥
শস্ত্রী কূটঘাতী প্রভু শঠ ধনবান্।
বৈদ্য বন্দী করি আর মন গুণবান্॥
বিচারি দু'দিক দেখি আপন মরণ।
পাব মুক্তি যদি বধে কমললোচন॥
যদি তর্ক করি তবে দুরাত্মা বধিবে।
রঘুপতি-শরে মৃত্যু আমার হইবে॥
তবে দশাননসঙ্গে মারীচ চলিল।
রাঘব-চরণ-পদ্ম হৃদয়ে ধরিল॥

রাবণে মনের হর্ষ জানিতে না দিল।
শ্রীরামে হেরিবে বলি আনন্দে ভাসিল॥
আজি প্রিয়তম রামে করি দরশন।
করিব সফল মম যুগল-লোচন॥
বধ করি করে হরি নির্ব্বাণ প্রদান।
কেবা আছে দয়াময় রামের সমান॥
নিজ করে করি শর-ধনুকে সন্ধান।
সুখনিধি হরি মম বধিবে পরাণ॥
বধিতে পশ্চাতে মম হবে ধাবমান।
সুকোমল করযুগে ধরি ধনুর্ব্বাণ॥
ফিরি ফিরি প্রভুমুখ করিব দর্শন।
ভাগ্যবান্ মম সম আছে কোন্ জন॥
জানকী-লক্ষ্মণ-সনে রঘুকুল-কেতু।
যে বনে করিছে বাস মুনিসুখহেতু॥
সে বননিকটে যবে দশমুখ গেল।
কপট-মৃগের রূপ মারীচ ধরিল॥
তাহার বৈচিত্র্য নারি করিতে বর্ণন।
কনকের দেহ তাহে শোভে মণিগণ॥
সে রুচির মৃগে যবে জানকী হেরিল।
অঙ্গের শোভায় মন আকৃষ্ট হইল॥
কহে শুন মহাবীর রাঘব কৃপাল।
অতীবসুন্দর হয় এ মৃগের ছাল॥
সত্যসন্ধ প্রভু বধি ইহার পরাণ।
মনোহর চর্ম্ম মোরে করহ প্রদান॥
তবে রঘুপতি জানি সকল কারণ।
উঠে হর্ষি সুরকার্য্য করিতে সাধন॥
বাঁধে পরিকর করি মৃগে বিলোকন
করতলে শরচাপ করিল ধারণ॥
যাইবার কালে কহে শুনহ লক্ষ্মণ।
সতত করিছে বনে রাক্ষস ভ্রমণ॥
সাবধান হয়ে রক্ষা করহ সীতারে।
সময়-বিবেক-বল-বুদ্ধি-অনুসারে॥
সীতারক্ষা ভার করি অনুজে অর্পণ।
মৃগবধ তরে প্রভু করিল গমন॥
হইল বিস্ময় হর্ষে দেবতা আকুল।
বর্ষাকালে হয় যথা চাতকের কুল॥
প্রভুরে নিরখি মৃগ করে পলায়ন।
তার পাছে ধায় রাম করে শরাসন॥
বেদ নেতি করি শিব ধ্যান নাহি পায়।
মায়া-মৃগ পাছে পাছে সেই রাম ধায়॥
কখন নিকটে কভু সুদূরে পলায়।
কখন প্রকাশ হয় কখন লুকায়॥
দুরাত্মা মারীচ বহু ছলনা করিয়া।
বহুদূরে রঘুনাথে চলিল লইয়া॥
তবে রাম এক শর কঠিন মারিল।
রাক্ষস চীৎকার করি ভূতলে পড়িল॥
মারীচ লক্ষ্মণনাম প্রথমে লইল।
নবঘন-শ্যাম-রামে পশ্চাতে স্মরিল॥
প্রাণত্যাগকালে নিজ মূরতি ধরিল।
জানকী সহিত রামে স্মরণ করিল॥
তাহার অন্তরে প্রেম রাঘব জানিল।
মুনির দুর্লভ গতি উমে তারে দিল॥
বর্ষি ফুল গায় সুর প্রভু গুণগ্রাম।
অসুরে মুকতি দিল দীনবন্ধু রাম॥
মৃগবধি দ্রুতগতি ফিরে রঘুবীর।
শোভিতেছে করে চাপ কটিতে তূণীর॥
শুনিয়া কাতর বাণী জানকী তখন।
লক্ষ্মণের সনে কহে সভয় বচন॥
শীঘ্র যাও তব ভ্রাতা সঙ্কটে পড়িল।
লক্ষ্মণ সীতারে তবে হাসিয়া কহিল॥
ভ্রূকুটী বিলাসে যার হয় সৃষ্টি লয়।
কভু কি বিপদ মাত সে রামের হয়॥
গেছে রঘুপতি মোরে তোমারে সঁপিয়া।
যাইতে না হয় ইচ্ছা সে ভার ছাড়িয়া॥
আমারে পুছিবে যবে দেব রঘুবর।
কহ মাত! আমি তাঁরে কি দিব উত্তর॥
মর্ম্মভেদী বাক্য যবে জানকী কহিল।
লক্ষ্মণের মতি প্রভু-ইচ্ছায় টলিল॥
চারিদিকে রক্ষারেখা টানিয়া লক্ষ্মণ।
পুনঃ পুনঃ শ্রীচরণ করিল বন্দন॥
করি বনদেব করে সীতারে অর্পণ।
প্রভুর উদ্দেশে বীর করিল গমন॥
একাকিনী রহে সীতা আশ্রম ভিতর।
অগ্রজের ভয়ে ভীত লক্ষ্মণ অন্তর॥
লক্ষ্মণ শ্রীহত তনু ভাবিয়া হইল।
যেন দাবানল বনতরুরে দহিল

দশানন হেরি তবে আশ্রম নির্জ্জন।
প্রবেশিল যতি-বেশ করিয়া ধারণ॥
ভয়ে যার রহে ভীত সুরাসুরগণ।
নিদ্রা নাহি যায় অন্ন না করে গ্রহণ॥
কুক্কুরের মত আজি সে দশকন্ধর।
হেরি ইতি উতি চলে ভণ্ড-বেশধর॥
যেজন কু-পথে পদ দেয় হে খগেশ।
নাহি থাকে তেজবল বুদ্ধি লব লেশ
প্রবেশি বিবিধ ছল চাতুরি করিল।
পরে দশমুখ ভিক্ষা সীতারে চাহিল।
অতিথি জানিয়া সীতা কন্দমূলফল।
দিবারে লাগিল কিছু সে করিল ছল
কহিল রাবণ, দেবি! করহ শ্রবণ।
রেখার ভিতরে ভিক্ষা না করি গ্রহণ।
কঠিন বিধির লিপি না হয় খণ্ডন।
আইলা জানকী রেখা করিয়া লঙ্ঘন।
পালন-কারিণী বিশ্ব-পাপ-বিনাশিনী।
যাবদীয় সুরকার্য্য-সিদ্ধিবিধায়িনী॥
জানিতে নারিল তারে মূর্খ দশানন।
ভণ্ড বেশ ধরি ইচ্ছা করিতে হরণ॥
সীতারে বিবিধ কথা কহি শুনাইল
পরিশেষে অতিশয় ভয় দেখাইল
কহিল জানকী শুন যতি তপোধন।
কেন কহিতেছ বাক্য দুষ্টের মতন॥
নিজরূপ দশমুখ প্রকটে তখন।
সীতা ভয় পায় নাম করিয়া শ্রবণ॥
ধৈরয ধরিয়া দেবী কহিল বচন।
রাঘব আগতপ্রায় রহ কিছুক্ষণ॥
যদি ক্ষুদ্র-মৃগ, সিংহ-বধূরে হরণ।
করিবারে চাহে তার অবশ্য মরণ॥
হইয়াছ কালবশ তুমিই রাবণ।
তোমারে পাঠাবে রাম শমনসদন॥
বায়স কি হয় কভু যথা হরিযান।
নদী কি কখন হয় সাগর সমান॥
সুরধেনু সম খরী হয় কি কখন।
শুনহ অজ্ঞান যাও আপন ভবন॥
লাজ পায় দশানন শুনি সে বচন।
মনে মনে শ্রীচরণ করিল বন্দন॥

তবে রক্ষঃ-কুল-পতি কুপিত হইল।
জানকীরে ধরি রথ-পরে বসাইল॥
পবনের বেগে রথ দিল চালাইয়া।
বিহঙ্গম যথা যায় গগনে উড়িয়া॥
কোথা দেব, জগদীশ, রাঘব নন্দন।
বিস্মৃত হইলে মোরে কি দোষ কারণ॥
কোথা আর্ত্তি-হর ভক্ত-সুখের দায়ক।
কোথা রঘু-কুল-পদ্ম-দিবস-নায়ক॥
দেবর লক্ষ্মণ কোথা, নাহি তব দোষ।
পাইলাম ফল করি তব পরে রোষ॥
কেকয়ীর মনে যাহা বাকী কিছু ছিল
মোরে দুখ দিয়া বিধি তাহা ঘটাইল
ছিল যত খগ মৃগ পঞ্চবটী বনে।
সব বনচর দুখী সীতার কারণে॥
জানকীবিলাপ বহু করিতে লাগিল।
দূরগত প্রভু নাহি শুনিতে পাইল॥
আমার বিপদ কেবা প্রভুরে শুনায়
রাসভ যজ্ঞের ঘৃত খাইবারে চায়॥
সীতার বিলাপবাণী করিয়া শ্রবণ।
হ'ল চরাচর জীব বিষাদে মগন॥
রামনারী রথপরে করিছে রোদন।
তাহে নাহি ভয় পায় বীর দশানন॥
যে বর তাহারে দিল দেব অজ ঈশ।
সেই বরে বলীয়ান রক্ষ দশশীষ।
সীতার কাতর বাণী জটায়ু শুনিল।
রঘুকুল তিলকের রমণী চিনিল।
ভাবে দুষ্ট নিশাচর হরিয়া আনিল।
যেমত যবনবশ কপিলা হইল॥
অহহ যৌবন-বল নাহিক আমার।
তথাপি দেখিব বল তার একবার॥
জনকনন্দিনী মাত নাহি কর ত্রাস।
অবিলম্বে করি আমি যাতুধানে নাশ॥
ক্রোধভরে গৃধ্ররাজ ধাইল কেমন।
যথা শর ছুটে গিরি করিতে দারণ॥
আরে দুষ্ট নিশাচর নাহি তোর ভয়।
থাক ক্ষণকাল তোরে দিব পরিচয়॥
এত কহি ধায় বেগে কৃতান্ত সমান।
রাবণ ফিরিয়া দেখি করে অনুমান॥

যদ্যপি মৈনাক কিম্বা খগপতি হয়।
মম বাহু বল আজি জানিবে নিশ্চয়
জরঠ জটায়ু বলি জানিল যখন।
কহে মম কর-বীর্যে ত্যজিবে জীবন
শুনি ক্রোধভরে গৃধ্র ধাইয়া আইল
রাক্ষস রাবণে বাক্য কহিতে লাগিল
জানকীরে ত্যজি গৃহে করহ গমন।
নতুবা হইবে যাহা করহ শ্রবণ
অতি ভয়ঙ্কর হয় রাম কোপানল।
জ্বলিয়া করিবে ভষ্ম রাক্ষস সকল।
না দিল উত্তর যবে দুষ্ট নিশাচর।
হইল কোপের ভরে গৃধ্র অগ্রসর॥
ধরিয়া রাবণ-কেশ বিরথ করিল।
ভূমিতলে তরুমূলে সীতারে রাখিল
উঠিয়া রাবণ করে শর সুসন্ধান।
অগ্রসর হয়ে গৃধ্র কাটে ধনুর্ব্বাণ॥
চঞ্চুর আঘাতে দেহ বিদীর্ণ করিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রক্ষ ভূতলে পড়িল॥
যে করিল নিজবশ সুরাসুর নর।
তার সনে করে রণ গৃধ্র বীরবর॥
সুস্থ হয়ে দশমুখ উঠিয়া ধাইল
গৃধ্রের সম্মুখে কিন্তু আসিতে নারিল॥
বহুক্ষণ গৃধ্ররাজ করি ঘোর রণ।
হইল কাতর অতি প্রাচীন কারণ॥
তখন দারুণ ক্রোধে রাক্ষস প্রধান।
ধারণ করিয়া করে করাল কৃপাণ॥
পাখা কাটি দিল পাখী ভূতলে পড়িল
রামের বিচিত্র লীলা স্মরণ করিল॥
অন্তরে অতুল সুখ জটায়ু পাইল।
রামকার্য্যে মম ক্ষুদ্র পরাণ লাগিল॥
করাইয়া জানকীরে রথে আরোহণ।
চলিল গগন-পথে নির্ভীক রাবণ॥
আকাশে বিলাপ বহু করিতেছে সীতা
ব্যাধজালে পড়ি যথা মৃগী হয় ভীতা॥
গিরি-পরে পঞ্চ কপি করি দরশন।
নিক্ষেপ করিল তথা বস্ত্র আভরণ॥
এমতে সীতারে লয়ে করিয়া গমন।
লঙ্কাতে অশোকবনে রাখিল রাবণ॥

অতিশয় প্রীতি ভয় তারে দেখাইল।
তবু লঙ্কাপতি বশে আনিতে নারিল॥
অশোকতরুর মূলে রাখিল তখন।
রক্ষাতরে চেড়ীগণে করি নিয়োজন॥
ব্রহ্মলোকে বিধি তবে মনে বিচারিল।
সুরেন্দ্রে ডাকিয়া এই আদেশ করিল॥
জনক-তনয়া পাশে করহ গমন।
এ সন্ধান নাহি যেন পায় দশানন॥
এত কহি করি বিধি-হবি আনয়ন।
কহে সুর-পতি করে করিয়া অর্পণ॥
দিবে জানকীরে ইহা করিতে ভোজন
খাইলে হইবে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ॥
আদেশ পাইয়া ইন্দ্র করিল প্রস্থান।
স্মরণ করিয়া হৃদে রাম ভগবান্॥
মায়-বলে আপনারে গোপন করিয়া।
অশোক-বনিকা-মাঝে প্রবেশিল গিয়া।
তথাপি তাহার মনে উপজিল ভয়।
বিনয়ে প্রণাম করি নিজ নাম কয়॥
দেবেন্দ্রে নিশ্চিত যবে জানকী জানিল।
জনক শ্বশুর সম তাঁহারে মানিল॥
পরিতোষে ইন্দ্র তাঁরে দূর করি শোক
হব্যপান করাইয়া গেল নিজ লোক॥
মায়া-মৃগ-সনে যথা বনে গেল রাম
সে ছবি হৃদয়ে আঁকি সীতা জপে নাম॥
তবে রঘুপতি হেরি আসিছে লক্ষ্মণ।
হইল অন্তরে অতি চিন্তা-পরায়ণ॥
জানকীরে একাকিনী আশ্রমে রাখিয়া।
কেন এলে মম বাক্য অন্যথা করিয়া॥
করিতেছে বন-মাঝে রাক্ষস ভ্রমণ।
মনে লয় জানকীরে করেছে হরণ॥
ভাল না করিলে তাত করি আগমন।
সীতাহীন এ জীবনে কিবা প্রয়োজন॥
বিপদ ইহার বড় কি হইতে পারে।
হারাইনু বনে আসি আমি হে সীতারে॥
অনুজ কহিল ধরি যুগল চরণ।
ইথে দোষ নাহি মম কমললোচন॥
এত শুনি দ্রুতগতি চলে রঘুপতি
পশ্চাতে চলিল তাঁর অনুজ সুমতি॥

আশ্রম জানকী-শূন্য হেরি রঘুবীর।
প্রাকৃত মানুষ হেন হইল অধীর॥
চক্রবাকী চক্রবাক সম সীতারাম।
বন-সরোবরে ছিল প্রীতি-পূর্ণ কাম॥
দারুণ রাবণ-নিশা ঘটাইল ভেদ।
তার অবসান বিনা না ঘুচিবে খেদ॥
শোক-তাপ-দুখহীন পরদুঃখহর।
হইল বিষণ্ণ আজি তাঁহার অন্তর॥
কোথা গুণ-ময়ী সীতা জনক দুহিতা।
রূপশীল পতিব্রত-নিয়মে পুণীতা॥
লক্ষ্মণ অগ্রজ রামে বহু বুঝাইল।
লতা তরু খগ মৃগে শ্রীরাম পুছিল॥
অহে খগ মৃগ অহে মধুকরগণ।
তোমরা কি জানকীরে করেছ দর্শন॥
কপোত খঞ্জন শুক অহে মৃগ মীন।
মধুপ নিকর অহে কোকিল প্রবীণ॥
পিয়াল পনস কুন্দ দাড়িম-দামিনী।
বিমল-শারদশশি নাগেন্দ্র ভামিনি॥
দেখিয়াছ তোমরা কি সীতারে আমার।
যে করিত বনমাঝে সতত বিহার॥
এরূপে বিলাপ করি করিছে সন্ধান।
যেন অতি-কামী মায়াতীত ভগবান॥
মণিহীনফণি যথা মীন বারিহীন।
লক্ষ্মণ রামের দশা হেরি তথা দীন॥
হৃদে ধৈর্য্য ধরি কহে প্রবোধবচন।
তথাপি না ত্যজে শোক কমললোচন॥
সুখরাশি অবিনাশী চিদানন্দ ধাম।
নব লীলা করে রাম অজপূর্ণ কাম॥
গিরির গহ্বর নদী দীঘি সরোবরে।
সীতার সন্ধান প্রভু রঘুবর করে॥
কোথাও সীতারে খোঁজ যবে না পাইল
কিছু দূরে ভগ্নশর ধনুক দেখিল॥
কোথাও রুধির ধারা জমেছে কেমন।
শ্রাবণের জলে হয় কর্দ্দম যেমন॥
দেখিয়া রাঘব কহে শুনহ লক্ষ্মণ।
কেহ কার সনে হেথা করিয়াছে রণ॥
আগুসরি হেরে গৃধ্র-পতির পতন।
শ্বাস-মাত্র-শেষ করে রামের স্মরণ॥

কর-সরসিজে তার শির পরশিল।
হেরি রামে গত-পীড় জটায়ু হইল॥
সুস্থির হইয়া গৃধ্র কহিল বচন।
সংসার-ভঞ্জন রাম করহ শ্রবণ॥
আমার এ দশা নাথ করি দশানন।
জনকসুতারে হরি করিল গমন॥
লইয়া দক্ষিণ দিকে চলি গেল পাপ।
কুররীর মত সীতা করিছে বিলাপ॥
তব দরশন লাগি রাখিলাম প্রাণ।
যাইবারে চাহি এবে করুণা-নিধান॥
রাম কহে কিছুক্ষণ ধরহ জীবন।
কহ সীতা-হরণের সব বিবরণ॥
আইলে মরণ কালে মুখে যার নাম।
পামর হইয়া মুক্ত যায় হরিধাম॥
লোচন গোচর মম সেই ভগবান।
কিহেতু ধরিব আমি দেহে আর প্রাণ॥
সজল নয়নে তবে কহে রঘুরায়।
কৃতকর্ম্ম অনুসারে জীব গতি পায়॥
পর-হিত-রত রহে হৃদয় যাহার।
জগতে দুর্ল্লভ কিছু নহে গো তাহার॥
তনু ত্যজি মম ধামে করহ গমন।
মনের মানস তব হউক পূরণ॥
তুমি স্বর্গে গিয়া তাত জানকী হরণ।
আমার জনক-পাশে না কর বর্ণন॥
যদি আমি হই রাম রাঘব-নন্দন।
সব কথা কবে গিয়া সবংশ-রাবণ॥
দেহ ত্যজি হরিরূপ করিয়া ধারণ।
পরিধান করি বহু রতনভূষণ॥
চতুর্ভুজ পীতাম্বর শরীর শ্যামল।
স্তুতি করে রঘুবরে নয়ন সজল॥

জয় জয় জয় রাম, অপরূপ রূপধাম,
অগুণ সগুণ ভগবান।
রাবণাদি নিশাচরে, বধ করিবার তরে
ধর করযুগে ধনুর্ব্বাণ॥
নব-ঘন-সুশ্যামল, তব তনু নিরমল,
সুবিশাল-কমল-লোচন।
নমি আমি নিরন্তর, আজানু-লম্বিত-কর
সংসারের ভয়-বিমোচন॥

তুমি এক অগোচর, অপ্রমেয় বলধর,
জন্ম-জরা-মরণ-বর্জ্জিত।
শ্রীগোবিন্দ দ্বন্দ্বহর, গো-পর ধরণীধর,
জ্ঞানময়, বিকার-রহিত॥
জপে যেবা তব নাম, অনাদি অনন্ত রাম,
কর তার হৃদয়রঞ্জন।
আমি তব শ্রীচরণ, নমি নিত্য-নিরঞ্জন,
কাম আদি খলের গঞ্জন॥
সতত যাঁহারে অজ, ব্রহ্ম-ব্যাপক-বিরজ,
কহিয়া নিগম করে গান।
অনেক তাপস যাঁরে যত্ন করে পাইবারে,
অবলম্বি যোগ-জ্ঞান-ধ্যান॥
অবতরি কৃপাময়, ধরি শোভা অতিশয়
চরাচর কর বিমোহিত।
হৃদয়পঙ্কজে মম, কোটি-কাম-ছবি-সম,
রামরূপ রহুক রাজিত॥
অগম-সুগম-প্রভু, বিমল-স্বভাব-বিভু,
শীতল-অসম-সম সদা।
যাঁরে হেরে যোগী জন, যদি করে সুযতন,
সুজিত ইন্দ্রিয় হয় যদা॥
রমার নিবাস রাম, নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম,
দাস-বশ ত্রিভুবন-পতি॥
তব যশ সুপাবন, করে ভব-বিমোচন,
মমহৃদে করহ বসতি॥
অবিরল ভক্তিবর, মাগি গৃধ্র খগবর,
শ্রীবৈকুণ্ঠে করিল গমন।
যথা বিধি শেষ-ক্রিয়া, রঘুবর সমাপিয়া,
নিজ করে করিল তর্পণ॥
অতি সুকোমল-চিত দীনে সুদয়াল।
রাঘবনন্দন প্রভু অহেতু কৃপাল॥
করিত অধম গৃধ্র আমিষ ভোজন।
তারে গতি দিল যাহা বাঞ্ছে যোগীজন।
বড় হতভাগ্য উমে হয় সেই জন।
যে করে হরিরে ত্যজি বিষয় সেবন।
সীতার সন্ধান করে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
বিটপ-সঙ্কুল অতি গহনকানন॥
চলি যায় নানা বন করি বিলোকন।
বহু খগ মৃগ যথা গজ পঞ্চানন॥
যাইবার কালে পথে কবন্ধে বধিল।
আপন শাপের কথা সে সব কহিল॥
দুর্ব্বাসা দারুণ ঋষি মোরে দিল শাপ।
প্রভুপদ হেরি মম ঘুচিল সে পাপ॥
রাম কহে কর এবে গন্ধর্ব্ব শ্রবণ।
ব্রহ্মকুল-দ্রোহী মম বিরাগ-ভাজন॥
কায়-মন-বাক্যে সেবে যে জন ব্রাহ্মণ।
সে করে আমারে বশ সহ দেবগণ॥
কটুবাক্য কহে কিম্বা শাপ করে দান।
তথাপি ব্রাহ্মণ পূজ্য সাধু করে গান॥
পূজিবে ব্রাহ্মণে যদি হয় গুণহীন।
পূজাযোগ্য নহে শূদ্র বিজ্ঞান প্রবীণ॥
দোহনের যোগ্যা ধেনু যদ্যপি দুঃশীলা।
দোহন-অযোগ্যা সদা রাসভী সুশীলা॥
ধর্ম্ম উপদেশ তারে রঘুনাথ দিল।
নিজপদে প্রীতি হেরি সন্তুষ্ট হইল॥
রামের চরণ-পদ্মে প্রণাম করিয়া।
নিজপদ লভি গেল গন্ধর্ব্ব চলিয়া॥
তারে গতি দিয়া রাম রাজীব-লোচন।
শবরী আশ্রমে করে চরণ অর্পণ॥
দেখিল শ্রমণা রাম আশ্রমে আইল।
মুনিবাক্য মনে মনে স্মরণ করিল॥
বিশাল যুগল বাহু আয়ত নয়ন।
জটার মুকুট শিরে পূর্ণচন্দ্রানন॥
নীরদ কনক-বর্ণ করি বিলোকন।
শবরী ধরিল গিয়া লপটি চরণ॥
প্রেমপয়োনিধিনীরে করিল মজ্জন।
পুনঃ পুনঃ প্রভুপদ করিল বন্দন॥
সাদরে আনিয়া জল শ্রীচরণে দিল।
অনন্তর সুখাসন আনি বসাইল॥
বিবিধ সরস কন্দমূল ফুলফল।
আনিয়া প্রভুর আগে ধরিল সকল॥
প্রেমের সহিত রাম করিল ভোজন।
পুনঃ পুনঃ স্বাদুগুণ করিয়া কীর্ত্তন।
জুড়িয়া যুগলকর আগে দাঁড়াইল।
প্রভুরে নিরখি অতি পীরিতি বাড়িল॥
কেমনে করিব নাথ আমি তব স্তুতি।
নিতান্ত অধম জাতি অতি জড়মতি॥

বিধাতা সৃজিল যত অধম ললনা।
তাদের অধমা বলি আমার গণনা॥
শুনহ ভামিনি! তবে কহে রঘুপতি।
সবার প্রধানা হয় আমার ভকতি॥
নাহি সে বিমলভক্তি যাহার অন্তরে।
জাতি কুল ধন জন কিবা তার করে॥
ভকতি বিহীন হয় মনুজ কেমন।
গগনে সলিলহীন বারিদ যেমন॥
নবধা ভকতি মম তাহার লক্ষণ।
কহি সাবধানে তুমি করহ শ্রবণ॥
প্রথম লক্ষণ হয় রুচি সাধুসঙ্গে।
দ্বিতীয় রহিবে রত আমার প্রসঙ্গে॥
তৃতীয় গুরুর পাদপদ্ম সুসেবন।
চতুর্থ আমার নাম গুণের কীর্ত্তন॥
মম মন্ত্রজপে হয় সুদৃঢ় বিশ্বাস।
পঞ্চম লক্ষণ বেদ করিল প্রকাশ॥
ষষ্ঠ দমশীল বহু করমে বিরত।
নিরন্তর সাধুসেব্য ধরম নিরত॥
সপ্তম সমগ্র বিশ্ব হেরে হরিময়।
আমার অধিক প্রিয় সাধু তার হয়॥
অষ্টম লক্ষণ যথালাভেতে সন্তোষ।
নাহি দেখে স্বপনেও অপরের দোষ॥
নবমে সরল ভাব সবাকার মনে।
আমার ভরসা নাহি সুখ দুঃখ মনে॥
সেই অতিশয় প্রিয় শবরী আমার।
সকলপ্রকারে ভক্তি দৃঢ় হয় যার॥
যোগিগণ বাঞ্ছা করে যে দুর্ল্লভ গতি।
তোমার সুলভা তাহা হইল সুমতি॥
মায়াতীত মম রূপ করি দরশন।
সহজ স্বরূপ লাভ করে জীবগণ॥
তুমি ভাগ্যবতী মম পদে অনুরাগ।
যে জানে মহিমা তব তার বড় ভাগ॥
এবাক্য শ্রমণা শুনি আনন্দ পাইল।
মধুর বচন পুন রাঘব কহিল॥
সীতার সন্ধান যদি জানহ ভামিনি।
বিবরিয়া কহ মোরে গজেন্দ্রগামিনি॥
পম্পাতীরে কৃপাময় করহ গমন।
তথা বাস করি আছে বহু তপোধন॥

মঙ্গল মহিমা গুণ হয় অতিশয়।
যাহার কৃপায় জীব মহাসুখে রয়॥
কেহ নাহি করে কার সহিত বৈরতা।
অরি সনে হয় তথা সহজ মিত্রতা॥
সুন্দর শিখর বন প্রফুল্লিত ফুল।
খগ মৃগ জন্তু জীব সব অনুকূল॥
সবার মানস গিয়া করহ পূরণ।
সুগ্রীব সহিত তথা হইবে মিলন॥
যাহা কহিলাম আমি দেব রঘুবীর।
তব অগোচর নহে মহামতি ধীর॥
বারম্বার প্রভুপদে প্রণাম করিল।
প্রেম সহ সব কথা কহি শুনাইল॥
শবরী সকল কথা করিয়া বর্ণন।
প্রভু-পাদ-পদ্ম হৃদে করিল ধারণ॥
প্রভুর বদনে দৃষ্টি করিয়া স্থাপন।
প্রজ্বলিত যোগানলে ত্যজিল জীবন॥
শ্রমণা পরম ধাম করিল গমন।
নাহি হয় যথা গেলে পুনরাবর্ত্তন॥
কহিছে তুলসীদাস শুন নরগণ।
শোক দুঃখ-প্রদকর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন॥
বিশ্বাস করিয়া সেব শ্রীরামচরণ।
হবে নিত্য সুখলাভ দুঃখনিবারণ॥
শবরের কুলে পাপ জনম লভিয়া।
শ্রমণা পাইল মুক্তি শ্রীরামে ভজিয়া॥
হেন দয়াময় রামে ছাড়িয়া মুরতি।
যেবা চায় কেবা তার সম মূঢ়মতি॥
সেবন ত্যজিয়া তবে চলে অন্য বন।
অতুলিত-বল বীর শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বিরহীর মত প্রভু করিছে বিষাদ।
কহিতেছে অনুজেরে বিবিধ সম্বাদ॥
কাননের শোভা তাত কর দরশন।
না হবে বিরহী কেন হেরি ক্ষুব্ধ মন॥
পত্নীসনে খগমৃগ করে বিচরণ।
মনে হয় যেন মোর করিছে নিন্দন॥
আমারে নিরখি মৃগ করে পলায়ন।
মৃগী কহে নাহি তব ভয়ের কারণ॥
আনন্দে করহ তুমি এবনে বিহার।
কনকহরিণ লক্ষ্য হয় যে ইহার॥

করিণীর সনে করী আসি এই দেশ।
মনে হয় যেন মোরে দেয় উপদেশ॥
শাস্ত্র নাহি হয় বশ যদি সুপঠিত।
নৃপ নাহি হয় বশ যদি সুসেবিত॥
হৃদয়ে রাখিলে নারী বশে নাহি রয়।
যুবতী নৃপতি শাস্ত্র এমত নিশ্চয়॥
হের তাত রমণীয় বসন্ত আইল।
জানকীবিরহে মম ভয় উপজিল॥
বিরহ ব্যাকুল মোরে বসন্ত হেরিল।
ভ্রমর কোকিল সনে মিলিত হইল॥
মদনসখারে করি বিপিনে আহ্বান।
কটক সহিত তারে দিল বাসস্থান॥
নারি পরাজিতে আমি এ দুর্জ্জয় বল।
ভাবিয়া হইনু তাত নিতান্ত বিকল॥
অতিশয় খল তাত কাম ক্রোধ লোভ।
নিমিষে মুনির মনে উপজয় ক্ষোভ॥
লোভের কামনা দম্ভ এই দুই বল।
কামের দুরন্ত বল রমণী কেবল॥
দারুণ ক্রোধের বল পরুষ বচন।
শাস্ত্র তত্ত্ব বিচারিয়া কহে মুনিগণ॥
ত্রিগুণ-অতীত চর অচরের স্বামী।
হে গিরিনন্দিনি রাম সর্ব্বঅন্তর্যামী॥
কামীর দীনতা যতলোকে দেখাইল।
বিরতি ধীরের মনে সুদৃঢ়া করিল॥
ক্রোধ লোভ মায়া মদ-বিমোহ মদন।
হইলে রামের দয়া করে পলায়ন॥
ইন্দ্রজালে কভু নাহি ভুলে সেই নর।
অনুকূল রহে রাম যাহার উপর॥
আমার সিদ্ধান্ত উমে করহ শ্রবণ।
রামের ভজন সত্য জগত স্বপন॥
পরে প্রভু গেল পম্পাসরোবর তীর।
সলিল শীতল নীল সুভগ গভীর॥
সাধুর হৃদয় হেন নিরমল বারি।
প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট মনোহর চারি॥
যেথা সেথা নানা মৃগ পান করে নীর।
দাতার ভবনে যথা যাচকের ভীর॥
মীন সব রহে সুখে জলের ভিতর।
যথা কাটে সুখে দীন ধর্ম্মশীল নর॥

বিকশিত সরসিজ বিবিধ বরণ।
করিছে মধুপকুল মধুর গুঞ্জন॥
সলিল-কুক্কুট ডাকে কল হংসগণ।
প্রভুরে নিরখি যেন করিছে স্তবন॥
খগকুল করি যেন মধুর কূজন।
কহিছে পথিকে হেথা কর আগমন॥
তালতরুতলে মুনি আশ্রম সুন্দর।
কানন-বিটপ চারিদিকে মনোহর॥
চম্পক বকুল কুল কদম্ব রসাল।
পাটল পনস শাল পলাশ তমাল॥
পল্লবিত কুসুমিত বিটপ সকল।
কলগান করে তাহে বিহগপটল॥
সুগাধ শীতল মন্দ সুখদ পবন।
সতত বহিয়া মন করিছে হরণ॥
করিছে কোকিলগণ কুহু কুহু গান।
যাহা শুনি মুনিবর ত্যাগ করে ধ্যান॥
ফল ফুলভরে তরু রহে অবনত।
যথা ধন লাভ করি পরহিত-রত॥
রুচিরসে সরোবর রাঘব হেরিয়া।
পাইল পরম সুখ মজ্জন করিয়া॥
নিরখি সুন্দর এক তরু মনোহর।
সানুজ তাহার তলে বসে রঘুবর॥
আইল তথায় সিদ্ধ মুনি দেবগণ।
করিয়া প্রভুর স্তব করিল গমন॥
বসিল প্রসন্ন মনে রাঘব কৃপাল।
কহিল অনুজ সনে বচন রসাল॥
হেরি চিদ নন্দ ধামে বিরহকাতর।
হইল নারদ মুনি ব্যথিত অন্তর॥
মম নিদারুণ শাপ করি অঙ্গীকার।
সহিতেছে প্রভু মম নানাদুখভার॥
সে প্রভুরে গিয়া আজি দর্শন করিব।
হেন অবসর আর আমি না পাইব॥
বিচারি নারদ তবে করতলবীণ।
পম্পাতীরে গেল যথা প্রভু সুখাসীন॥
প্রেমের সহিত অতি সুমধুরস্বরে।
দেবঋষি রাম-লীলা যশোগান করে॥
করিলে প্রণাম রাম ধরি উঠাইল।
পুনঃ পুনঃ প্রেমভরে আলিঙ্গন দিল॥

করিয়া স্বাগতপ্রশ্ন পাশে বসাইল।
লক্ষ্মণ সাদরে মুনিপদ প্রক্ষালিল॥
করিয়া প্রভুর স্তব সুপ্রসন্ন জানি।
নারদ কহিল তবে জুড়ি যুগপাণি॥
পরম উদার শুন রাঘব নায়ক।
অগম সুগম বিভু বরের দায়ক॥
কৃপা করি একবর মোরে দেহ দান।
তব অগোচর কিছু নাহি ভগবান॥
প্রভু কহে মুনি মম স্বভাব জানলা।
নিজজন সনে কভু না করি ছলনা॥
হেন প্রিয় বস্তু বল কি আছে আমার।
না পাইবে মাগ যদি ব্রহ্মার কুমার॥
আমার অদেয় কিছু নাহি ভক্তজনে।
এ বিশ্বাস দৃঢ় করি রাখ ধরি মনে॥
আনন্দে নারদ তবে কহিল বচন।
এই বর দেহ মোরে কমল লোচন॥
যদ্যপি প্রভুর নাম আছে অগণিত।
একের অধিক এক শ্রুতির কথিত॥
রামনাম সব নাম হইতে অধিক।
হ'ক নাথ অঘ-খগ কুলের বধিক॥
পূর্ণিমা-রজনী তব বিমলা ভকতি।
তাহে রামনাম তব নিশীথিনী-পতি॥
বিমল অপরনাম নক্ষত্রসংহতি।
ভকত-হৃদয়-ব্যোমে করুক বসতি॥
এবমস্তু মুনিসনে কহে রঘুপতি।
হরষে নারদ করে চরণে প্রণতি॥
দেবর্ষি প্রসন্ন অতি প্রভুরে জানিয়া।
কহিতেছে মৃদুবাণী বিনয় করিয়া॥
আমার নিকটে যবে মায়ারে প্রেরণ।
করিয়া করিলে মম বিমোহিত মন॥
বিবাহ করিতে বাঞ্ছা হইল যখন।
তাহে ঘটাইলে বিঘ্ন তুমি কি কারণ॥
হাসিয়া কহিল প্রভু শুন তপোধন।
ত্যজি সব আশা মম যে করে ভজন॥
জননী শিশুরে রক্ষা করেন যেমন।
আমিহ সে জনে রক্ষা করি হে তেমন॥
অনল-ভুজগে শিশু যায় ধরিবারে।
মাতা সে বিপদে গিয়া রক্ষা করে তারে॥
সুতে স্নেহ করে মাতা পাইলে যৌবন।
শৈশবের কথা কিছু না করি স্মরণ॥
যুবকতনয় মম বিজ্ঞানপ্রবীণ।
মম শিশুসুতদাস অভিমানহীন॥
বলী জ্ঞান বলে জ্ঞানী মোর বলে দাস।
কাম ক্রোধ রিপু আসে উভয়ের পাশ॥
বিচারি পণ্ডিত করে আমার ভজন।
পাইলেও জ্ঞান ভক্তি না করে বর্জ্জন॥
কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ খরধার।
মায়ারূপী নারী হয় দুখদা অপার॥
শ্রুতির সিদ্ধান্ত মুনি করহ শ্রবণে।
রমণী-বসন্ত ঋতু বিমোহকাননে॥
জপ তপ সুনিয়ম ব্রত জলাশয়।
খরগ্রীষ্ম-ঋতু রূপে শোষে সমুদয়॥
কাম ক্রোধ মদ আদি দাদুর নিকরে।
বর্ষা-ঋতু রূপে অতি সুখ দান করে॥
বহুবিধ দুর্ব্বাসনাকুমুদনিচয়।
তাদের শরতরূপে সুখহেতু হয়॥
সাধু আচরিত ধর্ম্ম কমলের কুল।
হয়ে হিমঋতু করে তাদের নির্ম্মূল॥
স্নেহ দুরালভা আদি ঔষধের গণে।
ধরি শীত ঋতু রূপ করে বিমর্দ্দনে॥
পাপ উলূকের দুখ করে নিবারণ।
নিবিড় রজনীরূপ করিয়া ধারণ॥
বুদ্ধি-বল-কুল-শীল-সত্য-আদি মীন।
বড়শী সমান কহে নারীরে প্রবীণ॥
যত দোষ দুখ আছে ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে।
একমাত্র নারী তাহা আনিবারে পারে॥
বিচারিয়া মনে মনে এ সব কারণ।
তোমার বিবাহ আমি করিনু বারণ॥
রামের এ বাক্য তবে করিয়া শ্রবণ।
পুলকিত তনু মুনি সজল-লোচন॥
প্রভু রাম বিনা কার আছে হেন রীতি।
সেবক উপরে হেন মমতা পীরিতি॥
এমন প্রভুর যেবা না করে ভজন।
সে জ্ঞান-দরিদ্র-মন্দমতি অভাজন॥
সমাদরে কহে পুন দেবর্ষি নারদ।
শুন দয়াময় রাম জ্ঞান-বিশারদ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-সুসম্মত-সাধুর লক্ষণ।
কৃপা করি কহ মোরে ভববিভঞ্জন ॥
শুন মুনিবর আমি সাধুগুণ কহি।
যাহাতে উহাঁর বশ আমি সদা রহি ॥
ষড়্‌বিকারবিরহিত অনঘ অকাম।
অতিঅকিঞ্চন শুচি নিত্য সুখধাম ॥
অনীহ অমিত বোধ সদা মিতভোগী।
এক ভক্তি সার কবি সুপণ্ডিত যোগী ॥
সাবধান মদ-মান-মাৎসর্য্য-বিহীন।
সুধীর ভকতি-গতি ধরমপ্রবীণ ॥
সর্ব্বসুখবিবর্জ্জিত গুণের আগার।
পরহিত-ব্রতে রত দয়ার আধার ॥
একমাত্র প্রিয় যার আমার চরণ।
যাহা ত্যজি নহে প্রিয় দেহ গেহ ধন ॥
নিজগুণ শুনি যার কর্ণ সঙ্কুচিত।
শুনিয়া পরের গুণ হয় হরষিত ॥
সর্ব্বদা শীতল নাহি ত্যাগ করে নীতি।
সরলস্বভাব সম সবাসনে প্রীতি ॥
জপ-তপ-ব্রত-দম-সংযমনিরত।
শ্রীগুরু-গোবিন্দ বিপ্র-পদে অবনত ॥
শ্রদ্ধা ক্ষমা মৈত্রী দয়া না ছাড়ে কখন।
নিরন্তর করে মম চরণ চিন্তন ॥
বিরাগী বিবেকী নয়ী বিজ্ঞান-নিধান।
পুরাণনিগমমর্ম্মে তত্ত্বজ্ঞানবান ॥
অমানী অদম্ভী মদ-রহিত সুজন।
ভুলিয়া না করে পদ কুপথে ক্ষেপণ ॥
সদা করে মম লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন।
অহেতু পরের হিত করে সম্পাদন ॥

যত গুণ করে সাধু মহাত্মা ধারণ।
নিগম শারদা নারে করিতে বর্ণন ॥
রামের এ বাক্য শুনি, কহিছে নারদ মুনি,
পাদপদ্ম করিয়া ধারণ।
হেন কৃপাময় কেবা, আপন বদনে যেবা
করে ভক্তগুণের কীর্ত্তন ॥
নমি পদে বারবার, পদ্মযোনি সুকুমার,
ব্রহ্মপুরে করিল গমন।
কহে শ্রীতুলসীদাস, ধন্য যেই ত্যজিয়া আশ,
করে হরিচরণ ভজন ॥
রাবণারি সুকীরতি, কহে শুনি যে সুমতি,
তার হয় রামপদে রতি।
বিনা যোগজপজ্ঞান, বিরতিনিয়মধ্যান,
নাম গানে তুষ্ট রঘুপতি ॥
নারী দীপশিখা যথা, গমন না কর তথা,
গিয়া মন না হও পতঙ্গ।
কাম মদ ত্যাগ করি, সদা ভজ রাম হরি,
কর সদা সাধুসনে সঙ্গ ॥
দ্বিজ হরি নারায়ণ, দীনহীন অভাজন,
ভাষান্তরে করিল বর্ণন।
এস্থানে অরণ্যকাণ্ড, সমাপিনু সুধাভাণ্ড
মনদিয়া শুন বঙ্গজন ॥
শ্রীতুলসী প্রভু মোর, সদা রাম প্রেমে ভোর,
তব পাদপদ্মে করি নতি।
এদাসে করুণা কর, গোস্বামি করুণাকর,
দেহ রাম চরণে ভকতি ॥
সমাপ্তঃ ॥

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকল-কলিকলুষ বিধ্বংসন
বিমল বিজ্ঞানবৈরাগ্যসম্পাদনোনাম তুলসীকৃত
আরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়সোপানঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কুন্দ-ইন্দীবর সম-সুন্দরবরণ।
জ্ঞানধাম অকিবল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
শ্রুতি-গীত শোভাকর বরধনুর্দ্ধর।
দেবতাব্রাহ্মণ-গাভী কুলহিতকর॥
ধৃতমায়ানরতনু রঘুকুলবর।
ধর্ম্মের রক্ষক সীতা-সন্ধান তৎপর॥
বনপথ-গত-চর-অচর-সুভদ।
আমারে করিয়া কৃপা হও ভক্তিপ্রদ॥
কলিমল-নাশী ব্রহ্ম পয়োধি-সম্ভব।
করেছে শোভিত যাহে মুখশশী ভব॥
সংসার-আময় যহে করে নিবারণ।
অব্যয়মধুর যাহা জানকীজীবন॥
জগতে তাহারা ধন্য সুকৃতিপ্রধান।
রামরামামৃত যারা সদা করে পান॥
লভিয়া ভূতলে জন্ম মুক্তির কারণ।
জ্ঞানের আকর সর্ব্ব কলুষ-নাশন॥
বিরাজে ভবানীসনে যথা পঞ্চানন।
হেন কাশীপুরে কেন না কর সেবন॥
যে বিষ দেবতাবৃন্দে দহিতে আছিল।
তারে পান করি বিভু প্রাণদান দিল॥
সে শঙ্করে কেন নাহি ভজ মূঢ়মতি।
হেন দয়াময় কেবা যথা কাশীপতি॥
আগুসরি রঘুবর চলিতে লাগিল।
ক্রমে ঋষ্যমূকগিরি নিকট হইল॥
সুগ্রীব সচিবসনে সে পর্ব্বতে ছিল।
অতুল বিক্রম বীরে আসিতে দেখিল॥
সভয়ে কহিছে তবে শুন হনুমান্।
আসে নর-যুগ, বলরূপের নিধান॥
বটুরূপ ধরি তুমি গমন করিয়া।
কে বটে উহারা শীঘ্র আসিবে জানিয়া॥
বালীর প্রেরিত দূত যদ্যপি জানিব।
সত্বর এ গিরি ত্যজি মোরা পলাইব॥

ধরিয়া বিপ্রের বেশ কপি তথা গেল।
বিনত মস্তকে এই কথা জিজ্ঞাসিল॥
কে তোমরা নবঘন-কনক-বরণ।
ক্ষত্রিয়ের বেশে বনে করিছ ভ্রমণ॥
কঠিন কাননভূমি কোমল চরণ।
কি হেতু দুর্গম বনে কর বিচরণ॥
মৃদুল সুন্দর কিবা মনোহর গাত।
সহিছ আতপ কেন এ দুঃসহ বাত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মধ্যে কোন জন।
অথবা তোমরা হও নর-নারায়ণ॥
অথবা জগৎ হেতু হরিতে ভূভার।
অখিল ভুবনপতি নর অবতার॥
শুনিয়া কহিল বাণী রাঘবকুমার।
বিধিলিপি খণ্ডে হেন সাধ্য আছে কার।
কোশলেশ দশরথ তাঁহার নন্দন।
পালিতে পিতার সত্য আইনু কানন॥
মোরা দুই ভাই নাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আইল মোদের সনে রমণী এবন॥
করিয়াছে নিশাচর তাহারে হরণ।
তাহার সন্ধানে বিপ্র করি হে ভ্রমণ॥
তোমারে কহিনু এই আত্মবিবরণ।
তব পরিচয় এবে কহ হে ব্রাহ্মণ॥
চিনি নিজ প্রভু কপি ধরিল চরণ।
ভবানি সে সুখ নারি করিতে বর্ণন॥
পুলকিত তনু মুখে না সরে বচন।
হেরিতেছে সুরেশের রুচির রচন॥
ধৈরয ধরিয়া পুন করিল স্তবন।
হৃদয়কমলে দিল বসিতে আসন॥
তোমারে পুছিনু আমি অজ্ঞানবানর।
জিজ্ঞাসিলে মোরে প্রভু কেন যথা নর॥
তব মায়াবশে ভুলি করিহে ভ্রমণ।
নারিনু চিনিতে প্রভু আমি সে কারণ॥

একে মোহবশ মন্দ হৃদয় অজ্ঞান।
পুন ভুলাইলে দীন-বন্ধু ভগবান॥
তব মায়া-মুগ্ধজীব ভবে আসে যায়।
তুমি যারে কর কৃপা সে নিস্তার পায়॥
তোমার শপথ করি কহি রঘুরায়।
আমি নাহি জানি কিছু সাধন উপায়॥
এত কহি নিজ তনু প্রকটি বানর।
ব্যাকুল হইয়া পড়ে চরণ উপর॥
উঠাইয়া রঘুপতি হৃদয়ে ধরিল।
নিজ আঁখি জলে তার তাপ নিবাইল॥
কহে শুন কপি মনে দ্বিধা নাহি কর।
লক্ষ্মণ অপেক্ষা তুমি মম প্রিয়তর॥
সমদর্শী বলি মোরে বিশ্বজনে কয়।
একান্ত ভকত কিন্তু প্রিয় অতিশয়॥
একান্ত ভকত বলি তাহারে জানিবে।
যার মতি মম প্রতি সর্ব্বদা রহিবে॥
আমার সেবক বলি যার নিত্য জ্ঞান।
দেখে চরাচর রূপরাশি ভগবান॥
হেরিল পবন-সুত পতি অনুকূল
হৃদয়ে পাইল হর্ষ হ'ল গত-শূল॥
পর্ব্বত উপরে নাথ রহে কপি-পতি।
তব দাস তার নাম সুগ্রীব সুমতি॥
মিত্রতা তাহার সনে কর দয়াময়।
জানি দীন কর দান তাহারে অভয়॥
সুগ্রীব সীতার খোঁজ অবশ্য করিবে।
চারিদিকে কোটি কপি দূত পাঠাইবে॥
এমতে সকল কথা কহি বুঝাইয়া।
চলে হনু দুই বীরে পৃষ্ঠে উঠাইয়া॥
সুগ্রীব হেরিল যবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মানিল সফল করি আপন জীবন॥
সাদরে করিল প্রভু চরণ-বন্দন।
অনুজ সহিত রাম দিল আলিঙ্গন॥
সুগ্রীব আপনমনে করিল বিচার।
ঘটাবে কি বিধি প্রীতি সহিত ইহার॥
জ্বালিয়া অনল তবে পবননন্দন।
শ্রীরাম সুগ্রীব প্রীতি করিল স্থাপন॥
করিল মিত্রতা কিছু না রাখি গোপন।
কহিল লক্ষ্মণ সব রাম-বিবরণ॥

সুগ্রীব কহিল তবে সজলনয়নে।
হইবে মিলন তব জানকীর সনে॥
সচিব সহিত আমি হেথা একবার।
বসিয়া ছিলাম কিছু করিতে বিচার॥
দেখিনু গগনে এক রমণী যাইছে।
পড়ি পরবেশে বহু বিলাপ করিছে।
হা রাম, হা রাম, রাম, করি উচ্চারণ।
করিল আমারে হেরি বসন ক্ষেপণ॥
চাহিলে বসন রাম সুগ্রীব আনিল।
হৃদে ধরি প্রভু বহু বিলাপ করিল॥
সুগ্রীব কহিল রাম করহ শ্রবণ।
ত্যজি শোক মনে ধৈর্য্য করহ ধারণ॥
করিয়াছি সেবকের কার্য্য অঙ্গীকার।
অবশ্য হইবে তব সীতার উদ্ধার॥
শুনিয়া সখার বাক্য কহে রঘুপতি।
কি কারণে বাস বনে কর মহামতি॥
বালী আর আমি সখে দুই সহোদর।
উভয়ের অতি প্রীতি ছিল পরস্পর॥
মায়াবী ময়ের সুত দানব প্রবর।
আইল সে একদিন মোদের নগর॥
আসিয়া নিশীথে পুর-দ্বারে ডাক দিল।
রিপুর গর্জ্জন বালী সহিতে নারিল॥
মায়াবী বালীরে হেরি করে পলায়ন।
ভ্রাতার পশ্চাতে আমি করিনু গমন॥
নিরখি গিরির গুহা দানব পশিল।
সব কথা কহি মোরে বালী শুনাইল॥
হেথা এক পক্ষ তুমি অপেক্ষা করিবে।
যদি নাহি ফিরি মম মরণ জানিবে॥
এক মাস দিন আমি রহিনু বসিয়া।
দেখিনু রুধির ধারা উঠে উথলিয়া॥
তবে আমি মনে মনে করিনু বিচার।
বধেছে দনুজ প্রাণ ভ্রাতার আমার॥
ভারী শিলা দিয়া করি গুহা আবরণ।
আইনু প্রাণের ভয়ে কিষ্কিন্ধ্যা ভুবন॥
সমরে অজেয় বালী তাহারে নিধন।
যে করিল সে মারিবে আমারে এখন।
কিষ্কিন্ধ্যা আইনু শোক অন্তরে অপার।
কহিনু বালির বধ সমীপে সবার॥

নগরের যত লোক সবে সেইকাল।
হইল বালীর শোকে ব্যাকুল বিহাল॥
অধিপতি-হীন হেরি পুর-মন্ত্রিগণ।
মুক্তি করি দিল মোরে রাজ-সিংহাসন॥
হেনকালে বালী গৃহে করি আগমন।
মোরে অতি কোপভরে করি নিরীক্ষণ॥
জানি রিপু সম অতি প্রহার করিল।
সর্ব্বস্ব সহিত নারী হরিয়া লইল॥
হয়ে তার ভয়ে ভীত কৃপা-নিকেতন।
ভ্রমণ করিনু আমি সকল ভুবন॥
মতঙ্গের শাপে হেথা আসিতে না পারে।
তথাপি সভয় রহি যদি আসি মারে॥
সেবকের দুঃখ শুনি সেবকদয়াল।
উঠে ফরকিয়া দুই বাহু সুবিশাল॥
শুনহ সুগ্রীব মম প্রতিজ্ঞাবচন।
একবাণে হবে তব ভ্রাতার নিধন॥
যদ্যপি বিরিঞ্চি রুদ্র তারে দেয় স্থান।
নারিবে তথাপি বালী বাঁচাইতে প্রাণ॥
সুহৃদের দুঃখে দুখী না হয় যে জন।
মহাপাপ হয় তারে করি দরশন।
গিরি-সম নিজ-দুখ রজ করি মানে।
বন্ধু-দুখ রজ-সম মেরু করি জানে॥
যাদের সহজে হেন মতি না হইবে।
তাদের মিত্রতা নহে শঠতা জানিবে॥
চালায় সুপথে করি কুপথে বারণ।
গুণ প্রকাশিয়া করে দোষ সঙ্গোপন॥
শঙ্কা নাহি ধরে মন আদান প্রদানে।
উপকার করে সদা বল অনুমানে॥
বিপদের কালে করে শতগুণ প্রীতি।
সাধু শ্রুতি কহে এই মিত্রগুণ রীতি॥
আগে কহে সুমধুর কল্পিত বচন।
পশ্চাতে ঘটায় যত অহিতঘটন॥
যাহার মনের ভাব হয় হে এমন।
ভাল হয় সে কুমিত্রে করিলে বর্জ্জন॥
মিত্রতা করিয়া করে হৃদয় গোপন।
কর্ত্তব্য ত্যজিয়া তারে দূরে পলায়ন॥
কুনারী সেবক শঠ, নৃপতি কৃপণ।
কপট-সুহৃদ শূল-সম চারি জ'

ত্যজ শোক কর মম বলের আশ্রয়।
তব অভিলাষ সিদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
কহিল সুগ্রীব তবে শুন রঘুবীর।
বালী মহাবল-ধর সমরে সুধীর॥
দুন্দুভির অস্থিরাশি রামে দেখাইল।
অনায়াসে রঘুনাথ চরণে ঠেলিল॥
পরে সপ্ত-তাল ভেদ রাঘব করিল।
ভিতর হইতে এক সর্প নিকশিল॥
করিয়া প্রভুর স্তব সর্প চলি গেল।
নিরখি কপীশ অতি আনন্দ পাইল।
দেখিয়া অমিত-বল স্তম্ভিত হইল।
হইবে বালীর বধ বুঝিতে পারিল।
পুনঃ পুনঃ প্রভুপদে প্রণাম করিল।
প্রভুর প্রসন্নমন সুগ্রীব বুঝিল॥
উপজিল জ্ঞান করে বাক্য উচ্চারণ।
তব কৃপাবলে নাথ স্থির মম মন॥
রাজ্য-ধন-জন-সুখ করিয়া বর্জ্জন।
কায়মনোবাক্যে তব করিব ভজন॥
শত্রু-মিত্র-সুখ-দুখ-আদি আছে যাহা।
পরম অরথ নহে মায়াকৃত তাহা॥
বালী অরি নহে মম হয় বন্ধুজন
পাইনু কৃপায় যার ক্লেশ বিনাশন॥
ছিল আশা লব রাজ্য তাহারে জিনিয়া।
করিনু বাসনা ত্যাগ অসার ভাবিয়া॥
এবে কৃপা কর মোরে অরিনিসূদন।
ত্যজি সব ভজি তব অভয়চরণ॥
বিরাগ সংযুত বাণী কপির শুনিয়া।
শর চাপ কর রাম কহিল হাসিয়া॥
কহিলে সুগ্রীব যাহা সব সত্য হয়।
কিন্তু মম বাক্য মিথ্যা হইবার নয়॥
বানরের মত রাম সবারে নাচায়।
বিনতা-নন্দন শুন শ্রুতি হেন গায়॥
সুগ্রীবে লইয়া সঙ্গে রাঘব তখন।
ধনুর্ব্বাণ ধরি করে করিল গমন॥
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে গিয়া কহিল বচন।
আগুসরি পুরদ্বারে করহ গর্জ্জন॥
শুনি সিংহনাদ বালী জ্বলিয়া উঠিল।
ধরি করে তারা তারে বহু বুঝাইল।

মিলেছে যাদের সনে সোদর তোমার।
তারা তেজ-বল নিধি রাঘবকুমার॥
দশরথসুত রাম লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
জিনিবারে পারে কালে করিয়া সংগ্রাম॥
হৃদয়ের মাঝে সেই রঘুবীরে আন।
মোহমদ ছাড়ি তুমি মম কথা মান॥
শুন ভীরু সর্ব্বজীবে সমদর্শী রাম।
সে কেন বধিবে মোরে অনীহ অকাম॥
যদি হয় রামশরে আমার মরণ।
অনায়াসে যাব চলি বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
এত কহি গেল চলি সহ অভিমান।
অনুজ সুগ্রীবে জানি তৃণের সমান॥
সুগ্রীব পুরের দ্বারে আছে দাঁড়াইয়া।
হেরিয়া বালীর ক্রোধ উঠে উথলিয়া॥
নিকট হইয়া বালী করিল তর্জ্জন।
মুষ্টির আঘাত করি করিল গর্জ্জন॥
দারুণ প্রহারে অতি ব্যাকুল হইয়া।
সুগ্রীব ছাড়িয়া রণ গেল পলাইয়া॥
রামের নিকটে গিয়া কহে সকাতর।
দেখহ আমার দশা দেব রঘুবর॥
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি তোমার গোচর।
বালী যে আমার কাল না হয় সোদর॥
রাম কহে একরূপ দুই সহোদর।
ছাড়িতে নারিনু শর প্রাণ-নাশকর।
সুগ্রীব শরীর নিজ-করে পরশিল।
কুলিশ সমান তনু কঠিন হইল॥
গাঁথিয়া কুসুম মালা কণ্ঠে পরাইল.
সঞ্চারিয়া বল পুন রণে পাঠাইল॥
মল্লযুদ্ধ দুই ভাই করিতে লাগিল।
তরু অন্তরালে থাকি শ্রীরাম দেখিল।
রণে বহু ছল.বল সুগ্রীব করিল।
পরাজয় ভয় তার হৃদে উপজিল॥
হেনকালে রঘুপতি কাল-সম শর।
ছাড়িল করিয়া লক্ষ্য বালীর উপর॥
শরের আঘাতে বালী ভূতলে পড়িল।
পুন উঠি বসি রামে সম্মুখে হেরিল॥
শ্যামলসুন্দর শিরে জটা মনোহর।
অরুণ-নয়ন-যুগ-ধনু-শর-ধর॥

পুনঃ পুনঃ হেরি পদে চিত সমর্পিল।
প্রভুরে চিনিয়া জন্ম সফল করিল॥
হৃদয়ে পিরীতি মুখে কঠোর বচন।
কহিল রামের দিকে করি বিলোকন॥
তব অবতার ধর্ম্ম রক্ষার কারণ।
আমারে করিলে বধ ব্যাধের মতন॥
আমি অরি, প্রিয়-বন্ধু সুগ্রীব তোমার।
কি কারণে বধ নাথ সাধিলে আমার।
রাম কহে শঠ তুমি করহ শ্রবণ।
যে হেতু তোমারে আমি করিনু নিধন॥
ভ্রাতৃ-বধূ স্বসা, নারী সুত-বিবাহিতা।
এ তিনে জানিবে যথা আপন দুহিতা॥
কুদৃষ্টি এদের পরে করে যেই জন।
কিছু পাপ নাহি তারে করিলে নিধন॥
হরিয়া অনুজ নারী কুকার্য্য করিলে
তব নারীশিক্ষা নাহি হৃদয়ে ধরিলে॥
করিল সুগ্রীব মম আশ্রয় গ্রহণ।
বিচারিয়া পাপ তব বধিনু জীবন॥
বালী কহে শুন প্রভু রাম বিশ্বপতি।
আমি পাপী অন্তকালে তুমি মোর গতি
শুনিয়া কোমল-বাণী পতিত-পাবন।
নিজ করে বালিশির করে পরশন।
করিনু অচল তনু রাখি তব প্রাণ।
তবে বালী কহে শুন কৃপার নিধান।
জন্মে জন্মে মুনি করে বিবিধ যতন।
দেহত্যাগকালে রামে করিতে স্মরণ॥
যাঁহার নামের বলে শিব ভগবান্
কাশীতে বসিয়া সবে মুক্তি করে দান॥
সেই রাম আজি মম নয়নগোচর।
কি আছে সৌভাগ্য আর ইহার উপর॥
যাঁর গুণ 'নেতি নেতি' করি শ্রুতি গায়।
জিতেন্দ্রিয় মুনি যাঁরে ধ্যানে কভু পায়॥
জানিয়া অন্তরে মম আছে অভিমান।
কহিলে আমারে প্রভু রাখিবারে প্রাণ॥
কেবা আছে ভূমিতলে অবোধ এমন।
ছেদি সুরতরু করে কণ্টক সেচন॥
করুণা-নয়নে এবে করি বিলোকন।
মনের মানস মম করহ পূরণ॥

হউক জনম যোনি কর্ম্ম অনুসারে।
ক্ষতি নাই যেন নাথ না ভুলি তোমারে
তনয় অঙ্গদ মম সম বলবান।
করি দান তারে রক্ষা কর ভগবান্॥
রাম-পাদপদ্ম হৃদে করিয়া ধারণ।
অনায়াসে কপিরাজ ত্যজিল জীবন॥
যদি গজ গলে মালা ধরে আপনার।
খসিয়া পড়িলে ক্লেশ হয় কি তাহার।
বালীরে আপন ধামে রাম পাঠাইল।
ব্যাকুল নগরলোক ধাইয়া আইল
তারাদেবী তবে শুনি পতির মরণ।
মুক্তকেশী করে আসি বিলাপ রোদন॥
পুনঃপুন পতিশির হৃদয়ে ধরিল।
বদন হেরিয়া ধৈর্য্য ধরিতে নারিল॥
বারণ করিনু নাথ আসিতে এ রণে।
কালবশহেতু নাহি শুনিলে শ্রবণে।
কুমার অঙ্গদে তুমি কিছু না কহিলে।
একালসময়ে আসি জীবন ত্যজিলে॥
তারারে কাতরা রাম দেখিয়া তখন।
তারে জ্ঞান দিল করি মায়ারে হরণ॥
অনল সলিল-ক্ষিতি-গগন-সমীর।
এ পঞ্চরচিত এই অধম শরীর॥
সে তনু তোমার আগে রয়েছে শায়িত।
কেন তুমি বিচলিতা হও জীব নিত্য॥
উপজিল জ্ঞান পদ-কমল বন্দিল।
প্রভুসনে ভক্তি-বর মাগিয়া লইল॥
দারুর যোষিত হেন উমে রঘুরায়।
যথা ইচ্ছা হয় তথা সবারে নাচায়॥
বালীর সংকারহেতু প্রভু আজ্ঞা দিল।
সবকার্য্য যথাবিধি সুগ্রীব করিল॥
অনুজে কহিল তবে কঞ্জ-বিলোচন।
সুগ্রীবের অভিষেক কর সম্পাদন॥
রাঘব চরণ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে গেল সুগ্রীব লক্ষ্মণ॥
রামানুজ পুরজনে করি আবাহন।
বালীর সোদরে দিল রাজসিংহাসন॥
রামের আদেশ পুন করিল প্রচার।
কিষ্কিন্ধ্যায় যুবরাজ অঙ্গদ কুমার॥

জগমাঝে হিতকারী রামের সমান।
পিতামাতা সুত মিত কেহ নহে আন॥
দেবতা মনুজ মুনি সবার এ রীতি।
আপন স্বার্থের হেতু করে সবে প্রীতি॥
দিবানিশি বালিভয়ে যে ছিল ব্যাকুল।
বিবরণ তনু চিন্তা-জ্বরেতে আকুল॥
সে সুগ্রীবে করে রাম কপির ঈশ্বর।
অতি সুকোমল চিত রঘু-কুলবর॥
এহেন প্রভুরে যেবা না করে ভজন।
কেননা বিপদ-জালে পড়িবে সে জন॥
রাঘবনিকটে পুন সুগ্রীব আইল।
রাজনীতি বহুবিধ প্রভু শিক্ষা দিল॥
রাঘব কহিল শুন সুগ্রীব রাজন্।
চতুর্দ্দশবর্ষ পুরে না করি গমন॥
আইল বরষা-গত নিদাঘ প্রখর।
রহিব কুটীর করি পর্ব্বত-উপর॥
অঙ্গদ সহিত কর রাজ্যের পালন।
হৃদয়ে আমার কার্য্য রাখিবে স্মরণ॥
প্রণাম করিয়া গেল সুগ্রীব ভবন।
করিল গিরির পরে প্রভু আরোহণ॥
রুচির-পর্ব্বত-গুহা অগ্রে দেবগণ।
নিরখি রাখিল রামব সের কারণ॥
সে গুহাভিতরে বাস কমল-লোচন।
কিছু দিন করে সহ সুমিত্রানন্দন॥
কুসুমিত তরুকুল সুন্দর কানন।
ভ্রমর মধুর লোভে করিছে গুঞ্জন॥
সুমধুর কন্দ মূল ফল-ফুল-দল।
প্রভু আগমনে হ'ল প্রচুর সকল॥
হেরি অনুপম গিরি-বর মনোহর।
সুখে বাস করে তথা সুরের ঈশ্বর॥
হইল মঙ্গলময় সে গিরি কানন।
রমার নিলয় বাস করিল যখন॥
মধুকর খগ মৃগ-শরীর ধরিয়া।
সুর-সিদ্ধ মুনি সেবে প্রভুরে আসিয়া॥
অতি শুভ্র সুশীতল স্ফটিক প্রস্তর।
সুখে বসে দুই ভাই তাহার উপর॥
অগ্রজ অনুজে কহে প্রসঙ্গ অনেক
ভকতি-ধরম-নীতি বিরতি বিবেক॥

গগনে জলদ করি গভীর গর্জ্জন।
প্রভুর হৃদয়ে সুখ করিছে বর্দ্ধন॥
নব-জল-ধরে হেরি দেখহ লক্ষ্মণ।
করিতেছে শিখিকুল আনন্দে নর্ত্তন॥
যথা হরি জনে হেরি আগত বিরাগ।
করে সুখলাভ গৃহী সহ অনুরাগ॥
গগনে গরজে ঘন জলদ সুঘোর।
জানকী-বিরহে স্থির নহে মন মোর॥
দামিনী দমকি পুন বারিদে লুকায়।
যথা খলসনে প্রীতি স্থিরতা না পায়॥
ভূমিতলে নত মেঘ করে বরিষণ।
বিদ্যা লাভ করি যথা নত বুধজন॥
নিরন্তর ধারা গিরি করিছে ধারণ।
সাধুগণ সহে যথা খলের বচন॥
ক্ষুদ্র নদী জলে ভরি বহে উথলিয়া।
যথা মত্ত অল্প ধন অধন পাইয়া॥
সলিল সমল হয় ভূতলে পড়িয়া।
যথা মায়াপাশে জীব আবদ্ধ হইয়া॥
সরোবর ধরে হ্রদে ক্রমবরষণ।
সদ্‌গুণনিচয় যথা ধরে সাধুজন॥
অচল নদীর জল পয়োধি পশিয়া।
হয় যথা হরি জন হরিরে লভিয়া॥
পথ আচ্ছাদিয়া তৃণ অতি বৃদ্ধি পায়।
সেহেতু অপথ পথ বুঝা নাহি যায়॥
পাষণ্ড কুতর্ক-জাল করিয়া সৃজন।
সুশাস্ত্র সকল করে বিলোপ যেমন॥
চারিদিকে ভেকরব করহ শ্রবণ।
যেন বটু করিতেছে বেদ অধ্যয়ন॥
নবীন পল্লবে যত বিটপ শোভিত।
সাধুর অন্তরে যথা বিবেক উদিত॥
আকন্দে করেছে লতা তৃণ আচ্ছাদন।
করেছে সুরাজ্য যেন খল আক্রমণ॥
না পাবে খুঁজিলে ধূলি-পথ পঙ্কময়।
ধর্ম্ম নাশ করি যথা ক্রোধের উদয়॥
শস্যে শস্য ধরি ধরা শোভিছে কেমন।
পরহিত-রত জনে সম্পদ যেমন॥
নিশি ঘোর অন্ধকারে খদ্যোত বিরাজে।
ঘোরল দাম্ভিক যেন শান্তির সমাজে॥

অব্যাহত গতি জল মর্য্যাদা ভাঙ্গিল।
স্বতন্ত্র রমণী যেন স্বকুল নাশিল॥
চতুর কৃষাণ করে ভূমির নিরাণ।
যথা ত্যাগ করে বুধ মোহ-মদ-মান॥
নাহি চক্রবাক এবে সুমিত্রানন্দন।
যথা ধর্ম্ম কলিযুগে করে পলায়ন॥
তৃণমাত্র নাহি দেখ উষর ভূমিতে।
যথা নারে সাধুহৃদে কাম জনমিতে॥
শোভে মহী নানাজন্তু-সঙ্কুলা হইয়া।
যথা বৃদ্ধি পায় প্রজা সুনৃপ পাইয়া॥
স্বচ্ছন্দে করিতে নারে পান্থ বিচরণ।
জ্ঞান উপজিলে যথা ইন্দ্রিয়ের গণ॥
প্রবল-মারুত চলে মেঘে উড়াইয়া।
নাশে ধন ধর্ম্ম যথা কুপুত্র জন্মিয়া॥
কভু অন্ধকার কভু রবির বিকাশ।
সঙ্গ-অনুসারে যথা জ্ঞান-বুদ্ধি-হ্রাস॥
বিগত বরষা ঋতু শরত আইল।
কিবা অপরূপ শোভা প্রকৃতি ধরিল॥
পুষ্পিত হইয়া কাশ ভূমি আচ্ছাদিল।
প্রাচীন বরষা ঋতু সবে জানাইল॥
অগস্ত্য-উদয়ে পথ জল শুকাইল।
সন্তোষ আসিয়া যেন লোভে বিনাশিল॥
নদী সরোবর জল হইল বিমল।
যথা গত-মদ সাধু মন নিরমল॥
জানিয়া শরত ঋতু খঞ্জন আইল।
সময়ে পুণ্যের ফল যেন দেখা দিল॥
সলিল সঙ্কোচ হেরি মীন অতিদীন।
অজ্ঞান কুটুম্বী যথা হয় ধনহীন॥
নাহি মেঘ শোভিতেছে বিমল গগন।
সব আশা পরিহরি যথা হরিজন॥
স্থানে স্থানে অল্প বারি হয় বরিষণ।
যথা কেহ কেহ পায় মম ভক্তিধন॥
ভিক্ষুক বণিক্ নৃপ তাপসের গণ।
চলে পুর ত্যজি ইষ্ট করিতে সাধন॥
যথা লভি হরিভক্তি ভকত সুজন।
ত্যজিয়া আশ্রম চারি করে বিচরণ॥
মীনের অগাধজলে মনে অতি সুখ।
হরির শরণে যথা নাহি কোন দুখ॥

প্রফুল্ল-কমল শোভা ধরেছে কেমন।
হইয়া সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ যেমন॥
গুণ গুণ ধ্বনি করে মধুপনিকর।
নানাবিধ খগরব শ্রুতি সুখকর॥
চক্রবাক করে দুখে যামিনী যাপন।
হেরি পরধন যথা অধম দুর্জ্জন॥
নাহি শান্তি চাতকের মেঘপানে চায়।
শিব-দ্রোহী নর যথা সুখ নাহি পায়॥
নিশির শিশির করে আতপ হরণ।
পাপ নাশ করে যথা সাধু দরশন॥
একদৃষ্টে বিধুপ্রতি চকোর তাকায়।
যথা যোগী পায় যদি হরিপানে চায়॥
হিমভয়ে মশকাদি করে পলায়ন।
দ্বিজ-দ্রোহ করে যথা কুলবিনাশন॥
বিমল শরত ঋতু আসি দেখা দিল।
সীতার সন্ধান ভ্রাত কিছু না হইল॥
যদ্যপি সীতার খোঁজ পাই একবার।
কালেও জিনিয়া তার সাধিব উদ্ধার॥
নাহি জানি আছে কিনা সীতার জীবন।
নিশ্চয় জানিতে তাত করহ যতন॥
সুগ্রীবও মম কার্য্য হ'য়েছে বিস্মৃত।
পাইয়া রমণী কোষ রাজ্য অপহৃত॥
যে বাণে বালীর প্রাণ করেছি হরণ।
সে বাণে তাহারে কল্য করিব নিধন॥
যার কৃপাবলে মদ মোহ দূরে যায়।
তাঁতে কি স্বপনে কভু ক্রোধ স্থান পায়।
এসব রহস্য বুঝে সেই মহামতি।
রাঘব-চরণ-পদ্মে আছে যার রতি॥
শুনিয়া রামের কথা লক্ষ্মণ কুপিল।
সশর ধনুক করে ধারণ করিল॥
অনুজে রাঘব যবে কুপিত দেখিল।
নীতি উপদেশ দিয়া তাঁরে বুঝাইল॥
সুগ্রীবে করিয়া তাত ভয় প্রদর্শন।
আমার নিকটে তারে কর আনয়ন॥
এদিকে বিচার করে পবননন্দন।
ভুলিল প্রভুর কার্য্য সুগ্রীব রাজন॥
তাঁহার সমীপে গিয়া চরণ বন্দিল।
সাম দান ভেদ দণ্ড সকল কহিল॥

শুনিয়া হৃদয়ে ভয় সুগ্রীব পাইল।
ভাবে বুঝি রাজ্য রাম কাড়িয়া লইল॥
আনিতে বানর সীততত্ত্বের কারণ।
চারিদিকে মম দূত করহ প্রেরণ॥
কহ পক্ষমাঝে যেবা ফিরি না আসিবে।
তার বধ করে মম অবশ্য হইবে॥
তবে দূতগণে ডাক দিয়া হনুমান্।
করিল তাদের বহু আদর সম্মান॥
প্রীতি ভীতি দেখাইয়া দিল পাঠাইয়া।
চলিল বানর দূত চরণ বন্দিয়া॥
হেনকালে পুরমাঝে আইল লক্ষ্মণ।
ক্রোধমূর্ত্তি হেরি কপি করে পলায়ন॥
কহিল কিষ্কিন্ধ্যা আজি করি ছারখার।
ধাইয়া আইল শুনি বালীর কুমার॥
ধরিয়া চরণ বহু বিনয় করিল।
লক্ষ্মণ অভয় কর তার শিরে দিল॥
রামানুজ কোপভরে পুরে প্রবেশিল।
কপিরাজ শুনে তবে হনুরে কহিল॥
তারা সনে হনুমান্ করিয়া গমন।
কুমারে সান্ত্বনা কর ধরিয়া চরণ॥
আজ্ঞা মাত্র তারা সনে গিয়া হনুমান্
চরণ বন্দিয়া কহে প্রভু যশোগান॥
বিনয় করিয়া বহু মন্দিরে আনিল।
প্রক্ষালিয়া পদ দিব্য সুখাসন দিল॥
কপীশ আসিয়া তবে করিল বন্দন।
লক্ষ্মণ ধরিয়া কর দিল আলিঙ্গন॥
নাহি দেখি মদ নাথ বিষয়সমান।
ক্ষণমাঝে মুনিমনে আনে অভিমান॥
বিনয় বচনে সুখ লক্ষ্মণ পাইল।
বহু উপদেশ বাক্য তাহারে কহিল॥
পবনতনয় সব কথা শুনাইল।
যথা যে বানরদূত প্রেরিত হইল॥
আনন্দিত হ'য়ে তবে কপির ঈশ্বর।
সঙ্গে লয়ে অঙ্গদাদি বানর প্রবর॥
অগ্রে করি সুমিত্রার আনন্দবর্দ্ধনে।
চলে যথা প্রভু আছে গিরিপ্রস্রবণে॥
পাদপদ্মে নমি শির কহে জুড়ি কর।
নাহি কিছু মম দোষ শুন রঘুবর॥

বিস্ময়ে বিবশ হয় সুরমুনি, স্বামী।
আমি ত পামর পশু কপি অতিকামী।
তোমার মায়ার বল দেব অতিশয়।
তুমি যারে কর কৃপা সেই মুক্ত হয়॥
নারীর নয়নশর যারে না লাগিল।
রজনীর অন্ধকারে সে জাগি রহিল॥
অষ্ট মহাপাশ যারে বান্ধিতে নারিল।
প্রভু সেই নর তব সমান হইল॥
গুণের সাধনে ইহা পাওয়া নাহি যায়।
হইলে তোমার কৃপা কেহ কেহ পায়॥
তবে রঘুপতি কহে শুন মতিমান্।
তুমি হে আমার প্রিয় ভরতসমান॥
সীতার সন্ধানে তবে করহ যতন।
আর কালক্ষয় নাহি হয় অকারণ॥
ইতি অবসরে তথা বানরের গণ।
আইল অতুল বল বিবিধ বরণ॥
সে কটক উমে আমি করেছি দর্শন।
যে চাহে মূরখ সেই করিতে গণন॥
আসিয়া রাঘবপদে সবে প্রণমিল।
হেরিয়া বদন সুখ অন্তরে পাইল॥
কপিচমূ মাঝে হেন বানর না ছিল।
যাহার কুশল রাম নিজে না পুছিল॥
রাঘবের পক্ষে ইহা বড় কথা নহে।
বিশ্বরূপ রঘুরাজ বিশ্বব্যাপি রহে॥
দাঁড়াইল কপিগণ আদেশ পাইয়া।
সুগ্রীব কহিল সব কথা বুঝাইয়া॥
হইবে করিতে রাম-কার্য্য সুসাধন।
চারিদিকে কপিযূথ করহ গমন॥
রাম-প্রিয়া জানকীর সন্ধান করিবে।
একমাস মধ্যে হেথা ফিরিয়া আসিবে॥
কার্য্যসিদ্ধ বিনা যদি মাস গত হয়।
জানিবে আমার করে মরণ নিশ্চয়॥
আজ্ঞামাত্র কপিগণ ধাইয়া চলিল।
অঙ্গদাদি বীরে তবে সুগ্রীব ডাকিল॥
শুনহ অঙ্গদ নীল নল হনুমান।
মহামতি জাম্ববান সাচিব প্রধান॥
সকল সুভট মিলি দক্ষিণে যাইবে।
রাম মহিষীর তত্ত্ব সবারে পুছিবে॥

কায়মনোবাক্যে সবে করিবে যতন।
রাঘবের কার্য্য যেন হয় সম্পাদন॥
অগ্রে রবি-হুতাশনে কর্ত্তব্য পূজন।
কর্ত্তব্য ত্যজিয়া ছল স্বামীর সেবন॥
মায়া ত্যজি কর যত্ন পাইতে মুকতি।
যাহাতে হইবে নাশ ভবের দুর্গতি॥
দেহধারণের ফল করহ শ্রবণ।
ভজ রাম সব কাম করিয়া বর্জ্জন॥
সেই সব গুণে গুণী সেই বড়ভাগী।
রাঘবচরণে যেবা হয় অনুরাগী।
করিয়া মস্তক নত বন্দিয়া চরণ।
চলিল সকলে করি শ্রীরামে স্মরণ॥
পশ্চাতে মারুতি গিয়া শির নোয়াইল।
নিকটে আসিতে তারে রাম আজ্ঞা দিল।
শ্রীকরকমলে তার শির পরশিল।
করের মুদ্রিকা খুলি তার হস্তে দিল॥
কহিল সীতারে তুমি সান্ত্বনা করিবে।
বলের সম্ভার কহি সত্বরে ফিরিবে॥
আপন জনম কপি সফল জানিল।
কৃপা-নিকেতনে হৃদে ধরিয়া চলিল॥
যদ্যপি রাঘব জানে সব বিবরণ।
প্রাকৃত-নৃপতিনীতি করিছে নাটন॥
সরোবর নদীনদ পর্ব্বত কানন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি কপি করে অন্বেষণ॥
কোথাও রজনীচর-সনে হয় ভেট।
প্রাণবধ করে তার মারিয়া চপেট॥
বজ্রদন্তনামে এক রাক্ষস আইল।
হেরি কপিগণ তারে দুঃখিত হইল॥
কেবা এই ভীমরূপ আইল এখন।
ধাইল অঙ্গদ কোপে আরক্তলোচন॥
উভয়ের মল্লযুদ্ধ হইল অপার।
নিরখি বানর-কুল করিল বিচার॥
এই যুদ্ধ যদি শীঘ্র শেষ নাহি হয়।
অনর্থক তবে দিন হইবেক ক্ষয়॥
একথা শুনিয়া বীর বালীর কুমার।
করিল রাক্ষসশিরে মুষ্টির প্রহার॥
রামের মুরতি হৃদে স্মরণ করিয়া।
বিদরি তাহার দেহ দিল ফেলাইয়া॥

আকাশে দেবতাবৃন্দ কহে জয় জয়।
পাইল অতুল সুখ পবন-তনয়॥
বিশ কোটি সেনাসনে বালীসুত ধীর।
গমন করিল কহি জয় রঘুবীর॥
বিবিধ পর্ব্বত বন করে বিচরণ।
কভু কোন মুনিসনে হয় দরশন॥
অতিপিপাসায় সবে কাতর হইল।
গহন-বিপিন-মাঝে জল না মিলিল॥
তবে হনুমান বীর করে অনুমান।
ঘটিবে সবার মৃত্যু বিনা জলপান॥
হেরে চারি দিকে উঠি গিরির উপর।
দেখিতে পাইল এক অদূরে বিবর॥
বহুচক্রবাক বক মরাল উড়িছে।
তাহে বহুবিধ খগ প্রবেশ করিছে॥
উতরি পবনসুত ভূতলে আইল।
বিবরনিকট গিয়া সবে দেখাইল॥
সে বিবর কপিগণ যখন হেরিল।
হনুমানে আগে করি ভিতরে পশিল॥
আয়ত যোজন চারি দুর্গ পুরাতন।
নিরমি রাখিল ময় করি আচ্ছাদন॥
দেখি দিব্য উপবন সরঃ মনোহর
রয়েছে কমল ফুটি পরমসুন্দর॥
সরোবরতীরে এক বিচিত্র ভবনে।
তপোরাশি এক নারী আছে সুখাসনে॥
থাকি দূরে সবে তারে প্রণাম করিল।
সব বিবরণ তারে বিবরি কহিল॥
নারী কহে জলপান করহ এখন।
সরস মধুর ফল করহ ভোজন
জল পান করি সবে করিয়া মজ্জন।
নারীর নিকটে পুন কৈল আগমন।
রমণী আপনকথা কহি শুনাইল।
রাম দরশন তরে যাইতে চাহিল॥
দেবাঙ্গনা মম নাম শুনহ বানর।
হেথা বহু দিন তপ করিনু বিস্তর।
করিতে আইল অজ মোরে বরদান।
দেখিতে চাহিনু আমি দেব ভগবান॥
বিরিঞ্চি কহিল হেথা কর অবস্থান।
এখানে আসিবে যবে কপি বলবান॥
শুনিয়া তাদের সনে প্রভু অবতার।
যাইয়া হেরিবে তুমি মুরতি তাঁহার॥
যথার্থ হইল আজি ব্রহ্মার বচন।
যাইব করিতে প্রভু রামে দরশন।
মুদহ নয়ন এবে বাহিরে যাইবে।
চিন্তা নাহি কর মনে সীতারে পাইবে॥
দাঁড়াইল কপি সব মুদিয়া নয়ন।
তাপসী যোগের বলে করিল প্রেরণ॥
যখন মেলিল আঁখি বানরের গণ।
সম্মুখে উদধি তারা করিল দর্শন॥
তপস্বিনী গেল যথা রঘুনাথ ছিল।
চরণ-কমল গিয়া বন্দনা করিল॥
প্রভুরে করিল স্তব জুড়ি দুই কর।
প্রভু তারে দিল অবিরল ভক্তিবর॥
রাঘব আদেশে গেল বদরের বন।
হৃদে ধরি অজ-ঈশ-বন্দিতচরণ।
জলনিধিতীরে বসি বিচারে বানর।
অতীত হইল এবে মাসের বাসর॥
সকলে মিলিয়া কথা কহে পরস্পর।
নিশ্চয় মরণ বিনা সীতার খবর
অঙ্গদ কহিছে বারি-পূর্ণ দ্বিলোচন।
হইল উভয়দিকে আমার মরণ॥
হেথা না হইল এবে সীতার সন্ধান।
কিষ্কিন্ধ্যায় গেলে রাজা বধিবে পরাণ॥
সারিয়া পিতার বধ আমারে বধিত।
যদি কৃপা করি রাম মোরে না রাখিত॥
বালসুত সবাসনে পুনঃ পুনঃ কয়।
আমার হইবে মৃত্যু নাহিক সংশয়॥
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী যত কপি বীর।
না পারে কহিতে কথা নেত্রে বহে নীর।
হইল ক্ষণের তরে শোকে নিমগন।
পুন হেন বাক্য মুখে করে উচ্চারণ॥
জানকীর যত দিন তত্ত্ব না পাইব।
শুন যুবরাজ মোরা ফিরি না যাইব।
প্রবোধি অঙ্গদে তবে সিন্ধুতীরে গিয়া।
বসিল বানর সব কুশ বিছাইয়া॥
কুমারের দুখ হেরি মন্ত্রী জাম্ববান।
সময় উচিত শিক্ষা করিল প্রদান॥

রাঘবে মনুষ্য বলি কভু না বুঝিবে।
অজিত নির্গুণ ব্রহ্ম নিশ্চয় জানিবে॥
তাঁহার সেবক মোরা বড় ভাগ্যবান।
সতত সগুণ ব্রহ্মে রত ভক্তিমান॥
ইচ্ছা-ময় প্রভু রাম আপন ইচ্ছায়।
অবতীর্ণ সুর-হিত-কারণ ধরায়॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সুখ করি ত্যাগ।
সগুণে সতত করে ভক্ত অনুরাগ॥
এইরূপ নানা কথা অঙ্গদে কহিল।
গিরির কন্দরে থাকি সম্পাতি শুনিল॥
বাহির হইয়া দেখে অনেক বানর।
মনে ভাবে পাঠাইল আহার ঈশ্বর॥
উদর পুরিয়া আজ করিব ভোজন।
হ'ল বহু দিন গত আছি অনশন॥
উদর ভরিয়া কভু না করি আহার।
আজি বাঞ্ছাপূর্ণ বিধি করিল আমার॥
একথা শুনিয়া কপি মনে ভয় পায়।
পয়োনিধি-তটে বুঝি আজি প্রাণ যায়॥
সম্পাতিরে দেখি কপি উঠি দাঁড়াইল।
জাম্ববান মনে দুখ বিশেষ পাইল॥
বিচারি অঙ্গদে কহে পুন জাম্ববান।
কেহ ধন্য নহে গৃধ্র জটায়ুসমান॥
রাম-হিত হেতু করে প্রাণ বিসর্জ্জন
বড় ভাগ্যে হরি-পুরে করিল গমন॥
যার চিত রত নিত্য রামের চরণে।
ধন্য তার সম আর কে আছে ভুবনে॥
শোক-হর্ষ-যুত-বাণী করিয়া শ্রবণ।
বানর নিকটে গৃধ্র করে আগমন॥
তাহারে নিরখি কপি যায় পলাইয়া।
সুস্থির করিল খগ শপথ করিয়া॥
করিয়া অভয় দান জিজ্ঞাসা করিল।
বানর সকল কথা কহি শুনাইল॥
রামকার্য্য হেতু শুনি অনুজ-মরণ।
সম্পাতি করিল রাম মহিমা কীর্ত্তন॥
সমুদ্রসলিলে মোরে চলহে লইয়া।
জটায়ুরে তিলাঞ্জলি দিব আমি গিয়া॥
তোমাদের সহায়তা করিব বচনে।
সীতারে পাইবে খোজ কর সযতনে॥

অনুজের ক্রিয়া তবে করি সমাপন।
কপিগণে কহে গৃধ্র আত্মবিবরণ॥
দুই সহোদর মোরা প্রথম যৌবনে।
রবিরে ধরিতে ইচ্ছা করিনু গগনে॥
জটায়ু ফিরিল তেজ সহিতে নারিয়া।
অভিমানে আমি উর্দ্ধে গেলাম উড়িয়া॥
পোড়াইল পাখা তেজ রবির অপার।
পড়িনু ভূতলে করি বিকটচীৎকার॥
চন্দ্রকান্তনামে এক মুনি সদাশয়।
হেরিয়া আমার দশা দয়ার্দ্র-হৃদয়॥
করিল বিবিধ জ্ঞানশিক্ষা মোরে দান।
কহিল ত্যজিতে দেহজন্য অভিমান॥
ত্রেতায় ধরিবে নর তনু নারায়ণ।
তাঁর নারী নিশাচর করিবে হরণ॥
সীতাতত্ত্ব হেতু দূত প্রভু পাঠাইবে।
তাদের দর্শনে তুমি পবিত্র হইবে।
রাম-দূতে জানকীর সন্ধান কহিবে।
পাখার লাগিয়া চিন্তা আর না করিবে॥
প্রবোধি আশ্রমে মুনি গমন করিল।
তখন হৃদয়ে মম জ্ঞান উপজিল॥
অধুনা ঘটিল যাহা শুন কপিগণ
বিস্তারিয়া কহি আমি সব বিবরণ॥
সুপ্রণ নামেতে এক আমার নন্দন।
হেথা আসি করে সদা আমার সেবন।
একদিন অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া।
কহিলাম দেহ পুত্র আহার আনিয়া॥
শিরে আজ্ঞা ধরি সুত করিল গমন।
অপেক্ষা করিতে মোরে কহি কিছুক্ষণ॥
উড়িয়া গগনপথে গেল মহাবন।
বহুগজ মৃগরাজ করিল হনন॥
ভবনে আইল যবে অস্ত দিবাকর।
ক্ষুধাবশে কোপযুত আমার অন্তর॥
অজ্ঞান অধম আমি গৃধ্র মহাপাপ।
করিলাম মনে ইচ্ছা দিতে অভিশাপ॥
মোরে বুঝাইল পুত্র দুবাহু ধরিয়া।
মম বাক্য শুন তাত মনোযোগ দিয়া॥
পশিতে ছিলাম আমি যখন কানন।
তখন ঘটিল তথা এক বিঘটন॥

একজন বিশ-কর বিংশতি-লোচন ॥
পরম-সুন্দরী এক নারী তার সনে।
তার রূপসীমা তাত না যায় কহনে ॥
কোটিসুধাকর জিনি নখের কিরণ।
জিনি রম্ভা-রতি-শচী—বর্ণ সুচিকণ ॥
তব খাদ্য জন্তু তারে ধরিনু ভাবিয়া
সে নারীরে হেরি পরে দিলাম ছাড়িয়া।
দক্ষিণে বিনয় করি গেল দশানন।
হইল বিলম্ব মম তাত সে কারণ ॥
এবাক্য লাগিল মোরে যেমন অঙ্গার।
পক্ষহীন নাহি সাধ্য করিতে উদ্ধার ॥
কাল-গত বুঝি পুত্রে দিলাম ধিক্কার।
কেননা করিল সেই রাবণে সংহার ॥
হইল মুনির বাক্য স্মরণ তখন।
হৃদয়ে ধৈরয আমি করিনু ধারণ ॥
এ সময়ে দূত রাম প্রেরণ করিবে।
আমার নিকটে তারা অবশ্য আসিবে ॥
হেরি রাম-দূতে দুখ আমার ঘুচিল।
মুনির বচন আজি প্রমাণ হইল ॥
অশেষ কলুষ নাশে শ্রীরামের নাম
স্মরি দিবা নিশি আমি ত্যজি সব কাম ॥
শুনহ আমার বাক্য কপি বীরগণ।
মন দিয়া কর রাম-কার্য্য সম্পাদন ॥
ঐ দেখ লঙ্কাপুরী ত্রিকূট-উপর।
তথা বসে দশ-মুখ কারে নাহি ডর ॥
অশোক-বনিকা মাঝে রাঘব-রমণী।
করিতেছে বসি শোক দিবস-রজনী ॥
দূর দরশন গৃধ্র করিবারে পারে।
হেন আঁখি-বলবিধি না দিল কাহারে ॥
হইতাম তোমাদের একার্য্যে সহায়।
হইয়াছি বৃদ্ধ এবে নাহিক উপায় ॥
যে পারিবে পয়োনিধি করিতে লঙ্ঘন।
সে পারিবে রামকার্য্য করিতে সাধন ॥
যে জন হইতে হবে একার্য্য উদ্ধার।
তাহার সমান ধন্য জগতে কে আর ॥
আমার শরীর এবে কর বিলোকন।
করিল রামের কৃপা ইহারে কেমন ॥

যদি রাম-নাম পাপী লয় একবার।
অনায়াসে তরি যায় এ ভবসংসার ॥
তোমরা রামের দূত কিবা আছে ভয়।
প্রভু-পদ-সরসিজ করহ আশ্রয় ॥
এত কহি গৃধ্র যবে গগনে উড়িল।
নিরখি সকলে তবে বিস্মিত হইল ॥
নিজনিজবলকথা সকলে কহিল।
লঙ্ঘিতে উদধি মনে সংশয় রাখিল ॥
হয়েছি প্রবীণ এবে কহে ঋক্ষপতি।
নাহিক শরীরে মম যৌবনশকতি ॥
প্রভু মম ত্রিবিক্রম হইলা যখন।
ছিল হে তখন মম প্রথম যৌবন ॥
বলিরে বাঁধিতে প্রভু যে তনু ধরিল।
মুহূর্ত্তের মাঝে তাহা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিল ॥
সপ্ত-প্রদক্ষিণ দুই দণ্ডের ভিতরে।
করিয়াছিলাম বিশ্বব্যাপী কলেবরে ॥
অঙ্গদ কহিল পারে যাইব নিশ্চয়।
ফিরিতে পারিব কিনা তাহাতে সংশয় ॥
সচিব কহিল তব বিক্রম অমিত।
উদধি-লঙ্ঘন তব নাহয় উচিত ॥
পুনঃ ঋক্ষপতি কহে শুন হনুমান্।
কিহেতু বসিয়া আছ তুমি বলবান ॥
পবনতনয় তুমি পবন-সমান।
বিজ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি-বলের নিধান ॥
কোন্ কার্য্য ত্রিভুবনে আছে হে এমন
তুমি না করিতে পার যাহার সাধন ॥
রামকার্য্য হেতু তাত তব অবতার।
মারুতি হইল শুনি পর্ব্বত-আকার ॥
মহাতেজোময় তনু কনকবরণ।
করিল সুমেরু যেন শরীর ধারণ ॥
কহিল রাবণে করি সকুল নিধন।
আনিব ত্রিকূটগিরি করি উৎপাটন ॥
এবে জাম্ববান আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
সময় উচিত শিক্ষা দাও হে আমারে ॥
সচিব কহিল তুমি ইহাই করিবে।
সীতার সন্ধান জানি আসিয়া কহিবে ॥
তবে নিজভুজ বলে রাজীবলোচন।
সঙ্গে লয়ে কপি সেনা কৌতুক কারণ ॥

সমূলরাক্ষসকুল করিয়া সংহার।
করিবেন রঘুবীর সীতার উদ্ধার
রাখিবে বিমল যশ ভুবনপাবন।
করিবে দেবতা নর সদা আস্বাদন॥
গাইবে শুনিবে কিম্বা বুঝিবে যে জন।
অনায়াসে যাবে সেই বৈকণ্ঠভুবন॥
রাঘব চরণ ফুল্লপদ্ম মধুকর।
কহে শ্রীতুলসীদাস শুধু সাধু নর॥
ভবের ভেষজ এই রাঘব-কীরতি।
শুনিলে বাসনা পূর্ণ করে পশুপতি॥

ফুল্ল ইন্দবীর শ্যাম, শোভ' জিনি কোটি কাম,
শুন সদা তাঁর গুণ গ্রাম।
অঘ-খগ সমুদয়, যার নামে নাশ হয়,
লয়ে পাপী যায় হরিধাম॥
সদা পাপ-কর্ম্মরত, করম বিপাকে হত,
দুরাচার হরিনারায়ণ
তুলসীর শ্রীচরণ, করি হৃদে বিধারণ,
কিষ্কিন্ধ্যার কহে বিবরণ॥

ইতি শ্রীরাম-চরিত-মানসে সকল কলি-কলুষ বিধ্বংসনে বিমল-
বিজ্ঞান বৈরাগ্য সম্পাদনে। নাম তুলসীকৃত কিষ্কিন্ধ্যা-
কাণ্ডে চতুর্থঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ॥

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

সুন্দরাকাণ্ড।

অনঘ-শাশ্বত-শান্ত, মুকতিশান্তির কান্ত,
ব্রহ্মা-শিব-ফণীন্দ্রবন্দিত।
চরাচর-জীব-আদ্য, বেদান্তের প্রতিপাদ্য,
অপ্রমেয়, মহিমা-অন্বিত॥
রাম-আখ্য-জগদীশ, অখিলব্রহ্মাণ্ড-ঈশ,
লীলাহেতু নর-তনু ধারী।
প্রণমি করুণা-করে, নৃপ-মণি-রঘুবরে,
সদা সাধু-সুর-হিতকারী॥
নিখিল-জীবের আত্মা, তুমি রাম পরমাত্মা
নাহি অন্যস্পৃহা মম মনে
কহি সত্য এবচন, শুন প্রভু নারায়ণ,
দেহ ভক্তি তব শ্রীচরণে॥
কাম- আদি দোষহীন কর মম মন।
সদা যেন তব নাম সে করে স্মরণ॥
স্বর্ণ-গিরি-সম-দেহ বলের নিধান।
দনুজ-কমল-অগ্নি জ্ঞানীর প্রধান॥
বানর কুলের পতি সর্ব্ব-গুণালয়।
নমি রামদূতবর পবনতনয়॥
শ্রবণ করিয়া তবে মন্ত্রীর বচন।
হরষিত হ'য়ে কহে অঞ্জনা-নন্দন॥
মোর লাগি ততদিন অপেক্ষা করিবে।
সিন্ধু-তীরে ফল মূল খাইয়া রহিবে॥
যতদিন হেথা আমি না আসি ফিরিয়া।
রাবণের লঙ্কাপুরে সীতারে দেখিয়া॥
এত কহি কপিগণে করিয়া বন্দন।
হৃদে ধরি রাম-রূপ করিল গমন॥
পয়োনিধিতীরে এক সুন্দরভূধর।
কৌতুকে উঠিল বীর তাহার উপর॥
রাঘব-চরণ-পদ্ম স্মরি বারম্বার।
লম্ফ দিল হনুমান বলের আধার॥
যে গিরি-উপরে পদ মারুতি রাখিল।
পদ-ভরে গিরিবর পাতালে পশিল॥
যথা অব্যাহত-গতি রাঘবের বাণ।
চলিতে লাগিল তথা কপি বলবান॥
জলধি রামের দূত জানিয়া অন্তরে।
মৈনাকে কহিল উঠ শ্রম-দূর-তরে॥
উদধির বাক্য তবে করিয়া শ্রবণ।
মৈনাক বন্দিল উঠি হনুর চরণ॥
করে পরশিয়া তারে কহে বল-ধাম।
সাধিয়া রামের কার্য্য করিব বিশ্রাম॥
কপিরে যাইতে দেখি দেবতা সকল।
পরীক্ষা করিতে চাহে তার বুদ্ধিবল॥
সুরসা নামেতে নাগ-জননী আছিল।
জানিতে হনুর বল তারে পাঠাইল॥
সুরসা কহিল দিল বিধাতা আহার।
হাসিয়া কহিল শুনি পবন-কুমার॥
রাম-কার্য্য করি আমি ফিরিয়া আসিব।
সীতার সন্ধান গিয়া প্রভুরে কহিব॥
পুনরায় আসি তব বদনে পশিব।
পথ ছাড়ি দেহ এবে ত্বরিত যাইব॥
কপি অনুরোধ নাহি নাগিনী রাখিল।
না পারিবে পরশিতে বানর কহিল॥
সুরসা-যোজন ভরি বিস্তারে বদন।
করিল শরীর কপি দ্বিগুণ বর্দ্ধন॥
সুরসা যোজন ষোল মুখ বাড়াইল।
বত্রিশ যোজন তবে বানর হইল॥
নাগিনী হইল যবে শতেক যোজন।
তবে লঘুরূপ কপি করিল ধারণ॥
বদনে পশিয়া পুন বাহিরে আইল।
বিদায় মাগিয়া তাঁরে প্রণাম করিল॥
সুরসা কহিল শুন পবন-তনয়।
পাইলাম তব বল-বুদ্ধি পরিচয়॥
রাম-কার্য্য কর বল-বুদ্ধির নিধান।
আনন্দে চলিল শুনি কপির প্রধান॥

জলনিধি-মাঝে এক রাক্ষস বসিত।
মায়া করি নভচারী পাখীরে ধরিত॥
যাইত যতেক জন্তু গগনে উড়িয়া।
জল পরে তাহাদের ছায়া নিরখিয়া॥
সলিল হইতে উঠি করি আক্রমণ
নভচরজীবগণে করিত ভোজন॥
দেখি হনুমানে আসি সে ছল করিল।
তাহার চাতুরী কপি সহজে বুঝিল॥
তাহারে মারুত-সুত করিয়া নিধন।
জল-নিধি-পরপারে করিল গমন।
তথা গিয়া বন-শোভা করে দরশন.
মধু-লোভে মধুকর করিছে কূজন॥
নানাতরু ফল ফুলে হেরে সুশোভিত.
দেখি খগ-মৃগ-যূথ মন-হরষিত॥
সম্মুখে নিরখি এক উচ্চ গিরিবর।
কুদিয়া উঠিল বীর তাহার উপর।
কপির বড়াই এতে কিছু না বাড়িল।
রাম-নাম-বলে যেই শমনে জিনিল॥
গিরি পরে চড়ি লঙ্কা করি বিলোকন।
কে পারে করিতে দুর্গ-কৌশল বর্ণন॥
পরিখাগভীর সিন্ধু বিধি-নিরমিত।
কনক-মন্দির পুরমাঝে বিরাজিত॥
হেরি পুর-শোভা মনে উপজে বিস্ময়।
সুবর্ণ-বিচিত্র-মণিখচিত-আলয়॥
সুঘট-চৌহট-পথ সুচারু রচিত।
হয়-গজ-পদচর-রথ অগণিত॥
বহুবিধ-রূপধারী নিশাচর-গণ।
কে পারে করিতে রক্ষ-বলের গণন॥
শোভিতেছে উপবন-বাপী-সরোবর।
সুর-নর-সুত-রূপ মুনি মনোহর॥
কোথা গিরি-সম মল্ল করিছে গর্জ্জন।
বল-দর্পে এক অন্যে করিছে তর্জ্জন॥
কোথাও বিকট ভট রাখিছে নগর।
কোথাও রাক্ষস খায় ধেনু-খর-নর॥
হিংসাদ্বেষে তুলসীর তুষ্টি নাহি হয়।
সে হেতু তাদের কথা সঙ্ক্ষেপে সে কয়।
সে সব পাপীরে রাম করিলা উদ্ধার।
সম্মুখসময়ে করি তাদের সংহার॥

অনেক রক্ষক দেখি কপি বিচারিল
লঘুরূপ ধরি পুরে পশিতে হইল॥
মশকসমানরূপ কপিবর ধরি।
প্রবেশিল লঙ্কাপুরে স্মরিয়া নৃহরি॥
লঙ্কিনী রাক্ষসীপুর রক্ষা হেতু ছিল।
হনুরে পশিতে দেখি সে আসি কহিল॥
নাহি জান শঠ তুমি স্বভাব আমার।
যে গোপনে পশে লঙ্কা সে মোর আহার।
মুষ্টির আঘাত তারে কপি প্রহারিল।
রুধির-বমন করি লঙ্কিনী পড়িল॥
মূর্চ্ছা ত্যাগ করি যবে লঙ্কিনী উঠিল।
করপুটে কপিবরে বিনতি করিল॥
বিরিঞ্চি যখন বর দশাননে দিল।
আমারে তখন প্রভু এ কথা কহিল॥
ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ শ্রীরাম হইবে।
ভক্তহিতহেতু নর-শরীর ধরিবে॥
তাঁর প্রিয়া জানকীরে রাবণ হরিবে।
সীতা-তত্ত্ব তরে রাম দূত পাঠাইবে॥
ভূতলে পড়িবে যবে প্রহারে তাহার।
জানিবে রাক্ষস তবে হইবে সংহার॥
আমি অতি পুণ্যবতী হেরিনু নয়নে।
রাঘবের প্রিয়-দূত, পবন-নন্দনে॥
একদিকে তুলা-দণ্ডে চতুর্ব্বর্গ-ফল।
অন্যদিকে সাধু-সঙ্গ রাখিয়া কেবল॥
তুলনা করিলে তাত দেখিতে পাইবে।
চতুর্ব্বর্গ সাধু-সঙ্গ সম না হইবে॥
করহ জানকীতত্ত্ব প্রবেশি নগরে।
হৃদয়ে রাখিয়া সেই প্রভু রঘুবরে॥
অরি, মিত্র হয়, সুধা সমান গরল।
বারিধি গোষ্পদ সম শীতল অনল॥
রেণু-সম গিরিবর সুমেরু তাহার।
কৃপাদৃষ্টি করে রাম উপরে যাহার॥
অতি লঘুরূপ হনু করিয়া ধারণ।
পুরে প্রবেশিল করি রাঘবে স্মরণ॥
মন্দিরে মন্দিরে করে সীতার সন্ধান।
যেখানে সেখানে হেরে বহু যাতুধান॥
দশমুখ অন্তঃপুরে করিল গমন।
তার শিল্প-পারিপাট্য কে করে বর্ণন॥

করি আছে দশানন মন্দিরে শয়ন।
জানকীরে তথা নাহি করে দরশন॥
দেখে হনুমান্ এক ভবন সুন্দর।
হরির মন্দির তথা অতিমনোহর॥
রাম-নামাঙ্কিত দিব্য গৃহ সুশোভিত।
হইল কপির মন হেরি বিমোহিত॥
নবতুলসীর বৃন্দ দেখিয়া রোপিত।
হইল মারুত-সুত অতিহরষিত॥
রাক্ষস-নিকর করে লঙ্কায় নিবাস।
কেমনে হইল হেথা সুজনের বাস॥
মনে মনে তর্ক হনু করিতে লাগিল।
হেনকালে বিভীষণ জাগিয়া উঠিল॥
রাম রাম রাম রক্ষ স্মরণ করিল।
মারুতি শ্রবণ করি সুজন চিনিল॥
ইহার সহিত এবে করি পরিচয়।
সুজন হইতে কার্য্য-হানি নাহি হয়॥
বিপ্ররূপ ধরি কপি কথা শুনাইল।
শুনি বিভীষণ উঠি নিকটে আইল॥
পুছিল কুশল করি চরণ বন্দন।
কহে দ্বিজ হেথা কেন তব আগমন॥
তুমি কিহে হরি-দাসমধ্যে কোনজন।
তোমারে হেরিয়া মম, আনন্দিত মন॥
কিম্বা তুমি সেই রামকৃপার নিধান।
আইলে করিতে মোরে অতিভাগ্যবান্॥
তবে হনু কহে রামকথা নিজ নাম।
মগন হইল প্রেমে স্মরি গুণগ্রাম॥
বিভীষণ কহে শুন পবননন্দন।
তোমারে কহিব কিছু আত্মবিবরণ॥
বল তাত কবে মোরে জানিয়া অনাথ।
আসি করিবেন কৃপা ভানু-কুল-নাথ॥
তামসশরীর কিছু নাহিক সাধন।
চরণকমলে প্রীতি নাহিক কখন॥
ভরসা হৃদয়ে মম হইল এখন।
বিনা হরি কৃপা নাহি মিলে সাধুজন॥
রসনা দশনমাঝে থাকে হে যেমতি।
মোর অবস্থিতি হেথা জানিবে তেমতি॥
করুণা করিল পদ্মপলাশলোচন।
সে হেতু আমারে তুমি দিলে দরশন॥

হনু কহে বিভীষণ প্রভুর এ রীতি।
সেবকজনের পরে করে সদা প্রীতি॥
কহ তাত আমি কোন পরম কুলীন।
চঞ্চল বানর দীন সর্ববিধি হীন॥
প্রাতে উঠি মম নাম যে করে গ্রহণ।
সে দিন তাহার নাহি মিলিবে ভোজন॥
এ হেন অধম আমি শুন বিভীষণ।
আমারে করিল কৃপা রাঘবনন্দন॥
এত কহি রামগুণ করিয়া স্মরণ।
প্রেমে নিমগন কপি ভাসে দু'নয়ন॥
জানিয়াও হেন প্রভু বিসরে যে জন।
কেন না হইবে সেই দুঃখের ভাজন॥
এমতে কহিল কপি রাম-গুণ-গ্রাম।
শ্রবণ পাবন সেব্য সেবকবিশ্রাম॥
পুনরায় বিভীষণ হনুসনে কহে।
জনকনন্দিনী যথা যেভাবেতে রহে॥
তবে হনুমান কহে শুন মম ভ্রাতা।
চাহি দেখিবারে আমি শ্রীজানকী মাতা॥
রাবণসোদর তারে উপদেশ দিল।
বিদায় লইয়া তবে বানর চলিল॥
সেই লঘু রূপ ধরি হনু গেল তথা।
অশোক-বনিকা মাঝে সীতা ছিল যথা॥
দেখি মনে মনে তাঁরে করিল প্রণাম।
বসে তরু-পরে যবে নিশি গতযাম॥
কৃশতনু শিরে জটা ধরে এক বেণী।
জপিছে হৃদয়ে সদা রামগুণশ্রেণী॥
রামের চরণে মন করি সমর্পণ।
করিছে দুখের দিন জানকী যাপন।
সে দশা হেরিয়া কপি হইল ব্যথিত।
ভাবিল বিধির নহে একার্য্য উচিত॥
রহিল গোপনে তরুপল্লব ভিতরে।
কর্ত্তব্য কি হয় এবে মনে চিন্তা করে॥
হেনকালে দশানন সে বনে আইল।
অনেক সুবেশ নারী সঙ্গে তার ছিল॥
নানাকথা জানকীরে দুরাত্মা কহিল।
সাম দান-ভেদ ভয় কিছু না ছাড়িল॥
শুনহ সুমুখি কহে দুষ্ট দশানন।
মন্দোদরী-আদি যত মহিষীর গণ॥

তব অনুচরী হ'বে করিলাম পণ।
একবার মম প্রতি কর বিলোকন॥
তৃণ ধরি সীতা তবে কহিল বচন।
করি রঘুপতি-পদকমল স্মরণ॥
শুন দুষ্ট নিশাচর খদ্যোত-প্রকাশ।
কভু কি করিতে পারে নলিনী বিকাশ।
নিশ্চয় জানিবে রক্ষ-কুলের অঙ্গার।
সবংশে তোমারে রাম করিবে সংহার।
আনিয়াছ মোরে তুমি করিয়া হরণ।
লজ্জা নাহি মনে তব পামর দুর্জ্জন॥
জানকীর কটু বাক্য শুনিয়া রাবণ।
ধরি কোপভরে অসি কহিল বচন॥
জানকী করিলে তুমি মম অপমান।
কাটিবে তোমার শির করাল-কৃপাণ॥
যদ্যপি করহ মম আদেশ পালন।
রাখিব করিয়া কৃপা তোমার জীবন।
শ্যাম-সরসিজ-দাম সমান সুন্দর।
প্রভুর বিশাল ভুজ যথা করিকর॥
সে ভুজ না করে আর এ কণ্ঠ ধারণ।
অতএব প্রাণে মম কিবা প্রয়োজন॥
নাশুক তোমার অসি মম পরিতাপ।
রামের বিরহ-অগ্নি-জনিত সন্তাপ॥
শীতলঅশনি সম তব অসিধার।
বিনাশ করুক মম এ দুখের ভার॥
রাবণ এ কথা শুনি কাটিতে ধাইল।
ময়ের তনয়া নীতি কহি বুঝাইল॥
চেড়ী-গণে দশানন কহিল ডাকিয়া।
সীতারে করহ বশ ভয় দেখাইয়া॥
একমাস মাঝে যদি বশ নাহি হয়।
কাটিব তাহার শির নাহিক সংশয়॥
চেড়ী-গণে এ আদেশ করিয়া প্রদান।
আপন ভবনে গেল রাক্ষসপ্রধান॥
ভয়ঙ্কর বহু-রূপ রাক্ষসী ধরিল।
ভয় দেখাইতে তবে সীতারে লাগিল।
ত্রিজটানামিকা ছিল নিশাচরী একা।
রাঘব-চরণ-রতা নিপুণ-বিবেকা॥
নিয়ত সেবিত সেই সীতার চরণ।
চেড়ীগণে কহে নিজ স্বপ্ন বিবরণ॥

স্বপনে দেখিনু লঙ্কা বানর দহিল।
বহু নিশাচর সেনা বিনাশ করিল।
খর-পরে চড়িয়াছে নগ্ন দশশীষ।
মুণ্ডিত মস্তক তার ছিন্ন ভুজ বিশ॥
এ বেশ ধরিয়া করে দক্ষিণে গমন।
পাইয়াছে বিভীষণ রাজ-সিংহাসন॥
হইয়াছে রাম আজ্ঞা নগরে প্রচার।
করিয়াছে প্রভু রাম সীতার উদ্ধার॥
দুই চারি দিনমধ্যে আমার স্বপন।
কার্য্যে পরিণত হ'বে করহ শ্রবণ॥
তার বাক্য শুনি ভয় রাক্ষসী পাইল
সীতার চরণে গিয়া সকলে পড়িল॥
জানকীরে ছাড়ি সবে করিল গমন।
রাঘব মহিষী মনে ভাবিছে তখন।
অতীত হইলে মাস দুরাত্মা রাবণ।
নাহিক সংশয় মোরে করিবে নিধন॥
ত্রিজটারে কহে তবে জনকনন্দিনী।
বিপদ সময়ে মাত তুমি গো সঙ্গিনী॥
ত্যজিব এ দেহ শীঘ্র করহ উপায়।
দুঃসহ বিরহ আর সহা নাহি যায়॥
আনি কাষ্ঠ দেহ মোর চিতা সাজাইয়া।
তাহাতে অনল তুমি দেহ গো জ্বালিয়া॥
বিলম্ব না কর মাত জ্বাল হুতাশন।
শুনি হ'ল ত্রিজটার অন্তর দাহন॥
সীতার চরণ ধরি বহু বুঝাইল।
প্রভুর প্রতাপ বল যশ শুনাইল॥
কোথা পাব এ নিশিতে আমি হুতাশন।
এত কহি চলি গেল আপন ভবন॥
সীতা কহে বিধি মোরে অতি প্রতিকূল।
পাইনু পাবক নাহি না মিটিল শূল॥
প্রকট অনল করি গগনে দর্শন।
একটীও তারা ভূমে না আসে এখন॥
অগ্নিময় শশী অগ্নি না করে বর্ষণ।
অভাগিনী মোরে দুখ দিবার কারণ॥
শুনহ বিনয় মম বিটপ অশোক।
কর সত্য তব নাম হর মম শোক॥
নব-কিশলয় তুমি অনল-সমান।
অগ্নি দিয়া ক এবে আ ম নিদান॥

বিরহে আকুলা কপি সীতারে হেরিল।
কল্প-সম সে সময় অতীত হইল॥
বিচার করিয়া হৃদে মারুতি তখন।
সীতার সমীপে করে মুদ্রিকা ক্ষেপণ॥
অশোক করিল যেন অগ্নি বিকিরণ।
আনন্দে উঠিয়া সীতা করিল গ্রহণ॥
দেখিল অঙ্গুরীয়ক অতি মনোহর।
অঙ্কিত শ্রীরামনামে পরমসুন্দর।
চকিতা হইয়া হেরি মুদ্রিকা চিনিল।
হরষ-বিষাদে অতিআকুলা হইল॥
অজেয় রাঘব কেহ না পারে জিনিতে।
মায়াতে পারিবে কেহ ইহা নিরমিতে॥
করিতেছে মনে সীতা বিবিধ চিন্তন।
হেন কালে কহে কপি মধুর বচন॥
লাগিল করিতে রাম গুণের বর্ণন।
শুনিয়া সীতার দুখ করে পলায়ন॥
প্রথম হইতে সব কথা শুনাইল।
মনোযোগ সহকারে জানকী শুনিল॥
শ্রবণে অমৃত মম যে জন ঢালিল।
কেন না আসিয়া মোরে দরশন দিল॥
তবে হনুমান করে নিকটে গমন।
হইল সংশয়-যুত জানকীর মন॥
আমি রামদূত মাত না কর সংশয়।
রামের শপথ এই কথা মিথ্যা নয়॥
করেছি মুদ্রিকা আমি হেথা আনয়ন।
তোমারে রাঘব দিল এই নিদর্শন॥
শুনিয়া হনুর বাক্য জানকী কহিল।
নর-বানরের সঙ্গ কেমনে হইল॥
কহে হনুমান্ তবে সব বিবরণ।
বিশ্বাস করিল সীতা করিয়া শ্রবণ॥
অঙ্কিত হইল প্রেমে জানকীশরীর।
জানিল রামের দাস এই মহাবীর॥
রাঘব-কিঙ্কর জানি প্রীতি উপজিল।
নয়ন-কমলে জল পড়িতে লাগিল॥
বিরহ-বারিধি-জলে আমি হনুমান্।
ডুবিতেছিলাম নাহি দেখি জল-যান॥
তরিরূপে তুমি তাত হেথায় আসিয়া।
করিলে পরম হিত মোরে উদ্ধারিয়া॥
তোমারে জিজ্ঞাসি এবে কপি সদাশয়।
আছে তো অনুজ সহ সুখে সুখালয়॥
অতি সুকোমলচিত রাম দয়াময়।
কেন গো আমার প্রতি নিঠুর সে হয়॥
সত্যবাদী সেবকের সুখের দায়ক।
স্মরে কি আমারে কভু রাঘব নায়ক॥
কবে সুশীতল মম হইবে নয়ন।
শ্যামল-মৃদুল-গাত্রে করি বিলোকন॥
কহিতে কহিতে জলে লোচন ভরিল।
অহো মম নাথ মোরে নিপট ভুলিল॥
বিরহে ব্যাকুল যবে সীতারে হেরিল।
বিনীত মধুর বাক্য মারুতি কহিল॥
জননী কুশলী প্রভু অনুজ সমেত।
দুঃখিত তোমার দুখে কৃপার নিকেত॥
জনকনন্দিনি মনে না কর সংশয়।
প্রেমের দ্বিগুণ তব রাঘবের হয়॥
রাঘবসন্দেশ-বাণী শুনহ এখন।
ধৈরজ হৃদয়ে মাত করিয়া ধারণ॥
এ কথা কহিতে কপি সজললোচন।
গদগদ বাক্য তবে করে উচ্চারণ॥
শুন সীতে পতিরতে বিয়োগে তোমার।
মোর প্রতি করে সবে বিরুদ্ধ আচার॥
নব-কিশলয় যেন দীপ্ত-হুতাশন।
কালনিশি-সম হেরি শশীর কিরণ॥
কুন্তবন সম লাগে কমল-কানন।
তপ্ত তৈল করে যেন বারিদ বর্ষণ॥
যে তরুর তলে বসি সে করে পীড়ন।
যেন উরগের শ্বাস লাগে সমীরণ॥
প্রকাশ করিলে দুখ লঘু নাহি হয়।
এ দুঃখ কহিব কারে কহিবার নয়॥
তব মম প্রেম-তত্ত্ব কাহার গোচর।
নহে প্রিয়ে জানে এক আমার অন্তর॥
সে মন তোমার পাশে রয়েছে নিয়ত।
ইহাতে বুঝহ প্রেমে রস আছে কত॥
রাঘবের এ সন্দেশ করিয়া শ্রবণ।
প্রেমসিন্ধু-জলে দেবী করিল মজ্জন॥
কহে কপি কর ধৈর্য্য জননি ধারণ।
ভক্ত-সুখ-দাতা রামে করহ স্মরণ॥

রাঘব-প্রভুতা হৃদে কর আনয়ন।
মনের বৈকল্য মাত করহ বর্জ্জন॥
রাক্ষসনিকর হয় পতঙ্গ-সমান।
জ্বলন্ত কৃশানু-সম রঘুপতিবাণ॥
এত দিন যদি রাম সন্ধ ন পাইত।
তোমার উদ্ধারে নাহি বিলম্ব হইত॥
রামশর-রবি এবে হইয়া প্রকাশ।
রাক্ষস-তিমির ঘোর করিবে বিনাশ॥
যাইতে পারি গো ল'য়ে তোমারে এখন।
সে আজ্ঞা না দিল মোরে জানকীরমণ॥
কিছুদিন-তরে মাত ধৈর্য্য তুমি ধর।
আসিবে বানর সহ রঘুকুল বর॥
মারি নীশাচরে ল'য়ে তোমারে যাইবে।
নারদাদি ত্রিভুবনে সে যশ গাইবে॥
সীতা কহে সুত কপি সব কি সমান।
নিদারুণ যাতুধান অতি বলবান্॥
আমার হৃদয়ে তত হইল সন্দেহ।
প্রকট করিল শুনি কপি নিজ দেহ॥
কনক-ভূধরাকার প্রকাণ্ড শরীর।
সমরে নিপুণ অতি মহারণবীর॥
হইল সীতার হেরি আশার সঞ্চার।
পুন লঘু রূপ ধরে পবনকুমার॥
আমি শাখামৃগ মম নাহি বুদ্ধি বল।
রাঘব-চরণ-পদ্ম ভরসা কেবল॥
ক্ষুদ্র নাগে প্রভু যদি কৃপাদৃষ্টি করে।
সে পারে খাইতে তবে খগের ঈশ্বরে॥
এবাক্যে সীতার মন হইল তোষিত।
তেজ-ভক্তি-বল-বুদ্ধি প্রতাপ-মিশ্রিত॥
করিল আশীষবাণী সীতা উচ্চারণ।
হও তাত তুমি বল-শীল-নিকেতন॥
হও সুত গুণনিধি অজর অমর।
তোমারে করুন কৃপা দেব রঘুবর॥
হইবে রামের কৃপা করিয়া শ্রবণ।
হইল বানর বীর প্রেমে নিমগন॥
চরণ-কমলে পুনঃ পুন নমি শীষ।
কহিতে লাগিল বাক্য জুড়ি করকীশ॥
আজি কৃতকৃত্য আমি হইলাম মাত।
আশীষ অমোঘ তব জগতে বিখ্যাত॥

পক্ক সুমধুর ফল হেরি তরু-পরে।
জ্বলিল অনল মম জঠর-ভিতরে॥
সীতা কহে শুন সুত রাখিছে এবন।
রণ-বিশারদ ভট রাক্ষসের গণ॥
হনু কহে নিশাচরে নাহি করি ভয়।
যদ্যপি তোমার মনে হয় সুখোদয়॥
জানকী হনুর দেখি তেজ বুদ্ধি বল।
কহে তাত স্মরি রামে খাও মিষ্ট ফল।
চরণে নমিয়া শির কাননে পশিল।
খাইয়া মধুর ফল বিটপ ভাঙ্গিল॥
নিরখি রক্ষকগণ ধাইয়া আইল।
তাদেরে ধরিয়া হনু মারিতে লাগিল॥
গিয়া কহ এ সম্বাদ দশাশনে দিল॥
অশোকের বন তব বানর ভাঙ্গিল॥
উপাড়ে বিটপ আর খায় সব ফল।
মারিয়া ভূতলে ফেলে রক্ষক সকল॥
শুনিয়া অনেক বীর পাঠায় রাবণ।
তাদেরে দেখিয়া হনু করিল গর্জ্জন॥
সে-সব রাক্ষসে কপি নিধন করিল।
কেহ গিয়া সে সম্বাদ রাবণে কহিল॥
অক্ষ নামে এক সুত রাবণের ছিল।
হনুর সহিত রণে তারে পাঠাইল॥
বীর-মদে মাতি চলে সে অক্ষ কুমার।
তাহার সহিত চলে সুভট অপার॥
আসিতে দেখিয়া কপি গরজি উঠিল।
মুষ্টির আঘাতে তারে নিপাত করিল॥
কাহারে করিল চূর্ণ কাহারে মারিল।
কাহারে মর্দ্দন করি কপি গরজিল॥
শুনিয়া লঙ্কেশ কোপে কম্পিত হইল।
সুত মেঘনাদে তবে রণে পাঠাইল॥
কহে না করিবে বধ করিবে বন্ধন।
আমার দেখিতে ইচ্ছা সে কপি কেমন
অতুল-বিক্রম চলে ইন্দ্রজিত রণে।
মনে উপজিল ক্রোধ ভ্রাতার নিধনে॥
আইল প্রধান বীর বানর দেখিল।
দন্ত কড়মড় করি গরজি ধাইল॥
সুবিশাল তরু এক উপাড়ি লইল।
প্রহারিয়া ইন্দ্রজিতে বিরথ করিল॥

তাহার সহিত ছিল বীর অগণন।
ধরি ধরি করে কপি শরীরে মর্দ্দন ॥
মেঘনাদ-সনে তবে বুঝিতে লাগিল।
যেন দুই করিবর সমরে মাতিল ॥
মুষ্টির প্রহার করি বিটপে উঠিল।
মেঘনাদ ক্ষণতরে মূর্চ্ছিত হইল ॥
পুন উঠি বহু মায়া বিস্তার করিল।
তথাপি পবনসুতে জিনিতে নারিল ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র করে তবে রাবণি সন্ধান।
বিচার করিল হেরি মনে হনুমান্ ॥
ব্রহ্মার দম্বিত অস্ত্র মহাবলবান্।
আমার উচিত হয় ইহার সম্মান ॥
ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্ম-অস্ত্র বানরে মারিল।
বিনাশি কটক কপি ভূতলে পড়িল ॥
নিরখি মূর্চ্ছিত তারে রাবণনন্দন।
চলে লয়ে নাগ-পাশে করিয়া বন্ধন।
শুন উমে যার নাম করিয়া গ্রহণ।
করে সাধু নর ভবপাশের ছেদন ॥
তার দূত নাগপাশে আবদ্ধ হইল
প্রভুকার্য্যতরে কপি নিজে বান্ধা দিল ॥
ধাইল রাক্ষসকুল শুনিয়া বন্ধন।
সভামাঝে ল'য়ে চলে কৌতুককারণ ॥
রক্ষ-পতি-সভা কপি করিল দর্শন।
রাবণ-প্রভুতা কিছু না হয় বর্ণন ॥
আছে কৃতাঞ্জলি করি অমর বিনীত।
বিলোকি ভ্রূকুটী হয় অতিশয়ভীত ॥
প্রতাপ বিলোকি কপি নাহি পায় ভয়।
অহিগণমাঝে যথা গরুড় নির্ভয় ॥
দশানন করি তবে তারে নিরীক্ষণ।
হাসিয়া কহিল অতি পরুষ বচন ॥
পুনরপি সুতবধ করিয়া স্মরণ।
বিষাদে হইল তার হৃদয় পূরণ ॥
কে তুই বানর বল কহে দশানন
ভাঙ্গিলি কাহার বলে অশোককানন ॥
না শুনিলি মম নাম তুই কি শ্রবণে।
দেখিতেছি শঠ তোর ভয় নাহি মনে ॥
কিহেতু বধিলি তুই নিশাচরগণে।
কি আশঙ্কা তোর জীবন-কারণে ॥

শুনি হনুমান্ কহে শুনহ রাবণ।
যাঁর বলে করে মায়া ব্রহ্মাণ্ড রচন ॥
যাঁর বলে হরি হর কমল-আসন।
বিশ্বের পালন করে হরণ সৃজন ॥
যাঁর বলে শির পরে সহস্র-আনন।
সগিরি-কানন-বিশ্ব করিছে ধারণ ॥
যে ধরি বিবিধ তনু সুর-হিত তরে।
তোমার সদৃশ শঠে শিক্ষা দান করে ॥
কঠিন হরের ধনু যে করি ভঞ্জন।
তব সনে নৃপকুল করিলা গঞ্জন ॥
বিরাধ-দূষণ-খর-বালীরে সংহার।
যে করিল অনায়াসে বলের আধার ॥
যাঁর বল-লব-লেশ পাইয়া রাবণ।
হইলে ভুবনজয়ী জিনি ত্রিভুবন ॥
তাঁর দূত হই আমি করহ শ্রবণ।
আনিয়াছ যার নারী করিয়া হরণ ॥
তব বাহুবল মম নহে অগোচর।
করিলে সহস্রবাহু-সহিত সমর ॥
বালীরে করিতে জয় তুমি গিয়াছিলে।
সুযশ রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া আইলে ॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ফল করিনু ভোজন।
কপির স্বভাবে তরু করিনু পাটন ॥
সবার শরীর হয় প্রিয় অতিশয়।
মারিতে লাগিল মোরে রাক্ষস নির্দ্দয় ॥
তাহারে মারিনু আমি যে মোরে মারিল।
ততঃপর তব সুত আমারে বান্ধিল ॥
নাহিক বন্ধনে লজ্জা আমার অন্তরে।
আসিয়াছি প্রভুকার্য্য সাধিবার তরে ॥
কর-পুটে করি আমি বিনয় রাবণ।
মনোযোগ দিয়া শুন এ শিক্ষা-বচন ॥
বিচার করিয়া দেখ আপনার মনে।
ত্যজি ভ্রম ভজ ভক্তভয়-বিভঞ্জনে ॥
সুরা-সুরে চরাচরে যেই কাল খায়।
সে কাল শ্রীরঘুবরে সতত ডরায় ॥
বৈরতা তাঁহার সনে না কর কখন।
রাখ মম কথা কর সীতারে অর্পণ ॥
রঘুবংশমণি মম প্রণতপালক।
করুণা-বারিধি ভক্তসুখ-প্রদায়ক ॥

রাখিবে তোমারে প্রভু লইলে শরণ।
তব কৃত অপরাধ না করি গ্রহণ॥
রাম-পাদ-পদ্ম- করি হৃদয়ে ধারণ।
লঙ্কায় অচল রাজ্য কর দশানন॥
পুলস্ত্য-ঋষির যশ ভুবন-পাবন।
না কর তাঁহার কুলে কলঙ্ক লেপন॥
রামনাম বিনা বাক্য কভু নাহি শোভে।
বিচারিয়া দেখ ত্যজি কাম-মদ-লোভে॥
বিবিধ-ভূষণ ধরে যদ্যপি রমণী।
তথাপি না শোভে যদি রহে উলাঙ্গিনী॥
রাঘব-বিমুখ-জনে প্রভুতা সম্পতি।
শোভা নাহি পায় তথা রক্ষকুলপতি॥
যদ্যপি গভীর নাহি হয় জলাশয়।
অতীত হইলে বর্ষা জল নাহি রয়॥
শুন দশমুখ আমি কহি রাখি পণ।
বিনা রঘুবর ত্রাতা নাহি অন্য জন॥
সহস্র-শঙ্কর-বিষ্ণু-কমল-আসন।
না পারে রাখিতে রাম-দ্রোহীরে কখন॥
ত্যজ বহু শূলপ্রদ মোহ অভিমান।
ভজ রাম কহ কৃপা-নিধি ভগবান্॥
যদ্যপি কহিল কপি বচন বিহিত।
বিবেক-ভকতি-যুত সময়-উচিত॥
হাসিয়া কহিল শুনি রক্ষ অভিমানী।
মিলিল আমারে আজি কপি গুরুজ্ঞানী॥
হইল বানর তোর নিকট মরণ।
লাগিলি করিতে শিক্ষা বাক্য উচ্চারণ॥
হিতে বিপরীত দেখি কহে হনুমান্।
হইল মতির ভ্রম মোর যাতুধান॥
হইল রাবণ শুনি কোপে কম্পবান।
বধিবারে দিল আজ্ঞা কপির পরাণ॥
আজ্ঞা মাত্রে নিশাচর বধিতে ধাইল।
হেনকালে বিভীষণ সভাতে আইল॥
অগ্রজে বিনয় করি চরণ বন্দিল।
সুনীতি-বিরুদ্ধ, দূত-বধ জানাইল॥
মহারাজ কর অন্য দণ্ডের বিধান।
শুনি সভাজন করে সম্মতি প্রদান।
হাসিয়া কহিল তবে বীর দশানন।
অঙ্গ ভঙ্গ করি কর বানরে প্রেরণ॥

সতৈল বসন কপি পুচ্ছে জড়াইয়া।
সত্বরে তাহাতে দেহ অনল জ্বালিয়া॥
কপিল লাঙ্গুল হয় প্রিয় অতিশয়।
যদি হয় দগ্ধ লজ্জা পাইবে নিশ্চয়॥
পুচ্ছ-হীন কপি তবে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া।
হেথা আসিবেক তার প্রভুরে লইয়া॥
যাহার অমিত গুণ করিল বর্ণন।
তাহার প্রভুতা আমি করিব দর্শন॥
শুনিয়া বচন কপি অন্তরে হাসিল।
ভাবিল শারদা মোর সহায় হইল॥
রাবণ আদেশ শুনি নিশাচরগণ।
জড়াইতে লাগে কপি লাঙ্গুলে বসন॥
ঘৃত তৈল যত ছিল নগরভিতরে।
আনিয়া ঢালিল সব পুচ্ছের উপরে॥
আইল কৌতুক তরে যত পুরজন।
কপির উপরে করে চরণ ক্ষেপণ॥
সবে করতালি দিয়া ঢোলক বাজায়।
পুচ্ছে অগ্নি দিয়া পুরে বানরে ফিরায়॥
জ্বলিছে পাবক হেরি পবন-নন্দন।
অতি লঘু রূপ তবে করিল ধারণ॥
অট্টালিকা পরে কপি পড়ে লম্ফ দিয়া।
রাক্ষসরমণী ভয় পায় নিরখিয়া॥
হরির ইচ্ছায় ঊনপঞ্চাশপবন।
করিয়া প্রচণ্ড রব বহিল তখন॥
অট্টহাস হাসি কপি করিল গর্জ্জন।
তাহার বিশাল রূপ পরশে গগন॥
প্রকাণ্ড শরীর হনু করিয়া ধারণ।
রাক্ষসের গৃহে গৃহে করিছে গমন॥
পুড়িছে নগর লোক হইয়া বিহ্বল।
দহিছে ভবন বহু বানর করাল॥
হা তাত হা মাত কহি করিছে ফুকার।
এসময়ে কর আসি মোদের উদ্ধার॥
কহে কেহ নহে এই বনের বানর।
আসিয়াছে কপি-রূপ ধরিয়া অমর॥
সাধু অবজ্ঞার এই কুফল ফলিল।
অনাথ ভবন হেন নগর পুড়িল॥
ক্ষণমাঝে কপিবর লঙ্কা পোড়াইল।
একমাত্র বিভীষণ-ভবন রাখিল।

গিরিজে অনল রাম কারল সৃজন।
তাঁহার ভকতে অগ্নি না করে দহন ॥
উলটি পালটি লঙ্কা করি ছারখার।
কুদিয়া পড়িল কপি সমুদ্র মাঝার ॥
জলন্ত পুচ্ছের অগ্নি করি নির্ব্বাপণ।
পুনরপি লঘুরূপ করিয়া ধারণ ॥
জনক-সুতার পাশে করিয়া গমন।
দাঁড়াইল করপুটে পবন-নন্দন ॥
কহিল আমারে কিছু দেহ অভিজ্ঞান।
যেমত রাঘব মোরে করিল প্রদান ॥
খুলি চূড়ামণি সীতা হনুমানে দিল।
আনন্দে মারুতসুত মস্তকে ধরিল ॥
কহিবে রাঘবে তাত আমার প্রণাম।
মোর প্রাণ-পতি রাম সদা পূর্ণকাম ॥
দীন-বন্ধু প্রভু মম বিপদভঞ্জন।
কহিবে করিতে মোর সঙ্কটহরণ ॥
জয়ন্তের কথা কহি তাঁরে শুনাইবে।
বাণের প্রতাপ তাঁর তাঁরে বুঝাইবে ॥
মাস গতে যদি করে প্রভু আগমন।
কহিবে নিশ্চয় মম না রবে জীবন ॥
কেমনে ধরিব এবে কহ কপি প্রাণ।
করিলে কিষ্কিন্ধ্যা পুরে তুমি গো প্রস্থান।
তোমারে হেরিয়া মম শীতল হৃদয়।
তুমি গেলে হবে মম সেই দুখোদয় ॥
জনকসুতার করি ধৈর্য্য সম্পাদন।
চরণ বন্দিয়া কপি করিল গমন ॥
যাইবার কালে করে গভীর গর্জ্জন।
স্রবে নিশাচরী-গর্ভ করিয়া শ্রবণ ॥
পয়োধি লঙ্ঘন করি এপারে আইল।
কিল কিল শব্দ কপিগণে শুনাইল ॥
হনুরে নিরখি সবে আনন্দে ভাসিল।
নূতন জনম যেন সকলে পাইল ॥
নেহারি প্রচণ্ড-তেজ প্রসন্ন বদন।
ভাবিল হ'য়েছে রাম কার্য্য সুসাধন ॥
কপিকুল শোকাকুল ছিল অতি দীন।
পায় সুখ যথা নব-জল গত-মীন।
হরষে চলিল সবে রঘুনাথ পাশ।
শুনিতে শুনিতে লঙ্কাপুর ইতিহাস ॥

সকলে মিলিয়া তবে পশে মধুবন।
আনন্দে মধুর ফল করিল ভোজন ॥
আসিয়া রক্ষকগণ যবে নিষেধিল।
মুষ্টির প্রহার সবে তাদেরে করিল ॥
সুগ্রীব-সমীপে গিয়া তারা নিবেদিল।
যুবরাজ তব মধু-কানন ভাঙ্গিল ॥
সুগ্রীব শুনিয়া অতি আনন্দ পাইল।
হয়েছে প্রভুর কার্য্য অন্তরে জানিল ॥
সীতার সন্ধান যদি করি না আসিত।
মধুবন-ফল নাহি খাইতে পারিত ॥
এমত বিচার যবে করে কপিরাজ।
অঙ্গদ আইল তথা সহিত সমাজ ॥
আসিয়া সকলে নত করে পদে শীষ।
স্নেহ ভরে সবা সনে মিলিল কপীশ।
কুশল বারতা তবে সবারে পুছিল।
রাম-কৃপা-বলে কার্য্য সফল হইল ॥
অঙ্গদ কহিল কার্য্য সাধি হনুমান্।
রক্ষা করিয়াছে নাথ কপিকুল প্রাণ ॥
শুনিয়া হনুরে রাজা দিল আলিঙ্গন
রামপাশে সব সনে করিল গমন ॥
আসে কপিগণ রাম করি দরশন।
হর্ষিত হইল জানি কার্য্যের সাধন ॥
শিলা-তলে ছিল বসি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বানর সকল গিয়া বন্দিল চরণ ॥
প্রীতি সহ সবাসনে করিল মিলন।
দয়াময় রঘুনাথ পতিত পাবন ॥
জনে জনে জিজ্ঞাসিল রাঘব কুশল।
কপি কহে শুভ হেরি চরণকমল ॥
জাম্ববান কহে শুন প্রভু কৃপাময়।
যাহার উপরে নাথ তব দয়া হয় ॥
নাহি অমঙ্গল তার শুভ নিরন্তর।
প্রসন্ন তাহার পরে সুর-মুনি নর ॥
বিজয়ী বিনয়ী সেই গুণের সাগর
তার যশে ত্রিভুবন হয় উজাগর।
প্রভুর কৃপায় কার্য্য হইল সাধন।
সফল হইল এবে মোদের জীবন ॥
যে কার্য্য সাধিল নাথ পবননন্দন।
মুখে নারি তাহা করিতে বর্ণন ॥

জলধি-লঙ্ঘন-আদি লঙ্কাবিবরণ।
জাম্ববান্ রামপাশে করিল কীর্ত্তন ॥
শুনিয়া হৃদয়ে রাম হনুরে ধরিল।
মহাবীর জানি অতি আদর করিল ॥
কহ তাত নিশাচর বেষ্টিত নগরে।
কেমনে জানকী নিজ প্রাণ রক্ষা করে ॥
হনু কহে রক্ষা তাঁরে করে তব নাম।
কপাটের কার্য্য করে তব রূপধ্যান ॥
যন্ত্রিকা হ'য়েছে নিজ চরণে লোচন।
কেমনে যাইবে নাথ সীতার জীবন ॥
আসিবার কালে যবে বন্দিনু চরণ।
কহিল জননী মোরে করুণ বচন ॥
করেছিল শক্র-সুত যেই আচরণ।
প্রভুরে কহিবে তাত করিতে স্মরণ ॥
এত কহি মাতা মোরে চূড়ামণি দিল
লয়ে রঘুপতি তাহা হৃদয়ে ধরিল ॥
হনু কহে মাতা পুনঃ করিয়া রোদন।
করিল প্রভুর পদে এই নিবেদন ॥
প্রণত-আরতি-হর দীন-দয়াময়।
হইলে আমার প্রতি কেন হে নির্দ্দয় ॥
তব পদে রত কায় বচন শরীর।
কিহেতু ত্যজিলে মোরে প্রভু রঘুবীর ॥
করিয়াছি এক দোষ কমললোচন।
তোমার বিচ্ছেদে দেহে রহিল জীবন ॥
এই অপরাধ মম করিল নয়ন।
বাহির হইতে প্রাণে করিল বারণ ॥
তোমার বিরহ নাথ দীপ্ত-হুতাশন।
দীরঘ-নিশ্বাস মম চণ্ডসমীরণ ॥
এদেহ করিত দগ্ধ তুলার সমান।
হইত সকল দুখ-জ্বালাঅবসান ॥
কেবল নয়ন নিজ হিতের কারণ।
স্রাবি জল নাহি দিল করিতে দহন ॥
হনু কহে মা জানকী মহাদুখ পায়।
কহিতে তোমার আগে হিয়া ফাটি যায় ॥
নিমেষ কল্পের মত গত হয় তাঁর।
সত্বর করহ প্রভু সীতার উদ্ধার।
শুনিয়া সীতার দুখ সুখ-নিকেতন।
রাজ বলোচনে অশ্রু করে বারষণ

কায়-মন-বাক্যে আমি হই যার গতি।
হওয়া কি উচিত তার এহেন বিপতি ॥
হনু কহে আমি জানি বিপদ তখন ॥
তোমার ভজন নাথ না হয় যখন ॥
নিজ বাহু-বলে করি রক্ষ-কুল ক্ষয়।
জানকীরে গৃহে আন বিলম্ব না সয় ॥
শুন কপি তব সম মম উপকারী।
নাহি কেহ সুর-নর-মুনি-তনুধারী।
প্রতি-উপকার কপি কি করিব তোর।
সম্মুখ হইতে মন লজ্জা পায় মোর ॥
দেখিলাম মনে মনে করিয়া বিচার।
তব ঋণ পরিশোধ অসাধ্য আমার ॥
পুনঃপুনঃ কপিপানে চায় রঘুবীর।
পুলকিত কলেবর নেত্রে বহে নীর ॥
প্রভুর বচনে সুখ লভি হনুমান্।
পড়িল চরণে কহি ত্রাহি ভগবান্ ॥
বার বার চাহে প্রভু তারে উঠাইতে।
প্রেমেতে বিভোর কপি না পারে উঠিতে ॥
কপির মস্তক-পরে প্রভুর চরণ।
সে দশা স্মরিয়া শম্ভু প্রেম-নিমগন ॥
সাবধান করি মনে পরম ঈশ্বর।
কহিতে লাগিল বাক্য শ্রুতিসুখকর ॥
কপিরে ধরিয়া প্রভু হৃদে লাগাইল।
পরে করে ধরি তারে পাশে বসাইল।
দুর্গম সে লঙ্কা-পুর রাবণ-পালিত।
কেমনে দহিলে তুমি রাক্ষসরক্ষিত ॥
প্রভুরে প্রসন্ন তবে জানি হনুমান্।
কহিতে লাগিল বাক্য গত-অভিমান ॥
বিধি-দত্ত শক্তি ধরে শাখা-মৃগগন।
শাখা হতে শাখান্তরে করিতে গমন ॥
পোড়াইনু লঙ্কা করি সমুদ্র লঙ্ঘন।
নিশাচরে বধি কৈনু কানন-ভঞ্জন ॥
তোমার প্রতাপে সব হইল সাধন।
আমার প্রভুতা কিছু নাহি নারায়ণ ॥
তুমি যার প্রতি নাথ রহ অনুকূল।
জগতে তাহার কিছু নহে অপ্রতুল ॥
তোমার প্রতাপে তুল অতি লঘুবল।
নাশিবারে পারে চণ্ড বাড়ব-অনল ॥

এককথা শুনিয়া প্রভু আনন্দ পাইল।
কায়-মন-বাক্যে দাস বলিয়া জানিল॥
যে বর লইতে ইচ্ছা হয় তব মনে।
মাগি লহ কপিবর আজি মম সনে॥
তোমার ভকতি সর্ব্ব-সুখ-প্রদায়িনী।
কৃপা করি দেহ নাথ অনন্য-গামিনী॥
শুনি প্রভু মারুতির সরল বচন।
'এবমস্তু' বাক্য তবে করে উচ্চারণ॥
রামের স্বভাব উমে যেজন বুঝিল।
সে তাঁর ভজন ত্যজি আন না
এসম্বাদ যেই নর হৃদয়ে ধরিবে।
রাঘব-চরণে ভক্তি সে নর পাইবে॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী কহে কপিগণ।
জয় জয় জয় রাম কৃপা-নিকেতন॥
সুগ্রীবে ডাকিয়া কহে রামচন্দ্রানন।
যাইবারে লঙ্কাপুরে কর আয়োজন॥
আর বৃথা কালক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন।
আজ্ঞা দেহ সেনাগণে করিতে গমন॥
নিরখি কৌতুক করি কুসুম বর্ষণ।
গগন হইতে সুর চলিল ভবন॥
পাইয়া সুগ্রীব আজ্ঞা যুথপের যুথ।
আইল অতুল-বল বানর-বরূথ॥
প্রভুর চরণ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
মহাবলভান্ কপি করিল গর্জ্জন॥
সমবেত দেখি রাম কপিসৈন্যগণ।
করিল তাদের প্রতি কৃপা বিতরণ॥
রামকৃপাবলে কপি হ'য়ে বলীয়ান্।
শোভা পায় যেন মহাগিরি পক্ষবান্॥
শুভ যাত্রা করে রাম অসুরসূদন।
সূচনা করিল জয়-বিবিধলক্ষণ॥
বৈদেহী প্রভুর যাত্রা জানিতে পারিল।
সহসা তাঁহার বাম অঙ্গ করফিল॥
যে লক্ষণ জানকীরে শুভ জানাইল।
সে লক্ষণ রাবণের বিনাশ কহিল॥
চলিল কটক সঙ্খ্যা কে করে গণন।
করে অগণিত ভালু বানর গর্জ্জন॥
আয়ুধ-দশন-নখ গিরি-তরু-ধারী।
ছাইয়া গগন মহী চলে ইচ্ছাচারী॥

সিংহনাদ করি কপি ভালুক চলিল।
কাঁপিতে লাগিল মহী দিগ্‌গজ টলিল॥
ভূতল-ভূধর-গিরি কাঁপিতে লাগিল।
রবি-সোম সুর নাগ আনন্দে ভাসিল॥
বিকট-মর্কট ভট কোটি কোটি ধায়।
জয় রাম রঘুবীর সমস্বরে গায়॥
অহিকুলপতি নারে সহিতে সে ভার।
কঠোর কমঠ করে দারুণ চীৎকার॥
এমত সসৈন্য রাম অরাতিনিধন।
দক্ষিণ উদধিতীরে করিল গমন॥
সুগ্রীবপালিত কপি ভালুসেনাকুল।
খাইতে লাগিল স্বাদু ফল দল মূল॥
সেদিন হইতে ছিল শঙ্কিত রাবণ।
যেদিন করিল হনু লঙ্কার দহন॥
করে নিজ নিজ ঘরে সকলে বিচার।
হইবে রাক্ষসকুল অধুনা উজাড়॥
যাহার দূতের বল না হয় বর্ণন।
সে আসিবে নিজে যবে কি হ'বে তখন।
রাণী মন্দোদরী যবে এ কথা শুনিল।
তাহার হৃদয়ে আসি ভয় উপজিল॥
জুড়ি কর পতিপদ করিয়া বন্দন
কহে প্রাণনাথ মম শুন নিবেদন॥
বিরোধ হরির সনে করহ বর্জ্জন।
মম হিত কথা নাথ করহ ধারণ॥
যাঁহার দূতের কার্য্য স্মরিয়া অন্তরে।
রাক্ষসরমণী-গর্ভস্রাব হয় ডরে॥
তাহার নারীরে নাথ করহ অর্পণ।
সচিবের সনে করি তাঁহারে প্রেরণ॥
বিনাশিতে তব কুল-কমলকানন।
সীতা হিম-নিশা হেথা কৈল আগমন॥
যদ্যপি না রাখ বাক্য মম অভিহিত।
বিরিঞ্চি-শঙ্কর তব না করিবে হিত॥
বিষোল্বণ অহি সম রাঘবের বাণ।
রাক্ষস-নিকর হয় ভেকের সমান॥
যতদিন আসিয়া না করিবে দংশন।
ততদিন কর যত্ন সন্ধির কারণ॥
শ্রবণে শুনিয়া শঠ মন্দোদরী-বাণী।
হাসি কহে ত্রিভুবনে খ্যাত অভিমানী॥

যথার্থেতে রমণীর স্বভাব সভয়।
নহিলে মঙ্গলকালে অমঙ্গল কয়॥
হেথায় যদ্যপি আসে ভালুকবানর।
তাদের খাইবে ধরি যত নিশাচর॥
যার ভয়ে লোকপাল সদা ভীত রয়।
হাসি পায় হেরি তার রমণীর ভয়?
এত কহি হাস্য করি বলি দশানন।
সদর্পে সভার মাঝে করিল গমন॥
তবে মন্দোদরী চিন্তা করিতে লাগিল।
পতির উপরে বাম বিধাতা হইল॥
সভাতে বসিয়া রক্ষ পাইল খবর।
আইল সমুদ্রপারে ভালুকবানর॥
সচিবে পুছিল তবে রক্ষকুলপতি।
বিবেচিয়া কর স্থির মোদের যুকতি॥
মন্ত্রী কহে সুরাসুরে যে করিল জয়।
নরবানরের কাছে কিবা তার ভয়॥
মন্ত্রীবৈদ্য গুরু যদি মুখাপেক্ষা করে।
কহিতে প্রকৃত কথা নাহি পারে ডরে।
রাজত্ব-শরীর-ধর্ম্ম তিন নাশ হয়।
মনে বিচারিয়া দেখ নাহিক সংশয়॥
পাইল সেরূপ মন্ত্রী রাবণ সহায়।
কেবল গৌরববাক্য তাহারে শুনায়॥
বিভীষণ অবসর বুঝিয়া আইল।
সবিনয়ে অগ্রজের চরণ বন্দিল॥
পুনরপি শির নমি আসনে বসিল।
আদেশ পাইয়া বাক্য কহিতে লাগিল॥
যে মন্ত্রণা মহারাজ পুছিলে আমারে।
অবশ্য কহিব নিজমতি-অনুসারে॥
আপন কল্যাণ যদি চাহ মহামতি।
রাজ্য-সুখ শুভ-গতি বিমল কীরতি॥
পরনারীলে ভ নাথ করহ বর্জ্জন।
যথা ভাদ্র-চতুর্থীতে শশি-দরশন॥
এ তিন ভুবনে এক পতি যদি হয়
করিলে প্রাণীর পীড়া স্থির নাহি রয়॥
যেইজন হয় সর্ব্বগুণের আলয়।
অণুমাত্র লোভ তার করে যশঃ ক্ষয়॥
নরকের পথ কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ।
সব পরিহরি ভজ রাঘবের পদ॥

নহে নাথ রঘুবীর নর-মহী-পাল।
ভুবন ঈশ্বর হরি শমনের কাল॥
ব্রহ্ম অনাময় অজ ব্যাপ্ত ভগবান।
অনন্ত অনাদি প্রভু সর্ব্বশক্তিমান॥
দেবতা-ব্রাহ্মণ-সাধু-ধেনুহিতকারী।
করুণাবারিধি রাম নর-তনুধারী।
খল-নিসূদন জন-হৃদয়-রঞ্জন।
অবতরি করে শ্রুতি-সেতুর পালন॥
বৈরতা ত্যজিয়া কর চরণ-বন্দন।
রঘুনাথ প্রণতের আরতি-ভঞ্জন॥
রামের জানকী রামে করহ অর্পণ।
ত্যজি কাম ভজ রাম কৃপানিকেতন॥
নাহি ত্যাগ করে রাম লইলে শরণ।
বিশ্ব-দ্রোহী পাপী যদি হয় সেইজন॥
যাঁর নাম তাপত্রয় করে বিমোচন।
সে হরি প্রকট এবে বুঝ দশানন॥
বিনয় করিয়া পদ বন্দি বারম্বার।
মান-মদত্যজি ভজ কৌশল্যা-কুমার॥
পুলস্তের শিষ্য এক করি আগমন।
তাঁর অভিপ্রায় মোরে করিল জ্ঞাপন
কহিনু সকল কথা বুঝি অবসর।
বিচারি কর্ত্তব্য যাহা কর রক্ষোবর॥
মাল্যবাননামে এক সচিবসজ্জন।
কহিতে লাগিল তবে মধুরবচন॥
তোমার অনুজ তাত নীতি-বিভূষণ।
তাহার মন্ত্রণা হৃদে কহ ধারণ॥
দশমুখ কহে দূর কর দুইজনে।
ইহারা অরির গুণ করিছে কীর্ত্তনে॥
মাল্যবান নিজগৃহে করিল গমন।
পুনরপি কর জুড়ি কহে বিভীষণ॥
কুমতি সুমতি সর্ব্বজনহৃদে রহে।
শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি এই মত কহে।
যথায় সুমতি তথা বিবিধ সম্পদ।
যথায় কুমতি তথা বিবিধ বিপদ।
কুমতি হৃদয়ে যবে করে অধিকার॥
হিতে অনহিত জ্ঞান হয় আপনার।
রক্ষ-কুল-কাল-রাত্রি জানকী হইল।
সে হেতু তাহাতে তব লোভ জনমিল

রাখ অনুরোধ তাত ধরিহে চরণ।
সাধ হিত করি সীতা রামে সমর্পণ॥
নিগমপুরাণ বুধ-সম্মতবচন।
অগ্রজে বুঝায় কহি ভ্রাতা বিভীষণ॥
শুনিয়া রাবণ কোপে জ্বলিয়া উঠিল।
কহে শঠ তোর মৃত্যু নিকট হইল॥
করিয়া আমার অন্নে জীবন ধারণ।
সর্ব্বদা অরির পক্ষ করিস গ্রহণ॥
ভুবন ভিতরে হেন আছে কোন জন।
না জিনিল ভুজবলে যারে দশানন॥
বসিয়া আমার পুরে তাপকে পিরীতি
মিলিয়া তাহার সনে কহ গিয়া নীতি।
এত কহি পদাঘাত অনুজে করিল।
বিভীষণ পুনঃ পুনঃ চরণ বন্দিল॥
শঙ্করি সাধুর এই স্বভাববিহিত।
যে করে অহিত তার সদা করে হিত।
পিতার সদৃশ তুমি আমারে মারিলে।
ক্ষতি নাই ভাল হবে শ্রীরামে ভজিলে
এত কহি মন্ত্রীসনে নভপথে গেল।
সভাকারে শুনাইয়া একথা কহিল॥
সত্যনিষ্ঠ রাম, কালবশ সভাজন।
চলিনু লইতে আমি তাঁহার শরণ॥
একথা কহিয়া চলি গেল বিভীষণ।
আয়ুহীন নিশাচর হইল তখন॥
সাধুর অবজ্ঞা বড় ক্ষতির কারণ।
অখিল কল্যাণে করে সংরে হরণ॥
যবে বিভীষণে ত্যাগ করিল রাবণ।
হইল বিভব-হীন অভাগা তখন॥
রামপাশে বিভীষণ হরষে চলিল।
নানা অভিলাষ মনে করিতে লাগিল
চরণ-কমল আজি করিব দর্শন।
অরুণ শীতল মৃদু সেবক-রঞ্জন॥
অহল্যারে মুক্তিদান করে যে চরণ।
যে পদ করিল পূত দণ্ডক কানন॥
যে পদ জনকসুতা হৃদয়ে ধরিল।
কপট-কুরঙ্গ সনে যে পদ ধাইল॥
হর-উর-সরসিজে বসে যে চরণ।
অহো ভাগ্য সেইপদ করিব দর্শন॥

যে পদ-পাদুকালভি ভরত শ্রীমান্।
শিরে ধরি আপনারে জানে ভাগ্যবান্॥
সার্থক জনম মম সফল জীবন।
করিব সে পদ আমি আজি বিলোকন॥
করিতে করিতে মনে এমত বিচার।
আইল সচিবসনে জলনিধিপার॥
বিভীষণে যবে কপি আসিতে দেখিল।
রাবণের দূত বলি তাহারে ভাবিল॥
তারে রাখি কপি-পতি সমীপে আইল।
সব সমাচার তারে কহি শুনাইল॥
সুগ্রীব কহিল শুন রাজীবলোচন.
আইল মিলিতে হেথা রক্ষ বিভীষণ॥
প্রভু কহে সখে তব মনে কিবা লয়।
কপীশ্বর কহে তবে শুন দয়াময়॥
নিশাচরমায়া আমি না পারি বুঝিতে।
বুঝি কামরূপ ধরি আইল ছলিতে॥
আইল রাক্ষস শঠ লইতে সন্ধান।
বান্ধিয়া রাখিব আজ্ঞা করহ প্রদান॥
রাম কহে সখে ঠিক করিলে বিচার।
লইলে শরণ রাখি প্রতিজ্ঞা আমার॥
শুনিয়া রামের বাক্য হর্ষে হনুমান্।
প্রণত-বৎসল-মম প্রভু [illegible]বান্॥
আপন অহিত হবে করিয়া চিন্তন।
শরণ আগত জনে যে করে বর্জ্জন॥
দুরাত্মা পামর বলি তাহারে জানিবে।
হেরিলে তাহার মুখ নরক হইবে॥
কোটি বিপ্র-বধভাগী হয় সেই জন।
পরিত্যাগ করে যেই লইলে শরণ॥
আমার সম্মুখে জীব আইসে যখন।
কোটি-জন্ম-কৃত-পাপ নাশে সে তখন॥
পাপীর স্বভাব এই করহ শ্রবণ।
না পারে করিতে পাপী আমার ভজন॥
বিভীষণ দুষ্টমন যদ্যপি হইত॥
আমার সমীপে সেকি আসিতে পারিত
যাহার বিমল-মন সে পায় আমারে।
কপট-সমল-মন পাইতে না পারে॥
যদি হয় বিভীষণ রাবণের চর।
তথাপি কপীশ মম নাহি কিছু ডর॥

জগমাঝে আছে সখে যত নিশাচর।
নিমেষে নাশিতে পারে লক্ষ্মণের শর॥
যদ্যপি আসিয়া থাকে লইতে শরণ।
প্রাণের সমান জানি করিব পালন॥
আন তারে হাসি কহে কৃপার নিদান।
জয় রাম কহি চলে কপি হনুমান্॥
বিভীষণে করি আগে সাদরে বানর।
আসে যথা রঘুপতি করুণা-আকর॥
দূরে থাকি রঘুবরে হেরি বিভীষণ।
পরম সুন্দর রূপ নয়ন-রঞ্জন॥
পুন ছবিধাম রামে করি নিরীক্ষণ।
দাঁড়াইল একপদ করি উত্তোলন।
বিশাল-প্রলম্ব-ভুজ কঞ্জ-বিলোচন।
শ্যামল-সুন্দর তনু ভয়-বিমোচন॥
আয়ত-হৃদয় কিবা কেঙ্করী-কঙ্কর।
আনন অমিত-কাম যিনি মনোহর॥
পুলকিত তনু রক্ষঃ সজলনয়ন।
ধৈর্য্য ধরি কহে মৃদু মধুর বচন।
আমি নাথ রাবণের অনুজ সোদর।
জনম রাক্ষসকুলে শুন সুরবর॥
তামস শরীর সদা পাপ-রত মন।
প্রীত রহে অন্ধকারে উলূক যেমন॥
আইলাম তব যশ করিয়া শ্রবণ।
মম ভব-ভয় নাথ কর নিবারণ॥
ত্রাহি ত্রাহি ভগবান্ অরাতি-হরণ।
সুখপ্রদ রঘুবর লইনু শরণ॥
এত কহি দণ্ডবত হইয়া পড়িল।
হরষে ত্বরিত রাম উঠি দাঁড়াইল॥
দীনবাক্য শুনি মনে দয়া উপজিল।
ধরিয়া বিশাল-ভুজে হৃদয়ে লইল॥
অনুজ সহিত তারে দিয়া আলিঙ্গন।
ভক্তহিতকারী কহে মধুর বচন॥
তোমার কুশল এবে কহ লঙ্কাপতি।
সতত করিতে তুমি কুস্থানে বসতি॥
থাকিতে হে তুমি সখে কুজনবেষ্টিত।
কিরূপে হইত ধর্ম্মকার্য্য আচরিত॥
বিভীষণ কহে নাথ তোমার কৃপায়।
রাখিতাম ধর্ম্মপথ করিয়া উপায়॥

বরঞ্চ নরক ভোগ সহ্য করা যায়।
খল সনে যেন বিধি না ঘটায়॥
অধুনা কুশল মম হেরি শ্রীচরণ।
বুঝিনু করিলে দয়া জানি নিজ জন॥
ততদিন নাহি জীবে কুশল বিশ্রাম।
যত দিন না ভজিবে রামে ত্যজি কাম॥
তদবধি বহু অরি হৃদে করে বাস।
মদমোহ অভিমান লোভ কাম ত্রাস॥
যদবধি হৃদে নাহি বসে রঘুবর।
আজানু-লম্বিত করে ধরি ধনুঃশর
তাবত হৃদয়ে থাকে বাসনা-তিমির।
না উদে যাবত তব প্রতাপ-মিহির॥
এবে দূর ভয় মম হইল কুশল।
করিয়া দর্শন তব চরণকমল॥
কৃপাময় তুমি যা'র পরে অনুকূল।
ব্যাপিতে না পারে তারে তিন ভব-শূল॥
আমি নিশাচর মম স্বভাব অধম।
কভু নাহি করিল ম করম উত্তম॥
ধ্যানযোগে যারে নাহি পায় তপোধন।
সে প্রভু হরষে দিলা মোরে আলিঙ্গন॥
হইল রামের কৃপা আমি ভাগ্যবান্।
নয়নে হেরিনু শিব-সেব ভগবান্॥
আমার স্বভাব শুন সখে বিভীষণ।
জানিল ভুশুণ্ড কাক, উমা, পঞ্চানন॥
হয় যদি চরাচর-দ্রোহী কোনজন।
কপটতা ছাড়ি লয় আমার শরণ॥
অচিরে তাহার করি কলুষ হরণ।
তাহারে ভকতি-ধন করি বিতরণ॥
আত্মীয় স্বজন বন্ধু শুভ পরিবার।
সুহৃদ্ ভবন ধন পিতা মাতা আর॥
সবার মমতা দূরে করিয়া বর্জ্জন।
আমার চরণ করে হৃদয়ে বন্ধন॥
সর্ব্বজীবে করে সদা সম দরশন।
সুখ দুঃখ-ভয়-শোক-বিবর্জ্জিত মন॥
হেন সাধু মম হৃদে বসে হে কেমন।
ধন-তৃষ্ণা বসে লোভি-হৃদয়ে যেমন॥
অতিশয় প্রিয় মম হেন সাধু নর।
তাদের কারণে আমি ধরি কলেবর॥

আমার সগুণ রূপ করে উপাসনা।
নিয়ম সংযম ব্রত করিয়া ধারণা ॥
দ্বিজ-পাদ-পদ্মে আছে যাহার ভকতি।
মোর প্রাণ সম প্রিয় সেই মহামতি ॥
তোমাতে সে সব গুণ আছে লঙ্কাপতি।
সে হেতু করহ মোর হৃদয়ে বসতি॥
বানর সকল শুনি রামের বচন।
কহে জয় রঘুবর ভকতজীবন ॥
শ্রবণ-অমৃত-বাণী শুনি বিভীষণ।
পুনঃপুন প্রভুপদ করিল ধারণ ॥
কহে দেব জগন্নাথ পাপীর আশ্রয়।
প্রণত-পালক সর্ব্ব-ভূত-কৃতালয় ॥
প্রথমে বাসনা মম মনে কিছু ছিল।
তব পদে প্রীতি-নদী ভাসাইয়া দিল ॥
বিমলা ভকতি এবে দেহ দয়াময়।
কৃপা করি কর মোরে অমল-আশয় ॥
এবমস্তু কহি তবে প্রভু রণ-ধীর।
আনিতে কহিলা শীঘ্র জল-নিধিনীর ॥
যদ্যপি বাসনা সখে নাহি তব মনে।
অমোঘ-দর্শন আমি গ্রথিত ভুবনে ॥
এত কহি রঘুনাথ তিলক সারিল।
গগনে কুসুমবৃষ্টি দেবতা করিল ॥
রাবণের কোপ-অগ্নি শ্বাস-সমীরণে।
জ্বলিয়া করিত উঠি ভস্ম বিভীষণে ॥
রাঘব করিয়া কৃপা রাখিল জীবন।
অধিকন্তু দিল তারে রাজসিংহাসন ॥
অগ্নি মুখে দশশির করিয়া অর্পণ।
যে সম্পদ শিবসনে পাইল রাবণ ॥
সে সম্পদ বিভীষণে রাঘবনন্দন।
হইয়া সঙ্কোচযুত করে বিতরণ ॥
সে প্রভু ছাড়িয়া অন্যে যে করে ভজন।
শৃঙ্গ-পুচ্ছ-হীন পশু হয় সেই জন ॥
নিজ জন জানি প্রভু করুণা করিল।
হেরিয়া স্বভাব কপি বিস্মিত হইল ॥
পুনরায় কহে রাম নীতির পালক।
কারণ-মনুজ-রূপ দনুজ-নাশক ॥
শুনি কপি-পতি আর লঙ্কাপতি বীর।
কেমনে হইব পার জলধি গভীর ॥
উরগ-মকর-কুল সঙ্কুল দুস্তর।
অগাধ অনন্ত জল-নিধি ভয়ঙ্কর ॥
লঙ্কেশ কহিল রঘু-কুলের নায়ক।
কোটি সিন্ধু পারে তব শুষিতে শায়ক ॥
তথাপি উচিত নীতি-পথের পালন।
সিন্ধুতটে গিয়া কহ বিনয় বচন ॥
তব কুলগুরু সিন্ধু করিয়া বিচার।
কহিবে উপায় যাহে হবে সেনা পার ॥
রাম কহে সখে ঠিক কহিলা উপায়।
সিদ্ধি হবে যদি বিধি হয় হে সহায় ॥
এ মন্ত্রে নহিল তুষ্ট সুমিত্রা-নন্দন।
দুঃখ পায় রাম বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥
দৈবের ভরসা নাথ না কর কখন।
বাণের প্রতাপে কর সমুদ্র শোষণ ॥
দৈবের আশ্রয় করি কাপুরুষ রহে।
অলস উদ্যম-হীন দৈব দৈব কহে ॥
হাসিয়া কহিলা রাম কমল-লোচন।
ধৈর্য্য ধর কিছুক্ষণ রাখিব বচন ॥
অনুজেরে দিয়া তবে রাঘব প্রবোধ।
গমন করিল সিন্ধু-সমীপে সুবোধ ॥
প্রথমে গমন করি প্রণাম করিল।
পরে বিছাইয়া কুশ সম্মুখে বসিল ॥
বিভীষণ আসিবার কিছুক্ষণ পরে।
পাঠাইল দশাননে এক নিশাচরে ॥
নয়নে হেরিল আসি সব আচরণ।
কপট কপির বেশ করিয়া ধারণ ॥
শরণাগতের প্রতি দয়া নিরখিল।
হেরিয়া প্রভুর গুণ মনে বাখানিল ॥
প্রকাশ্যে প্রশংসা করে রামের স্বভাব।
প্রেমবশে বিসরিল নিজ দুষ্ট ভাব ॥
রিপু-দূত বলি যবে বানর জানিল।
বান্ধিয়া সুগ্রীবপাশে তাহারে আনিল ॥
কপি-পতি কহে তবে শুন বনচর।
পাঠাও বিকৃত অঙ্গ করি নিশাচর ॥
শুনিয়া সুগ্রীবআজ্ঞা বানর ধাইল।
কটকের চারিপাশে বান্ধি ফিরাইল ॥
জর জর কপি তারে প্রহারে করিল।
কান্দিল রাক্ষস তবু নাহি ছাড়ি দিল ॥

হেরিয়া লক্ষ্মণ তারে নিকটে ডাকিল।
হইয়া দয়ার বশ ছাড়াইয়া দিল॥
দশাননে সম্বোধিয়া লিখিল লিখন।
রাঘব-অনুজ বীর পর-বলার্দ্দন॥
মূঢ়-মতি দশ-মুখ করহ শ্রবণ।
জানকীরে দিয়া কর শরণ গ্রহণ॥
রামপদে নত যদি না হও রাবণ।
জানিবে আসন্ন তব হইল শমন॥
লক্ষ্মণচরণ করি রাক্ষস বন্দন।
চলিল ত্বরিত করি শীলতা বর্ণন॥
কহিতে কহিতে রাম-বিমল-কীরতি।
লঙ্কাপুরে আসি করে রাবণে প্রণতি॥
তবে দশ-মুখ তারে পুছিল হাসিয়া।
আপন কুশল শুক কহ বিবরিয়া॥
পুন কহ মমানুজ আছে হে কেমন।
যাহার হইল আসি নিকট মরণ॥
ভালুক বানর করে কিবা আয়োজন।
যাদেরে করাল কাল করিল প্রেরণ॥
বধিতাম এতদিন তাদের জীবন।
না করিত জলনিধি যদ্যপি রক্ষণ॥
তাপস-দ্বয়ের কথা কহ পুনরায়।
যাদের আমার ভয়ে হৃদয় শুকায়॥
পাইয়াছ দেখা কি হে গেছে পলাইয়া।
আমার বিমল যশ শ্রবণে শুনিয়া॥
রিপু-কুল-তেজবল কেন নাহি কহ।
হইয়া অবাক কেন সচকিত রহ॥
কৃপা করি মোরে যাহা পুছিলা রাজন্।
রোষ ত্যাগ করি তাহা শুন দিয়া মন॥
তোমার অনুজ গিয়া মিলিল যখন।
রাঘব তাহারে দিল লঙ্কা-সিংহাসন॥
রক্ষঃপতিদূত যবে আমারে জানিল।
কপিগণ ধরি মোরে বান্ধিয়া মারিল॥
নাসিকা শ্রবণ মম কাটিতে চাহিল।
রামের শপথ দিনু তবে সে ছাড়িল॥
না পারি কপির বল করিতে কীর্ত্তন।
যদ্যপি আমার হয় অনন্ত বদন॥
অসংখ্য ভালুক কপি বিবিধবরণ।
ধরে ভয়ঙ্কর রূপ বিশাল আনন॥

যে বধে তোমার সুতে লঙ্কাপুরে দহে।
বানরের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ বীর নহে॥
নানা নামধারী ধীর কঠিন করাল।
বিপুল তনুর তেজ শরীর বিশাল॥
কুমার অঙ্গদ নল নীল জাম্ববান্।
কেশরী কুমুদ গয় আদি বলবান্।
রামের কৃপায় সবে বল-নিকেতন।
তৃণের সমান তারা গণে ত্রিভুবন॥
শ্রবণে শুনিনু আমি রাক্ষসকুলপ।
অষ্টাদশ পদ্ম আছে বানরযূথপ॥
হেন কপি নাহি কেহ কটক-মাঝারে।
তোমারে সমরে যেবা নারে জিনিবারে॥
অতি কোপভরে সবে মাজিতেছে কর।
অদ্যাপি আদেশ নাহি দিল রঘুবর॥
শোষিবারে পারে সিন্ধু সহবারিচর।
ছিন্ন করিবারে পারে নখরে ভূধর॥
বাহুবলে দশাননে করিব মর্দ্দন।
কহিছে বানর এই গর্ব্বিত বচন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে নাহি কিছু ত্রাস।
করিবারে চাহে তব লঙ্কাপুরে গ্রাস॥
স্বভাবত ভালু কপি বলের আধার।
পুন শিরোপরে রাম রাঘব কুমার॥
কোটি কোটি কালে পারে করিবারে ক্ষয়।
নাহি কর মহারাজ ইহাতে সংশয়॥
নাহি রামতেজ-বল-বুদ্ধি-পরিসীমা।
লক্ষ শেষ নাহি পারে কহিতে মহিমা॥
যাঁর একশর পারে শোষিতে সাগর।
তবানুজে পুছে মন্ত্র নয়ের নাগর॥
বিভীষণ-বাক্য রাম করিয়া শ্রবণ।
সমুদ্রের পাশে গেল পথের কারণ॥
শুনি হাসি কহে তবে রক্ষঃকুলপতি।
বানর সহায় যার তার হেন মতি॥
বিভীষণবাক্যে করি বিশ্বাস-স্থাপন।
পথ হেতু সিন্ধুপাশে করিল গমন॥
শত্রুর বড়াই মূঢ় নাহি কর আর।
বুঝিয়াছি যত বল বুদ্ধি আছে তার॥
যাহার সচিব ভীরু বিভীষণ হয়।
কখন পাইবে কি সে বিভূতি-বিজয়॥

এ বাক্য শুনিয়া দূত কুপিত হইল।
বিচারি সময়পত্র প্রভুকরে দিল॥
এ পত্র তোমারে দিতে কহিলা লক্ষ্মণ।
মহারাজ করি পাঠ সুস্থ কর মন॥
হাসিয়া লইল লিপি নিজ বাম করে।
সচিবে কহিল পাঠ করিবার তরে॥
"মন দিয়া মম বাক্য শুনহ রাবণ।
সমূলে রাক্ষসকুল না কর নিধন॥
যদি বিষ্ণু-অজ-ঈশ দেয় হে শরণ।
রাম সনে রণে তব না রবে জীবন॥
বিভীষণ ইব মান করিয়া বর্জ্জন।
প্রভুপাদপদ্মে কর শরণ গ্রহণ॥
অনল সমান জান রাঘবের বাণ।
সকুলে পতঙ্গ সম নাহি ত্যজ প্রাণ॥"
পাইল শুনিয়া ভয় অন্তরে হাসিল।
সভামাঝে দশানন কহিতে লাগিল॥
ভূতলে পড়িয়া চাহে ধরিতে আকাশ।
লঘু-তাপসের শুন বাক্যের বিলাস॥
কহে শুক মহারাজ এ কথা প্রমাণ।
বুঝ দূরে পরিহরি নিজ অভিমান॥
রাখ মোর বাক্য নাথ ত্যাগ কর ক্রোধ।
রাঘবের সনে নাহি করহ বিরোধ॥
অতি সুকোমল চিত রঘুকুলবর।
যদ্যপি নিখিল-বিশ্ব-গোলোক ঈশ্বর॥
অবশ্য তোমারে কৃপা রাঘব করিবে।
কোন অপরাধ তব মনে না ধরিবে॥
জনক-সুতারে কর শ্রীরামে অর্পণ।
এই অনুরোধ নাথ করহ রক্ষণ॥
সীতারে দিবারে শুক যখন কহিল।
চরণ-প্রহার তারে রাবণ করিল॥
প্রণাম করিয়া শুক করিল গমন।
যথা ছিল রঘুনাথ করুণা-কেতন॥
চরণ বন্দিয়া নিজ কথা শুনাইল।
বাঞ্ছিত সুগতি রাম-কৃপাতে পাইল॥
শুন উমে শুক পূর্ব্বে জ্ঞানী মুনি ছিল।
অগস্ত্য ঋষির শাপে রাক্ষস হইল॥
বারম্বার রামপদে করিয়া বন্দন।
আপন আশ্রমে পুন করিল গমন॥

সিন্ধুতটে তিন দিন রাঘব রহিল।
তথাপি বিনয় নাহি জলধি শুনিল॥
হইয়া কুপিত তবে রঘুনাথ কয়।
ভয় বিনা কভু নাহি প্রীতি উপজয়॥
আমার ধনুক শর আনহ লক্ষ্মণ।
মূঢ় জলধিরে আমি করিব শোষণ॥
বিনয় শঠের সনে খল-সনে প্রীতি।
সহজ কৃপণ সনে ধরম-সুনীতি॥
মমত রতের সনে জ্ঞানের বিচার।
অতি লোভী জন-সনে বিরতি-প্রচার॥
ক্রোধী-সনে শম কামী-সনে হরিকথা।
উষরে বপিলে বীজ ফল হয় যথা॥
এত কহি চাপে রাম গুণ চড়াইল।
হেরিয়া লক্ষ্মণ মনে আনন্দ পাইল॥
ধনুকে করাল বাণ সন্ধান করিল।
জলধি পাইয়া ভয় তখন উঠিল॥
উরগ মকর ঝষ ব্যাকুল হইল।
সবে জ্বলি যাবে সিন্ধু অন্তরে বুঝিল॥
ভরিয়া কনকথালে বিবিধ রতন।
আইল ব্রাহ্মণ রূপ করিয়া ধারণ॥
সমুদ্র সভয়ে ধরি প্রভুর চরণ।
কহে ক্ষম দোষ মম রাঘবনন্দন॥
সমীর-ধরণী-জল-গগন-অনল।
স্বভাবত জড় ভূত ইহারা সকল॥
তোমার প্রেরিত মায়া যবে উপজয়।
সৃষ্টির কারণ পঞ্চ পঞ্চীকৃত হয়॥
যাহারে যে আজ্ঞা তুমি দিলে নারায়ণ।
সে করিছে সে আদেশ সতত পালন॥
উত্তম করিলে প্রভু মোরে শিক্ষা দিলে।
অতি অভিমান মম হরণ করিলে॥
নারী-মূর্খ-পশু-শূদ্র-অভিমানী জন।
ইহাদের প্রতি হয় কর্ত্তব্য তাড়ন॥
যাইব প্রতাপে তব আমি শুকাইয়া।
কি মোর বড়াই যাবে সেনা উতরিয়া॥
আদেশ অমোঘ তব সদা শ্রুতি কয়।
সত্বরে করহ নাথ যাহা মনে লয়॥
বিনয় শুনিয়া রাম কহিল হাসিয়া।
পারের উপায় তাত দেও হে করিয়া

সিন্ধু কহে নল নীল দুই সহোদর।
ঋষির নিকটে পায় শিশুকালে বর॥
বসিত নদীর তীরে এক তপোধন।
কম্পিত তপস্যা-বিঘ্ন শিশু দুইজন॥
আঁখি মুদি ধ্যান মুনি করিত যখন।
করিত প্রতিমা লয়ে উভে পলায়ন॥
সলিলের মাঝে আনি দিত ডুবাইয়া।
তবে মুনি দিল শাপ কুপিত হইয়া॥
"যে শিলা পরশ করে তোমরা করিবে।
না ডুবিবে জলে তাহা ভাসিয়া রহিবে॥
জলের প্রবাহে তাহা না যাবে বহিয়া।
সুস্থির রহিবে সদা অচল হইয়া॥"
সেই নীল নল নাথ তব চমূপতি।
শিল্পীর প্রধান উভে বলী মহামতি
পরশ করিয়া নিজ করে গিরিবর।
স্থাপন করুক মম জলের উপর॥
আনন্দে হইয়া পার ভালু কপিগণ।
আমার দক্ষিণ তীরে করুক গমন॥
আমিও প্রভুতা তব হৃদয়ে ধরিব।
বল অনুসারে তব সহায় হইব॥
হেনমতে মোরে নাথ করহ বন্ধন।
যেন গায় তব যশ এ তিন ভুবন॥

আমার উত্তর তীরে বসে খলগণ।
তব শরে কর রাম তাদের নিধন॥
সাগরের দুখ প্রভু করিয়া শ্রবণ।
বাণের প্রতাপে তাহা করিলা হরণ॥
রাঘবের বাহুবল করিয়া দর্শন।
হইল জলধি অতি আনন্দিতমন॥
প্রভুরে সকল কথা কহি শুনাইল।
চরণ বন্দিয়া সিন্ধু সলিলে পশিল॥

আপন ভবনে যবে, পশিল সাগর তবে,
রাঘব অন্তরে সুখ পায়।
রামযশ সুবিমল, হরে সব কলিমল,
যথা, মতি শ্রীতুলসী গায়॥
শ্রীরামের লীলাচয়, সকল কুশলালয়,
দ্বিধানাশী বিষাদ-শমন।
করি আশা বরজন, শুনে গায় সাধু জন,
সদা শুচি সমাহিতমন॥

যে করে সুখদ শুভ রামযশ গান।
সে তরে সংসারসিন্ধু বিনা জলযান॥
তুলসীর পদরেণু ধরি শির পরে।
দীন হরিনারায়ণ কহে ভাষান্তরে।

ইতি শ্রীরাম-চরিত-মানসে সকল-কলিকলুষ-বিধ্বংসনে বিমল-
বৈরাগ্য-সম্পাদনং নাম তুলসী-কৃতসুন্দরাকাণ্ডে
পঞ্চমসোপানং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

লঙ্কাকাণ্ড।

যাঁরে সেবে কাম-আর, কাল-মত্ত-ইভ-হরি,
ভবভয় যে করে হরণ।
জ্ঞান-গম্য যোগীশ্বর, অজিত-ত্রিগুণাকর,
নির্ব্বিকার নীরদ-বরণ॥
মায়াতীত সুরপতি, খল-বধ-রত-মতি,
নমি তব চরণযুগল।
বিপ্র-কুল-দেব রাম, ভূপরূপী গুণধাম,
প্রফুল্লিত নয়ন-কমল॥
শঙ্খ-ইন্দু-দ্যুতি-ধর, পরিধান বাঘাম্বর,
কাল-ব্যাল-করাল-ভূষণ।
শিশু-শশি-গঙ্গাধর, বারাণসী-পুরীশ্বর
সর্ব্বকলি-কলুষ-নাশন॥
কল্যাণ-সুর-পাদপ, উমাপতি ত্রিলোকপ,
করি তব চরণ বন্দন।
তব স্তব জগজন, করে কাম বিনাশন,
দয়া-নিধি দাও হে শরণ॥
দুর্লভ-কৈবল্য সাধু-নরে করে দান।
খল-দণ্ড-কারী করু শঙ্কর কল্যাণ॥
নিমেষের পরিমাণে যুগের গণনা।
যুগ-অনুসারে হয় কাষ্ঠার কল্পনা॥
বর্ষ যুগ কল্প হয় রামশর চণ্ড।
যে কাল জগতে ত্রাসে সে তার কোদণ্ড॥
সেই রামে কেন নাহি ভজ মূঢ়মন।
ভজিলে হইবে জন্ম মরণ-খণ্ডন॥
সমুদ্রের বাক্য রাম করিয়া শ্রবণ।
সচিবে কহিলা কর কর্ত্তব্য এখন॥
বৃথা কালক্ষয়ে আর নাহি প্রয়োজন।
সাগরসলিলে কর সেতুর বন্ধন॥
করপুটে কহে তবে মন্ত্রী জাম্ববান।
শুন ভানু-কুল-কেতু রাম ভগবান্॥
তব নাম-সেতু-পরে করি আরোহণ।
অনায়াসে ভবপারে যায় নরগণ॥

এ ক্ষুদ্র পয়োধি-পারে কি বিলম্ব আর।
ইহা শুনি কহে পুনঃ পবনকুমার॥
প্রভুর প্রতাপ চণ্ড বাড়ব অনল।
শোষিয়াছে প্রথমেই এ বারিধি-জল॥
পরে রিপুনারী-অশ্রু বাহিত হইয়া।
ক্ষার-জলে পুন দিল পূরণ করিয়া॥
পবন-সুতের কথা শ্রবণ করিয়া।
হাস্য করে রঘুপতি কপিরে হেরিয়া॥
জাম্ববান্ নল নীলে কহিল তখন।
সমুদ্র উপরে কর সেতুর বন্ধন॥
ডাকিয়া কহিল পুন শুন কপিগণ।
তোমাদের পাশে মম এই নিবেদন॥
রাঘব-চরণ-পদ্ম হৃদয়ে ধরহ।
ভুবনভিতরে এক কৌতুক করহ॥
না কর বিলম্ব এবে করহ গমন।
পর্ব্বত বিটপী সবে কর আনয়ন॥
শুনিয়া ভালুক কপি দ্রুতগতি ধায়।
জয়রাম রঘুবীর উচ্চৈঃস্বরে গায়॥
অনায়াশে ক'র গিরি তরু উত্তোলন।
আনি দেন নল নীলে সেতুর কারণ॥
আনি দেয় ভালু কপি তরু গিরিবরে।
কন্দুক সদৃশ লয় নল নীল করে॥
হেরিয়া সুন্দর অতি সেতুর রচন।
হাসি কৃপানিধি রাম কহিল বচন॥
রমণীয় স্থান এই অতি মনোহর।
ইহার মহিমা নহে বাক্যের গোচর॥
হেথায় করিব আমি শঙ্কর স্থাপন।
হয়েছে বাসনা মনে করিব পূরণ॥
শুনিয়া কপীশ বহু দূত পাঠাইল
মুনির নিকটে তারা লইয়া যাইল।
যথাশাস্ত্র করি শিব-লিঙ্গের স্থাপন।
বিধি অনুসারে কৈল রাঘব পূজন॥

শ্রীরাম কহিল শুন বানরপ্রধান।
নাহি মম প্রিয় কেহ শিবের সমান॥
শিব-নিন্দা করি দাস আমার কহায়।
স্বপনেও সেই নর মোরে নাহি পায়॥
শিব-দ্রোহী হয়ে চাহে আমার ভকতি।
তাহারে জানিবে তুমি মূঢ়-মন্দ মতি॥
শিব-নিন্দা করি করে আমার ভজন।
শিব-সেবা করে করি আমারে হেলন॥
পাষণ্ড বলিয়া তারে জান কপিপতি।
কল্প কল্প ভরি পায় নরকে দুর্গতি॥
রামেশ্বর দরশন যে জন করিবে।
সে তনু ত্যজিয়া মম ধামে প্রবেশিবে॥
যেবা গঙ্গাজল আনি ইহাঁরে পুজিবে।
সাযুজ্য মুকতি সেই মনুষ্য পাইবে॥
যে ত্যজি কামনা ছল ইহারে সেবিবে।
ভকতি আমার পদে শিব তাঁরে দিবে॥
মম কৃত সেতু যেবা নয়নে হেরিবে।
অনায়াসে ভবসিন্ধু সে নর তরিবে॥
রামের বচনে সবে আনন্দ পাইল।
মুনিগণ নিজ নিজ আশ্রমে আইল॥
গিরি-সুতে রাঘবের হয় এই রীতি।
সতত প্রণত-পরে দেখায় পিরীতি॥
বান্ধি সেতু নল নীল সাগর উপরে।
লভিল উজ্জ্বল যশ ভুবন-ভিতরে॥
অগাধ সলিল পরে প্রস্তর ভাসিল।
গভীর জলধি যেন জাহাজ হইল॥
জানিবে হে নহে ইহা সিন্ধুর মহিমা।
প্রস্তরের গুণ কিম্বা কপির গরিমা॥
রামের প্রতাপে জলে ভাসিল পাথর।
রামে ত্যজি অন্য ভজে সে পামর নর॥
নিরখি সুদৃঢ় অতি সেতুর বন্ধন
আনন্দ পাইল মনে কৃপানিকেতন॥
চলিতে লাগিল কপি-সৈন্য অগণন।
বীর-মদে মাতি করে বিকট গর্জ্জন॥
সেতুর উপরে উঠি রাঘব-নন্দন।
সাগরের প্রতি করে দৃষ্টি সঞ্চালন॥
রাম-মুখ-সরসিজ হেরিবার তরে।
সব জলচর উঠে সলিল উপরে।
বিবিধ মকর নক্র তিমিঙ্গিল ব্যাল।
শতেক যোজন তনু অতীব বিশাল॥
করিবারে পারে এক অন্যেরে ভোজন।
অপরের ভয়ে এক করে পলায়ন॥
সহজ বৈরতা ছাড়ি প্রভুর বদন।
অনিমেষ নেত্রে হেরি আনন্দিতমন।
ভুবন-মোহন রূপ করি দরশন।
উদধিসলিলে সবে হইল মগন॥
হইল সেতুর পরে অতিশয় ভীর।
গগনে উড়িয়া যায় কোন কপিবীর॥
কেহ জলচর পরে করি আরোহণ
জলনিধি-পরপারে করিল গমন।
এ কৌতুক হেরি তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
উদধির পর পারে করিল গমন॥
পারে গিয়া করে রাম সেনার নিবেশ।
ভালুক বানরে দিল তখন আদেশ॥
স্বাদু মূল ফল এবে করহ ভোজন।
ধাইয়া চলিল শুনি ভালুকপিগণ॥
ফলে সব তরু [illegible]ম হিতের কারণ।
ঋতুর মর্য্যাদা [illegible]হ করিল রক্ষণ॥
সুমধুর ফল খায় [illegible]বটপ হিলায়।
লঙ্কানগরের দিকে [illegible]শখর চালায়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যথা নিশাচর পায়।
ঘিরি চারিদিকে সবে তাহারে নাচায়।
শ্রবণ নাসিকা তার দশনে কাটিয়া।
যাইবারে দেয় প্রভু যশ শুনাইয়া॥
যাহার নাসিকা কাণ কাটে কপিগণ।
সে গিয়া রাবণে কহে সব বিবরণ॥
সমুদ্র-বন্ধন তবে শুনি দশানন।
দশ মুখে দশ কথা করে উচ্চারণ।
সত্য কি বান্ধিল রাম পয়োধি জলধি।
তোয়নিধি জলনিধি বারিধি উদধি॥
আপনার ব্যাকুলতা বুঝিল যখন।
অন্তঃপুরে দশমুখ করিল গমন॥
মন্দোদরী শুনে রাম লঙ্কায় আইল।
সমুদ্র-উপরে সেতু কৌতুকে বান্ধিল॥
সাদরে পতির কর করিয়া ধারণ।
আনি নিজ গৃহে কহে মধুর বচন॥

সুখাসনে বসাইয়া বন্দিল চরণ।
কহিল প্রাণেশ কোপ করহ বর্জ্জন॥
তার সনে মহারাজ বৈরতা করিবে।
বুদ্ধি বলে যারে তুমি জিনিতে পারিবে॥
তব সনে রাঘবের অন্তর কেমন।
খদ্যোতের সনে দিবাকরের যেমন॥
কৈটভ মধুরে যেবা সংহার করিল।
অতিবল দিতিসুতে যে জন মারিল॥
বান্ধিল বলিরে কার্ত্তবীর্য্যে বিনাশিল।
ভূভার হরিতে সেই প্রভু জনমিল॥
বিরোধ তাঁহার সনে কর্ত্তব্য না হয়।
কাল কর্ম্ম গুণ যার করতলে রয়॥
জনকসুতারে কর রামে সমর্পণ।
মস্তকে বন্দিয়া তাঁর যুগল চরণ॥
সুত ইন্দ্রজিতে দিয়া রাজসিংহাসন।
বনে গিয়া কর নাথ রাঘব ভজন॥
ব্যাঘ্রও শরণাগতে নাহি মারে প্রাণে।
কিবা কথা দয়াময় রাম ভগবানে॥
তোমার কর্ত্তব্য কিছু বাকী না রাখিলে
বাহুবলে চরাচর সকল জিনিলে॥
হেন নীতি মহারাজ কহে শ্রুতিগণ।
ক'রবে প্রাচীন নৃপ কাননে গমন॥
তাঁহার ভজন নাথ কর্ত্তব্য এখন।
যে করে জগত সৃষ্টি বিনাশ পালন।
সেই প্রভু নররূপ রাম কৃপাবান্।
ভজহ তাঁহারে ত্যজি মদ অভিমান॥
করে মুনিবর যারে পাইতে যতন।
রাজ্য ত্যজি করে নৃপ বিরতি গ্রহণ॥
অযোধ্যার পতি সেই রাম রঘুবর।
আইলা করিতে দয়া তোমার উপর
যদ্যপি রাখহ নাথ আমার বচন।
পূরিবে তোমার যশে এ তিন ভুবন॥
এত কহি মন্দোদরী ভাসি অশ্রুজলে।
ধারল পতির দুই চরণকমলে॥
কহে নাথ রঘুনাথ চরণ সেবন।
কর মম অনুরোধ না কর হেলন॥
মহিষীরে দশমুখ ধরি উঠাইল।
আপন প্রভুতা তারে কহিতে লাগিল।

শুন প্রিয়ে বৃথা ভয় মনে নাহি আন।
কেবা যোধ জগমাঝে আমার সমান॥
কুবের বরুণ বায়ু শশী যম কাল।
ভুজবলে জিনিলাম সব দিক্‌পাল॥
দেবতা দনুজ নর মম বশ হয়।
কি হেতু অন্তরে তব উপজিল ভয়॥
নানা কথা কহি খল তারে প্রবোধিয়া।
বসিল সভার মাঝে পুনরপি গিয়া॥
মন্দোদরী মনমাঝে বুঝিল তখন।
হইল কালের বশ পতি দশানন॥
সভায় রাবণ বসি পুছিল সচিবে।
অরি সনে রণ এবে কেমনে হইবে॥
সচিব কহিল প্রভু করহ শ্রবণ।
পুনঃপুন জিজ্ঞাসিয়া কিবা প্রয়োজন॥
কিবা ভয় আছে দেখ করিয়া বিচার।
ভালু কপি নর হয় মোদের আহার॥
হইল সচিববাক্য যবে অবসান।
প্রহস্ত জুড়িয়া কর কহে জ্ঞানবান্॥
নীতির মর্য্যাদা রাখ রক্ষঃকুল-পতি।
তব মন্ত্রিগণ তাত অতিলঘুমতি॥
যে মন্ত্র করিল স্থির সচিব সকল।
তাহাতে না হবে নাথ তোমার কুশল॥
আইল বানর এক সমুদ্র লঙ্ঘিয়া।
দেখিলে তাহার কর্ম্ম সবে দাঁড়াইয়া॥
তোমাদের তবে কিহে ক্ষুধা নাহি ছিল।
কেন না খাইলে যবে নগর দহিল॥
অন্তে দুখ-প্রদ মন্ত্র আশু মনোরম।
যে কহে প্রভুরে সেই মন্ত্রীর অধম॥
দুস্তর বারিধি যেই হেলায় বান্ধিল।
ভালু কপি দল সহ সুবেলে আইল॥
ধরিয়া খাইবে তারে সে সামান্য নর।
গলা ফুলাইয়া কেন বৃথা আড়ম্বর॥
আমার মন্ত্রণা শুনি করহ আদর।
না ভাব আমারে যেন সমরকাতর॥
মধুর বচন করে কথন-শ্রবণ।
ভুবনভিতরে হেন আছে বহুজন॥
কঠোর বচন বহে শুনে হিতকর।
আছে হেন জন অল্প জগত-ভিতর॥

প্রথম চতুর দূতে করহ প্রেরণ।
সীতারে অরপি কর সন্ধির স্থাপন ॥
রমণী পাইয়া যদি ফিরি যায় রাম।
বিবাদ করিয়া বৃদ্ধি কিবা আছে কাম ॥
আমার এ কথা যদি রাখ দশানন।
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥
হইয়া কুপিত তবে রাবণ কহিল।
কুমতি এমত তোরে কেবা শিখাইল ॥
এখনও হৃদয়ে তোর আছে যে সংশয়।
রক্ষোবেণু-কুলে তুই হইলি আময় ॥
শুনিয়া রাবণবাক্য পরুষ সুঘোর।
প্রহস্ত চলিল কহি বচন কঠোর ॥
আমার মন্ত্রণা নাহি করিলে শ্রবণ।
না খায় ঔষধ যথা কালবশ জন ॥
সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া রাবণ।
উঠিয়া চলিল সভা হইতে ভবন ॥
সুবেল পর্ব্বত-পরে রুচির শিখর।
বিচিত্র আলয় তথা পরম সুন্দর ॥
সে মন্দিরে দশমুখ যাইয়া বসিল।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গান গাইতে লাগিল ॥
বজিতেছে পাখবাজ তালে তালে বীণা।
নাচিতেছে মনোহরা অপ্সরা প্রবীণা ॥
শত শত ক্রেতু সম করিছে বিলাস।
শিরপরে অরি রাম তবু নাহি ত্রাস ॥
এ দিকে রাঘব গিরি সুবেল নিকটে।
সেনা সহ উতরিল সমুদ্রের তটে ॥
নিরখি গিরির শৃঙ্গ এক মনোরম।
সুভগ সুখদ অতি উচ্চ তল-সম ॥
। তরু-কিশলয় কোমল সুখদ।
রচিল আসন আনি অনুজ লক্ষ্মণ ॥
বিছাইল তদুপরি মৃদু মৃগছাল।
বসিল তাহার পরে রাঘব কৃপাল ॥
কপি-পতি-কোলে প্রভু মস্তক রাখিল
ধনুক নিষঙ্গ রাম দক্ষিণে রহিল ॥
ধরিয়া কমল করে এক মহাশর।
কহে রক্ষবর কহ লঙ্কার খবর ॥
বড় ভাগ্যবান্ হনু বালীর নন্দন।
উভয়ে করিছে পদ-কমল সেবন ।
প্রভুপাছে বীরাসনে বসিল লক্ষ্মণ।
কটিতে তূণীর করে বাণ শরাসন ॥
এমতে গুণের ধাম রাঘব আসীন।
ধন্য সেই রহে যেই ধ্যানে সদা লীন ॥
পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করি দয়াময়।
নয়নে হেরিল প্রভু শশীর উদয় ॥
সবারে সম্বোধি তবে কহে রঘুপতি।
অশঙ্ক শশীরে হের যথা মৃগপতি ॥
পূর্ব্বগিরি-গুহামাঝে করে অবস্থান।
পরম প্রতাপ-তেজ বলের নিধান ॥
মত্ত-নাগতম-কুম্ভ করি বিদারণ।
শশী হরি করে নভ-বনে বিচরণ ॥
গগনে মুকুতা ফল অসঙ্খ্য বিছায়।
সুন্দরী নিশারে নানা ভূষণে সাজায় ॥
কলঙ্ক শশীর মাঝে কর বিলোকন।
মতি অনুসারে কহ ইহার কারণ ॥
সুগ্রীব কহিল শুন দেব রঘুবর।
পড়িছে ভূমির ছায়া শশীর উপর ॥
কেহ কহে রাহু যবে শশীরে মারিল।
আঘাত-কালিমা হিয়া মাঝারে লাগিল ॥
যবে বিধি করে রতি সুখ আস্বাদন।
চন্দ্রমার সারভাগ হরিল তখন ॥
শশীর হৃদয়ে তবে ছিদ্র উপজিল।
পরে তাহা পরিণত কলঙ্কে হইল ॥
কেহ কহে গরলের বন্ধু বিধু হয়।
সেহেতু তাহারে দিল হৃদয়ে আশ্রয় ॥
গরল-মিশ্রিত কর করি বিকিরণ।
বিরহকাতর জনে করিছে দহন
কহে তবে সবিনয়ে পবননন্দন
তব প্রিয় দাস শশী রাজীব-লোচন ॥
তাহার অন্তরে তব রূপ করে বাস।
তাহাতে তাহার হৃদে শ্যামতা-আভাস ॥
হনুর বচন শুনি রাঘব হাসিল।
হেরিয়া দক্ষিণ দিক কহিতে লাগিল ॥
ফির য়ে দক্ষিণে আঁখি হের বিভীষণ।
জলদ-পটলমাঝে দামিনী-নর্ত্তন ॥
মধুর মধুর ঘন করিছে গর্জ্জন।
কঠোর উপল যেন করিবে বর্ষণ ॥

বিভীষণ কহে শুন দেব রঘুবর।
তড়িত না হয় কিম্বা জলদনিকর॥
লঙ্কার শিখর-পরে রুচির ভবন।
বসিয়াছে তথা গিয়া রাজা দশানন॥
শিরে ছত্র শোভে কাল মেঘের বরণ।
মনে হয় ঘনঘটা করি দরশন॥
দুলিতেছে মন্দোদরী-শ্রবণভূষণ।
খেলিছে দামিনী যেন রাঘব নন্দন॥
বাজিছে মৃদঙ্গ তালে তালে অনুপম।
সরসজলদ-ধ্বনি যেন মনোরম॥
শুনি রক্ষগর্ব্ব-খর্ব্ব করিবার তরে।
ধনুকে সন্ধান রাম এক বাণ করে॥
মুকুটভূষণ ছত্র সে শর কাটিল।
ভূতলে পড়িল মর্ম্ম কেহ না জানিল॥
কৌতুক করিয়া শর তূণে প্রবেশিল।
রসভঙ্গে সভাজন চকিত হইল॥
নহিল প্রবল ঝড় ভূমির কম্পন।
অস্ত্র শস্ত্র কেহ নাহি করিল দর্শন॥
বিচারি হইল সবে বিষণ্ণঅন্তর।
নিরখি অশুভ চিহ্ন অতি ভয়ঙ্কর॥
হেরিল রাবণ যবে ভীত সভাজন।
হাসিয়া কহিল বহু কল্পিত বচন॥
কাটিলে মস্তক সদা শুভ হয় যার।
মুকুট পড়িলে কিবা অমঙ্গল তার॥
শয়ন করহ নিজ নিজ গৃহে গিয়া।
গমন করিল সবে মস্তক নমিয়া॥
মন্দোদরীহৃদে শোক অতীব হইল।
শ্রবণের ফুল যবে খসিয়া পড়িল॥
সজল নয়নে কহে জুড়ি দুই কর।
বিনয় শুনহ রক্ষকুল-ধুরন্ধর॥
বিরোধ রামের সনে কান্ত পরিহর।
মনুজ বলিয়া তাঁরে অবজ্ঞা না কর॥
বিশ্বরূপ রঘুমণি করহ বিশ্বাস॥
যার প্রতি-অঙ্গে করে বহু বিশ্ব বাস॥
চরণ পাতাল-তল শির অজ-ধাম।
নানা অঙ্গে নানা লোক করিছে বিশ্রাম।
ভ্রুকুটীবিলাস যার কাল ভয়ঙ্কর।
কেশ ঘন-চয় যার নেত্র দিবাকর।
যার নাশাপুট হয় অশ্বিনীকুমার।
রজনী দিবস যার নিমেষ অপার॥
কর্ণ দশদিক বেদ করিল বর্ণন।
মারুত নিশ্বাস যার নিগমবচন॥
বিম্বাধর লোভ, যম দশন করাল।
হাস্য বিমোহিনী মায়া বাহু দিকপাল॥
জিহ্বা জলনিধি যার অনল আনন।
নিত্যকার্য্য হয় লয়-সৃজন-পালন॥
রোমরাজি হয় যার পাদপনিচয়।
অস্থি গিরিসমুদয় নাড়ী জলাশয়॥
পায়ুপস্থে বসে মৃত্যু উদধি উদর
হেন মতে জগময় দেব রঘুবর।
অজ বুদ্ধি অহঙ্কার শিব ভগবান্।
মন চিত্ত জান নাথ শশাঙ্ক মহান্॥
রূপরাশি ভগবান চরাচরময়।
বিরোধ তাঁহার সনে কর্ত্তব্য না হয়।
করহ প্রভুর সনে সন্ধিরসংস্থাপন।
নাহি কর নাথ মম বৈধব্য-ঘটন॥
বাক্য শুনি কহে হাসি রাক্ষসপ্রধান।
মোহের মহিমা অহো কিবা বলবান্॥
রমণীস্বভাব সত্য কবিগণ কহে।
অষ্ট অবগুণ তার হৃদে সদা রহে॥
সাহস, অনৃত, আর মায়া, চপলতা।
অশৌচ, অদয়া, ভয়, বিবেকহীনতা॥
রিপুর সকল গুণ আমারে কহিলে।
দারুণ ভয়ের কথা কহি শুনাইলে।
সে সব সহজ বশ হয় প্রিয়ে মোর।
আমার প্রভাব নহে অবিদিত তোর॥
বুঝিতে পারিনু আমি তব চতুরতা।
রিপুর উদ্দেশে কহ আমার প্রভুতা॥
গূঢ়অর্থ কথা তব হরিণলোচনি।
বুঝিলে সুখদা আর ভয়-বিমোচনী॥
শুনি মন্দোদরী তবে নিশ্চয় করিল।
মতি-ভ্রম কাল-বশে পড়িয়া হইল॥
বিবিধ জল্পনা করি রজনী যাপিল।
প্রভাতে রাবণ উঠি সভামাঝে গেল।
সহজ অশঙ্ক বার লঙ্কার ঈশ্বর।
অভিমান-মদে অন্ধ নাহি কিছু ডর॥

বেতস-তরুতে কভু ফল নাহি ধরে।
[illegible] করে॥
মূর্খের হৃদয়ে তথা নাহি হয় জ্ঞান।
যদ্যপি মিলয়ে গুরু বিরিঞ্চিসমান॥
প্রভাত হইলে হেথা রাঘব জাগিল।
সকল সচিবে ডাকি মন্ত্র জিজ্ঞাসিল॥
শীঘ্র কহ কি উপায় করিব এখন।
জাম্ববান্ কহে করি চরণবন্দন॥
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-অন্তরনিবাসী।
সর্ব্ববিশ্ব-রূপ সর্ব্ব-রহিত উদাসী॥
কহিব মন্ত্রণা নিজ মতি অনুসার।
প্রেরণ করহ দূত বালীর কুমার॥
এ মন্ত্র উত্তম বলি সকলে মানিল।
কৃপার নিধান তবে অঙ্গদে কহিল॥
বালীর তনয় বুদ্ধি-বল-গুণধাম।
লঙ্কাপুরে গিয়া তাত সাধ মম কাম॥
বুঝাইতে সব কথা নাহি প্রয়োজন।
পরম চতুর তুমি জানে মম মন॥
হয় রিপু-হিত মম কার্য্যের সাধন।
কহিবে রাবণে গিয়া সেমত বচন॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মস্তকে ধরিল।
চরণ বন্দিয়া পুন অঙ্গদ কহিল॥
মহাভাগ্যবান সেই গুণের সাগর।
পরমেশ তুমি কৃপা কর যার পর॥
তোমার সকলকার্য্য তুমি সিদ্ধ কর।
কেবল করিলে বৃদ্ধি আমার আদর॥
এত কহি যুবরাজ আনন্দ পাইল।
পুলকে তাহার তনু অঙ্কিত হইল॥
প্রভুতা হৃদয়ে ধরি চরণ বন্দিয়া॥
অঙ্গদ চলিল সবে মস্তক নমিয়া॥
প্রভুর প্রতাপ হৃদে নির্ভীকঅন্তর।
সমর-পণ্ডিত বালিসুত বীরবর॥
পুরে পশি হেরে এক রাবণনন্দন।
খেলিতেছে তার সনে হইল মিলন॥
থায় কথায় দ্বন্দ্ব হইল বর্দ্ধন।
যুগল অতুল বল সম্প্রাপ্ত-যৌবন॥
অঙ্গদে রাবণ-সুত লাথি উঠাইল।
তার পদ ধরি কপি ভূতলে ফেলিল।
মহাবীর হেরি তারে রাক্ষস-নিকর।
না সরে বচন মুখে পলায়নপর॥
এক অপরের পাশে মর্ম্ম নাহি কহে।
বুঝিয়া কপির বল চুপ করি রহে॥
পুরমাঝে কোলাহল হইতে লাগিল।
আইল সে কপি যেই নগর দহিল॥
কর্ত্তব্য এখন কিবা কহে পরস্পর।
মহাবল-কপি-ভয়ে সভীত অন্তর॥
না পুছিলে দেয় সবে পথ দেখাইয়া।
যেবা হেরে তার মুখ যায় শুকাইয়া॥
রিপু-সভা গেল স্মরি রাঘবচরণ।
ধীর বীর বল-পুঞ্জ গজেন্দ্র-গমন॥
দ্রুতগতি দ্বারপাল সভাতে পশিল।
সমাচার দশাননে গিয়া শুনাইল॥
দ্বারীর বচন শুনি কহে দশশীষ।
আমার সমীপে আন কেবা সেই কীশ॥
আদেশ পাইয়া দূত ধাবিত হইল।
বানর-কুঞ্জরে ডাকি সভাতে আনিল॥
অঙ্গদ হেরিল বসি আছে দশানন।
প্রকাণ্ড কজ্জল-গিরি যেন সজীবন॥
শৃঙ্গ-সম শির, ভুজ—বিটপ বিশাল।
নানা লতা তরু যেন শোভে রোমজাল॥
প্রচণ্ড বদন নাসা নেত্র আর কাণ।
পর্ব্বত-কন্দর বলি হয় অনুমান॥
পশিল সভাতে মনে কিছু নাহি ভয়।
অতিবল কপিবর বালীর তনয়॥
তাহারে হেরিল উঠি যত সভাজন।
হইল বিশেষ ক্রুদ্ধ রাজা দশানন॥
গজ যূথমাঝে যথা যায় পঞ্চানন।
সভা বন্দি বসে করি রাঘবে স্মরণ॥
দশানন কহে কহ কে তুই বানর।
শুন দশমুখ আমি রাঘব-কিঙ্কর॥
মিতা ছিল হে তব মম পিতৃসনে।
আইলাম আমি তব হিতের কারণে॥
উত্তম পুলস্ত্য-কুলে জনম লভিলে।
শঙ্কর-কমলাসনে অনেক পূজিলে॥
বর লভি সব কার্য্য সম্পন্ন করিলে।
সুরপাল লোকপাল সকলে জিনিলে॥

নিজ অভিমান হেতু মোহবশে কিম্বা।
আনিলে হরণ করি সীতা জগদম্বা॥
এবে শুভ উপদেশ ধর তুমি মোর।
ক্ষমিবেন অপরাধ সব প্রভু তোর॥
বান্ধিয়া কুঠার কণ্ঠে দন্তে তৃণ ধরি
মন্দোদরী-পুরজন নিজ সঙ্গে করি॥
জনক-সুতারে অগ্রে সাদরে লইয়া।
চল রঘুপতি-পাশে আশঙ্কা ত্যজিয়া॥
কহ রঘুবংশ-মণি প্রণতবৎসল।
ত্রাহি ত্রাহি অপরাধ ক্ষমিয়া সকল॥
আরত বচন তব করি আকর্ণন।
করিবে অভয়-দান রাজীবলোচন॥
অরে কপি হেন কথা মুখে নাহি আন।
সুরকুল-অরি আমি ইহা নাহি জান॥
জনকের কিবা নাম কহ হে তোমার।
কি সম্বন্ধে তার সনে মিত্রতা আমার॥
অঙ্গদ আমার নাম বালীর নন্দন।
কভু তাঁর সনে তব হইল মিলন॥
সঙ্কুচিত হয় বাক্য শুনি নিশাচর।
কহে বালী নামে এক আছিল বানর॥
তুই কি অঙ্গদ সেই বালীর কুমার।
কেন রে হইলি তুই কপি-কুলাঙ্গার॥
না মরিলি গর্ভে কেন বৃথা জনমিলি।
তাপসের দূত নিজ বদনে কহিলি॥
বালীর কুশল এবে করহে কীর্ত্তন।
হাসিয়া অঙ্গদ তবে কহিল বচন॥
দিন দশ পরে বালি-নিকটে যাইয়া।
পুছিবে কুশল তাঁরে আলিঙ্গন দিয়া॥
বিরোধে রামের সনে হয় যে কুশল।
তোমারে কহিব তাহা শুনহ সকল॥
শুন শঠ মন-ভেদ হয় হে তাহার।
রাম-পাদপদ্ম হৃদে নাহি আছে যার॥
তুমি যে কহিলে আমি কুলের ঘাতক।
সত্য বটে তুমি হও কুলের পালক।
অন্ধ বধিরও নাহি কহে এ বচন।
আছে হে বিংশতি তব শ্রবণ-লোচন॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর সুর-আদি তপোধন।
চাহে করিবারে যাঁর চরণ সেবন॥
হইয়া তাঁহার দূত আমি কুলাঙ্গার।
কেন না বিদরে হিয়া হেন মতি যার॥
কপির কঠোর বাণী করিয়া শ্রবণ।
করিয়া নয়নভঙ্গী কহে দশানন॥
তোমার কঠিন বাক্য সহিলাম খল।
নীতি-ধর্ম্ম-তত্ত্ব আমি জানিহে সকল॥
ধরমশীলতা কর বানর বর্ণন।
আমি করিয়াছি পর-রমণী-হরণ॥
না হেরিলে তুমি কিহে দূতের রক্ষণ।
ধর্ম্মব্রত নাহি হয় জলে নিমগন॥
নাসা-কর্ণ-হীন স্বসা করি বিলোকন।
ক্ষমা করিলাম ধর্ম্ম করিয়া চিন্তন॥
ধরমশীলতা তব জানে জগজন।
বড় ভাগ্যবান্ আমি পাইনু দর্শন॥
জড় জন্তু কপি কর বৃথা বিকত্থন।
আমার বিশাল ভুজ কর নিরীক্ষণ॥
লোকপাল-বলবিধু গ্রাসিবার তরে।
মম বাহু-রাহু কভু নাহি ভয় করে॥
নভ-সরোবর-পরে এ করনিকর।
ধরেছিল হরগিরি সহিত শঙ্কর॥
তোমার কটক-মাঝে শুনহ বানর।
কে আছে আমার সনে করিবে সমর॥
রমণী-বিরহে তব প্রভু বলহীন।
তার দুখে তদনুজ দুঃখিত মলিন॥
কুলক্রম তুমি আর সুগ্রীব বানর।
মম ভ্রাতা বিভীষণ সমরকাতর॥
তব মন্ত্রী জাম্ববান্ অতীব জরঠ।
রণস্থলে হইবে সে কেমনে কমঠ॥
শিল্প কর্ম্ম জানে ভাল কপি নল নীল।
আছে হে বানর এক মহাবলশীল॥
আসিয়া প্রথমে যেই নগর দহিল।
বালীর তনয় শুনি হাসিয়া কহিল॥
কাহলে কি রক্ষঃপতি এ সত্য বচন।
করিল কি সে বানর নগর দহন॥
সামান্য রাবণ লঙ্কাপুর কপি দহে।
হেন অমূলক কথা কেবা শুনে কহে॥
যাহারে সুভট বলি প্রশংস রাবণ।
লঘুপদাতিকমধ্যে তাঁহার গণন॥

না হয় সে বীর পারে অধিক চলিতে।
সে কারণে পাঠাইনু সন্ধান লইতে॥
দহিল নগর কপি বুঝিনু এখন।
প্রভুর আদেশ নাহি করিয়া গ্রহণ॥
আজিও প্রভুর পাশে ফিরি নাহি গেল।
অন্তরে পাইয়া ভয় গোপনে রহিল।
আমার যথার্থ বাক্য শুন দশানন।
নাহি কর মনে ক্রোধ করিয়া শ্রবণ॥
আমার কটকমাঝে নাহি হেন জন।
তুমি যোগ্য যার সনে করিবারে রণ॥
কর্ত্তব্য বিরোধ প্রীতি সমানের সনে।
নীতির সিদ্ধান্ত এই কহে মুনিগণে॥
মৃগপতি করে যদি মেষের নিধন।
কেহ নাহি করে তার কার্য্য প্রশংসন॥
যদ্যপি রাঘব বধ সাধেন তোমার।
চরিত্রে লঘুতা দোষ হইবে তাঁহার॥
তথাপি আমার বাক্য শুন রক্ষোবর।
অতিশয়-কোপপূর্ণ ক্ষত্রিয় অন্তর॥
বক্র-উক্তি-শরাসনে জুড়ি বাক্যশর।
রিপুর হৃদয় দগ্ধ করিল বানর॥
হাসিয়া কহিল তবে অঙ্গদপ্রধান।
একগুণ কপিকুলে আছে বিদ্যমান॥
বনের বানরে করে যে জন পালন।
তার হিত করে কপি অনেক সাধন॥
ধন্য কীশ নিজপ্রভু-হিতের কারণ।
যেথা সেথা নাচে লাজ করিয়া বর্জ্জন॥
নাচি-কুদি করি লোক-তুষ্টি সম্পাদন।
অতিশয় পতিহিত করে আচরণ॥
অঙ্গদ প্রভুর ভক্ত হয় তব জাতি।
কেন না কহিবে প্রভু গুণ হেন ভাতি॥
গুণের গ্রাহক আমি পরম সুজন।
কাণে নাহি ধরি তব এ কটু বচন॥
গুণের গ্রাহক তুমি অঙ্গদ কহিল।
আমারে পবনসুত তাহা শুনাইল॥
ভাঙ্গিয়া কানন সুতে বধি পুরজনে।
না করিলে তবু তার কোন অপকারে।
সুন্দর প্রকৃতি তব বিচারিয়া মনে।
করিলাম এ প্রসঙ্গ আমি তব সনে॥

প্রত্যক্ষ করিনু যাহা কহিল বানর।
লজ্জা-হিংসা-ক্রোধহীন তোমার অন্তর।
হেনমতি নহিলে কি বালীর নিধন।
হইত কি হাস্য করি কহে দশানন॥
এতক্ষণ বধিতাম তোমার জীবন।
এক চিন্তা আসি কিন্তু করিল বারণ॥
বিমল যশের ভাগী বালী মহাশয়।
আমি যদি বধি তার যশ হবে ক্ষয়॥
জগতে রাবণ কত আছে হে রাবণ।
যতক্ষণ শুনিয়াছি করহ শ্রবণ॥
বলিরে জিনিতে এক গেছিল পাতালে।
বান্ধি রাখে শিশুগণ তারে অশ্বশালে॥
খেলিবার কালে শিশু মারিতে লাগিল।
দয়া-পরবশ বলি হেরি মুক্তি দিল॥
সহস্রবাহুর পাশে গেল একজন।
জন্তু ভাবি ধরে তারে হৈহয়নন্দন॥
কৌতুক-কারণ ধরি ভবনে আনিল।
পুলস্ত্যের অনুরোধে শেষে ছাড়ি দিল॥
একজনে ধরি মম জনক প্রবল।
রেখেছিল বহুক্ষণ নিজ কক্ষতল॥
এ সব রাবণমধ্যে তুমি কোন্ জন।
লজ্জা ত্যাগ করি কহ যথার্থ বচন॥
মহাবলবান আমি হই সে রাবণ।
যে করিল হরগিরি বাহুতে ধারণ॥
যাহার বীরত্ব জানে দেব উমাপতি।
যে পূজিল দিয়া শিব অনলে আহুতি॥
মস্তক-কমল করি স্বকরে কর্ত্তন।
শঙ্করে অমিত বার করিল পূজন॥
যাহার বিক্রম জানে দিকপালগণ।
রে শঠ আজিও যারা সশঙ্কিতমন॥
বক্ষের কাঠিন্য যার দিগ্গজ জানিল।
যখন তাদের সনে সংগ্রাম বাধিল॥
করাল দশনাঘাতে বক্ষ নাহি ফুটে।
মূলক সদৃশ দন্ত বক্ষে লাগি টুটে॥
যাহার গতিতে কাঁপে সমগ্র ধরণী।
গজেন্দ্র চড়িলে যথা সামান্য তরণী।
সে রাবণ আমি বিশ্ববিদিত প্রতাপী।
না শুনিলি কর্ণে কিরে অলীকপ্রলাপী

সে রাবণে লঘু কহি নরের বাখান।
জানিনুরে খল খর্ব্ব কপি তোর জ্ঞান॥
কুপিত অঙ্গদ কহে শুনি এই বাণী।
সাবধান হয়ে কথা কহ অভিমানী॥
সহস্র বাহুর ভুজ গহন অপার।
দহিল অনলসম যাহার কুঠার॥
যাহার পরশু-জল-নিধি খরধারে।
ডুবিল ক্ষত্রিয়কুল বহু বহু বারে॥
নাশিল তাহার গর্ব্ব যে রঘুনন্দন।
তারে নর কহ তুমি অভাগ্য রাবণ॥
শুন শঠ রঘুনাথ মানুষ কেমন।
কামধেনু কামনদী জাহ্নবী যেমন॥
সুরধেনু পশু কি রে হয় দুরাচার।
সুরতরু তরু কি রে রক্ষঃকুলাঙ্গার॥
অন্নদান সম কিরে হয় অন্য দান।
অমৃত কি হয় অন্য রসের সমান॥
বৈনতেয় খগ অহি সহস্রআনন।
চিন্তামণি উপল কি হয় দশানন॥
বৈকুণ্ঠ সদৃশ লোক নাহি মূঢ়মতি।
নাহি লাভ যথা রামচরণে ভকতি॥
বন ভাঙ্গি পুর জারি মথি সব মান।
কেমনে রে হনুমান্ করিল প্রয়াণ॥
শুনহ রাবণ চতুরতা পরিহরি।
যদি নাহি ভজ কৃপাসিন্ধু দৈত্য-অরি॥
যদ্যপি রাঘব সনে বৈরতা করিবে।
বিরিঞ্চি শঙ্কর তোরে রাখিতে নারিবে॥
বাক্য-আড়ম্বর কেন বৃথা কর আর।
এ বিগ্রহে হেন গতি হইবে তোমার॥
কপিগণ অগ্রে তব মস্তকনিকর।
পড়িবে রাঘবশরে ধরণীউপর॥
লইয়া সে শির করে রামঅনুচর।
করিবে কন্দুক খেলা ভালুক-বানর॥
কুপিত রাঘব যবে সমরপ্রাঙ্গণে।
ছাড়িবে করাল বাণ ধরি শরাসনে॥
তখন বুঝিবে তুমি বৃথা আস্ফালন।
সময় থাকিতে কর শ্রীরামে ভজন॥
শুনি রক্ষোরাজ কোপে জ্বলিয়া উঠিল।
ঘৃতাহুতি যেন অগ্নিশিখাতে পড়িল॥
অতিবল কুম্ভকর্ণ যার সহোদর।
ইন্দ্রজিত সুত যার বীরের প্রবর॥
মোর পরাক্রম নাহি শুনিলি বানর।
জিনিলাম বাহুবলে সব সরাচর॥
বানর সহায় করি সাগর বান্ধিল।
ইহাতে রামের কিবা প্রভুতা বাড়িল॥
লঙ্ঘিবারে পারে খগ অনেক বারীশ।
তারা নাহি হয় বীর শুন জড় কীশ॥
মম ভুজ জলনিধি পূর্ণ বল জল।
যাহে ডুবে শূর-সুর মনুজ সকল॥
বিংশতি জলধি হেন অগাধ অপার।
হেন বীর কেবা পারে হইবারে পার॥
করিলাম দিকপালে সাগরে ক্ষেপণ।
করাইলি নৃপযশ আমারে শ্রবণ॥
যদি হয় তব নাথ সমর-সুভট।
কহিতেছ যার গুণ আমার নিকট॥
তবে দূত পাঠাইল কিসের কারণে।
লজ্জা নাহি করিবারে প্রীতি রিপুসনে।
হেরি মম বাহু হর-গিরির মথন।
করিতেছ কপি নিজ-প্রভু প্রশংসন॥
রাবণ সমান কভু হইল কে বীর।
যে কাটিল নিজ করে আপনার শির॥
প্রদানি আহুতি বহু বার হুতাশনে।
করিল সন্তুষ্ট অতি দেব পঞ্চাননে॥
আমার মস্তক যবে জ্বলিতে আছিল।
বিধির লিখিত অঙ্ক নয়নে পড়িল॥
হইবে নরের করে আমার নিধন।
হাসিলাম জানি বিধি-অসত্যবচন॥
বিচারিয়া কিছুমাত্র ত্রস্ত নহে মন।
লিখিল প্রলাপবাক্য বৃদ্ধ পদ্মাসন॥
অরে শঠ মম আগে কেবা বীর আন।
লজ্জা নাহি পুনঃপুনঃ নরের বাখান॥
শুনিয়া অঙ্গদ কহে শুনহ রাবণ।
সলজ্জ তোমার সম নাহি কোন জন॥
সহজ স্বভাব তব লজ্জাযুত হয়।
নিজগুণ নিজমুখে কেবা হেন কয়॥
মস্তক-কর্ত্তন হর-গিরির ধারণ।
বহুবার এই কথা করিলে কীর্ত্তন।

সেই ভুজবল তব কোথায় আছিল।
যখন হৈহয় বালী তোমারে জিনিল॥
অরে মূঢ়মতি তুমি করহ শ্রবণ।
মস্তক কাটিলে বীর না হয় কখন॥
বাজীকরগণে কেহ নাহি কহে বীর।
যারা নিজ করে কাটে আপন শরীর॥
মোহবশে জ্বলি যায় পতঙ্গ অনলে।
অতি ভার বহে পৃষ্ঠে গর্দ্দভ সকলে॥
বীরমধ্যে গণ্য তারা কভু নাহি হয়।
বুঝিয়া দেখহ মনে মূর্খ দুরাশয়॥
আর যেন বৃথা কথা-বৃদ্ধি নাহি কর।
আমার বচনে অভিমান পরিহর॥
না আইনু দূত আমি শুনহ রাবণ।
এত ভাবি রাম মোরে করিলা প্রেরণ।
এই কথা পুনঃপুন কহিলা কৃপাল।
নাহি গজারির যশ বধিলে শৃগাল॥
মনে মনে বুঝি আমি প্রভুর বচন।
তোমার কঠোর বাক্য সহিনু রাবণ॥
নতুবা করিয়া তব বদন-ভঞ্জন।
করিতাম জানকীরে লইয়া গমন॥
জানি তব বল আমি অধম সুরারি।
আন হরি ছল করি তুমি পরনারী॥
সেহেতু রাক্ষসপতি গরব বহুত।
রঘুপতি-সেবকের আমি হই দূত॥
রাম-অপমানে যদি ভয় না হইত।
এ কৌতুক লঙ্কাবাসী সকলে দেখিত॥
তব বল মথি তোরে ভূতলে ফেলিয়া।
উলট-পালট লঙ্কা নগর করিয়া।
মন্দোদরী সনে আমি সাগরে লইয়া।
ধরিতাম রাম-আগে মস্তক নমিয়া॥
না হবে বড়াই মম এমত করিলে।
কি পৌরুষ আছে বল মৃতেরে মারিলে।
কাম বশ, কৌল, আর বিমূঢ় কৃপণ।
অতীব দরিদ্র বৃদ্ধ অযশভাজন॥
সদা রোগবশ আর নিরন্তর-ক্রোধী।
শ্রীরাম-বিমুখশ্রুতি সাধুর বিরোধী॥
আপন শরীরপোষ্টা নির্দ্দয় দুর্জ্জন।
শব সম চতুর্দ্দশ থাকিতে জীবন॥
এত ভাবি, খল বধ না সাধি তোমার।
আর ক্রোধবৃদ্ধি যেন না কর আমার॥
শুনিয়া কহিল কোপে রাজা দশানন।
করে কর মাজি করি অধর দংশন॥
রে কপি মরণ তুমি চাহ আপনার।
ছোট মুখে বড় কথা কহ বারংবার॥
কহিতেছ কপি তুমি বিক্রম যাহার।
নাহি বুদ্ধি বল তেজ প্রতাপ তাহার॥
গুণ-অভিমানহীন মনে বিচারিয়া।
জনক যাহারে দিল বনে পাঠাইয়া॥
সে দুখে দুঃখিত অতি তাহে প্রিয়াহীন।
পুন মম ডরে হয় দিন দিন ক্ষীণ॥
করিছ যাহার গর্ব্ব তুমি রে বানর।
দিবানিশি খায় রক্ষঃ হেন বহু নর॥
রাঘবের নিন্দা যবে রাবণ করিল
বালীর নন্দন তবে কুপিত হইল।
হরি-হর-গুরু-নিন্দা শুনে যার কান।
মহা পাপ হয় তার গোবধ সমান॥
কড়মড় করি দন্ত কপির কুঞ্জর।
আছাড়িল ভুজদণ্ড ভূমির উপর।
কাঁপিয়া উঠিল মহী সভাসদগণ।
পলাইয়া যায় খর বহিল পবন॥
রাবণ পড়িতেছিল সামালি উঠিল।
ভূতলে মুকুট দশ খসিয়া পরিল॥
নিজ করে লয়ে কিছু মস্তকে পড়িল।
অঙ্গদ প্রভুর পাশে কিছু পাঠাইল॥
গগনে মুকুট আসে হেরি কপিগণ।
দিনে উল্কাপাত ভাবি করে পলায়ন॥
অথবা কপির কুল করিতে নিধন।
রাবণ কুলিশ চারি করিল প্রেরণ॥
হাসি রাম কহে কেহ নাহি কর ভয়।
উলকা অশনি রাহু কেতু উহা নয়॥
যে কিরীট শিরে ধরে রাজা দশানন।
পাঠাইল মম পাশে বালীর নন্দন॥
মারুতি কুদিয়া ধরি আনে প্রভু পাশ।
হেরে কপি রবিকর-সদৃশপ্রকাশ॥
এদিকে রাবণ কহে কুপিত হইয়া।
না পলায় কপি যেন মারহ ধরিয়া॥

সুগ্রীবকটকে পশি যত নিশাচর।
যথা পাও ধরি খাও ভালুক বানর॥
অকীশ ভূতল করি—কহি মম নাম।
জীয়ন্তে ধরিয়া আন সলক্ষ্মণ রাম॥
শুনিয়া সকোপ তবে কহে যুবরাজ।
বৃথা বিকত্থনে তব নাহি কিছু লাজ॥
গলা বাটি মর দুষ্ট কুলের পাংসন।
না হয় বিক্রম হেরি হিয়া-বিদারণ॥
অরে পর-নারী-চোর, কুমারগ-গামী।
দুরাত্মা মলের রাশি মন্দ-মতি কামী॥
রাবণ ইহার ফল তখন পাইবে।
যখন ভালুক কপি চপেট মারিবে।
রাঘব মানুষ যবে কহ এই বাণী।
কেননা রসনা তব খসে অভিমানী॥
খসিবে রসনা তব নাহিক সন্দেহ।
পড়িবে সমরে যবে শির সহ দেহ॥
বধিল বালীর প্রাণ যার এক শর।
সে কভু মনুজ হয় রে দশ-কন্ধর॥
থাকিতে হইলে অন্ধ বিংশতি লোচন
তোমার জনমে ধিক কুজাতি রাবণ॥
শোণিত-তৃষিত তব রাঘবের বাণ।
সেহেতু কহিছ কটু জড় যাতুধান॥
ভাঙ্গিতাম আমি তব দশন-নিকর।
কি করি না দিলা আজ্ঞা প্রভু রঘুবর॥
মনে হয় ভাঙ্গি তব দশটী বদন।
উপড়ি সমুদ্রে লঙ্কা করি নিমগন॥
গুবাক ফলের মত তব পুর হয়।
যেন এক জন্তু বসে সাগরে নির্ভয়॥
আমি কপি করি ফল সকল ভোজন।
খাইতে না দিল আজ্ঞা রাম নারায়ণ॥
হাসিয়া কহিল তবে রাক্ষসপ্রবর।
বচনচাতুরী কোথা শিখিল বানর॥
করিত না বালী কভু মিথ্যা বিকত্থন।
মিলিয়া তাপস সনে হইলি এমন॥
প্রকৃতই মিথ্যাবাদী হইব রাবণ।
যদি নাহি করি তব ভুজ উৎপাটন॥
রামের প্রতাপ কপি করিয়া স্মরণ।
করিল সভার মাঝে পদ প্রসারণ॥

নড়াইতে পার যদি আমার চরণ।
সীতারে হারিয়া রাম করিবে গমন॥
শুনহ সুভট সব কহে দশানন।
ধরিয়া কপির পদ করহ পেষণ॥
তবে ইন্দ্রজিত আদি যত বলবান্।
কপিরে ধরিতে উঠে বীরের প্রধান॥
অনেক যতন করি চরণ ধরিল।
বসিয়া রহিল কপি পদ না নড়িল।
পুন মেঘনাদ পদ করিল ধারণ।
নারে নড়াইতে কপিবরের চরণ॥
পাষণ্ড পুরুষ শুন উরগঅশন।
নারে উপাড়িতে মোহ-বিটপ যেমন।
কপি-পদ ভূমিতল যবে না ছাড়িল।
রিপুঅভিমান তবে বিগত হইল॥
হইলে অনেক বিঘ্ন যথা সাধুমন।
কখন ধরমপথ না করে বর্জ্জন॥
করিল কপির পদ সবে পরাজয়।
হেরিয়া উঠিল নিজে নিকষাতনয়॥
আসিতেছে ধরিবারে দেখি কপি কহে
তোমার পরশযোগ্য এ চরণ নহে।
অরে শঠ ধর গিয়া রামের চরণ।
রাবণ আইল ফির করিয়া শ্রবণ॥
হইল তেজের নাশ শ্রী হত হইল।
মধ্যাহ্নগগনে যেন চন্দ্রমা উঠিল॥
বসে সিংহাসনে আসি পাইয়া তরাস।
সকল সম্পদ যেন হইল বিনাশ॥
চর-অচরের প্রাণ পতি প্রভু রাম।
তাঁহাতে বিমুখ জনে লভে কি বিশ্রাম॥
ভ্রূকুটী-বিলাসে যার বিশ্ব কত শত
জনমিয়া পুন হয় ধ্বংসে পরিণত॥
তৃণেরে কুলিশ তৃণ কুলিশে যে করে।
তাঁহার দূতের গর্ব্ব কেবা খর্ব্ব করে॥
পরে কপি নানা নীতি-বিধান কহিল।
প্রাপ্তকাল দশানন কিছু না মানিল॥
রিপু-মদ মথি প্রভুযশ শুনাইয়া।
বালি-সুত গেল সভা হইতে উঠিয়া॥
যাইবার কালে রাজ-পুত্রে বিনাশিল।
শুনি রক্ষঃপতি অতি দুঃখিত হইল॥

নিরখি কপির বল নিশাচরকুল।
নাহিক নিস্তার ভাবি হইল ব্যাকুল॥
স্ববলে রিপুর বল করিয়া ধর্ষণ।
হরষিত বলরাশি বালীর নন্দন॥
পুলকিত-কলেবর সজল-লোচন।
রাম-পাদ-পদ্ম গিয়া করিল ধারণ॥
নিশামুখে দশমুখ অন্তঃপুরে গেল।
মন্দোদরী পুন তারে বহু বুঝাইল॥
ত্যজিয়া কুমতি কান্ত স্থির কর মন।
তব সনে রাঘবের নাহি শোভে রণ॥
সীতা-রক্ষা তরে রেখা লক্ষ্মণ যে দিল।
তাহারে লঙ্ঘিতে তব সামর্থ্য নহিল॥
কেমনে জিনিবে তাঁরে হইলে সমর।
যাহার দূতের কার্য্য তোমার গোচর॥
হেলায় হইয়া পার অপার সাগর।
পশিল নগর তব বানর-কুঞ্জর॥
রক্ষক বধিয়া তব কানন ভাঙ্গিল।
তোমার সমক্ষে অক্ষ-কুমারে বধিল॥
করিল তোমার পুর জারি ছারখার।
কোথা ছিল তবে বল-গরব তোমার॥
বৃথা গর্ব্বব ক্য আর না কর প্রয়োগ।
মম উপদেশে নাথ কর মনোযোগ॥
রাঘবে মানব বলি আর নাহি জান।
অতুলবিক্রম বিশ্ব-নাথ বলি মান॥
বাণের প্রতাপ তাঁর মারীচ বুঝিল।
মিথ্যা ভাবি তার কথা মনে না ধরিল॥
জনকসভায় ছিল অসঙ্খ্য ভূপতি।
তুমিও ছিলে হে তথা গরবিতমতি॥
লভিল জানকী রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া।
কেন না জিনিলে তবে বল প্রকাশিয়া॥
জয়ন্ত জানিল কিছু রাঘবের বল।
রাখে প্রাণ আখি রাম লইয়া কেবল॥
শূর্পণখা গতি নাথ স্বচক্ষে হেরিলে।
তথাপি হৃদয়ে তুমি লাজ না পাইলে॥
বিরাধ দূষণ খরে যে রাম মারিল।
অনায়াসে দুরাচার কবন্ধে বধিল॥
এক বাণে বালী বীরে করিল নিধন।
তাঁহারে মনুজ কহ বিংশতি-লোচন॥

হেলায় সাগর পরে সেতু যে বান্ধিল।
ভালুকপিগণ সহ সুবেলে আইল॥
কৃপানিকেতন দিনকর-কুল-কেতু।
হেথা পাঠাইল দূত তব হিত হেতু॥
পশিয়া সভার মাঝে মথে তব বল।
করি-যূথ-মাঝে যথা কেশরী প্রবল॥
অঙ্গদ পবন-সুত যার অনুচর।
সমরপণ্ডিত বীর বানর-প্রবর॥
তাঁহারে কেমনে প্রিয় কহ তুমি নর।
অন্তর হইতে বৃথা মদ দূর কর॥
আহা রাম সনে কান্ত করিলে বিরোধ।
কালবশ হেতু মনে না হইল বোধ॥
দণ্ড ধরি কাল কারে না করে সংহার।
হরি লয় বুদ্ধি বল ধরম বিচার॥
মহারাজ হয় কাল নিকট যাহার।
তোমার সদৃশ মতি-ভ্রম হয় তার॥
তব দুই সুতে কপি করিল নিধন।
আজিও সীতারে নাথ করহ অর্পণ॥
কৃপাময় রঘুবীরে করিয়া ভজন।
জগতে বিমল যশ করহ স্থাপন॥
নারীর বচন শুনি বিশিখসমান।
সভায় রাবণ গেল হইলে বিহান॥
সগর্ব্বে বসিল গিয়া সিংহাসন পর।
অতি অভিমানী বীর নির্ভয়অন্তর॥
এদিকে রাঘব-বালি-সুতেরে ডাকিল।
অঙ্গদ যাইয়া প্রভুচরণ বন্দিল॥
আদর করিয়া তারে আগে বসাইল।
কৃপালু খরারি তবে হাসিয়া কহিল॥
রক্ষঃকুল-শিরোমণি রাজা দশানন।
যাহার অতুল বল জানে ত্রিভুবন॥
তাহার মুকুট চারি হেথা পাঠাইলে।
কহ বাছা তুমি তাহা কেমনে পাইলে।
বালীর তনয় কহে শুনহ খরারি।
না হয় মুকুট উহা ভূপগুণ চারি॥
সাম দান দণ্ড আর রিপুকুল-ভেদ।
রাজার হৃদয়ে নাথ বসে কহে বেদ॥
এই চারি নীতি হয় ধর্ম্মের চরণ।
বুঝিয়া প্রভুর পাশে কৈল আগমন॥

ধর্ম্ম-হীন প্রভু-পদ-বিমুখ রাবণ।
নিতান্ত নিকট তার হইল মরণ॥
সেহেতু সে চারিগুণ তাহারে ত্যজিয়া।
আশ্রয় লইল প্রভু-চরণে আসিয়া॥
হাসিল কৌশল শুনি রাঘব উদার।
বালিসুত কহে তবে লঙ্কাসমাচার॥
অঙ্গদ কহিল যবে লঙ্কার খবর।
সচিবে ডাকিয়া তবে কহে রঘুবর॥
অভেদ্য রাবণ দুর্গে আছে চারিদ্বার।
কেমনে রোধিবে তাহা করহ বিচার॥
তবে ঋক্ষপতি কপি-পতি বিভীষণ।
রবিকুল-বিভূষণে করিয়া স্মরণ॥
চারিজনে মিলি মন্ত্র সুদৃঢ় করিল।
কপির কটকে চারি গুল্ম বানাইল॥
যথাযোগ্য সেনাপতি বাছি নিয়োজিল।
সেনানী-যূথপগণে বাছিয়া লইল॥
প্রভুর প্রতাপে সবে কহি বুঝাইল।
সিংহনাদ করি কপি ভালুক ধাইল॥
আনন্দে বন্দিল সবে প্রভুর চরণ।
ধাইল প্রস্তর তরু করিয়া ধারণ॥
করিছে ভালুক কপি তর্জ্জন গর্জ্জন
কহি জয় রঘুবীর কোশল-রাজন॥
দুর্গম লঙ্কার গড় বিশেষ জানিয়া।
প্রভু-বলে চলে কপি নির্ভয় হইয়া॥
ঘটাটোপ করি চারিদিকে আচ্ছাদিল
বদনে ভেরীর বাদ্য করিতে লাগিল॥
জয়তি রাঘব রাম জয়তি লক্ষ্মণ।
জয়তি সুগ্রীব ভূপ কহে কপিগণ॥
মহা কোলাহল লঙ্কা-নগরে হইল।
ডাক দিয়া দশানন শুনিয়া কহিল।
আইল বানর হেথা কালের প্রেরিত।
মম পুরবাসী যত রাক্ষস ক্ষুধিত॥
এত কহি অট্টহাসি রাবণ হাসিল।
ভোজন ভবনে আনি বিধি মিলাইল॥
চারিদিকে বীর সব করহ গমন।
ধরি ধরি ভালুকপি করহ ভোজন॥
ছিল এত অভিমানী রাবণের মন।
পদ তুলি করে যথা টিট্টিভ শয়ন॥

আদেশ পাইয়া চলে শত নিশাচর।
করে ধরি ভিন্দিপাল মুষল মুদ্গার॥
জাঠা জাঠি শেল শূল পরিঘ প্রচণ্ড।
কৃপাণ পরশু শক্তি আর গিরি চণ্ড॥
অরুণ উপলে যথা করি দরশন।
ধায় দ্রুতগতি খগ পিশিত অশন॥
চঞ্চু ভঙ্গদুখ নাহি বুঝিয়া যেমতি
দুরাচার মনুজাদ ধাইল তেমতি॥
গড়ের প্রাচীরমঞ্চে কৈল আরোহণ।
নানায়ুধ শর চাপ করিয়া ধারণ॥
প্রাচীরমঞ্চের পরে শোভিছে কেমন।
মেরু-শৃঙ্গপরে শোভে জলদ যেমন॥
তালে তালে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল।
শুনিয়া বীরের মনে সুখ উপজিল॥
বাজিতেছে তুরী-ভেরী বাদ্য অগণন।
ভয় পায় কাপুরুষ করিয়া শ্রবণ॥
রাক্ষস সহিতে নারে কপি-উপহাস।
বিশালশরীর নাহি মনে কিছু ত্রাস॥
অগম সুগম পথ না করে দর্শন।
লইয়া প্রস্তর করে করিছে ভ্রমণ॥
কড়মড় করি দন্ত করিছে গর্জ্জন।
অধরে দংশিয়া দন্ত করিছে তর্জ্জন॥
কহিতেছে নিশাচর রাবণের জয়।
বানর রাঘব-জয় উচ্চৈঃস্বরে কয়॥
প্রস্তর নিক্ষেপ করে যত নিশাচর।
কুদিয়া ধরিছে করে ভালুক বানর॥
ধরিয়া প্রস্তর খণ্ড, ভালুক মর্কট চণ্ড,
নিক্ষেপ করিছে গড় পরে।
করিয়া চরণাঘাত, কোন অংশ করি পাত,
পুন আসে কটক ভিতরে॥
অরুণ আদিত্য সম, বিপুল বল বিক্রম,
গড় পরে করে আরোহণ।
সর্ব্বথা নির্ভয় মন, ভালুক বানরগণ,
রাম যশ করিছে কীর্ত্তন॥
কোন কপি নিশাচরে আনি নিজ বশে।
ধরিয়া কটক মাঝে দ্রুতগতি পশে॥
কপিরে মস্তক পরে কোন নিশাচর।
হেরিয়া আপনি পড়ে ভূমির উপর॥

রামের প্রতাপে বলী ভালুকপিযূথ।
মর্দ্দন করিছে রণে রাক্ষস বরূথ ॥
হেথা সেথা গড় পরে আরোহে বানর।
কহি জয় রঘুবীর বল দিবাকর ॥
রাক্ষসনিকর করে ভয়ে পলায়ন।
প্রবল পবন-বলে অনল যেমন ॥
হাহাকার করে হত লঙ্কাপুর জন।
দুর্ব্বল-বালক-নারী করিছে রোদন ॥
রাবণে করিছে সবে গালি বরিষণ।
যে করিছে রাজ্য ডাকি আনিয়া শমন ॥
পলায় রাক্ষস ভয়ে শুনিল যখন।
এ আদেশ প্রচারিল রাবণ তখন ॥
সমরবিমুখ আমি যাহারে শুনিব।
করালকৃপাণাঘাতে তাহারে বধিব ॥
মম অনুগ্রহ ভোগ বিশেষ করিয়া।
আইলে সমর ত্যজি পরাণ লইয়া ॥
সকলে পাইল ভয় এ কথা শুনিয়া।
পুন প্রবেশিল রণে লজ্জিত হইয়া ॥
মরণ-সম্মুখ-রণে বীর-সুখকর।
বুঝিয়া পশিল রণে রক্ষোবীরবর ॥
বিবিধ আয়ুধ ধরি যত নিশাচর।
ভালুকপি সনে রণে হল অগ্রসর ॥
পরিঘ আঘাতে সবে করে জর জর।
পলাইল ভালুকপি ছাড়িয়া সমর ॥
কেহ কহে কোথা বালিসুত, হনুমান।
কেহ কহে কোথা নল নীল বলবান ॥
আছিল পশ্চিম দ্বারে পবন-নন্দন।
হইল ব্যাকুল শুনে নিজ সেনাগণ ॥
করিতে আছিল তথা মেঘনাদ রণ।
হইল দুষ্কর সেই দ্বারের ভঞ্জন ॥
মারুতির মনে অতি ক্রোধ উপজিল।
প্রলয় জলদ সম গরজি উঠিল ॥
কুদিয়া লঙ্কার গড় উপরে আইল।
ইন্দ্রজিৎ পরে গিরি প্রহার করিল ॥
সারথিরে নিপাতিয়া স্যন্দন ভাঙ্গিল।
রাবণি-হৃদয়ে পদ প্রহার করিল ॥
অপর সারথি তারে ব্যাকুল জানিল।
অন্য রথে চড়াইয়া ভবনে আনিল ॥

একাকী পবনসুত গেছে গড় পর।
শুনিয়া চলিল তথা অঙ্গদ বানর ॥
রামের প্রতাপ করি অন্তরে স্মরণ।
করিতে লাগিল দুই বীর মহারণ ॥
রাবণ ভবনে গিয়া উভয়ে উঠিল।
গগন ভেদিয়া রাম-জয় ফুকারিল ॥
কলশ সহিত চূড়া ভাঙ্গিতে লাগিল।
নিরখি রাক্ষসকুল আকুল হইল ॥
রাক্ষস-রমণী করে বক্ষে করাঘাত।
আইল বানর দুই করিতে উৎপাত ॥
করিয়া বানরলীলা দুই বীরবর।
যাতুধানাঙ্গনা গণে দেখাইছে ডর ॥
কাঞ্চনের থাম্বা করে করিয়া ধারণ।
করে বাহুবলে উভে তাহা উৎপাটন ॥
রিপু কটকের মাঝে কুদিয়া পড়িল।
রাক্ষস সেনারে ধরি মারিতে লাগিল ॥
চরণ প্রহার করি ডাক দিয়া কয়।
যে না ভজে রামে তার এই ফল হয় ॥
কোন কোন রাক্ষসের মস্তক কাটিয়া।
দিতেছে ভুজের বলে তাহা চালাইয়া ॥
রাবণের আগে গিয়া পড়িতেছে মুণ্ড।
মনে হয় ফুটিতেছে যেন দধি কুণ্ড।
বীরের মুখর যত সেনামাঝে ছিল
ধরি পদে প্রভু পাশে তাদেরে প্রেরিল ॥
কহিতেছে বিভীষণ তাহাদের নাম।
রাঘব করিয়া কৃপা দেয় নিজ ধাম ॥
যে করিত নর মাংস আমিষ ভোজন।
সে পাইল গতি যাহা বাঞ্ছে যোগিজন ॥
রাঘব মৃদুলচিত করুণা-আকর।
জানি তাঁরে অরি ভাবে ভাবে নিশাচর ॥
তাদেরে পরমগতি করিল প্রদান।
কেবা আছে দয়াময় রামের সমান ॥
ভ্রম ত্যজি যে না করে সে রামে ভজন।
অতি মূঢ়মতি সেই হতভাগ্য জন ॥
অঙ্গদ মারুতি করি লঙ্কায় প্রবেশ।
মথে অরিবল শুনি কহে কোশলেশ ॥
লঙ্কাপুরে কপিদ্বয় শোভিছে কেমন।
মথিছে সিন্ধুরে দুই মন্দর যেমন

মর্দ্দি রিপুবল হেরি দিবা অবসান।
কুদিয়া আইল দোঁহে যথা ভগবান্ ॥
প্রভুর চরণে আনি শির নোয়াইল।
সুভট নিরখি রাম আনন্দ পাইল ॥
দোঁহা পরে কৃপাদৃষ্টি রাঘব করিল।
উভয়ে বিগত-শ্রম তখন হইল ॥
অঙ্গদ মারুতি উভে স্কন্ধাবারে গেল।
শুনিয়া ভালুক কপি ফিরিয়া আইল।
সন্ধ্যা সমাগমে বল রাক্ষস পাইল।
কহি জয় দশানন সমরে ভিরিল ॥
নিশাচরচমূ হেরি বানর ফিরিল।
দন্ত কড়মড় করি রণে প্রবেশিল ॥
কপি নিশাচরে রণ তুমুল বাধিল।
পরাজয় কার সনে কেহ না মানিল।
যত নিশাচর ধরে অমিত বিক্রম
বলী বলীমুখ রণে কুশল পরম ॥
সবল-যুগল দল সম অতি-যোধ।
বিবিধ সমর খেলা করে করি ক্রোধ ॥
বরষা জলদ সনে শারদীয় ঘন।
বায়ুবশে চলি যেন করিতেছে রণ ॥
মায়া বিস্তারিয়া অতি-কায় অকম্পন।
বিচলিত করে আসি কপিসৈন্যগণ ॥
অন্ধকারে রণাঙ্গন আবৃত হইল।
স্বপক্ষ বিপক্ষ কেহ চিনিতে নারিল ॥
ধর মার খাও সব করে উচ্চারণ।
রুধির উপল ধূলি হতেছে বর্ষণ ॥
সকল মরম রাম বুঝিতে পারিল।
বালিসুত হনুমানে ডাকি আনাইল ॥
তাদেরে কহিল প্রভু সব বিবরণ।
বানরকুঞ্জর ধায় করিয়া শ্রবণ ॥
তবে কৃপাময় হাসি চাপে গুণ দিল।
জুড়িয়া পাবক বাণ ত্বরিত ছাড়িল ॥
অন্ধকার নাহি দিক হইল প্রকাশ।
জ্ঞানের উদয়ে যথা সংশয় বিনাশ ॥
তিমির-রহিত দিক করি দরশন।
সমরে পশিল গতভয় কপিগণ ॥
রণ-ভূমে দুই বীর করে বিচরণ।
সিংহনাদ শুনি অরি করে পলায়ন।
পলায়ন কালে কপি রাক্ষসে ধরিয়া।
সবেগে সাগর মাঝে দেয় ফেলাইয়া ॥
মকর উরগ তিমি ধরি ধরি খায়।
কেহ কেহ গড় মাঝে পলাইয়া যায় ॥
এমতে রিপুর বল করি বিচালিত।
গরজে মর্কট ভালু হয়ে হরষিত ॥
চারি কপি যূথ জানি রজনী প্রবেশ।
আইল সেথায় যথা ছিল হৃষীকেশ ॥
কৃপাদৃষ্টি করে যবে কমললোচন।
হইল বিগত-শ্রম বানর তখন ॥
লঙ্কায় সচিবে ডাকি রাজা দশানন।
কহিল সবার সনে রণ-বিবরণ ॥
আজি অর্দ্ধ সৈন্য কপি করিল সংহার।
উপায় কি করি এবে করহ বিচার ॥
মাল্যবান নামে এক বৃদ্ধ নিশাচর।
রাবণের মাতামহ মন্ত্রীর প্রবর ॥
উঠিয়া কহিল নীতি-সঙ্গত বচন
মম উপদেশ তাত করহ গ্রহণ ॥
যেদিন হইতে হরি আনিলে সীতারে।
নানা কুলক্ষণ দেখি লঙ্কার মাঝারে ॥
নিগম-পুরাণ-বেদ যাঁর গুণ গায়।
তাঁহাতে বিমুখ কিহে সুখ কভু পায় ॥
হিরণ্যকশিপু আর কনক-লোচন।
বীরের অগ্রণী দুই দিতির নন্দন ॥
অসুর কৈটভ মধু মহাবলবান
যে বধিল অবতরি তাদের পরাণ ॥
খল বধ লাগি সেই কৃপার নিধান।
অবতীর্ণ রবিকুলে রাম ভগবান ॥
বিরিঞ্চি-শঙ্কর সেবে যাহার চরণ।
বিরোধে তাঁহার সনে কিবা প্রয়োজন ॥
ত্যজিয়া বৈরতা কর সীতারে অর্পণ।
কৃপানিধি রাঘবের লইয়া শরণ ॥
লাগিল তাহার বাক্য বাণের সমান।
কটূক্তি করে তারে রাক্ষস-প্রধান ॥
বৃদ্ধ বলি না করিনু তোমারে নিধন।
আর যেন মোর নাহি দেখাও বদন ॥
মাল্যবান নিজমনে করে অনুমান।
রাম-শরে দশানন হারাবে পরাণ ॥

উঠিয়া চলিল তেঁহ কহিয়া দুর্ব্বাদ।
অতি কোপ ভরে তবে কহে মেঘনাদ ॥
প্রভাতে দেখিবে সবে যে কার্য্য করিব।
প্রকাশিয়া তাহা আমি কিবা জানাইব ॥
পুত্রের বচন শুনি ভরসা পাইল।
প্রীতি সহ দশমুখ পাশে বসাইল ॥
করিতে মন্ত্রণা স্থির প্রভাত হইল।
চারি দিকে ভালু কপি গর্জ্জিতে লাগিল
দুর্গম লঙ্কার গড় বানর ঘেরিল।
অতিশয় কোলাহল নগরে হইল ॥
ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র নিশাচর ধায়।
দুর্গের প্রাচীরে থাকি শিখর চালায় ॥
করিতে লাগিল বহু প্রস্তর ক্ষেপণ।
প্রলয় জলদ যেন করিয়া গর্জ্জন ॥
প্রহারে জর্জ্জর তনু হইল বানর।
নিক্ষেপিল তবু গিরি গড়ের উপর ॥
মেঘনাদ এ সম্বাদ শুনিল যখন।
সবলে আসিয়া বলে সমর-প্রাঙ্গণ ॥
কোথা সে লক্ষ্মণ কোথা রাম রঘুবর।
ত্রিভুবন খ্যাত বীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর ॥
সুগ্রীব দ্বিবিদ কোথা কোথা নীল নল।
কোথা বালিসুত কোথা হনু মহাবল।
কোথা সেই ভ্রাতৃদ্রোহী দুষ্ট বিভীষণ
তাহারে সমরে আজি করিব নিধন ॥
এত কহি ধনুর্গুণ আকর্ণ টানিল।
শাণিত করালবাণ সন্ধান পূরিল ॥
ধনুক হইতে শর ছাড়িতে লাগিল।
সপক্ষ ভুজগ যেন অসংখ্য ধাইল ॥
যেথানে সেখানে পড়ে ভালুক বানর।
সম্মুখ হইতে নাহি পায় অবসর ॥
রণে ভঙ্গ দিয়া কপি ভাগ্য পলাইল।
যুদ্ধ অভিলাষ তবে সকলে ত্যজিল ॥
হেন কপি রণস্থলে কেহ না রহিল।
প্রাণমাত্র অবশেষ যার না হইল ॥
মারে দশ দশ শর পড়ে যত বীর।
সিংহনাদ করে মেঘনাদ রণধীর ॥
নিরখি পবন-সুত কটকে বিহাল
হইয়া কুপিত অতি ধায় যেন কাল ॥
প্রকাণ্ড ভূধর এক উপাড়ি লইল।
ক্রোধ ভরে ইন্দ্রজিতে প্রহার করিল ॥
রাবণি গিরিরে দেখি গগনে উঠিল।
অশ্ব রথ সহ চূর্ণ সারথি হইল ॥
বারম্বার হনুমান করিল আহ্বান।
আইল নিকটে নাহি তবু যাতুধান ॥
রামের সমীপে তবে গেল ঘন-নাদ।
প্রভুরে কহিল গিয়া বহু কটু বাদ ॥
রাবণি বিবিধ অস্ত্র প্রভুরে মারিল।
কৌতুকে রাঘব সব কাটি নিবারিল ॥
প্রভুর প্রতাপ হেরি কোপ উপজিল।
নানা মায়াজাল তবে রাবণি সৃজিল ॥
যার মায়াবলে বশ ব্রহ্মা ত্রিলোচন।
তাঁহারে দেখায় মায়া রাবণনন্দন ॥
গগনে উঠিয়া করে অঙ্গার বর্ষণ।
হয় ভূমিতলে জল-ধারার পতন ॥
বিবিধ মূরতি ধরি পিশাচ পিশাচী।
মার ধর খাও ধ্বনি করিতেছে নাচি।
কভু অস্থি কভু কেশ রুধির কখন।
প্রচণ্ড উপল কভু করিছে বর্ষণ ॥
বরষিয়া করে ঘোর অন্ধকার।
নাহি সুঝে আপনার করের বিস্তার ॥
সে মায়া হেরিয়া কপি ব্যাকুল হইল।
সবার মরণ আজি নিশ্চয় করিল ॥
কৌতুক দেখিয়া রাম ঈষৎ হাসিল।
সভয় ভালুক কপি অন্তরে বুঝিল ॥
এক বাণে সব মায়া কাটি দূর করে।
নিবিড় তিমির যথা দিনকর হরে ॥
কৃপাদৃষ্টি করে প্রভু সবার উপর।
রাক্ষস বানরে পুন বাধিল সমর ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সুমিত্রানন্দন।
অঙ্গদাদি সনে চলে করিবারে রণ ॥
বিশাল হৃদয় বাহু জলজ-নয়ন।
হিমগিরি সম কিবা লোহিত বরণ ॥
পাঠাইল বহু বীর পুন দশানন।
আইল বিবিধ অস্ত্র করিয়া ধারণ ॥
ভূধর বিটপ অস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
ধায় কপি জয় রাম করি উচ্চারণ।

নিজ নিজ সমযোদ্ধা বাছিয়া লইল ॥
পরস্পরে জয় ইচ্ছা প্রবল হইল ॥
মুষ্টি দন্ত পদাঘাত গিরির পাতন।
করিয়া করিছে কপি রাক্ষসে নিধন ॥
মার মার ধর ধর ধরি ধরি মার।
ছেদন করিয়া ভুজ মস্তক উপাড় ॥
রহিল এরূপ ধ্বনি পূরি নভ খণ্ড।
যেখানে সেখানে উঠে কবন্ধ প্রচণ্ড ॥
গগনে কৌতুক দেখে যত সুরগণ।
কখন বিস্ময় পায় আনন্দ কখন ॥
সমরে আহত বীর বিরাজে কেমন।
হইলে কিংশুক তরু পুষ্পিত যেমন ॥
রাঘব-অনুজ ইন্দ্র-জিৎ দুই যোধ।
পরস্পরে করে রণ করি অতি ক্রোধ ॥
উভয়ে কাহারে কেহ জিনিতে নারিল
যদিও বিবিধ ছল রাক্ষস করিল ॥
লক্ষ্মণ তখন কোপে জ্বলিয়া উঠিল।
রাবণির হয় রথ সারথি নাশিল ॥
প্রহারি অসংখ্য শর তাহার উপরে।
প্রাণমাত্র অবশেষ রাক্ষসের করে ॥
রাবণি আপন মনে করে অনুমান।
হইল সঙ্কট এবে যায় বুঝি প্রাণ ॥
বীর-সংহারিণী শক্তি তবে সে ছাড়িল।
জ্বলিতে জ্বলিতে গিয়া হৃদয়ে পড়িল ॥
শক্তির আঘাতে বীর মূর্চ্ছিত হইল।
মেঘনাদ ত্যজি ডর নিকটে যাইল ॥
ধরিয়া আনিতে তাঁরে করিল যতন।
রাবণ নন্দন বীর করি প্রাণপণ ॥
যাঁর শিরে আছে বিশ্ব সর্ষপ সমান।
ভুবন আধার দেব অনন্ত শ্রীমান্ ॥
কোটি শত যোদ্ধবর মেঘনাদ সম।
নড়াইতে নারে যাঁরে করিয়া বিক্রম।
রাঘব অনুজে তবে নড়াইতে নারি।
চলিয়া আইল তাঁরে ছাড়িয়া সুরারি ॥
শুনহ গিরিজে যার ক্রোধ-হুতাশন।
করে আশু চতুর্দ্দশ ভুবনে দহন ॥
তাঁহারে সমরে কেবা জিনিবারে পারে।
সুর নর চরাচর সদা সেবে যারে ॥
বুঝিবারে এ কৌতুক পারে সেই জন।
যারে কৃপা করে রাম কমললোচন ॥
রাক্ষস বানর হেরি দিবা অবসান।
সমর ত্যজিয়া সবে করিল প্রয়াণ ॥
অমিত ব্যাপক ব্রহ্ম ভুবন ঈশ্বর।
পুছিল লক্ষ্মণ কোথা করুণা-আকর ॥
হেনকালে হনুমান তাঁহারে আনিল।
নিরখি রাঘব শোকে আকুল হইল ॥
রাঘবে কাতর দেখি কহে জাম্ববান্।
আমার বচনে দেব কর অবধান ॥
লঙ্কাপুরে আছে এক বৈদ্যের প্রধান।
সুষেণ তাহার নাম শাস্ত্রে জ্ঞানবান ॥
তাহারে আনিতে দূত করহ প্রেরণ।
যে পশিবে পুরে করি আত্ম সঙ্গোপন ॥
লঘু রূপ ধরি তবে হনুমান গেল।
ভবন সহিত তারে ত্বরিত আনিল ॥
রাঘব চরণ আসি সুষেণ বন্দিল।
ঔষধ গিরির নাম সকল কহিল ॥
ঔষধ আনিতে এবে পবন-নন্দন।
অবিলম্বে নভ পথে করুক গমন ॥
জুড়িয়া যুগল কর কহে হনুমান।
না কর লক্ষ্মণ তরে শোক ভগবান ॥
পাইলে আদেশ তব শশীরে গালিয়া।
আনি দিতে পারি সুধা বদনে ঢালিয়া ॥
আজ্ঞা হয় যদি সুরলক্ষ্মীরে আনিব।
যমে বধি সুখী আজি সবারে করিব ॥
গগন হইতে কাটি রবিরে পাড়িব।
তোমার রিপুর দ্বারে রাহু বসাইব ॥
কহ ব্রহ্মা হরি হরে হেথায় আনিব।
লক্ষ্মণ অমর পুনঃ পুনঃ কহাইব ॥
করিব পাতালে গিয়া নাগের নিধন।
করিব আনিয়া সুধা লক্ষ্মণে চেতন ॥
আজ্ঞা মাত্রে নিজ দেহ করিব বর্জ্জন।
যদি তাহে প্রাণ পায় সুমিত্রানন্দন ॥
যে রুচি তোমার মনে হয় ভগবান।
সেমত আদেশ মোরে করহ প্রদান
করিয়া শপথ কহি কমল-লোচন।
প্রভুর প্রতাপবলে করিব সাধন ॥

রাম-পাদ-পদ্ম করি হৃদয়ে ধারণ।
আনিতে ঔষধ চলে পবন-নন্দন ॥
রাবণের দূত এক এ মর্ম্ম জানিয়া।
তাঁহারে কহিল দ্রুত লঙ্কায় আসিয়া ॥
দশমুখ কালনেমি-ভবনে আইল।
করিতে হনুর বিঘ্ন আদেশ করিল ॥
তোমার সমক্ষে তব নগরে যে জারে।
তাহার পথের বিঘ্ন কে করিতে পারে ॥
করহ আ ন হিত রাঘবে ভজিয়া।
বৃথা অভিমান গর্ব্ব মনে না রাখিয়া ॥
নীল সরোরুহ-তনু মনোহর শ্যাম।
ধরহ হৃদয়ে রাম নেত্র অভিরাম ॥
মদাদিক অহঙ্কার করহ বর্জ্জন।
ত্যজি মহামোহ-নিদ্রা কর জাগরণ ॥
মহাকাল ধ্যানে করে যে রাম ভজন।
পারে কি জিনিতে তাঁরে করি কেহ রণ ॥
শুনিয়া রাবণ কোপে জ্বলিয়া উঠিল।
দেখি কাল-নেমি মনে বিচার করিল ॥
না পালি আদেশ যদি রাবণ বধিবে।
গেলে রামদূত মোরে নিশ্চয় মারিবে ॥
যদি রামদূত বধে পাইব সুগতি।
হইবে নরক যদি বধে লঙ্কাপতি ॥
এত ভাবি মায়াবলে করিয়া গমন।
রচে পথ-মাঝে রম্য গৃহ উপবন ॥
মারুতি পশিল হেরি সুন্দর আশ্রম।
করি জল পান দূর করিবারে শ্রম ॥
রাক্ষস কপট বেশে আছে বিরাজিত।
চাহে মায়াপতি দূতে করিতে মোহিত ॥
যাইয়া পবনসুত চরণ বন্দিল।
নিশাচর রাম গুণ কহিতে লাগিল ॥
রাবণের মহারণ রাম সনে হয়।
জিনিবে রাঘব তাহে নাহিক সংশয় ॥
আমি আছি তপোবনে লঙ্কাপুরে রণ।
জ্ঞানদৃষ্টি বলে সব করি দরশন ॥
চাহিলে বানর জল কমণ্ডলু দিল।
না হবে পিপাসা-শান্তি এ জলে কহিল ॥
আসিবে সত্বরে করি সরোবরে স্নান।
তোমারে দিব হে দীক্ষা প্রাপ্ত হবে জ্ঞান।
স্নান করিবারে কপি নামিল যখন।
ধরিল মকরী এক তাহার চরণ ॥
পবন-নন্দন তার জীবন বধিল।
ধরি দিব্য তনু সুর-পুরে প্রবেশিল ॥
কহিল দরশে তব দূরে গেল পাপ।
হইল খণ্ডন আজি মুনিবর শাপ ॥
যাহারে ভেবেছ মুনি নিশাচর ঘোর।
নিশ্চয় জানিবে সত্য এ বচন মোর ॥
অপ্সরা একথা কহি করিল গমন।
রাক্ষস নিকটে কপি করে আগমন ॥
কহিল দক্ষিণা আগে করহ আদান।
পশ্চাতে করিবে মন্ত্র আমারে প্রদান ॥
লাঙ্গুলে লপটি শির পরাণ বধিল।
মরিবার কালে রক্ষে মূর্ত্তি প্রকাশিল ॥
রাম রাম রাম কহি ছাড়িল পরাণ।
শুনিয়া হরষে চলে বীর হনুমান ॥
হেরিল পর্ব্বত নাহি ঔষধ চিনিল।
ভুজবলে গিরিবর উপাড়ি লইল ॥
মস্তকে ধরিয়া গিরি গগনে উঠিল।
অযোধ্যা আকাশে যবে আসি পঁহুছিল ॥
হেরিয়া ভরত করে মনে অনুমান।
এ ঘোর নিশীথে যায় কোন যাতুধান ॥
ফলকবিহীন এক শায়ক মারিল।
রাম রাম কহি কপি ভূতলে পড়িল।
সে প্রিয় বচন শুনি ভরত ধাইল।
ব্যাকুল হইয়া কপিসমীপে যাইল ॥
বানরে কাতর দেখি হৃদয়ে ধরিল।
অনেক যতন করি চেতন করিল ॥
পাইল দারুণ দুখ মুখ শুকাইল।
সজল লোচনে তবে কহিতে লাগিল।
যে বিধি আমারে রাম-বিমুখ করিল।
সে নিঠুর বিধি আজি এই দুঃখ দিল।
যদ্যপি আমার মন শরীর বচনে।
থাকে অকপট প্রেম রাঘব-চরণে ॥
হউক বানর তবে গতশ্রম-শূল।
যদি রঘুপতি মোর পর অনুকূল ॥
বচন শুনিয়া উঠি বসিল কপীশ।
কহিয়া জয়তি জয় কোশল অধীশ ॥

ভরত বানরে ধরি হৃদে লাগাইল।
সজল নয়ন অঙ্গে পুলক হইল॥
হৃদয়ে না ধরে প্রীতি উঠে উথলিয়া।
রঘুকুলমণি রামে স্মরণ করিয়া॥
আছেত কুশলে তাত সুখের নিধান।
জননী জানকী মম অনুজ শ্রীমান॥
সংক্ষেপে কহিল কপি সব বিবরণ।
পাইল ভরত শোক করিয়া শ্রবণ।
অহহ বিধাত আমি কেন জনমিনু।
প্রভুর কোনও কার্য্য আমি না করিনু॥
কুসময় জানি হৃদে ধৈরয ধরিল।
পুনরায় কপিবরে কহিতে লাগিল॥
পাইবে এ কথা শুনি দুখ মাতৃগণ।
তাদেরে সান্ত্বনা করি করহ গমন॥
শুনি কপি ভবনের ভিতরে চলিল।
জননী সকলে সব কথা শুনাইল॥
লক্ষ্মণ আহত যবে সুমিত্রা শুনিল।
হৃদয়ে আনন্দ আর শোক উপজিল॥
কহে ধন্য ত্রিভুবনে আমার নন্দন।
প্রভুকার্য্যে দিল আজি আপন জীবন
পরন্তু আমার মন এক দুঃখে দীন।
এ বিপদ কালে রাম হল ভ্রাতৃহীন॥
ভাবিয়া কহিল বাছা রিপু নিসূদন।
তোমার প্রভুর পাশে করহ গমন॥
শুনিয়া শত্রুঘ্ন মহা আনন্দ পাইল।
বিধির ইচ্ছায় যেন বন্ধন কাটিল॥
শুনিয়া সুমিত্রা বাক্য মারুতি কহিল।
শত্রুঘ্নে যাইতে আজ্ঞা প্রভু নাহি দিল॥
রাম-মাতা কহে কবে ভরিয়া নয়ন।
হেরিব আবার আমি পুত্রের বদন॥
হনুমান কহে মন সবে কর স্থির।
আসিবে লক্ষ্মণ সীতা সনে রঘুবীর॥
যাইতে বিলম্ব তব হইবে হে তাত।
না পাবে লক্ষ্মণ প্রাণ হইলে প্রভাত॥
গিরিসহ মম শরে কর আরোহণ।
নিমেষে রাঘব পাশে করিব প্রেরণ॥
শুনি উপজিল কপি মনে অভিমান।
সহিবে কি মম ভার ভরতের বাণ॥

রামের প্রতাপ পুন করিয়া বিচার।
চরণ বন্দিয়া কহে বায়ুর কুমার॥
তোমার মহিমা তাত হৃদয়ে ধরিয়া।
বাণের সদৃশ আমি যাইব চলিয়া॥
ভরতের বাহুবল সরল স্বভাব।
প্রভু-পাদ-পদ্ম রতি পিরীতি সদ্ভাব॥
যাইতে যাইতে কপি যত চিন্তা করে।
ততই বিস্ময় তার উপজে অন্তরে॥
রজনী দ্বিযাম গত কপি না আইল।
অনুজে ধরিয়া রাম হৃদয়ে লইল॥
নারিলে সহিতে দুখ আমার কখন।
তোমার স্বভাব অতি কোমল লক্ষ্মণ॥
মম হিত লাগি পিতা মাতারে ত্যজিলে।
বনে আসি হিম বাত আতপ সহিলে॥
কোথা সেই অনুরাগ তোমার এখন।
কেন নাহি উঠ শুনি কাতর বচন॥
তোমার বিয়োগ যদি আগে জানিতাম।
পিতার আদেশ তবে নাহি পালিতাম।
রমণী সম্পদ সুত গৃহ পরিবার।
ভুবন ভিতরে হয় যায় বারম্বার॥
এত বিচারিয়া মনে জাগ রে লক্ষ্মণ।
নাহি মিলে সহোদর খুঁজি ত্রিভুবন॥
পক্ষ বিনা খগপতি যথা হয় দীন।
মণি বিনা ফণী করিবর কর-হীন॥
আমার জীবন তথা বিয়োগে তোমার।
যদি জড় বিধি রাখে এ প্রাণ আমার॥
কোন্ মুখে অযোধ্যায় করিব গমন।
হারাইয়া প্রিয়বন্ধু নারীর কারণ॥
বরঞ্চ জগতে মম অযশ রহিত।
সীতা হারাইয়া হেন ক্ষতি না হইত॥
তোমার এ দশা তাত করি দরশন।
না হয় নিঠুর মম হিয়া বিদারণ॥
সুমিত্রা মাতার তুমি অগ্রজ কুমার।
তুমি তাত জননীর প্রাণের আধার॥
তোমারে সঁপিল মাতা ধরি মম কর।
আমারে জানিয়া তব সুখ হিতকর॥
উত্তর কি দিব আমি তাঁহারে যাইয়া॥
উঠিয়া আমারে তাত দেহ শিখাইয়া॥

এমতে করিছে শোক শোকবিমোচন।
রাজীব-নয়নে করি অশ্রু বরিষণ॥
অখণ্ড রাঘব উমে করহ শ্রবণ।
নরের উচিত লীলা করিছে নাটন॥
প্রভুর বিলাপ শুনি বানরনিকর।
দারুণ দুখের ভরে হইল কাতর॥
হেন কালে গিরিসহ হনুমান্ তথা।
করুণা-মাঝে বীররস যথা॥
হনুরে ভেটিল রাম হয়ে হরষিত।
পরম কৃতজ্ঞ প্রভু ভক্ত-জন-হিত॥
সত্বরে সুষেণ তবে উপায় করিল।
নীরোগ হইয়া উঠি লক্ষ্মণ বসিল॥
লঙ্কায় সুষেণ কপি রাখিয়া আইল।
যেরূপে তাহারে তথা হইতে আনিল॥
রাবণ শুনিল যবে এই বিবরণ।
পুনঃপুন করে নিজ মস্তক ধুনন॥
ব্যাকুল হইয়া কুম্ভকর্ণপাশে গেল।
করিয়া যতন বহু তারে জাগাইল॥
তার রূপ হেরি মনে হইল তখন।
করিল করাল কাল-মূরতি ধারণ॥
শুন ভ্রাত দশানন।
শুকাইল তব মুখ কিসের কারণ॥
বিবরি সকল কথা কহিল রাবণ।
যেমতে আনিল করি সীতারে হরণ॥
বনের বানর রক্ষঃকুল বিনাশিল।
মহা মহাবীরগণ প্রাণ হারাইল॥
দেবান্তক দুরমুখ মনুজভোজন।
রক্ষঃ শিরোমণি অতিকায় অকম্পন॥
মহাপার্শ্ব মহোদর আদি যত বীর।
মরিল বানর-করে সব রণধীর॥
শুনিয়া কহিল কুম্ভকর্ণ বলবান্।
বিশ্বজননীরে হরি চাহ কি কল্যাণ॥
ভাল না করিলে রক্ষঃকুলবিভূষণ।
এবে জাগাইয়া মোরে কিবা প্রয়োজন॥
এখনও অভিমান করিয়া বর্জ্জন।
হইবে কুশল রামে করহ ভজন॥
হয় কি মানব রঘুকুলের নায়ক।
পবননন্দন বীর যাহার সেবক॥
বড় অপরাধ তুমি করেছ রাজন্
আগে না করিলে কেন আমারে চেতন
বিরোধ করিলে প্রভু সনে দশানন।
বিরিঞ্চি শঙ্কর সেবে যাঁহার চরণ॥
যে জ্ঞান নারদ দিল হইয়া সদয়।
তোমারে কহিতে মোর না ছিল সময়॥
হৃদয়ে ধরিয়া মোরে দেহ আলিঙ্গন।
যাইব করিতে আমি সফল লোচন॥
শ্যামল সুন্দর পদ্মপলাশ নয়ন।
যাইয়া হেরিব তাপ-ত্রয়-নিবারণ॥
রাম-রূপ-গুণ মনে করিয়া স্মরণ।
কুম্ভকর্ণ ক্ষণতরে হইল মগন॥
হেন কালে আনাইল রাজা দশশীষ।
কোটি ঘট সুরা আর অনেক মহিষ॥
খাইয়া মহিষ আর করি মদ্য পান।
গরজিল কুম্ভকর্ণ বজ্রের সমান॥
সমরদুর্ম্মদ কুম্ভকর্ণ রণরঙ্গে।
চলিল ত্যজিয়া দুর্গ সেনা নাহি সঙ্গে॥
আসিয়া আইল তারে হেরি বিভীষণ।
শুনাইল নিজ নাম বন্দিয়া চরণ॥
অনুজে লইয়া বীর দিল আলিঙ্গন।
রামপদরত জানি আনন্দিত মন॥
বিভীষণ কহে জ্যেষ্ঠচরণপ্রহার।
করিল কহিলে হিত মন্ত্রের বিচার॥
সে দুখে লইনু আমি রামের শরণ।
দীন জানি করে কৃপা কৃপানিকেতন॥
কুম্ভকর্ণ কহে কাল-বশ দশানন।
করিবে সে কেন হিত মন্ত্রণা গ্রহণ॥
ধন্য ধন্য ধন্য তাত তুমি বিভীষণ।
হইলে হে নিশাচরকুলের ভূষণ॥
করিলে রাক্ষস-কুল তুমি উজাগর।
ভজ রাম শোভা-সুখ-গুণের সাগর॥
কায়-মনো-বাক্যে করি কাপট্য বর্জ্জন।
রাম-পদ-সরসিজ করহ ভজন॥
নিজ পর সুঝে নাহি আমারে এখন।
হইয়াছি কাল-বশ করহ গমন॥
বিভীষণ অগ্রজের বচন শুনিয়া।
ভুবনসুন্দর-পাশে আইল ফিরিয়া॥

কহে নাথ গিরিবর সদৃশ শরীর।
আসিতেছে কুম্ভকর্ণ মহাবল বীর॥
এ বাক্য বানরগণ যখন শুনিল।
করি কিলকিলা শব্দ রণে প্রবেশিল॥
উপাড়ি লইয়া বহু বিটপ ভূধর
দন্ত কড়মড়ি ফেলে তাহার উপর॥
কোটি কোটি তরু গিরি শিখর প্রহারে।
অসংখ্য ভালুক কপি করে এক বারে॥
না নড়ে তাহাতে কুম্ভকর্ণ কলেবর।
অর্কফলাঘাতে যথা মত্ত করিবর॥
মুষ্টির আঘাত তবে মারুতি করিল।
কাতর হইয়া বীর ভূতলে পড়িল॥
দৃঢ় মুষ্টি প্রহারিল হনুরে উঠিয়া।
পড়ে ভূমিতলে কপি মূর্চ্ছিত হইয়া॥
সেনাপতি নল নীলে ভূমে আছাড়িল।
পটকি পটকি কপি বীরে সংহারিল॥
রণে ভঙ্গ দিয়া কপিসেনা পলাইল।
প্রাণ-ভয়ে কেহ নাহি সম্মুখ হইল॥
অঙ্গদাদি কপি বীর মূর্চ্ছিত হইল।
সুগ্রীবে দাবিয়া কক্ষে রাক্ষস চলিল॥
নরলীলা করে উমে রাঘবনন্দন।
অহি-কুল সহ খেলে গরুড় যেমন॥
যাঁহার ভ্রূভঙ্গ করে শমনে ভেজন।
তাঁহারে কি শোভে উমে এ রণ কথন॥
ভুবন-পাবনী কীর্ত্তি করিলা বিস্তার।
কহি শুনি হবে নর ভবনিধি পার॥
মূর্চ্ছা ত্যজি হনু যবে চেতন পাইল।
কপির ঈশ্বরে তবে খুঁজিতে লাগিল॥
হেন কালে সুগ্রীবের মূরছা ভাঙ্গিল।
ছাড়াইয়া আর কক্ষ বাহিরে আইল॥
শত্রুর নাসিকা কর্ণ করিল ছেদন।
আকাশে উঠিল পুন করিয়া গর্জ্জন॥
কুম্ভকর্ণ পদে ধরি আছাড় মারিল।
লঘুত্ব কারণ উঠি তারে প্রহারিল॥
আইল প্রভুর পাশে পুন বলবান্।
কহি জয় জয় রাম কৃপার নিধান॥
কুম্ভকর্ণ জানি ছিন্ন নিজ নাক কাণ।
ধাইল দারুণ কোপে হয়ে কম্পবান্॥

শ্রুতি নাসাহীন বপু অতি ভয়ঙ্কর।
হেরিয়া ভালুক কপি মনে পায় ডর॥
জয় জয় জয় রাম কহিয়া বানর।
এক সঙ্গে ছাড়ে বহু বিটপ প্রস্তর॥
সমরদুর্দ্ধর্ষ কুম্ভকর্ণ রক্ষোবর।
ক্রুদ্ধ কাল হেন রণে হয় অগ্রসর॥
কোটি কোটি কপি ধরি করিছে ভোজন
গুহামাঝে পশে যেন ক্ষুদ্র পাখিগণ॥
কোটি কোটি করে চূর্ণ করিয়া পেষণ।
কোটি কোটি ধরি করে শরীরে মর্দ্দন॥
নাসা কর্ণ বদনের রন্ধ্র পথ দিয়া।
অসংখ্য ভালুক কপি যায় পলাইয়া॥
কুম্ভকর্ণে হেরি কেহ রণে নহে স্থির।
তাহার সম্মুখে নাহি যায় কোন বীর॥
করিল বানরে কুম্ভকর্ণ পরাজয়।
শুনি অগ্রসর হয় রাক্ষসনিচয়॥
নিজ বলক্ষয় আর পরবল-জয়।
নিরখি কহিল তবে রমার নিলয়॥
শুনহ আমার বাক্য বন্ধু বিভীষণ।
লক্ষ্মণ সহিত কর সেনার রক্ষণ॥
রাবণ অনুজে আমি করিব নিধন।
আর বলক্ষয় নারি করিতে দর্শন॥
করেতে শারঙ্গ-শর কটিতে তূণীর।
দলিবারে অরিবল চলে রঘুবীর॥
প্রথমে টঙ্কার প্রভু নিজ চাপে দিল।
শুনি রিপু-দলকর্ণ বধির হইল॥
সন্ধানি ধনুকে পরে ছাড়ি শর লক্ষ।
কালভুজঙ্গম যেন চলিল সপক্ষ॥
শাণিত নারাচ তবে অসংখ্য ছাড়িল।
বিকট রাক্ষসশির পড়িতে লাগিল॥
কার কাটে শির কার পদ ভুজদণ্ড।
অনেক পড়িল বীর হয়ে শত খণ্ড॥
আহত রাক্ষস বহু মূর্চ্ছিত হইল।
সংজ্ঞা লাভ করি পুন যুঝিতে লাগিল॥
ক্ষণমাঝে রামশর রিপু বিনাশিয়া।
প্রবেশিল পুনরপি তূণীরে আসিয়া।
কুম্ভকর্ণ তবে মনে বিচারি দেখিল।
নিমেষে আমার সেনা রাঘব নাশিল

সেনানাশ হেরি মহাক্রোধ উপজিল।
গভীর কেশরি-নাদ সদর্পে করিল॥
প্রচণ্ড ভূধর এক উপাড়ি লইল।
ভালুক-মর্কট-পরে নিক্ষেপ করিল॥
গিরিরে আসিতে দেখি প্রভু বলবান্।
বাণে কাটি করে তারে ধূলার সমান॥
পুন ধনুগুণ টানি রাঘব নায়ক।
কোপভরে ছাড়ে অতি করাল শায়ক॥
কুম্ভকর্ণ তনুমাঝে গিয়া প্রবেশিল।
জলদ-ভিতরে যেন দামিনী পশিল॥
স্রবিছে শোণিত সেই রক্ষঃ-কলেবরে।
গিরিতে যেন গিরিধাতু ঝরে॥
কাতর নিরখি কপি ভালুক ধাইল।
নিকটে যাইয়া হাস্য করিতে লাগিল॥
গরজি ধাইল বেগে রাক্ষস-অধীশ।
আছাড়ে ভূতলে ধরি কোটি কোটি কীশ।
ভয়ে পলাইল ভালু বানরের যূথ।
শার্দ্দুলে হেরিয়া যথা মেষের বরূথ॥
কহে কৃপাবারিধর খর-নিসূদন।
পাহি পাহি প্রণতের আরতি-হরণ॥
কাতর বচন শুনি রাম ভগবান্।
অগ্রসর হয় করে ধরি ধনুর্ব্বাণ॥
আপন সেনারে তবে পশ্চাতে রাখিয়া॥
যায় মহাবলধর সকোপে চলিয়া।
অতি ক্রোধভরে শর ছাড়িতে লাগিল।
সগিরি কানন ভূমি কাঁপিয়া উঠিল॥
করে উপাড়িয়া গিরি রাক্ষস লইল।
রঘুকুলমণি তবে সে ভুজ কাটিল॥
বাম করে ধরি গিরি ধাইয়া আইল।
সে বাহু কাটিয়া প্রভু ভূতলে ফেলিল।
ছিন্নভুজ রক্ষোবর শোভিছে কেমন।
পক্ষহীন গিরিবর মন্দর যেমন॥
উগ্র বিলোকনে রক্ষ প্রভুরে বিলোকে।
গ্রাস করিবারে যেন চাহে সে ত্রিলোকে॥
করি তবে ভয়ানক বদন ব্যাদান।
ধাইল ভূধরাকার ঘোর যাতুধান॥
গগনে দেবতাবৃন্দ করি দরশন।
হাহাকার শব্দ সবে করে উচ্চারণ॥

সভয় অমরে কৃপাজলধি জানিয়া।
ধনুকের গুণ কর্ণ পর্য্যন্ত টানিয়া॥
ভরিল রাক্ষসমুখ বিশিখ-নিকরে।
তথাপি ভূতলে নাহি মহাবল পড়ে॥
শরে পরিপূর্ণ-মুখ সম্মুখে ধাইল।
যেন কাল-তূণ তনু ধরিয়া আইল॥
তবে কোপে প্রভু তীব্র বিশিখ হইল।
শরীর হইতে শির ভিন্ন করি দিল॥
দশানন-অগ্রে গিয়া সে শির পড়িল।
মণিহারা ফণিপারা সে তবে হইল॥
কাঁপিয়া উঠিল মহী ধাইল কবন্ধ।
প্রভু তবে কাটি করে শরীর দ্বিখণ্ড॥
পড়িল ভূতলে যেন পড়িল ভূধর।
বিচূর্ণ করিয়া বহু কপি নিশাচর॥
প্রভুর বদনে তেজ তাহার পশিল।
হেরি সুর মুনি পরে আশ্চর্য্য মানিল॥
গগনে দুন্দুভিধ্বনি দেবতা করিল।
কহি জয় জয় রাম কুসুম বর্ষিল॥
করি স্তব দেবগণ সুরপুরে গেল।
হেনকালে দেবঋষি নারদ আইল॥
গগন উপরে থাকি হরিগুণ গায়।
সুখকর বীররস প্রভুরে শুনায়॥
শীঘ্র খল-কুলে নাথ বধহ নিধন।
শুনি রণাঙ্গনে শোভে রাজীবলোচন॥
কিবা শোভা রণভূমে ধরে অতিবল।
শ্রমবিন্দু বিশোভিত বদনকমল॥
কি শোভা শোণিতকণা শ্যামকলেবরে।
ফিরিতেছে শরাসন শর দুইকরে॥
চারি দিকে ভালু কপি করেছে বেষ্টন।
সে শোভা কহিতে নারে সহস্রবদন॥
রাক্ষস অধমতনু মল-আয়তন।
তারে দিল নিজধাম শ্রীরঘুনন্দন॥
হেন রামে যেই জন না করে ভজন।
জানিবে গিরিজে তারে অতি অভাজন॥
দিবা-অবসানে ফিরে কপি নিশাচর।
বীরের উচিত রণ করি ভয়ঙ্কর॥
লঙ্কায় বিলাপ বহু করে দশানন।
অনুজের শির বক্ষে করিয়া ধারণ॥

বক্ষে করাঘাত করি কান্দে রাণীগণ।
কুম্ভকর্ণ-তেজ-বল করিয়া বর্ণন॥
হেনকালে মেঘনাদ তথায় আইল।
বিবিধ প্রবোধ-বাক্য পিতারে কহিল॥
আমার বীরত্ব কল্য করিবে দর্শন।
তাহার বড়াই কিবা কহিব এখন॥
ইষ্টদেব সনে আমি যে বর পাইনু।
সে কথা তোমারে তাত আমি না কহিনু॥
কহিতে কহিতে কথা প্রভাত হইল।
চারি দিকে ভালু কপি গরজি উঠিল॥
একদিকে ভালু কপি কালসম বীর।
অন্যদিকে নিশাচর মহাবল ধীর॥
যুঝিছে সুভট নিজ নিজ জয়হেতু।
কহিতে সে রণকথা নারি খগকেতু॥
মায়ার রচনা করি রাবণনন্দন।
উঠিল গগনে করি রথে আরোহণ॥
প্রলয়-জলদ হন করিল গর্জ্জন।
শুনিয়া পাইল ভয় ভালু কপিগণ॥
অস্ত্র শস্ত্র শক্তি শূল পরিঘ কৃপাণ।
লাগিল করিতে বৃষ্টি পরশু পাষাণ॥
দশদিক শরজালে আচ্ছন্ন করিল।
যেন মহা-ঘন-ঘটা গগন ছাইল॥
ধর ধর মার কপি শুনিতেছে কাণে।
যে মারে সে আছে কোথা তাহা নাহি জানে।
গিরি তরু ধরি কপি নভোমাঝে ধায়।
যাহারে মারিবে তারে দেখিতে না পায়॥
ভূতল গগন দিক্ গিরির কন্দর।
মায়াতে রাবণি করে শায়কপঞ্জর॥
নাহি পথ পলাইতে ব্যাকুল বানর।
সুরপতি বন্দী যথা মন্দর-উপর॥
অঙ্গদ মারুতসুত সেনাপতি নীল।
হইল কাতর রণে যত বলশীল॥
সুগ্রীব লক্ষ্মণ বিভীষণ রক্ষোবরে।
শরের আঘাতে জর জর তনু করে॥
পরে রঘুপতি সনে যুঝিতে লাগিল।
নাগরূপ ধরি শর রাঘবে বান্ধিল॥
নাগপাশ-বশ তবে হইল খরারি।
স্ববশ অনন্ত এক ঈশ অবিকারী॥

নট ইব নানালীলা করে ভগবান্।
সতত স্বতন্ত্র বিশ্ব ভবন-নিধান॥
রণশোভা হেতু করে বন্ধন গ্রহণ।
সে দশা হেরিয়া ভয় পায় সুরগণ॥
যার নাম জপি নর কাটি ভবপাশ।
কে তারে বান্ধিতে পারে সে যে বিশ্বাবাস॥
সগুণ রাঘবলীলা শুন হে ভবানি।
নির্ণয় করিতে নারে বুদ্ধিবল বাণী॥
হেন বিচারিয়া যার জন ম বিরাগ।
রামে ভজে করি কুট তর্ক পরিত্যাগ॥
কটকে ব্যাকুল অতি করি ঘন নাদ।
প্রকট হইয়া পুন কহিছে দুর্ব্বাদ॥
স্থির থাকি কর রণ কহে জাম্ববান্।
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ বীর যাতুধান॥
জরঠ জানিয়া তোরে না করি নিধন।
কহিতে লাগিল তুই মোরে কুবচন॥
এত কহি তার প্রতি ত্রিশূল ছাড়িল।
জাম্ববান্ করে ধরি সবেগে ধাইল॥
মেঘনাদহৃদে সেই ত্রিশূল মারিল।
ঘুরিয়া রাবণি তবে ভূতলে পড়িল॥
পুনরপি পদে ধরি তারে ঘুরাইল।
ভূতলে আছাড়ি নিজবল দেখাইল॥
বরের প্রভাবে রক্ষ না মরে মরিয়া।
পরে পদে ধরি দিল লঙ্কায় ফেলিয়া॥
হেথা দেব-ঋষি হেরি রামের বন্ধন।
গরুড়ের পাশে দ্রুত কৈল আগমন॥
রামের নিকটে তবে গরুড়ে প্রেরিল।
ক্ষণমাঝে নাগকুলে গরুড় খাইল॥
মায়া দূরে গেল কপি আনন্দ পাইল।
অতুল বিক্রমে পুন যুঝিতে লাগিল॥
গিরি তরু ধরি ধায় ভালু কপিগণ।
রাক্ষস দেখিয়া ভয়ে করে পলায়ন।
ক্ষণপরে ইন্দ্রজিত পাইয়া চেতন।
হইল লজ্জিত করি পিতারে দর্শন॥
নিকুম্ভিলা পুরে তবে করিল গমন।
রাবণি অজয় মখ করিতে সাধন॥
সে সম্বাদ বিভীষণ পাইল যখন।
প্রভুর নিকটে গিয়া কহিল তখন॥

করেছে অজয় মখ এবে আরম্ভণ।
মায়াবী রাবণ-সুত সুর-সন্তাপন ॥
যদ্যপি তাহার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়।
শীঘ্র না হইবে তবে তার পরাজয় ॥
শুনি সুখী হয় অতি কমল-লোচন।
কহে হনুমান্ আজ্ঞ্বি করহ শ্রবণ ॥
লক্ষ্মণ সহিত সবে করহ গমন।
উপায়ে করহ গিয়া যজ্ঞ বিধ্বংসন ॥
ইন্দ্রজিতে কর তুমি লক্ষ্মণ নিধন।
দেবতার দুখে বড় দুঃখী মম মন ॥
করিবে এমত বল-বুদ্ধির প্রকাশ।
যাহাতে রাবণ-সুত হইবে বিনাশ ॥
ঋক্ষ-পতি কপি-পতি আর বিভীষণ।
হেথায় রহিয়া কর সেনার রক্ষণ ॥
এই আজ্ঞা দিলা রাম লক্ষ্মণে যখন।
কটিতে নিষঙ্গ করে বাণ শরাসন ॥
প্রভুর প্রতাপ হৃদে ধরি রণধীর।
কহিল জলদ ইব বচন গভীর ॥
যদি আসি মেঘনাদে না করিহ্ন জয়।
যেন রামদাস মোরে কেহ নাহি কয় ॥
সহায়তা করে যদি শত ত্রিলোচন।
প্রভুর দোহাই তারে করিব নিধন ॥
রাম পাদ-পদ্ম-যুগ করিয়া বন্দন।
বিদায় লইয়া চলে ত্বরিত লক্ষ্মণ ॥
অঙ্গদ ময়ন্দ নল নীল হনুমান্।
সহিত চলিল তাঁর কপি বলবান্ ॥
হেরিল বানর গিয়া রাবণি বসিয়া।
দিতেছে আহুতি রক্ত মহিষ লইয়া ॥
যজ্ঞের ধ্বংসন তবে করিতে লাগিল।
না ছাড়ে আসন দেখি প্রশংসা করিল।
যবে না উঠিল তবে কেশেতে ধরিয়া।
পদাঘাত করি পাছে আসে পলাইয়া ॥
তবে ইন্দ্রজিত করি ত্রিশূল ধারণ।
ধাইয়া আইল যথা ছিল কপিগণ।
হেরি সে মূরতি কপি করে পলায়ন।
আইল লক্ষ্মণ-আগে রাবণ-নন্দন ॥
[illegible]ণ কোপের ভরে রাবণি আইল।
ঘোর রবে পুনঃপুন গর্জ্জন করিল ॥
হেরিয়া মারুতসুত অঙ্গদ ধাইল।
ত্রিশূল-আঘাতে রক্ষ ভূতলে পাড়িল ॥
ছাড়িল প্রভুর পরে ত্রিশূল প্রচণ্ড।
করিল লক্ষ্মণ তাবে কাটি খণ্ড খণ্ড ॥
সংজ্ঞা লাভ করি বালিসুত হনুমান্।
ইন্দ্রজিত প্রতি পরে হয় ধাবমান।
না মরিল রিপু দেখি রাবণি ফিরিল।
ভয়ঙ্কর রব করি ধাইয়া আইল ॥
আসিতেছে কোপে যেন মূর্ত্তিমান্ কাল।
ছাড়িল লক্ষ্মণ দেখি বিশিখ করাল ॥
আসিতে দেখিয়া বজ্র-সমান সে বাণ।
ত্বরিত হইল অতি খল অন্তর্দ্ধান ॥
ধরিয়া বিবিধ বশ করে [illegible]হারণ।
কখন প্রকট থাকে কখন গোপন ॥
ছাড়িল ত্রিশূল পুনঃ লক্ষ্মণ-উপর।
শত খণ্ড করি তারে কাটিল ভূধর ॥
মেঘনাদ ধায় তবে শিখর লইয়া।
রাঘব-অনুজ তাহা ফেলিল কাটিয়া ॥
যত অস্ত্র ছাড়ে রক্ষ কাটিল ফণীশ।
হর্ষ-বশ করি ঋক্ষ সুর-সুরাধীশ ॥
পুনরপি বহু শর সন্ধান করিল।
নাগের সমান সব ছুটিতে লাগিল ॥
রামানুজ ছাড় শর গরুড় সমান।
কাটিয়া রাক্ষ[illegible] বাণ নাশে অভিমান ॥
রিপুরে অজেয় হেরি ভয় পায় কীশ।
অতি কোপবশ তবে হইল অহীশ ॥
সুমিত্রানন্দন বীর মনে বিচারিল।
এ পামর মারে বহু খেলা খেলাইল ॥
রবিকর সমুজ্জ্বল কাল ব্যাল সম।
ধনুকে সন্ধান করি অমিতবিক্রম ॥
রামের প্রতাপ করি হৃদয়ে স্মরণ।
রাক্ষসে বধিতে করিল নিক্ষেপণ
মেঘনাদ-পরে গিয়া সে শর পড়িল
সভুজ মস্তক তার কাটিয়া পাড়িল ॥
জলদগম্ভীর নাদে করিয়া গর্জ্জন।
মারিবার কালে করি কাপট্য বর্জ্জন ॥
হা রাম, হা রামানুজ করি উচ্চারণ।
অভাগা রাক্ষস করে প্রাণ বিসর্জ্জন ॥

ধন্যা তব মাতা তুমি ধন্য ইন্দ্রজিত।
মারুতি অঙ্গদ কহে সময় উচিত॥
মেঘনাদ-বধ সুর গন্ধর্ব্ব শুনিয়া।
আইল গগনে সব বিমানে চড়িয়া॥
বরষি কুসুম করে দুন্দুভি বাদন।
বিমল রাঘবযশ করিছে কীর্ত্তন॥
জয়তি অনন্ত দেব জগত-আধার।
করিলে হে প্রভু তুমি দেবের নিস্তার॥
স্তুতি করি সুরবৃন্দ করিল গমন।
রঘুনাথ-পাশে তবে আইল লক্ষ্মণ॥
সুতবধ দশানন শুনিল যখন।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল তখন॥
বক্ষে করাঘাত করি করিছে রোদন।
মন্দোদরী পুত্রগুণ করিয়া স্মরণ।
ব্যাকুল হইল শোকে নগরের জন।
সবে কহে দশানন দোষের ভাজন॥
তবে নারীগণে দশ-কণ্ঠ প্রবোধিল।
নশ্বর প্রপঞ্চ সব বিচারি কহিল॥
তাদের প্রবোধ নানা কথা কহি দিল।
হিত উপদেশ কিন্তু নিজে না শুনিল॥
বহুলোক আছে জ্ঞান দিতে পারে পরে।
গণিতে সামান্য যারা আপনি আচরে॥
কহিতে কহিতে কথা প্রভাত হইল।
চারিদিকে ভালু কপি গর্জ্জিতে লাগিল॥
সুভট রাক্ষসে ডাকি কহে দশানন।
সম্মুখ সমরে যার ভীত হয় মন॥
রণস্থলে গিয়া তার কিবা প্রয়োজন।
সমুখ সমরে ভাল নহে পলায়ন॥
করেছি বাহুর বলে বৈরতা বর্দ্ধন।
আপনি করিব আমি রিপু-নির্য্যাতন॥
এত কহি বায়ুবেগে রথ চালাইল।
নানাবিধ রণ-বাদ্য বাজিতে লাগিল॥
অতুলিত বল সঙ্গে চলে নিশাচর।
যেন তনু ধরি চলে কজ্জল-ভূধর॥
সেকালে হইল বহুবিধ অলক্ষণ।
ভুজবল-গর্ব্বে তাহা না গণে রাবণ॥
হইতে যোধের কর আয়ুধ খসিল
স্যন্দন হইতে রথী ভূতলে পড়িল॥
চীৎকার করিয়া গজ-তুরগের গণ।
সেনাসঙ্গ ছাড়ি করে দূরে পলায়ন॥
শৃগাল কুকুর গৃধ্র করে ঘোর স্বন।
করিছে উলুক অতি অশুভ শংসন॥
রহে কি সম্পদ তার হয় সুলক্ষণ।
কভু কি বিশ্রাম লাভ করে তার মন॥
রহে মোহবশে সদা ভূত দ্রোহে রত।
রাঘবে বিমুখ দুষ্ট কামনানিরত॥
অপার রজনীচর করিয়া গমন।
সাজিয়া চতুর অঙ্গে সমরপ্রাঙ্গণ॥
বিবিধ বাহন সঙ্গে চলে রথ যান।
নানাবরণের ধ্বজ পতাকা বিতান॥
সাজিয়া বিচিত্র সাজে বাহিনী চলিল।
সাজি সেনাসনে যেন বসন্ত আইল॥
কটকের পদভরে দিগ্গজ টলিল।
ক্ষুভিত হইল সিন্ধু পর্ব্বত কাঁপিল॥
পদরেণু উঠি করে রবি আচ্ছাদন।
আকুলা হইল পৃথ্বী স্তম্ভিত পবন॥
বাজিতেছে রণবাদ্য রব ভয়ঙ্কর।
গরজে প্রলয়কালে যেন জলধর॥
করিছে কেশরিনাদ রক্ষোবীরগণ।
নিজ নিজ বলবীর্য্য করিয়া কীর্ত্তন॥
শুনহ সুভট সব কহিলা রাবণ।
ঋক্ষ কপিকুলে আজি করহ মর্দ্দন॥
রাঘব লক্ষ্মণে আমি করিব নিধন।
এত কহি সেনা সহ পশে রণাঙ্গন॥
ভালুক বানর যবে এ সন্ধান পায়।
জয় রঘুবীর জয় কহি সবে গায়॥
ধাইল মর্কট বীর কালের সমান।
নির্ভয় দশন নখ গিরি তরুবান্॥
প্রমত্ত রাবণ করি কেশরীর জয়।
উচ্চ রবে সমস্বরে চারিদিকে কয়॥
কহি রাবণের জয় রাক্ষসনিকর।
ভালু কপি সনে লাগে করিতে সমর॥
বিরথ রাঘব আর রথী দশানন।
অধীর হইল তাহা হেরি বিভীষণ॥
হইল সন্দেহ অতি প্রীতির কারণ।
প্রেমের সহিত কহে বন্দিয়া চরণ॥

নাহি নাথ রথ তব নাহি পদত্রাণ।
কেমনে জিনিবে রণ রিপু বলবান্॥
শুন সখে কহে তবে কৃপার নিধান।
যাহে জয়লাভ হয় সে স্যন্দন আন॥
শৌর্য্যধর্ম্ম হয় যার স্যন্দনের চাকা।
সত্যে অকপট রতি সুকেতু পতাকা॥
পরহিত, দম, বল সুবিবেক হয়।
সাম্য ক্ষমা দয়া রজ্জু দিয়া বান্ধা রয়॥
ঈশ্বর ভজনদক্ষ-সূত বলবান
বিরতি, রথীর চর্ম্ম, সন্তোষ কৃপাণ॥
পরশু যাহার দান, শক্তি বুদ্ধি বল।
কঠিন কোদণ্ড যার বিজ্ঞান প্রবল॥
সংযম নিয়ম যার নানাবিধ বাণ।
অমল অচল মন তূণের সমান॥
অভেদ্য কবচ বিপ্রপদ পূজা হয়।
এ উপায়ে হয় সখে সমরবিজয়॥
হেন ধর্ম্মময় রথ আছে হে যাহার।
কভু রিপু সনে নাহি পরাজয় তার॥
এ ঘোর সংসাররিপু জিনিতে যে পারে।
মহাবীর বলি আমি বাখানি তাহারে॥
রাবণ-অনুজ শুনি প্রভুর বচন।
হরষে করিল গিয়া চরণ ধারণ॥
হৃদয়ে বিচার তবে করে বিভীষণ।
উপদেশ দিলা মোরে সুখ নিকেতন॥
একদিকে নিশাচর রাবণ-রক্ষিত।
অন্যদিকে ঋক্ষ কপি অঙ্গদ-পালিত॥
নিজ নিজ প্রভু জয় বাঞ্ছা করি মনে।
করিতেছে মহারণ সমর-অঙ্গনে॥
বহু সিদ্ধ মুনি ব্রহ্মা আদি সুরগণ।
আরোহি বিমানে করে রণ দরশন॥
আমিও ছিলাম উমে তাহাদের সঙ্গে।
দেখিতে ছিলাম রামলীলা রণরঙ্গে॥
দুইদিকে রক্ষ কপি সুভট মাতিল।
পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল॥
মারিছে কাটিছে আর ভূমে পছাড়িছে।
একের মস্তক ছিঁড়ি অন্যেরে মারিছে॥
উদর বিদারি কার ভুজ উপাড়িয়া।
পদে ধরি ভূমিতলে দিতেছে ফেলিয়া॥

সমর দুর্ম্মদ বীর বলি মুখগণ
হেরি মনে হয় যেন কুপিত শমন।
রুধিররঞ্জিতদেহ হইল বানর।
নাহি হয় রণশ্রান্ত অথবা কাতর॥
করিতেছে নিরন্তর রাক্ষসে মর্দ্দন।
সজল জলদ ইব করিয়া গর্জ্জন॥
কারে মারিছে কারে কাটিছে দশনে।
ভূতলে ফেলিছে কারে প্রহারি চরণে॥
অভ্রভেদী স্বরে করি সুঘোর চীৎকার।
দারুণ রাক্ষসকুলে করিছে সংহার॥
নখ ছিন্ন করি কণ্ঠ উদর বিদরে।
বাহির করিয়া অন্ত্র বধে নিশাচরে॥
রণখেলা করে যেন প্রহ্লাদের পতি।
নাশিতে রাক্ষসে ধরে বিবিধ মূরতি॥
ধর মার কাট এই রব শুনা যায়।
মধ্যে মধ্যে জয় রাম ভালু কপি গায়॥
বিচলিত নিজ বল করি দরশন।
বিশভুজে দশ চাপ করিয়া ধারণ॥
দারুণ কোপের ভরে চলে দশানন।
না পলাও নিশাচর করি উচ্চারণ॥
অতি কোপভরে যবে রাবণ ধাইল।
সম্মুখে যাইয়া কপি পথ আগুলিল॥
ধারণ করিয়া করে পাদপ প্রস্তর।
এক বারে ফেলে সবে তাহার উপর॥
বজ্র সম দেহে গিরি পাদপ লাগিয়া।
খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় ভূতলে পড়িয়া॥
না টলিল মহারথ রহিল অটল।
সমরে দুর্ম্মদ-রক্ষ-পতি মহাবল॥
কপির ধৃষ্টতা তবে করি দরশন।
কুপিত হইয়া লাগে করিতে মর্দ্দন॥
ভালুক বানর যায় ভয়ে পলাইয়া।
ত্রাহি ত্রাহি হনুমান্ অঙ্গদ কহিয়া॥
পাহি পাহি রঘুবীর কৃপার নিধান।
রাবণ আইল রণে কালের সমান॥
দশানন দশ চাপে করিয়া সন্ধান।
ছাড়িতে লাগিল তবে শত শত বাণ॥
করিল ধরণী নভ শরে আচ্ছাদন।
অবকাশ নাহি কপি করে পলায়ন॥

কোলাহল করে কপি হইয়া কাতর।
নাহি পলাইতে পথ হইল ফাঁফর ॥
কহে কৃপা-সিন্ধু দীন-বন্ধু রঘুবর।
এ ঘোর শঙ্কটে নাথ তুমি রক্ষা কর ॥
বিচলিত কপিবল লক্ষ্মণ দেখিয়া।
কটিতে নিষঙ্গ করে ধনুক ধরিয়া ॥
রাম-পদ রজ শিরে করিয়া ধারণ।
সকোপে চলিল তবে সুমিত্রা-নন্দন ॥
রে, খল কি কর তুমি কপিরে নিধন।
আসিয়াছি আমি কাল কর বিলোকন ॥
তুই মোর সুতঘাতী পাইনু সন্ধান।
তোরে বধ করি আজি জুড়াইব প্রাণ ॥
কহিয়া রাবণ বাণ ছাড়িল প্রচণ্ড।
রাঘব-অনুজ করে কাটি খণ্ড খণ্ড ॥
ছাড়ে কোটি কোটি শর বীর দশানন
তিলশ কাটিয়া প্রভু করে নিবারণ ॥
পরে নিজবাণ তারে প্রহার করিল।
স্যন্দন ভাঙ্গিয়া তার সারথি মারিল ॥
শত শত শর মারে রাবণ উপরে।
যেন পশে কালব্যাল গিরির ভিতরে ॥
মারিল হৃদয়ে তার পুন শতবাণ।
রাবণ ভূতলে পড়ে হইয়া অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি রক্ষ-পতি উঠিয়া বসিল।
ব্রহ্ম-দত্ত শক্তি শত্রু-উপরে ছাড়িল ॥
লক্ষ্মণের হৃদে গিয়া সে শক্তি বিন্ধিল।
সংজ্ঞা হারাইয়া বীর ভূতলে পড়িল ॥
রাবণ অতুল বল ধরিল যাইয়া।
নারি উঠাইতে ফিরে লজ্জিত হইয়া ॥
রহে যাঁর শিরে বিশ্ব রজের সমান।
তাঁরে উঠাইতে চাহে মূঢ় যাতুধান ॥
ধাইয়া আইল দেখি পবন-নন্দন।
কহিল রাবণে অতি কঠোর বচন ॥
মুষ্টির আঘাত তারে রাবণ করিল।
দারুণ প্রহারে কপি ব্যথিত হইল ॥
না পড়িল মহীতলে রহে জানুভরে।
মুহূর্ত্তে সামালি উঠে কুপিতঅন্তরে ॥
মুষ্টির প্রহার কপি রাবণে করিল।
বজ্রাহত গিরি যেন ভূতলে পড়িল ॥

মূর্চ্ছাগত দশানন চেতন পাইল।
কপির বিপুল বল প্রশংসা করিল ॥
হনু কহে ধিক্ ধিক্ এ পৌরুষ বল।
না মারে প্রহারে মোর সুরদ্রোহী খল।
মারুতি লক্ষ্মণে তবে ধরি উঠাইল।
হেরি দশমুখ মনে বিস্ময় পাইল ॥
কোলে করি হনু রামসমীপে আনিল।
অনুজে মূর্চ্ছিত দেখি রাঘব কহিল ॥
কেন মৃতপ্রায় জাগি উঠহ লক্ষ্মণ।
সুর-কুলত্রাতা তুমি শমন-সূদন ॥
এ কথা লক্ষ্মণ শুনি উঠিয়া বসিল।
সে করাল শক্তি তবে গগনে পশিল
পুনরপি ধনুর্বাণ ধরিয়া ধাইল।
ত্বরিতগমনে রিপুসম্মুখে আইল ॥
বাণাঘাতে রাবণের স্যন্দন ভাঙ্গিল।
সারথিরে বধি অতি ব্যাকুল করিল ॥
শত শর মারি তার হৃদয় বিন্ধিল।
সংজ্ঞাহীন রক্ষ-পতি ভূতলে পড়িল।
সারথি তুলিয়া রথে লঙ্কা প্রবেশিল
লক্ষ্মণ আসিয়া প্রভু চরণ বন্দিল ॥
লঙ্কাপুরে গিয়া তবে রাজা দশানন।
চেতন পাইয়া করে যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
যজ্ঞের ঈশ্বরসনে রণে চাহে জয়।
রাঘবে বিমুখ দুষ্ট পাপী নাচাশয় ॥
এ সংবাদ চর-মুখে শুনি বিভীষণ।
করিল প্রভুর পাশে গিয়া নিবেদন ॥
জয় হেতু যজ্ঞ এক করিছে রাবণ।
সুসিদ্ধ হইলে তার না হবে মরণ ॥
প্রেরণ করহ নাথ সুভট বানরে।
লঙ্কাপুরে রাবণের যজ্ঞনাশতরে ॥
নিশা অবসানে প্রভু বানরে প্রেরিল
বালিসুত হনুমান্ আদি সবে গেল ॥
গড়ের প্রাচীর কপি কৌতুকে চড়িল
অনায়াসে রাবণের ভবনে পশিল ॥
যজ্ঞস্থলে কপিগণ করিয়া গমন।
কহিতে লাগিল কোপে দারুণ বচন ॥
নাহি [illegible] পাইয়া।
[illegible] থা রহিয়াছ বক ধ্যান [illegible]

এত কহি বালিসুত চরণ প্রহারে।
স্বার্থ-বশ রক্ষোনাথ না হেরে তাহারে॥
ইহাতেও দশানন যজ্ঞ না ছাড়িল।
দেখিয়া বানর নানাবিঘ্ন আরম্ভিল॥
কেহ করে দন্তাঘাত কেহ পদাঘাত।
কেহ কেশে ধরি করে ভূমিতলে পাত॥
অতি উচ্চরবে করে গালি বরিষণ।
অধীর হইল কোপে রাজা দশানন॥
ধরিয়া কৃতান্তমূর্ত্তি তখন উঠিল।
বানরের পদে ধরি ভূমে আছাড়িল॥
এমতে নাশিয়া যজ্ঞ বানরের গণ।
রঘুপতিপাশে করে পুনরাগমন॥
অতিকোপভরে তবে রাক্ষসপ্রধান।
জীবনের আশা ছাড়ি করিল প্রয়াণ॥
তখন অশুভ চিহ্ন হয় ভয়ঙ্কর।
উড়ি আসি বসে গৃধ্র রথের উপর॥
কালবশহেতু কার কথা না মানিল।
বাজাইতে রণবাদ্য আদেশ করিল॥
গণিতে না পারি যত গেল নিশাচর।
বহু গজ রথ অশ্ব আর পদচর॥
প্রভুর সম্মুখে খল ধাইছে কেমন।
অনলসমীপে ধায় শলভ যেমন॥
গগনে মিনতি করে যত সুরগণ।
আমরা হইনু সীতা-বিপদ-কারণ॥
এবে যদি রণখেলা কর দয়াময়।
পাইবে জানকী তবে দুখ অতিশয়।
দেব-বাক্য শুনি প্রভু ঈষৎ হাসিল।
করে শর শরাসন ধরিয়া উঠিল॥
বিলম্বিত-জটা-জূট মস্তকে বান্ধিল।
মাঝে মাঝে ফুল-কুল কি শোভা ধরিল।
অরুণ-নয়ন তনু নবঘন-শ্যাম।
ত্রিভুবন-জন-মন-নয়ন-বিশ্রাম।
বদ্ধপরিকর কটিতটেতে তূণীর।
কঠিন সারঙ্গ করে মহারণধীর॥
আজানুলম্বিত ভুজ উর মনোহর।
পরিধান মুনিপট বাকল অম্বর॥
প্রভু যবে রণভূমে করে বিচরণ।
করে শর শরাসন করিয়া ধারণ॥

কহে এ তুলসীদাস কাঁপিল তখন।
দিগ্‌গজ কমঠ অহি মহী গিরি বন॥
হরষে দেবতা ছবি করি বিলোকন।
প্রভুর উপরে করে কুসুম বর্ষণ॥
জয় জয় মহীভর-হারী প্রভু রাম।
জয় রঘুপতি গুণ-জ্ঞান-বলধাম॥
হেনকালে রক্ষপতি সহ সৈন্যগণ।
আসি প্রবেশিল বীরমদে রণাঙ্গন॥
দেখিয়া বানরবীর সম্মুখ হইল।
প্রলয়-গগন যেন নভ আচ্ছাদিল॥
শক্তি শূল জাঠা জাঠি কৃপাণ চমকে।
যেন দশদিকে ঘন দামিনী দমকে॥
গজ রথ তুরগের নিস্বন কঠোর।
করিছে গর্জ্জন যেন বলাহক ঘোর॥
বিপুল কপির পুচ্ছ নভমাঝে রয়।
মনে হয় যেন ইন্দ্রধনুর উদয়॥
উঠিয়াছে রেণু জল ধারার মতন।
হইতেছে বাণ-বৃন্দ বৃষ্টির পতন॥
করিতেছে দুই দলে প্রস্তর প্রহার।
হইতেছে বজ্রপাত যেন বারম্বার॥
বাণাঘাতে করে বীর বিকট নিস্বন।
ঘুরি ঘুরি করে রণশয্যায় শয়ন॥
স্রবিছে রুধির গিরি ঝরণা যেমন।
ভয় পায় কাপুরুষ করি দরশন॥
শোণিতের নদী রণ-ভূমিতে বহিল
রাক্ষস বানর তার দুকূল হইল
আবর্ত্ত রথের চক্র অতি ভয়ঙ্কর।
জলজন্তু গজ অশ্ব-যান পদচর॥
তোমার শকতি শর ভাসে নাগ সম।
কমঠ সমান বহে বীরের চরম॥
পড়িতেছে বীর তীর-পাদপ যেমন।
যাইছে বহিয়া মজ্জা ফেনের মতন॥
কাপুরুষ হেরিয়া তাহা মনে পায় ভয়
প্রকৃত বীরের মন উত্তেজিত হয়॥
পিশাচ বেতাল ভূত করিছে মজ্জন।
করাল যোগিনী সুখে করিছে নর্ত্তন॥
ছিন্ন ভুজ ধরি কাক কঙ্ক উড়িতেছে।
হইতে একের মুখ অন্যে লইতেছে॥

কেহ কহে হেন ভুঞ্জ আছে অগণন।
তোমার দারিদ্র শঠ না হয় খণ্ডন॥
আহত সৈনিক তট ছাড়ি পড়ি যায়।
শোণিত-সলিল-মাঝে হাবু ডুবু খায়॥
তটে গৃধ্র বসি অন্ত্র ধরিয়া টানিছে।
ধীবর বড়িশে যেন মীনে খেলাইছে॥
শব-পরে চড়ি খগ করিছে গমন।
নৌকার উপরে যায় নাবিক যেমন॥
যোগিনী খর্পর ভরি রুধির খাইছে।
বিবিধ পিশাচ ভূত আনন্দে নাচিছে॥
বীরের কপাল-করতাল বাজাইয়া।
চামুণ্ডা বিকট রবে ভ্রমিছে গাইয়া॥
আনন্দে ভোজন করে জম্বুকনিকর।
রক্ত মাংস বসা আদি পূরিয়া উদর॥
অসংখ্য কবন্ধ উঠি ধায় রণস্থলে।
ছিন্ন মুণ্ড ভূমে পড়ি জয় জয় বলে॥
অজেয় রাক্ষস-যূথে করি বিমর্দ্দন।
দর্পিত ভালুক কপি করিছে গর্জ্জন॥
বীরোচিত কার্য্য করে বীর নিশাচর।
ত্যজিল জীবন নাহি ত্যজিল সমর॥
রণাঙ্গনে শোভে রক্ষঃ-কুলবিভূষণ।
করিবারে রাম-শরে প্রাণ বিসর্জ্জন॥
ধনুকের ঘণ্টানাদ শুন ত্রিনয়নি।
শুনিলাম সাত দিন দিবস রজনী॥
ঘণ্টা পরিমাণ তুমি করহ শ্রবণ।
সংগ্রাম মাঝারে উঠে বাজিয়া যখন॥
মাতঙ্গ অযুত আর রথী দশলাখ।
পদাতিক দশকোটি হয় মৃত্যুবশ॥
রণভূমে উঠে এক কবন্ধ তখন।
আনন্দে করিয়া নৃত্য করে বিচরণ॥
উঠিয়া কবন্ধ কোটী নাচে হে যখন।
উঠে রণস্থলে এক খেচর তখন॥
নির্ব্বিঘ্নে খেচরকোটী নাচিয়া বেড়ায়।
ধনুকের ঘণ্টা এক তবে শুনা যায়॥
এই রূপ সাতদিন খ্যাত ত্রিভুবনে।
জীবক্ষয় হয় রাম-রাবণের রণে॥
মনে মনে দশানন করিল বিচার।
হইল রাক্ষসকুল সকল সংহার॥
একমাত্র আমি ভালু-কপি অগণন।
আমার কর্ত্তব্য এবে মায়ার সৃজন॥
রামে পদচর হেরি সুরমুনিগণ।
হইল বিষাদ-যুত তাহাদের মন॥
সুর-পতি নিজ-রথ শীঘ্র পাঠাইল।
আনন্দে মাতলি তাহা লইয়া আইল।
তেজঃপুঞ্জ দিব্যরথ আইল দেখিয়া।
কোশলভূপতি তাহে উঠিল হাসিয়া॥
চঞ্চল তুরগ চারি পরমসুন্দর।
কিবা মনোহর গতি অজর অমর॥
রথারূঢ় রঘুনাথে করি দরশন।
পাইয়া বিশেষ বল ধায় কপিগণ॥
অসহ্য হইল যবে কপির প্রহার।
তবে রক্ষঃ-পতি করে মায়ার বিস্তার॥
বিশাল সে মায়াজাল সবারে ব্যাপিল।
একমাত্র রঘুবীর স্বচ্ছন্দ রহিল॥
দেখিল বানরগণ অনেক লক্ষ্মণ।
অনেক সুগ্রীব বহু বালীর নন্দন॥
চিত্রের পুতলী হেন কপি সলক্ষ্মণ।
তাহাদের প্রতি চাহে মেলিয়া নয়ন॥
কটকে চকিত তবে হেরি রঘুবর।
ধনুকে সন্ধান করে দিব্য মহাশর॥
নিমেষের মাঝে মায়া হরণ করিল।
ভালুক মর্কট হেরি আনন্দ পাইল॥
সবা প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি রঘুবীর।
কহিল বচন তবে জলদগভীর॥
হইয়াছ শ্রান্ত সবে করহ বিশ্রাম।
দাঁড়াইয়া দেখ দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবিরাম॥
এত কহি রঘুনাথ রথ চালাইল।
উদ্দেশে ব্রাহ্মণপদে প্রণাম করিল॥
অতি ক্রোধভরে তবে লঙ্কেশ ধাইল।
তরজি গরজি প্রভু-সম্মুখে আইল॥
জিনিলে সংযুগমাঝে তুমি যে রাক্ষস।
তাদের সমান আমি নহি হে তাপস॥
ত্রিভুবনখ্যাত নাম যাহার রাবণ।
যার বন্দিশালে বন্দী লোকপালগণ।
বিরাধ দূষণ খরে তুমি হে মারলে।
ব্যাধের সদৃশ তুমি বালীরে বধিলে।

বধিয়াছ নিশাচর-নিকরজীবন।
কুম্ভকর্ণ ঘননাদে করেছ নিধন॥
অরে খল আজি তোরে শমনসদন।
অবিলম্বে পাঠাইবে দুর্জ্জয়রাবণ॥
করিব অরির আমি আজি নির্যাতন
যদি নাহি রণ ছাড়ি করে পলায়ন॥
জানিল কালের বশ শুনি কুবচন।
হাসিয়া কহিল তারে কৃপা-নিকেতন॥
তোমার প্রভুতা সত্য নাহিক সংশয়
দেখাও বীরত্ব বাক্যে কিবা ফলোদয়॥
কেন কর যশ-নাশ করি বাক্য ব্যয়।
ক্ষমা কর নীতি শুন রক্ষঃ দুরাশয়॥
পুরুষ ত্রিবিধ হয় করহ শ্রবণ।
পাটল রসাল আর পনস যেমন॥
ফুল দান করে এক অন্য ফুল ফল।
ফল বিতরণ করে পনস কেবল॥
তেমতি জানিবে এক পুরুষ রাবণ।
মুখে কহে নাহি করে কার্য্য সম্পাদন॥
মুখে এক কহে যাহা কার্য্যে তাহা করে।
কার্য্যে করে মুখে কিছু না কহে অপরে॥
রাম-বাক্য শুনি হাসি কহে যাতুধান।
দিতেছ আমারে শিক্ষা তুমি কি হে জ্ঞান
বৈরতা করিতে মনে না হইল ডর;
এখন প্রাণের তরে হইব কাতর॥
কুবচন কহি তবে রাক্ষসপ্রধান।
ছাড়িতে লাগিল বাণ কুলিশ সমান॥
নানাবিধ শিলামুখ চলিতে লাগিল।
গগন বিদিক্ দিক্ সকল ছাইল॥
ছাড়িয়া অনলবাণ রাম রঘুবীর
ক্ষণমাঝে করে ভস্ম নিশাচর তীর॥
কোপভরে তীব্র শক্তি রাক্ষস ছাড়িল।
বাণাঘাতে প্রভু তারে বিমুখ করিল॥
কোটি কোটি চক্রশূল রাবণ মারিল।
তৃণসম কাটি প্রভু সব নিবারিল॥
বিফল রাবণ-শর হইল কেমন।
দুরাত্মার মনোরথ সফল যেমন॥
মাতলিরে শতবাণ মারিল রাবণ।
ভূমে পড়ি জয় রাম করি উচ্চারণ॥

কৃপাদৃষ্টি করি রাম সূতে উঠাইল।
অতিশয় ক্রোধ তবে প্রভুর হইল॥

সমর-বিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ, রঘুপতি করে যুদ্ধ,
তূণে শর করে সন্ সন্।
শারঙ্গ কোদণ্ড করে, প্রচণ্ড নিস্বন করে,
শুনি মনুজাদ ভীতমন॥
মন্দোদরী-হিয়া কাঁপে, কম্পিত কমঠ দাপে,
অস্থির হইল গিরি বন।
দিগ্‌গজ চীৎকার করে, দন্ত পাড়ি ভূমে পড়ে,
এ কৌতুকে হাসে সুরগণ॥
আকর্ণ ধনুক টানি, তীক্ষ্ণশর সুসন্ধানি,
ছাড়ে দশাননের উপর।
আকাশে উঠিল বাণ, যেন ক্রুদ্ধ লেলিহান,
বিষোল্বণ বহু বিষধর॥

প্রথমত রাবণের সারথি মারিল।
সকেতু তুরগ রথ পরে বিনাশিল॥
ত্বরিত অপর রথে কৈর আরোহণ।
রাম পরে নানা অস্ত্র ছাড়ে দশানন॥
সকল উদ্যম তার হইল নিষ্ফল।
যথা পরদ্রোহরত-মানস বিফল॥
তবে দশমুখ দশ শূল চালাইল।
আঘাতে রাঘবঅশ্ব ভূতলে পড়িল॥
বাজি উঠাইয়া রাম রাঘবনায়ক।
ছাড়িলা রাবণ পরে করাল সায়ক॥
দশ দশ বাণ দশ ভালে প্রহারিল।
ফুটিয়া শোণিতধারা বহিয়া চলিল॥
বিগলি রক্ত-ধার ধায় বলবান্।
পুনঃপুনঃ প্রভু করে সায়ক সন্ধান॥
পরে ত্রিশ তীর তারে রাঘব মারিল।
সভুজ মস্তক তার ভূতলে পড়িল॥
হইল কাটিবামাত্র উদ্ভব নূতন।
পুনঃ শির-ভুজ প্রভু করিল ছেদন॥
পুনঃ নব ভুজ শির ঝটিতি জন্মিল।
পুনঃপুনঃ বহুবার রাঘব ছেদিল॥
যতবার হয় প্রভু কাটে ততবার।
পরম কৌতুকপ্রিয় কৌশল্যাকুমার॥

গগন ছাইয়া রহে শির আর বাহু।
মনে হয় অগণন যেন কেতু রাহু ॥

রাহু কেতু অগণিত, নভপথে সশোণিত,
ইতস্ততঃ করে বিচরণ
রাঘব-প্রচণ্ডশর, পড়িতে ভূমির পর,
নাহি দেয় করিয়া যতন ॥

একমাত্র প্রভুতীর, রাবণের বহু শির,
ছিন্ন করি গগনে ধরেছে।
দেখি লয় মনে হেন, বহু বিধুস্তুদে যেন,
দিবাকর-কর ঘুরাইছে ॥

যতবার রঘুবীর, কাটে রাবণের শির,
ঝটিতি জনমে ততবার।
যথা কাম-নিষেবণ, করে নিত্য বিবর্দ্ধন,
নান অভিলাষ দুর্নিবার ॥

যত শির কাটে রাম তত শির হয়।
রাবণ ত্যজিল দেখি মরণের ভয় ॥
মহা অভিমানী মূঢ় করিল গর্জ্জন।
ধায় দশ শরাসন করিয়া ধারণ ॥
রণাঙ্গনে দশানন কুপিত হইয়া।
বরষে সায়ক রামরথ আচ্ছাদিয়া ॥
এক দণ্ড তরে রথ দেখা নাহি গেল।
যেন দিনকর-রথ নীহার ঢাকিল ॥
হাহাকার দেবগণ করিতে লাগিল।
ক্রুদ্ধ রঘুবর তবে ধনুক ধরিল ॥
শরজাল বারি অরি-মস্তক কাটিল।
ছিন্নশির দশদিকে ধাবিত হইল ॥
গগনউপরে উঠি মস্তকনিচয়।
করি জয় জয় ধ্বনি উপজয়ে ভয় ॥
কহে কোথা হনুমান্ সুগ্রীব লক্ষ্মণ।
কোথা-রাম রঘুবর কোশলরাজন ॥
এই বাক্য কহি শির গগনে বেড়ায়।
দেখি শুনি ভয়ে কপি ভালুক পলায় ॥
তবে রঘুমণি চাপে জুড়ি তীক্ষ্ণ তীর।
অতি বিদ্ধ করে ছিন্ন রাবণের শির
মস্তক-মালিকা গলে করিয়া ধারণ।
আনন্দে কালিকাদেবী করিছে নর্ত্তন ॥

কোপে দশমুখ শূল ছাড়িল প্রচণ্ড।
ধায় বিভীষণ প্রতি যেন কালদণ্ড ॥
আসিছে অমোঘ শূল করি বিলোকন।
প্রণত-আরতিহর বিপদ-ভঞ্জন ॥
পাছে রাখি বিভীষণে রথ চালাইল।
বক্ষ-পরে শেলাঘাত আপনি সহিল ॥
হইল ঈষত মূর্চ্ছা শেলের প্রহারে।
ব্যাকুল প্রভুর খেলা করে দেবতারে ॥
প্রভুরে হেরিয়া শ্রান্ত রক্ষ বিভীষণ।
ধাইয়া আইল গদা করিয়া ধারণ।
অরেরে অভাগা শঠ দুরাত্মা কুমতি।
তুমি কর সুর-নর-মুনির দুর্গতি ॥
মস্তক আহুতি তুমি শিবে দিয়াছিলে
প্রদান করিয়া এক অনেক পাইলে
এতক্ষণ আছিলি এহেতু বাঁচিয়া।
তব শির পরে কাল ভ্রমিছে নাচিয়া।
এত কহি হৃদিমাঝে গদা প্রহারিল।
দারুণ আঘাতে ভূমে রাবণ পড়িল ॥
শরীর হইতে তার রক্তধারা পড়ে।
পুন সামালিয়া উঠি ধায় কোপভরে ॥
তবে দুই সহোদর নিকটে ভিড়িল।
পরস্পর মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল ॥
রঘুবরবলে বলী বীর বিভীষণ।
সমরে অগ্রজে নাহি করিল গণন ॥
রাবণের সম বল নহে সে কখন।
রামবলে কালসম করিল সে রণ ॥
অতিশ্রান্ত বিভীষণ করি দরশন।
আইল মারুতি গিরি করিয়া ধারণ ॥
রাবণের অশ্ব-সূত করিয়া নিপাত।
হৃদয়মাঝারে তার করে পদাঘাত ॥
না পড়িল ভূমে কিন্তু কাপিল শরীর।
গেল বিভীষণ যথা ছিল রঘুবীর ॥
মারুতিরে দশ মুখ পুন প্রহারিল।
লাঙ্গুল পসারি কপি গগনে উঠিল ॥
ধরিল কপির পুচ্ছ রাক্ষসপ্রধান।
আকাশে উঠায় তারে বলী হনুমান্ ॥
নভমাঝে মল্লযুদ্ধ করে দুই যোধ।
প্রহারিছে পরস্পর করি অতি ক্রোধ।

দুইবীর নভমাঝে করে ছল বল।
যুঝিতেছে যেন গিরি সুমেরু কজ্জল ॥
মহাবল নিশাচর পড়িয়া না পড়ে।
তবে বায়ুসুত স্মরে প্রভু রঘুবরে ॥

রাঘবে স্মরণ করি, মারুতি রাক্ষস-অরি,
রক্ষহৃদে মুষ্টি প্রহারিল
রাবণ ভূতলে পড়ে, উঠি পুন যুদ্ধ করে,
জয় জয় দেবতা কহিল ॥

হেরি হনুর সঙ্কট, বহু ভালুক মর্কট,
কোপভরে করিল গমন।
রণমত্ত দশানন, ভালুক-বানরগণ,
ভুজবলে করিল দলন।

পাঠাইল পুন রাম, বহুকীশ বলধাম,
নিজসেনা সাহায্য কারণ।
কপির বিপুল দল, বিলোকন করি খল,
আত্মমায়া করিল সৃজন ॥

ক্ষণমাত্র তরে রক্ষ কোথা লুকাইল।
বহুরূপ ধরি পুন প্রকট হইল ॥
রাঘবকটকে যত ভালু কপি ছিল।
তত মূর্ত্তি দশানন প্রকাশ করিল ॥
রণস্থলে হেরি কপি অমিত রাবণ।
পরাণ লইয়া সবে করে পলায়ন ॥
ত্রাহি ত্রাহি রঘুবীর প্রভু শ্রীলক্ষ্মণ।
কপিগণ এ বচন করে উচ্চারণ ॥
ধায় দশ দিকে কোটি কোটি দশানন।
করিতেছে ভয়ানক কঠিন গর্জ্জন ॥
পলায়ন করে ভয়ে দেবতার গণ।
রাক্ষস-জয়ের আশা করিয়া বর্জ্জন ॥
জিনিল সকল সুরে একাকী রাবণ।
এবে অগণিত মূর্ত্তি করেছে ধারণ ॥
ভব ব্রহ্মা মুনি জ্ঞানী রহিল বিমানে।
প্রভুর মহিমা যারা ভাল মতে জানে ॥
হনুমান্ নল নীল বালীর নন্দন।
বধে বাহুবলে বহু কৃত্রিম রাবণ ॥
দেবতা বানরে দেখি নিতান্ত কাতর।
হাস্য করে মনে মনে দেব রঘুবর ॥
সন্ধান করিয়া তবে চাপে মহাশর।
করিল রাক্ষসী মায়া নিমেষে অন্তর ॥
ক্ষণমাঝে প্রভু সব মায়া বিনাশিল।
রবির উদয় যেমন তিমিরে হরিল ॥
এক দশমুখে হেরি দেবতা হরষে।
কুসুম প্রভুর পরে বিপুল বরষে ॥
আনন্দে তুলিয়া বাহু বানর ফিরিল।
একে একে ঠেলিয়া অগ্র সম্মুখ হইল ॥
প্রভুবল লভি কপি-বানর ধাইল।
ত্বরিতগতিতে রণভূমে প্রবেশিল ॥
বানরে প্রশংসে সুর রাবণ শুনিয়া।
দেবতা কপির পক্ষ অন্তরে বুঝিয়া ॥
দুরাত্মা তোমরা মোর তাকাও মরণ।
এত কহি লম্ফ দিয়া উঠিল গগন ॥
হাহাকার করি সুরবৃন্দ পলাইল।
কোথা যাবে বলি পাছে রাবণ ধাইল ॥
হেরি বালিসুত বীর কুদিয়া উঠিল।
রক্ষরাজে পদে ধরি ভূতলে ফেলিল ॥
করি পদাঘাত তারে করিল গমন।
সামালিয়া উঠি করে রাবণ গর্জ্জন ॥
দর্প করি দশ চাপ করিল ধারণ।
অসংখ্য শাণিত শর করিল বর্ষণ ॥
বাণাঘাতে কপিবীরে করে জরজর।
আনন্দ পাইল দেখি যত নিশাচর ॥
তবে রাম রাবণের শির কর চাপ।
কাটিলে হইল নব যেন তীর্থপাপ ॥
বিনাশিলে রিপুশির জনমে নূতন।
হেরিয়া ভালুক কপি অতি খিন্নমন ॥
কুমার অঙ্গদ হনুমান্ নল নীল।
দ্বিবিদ ময়ন্দ আদি মহাবলশীল ॥
বিপট ভূধর ধরি রাবণে প্রহারে।
লঙ্কেশ লইয়া তাহা কপিগণে মারে ॥
কেহ নখাঘাতে করে রিপু বিদারণ।
পদাঘাত করি কেহ করে পলায়ন ॥
তবে নল নীল শির-উপরে উঠিল।
রাবণললাট নখে বিদীর্ণ করিল ॥
সুরারি রুধির হেরি কুপিত হইল।
তাদেরে ধরিতে নিজ-ভুজ পসারিল ॥

না পারে ধরিতে কপি ভ্রমিতেছে শিরে।
গন্ধে মধুপ যেন পদ্মবনে ফিরে ॥
রক্ষপতি বাহু তবে উভয়ে ধরিল।
বল প্রকাশিয়া তারে ভূতলে ফেলিল ॥
কোপে দশানন দশ ধনু ধরি করে।
বাণের আঘাতে করে কাতর বানরে ॥
হনুমান্ আদি সবে মূর্চ্ছিত হইল।
প্রদোষ নিরখি রক্ষ আনন্দ পাইল ॥
সকল বানরবীরে মূর্চ্ছিত হেরিয়া।
রণবীর জাম্ববান্ আইল ধাইয়া ॥
অনেক ভালুকবীর সঙ্গে প্রবেশিল।
রাবণউপরে গিরি-তরু প্রহারিল ॥
রক্ষকুলপতি তাহে কুপিত হইল।
ধরিয়া ভালুকগণে ভূমে আছাড়িল ॥
হেরিয়া ভল্লুকপতি নিজ বলাঘাত।
কোপভরে করে রক্ষ বক্ষে পদাঘাত।
প্রচণ্ড প্রহারে পড়ে ভূমির উপরে।
ধরিয়া বিংশতি করে ভল্লুকনিকরে ॥
রাবণে মূর্চ্ছিত হেরি পুন মারি লাথ।
ঋক্ষপতি গেল যথা প্রভু রঘুনাথ ॥
নিশি অবসানে সূত তুলিয়া স্যন্দনে।
আনে দশাননে তার সুখ-নিকেতনে ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি প্রভুপাশে বানর আইল।
রক্ষপতি নিজপুরে যতনে রহিল ॥
ত্রিজটা সে নিশি-শেষে সীতা-পাশে গিয়া।
সব বিবরণ তাঁরে কহে বুঝাইয়া ॥
কাটিলে রিপুর শির নূতন হইল।
সীতার অন্তরে শুনি ত্রাস উপজিল ॥
শুকাইল মুখ মন চিন্তিত হইল।
জানকী ত্রিজটা-সনে কহিতে লাগিল।
তব কথা কবে সত্য হইবে গো মাতা।
কেমনে মরিবে বল বিশ্বদুঃখদাতা ॥
রাঘব কাটিল শির তবু না মরিল।
বিপরীত বিধি এই রীতি ঘটাইল ॥
আমার অভাগ্য দশমুখে বাড়াইল।
যে আমারে হরি-পাদপদ্ম ছাঁড়াইল ॥
কপট কনকমৃগ যে বিধি রচিল।
আজিও প্রসন্ন নাহি সে বিধি হইল ॥
যে বিধি দুঃসহ দুখ মোরে সহাইল।
দেবর লক্ষ্মণে কটু বাক্য কহাইল ॥
রাঘব-বিরহরূপ সুশাণিত শর।
লক্ষ্য করি করি ছাড়ে আমার উপর ॥
এ হেন দুখেতে মোর পরাণ রাখিল।
সেই বিধি নিশাচরে আজি জিয়াইল ॥
বহুবিধ কহে দেবী বিলাপবচন।
হৃদয়ে করিয়া পতি-মূরতি স্মরণ ॥
ত্রিজটা কহিল শুন জনককুমারী।
হৃদয়ে লাগিলে শর মরিবে সুরারি ॥
হৃদে শর মারি প্রভু বধ নাহি করে।
করিছে জানকী বাস তাহার অন্তরে ॥
জানকীহৃদয়ে করে রাঘব নিবাস।
রাঘব-উদর হয় সর্ব্বভূতাবাস ॥
করিলে বিদরি হিয়া রাবণে নিধন।
বিনাশ পাইবে তবে নিখিল ভুবন ॥
সে হেতু আজিও বাঁচে দুষ্ট দশানন
রাঘবমোহিনি দেবি করহ শ্রবণ ॥
সংশয় ত্যজিয়া ধৈর্য্য করহ ধারণ
বিলম্ব নাহিক দুষ্ট ত্যজিবে জীবন ॥
কাটিতে কাটিতে শির হইয়া অজ্ঞান।
ছাড়িবে তোমার ধ্যান রাক্ষসপ্রধান ॥
তখন করিয়া শর হৃদয়ে সন্ধান।
রঘুকুলপতি তার বধিবে পরাণ ॥
জানকীরে প্রবোধিয়া মধুর বচনে।
ত্রিজটা রাক্ষসী গেল আপন ভবনে ॥
রঘুপতি-গুণ যত জানকী স্মরিল।
দারুণ বিরহ-ব্যথা হৃদে উপজিল ॥
নিশিরে শশীরে নিন্দা করিল বিশেষ।
সে কাল রজনী শীঘ্র না হইল শেষ ॥
পতির বিরহে অতি হইয়া দুখিনী।
বিলাপ করিছে মনে জনক-নন্দিনী ॥
বিচ্ছেদ-অনলে যেন অন্তর দহিল।
সীতার নয়ন বাম নাচিয়া উঠিল ॥
ধারণ করিল ধৈর্য্য বিচারি লক্ষণ।
হইবে পতির সনে অচিরে মিলন ॥
রজনী-দ্বিতীয়যামে রাবণ জাগিল।
সারথীরে তিরস্কার করিতে লাগিল ॥

রণভূমি ছাড়ি কেন আনিলে আমারে।
ধিক ধিক দুরাচার কুমতি তোমারে।
চরণে ধরিয়া সূত বহু বুঝাইল।
প্রভাতে রাবণ রণ অঙ্গনে আইল॥
আইল রাক্ষসপতি করিতে সমর।
হইল কুপিত শুনি ভালুক বানর॥
বিটপ ভূধর বহু উপাড়ি লইল।
দন্ত কড়মড় করি ধাবিত হইল॥
প্রহারে রাক্ষসকুলে করিল মর্দ্দন
কেহ কেহ লঙ্কাপুরে করে পলায়ন॥
তখন বানরা সেনা রাবণে ঘিরিল।
দন্ত-নখাঘাত করি ব্যাকুল করিল।

মর্কটে প্রবল হেরি, রাবণ বিচার করি,
নিমেষের তরে লুকাইল।
বিস্তারিয়া মায়াজাল, পিশাচ ভূত বেতাল,
ধনুঃশরকর সিরজিল॥
এক করে করবাল, অন্য করে নৃকপাল,
ধরি যত যোগিনীর গণ।
করিয়া রুধির পান, করে রক্ষোগুণ গান,
তালে তালে করিছে নর্ত্তন॥
ঘোর রব মার ধর, চারি দিকে ভয়ঙ্কর,
করে ভূত-পিশাচনিকর।
বদন ব্যাদান করি, ধায় খাইবারে অরি,
দেখি ভয়ে পলায় বানর॥
যে দিকে বানর ধায়, সম্মুখে অনল পায়,
তপ্ত বালু হয় বরিষণ।
বানরে স্তম্ভিত করি, গরজিল সুর-অরি,
করি রিপু-হিয়া বিদারণ॥
বলীর অনুজ বীর, লক্ষ্মণ সমর-ধীর,
হইল সকলে অচেতন।
কহি রাম রঘুবর, চেষ্টাহীন বীরবর,
করে কর করিয়া মর্দ্দন॥
হেনমতে দশানন, করি রিপু-বলার্দ্দন,
পুন মায়া করিল সৃজন।
অগণিত হনুমান, রণভূমে ধাবমান,
করি করে ভূধর ধারণ॥

যূথে যূথে আগুসরি, রাঘবে বেষ্টন করি,
রহে পুচ্ছ করি উত্তোলন।
দশদিকে পুচ্ছ রাজে, মধ্যে রঘুরাজ রাজে,
ঘনশ্যাম কমললোচন॥
করি রূপ দরশন, সুখ-দুঃখযুত মন,
জয় জয় কহে সুরগণ।
তবে প্রভু রঘুবীর, সন্ধানিয়া এক তীর,
করিলা সে মায়ার হরণ॥
যবে মায়া হয় দূর, উঠে ভালু কপি শূর,
গিরি তরু অস্ত্র ধরি করে।
ছাড়িয়া অসঙ্খ্য শর, রঘুপতি লীলানর,
রাবণের বাহু-শির হরে॥
শ্রীরাম রাবণ রণে, করিলা যে আচরণে,
যদি বহুকল্প ভরি গায়
আগম নিগম যত, বিশ্বধর শত শত,
তবু তার অন্ত নাহি পায়॥
সে সমর-বিবরণ, করে কিছু বরণন,
জড়মতি এ তুলসীদাস।
যথা মশা হীনবল, না বুঝি পৌরুষ-বল,
উড়াইতে চাহে হে আকাশ॥
পুনঃপুনঃ কাটে বাহু, মস্তক সুরেশ।
তথাপি না ত্যজে প্রাণ সুরারি লঙ্কেশ॥
খেলিছে সমর-খেলা ভুবন-ঈশ্বর।
হেরি সুখ পায় সুর-সিদ্ধ-মুনিবর॥
যত শির কাটে তত বাড়িতে থাকিল।
যথা প্রতিলাভে লোভ বাড়িতে লাগিল॥
রিপু না মরিল শ্রম বিশেষ হইল।
তবে বিভীষণ প্রতি রাম তাকাইল॥
যাহার ইচ্ছাতে হয় কালের মরণ।
ভক্তের পরীক্ষা করে সে প্রভু গ্রহণ॥
বিভীষণ কহে শুন ভুবননায়ক।
সুরমুনি-সুখদাতা প্রণত-পালক॥
রাবণের নাভিকুণ্ড অমৃতপূরিত!
আজিও তাহার বলে সে আছে জীবিত॥
বিভীষণবাক্য রাম করিয়া শ্রবণ।
করাল সায়ক করে করিল গ্রহণ॥
সেকালে হইল নানাবিধ কুলক্ষণ।
শৃগাল কুকুর খর করিল রোদন॥

খগকুল আর্ত্তরব করিতে লাগিল।
নভমাঝে বহু ধূমকেতু দেখা দিল ॥
দশদিক ব্যাপি মহা অনল জ্বলিল।
পর্ব্ব বিনা রাহু আসি রবিরে গ্রাসিল ॥
মন্দোদরী-হিয়া তবে কাঁপিয়া উঠিল।
দেবতাপ্রতিমা-নেত্রে সলিল বহিল ॥
ভূমিকম্প হয় বহে তপ্ত সমীরণ।
জলদ রুধির কেশ করিছে বর্ষণ ॥
ভয়াবহ কুলক্ষণ করি বিলোকন।
ভয়ে কহে জয় জয় দেবতার গণ ॥
জানি সুরকুলে ভীত রাম ভগবান্।
ধনুকে করাল শর করিল সন্ধান ॥
শ্রবণ পর্য্যন্ত গুণ করি আকর্ষণ।
করে একত্রিশ শর সত্বরে ক্ষেপণ ॥
কালফণী সম চলে রাঘবের বাণ।
হরিতে ত্রিদশ-অরি রাবণের প্রাণ।
এক শর নাভিসর করিল শোষণ।
অপর সভুজ শির করিল কর্ত্তন ॥
আর শর শির ভুজ লইয়া চলিল।
শির-ভুজহীন দেহ নাচিতে লাগিল ॥
পদাঘাতে ভূমিতল কম্পিত হইল।
তবে প্রভু শরে দেহ দ্বিখণ্ড করিল ॥
মরিবার কালে করে ঘোর গরজন।
কোথা রাম রণে তারে করিব নিধন ॥
দশানন পড়ে যবে পৃথিবী কাঁপিল।
দিগ্‌গজ ভূধর সিন্ধু ক্ষুভিত হইল ॥
পড়িল দ্বিখণ্ড দেহ ভূমির উপর।
চূর্ণ করি অগণিত ভালুক বানর ॥
মন্দোদরী-আগে ধরি ছিন্ন ভুজশীষ।
ফিরিয়া আইল শর যথা জগদীশ ॥
আসিয়া প্রভুর তূণে প্রবেশ করিল।
হেরিয়া দুন্দুভি সুরবৃন্দ বাজাইল ॥
রাবণের তেজ প্রভু-আননে পশিল।
হেরি সুর চতুর্ম্মুখ আনন্দ পাইল ॥
হইল জয়তি ধ্বনি পূর্ণ নভখণ্ড।
জয় রঘুবীর জয় প্রবল দোর্দ্দণ্ড ॥
সুর-মুনি-বৃন্দ করে কুসুম বর্ষণ।
জয় জয় কৃপাময় করি উচ্চারণ ॥

জয় কৃপা-নিকেতন রাক্ষসনাশন।
খলবল-বিদারণ পরম কারণ ॥
বরষে কুসুম সুর আনন্দিতমন।
করিতেছে গহ গহ দুন্দুভি বাদন ॥
সংগ্রামঅঙ্গনে রাম কমল-লোচন।
কোটী-কাম-জিনি শোভা করেছে ধারণ ॥
জটার মুকুট শোভে মস্তকউপর।
কুসুমের গুচ্ছ মাঝে মাঝে মনোহর ॥
যেন নীলগিরি পরে তড়িতপটল।
ধরে অতি শোভা সহ নক্ষত্রমণ্ডল ॥
শর শরাসন ভুজযুগে ফিরিতেছে।
শোণিতের বিন্দু শ্যাম অঙ্গে শোভিতেছে।
কৃপাদৃষ্টি করি বৃষ্টি করুণা-নিধান।
করিল দেবতাবৃন্দে অভয় প্রদান ॥
লভিল অতুল হর্ষ ভালুক বানর।
কহে জয় সুখধাম মুকতি-ঈশ্বর ॥
পতিশির মন্দোদরী হেরিল যখন।
মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িল তখন ॥
কান্দিতে কান্দিতে সখী উঠিয়া ধাইল।
উঠাইয়া তাঁরে পতিপাশে লয়ে গেল ॥
পতিগতি হেরি সতী করিছে রোদন।
শিথিল হইল দেহ কেশের বন্ধন ॥
তাড়ন করিয়া বক্ষ করিছে বিলাপ।
রক্ষঃকুল-ভূষণের বাখানি প্রতাপ ॥
নিত্য তব বলে নাথ ধরণী কাঁপিত।
রবি-শশি-হুতাশন নিস্তেজ হইত ॥
কচ্ছপ কমঠ ভার সহিতে নারিত।
ভূতলে সে দেহ আজি হয়েছে পতিত ॥
বরুণ কুবের সুর ঈশ সমীরণ।
সমরে নারিত ধৈর্য্য করিতে ধারণ ॥
ভুজবলে যম-কালে তুমি হে জিনিলে।
অনাথের মত আজি পড়িয়া রহিলে ॥
তোমার প্রভুতা নাথ জানে ত্রিভুবন।
সুত-পরিজন-বল কে করে গণন ॥
রাঘবে বিমুখ তুমি এ দশা পাইলে।
রোদন করিতে কুলে কারে না রাখিলে ॥
ত্রিভুবন তব বশে ছিল দশানন।
সব দিকপতি তব বন্দিত চরণ ॥

খাইবে তোমার শির জম্বুক এখন।
হেন গতি লভে রামে বিমুখ যেজন॥
কালবশ পতি মম কথা না শুনিলে।
চরাচর-নাথে তুমি মানব ভাবিলে॥
রাঘব মনুজ নহে রাক্ষসনায়ক।
প্রচণ্ড দনুজবল-দহনপাবক॥
ব্রহ্মা শিব-আদি বন্দে যাঁহার চরণ।
না করিলে প্রাণনাথ তাঁহার ভজন॥
করিয়াছ তুমি পরদ্রোহ নিরন্তর।
সঞ্চিত-কলুষ-রাশি এই কলেবর॥
তোমারও নিজধাম দিল দয়াময়।
নাম সেই রামে যেই ব্রহ্ম নিরাময়॥
অহো নাথ রঘুনাথ-সম কেবা আন।
এ তিন ভুবনে আছে কৃপার নিধান॥
আজন্ম করিয়া তপ তাপস যে গতি।
না পায় তোমারে দিল রঘুকুলপতি॥
রাবণ-মহিষীমুখে এ কথা শ্রবণ।
করি সুখ পায় সুর-সিদ্ধ-মুনিগণ।
নারদ সনক-আদি অজ মহেশ্বর।
পরম-অরথবাদী যত মুনিবর॥
লোচন ভরিয়া করি রামে দরশন।
হইল পরম সুখী প্রেমে নিমগন॥"
শ্রবণ করিয়া তবে রাণীর রোদন।
ব্যাকুল হইল শোকে রক্ষ বিভীষণ।
অগ্রজের দশা দেখি অধীর হইল।
তারে প্রবোধিতে রাম লক্ষ্মণে কহিল
রাঘব-অনুজ তারে বহু বুঝাইল।
বিভীষণ সনে প্রভু নিকটে আইল॥
তাঁর প্রতি করি প্রভু কৃপা বিলোকন।
কহে শোক ত্যজি কর ক্রিয়া সমাপন॥
দেহের সংকার করে প্রভু-আজ্ঞা মানি
বিধি অনুসারে দেশকাল-গতি জানি॥
ময়ের তনয়া-আদি রমনীর গণ।
তিলাঞ্জলি দিয়া করি রাবণতর্পণ॥
গমন করিল সবে লঙ্কা নিকেতন।
করিতে করিতে রামগুণের বর্ণন॥
বিভীষণ গিয়া প্রভুচরণ বন্দিল।
করুণাবারিধি তাঁর অনুজে ডাকিল॥

কহিল অঙ্গদ কপিপতি নীল নল।
তুমি জাম্ববান্ হনুমান্ মহাবল॥
সবে মিলি করি লঙ্কানগরে গমন।
বিভীষণ-অভিষেক কর সমাপন॥
পিতার বচন মানি না যাব নগরে।
পাঠাইনু প্রতিনিধি অনুজে বানরে॥
প্রভুআজ্ঞা শুনি সবে ত্বরিত চলিল।
তিলক রচনা গিয়া লঙ্কাতে করিল॥
সিংহাসনে বিভীষণে ধরি বসাইল।
স্তুতিপাঠ করি তার তিলক সারিল॥
করযোড় করি সবে শিরে নোঙাইল।
সবে মিলি পুনঃ প্রভু-সমীপে আইল॥
ঋক্ষ-কপিকুলে রাম ডাকিল তখন।
সবে সুখী করে কহি মধুর বচন॥
রাঘব কহিল শুন ভালু-কপিগণ।
তোমাদের বলে অরি হইল নিধন॥
তোমাদের বলে রাজ্য পায় বিভীষণ।
রবে তোমাদের যশ ব্যাপি ত্রিভুবন॥
সহায় হইয়া মোর যে যশ বিমল।
অর্জ্জন করিলে সবে ভুবন-মঙ্গল॥
শ্রদ্ধা সহকারে ইহা যে জন গাইবে।
অনায়াসে ভবসিন্ধু সে তরি যাইবে॥
প্রভুর মধুর বাণী করিয়া শ্রবণ।
হইল বানরপুঞ্জ পরিতুষ্টমন।
পুনঃপুনঃ প্রভুমুখ করি দরশন।
চরণকমল সবে করিল ধারণ॥
বায়ুসুতে ডাকি তবে কহে ভগবান্।
গমন করহ লঙ্কাপুরে হনুমান্॥
জানকীরে সমাচার কহি শুনাইবে।
জানিয়া কুশল তাঁর সত্বর আসিবে॥
মারুতনন্দন তবে নগরে পশিল।
নিশাচর নিশাচরী ভয়ে পলাইল॥
অশোককাননে করি দেবীরে দর্শন।
দূরে থাকি করে হনু চরণবন্দন॥
রঘুপতিদূত বলি জানকী চিনিল।
সবল-সানুজ প্রভু-কুশল পুছিল॥
আছে গো কুশলে মাত কুশল-অধীশ।
সবংশে হইল হত দুষ্ট দশশীষ॥

অবিচল রাজ্য লাভ কৈল বিভীষণ।
শুনিয়া দেবীর মন আনন্দে মগন ॥
অতীব হরষভরে, রোমাঞ্চিত কলেবরে,
কহে রমা সজললোচনে।
কহিলে যে সুবচন, আছে কিবা হেন ধন,
দিব তোরে এ তিন ভুবনে ॥
শুনি কহে হনুমান্, নিখিল সাম্রাজ্য দান,
পাইলাম নাহিক সংশয়
সমরবিজয়ী রাম, বন্ধুযুত বলধাম,
হেরিলাম ব্রহ্ম নিরাময় ॥
জানকী কহিল শুনি হনুর বিনয়।
তোমার হৃদয় সুত সুগুণনিলয় ॥
তোমার উপরে রঘু-কুলের ভূষণ।
সানুকূল রবে বাছা সদা সলক্ষ্মণ ॥
এবে তুমি কর তাত সেই সুযতন।
যাহাতে আমার হয় রাম-দরশন ॥
রাঘবসমীপে তবে মারুতি আইল।
সীতার কুশলবার্ত্তা তাঁরে শুনাইল ॥
কপিবাক্য শুনি রবিকুলের ভূষণ।
কহে শুন কপিরাজ, মিত্র বিভীষণ ॥
তোমরা মারুতি সনে করহ গমন।
সীতারে সাদরে হেথা কর আনয়ন ॥
সত্বরে যাইয়া সবে অশোককানন।
হেরে নিশাচরী করে সীতার সেবন ॥
তাদেরে রাক্ষসপতি আদেশ করিল।
সীতারে সাদরে তারা স্নান করাইল ॥
বসন-ভূষণ নানা তাঁরে পরাইল।
রুচির শিবিকা আনি সম্মুখে ধরিল ॥
তাহার উপরে দেবী করে আরোহণ।
সুখধাম রঘুবরে করিয়া স্মরণ ॥
বেত্রপাণি সুরক্ষক চৌদিকে চলিল।
সবার অন্তরে মহা উল্লাস হইল ॥
ত্রিজটা সখীরে দেবী সহিত লইল।
হরি স্মরি শুভযাত্রা তখন করিল ॥
দেখিবারে ভালু-কপি অনেক ধাইল।
শিবিকা-রক্ষকগণ তাদের বারিল ॥
রাঘব কহিল তবে শুন বিভীষণ।
পদব্রজে জানকীরে কর আনয়ন ॥

জননীর মত কপি করিবে দর্শন
না হইবে কিছুদোষ তাহাতে এখন ॥
প্রভুবাণী শুনি কপি-ভালুক হরষে।
গগন হইতে ফুল দেবতা বরষে ॥
অনলের করে করি সীতা সমর্পণ।
করেছিল প্রভু মায়া সীতার সৃজন ॥
অনল হইতে পুন করিতে গ্রহণ।
পাবক-রাক্ষা-কাণ্ড করিল মনন ॥
সে হেতু কহিলা প্রভু সীতারে দুর্ব্বাদ।
যাহা শুনি নিশাচরী পাইল বিষাদ ॥
পতি-কটুবাক্য শিরে ধরি তবে সীতা।
কহিল করম-মন-বচনপুণীতা ॥
আমার ধরম এবে রাখহ লক্ষ্মণ।
সত্বরে জ্বালহ বাছা তুমি হুতাশন ॥
বিবেক-ধরম-যুত জানকীবচন।
শ্রবণ করিয়া তবে সুমিত্রানন্দন ॥
হইল সলিল-পূর্ণ যুগল লোচন।
নারিল কহিতে কিছু অগ্রজে তখন ॥
প্রভু-অভিপ্রায় বুঝি লক্ষণ ধাইল।
জ্বালিতে অনল বহু ইন্ধন আনিল ॥
প্রবল অনল যবে জ্বলিয়া উঠিল।
সীতার হৃদয়ে ভয় কিছু না হইল ॥
কর্ম্ম-বাক্য-মনে যদি আমি হই সতী।
রামে ছাড়ি নাহি যদি থাকে অন্যগতি ॥
তবে তুমি হও এবে চন্দন সমান।
সবার মনের ভাব অগ্নি তুমি জান ॥
এত কহি সীতা দেবী অনলে পশিল।
শীতল শ্রীখণ্ড সম পাবক হইল ॥
মহেশবন্দিত পূত রামের চরণ।
পতিব্রতা মনে মনে করিল স্মরণ ॥
সীতা-প্রাতবিম্ব আর লোক-অপবাদ।
হইল অনল-দগ্ধ শুন ভুজগাদ ॥
প্রভুর এভাব কেহ লখিতে নারিল।
দাঁড়াইয়া সুর-মুনি সকলে হেরিল ॥
তবে ভূমি সুররূপ অনল ধরিয়া।
বেদ-বেদ্য ব্রহ্মময়ী রমারে লইয়া ॥
সমর্পণ করে রাম রাঘবের করে।
যথা ক্ষীরনিধি দিল কমলা শ্রীধরে ॥

রাম-বামভাগে দেবী আসিয়া বসিল।
আহা কি অপূর্ব্ব শোভা তখন হইল॥
নবনীল-নীরদের নিকটে যেমন।
কনকপঙ্কজ আসি করিল মিলন॥
আনন্দে করিল সুর কুসুম বর্ষণ।
করিল বিবিধ সুর বাদ্যের বাদন॥
করিছে কিন্নর রাম-কীরতি কীর্ত্তন।
বিমান-উপরে করে অপ্সরা নর্ত্তন॥
শ্রীজানকী সনে প্রভু কিবা শোভা ধরে।
আনন্দে ভালুক-কপি দরশন করে॥
সে শোভাসমুদ্র হেরি অমিত অপার।
কহে কপি জয় রঘুপতি সুখসার॥
রামের আদেশ তবে মাতলি পাইয়া।
সুরপুরে গেল রাম-চরণ বন্দিয়া॥
স্বার্থপর দেবগণ তখন আইল।
যেন পরমার্থবাদী বচনে কহিল॥
দীনবন্ধু দয়াময় রাঘবনন্দন।
কহিলে মোদের পরে কৃপা বিতরণ।
বিশ্বদ্রোহ-রত খল অতিশয় কামী।
আপনার পাপে নষ্ট কুমারগগামী॥
তুমি হে সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম অবিনাশী।
সদা একরস প্রভু চিদানন্দরাশি॥
অকল অগুণ অনবদ্য অনাময়।
অজিত অমোঘ এক দীন দয়াময়
কমঠ-শূকর-মীন-নৃহরি-বামন
ভৃগুপতি-আদি মূর্ত্তি করিলে ধারণ॥
যবে যবে দুঃখ পায় দেবতার গণ।
নানা তনু ধরি কর সে দুখ মোচন॥
সুরদ্রোহী দশানন কলুষআধার।
কাম ক্রোধ মদ লোভে রত দুরাচার॥
অধমের শিরোমণি মুকতি পাইল।
হেরিয়া মোদের মনে বিস্ময় হইল॥
আমরা দেবতাগণ স্বার্থবশ অতি।
তোমার চরণে নাথ নাহিক ভকতি॥
এ ভবসংসারে মোরা পড়িয়া রইনু।
রক্ষা কর কৃপাময় শরণ লইনু॥
করিয়া প্রভুর স্তব, মুনি সিদ্ধ সুর সব,
হেথা-সেথা রহে জোড় করে।

অতিশয় প্রেমভরে, বিধি প্রভু স্তব করে,
ভক্তিনম্র গদগদ স্বরে॥
জয় রাম সুখধাম, সদা পরিপূর্ণ কাম,
রঘুবর শর-চাপ-কর।
দুরন্ত ভব-বারণ, কর তুমি বিদারণ,
বিভু গুণ-সাগর নাগর॥
কোটি কাম জিনি ছবি, গায় গুণ মুনি কবি,
যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র সিদ্ধগণে
দশাননে বধ করি, যথা নাগে নাগঅরি,
রাখিলে কীরতি ত্রিভুবনে॥
সকল-জন রঞ্জন, শোকাদি ভয়-ভঞ্জন,
গতক্রোধ সদাবোধময়।
নানা অবতার ধর, ভূভার হরণ কর,
বিভু সর্ব্বজ্ঞান-গুণালয়॥
বিশ্বব্যাপী এক অজ, অনাদি সদা বিরজ,
দীননাথ করুণা-আকর।
রঘুবংশ-বিভূষণ, কৃত-ভূপ-বিভীষণ,
করি পদে নতি কৃপা কর॥
মহাবল ভুজদণ্ড, প্রতাপ অমিত চণ্ড,
খলকুল-নিধন-কুশল।
অহেতু করুণাময় সর্ব্বভূত-গুহাশয়,
নমি তব চরণ-কমল॥
শর-চাপ-তূণধর, মনজাত দোষহর,
ভূপবর অরুণ-লোচন।
সর্ব্ব-সুখ-নিকেতন, মনোহর শ্রীরমণ,
মদ-মার মমতা-শমন॥
অখণ্ড ইন্দ্রিয়াতীত, সমরূপ বিশ্বচিত,
চারিবেদ গায় সমস্বরে
রবি রবিকর যথা, ভিন্নাভিন্ন হয় তথা,
বিশ্বে আর বিশ্বরূপ ধরে॥
কৃতকৃত্য বনচর, শাখামৃগ ঋক্ষবর,
সাদরে নিরখি তবানন।
তব ভক্তিহীন হয়ে, ধিক দেব কলেবরে,
মজে ভবে ভুলি শ্রীচরণ॥
এবে দীন দয়াময়, হইয়া মোরে সদয়,
ভেদ-মতি করহে হরণ।
ভবক্রিয়া মিথ্যা জানি, যেন দুখে সুখ মানি,
করি তব মহিমা কীর্ত্তন॥

খলকুল-বিনাশন, ধরিত্রীর বিভূষণ,
শিব-শিবা-সেবিতচরণ
দেহ মোরে এই বর, ওহে রাজরাজেশ্বর,
তব পদাম্বুজে প্রেমমন ॥
করিয়া বিবিধ স্তব, হরি-নাভিপদ্ম-ভব
প্রেমে-প্রফুল্লিত-কলেবর।
করি সুখে বিলোকন, অনিমেষ দুলোচন,
রাঘববদন মনোহর ॥
হেনকালে দশরথ আইল তথায়।
সুতে দরশন করি নেত্রে জলধায় ॥
অনুজ সহিত রাম প্রণাম করিল।
শুভ আশীর্ব্বাদ পিতা তবে দোঁহে দিল ॥
তব পুণ্যবলে তাত সব নিশাচরে।
জিনিলাম রণে আমি অজেয় সমরে ॥
অতি প্রীতি বাড়ে শুনি পুত্রের বচন।
রোমাঞ্চিত তনু পূর্ণ সলিলে লোচন ॥
প্রথমে করিল রাম প্রেম অনুমান।
কৃপাদৃষ্টি করি পরে দিল দৃঢ়জ্ঞান ॥
মোক্ষ না পাইল নৃপ উমে সে কারণ।
মজিল ভকতিপথে নৃপতির মন ॥
নাহি লয় মোক্ষ কভু রাম-উপাসক।
তাদের রাঘব করে আপন সেবক ॥
পুনঃপুনঃ করি
হরষিত দশরথ গেল নিজ ধাম ॥
অনুজ জানকী সনে রাঘবনন্দন।
বিরাজে কুশলে করি রাক্ষসে নিধন।
পরম সুন্দর ছবি করি বিলোকন।
আনন্দিত সুরপতি করিছে স্তবন ॥
জয় রাম রঘুবর জয় শোভাধাম।
অভীষ্টদায়ক জয় প্রণত-বিশ্রাম ॥
জয় জয় করধৃত-তুণ শরচাপ।
জয় জয় ভুজদণ্ড-প্রবলপ্রতাপ ॥
জয়তি ত্রিশিরা-খর-দূষণনাশন।
জয় জয় নিশাচর-কুলবিনাশন ॥
দুরাচার দশাননে বধ করি নাথ।
এ তিন ভুবনজনে করিলে সনাথ ॥
হরিতে ভূমির ভার তব অবতার।
তোমার মহিমা দেব অনন্ত অপার ॥
জয় রাবণারি জয় রাঘব কৃপাল।
রাক্ষসকুলের দেব তুমি মহাকাল ॥
ভুজবলে গরবিত ছিল লঙ্কেশ্বর।
আনিল আপন বশে সুর নাগ নর ॥
করিল পাপিষ্ঠ পরদ্রোহ আচরণ।
তাহার পাপের ফল দিলে নারায়ণ ॥
শুন এবে দানবন্ধু আমার বচন।
আজানুলম্বিতভুজ রাজীবলোচন ॥
আমার হৃদয়ে ছিল এই অভিমান।
নাহি ত্রিভুবনে কেহ আমার সমান ॥
এবে হেরি তব পদকমল সুখদ।
বিগত হইল মান দুখরাশিপ্রদ ॥
তোমারে অব্যক্ত বলি শ্রুতি করে গান।
নির্গুণ বলিয়া কেহ কেহ করে ধ্যান ॥
মোরে ভাল লাগে তব সগুণ স্বরূপ।
শ্যামল সুন্দর তনু রবিকুল-ভূপ ॥
জানকী-অনুজসনে দেহ রঘুপতি।
করহ হৃদয়ে মোর সতত বসতি ॥
একান্ত জানিয়া নাথ মোরে তব দাস।
চরণ-কমলে ভক্তি দেহি শ্রীনিবাস ॥
নাশে ভবভয় তব চরণে ভকতি।
তব নাম করে নাশ সকল দুর্গতি ॥
কোটিকাম জিনি তব মধুর মুরতি।
রাম সুখধাম তব পদে করি নতি ॥
অমর-রঞ্জন বিভু দ্বন্দ্ব-বিভঞ্জন।
অতিবল নরতনু ধরেছ পরাণ ॥
ব্রহ্মাদিশঙ্করসেব্য চরণকমল।
ভূমি লুঠি নমি আমি করুণা-কোমল ॥
এবে কৃপা করি আজ্ঞা দেহ নরহরি।
কি করিব কহ শুনি রক্ষ-কুল-অরি ॥
শুন সুরপতি বহু ভালুক-বানর।
রক্ষ সনে রণে পড়ি ভূমির উপর ॥
মম হিত হেতু তাঁরা ত্যজিল পরাণ।
তাদেরে সুরেশ কর জীবন প্রদান ॥
শুনহ গরুড় এই প্রভুর বচন।
বুদ্ধির অগম্য বুঝে জ্ঞানী মুনিগণ ॥
এ তিন ভুবন পারে রাম জিয়াইতে।
এ আজ্ঞা কেবল ইন্দ্র-মান বাড়াইতে।

অমৃত বরষি কপি-ভালু জিয়াইল।
হরষে উঠিয়া তারা প্রভু পাশে গেল॥
সুধাবৃষ্টি হয় দুই কুলের উপর।
উঠে ভালু-কপি নাহি উঠে নিশাচর॥
হয়েছিল রামময় রাক্ষসের মন।
তনু ত্যজি গেল তারা বৈকুণ্ঠভবন॥
ভালুক বানর সুর-অংশে জনমিল।
প্রভু-ইচ্ছাক্রমে তারা জীবন পাইল॥
রামের সমান কেবা দীনহিতকারী।
যে করিল মুক্ত রক্ষঃকুল পাপাচারী॥
মলধাম খল কামরত দশানন।
সে গতি পাইল যাহা বাঞ্ছে যোগিজন॥
রুচির বিমানে সুর করি আরোহণ।
গেল নিজ পুরে করি কুসুম বর্ষণ॥
অবসর বুঝি তবে দেব ত্রিনয়ন।
রাম পাশে রণস্থলে করে আগমন॥
অতি প্রীতমনে জোড় করি দুইকর।
প্রেমবারিপূর্ণনেত্র বিভু মহেশ্বর॥
রোমাঞ্চিত-কলেবর গদগদস্বর।
করিছে প্রভুর স্তব শশাঙ্ক শেখর॥

জয় রঘুকুলবর, কর-ধৃত-ধনু-শর,
মহা-মোহ-ঘন-প্রভঞ্জন।
মোরে রক্ষা কর প্রভু, অগুণ সগুণ বিভু,
সংশয়-বিপিন-হুতাশন॥

ভ্রম-তম-দিবাকর, প্রবল-প্রতাপকর,
কামক্রোধ-গজ-পঞ্চানন।
জয় সর্ব্বগুণাশ্রয়, জন-মন-কৃতালয়,
বিপ্র-ধেনু-অমররঞ্জন॥

ভবজলধি-মন্দর, ত্রিভুবন-মনোহর,
কর জন্ম-মরণ বারণ।
নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম, রাজীব লোচন রাম,
দীনবন্ধু আরতি-মোচন॥

অনুজ জানকী সনে, বস মম হৃদাসনে,
আশা-পদ্মকানন-তুষার।
তাপসকুল-রঞ্জন, মহীমণ্ডল-মণ্ডন,
নাশ দাস-ভবকারাগার॥

অযোধ্যায় হবে যবে তিলক তোমার।
নিরখিব গিয়া তব চরিত উদার॥
বিনয় করিয়া শম্ভু নিজ পুরে গেল।
বিভীষণ প্রভুপাশে তখন আইল॥
চরণে নমিয়া শির কহে মৃদুবাণী।
শুন মম কথা এবে দেবশার্ঙ্গপাণি॥
সকুলে সবলে প্রভু রাবণে মারিলে।
ভুবনপাবন যশ জগতে রাখিলে॥
পাপে কলুষিতমতি দীন হীনজাতি।
করিলে আমার পরে কৃপা বহুভাতি॥
লঙ্কাপুরে কর এবে চরণ অর্পণ।
কর শ্রম দূর তথা করিয়া মজ্জন॥
মন্দির সম্পদ মম দেশ কোষ ধন।
কপিগণে কৃপাময় কর বিতরণ॥
কৃতার্থ করিয়া মোরে কমললোচন।
যাবে মম সনে পুন অযোধ্যাভুবন॥
মধুর বচন শুনি দীনের শরণ।
হইল প্রেমের ভরে সজললোচন॥
তব কোষ গৃহ মম সত্য বিভীষণ।
নাহিক সন্দেহ ইথে করহ শ্রবণ॥
কিন্তু ভরতের দশা করিয়া স্মরণ।
পলক কলপ সম করিছে গমন॥
তাপসের বেশ তার কৃশ কলেবর।
করিতেছে জপ মম নাম নিরন্তর॥
সত্বরে হেরিব তারে করিয়া যতন।
আমার মিনতি রাখ সখে বিভীষণ॥
নির্দ্দিষ্ট দিবস যদি হয়হে অতীত।
নিশ্চয় ভরতে নাহি পাইব জীবিত॥
স্মরি ভরতের প্রীতি রাঘব সুধীর।
স্নেহভরে পুলকিত হইল শরীর॥
কল্প ভরি রাজ্য তুমি কর সুশাসন।
সতত করহ মোরে অন্তরে স্মরণ॥
কল্পঅবসানে যাবে আমার ভবন।
শরীর ত্যজিয়া যথা যায় সাধুজন॥
বিভীষণ শুনি তবে রাঘব-বচন।
হরষে করিল প্রভু-চরণ ধারণ॥
আনন্দ পাইয়া কপি-ভালুক সকল।
প্রভুপদ ধরি গায় যশ নিরমল॥

পুনঃ রক্ষঃপতি নিজ পুরে প্রবেশিল।
রতন-বসন-মণি বিমানে ভরিল॥
লইয়া পুষ্পক প্রভু-সমীপে রাখিল।
দেখি কৃপানিধি তবে হাসিয়া কহিল॥
বিমান উপরে সখে করি আরোহণ।
বরষ গগনে গিয়া বসন ভূষণ॥
আজ্ঞা মাত্র বিভীষণ আকাশে উঠিল।
রতন-বসন-মণি বর্ষণ করিল॥
যার মনে লাগে যাহা সে তাহা লইল।
বিদরি মণির মুখ ভূমে ফেলি দিল॥
হাস্য করে রাম, সীতা অনুজ সমেত।
পরম কৌতুকপ্রিয় কৃপার নিকেত॥
নেতি নেতি করি সদা শ্রুতি যাঁরে গায়
যোগী মুনি ধ্যান করি যাঁরে নাহি পায়।
সেই পরব্রহ্ম আজি কপিগণ সনে।
বিবিধ বিনোদ করে সমর-অঙ্গনে॥
উমে যোগ-তপ-আদি বিবিধ সাধন।
যদ্যপি মানব করে করিয়া যতন॥
না করে তেমন কৃপা প্রভু তার পরে।
অকপট প্রেমে যথা প্রভু কৃপা করে॥
ভালুক বানর পট ভূষণ পাইল।
পরিধান করি রামসমীপে আইল॥
বিবিধবরণ কপি করি দরশন।
পুনঃপুনঃ করে হাস্য রাঘব-নন্দন॥
সবার উপরে করি কৃপা-বিলোকন।
মধুর বচন রাম করে উচ্চারণ॥
তোমাদের বলে করি রাবণে নিধন।
দিলাম অনুজে তার লঙ্কা-সিংহাসন॥
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমন।
কারে নাহি কর ভয় আমার স্মরণ॥
প্রভুবাক্য শুনি প্রেমে ব্যাকুল হইল।
পাণিযুগ জুড়ি কপি কহিতে লাগিল॥
যা কহিলে প্রভু সব তোমার উচিত।
শুনিয়া মোদের মন হইল মোহিত॥
বানরে জানিয়া দীন করিলে সনাথ।
অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি রঘুনাথ॥
মোরা লাজে মরি শুনি বাক্য অবিহিত।
মশা কি সাধিতে পারে খগপতি-হিত॥

ভালুক-বানর হেরি রামের বদন।
গৃহ-ইচ্ছা ত্যজি হয় প্রেমনিমগন॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা ভালুকপিগণ।
রামরূপ হৃদিমাঝে করিয়া ধারণ॥
হরষ-বিষাদযুত হইয়া তখন।
বিবিধ বিনয় ক'র করিল গমন॥
ঋক্ষপতি কপিপতি নল হনুমান্।
যূথপ অঙ্গদ-আদি কপি বলবান্॥
না পারে কহিতে কিছু রহে প্রেমভরে।
যুগল লোচন ভরি প্রেমবারি ঝরে॥
রামের বদন-শশী করে নিরীক্ষণ।
নয়ন-পলক সবে করি নিবারণ॥
তাহাদের অতি প্রীতি রাঘব দেখিয়া।
লইল বিমান পরে সবে উঠাইয়া॥
মনে মনে বিপ্রপদে প্রণাম করিয়া।
বিমান উত্তর দিকে দিল চালাইয়া॥
যাইবার কালে অতি কোলাহল হয়।
জয় রঘুবীর সবে সমস্বরে কয়॥
অতি উচ্চ মনোহর রাজসিংহাসনে।
বসিল ভূপতি-মণি শ্রীজানকী সনে॥
সীতাসনে বসি রাম কিবা শোভা ধরে।
জলদ-দামিনী যেন মেরুশৃঙ্গ পরে॥
অতি দ্রুতবেগে তবে বিমান চলিল।
আনন্দে সুমন-বৃষ্টি দেবতা করিল॥
পরম সুখদ বায়ু বহিতে লাগিল।
নদী-জলনিধি জল বিমল হইল॥
চারিপাশে সুলক্ষণ হয় দরশন।
দশদিক নিরমল সুপ্রসন্ন মন॥
কহে রঘুপতি সীতে কর বিলোকন।
এই স্থানে মেঘনাদে বধিল লক্ষ্মণ॥
হেথা হনুমান্ আর বালীর কুমার।
অগণিত নিশাচরে করিল সংহার॥
সুরমণি-অরি, কুম্ভ-কর্ণ দশানন।
দুই সহোদরে হেথা করিনু নিধন॥
নলকৃত সেতু প্রিয়ে কর দরশন।
সুখধাম শিবে হেথা করিনু স্থাপন॥
জনকনন্দিনী ইহা করিয়া শ্রবণ।
পতি সনে মহাদেবে করিল বন্দন॥

যথা তথা বনে রাম করিল বিশ্রাম।
দেখায় সীতারে সব কহি কহি নাম॥
পবন-গতিতে চলি আইল বিমান।
দণ্ডককানন যথা নানা মুনিস্থান॥
ঘটযোনি-আদি মুনি-বরের বসতি।
বিদায় লইতে তবে গেল রঘুপতি॥
সকল তাপস কাছে লভিয়া আশীষ।
চিত্রকূট গিরিবরে আসে জগদীশ॥
মধুর বচনে তুষ্ট করি ঋষিগণে।
চালাইয়া দিল যান সপদি গগনে॥
জানকীরে পুন কহে কমললোচন
কর পাপবিনাশিনী যমুনা দর্শন॥
অদূরে দেখহ প্রিয়ে জাহ্নবী পুণীতা।
শুনিয়া প্রণতি করে কর জুড়ি সীতা॥
দেখহ তীরথ-পতি সম্মুখে প্রয়াগ।
যাঁহারে হেরিলে সর্ব্বপাপ করে ত্যাগ॥
এদিকে দেখহ বেণী কলুষহারিণী।
শোকবিনাশিনী সুর-লোকপ্রদায়িনী॥
দেখহ কোশল পুরী অতি সুপাবনী।
দারুণ ত্রিতাপ-ভব-দুঃখ-নিবারিণী॥
হেরিয়া অযোধ্যাপুর সজললোচন।
রোমাঞ্চিতকলেবর শ্রীরঘুনন্দন॥
সীতা সনে নিজ ধামে করিয়া বন্দন।
পুন আসি করে প্রভু ত্রিবেণীমজ্জন॥
করিল বানরকুল ভক্তিভাবে স্নান।
মহীসুরে দিল রাম নানাবিধ দান॥
মারুতিরে রঘুনাথ কহিল তখন।
দ্বিজরূপ ধরি কর অযোধ্যা গমন॥
কুমার ভরতে মোর কুশল কহিবে।
লয়ে তার সমাচার সত্বরে আসিবে॥
আজ্ঞা শিরে ধরি গেল পবননন্দন।
প্রভু ভরদ্বাজ পাশে কৈল আগমন॥
যথাবিধি মুনিবর পূজা সমর্পিল।
করিয়া বিবিধ স্তব আশীর্ব্বাদ দিল॥
কর জুড়ি মুনিপদ কবিয়া বন্দন।
চলিল রাঘব, যানে করি আরোহণ॥
প্রভুআগমন যবে নিষাদ শুনিল।
তাঁহারে করিতে পার তরী আনাইল॥

জাহ্নবী উতরি যবে বিমান আইল।
ভূতলে নামিতে তারে প্রভু আজ্ঞা দিল॥
জানকী করিল তবে জাহ্নবী পূজন।
স্তুতি পাঠ করি করে চরণ ধরণ॥
আশীর্ব্বাদ দিল তাঁরে দেবী সুরেশ্বরী।
থাক চিরকাল তুমি সধবা সুন্দরী॥
প্রেমেতে আকুল গুহ করিয়া শ্রবণ।
প্রভুর নিকটে তবে করে আগমন॥
বৈদেহী সহিত যবে প্রভুরে হেরিল।
হইয়া অবশ প্রেমে ভূতলে পড়িল॥
প্রেম-আতিশয্য তার করি বিলোকন।
হৃদয়ে ধরিল তবে রাজীবলোচন॥
নিষাদে হৃদয়ে ধরি কৃপানিকেতন।
সুকোমলচিত রাম কমলার মন॥
আপন সমীপে তারে সুখাসন দিল।
মধুর বচনে পুন কুশল পুছিল॥
নিষাদ কহিল তবে করিয়া মিনতি।
আমার কুশল এবে শুন রঘুপতি॥
বিরঞ্চি-শঙ্কর-সেব্য চরণকমল।
হেরিয়া পাইনু আজি কুশল সকল॥
সুখধাম পূর্ণকাম তোমার চরণ।
নমি পুনঃপুনঃ আমি সরোজনয়ন॥
যে হৃদয়ে প্রভু তুমি ভরতে ধরিলে।
হীন জাতি এ চণ্ডালে সে হৃদে লইলে॥
হেন দয়াময় রাম অগতির গতি।
ভুলিয়া রহিল তাঁরে তুলসী কুমতি॥
রাবণারি-লীলা-যশ পবিত্র সুখদ।
রামপদ-সরসিজে সদা রতিপ্রদ॥
কাম-অভিলাষ করি সতত হরণ।
বিমল বিজ্ঞানজ্ঞান করে বিবর্দ্ধন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুর সিদ্ধ মুনিগণ।
সুখে করে রামলীলা নিয়ত কীর্ত্তন॥
রাঘবের রণজয়, যে সুজন সদাশয়,
শ্রদ্ধা সহ করিবে শ্রবণ।
দিবে তারে কৃপা করি, রাঘব দানব-অরি,
বিজয় বিবেক নানাধন॥
কলিযুগ পাপময়, ধ্যান-আদি নাহি হয়,
দেখ মনে করিয়া বিচার।

াম-নাম বিনা ভাই, অন্যগতি কিছু নাই,
তরিবারে এ ভবসংসার ॥
ুলসীর শ্রীচরণ, নমি হরি নারায়ণ,
কহে রণ-কাণ্ড-রামায়ণ।
াল-আয়তন-মন, নাহিক ভকতি ধন,
কর প্রভু এদীনে অর্পণ ॥

কলি-কলুষিতমতি, এ হেতু করি মিনতি,
আগে ভব-জলধি অপার।
জানি মোরে নিজ দাস, গোস্বামী তুলসীদাস,
কৃপা করি করহ উদ্ধার ॥

ইতি শ্রীরামচরিত মানসে সকল-কলি-কলুষ-
বিধ্বংসনে বিমল বৈরাগ্যসম্পাদনো নাম
ষষ্ঠঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রী গণেশায় নমঃ।

উত্তরাকাণ্ড।

কেকিকণ্ঠ-আভনীল, সুরবর শুভশীল,
বক্ষে ভৃগুচরণকমল।
পীতবাস শোভাধাম, সরসিজনেত্র রাম,
সুপ্রসন্ন-বদনমণ্ডল॥
কোদণ্ড-শায়ককর, সঙ্গে কপি বনচর,
অনুজ লক্ষ্মণ সেব্যমান।
নমি আমি সীতাবর, রঘুবর নিরন্তর,
পুষ্পক আরূঢ় ভগবান্॥
শীতল মঞ্জুল অতি রাঘব-চরণ।
বিরিঞ্চি শঙ্কর করে নিয়ত বন্দন॥
জনকনন্দিনী করে নিত্য সুসেবন।
সাধু-মনভৃঙ্গ যথা করিছে গুঞ্জন॥
কুন্দ ইন্দুবরগৌর সুন্দর মূরতি।
অভীষ্ট-সিদ্ধিদ দেব অম্বিকার পতি॥
করুণা-সাগর কল-কঞ্জবিলোচন।
নমি পঞ্চানন বিভু অনঙ্গ-মোচন॥
একদিন বাকি যবে অবধির ছিল।
অযোধ্যা পুরের লোক ব্যাকুল হইল।
ঘরে ঘরে করে শোক পুরনারী নর।
অতি কৃশ তনু রাম-বিয়োগকাতর॥
হেনকালে সুলক্ষণ হেরে সর্ব্বজন।
প্রসন্ন হইল অতি সবাকার মন॥
রমণীয় বেশ পুর করিল ধারণ।
জ্ঞাপন করিল যেন প্রভু-আগমন॥
রাম-মাতৃগণ-মনে আনন্দ অপার।
সসীত-লক্ষ্মণ যেন আইল কুমার॥
ভরত দক্ষিণ ভুজ দক্ষিণ-নয়ন।
ফাঁকি করিল তাঁরে শুভ-আশংসন॥
হেরি সুলক্ষণ অতি হর্ষ উপজিল।
হৃদয়ে বিচার তবে করিতে লাগিল॥
অবধির একদিন বাকি আছে আর।
ভাবি পুন মনে দুখ হইল অপার॥
কি কারণে প্রভু নাহি আজিও আইল।
জানিয়া কুটিল মোরে বুঝি পাসরিল॥
অনুজ লক্ষ্মণ ধন্য বড় ভাগ্যধর।
রামপদ-সরসিজে রত নিরন্তর॥
কপট কুটিল বলি আমারে জানিল।
সে হেতু আমারে প্রভু সঙ্গে না লইল॥
যদি করে প্রভু মম করম বিচার।
শতকোটি কল্পে মম না হবে নিস্তার॥
জন-অপরাধ প্রভু না করে গ্রহণ।
কোমল স্বভাব রাম দীনের শরণ॥
সেই একমাত্র দৃঢ় ভরসা অন্তরে।
হয় সুলক্ষণ প্রভু আসিবে নগরে॥
হইলে অবধি গত যদি থাকে প্রাণ।
জগতে অধম কেবা আমার সমান।
বিরহ-বারিধি-মাঝে ভরতের মন।
হইতে আছিল ক্রমে ক্রমে নিমগন॥
বিপ্ররূপ ধরি তবে পবননন্দন।
তরণী সদৃশ তথা কৈল আগমন॥
ভরতে হেরিল কপি কুশে সমাসীন।
জটাভার শিরে কৃশ গাত্র অতি দীন
জপে নিরন্তর রঘুপতি রাম রাম।
নয়ন-কমলে জল বহে অবিরাম॥
হেরি হনুমান্ অতি আনন্দ পাইল।
লোচন-সলিলে তনু পুলকে পূরিল॥
হৃদয়ে অতুল সুখ মারুতি লভিল।
ভরত-শ্রবণে বাক্য সুধা বরষিল॥
যাঁর শোকে দিবানিশি করিছ রোদন।
যাঁর গুণ-গান কর সতত রটন॥
রঘু-কুলমণি-রাম সাধু-সুখ-দাতা।
আসিছে কুশলে ঘরে-সুরমুনিত্রাতা॥
রিপুকুলে করি জয় অরাতিনিধন।
সুর-লোক-গীত যশ করিয়া স্থাপন॥

অনুজ জানকী সনে রাজীব-লোচন।
করিতেছে আগমন অযোধ্যা ভবন॥
ভরত একথা শুনি দুখ পাসরিল।
তৃষ্ণাতুর জন যেন পীযূষ পাইল॥
কেবা তুমি তাত কোথা হইতে আইলে
আমারে পরম প্রিয় বাক্য শুনাইলে॥
মারুতনন্দন কহে, কপি হনুমান্।
পরিচয় শুন মম কৃপার নিধান॥
দীনবন্ধু রাঘবের আমি হে কিঙ্কর।
ভেটিল ভরত শুনি করি সমাদর॥
হৃদয়ে না ধরে প্রেম করে আলিঙ্গন।
রোমাঞ্চিত কলেবর সজললোচন॥
নাশিল সকল দুখ তব দরশন।
স্নেহ-ময় রাম-সনে হইবে মিলন॥
কপিরে কুশল প্রশ্ন করি বারম্বার।
তোমারে কি দিব কহে কেকয়ীকুমার॥
যে সন্দেশ করাইলে আমারে শ্রবণ।
জগতে সদৃশ তার নাহি কোন ধন॥
রহিলাম তব পাশে ঋণী একারণ।
প্রভুর চরিত এবে করহ কীর্ত্তন॥
তবে ভূমি লুঠি নমি ভরতচরণ।
কহিল মারুতি রঘু-পতি-গুণগান॥
ভরত কহিল কপি কৃপালু কখন।
করিত কি দাস বলি আমার স্মরণ॥
ভরত-বিনয় হনু করিয়া দর্শন।
পুলকিত-তনুরুহ ধরিল চরণ॥
যার গুণ কহে নিজে বিশ্ব-পতিরাম।
না থাকিবে তাহে কেন হেন গুণগ্রাম॥
তুমি রাঘবের প্রিয় যথা তাঁর প্রাণ।
কেহ নহে রাম-প্রিয় তোমার সমান॥
তোমারে কহিনু তাত এ সত্য বচন।
না ভাব অন্যথা হৃদে করহ ধারণ॥
ভরত চরণ পুন করিয়া বন্দন।
রাঘব সমীপে কপি করিল গমন॥
ভরত কুশল গিয়া রামে শুনাইল।
আরোহি বিমানে প্রভু হরষি চলিল॥
ভরত-কোশলপুরে আইল তখন।
গুরুদেবে কহে আসি সব বিবরণ॥

ততঃপর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া।
সবারে এ সমাচার দিল শুনাইয়া॥
শুনিয়া রমণী সব ধাইয়া আইল।
ভরত-কুশল কহি সবে বুঝাইল॥
এ সম্বাদ পুরবাসী যখন পাইল।
না রহিল ঘরে কেহ আনন্দে ধাইল॥
দধি দূর্ব্বা গোরোচনা লাজ ফল ফুল।
তুলসীর নবদাম সর্ব্ব-শুভ-মূল॥
ভরিয়া কনকথালে সুন্দরী ভামিনী।
কল গান করি চলে গজেন্দ্র-গামিনী॥
যে যেমন ছিল উঠি ধাইল তেমন।
জ্যেষ্ঠ শিশুরে সঙ্গে না লয় তখন।
ব্যগ্রতাবশতঃ এক পুছে অন্যজনে।
তুমি কি হেরিলে ভাই শ্রীরঘু-নন্দনে॥
আসিতেছে প্রভু জানি অযোধ্যা নগর।
হইল তখন সর্ব্ব-শোভার আকর॥
সরযূ-সলিল অতি বিমল হইল।
শীত মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল॥
সানুজ ভরত তবে করিল গমন।
সঙ্গে চলে গুরুবিপ্রবৃন্দ পুরজন॥
আরোহিল বহু লোক অট্টালিকা পরে।
গগনে বিমান আসে হেরিবার তরে॥
গগনে বিমান হেরি হর্ষিত হইল।
সুমঙ্গল কল গান করিতে লাগিল॥
অযোধ্যা-উদধি, রাম-শশী নিরখিয়া।
ধরিতে নারিল হর্ষ উঠে উথলিয়া॥
মহাকোলাহল করে রমণীর কুল।
মনোহর যেন সিন্ধু তরঙ্গসঙ্কুল॥
রবিকুল-সরসিজ দিবাকর রাম।
দেখাইছে কপিগণে মনোহর ধাম॥
শুন কপি-পতি বালিকুমার, লঙ্কেশ।
পরম রুচির পূত হয় এই দেশ॥
যদ্যপি সকলে করে বৈকুণ্ঠে বাখান।
আগম নিগম শাস্ত্র বিবিধ পুরাণ॥
অযোধ্যা সদৃশ মম প্রিয় উহা নহে।
এ প্রসঙ্গ কেহ কেহ বুঝি হেথা রহে॥
হের মম জন্ম-ভূমি কেমন শোভিছে।
বিমল সরযূ হের উত্তরে বহিছে॥

মজ্জন করিয়া হেথা নর অনায়াসে।
আমার সমীপে গিয়া অন্তে পায় বাসে।
অতিশয় প্রিয় মম এ পুরনিবাসী।
মম পদ-প্রদ পর মহাসুখরাশি॥
হেরে লোক আসে কৃপাসিন্ধু ভগবান্।
নগরনিকটে আসি উতরে বিমান॥
পুষ্পকে কহিল প্রভু রাঘব তখন।
কুবেরের পাশে তুমি করহ গমন॥
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি বিমান চলিল।
হরষ বিষাদ তার অন্তরে হইল॥
ভূমি অবতরি প্রভু করিল দর্শন।
গুরুদেব বামদেব আদি তপোধন॥
অনুজ সহিত রাম গুরুর চরণ।
পুলকিত তনুরুহ করিল ধারণ॥
ভেট করি মুনিবর পুছিল কুশল।
রাম কহে কৃপাবলে সকল মঙ্গল॥
ভূমি লুঠি সব বিপ্রে করিল বন্দন।
ধর্ম্মধুরন্ধর রঘুকুলবিভূষণ॥
ভরত ধরিল প্রভুচরণ-পঙ্কজ।
যাহে রত রহে সদা শিব সুর অজ॥
উঠাইলে নাহি উঠে পড়িয়া রহিল।
কৃপানিধি বল করি হৃদয়ে ধরিল॥
অঙ্কিত হইল রোম শ্যামকলেবরে।
রাজীব-নয়নে প্রেম ধারা বহি পড়ে।
খুঁজিয়া দেখিনু আমি এতিন ভুবন।
ইহার উপমা নাহি করিনু দর্শন॥
যেমতি শৃঙ্গার-প্রেম মুরতি ধারণ।
করিয়া করিছে উভে একত্র মিলন॥
পুছিতে কুশল প্রভু অনুজেরে চায়।
বদন হইতে নাহি বাক্য বাহিরায়॥
ভরত অগ্রজভাব অন্তরে বুঝিল।
অপরে মরম কিছু জানিতে নারিল॥
শুনহ কোশলনাথ ভরত করিল।
হেরি তব পদ এবে কুশল হইল॥
ডুবিতে আছিনু শোক-বারিধি-সলিলে।
কৃপানিধি করে ধরি আমারে তুলিলে॥
রিপু-নিসূদন-সনে কমললোচন।
হিয়ার মাঝারে ধরি দিল আলিঙ্গন॥

লক্ষ্মণ সহিত পরে ভরত ভেটিল।
হৃদয়ে না ধরে প্রেম উথলি উঠিল॥
লক্ষ্মণ অনুজে পরে আলিঙ্গন দিল।
বিরহ-সম্ভব দুখ সব দূরে গেল॥
ভরত অনুজসনে সীতার চরণ।
পাইল পরম সুখ করিয়া বন্দন॥
রামে হেরি পুর-বাসী আনন্দে ভাসিল।
বিয়োগ বিপতি সব বিনষ্ট হইল॥
নাগরিক জনে প্রেমে আতুর নেহারি।
করিলা অদ্ভুত লীলা কৃপালু খরারি॥
ধরিল অমিত রূপ কৃপানিকেতন।
যথাযোগ্য সবাসনে করিল মিলন॥
কৃপাদৃষ্টি করি সব লোকের উপর।
করিল বিশোক যত ছিল নারীনর॥
ক্ষণমাঝে সবাসনে রাঘব মিলিল।
ইহার মরম উমে কেহ না বুঝিল॥
হেনমতে সবাকারে করি সুখী রাম।
আগুসরি চলে প্রভু শীল গুণ-ধাম।
জননী কৌশল্যা আদি ধাইল হেরিয়া
যেন ধেনু ধায় নব বৎসে নিরখিয়া॥
পরবশে ধেনু যেন গিয়াছিল বন।
বাল বৎসে ত্যজি গৃহে করিতে চরণ॥
দিবাশেষে আসে যবে ভবনে ফিরিয়া।
স্তনে ক্ষীর ক্ষরে ধায় হুঙ্কার করিয়া॥
প্রেমভরে মাতৃগণে রাঘব ভেটিল।
কহি বহু মৃদু বাণী তাঁদেরে তুষিল।
বিষম বিপতি সব এবে দূরে গেল
জননি গো সুখকাল এখন হইল॥
ভেটিল সুমিত্রা দেবী আপন নন্দনে
তাঁহারে জানিয়া রত রাঘবচরণে॥
করিল রামের সনে কেকয়ী মিলন।
নিজ দোষ স্মরি তার সঙ্কুচিত মন॥
অন্য মাতৃগণে পরে লক্ষ্মণ ভেটিল।
আনন্দে সকলে তাঁরে আশীর্ব্বাদ দিল।
কেকয়ী লক্ষ্মণ সনে ভেটে বারম্বার।
তথাপিও মনঃক্ষোভ নাহি যায় তাঁর॥
শ্বশ্রূগণ সনে করে বৈদেহী মিলন।
অসীম আনন্দভরে বন্দিল চরণ॥

আশীষ করিয়া কহে রাঘবজননী।
চিরকাল রহ মাত পতিসোহাগিনী॥
কনকের থালে করি আরতি গ্রহণ।
পুনঃপুন প্রভুতনু করে নিরীক্ষণ॥
নানামতে করি সবে রামে নির্ম্মঞ্ছন।
হৃদয়ে অতুল হর্ষ করিল লভন॥
কৌশল্যা লক্ষ্মণ রঘুবর-কলেবরে।
পুনঃপুন সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করে॥
হৃদয়ভিতরে দেবী করে এ বিচার।
কেমনে করিল লঙ্কাপতিরে সংহার॥
অতি সুকুমার মম কুমারযুগল।
নিশাচর মহাবল সমরকুশল॥
সসীত লক্ষ্মণ রামে করি দরশন।
আনন্দ-সলিলে ভাসে যত মাতৃগণ॥
লঙ্কাপতি কপিপতি আর নল নীল।
জাম্ববান্ বালিসুত কপি শুভশীল॥
পবন-তনয়-আদি বানরপ্রবীর।
সবে ধরে মনোহর মনুজশরীর॥
ভরত-স্বভাব-প্রেম-ব্রত-আচরণ।
করিতে লাগিল সবে সাদরে বর্ণন॥
নয়নে নেহারি তারা পুরজন-রীতি।
বাখানিল তাহাদের প্রভুপদে প্রীতি॥
বন্ধুগণে ডাকি তবে রাঘবনন্দন
বন্দন করিতে কহে মুনির চরণ॥
গুরুদেব-কুলপূজ্য বশিষ্ঠ আমার।
করিনু দনুজে বধ কৃপায় ইঁহার॥
গুরুদেবে পুনরপি শ্রীরাম কহিল।
সমরসাগরে ভেলা ইহারা হইল॥
জনমিল করিবারে মম উপকার।
ভরত অধিক প্রিয় ইহারা আমার॥
প্রভুবাক্য শুনি সবে হইল মগন।
পলকে পলকে সুখ উপজে নূতন॥
সুগ্রীব আদিক সবে কৌশল্যাচরণ।
ভক্তিভাবে পুনঃপুন করিল বন্দন॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া দেবী কহিল বচন।
তোমরা আমার প্রিয় শ্রীরাম যেমন॥
পুষ্পবৃষ্টি ঘন ঘন হইতে লাগিল।
সুখময় রামচন্দ্র ভবনে চলিল॥

নগরের নরনারী অট্টালিকা পরে।
আরোহিয়া রামরূপ নিরীক্ষণ করে॥
কনক-কলস ফল-পল্লব সহিত।
সকলে ধরিল দ্বারে করিয়া সজ্জিত॥
বিচিত্র পতাকা আর নানাবর্ণ কেতু।
রাখিল ভবনদ্বারে সুমঙ্গলহেতু॥
সুগন্ধ সলিলে পথে সেচন করিল।
গজমণি রচি বহু চৌকা বানাইল॥
সাজিল কৌশলপুর মনোহর সাজে।
বিবিধ মঙ্গল-বাদ্য পুরমাঝে বাজে॥
রাখিয়া আরতি দেবা স্বর্ণপাত্র-পরে।
সাজিয়া যুবতীগণ কলগান করে॥
রঘুকুল-পদ্মবন রবির আরতি।
আরতি হরের করে মিলিয়া যুবতী॥
অযোধ্যা পুরের শোভা সম্পদ কল্যাণ।
করিছে নিগম শেষ শারদা বাখান।
স্তম্ভিত হইয়া তারা এ চরিতে রহে।
কেমনে জড়ধী নর উমে তাহা কহে॥
অযোধ্যা-সরসী মাঝে রমণী-কুমুদ।
রাঘব-বিরহ তাহে তপ্ত-অমোনুদ॥
করিল রাঘব-শশী তারে অস্তমিত।
হইল কুমুদ-কুল আজি বিকসিত॥
হইতেছে চারিদিকে নানা সুলক্ষণ।
গগনে বিবিধ বাদ্য হতেছে বাদন॥
সনাথ করিয়া পুরজনে ভগবান্।
নিজধামে চলিতেছে করুণা-নিধান॥
পেয়েছে কেকয়ী লজ্জা অন্তরে বুঝিয়া।
তার গৃহে পশে প্রভু প্রথমে যাইয়া॥
তাহারে প্রবোধি রাম বহু সুখ দিল।
আপন জননী-গৃহে পরে প্রবেশিল॥
ভবনে পশিল যবে কৃপার সাগর।
অতিসুখ পায় হেরি পুর নারী-নর।
ডাকিয়া ভূসুরবৃন্দে বশিষ্ঠ তখন।
তাঁদেরে কহিল আজি শুভদিন ক্ষণ॥
সকলে মিলিয়া আজ্ঞা দেহ দ্বিজগণ।
শোভিত করিবে রাম রাজসিংহাসন॥
বশিষ্ঠবচন তবে করিয়া শ্রবণ।
হইল সকল বিপ্র আনন্দিতমন॥

কহিল মধুর বাক্য ব্রাহ্মণ অনেক।
জগতের অভিরাম রাম-অভিষেক॥
বিলম্বে কি ফল এবে শুন তপোধন।
রাঘব-তিলক আজি কর সম্পাদন॥
নানাস্থানে দূত মুনি করিল প্রেরণ।
করিবারে অভিষেকদ্রব্য আনয়ন॥
আনন্দ সহিত দূত করিল গমন।
দ্রব্য সহ আসি পুন বন্দিল চরণ॥
আজ্ঞা দিল মুনিবর সুমন্ত্রে তখন।
সাজাই তহয় গজ বিস্তর স্যন্দন॥
আজ্ঞামাত্রে মন্ত্রিবর সত্বরে চলিল।
বহু হয় গজ-রথ সজ্জিত করিল॥
অযোধ্যা রুচির বেশ করিল ধারণ।
গগনে দেবতা করে কুসুম বর্ষণ॥
তবে আজ্ঞা দিল প্রভু সেবকে ডাকিয়া
অগ্রে বন্ধুগণে স্নান করাহ যাইয়া॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা সেবক ধাইল।
সুগ্রীব আদিরে শীঘ্র স্নান করাইল॥
নিকটে আসিতে প্রভু ভরতে কহিল।
তাঁর-শিরজটা নিজ করে মুড়াইল॥
ভ্রাতৃত্রয়ে করাইল প্রথমে মজ্জন।
ভকতবৎসল প্রভু কৌশল্যানন্দন॥
ভরতের ভাগ্য, প্রভু-কৃপা তার পরে।
না পারে কহিতে কোটিশত মহীধরে॥
পরে নিজ জটা রাম করিল মুণ্ডন।
লইয়া গুরুর আজ্ঞা করিল মজ্জন॥
স্নান করি প্রভু যবে ধরিল ভূষণ।
কোটিকাম পায় লাজ করি দরশন॥
সমাদর করি তবে শ্বাশুড়ীর গণ।
করাইল জানকীরে সত্বরে মজ্জন॥
পরিধান করাইল বিচিত্র বসন।
প্রতি অঙ্গে দিল তার দিব্য বিভূষণ॥
রামবামে বসি রূপে গুণে নিরুপমা।
ধরিল অতুল শোভা পদ্মালয়া রমা॥
নিরখি শ্বশুড়ী সব আনন্দে মাতিল।
আপন জনম আজি সফল মানিল॥
হেনকালে শুন তবে খগের ঈশ্বর।
সুরমুনিবৃন্দ সহ বিরিঞ্চি শঙ্কর॥

আইল বিমান-পরে করি আরোহণ।
সুখ-নিকেতন-রামে করিতে দর্শন॥
রামে হেরি অনুরাগে গুরু তপোধন॥
ত্বরিত আনিতে কহে দিব্য সিংহাসন॥
রবিসম তেজ নারি করিতে বর্ণন।
বসিল রাঘব দ্বিজে করিয়া বন্দন॥
জনকনন্দিনী সনে রাঘবনন্দনে।
প্রহর্ষ পাইল মুনি হেরিয়া নয়নে॥
বেদমন্ত্র দ্বিজবর করে উচ্চারণ।
গগনে জয়তি জয় কহে দেবগণ॥
তিলক সবার আগে গুরুদেব দিল।
অন্য বিপ্রগণে পরে আদেশ করিল॥
সুতে হেরি হরষিত জননীর মন।
পুনপুন আরত্রিক করে সম্পাদন॥
দ্বিজে দান দিল দেবী নানাবিধ ধন।
অযাচক করে দানে যাচকের গণ॥
অযোধ্যার সিংহাসনে রাম নারায়ণ।
বসে হেরি সুর করে দুন্দুভি বাদন॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায়, অপ্সরা নাচিয়া যায়,
সুরগণ আনন্দে মগন॥
ভরতাদি ভ্রাতৃগণে, মারুতি-প্রভৃতি-সনে
ধরে ছত্র চামর ব্যজন॥
রবি-কুলবিভূষণ, কোটি-কাম-বিমোহন,
রত্নাসনে বসি সিংহাসনে।
জিনি নব জলধর, কমনীয় কলেবর,
পীতাম্বর, মোহে মুনি মনে॥
মণিময় অলঙ্কার, মুকুট বলয় হার,
প্রতি অঙ্গ কিবা শোভা করে।
ধন্য সেই মহাজন, যে করিল নিরীক্ষণ,
বিশাল নয়ন-ভুজধরে॥
সে শোভাসমাজ সুখ, শারদা সহস্রমুখ,
চারি বেদ গায় নিরন্তর।
সে রস আনন্দময়, কহিবার যোগ্য নয়,
আস্বাদন করে মহেশ্বর॥
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্তব, করিয়া অমর সব,
চলি গেল নিজ নিজ ধাম।
বন্দিবেশ ধরি তবে, প্রবেশিল শ্রুতিসবে,
যথা নৃপাসনে ছিল রাম॥

সর্ব্বজ্ঞ জগতপতি, করিল আদর অতি,
এ মরম কেহ না জানিল
করি তথা আগমন, শ্রুতি প্রভু-গুণগণ,
কর জোড়ে কহিতে লাগিল।
তব স্থানে এইবর, মাগি সর্ব্বগুণাকর,
প্রভু দেব কৃপা-আয়তন।
করম বচন মনে, ত্যজিয়া বিকারগণে,
অনুরাগে ভজি শ্রীচরণ॥
হেরে সভাসদ সব, করিয়া উদার স্তব
গেল শ্রুতি ব্রহ্মার ভবন।
শুন এবে খগেশ্বর, আসি যথা রঘুবর,
স্তুতি করে দেব পঞ্চানন॥
জয় রাম রমাবর, ভব-তাপ-নাশকর,
রক্ষ ভব-ভয়াকুল জনে
জয় জয় কোশলেশ, অমরেশ কমলেশ,
রক্ষ বিভূ লইনু শরণে॥
বিশভুজ দশাননে, বিনাশ করিয়া রণে,
করিলে ভূরোগ নিবারণ।
চণ্ড শরানলে তব, রাক্ষসসমরে সব,
পড়ি প্রাণ কৈল বিসর্জ্জন॥
ধরিয়াছ তুমি করে, তূণীর ধনুক শরে,
চারু মহী-মণ্ডল-মণ্ডন।
তেজ-চমূ সঙ্গে করি, নিজে রবি রূপ ধরি,
কর মোহ-তিমিরে দলন॥
যে পামর লোভবশে, মজিয়া বিষয় রসে,
ভ্রমপথে করে বিচরণ।
মৃগহেন সেই নরে, সন্ধানি কুভোগ-শরে,
বধ করে কিরাত-মদন॥
সে ভয়ে হইয়া ভীত, হে নাথ অনাথহিত,
পদতলে লইনু আশ্রয়।
আমি হে অনন্য গতি, তুমি অগতির গতি,
পাহি পাহি করুণানিলয়॥
তব পদে নিরাদর, করি যে অধমনর,
রোগে বা বিয়োগে দুখ সহে।
নাহি পদে প্রেম যার, সে না হয় ভবপার,
অগাধ সাগরে ডুবি রহে॥
সেই নিত্য দুখী দীন, সেই হীন সেই ক্ষীণ,
পাদপদ্মে রতি নাহি যার।
তোমার প্রসঙ্গ যেবা, আশ্রয় করিয়া সেবা,
করে নিত্য সুখ লাভ তার॥
রাগ রোষ মদ মান, বিপদে সম্পদ জ্ঞান,
নাহি রহে তব দাস-মনে।
মুনিগণ সে কারণ, যোগ আশা-বিসর্জ্জন,
করি করে তোমার ভজনে॥
লয়ে শুদ্ধ মনে তব, প্রেমের নিয়ম সব,
করে পদ-পঙ্কজ-সেবন।
সনমান-সমাদর, অপমান অনাদর,
করে সুখে ভূমে বিচরণ॥
প্রভু মহারণধীর, অজেয় শ্রীরঘুবীর,
মুনি-মনকমল-ষট্‌পদ।
তব নাম জপি হরি, তোমারে প্রণাম করি,
নাশ ভব-রোগ-মহামদ॥
কৃপা-পরমায়তন, গুণশীল শ্রীরমণ.
বন্দি তব পদ নিরন্তর।
দীন-প্রাত বিলোকন, কর শ্রীরঘুনন্দন,
সানুজ-রাবণ-দর্পহর॥
সাধু-সঙ্গ-ভক্তিবর, মাগি আমি রঘুবর,
প্রসন্ন হইয়া কর দান।
হরষিত কৃত্তিবাস, চলি গেলা শ্রীকৈলাস,
করি রঘুপতি-গুণ গান॥
তবে কপিগণে দিল কোশল-ঈশ্বর।
বাস করিবার তরে ভবন সুন্দর॥
শুন খগপতি রামলীলা-আচরণ।
যাহে হয় ভবদোষ-ত্রিতাপ-খণ্ডন॥
মহারাজ রাঘবের শুভ অভিষেক।
যে শুনে সে লভে নর বিরতি বিবেক॥
সকাম যে নর ইহা শুনে কিম্বা গায়।
বিবিধ সম্পদ সুখ সেই জন পায়॥
দেবতা-দুর্ল্লভ সুখ করি আস্বাদন।
শরীর ত্যজিয়া করে বৈকুণ্ঠ গমন॥
বিমুক্ত বিরত ইহা করিলে শ্রবণ।
লাভ করে নিরমল ভকতি-রতন॥
বিষয়ী যদ্যপি শুনে লাগাইয়া মন।
সে করে নিয়ত লাভ নানাবিধ ধন॥
বর্ণনা করিনু আমি রাঘব-কাহিনী।
সুমতি-বিলাস, ত্রাস-দুখ-বিনাশিনী॥

বিবেক-বিরতি-ভক্তি সুদৃঢ় করণী।
মোহ-নদী তরিবারে অটল তরণী॥
অযোধ্যা নগরে নিত্য হয় নবোৎসব।
আনন্দে মাতিয়া রহে পুর-বাসী সব॥
ব্রহ্মা-ভব-সুর সেব্য চরণ-পঙ্কজে।
নিত্য নব-প্রীতি পুর-জনের উপজে॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ আদি আনন্দে মগন।
প্রভু-পাদ-পদ্মে রত সবাকার মন॥
দিবানিশি যায় চলি কেহ না জানিল।
হেনমতে ছয় মাস অতীত হইল॥
স্বপনেও কেহ নাহি নিজ গৃহ স্মরে।
পরদ্রোহ যথা সাধু না স্মরে অন্তরে॥
তবে রঘুপতি সব বান্ধবে ডাকিল।
সবে আসি সবিনয়ে চরণ বন্দিল॥
আদর করিয়া প্রভু পাশে বসাইল।
ভকত-সুখদ মৃদু বচন কহিল॥
তোমরা করিলে মম বড় উপকার।
সমক্ষে করিব আমি কি বড়াই তার॥
তোমরা সকলে মম সুহৃদ সুজন।
মম হিত তরে সবে ত্যজিলে ভবন॥
জানকী অনুজ রাজ্য সম্পদনিচয়।
দেহ গেহ পরিবার আদি স্নেহময়॥
কেহ প্রিয় নহে মম তোমরা যেমন।
মিথ্যা না কহিনু ইহা যথার্থ বচন॥
প্রিয় ভৃত্য পরে প্রীতি হয় সবাকার।
দাসের উপরে প্রীতি অধিক আমার॥
এবে বন্ধুগণ গৃহে করহ গমন।
নিয়ম করিয়া মোর করিবে ভজন॥
সর্ব্ব-গত সর্ব্ব-হিত জানিয়া অন্তরে।
সতত রাখিবে প্রেম আমার উপরে॥
প্রভুবাক্য শুনি সবে আনন্দে মজিল।
দেহ গৃহ সুখ আদি সব পাশরিল॥
আঁখির পলক নাহি রহে প্রভু আগে।
না পারে কহিতে কিছু অতি অনুরাগে॥
তাহাদের অতি প্রীতি প্রভু নিরখিয়া।
নানা জ্ঞান উপদেশ কহে বুঝাইয়া॥
প্রভুর সম্মুখে কিছু কহিতে না পারে।
চরণকমল তারা কেবল নেহারে॥

তবে প্রভু আনাইল ভূষণ বসন।
অনুপম মনোহর বিবিধ বরণ॥
সুগ্রীবে প্রথমে পরিধান করাইল।
ভরত আপন করে সাজাইয়া দিল॥
বিভীষণে পরাইল আপনি লক্ষ্মণ।
হেরিয়া পাইল সুখ শ্রীরঘুনন্দন॥
না নড়ে অঙ্গদ বীর বসিয়া রহিল।
তার প্রীতি জানি প্রভু কিছু না কহিল॥
ঋক্ষ-পতি নল-নীল-আদি কপিগণে।
পরাইল রঘুনাথ বিচিত্র বসনে॥
শ্যামল মূরতি হৃদে করিয়া ধারণ :
সকলে চলিল গৃহে বন্দিয়া চরণ॥
বালির নন্দন বীর উঠিল তখন।
জোড়কর নতশির সজললোচন॥
কহে সবিনয়ে অতি মধুর বচন।
যেন প্রেম-সুধাবিন্দু হতেছে ক্ষরণ॥
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ প্রভু কৃপাসুখসিন্ধু।
দীন-দয়াময় দেব আর্ত্তজন-বন্ধু॥
আমার জনক যবে ত্যজিল পরাণ।
তব পদতলে মোরে করিল প্রদান॥
তুমি হে অনাথনাথ বিপদভঞ্জন।
ভক্ত-ভয় হর মোরে না কর বর্জ্জন॥
জনক জননী মম তুমি গুরু প্রভু।
পদ-জল-জাত ত্যজি না যাইব কভু।
নৃপশিরোমণি তুমি কহ বিচারিয়া।
কি কার্য্য ভবনে মম প্রভুরে ছাড়িয়া॥
বালক অবুধ তাহে জ্ঞান-বলহীন।
রাখহ শরণে মোরে জানি জন দীন॥
গৃহ-পরিচর্য্যা-কার্য্য সকল করিব।
পাদ-পদ্ম হেরি ভবসাগর তরিব॥
আর নাহি কহ নাথ যাইতে ভবন।
এত কহি বালিসুত ধরিল চরণ॥
করুণাসাগর শুনি অঙ্গদ-বচন।
তাহারে করিল কোলে সজললোচন॥
নিজকণ্ঠ মণি-মালা তারে পরাইল।
বিবিধ প্রবোধ দিয়া বিদায় করিল॥
অনুজ সহিত রাম রাজীবনয়ন।
আগাইয়া দিতে চলে অঙ্গদে তখন॥

প্রেমিক অঙ্গদহৃদে প্রেম নাহি ধরে।
ফিরি ফিরি রঘুবরে দরশন করে॥
পুনঃপুন প্রভু-পদে করিয়া প্রণাম।
কহে হেন মনে যেন সদা রহে রাম॥
প্রভুর চলন বাক্য হাস্য বিলোকন।
উপজে অন্তরে শোক করিয়া স্মরণ॥
বুঝিয়া প্রভুর মত বিনয় করিয়া।
চলিল হৃদয়ে পদ-পঙ্কজ রাখিয়া॥
অঙ্গদে বিদায় দিয়া করি সমাদর।
আইলা অনুজ সহ ফিরি রঘুবর॥
সুগ্রীব-চরণ তবে করিয়া ধারণ।
বিবিধ বিনয় করে পবন-নন্দন॥
দিন দশ প্রভু-পদ করিয়া সেবন।
যাইয়া হেরিব দেব তোমার চরণ॥
পুণ্য-রাশি তুমি বাছা পবন-কুমার।
সাদরে সেবহ গিয়া কৃপার আগার॥
এত কহি কপি-পতি ত্বরিত চলিল।
হনুমান্ সনে তবে অঙ্গদ কহিল॥
মারুতি মিনতি মোর করহ শ্রবণ।
রঘুনাথে করাইবে আমার স্মরণ॥
হনুরে বিনয় করি অঙ্গদ চলিল।
হনুমান্ প্রভু-পাশে ফিরিয়া আইল॥
অঙ্গদের প্রীতি রামে কহে হনুমান্।
শুনিয়া হইল প্রেমে মগ্ন ভগবান্॥
কঠোর কুলিশাধিক প্রভুর হৃদয়।
কুসুম হইতে পুনঃ সুকোমল হয়॥
পরে কৃপাময় রাম নিষাদে ডাকিল।
বস্ত্র অলঙ্কার তারে নানাবিধ দিল॥
গৃহে গিয়া কর তুমি আমার স্মরণ।
কায়-মন-বাক্যে কর ধর্ম্মের পালন॥
তুমি মম প্রিয় সখে ভরত যেমন।
এ পুরে আসিবে ইচ্ছা হইবে যখন॥
বচন শুনিয়া অতি সুখ উপজিল।
সজল-লোচনে প্রভু-চরণে ধরিল॥
পাদ-পদ্ম হৃদে ধরি ভবনে আইল।
প্রভুর প্রভাব পরিজনে শুনাইল॥
রাঘব-চরিত হেরি যত পুর-বাসী।
পুনঃপুন কহে ধন্য রাম সুখ-রাশি॥

বসে সিংহাসনে রাম হেরিয়া ত্রিলোক।
ভাসিল আনন্দনীরে গেল সব শোক॥
কেহ নাহি করে কার সহিত বৈরতা।
প্রভুর প্রতাপ ঘুচাইল বিষমতা॥
সবলোক বেদ-পথ-নিরত রহিল।
আশ্রম-বর্ণের ধর্ম্ম কেহ না নাশিল॥
নিত্য নব সুখ সবে পাইতে থাকিল।
রোগ শোক ভয় আদি বিগত হইল॥
যে দিনে রাঘব-রাজ আসনে বসিল।
ত্রিতাপ সে দিন হ'তে অযোধ্যা ছাড়িল।
করে সব নরনারী পরস্পর প্রীতি।
বজায় রাখিল সবে শ্রুতি-ধর্ম্ম-নীতি॥
ধরমের চারি পদ ভুবনভিতরে।
সম্পূর্ণ রহিল কেহ পাপ নাহি করে॥
রামপদ-রত রহে জগতের জন।
পরম পবিত্র সবে হইল ভাজন॥
নাহি কোন পীড়া নাহি অকালমরণ।
নীরুজ শরীর সবে করিছে ধারণ॥
না ছিল দরিদ্র কেহ দুখী কিম্বা দীন।
না ছিল অবুধ কেহ সুলক্ষণহীন॥
গত অভিমান ধর্ম্মময় ভূমণ্ডল।
শুভকার্য রত লোক চতুর সকল॥
করম স্বভাব কাল গুণের প্রতাপ।
রামরাজ্যে কাহারেও নারে দিতে তাপ।
সকলে গুণজ্ঞ জ্ঞানী পণ্ডিত চতুর।
সকলে কৃতজ্ঞ কেহ নাহি ছিল ক্রুর॥
সাগরমেখল সপ্তদ্বীপের উপর।
একমাত্র নরপতি রাম রঘুবর॥
রোমের বিবরে যাঁর বহু বিশ্ব রহে।
তাঁহার অধিক কভু এ প্রভুতা নহে।
রাঘবের এ মহিমা বুঝে যেই জন।
সে ভাবে সামান্য এই ঐশ্বর্য্যকথন।
প্রভুর মহিমা জানে যেই মহামতি।
এ লীলায় করে সেই অতিশয় রতি।
রাঘবরাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি-কীর্ত্তন।
না পারে কহিতে বাণী সহস্রবদন॥
সকলে উদার সবে পর-হিত-ব্রত।
রাজ্যের সমস্ত লোক দ্বিজসেবারত।

এক-নারী-ব্রত-ধারী নর সমুদয়।
কর্ম্ম-মন-বাক্যে নারী পতি-হিতে রয়॥
ফলিত ফুলিত রহে সতত কানন।
এক সঙ্গে করে খেলা গজ পঞ্চানন॥
সহজ বৈরতা খগ মৃগ বিসরিল।
সবে পরস্পর অতি প্রীতি বাড়াইল॥
নানা পশু-পাখী করে মধুর নিস্বন।
নির্ভয় হইয়া করে বনে বিচরণ॥
শীতল সুরভি মন্দ বহে সমীরণ।
মধু লয়ে চলে অলি করিয়া গুঞ্জন॥
চাহিলে বিটপ করে ফল বিতরণ।
আপন ইচ্ছায় দুগ্ধ দেয় গাভীগণ॥
রহে ক্ষেত্র সদা শস্যে হইয়া পূরণ।
করে ত্রেতাযুগ সত্যযুগ আচরণ॥
পর্ব্বত প্রকটে নানা মণির আকর।
জানিয়া জগত-আত্মা ভূপ রঘুবর॥
বহন করিছে নদ নদী বরবারি।
সুশীতল নিরমল স্বাদু সুখকারী॥
না করে সাগর নিজ মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
তটের উপরে রাখে বিবিধ রতন॥
সরসিজ-সমাকুল সকল তড়াগ।
সুপ্রসন্ন রহে সদা দশদিক্ ভাগ॥
বিধু বিকিরণ করে অমৃত কিরণ।
রবি দান করে তাপ যথা প্রয়োজন॥
মাগিলে বারিদ জল করে বিতরণ।
রামচন্দ্র-রাজ্যে হেন সুখী প্রজাগণ॥
কোটি বাজপেয় প্রভু কৈল সমাপন।
পাইল অমিত দান যতেক ব্রাহ্মণ॥
শ্রুতির পালক রাম ধর্ম্ম-ধুরন্ধর।
গুণাতীত ভগবান্ ভোগে পুরন্দর॥
পতি-রুচি-অনুকূলা সদা দেবী সীতা।
সর্ব্ব শোভা-প্রসবিনী সুশীলা বিনীতা॥
কৃপা-সিন্ধু রাঘবের প্রভুতা জানিয়া।
সেবা করে পতি-পাদ-পদ্ম মন দিয়া॥
ছিল বহু দাসী-দাস সেবা-পরায়ণ।
করিতে ভূপতি-গৃহ-কার্য্য সম্পাদন॥
গৃহ পরিচর্য্যা দেবী আপনার করে।
করিয়া করিত তুষ্ট দেব রঘুবরে

যাহাতে পাইত সুখ কৃপানিকেতন।
সতত করিত তাহা সীতা আচরণ।
কৌশল্যা সুমিত্রা আদি শ্বাশুড়ীর গণে
মান মদ ত্যজি দেবী করিত সেবনে॥
ভবানী-কমলা-ব্রহ্ম-জায়ার বন্দিতা।
জগত-জননী দেবী নিত্য-অনিন্দিতা॥
করুণা-কটাক্ষ যার বাঞ্ছে সুরগণ।
রাম-পদ-সরসিজ সে করে সেবন।
সানুকূল তিন ভ্রাতা রহে অনুক্ষণ।
প্রীতিরতি সহ সেবে প্রভুর চরণ॥
রহে প্রভু-পাদ-পদ্ম করি বিলোকন॥
কৃপালু-অগ্রজ-আজ্ঞা করিতে পালন।
অনুজের প্রতি রাম সদা করে প্রীতি।
মধুর বচনে শিক্ষা দেয় নানা নীতি॥
পুরবাসি-জন রহে সানন্দ-অন্তরে।
দেবতা দুর্লভ সুখ সদা ভোগ করে।
এই বর দিবানিশি মাগে বিধি সনে।
রহে অবিচলা রতি রামের চরণে॥
জানকী সুন্দর দুই সুত প্রসবিল।
লবকুশ বলি নাম পুরাণ গাইল॥
বিনয়ী বিজয়ী উভে মোহন মুরতি।
হরি-প্রতিবিম্ব যেন গুণের সংহতি॥
দুই দুই সুত সব ভ্রাতার জন্মিল।
শীলরূপ গুণাশ্রয় সকলে হইল॥
ইন্দ্রিয়-অতীত অজ মায়াগুণ-পার।
সে হরি করিছে নর-চরিত অপার॥
প্রভাতে করিয়া হরি সরযূমজ্জন।
সভামাঝে বসে লয়ে ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
বেদ পুরাণের কথা বশিষ্ঠ বাখানে।
রাঘব শ্রবণ করে যদি সব জানে॥
অনুজ-সহিত করে রাঘব ভোজন।
হেরি সুখ পায় যত জননীর গণ॥
শত্রুঘ্ন ভরত রহে মারুতির সনে।
ভ্রমণ করিতে যায় পুর উপবনে॥
তথায় বসিয়া পুছে রাম-গুণগ্রাম।
বিস্তারিয়া কহে সব হনু গুণধাম॥
শুনিয়া বিমল-গুণ অতি সুখ পায়।
পুনঃপুন মারুতিরে বিনয় শুনায়॥

সবাকার ঘরে হয় প্রত্যহ পুরাণ।
মনোহর রামযশ বিবিধ বিধান॥
নরনারী রহে রত রামগুণগানে।
দিবস রজনী যায় তাহা নাহি জানে॥
অযোধ্যাপুরীর সুখ সম্পদ সমাজে।
না পারে কহিতে শেষ যথা রাম রাজে॥
নারদ সনক আদি সিদ্ধ তপোধন।
কোশলঅধীশ রামে করিতে দর্শন॥
প্রতি দিন আসে সবে অযোধ্যা-নগরে।
পুরশোভা হেরি তারা বিরতি বিসরে॥
কনকপ্রাসাদ মণি-রতনজড়িত।
বিবিধ বরণে কিবা রুচির রঞ্জিত॥
পুরচারিপাশে কিবা প্রাচীর সুন্দর।
তদুপরি নিরমিত গৃহ মনোহর॥
চতুর্দ্দিকে শোভে দিব্য নূতন ভবন।
অমরনগর যেন করেছে বেষ্টন॥
করেছে রুচির রূপ ধরণী ধারণ।
হেরি বিমোহিত হয় মুনিবরমন॥
করিছে ধবল ধাম গগন চুম্বন।
করিছে কলস-রবি-শশীরে নিন্দন॥

বহুমণিবিরচিত গবাক্ষ ভ্রাজিছে।
ভবনে ভবনে মণি-প্রদীপ জ্বলিছে॥
মন্দিরসম্মুখে শোভে আয়ত অজির।
রয়েছে খচিত যাহে স্ফটিক রুচির॥
কিবা চারু চিত্রশালা প্রতিগৃহে শোভে।
রাম-ধাম নিরখিতে মুনি-মন লোভে॥
সুমনবাটিকা সবে করেছে অর্জ্জন।
নানাবিধ ফুলগাছ করেছে রোপণ॥
বিবিধ ললিত লতা কিবা শোভা ধরে।
বসন্ত বসতি তথা নিরন্তর করে॥
মুখর মধুপ করে সতত গুঞ্জন।
সুগন্ধ শীতল মন্দ বহে সমীরণ॥
করেছে বিবিধ খগ-বালক পোষণ।
সুমধুর রব যারা করে উচ্চারণ॥
ময়ূর সারস হংস পারাবতচয়।
ভবন-উপরে পায় শোভা অতিশয়॥
ভবনে শারিকা শুক পড়ায় বালক।
কহ রাম রঘুবর সুজনপালক॥

সুন্দর বাজার কিবা কহনে না যায়।
বিনামূল্যে নানা বস্তু লোক সব পায়॥
যথা নরপতি রহে রমার আলয়।
সে পুর-সম্পদ-সীমা কার সাধ্য কয়॥
রেখেছে সজ্জিত কত বস্তু মূল্যবান্।
অনেক বণিক ধনী কুবের সমান॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কিবা যুবা নর।
সকলে সুশীল সুখী সকলে সুন্দর॥
সরযূ বিমল-জলা বহিছে উত্তরে।
অকর্দ্দম বান্ধা ঘাট হেরি মন হরে॥
সে ঘাট হইতে দূরে ছিল ঘাট আন।
করিত তুরগ গজ যথা জলপান॥
বহু ঘাট ছিল নারী-ব্যবহার তরে।
তথায় পুরুষ নাহি স্নান-পান করে॥
পরম সুন্দর রাজ-ঘাট মনোহর।
যথা স্নান-পান করে চারি জাতি নর॥
তীরে তীরে শোভে দিব্য দেব-আয়তন।
তার চারিদিকে শোভে রম্য উপবন॥
কোন কোন স্থানে নদীতীরে করে বাস।
জ্ঞান-রত মুনিবর লইয়া সন্ন্যাস॥
স্থানে স্থানে তুলসীর রমণীয় বন।
রোপিয়াছে মুনিগণ করিয়া যতন॥
কার সাধ্য পুরশোভা করিবে বর্ণন।
নগর-বাহির কিবা নয়ন-রঞ্জন॥
পলায় নিখিল পাপ পুর-দরশনে।
তড়াগ বাপিকা আর বন উপবনে॥
বাপী কূপ অনুপম কিবা শোভা ধরে।
সোপান বিমল নীর সুরমন হরে॥
রয়েছে ফুটিয়া কঞ্জ বিবিধবরণ।
কূজন করিছে খগ মধুপ গুঞ্জন॥
সুরম্য আরামে করে পিক-আদি গান।
মনে হয় করে যেন পথিকে আহ্বান॥
রমাপতি নরপতি যে পুরে বিরাজে।
কে কহিতে পারে তার সম্পদ-সমাজে॥
অণিমা-আদিক মহা-সিদ্ধির নিকর।
ছাইয়া কোশলপুর রহে নিরন্তর॥
স্থানে স্থানে করে লোক রামগুণ গান।
পরস্পরে বসি করে এই শিক্ষাদান॥

প্রণতপালক রামে করহ ভজন।
সর্ব্বশোভাশীল রূপ-গুণনিকেতন॥
জলজ-লোচন শ্যামতনু সুখদাতা।
নয়ন-পলক ইব সেবকের ত্রাতা॥
কর-ধৃত-শর-চাপ-রুচিরতূণীর।
সুজন-কমল বন-রবি রণধীর॥
দুরন্ত করাল-কালব্যাল খগপতি।
ছাড়ি ভবমায় রামে সবে কর নতি॥
লোভ-মোহ-মদ-মৃগ বরূথ-কিরাত।
কেশরী, মদন-করী করিতে নিপাত॥
নিবিড় সংশয় শোক-তিমিরের ভানু।
দনুজ-গহনবন-দহন-কৃশানু॥
জনক-নন্দিনীসহ শ্রীরঘুনন্দনে।
কেন না ভজন কর ভব-বিভঞ্জনে॥
বাসনা-মশক-চয়নাশী হিমরাশি।
সদা একরস অজ নিত্য অবিনাশী॥
তাপস-রঞ্জন হরি হৃত-মহীভার।
তুলসীদাসের প্রভু রাঘব উদার॥
হেনমতে পুরবাসী করে গুণগান।
সবাপর সানুকূল রহে ভগবান্॥
যে দিন হইতে রাম-প্রতাপ-দিনেশ।
হইল অযোধ্যাপুরে উদিত খগেশ॥
রহিল এ ত্রিভুবনে পুর প্রকাশিত।
অনেকে হইল সুখী অনেকে দুঃখিত॥
যাদের হইল শোক করহ শ্রবণ।
প্রথমে অবিদ্যা-নিশা কৈল পলায়ন॥
কলুষ-উলুক যেথা সেথা লুকাইল।
কামাদি কুমুদকুল মলিন হইল॥
বিবিধকরম-কাল ত্রিগুণস্বভাব।
এ সব চকোর দুখী হেরিয়া প্রভাব।
মদ-মোহ-অভিমান-মৎসর-তস্কর।
হইল রবির তাপে তাপিতঅন্তর॥
ধর্ম্ম-সরোবরজল বিমল হইল।
বিবিধবিজ্ঞান-জ্ঞান-পঙ্কজ ফুটিল॥
বিবেক-বিরাগ-আদি সুখ তোষ কোক।
সে রবি উদয় হেরি হইল বিশোক॥
এ রবি অন্তরে যার হয় সমুদিত।
সুখ বৃদ্ধি করে তার দুখ অস্তমিত॥

ভ্রাতৃগণ সহ প্রভু রাম একবার।
সঙ্গে অনুগামী প্রিয় পবনকুমার॥
দেখিবারে গিয়াছিলা পুর-উপবন।
তরুরাজি কুসুমিত পল্লব নূতন॥
আইলা সনকাদিক বুঝি অবসর।
সর্ব্বগুণধাম তেজঃপুঞ্জকলেবর॥
সর্ব্বদা আনন্দময় ব্রহ্মরসলীন।
দেখিতে বালক কিন্তু বয়সে প্রাচীন॥
ধরিয়াছে কলেবর যেন চারিবেদ।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী বিগত বিভেদ॥
কটিতে বসন নাহি নাহিক ব্যসন।
যথা হয় তথা শুনে রাঘব-কীর্ত্তন॥
যে স্থানে সনকাদিক রহে হে ভবানি।
তথা রহে কুম্ভযোনি মুনিবর জ্ঞানী॥
রামগুণ হয় তথা কলুষ-নাশন।
যোগ-অগ্নি করে যথা ইন্ধন দহন।
মুনিগণে হেরি প্রভু করিল বন্দন।
প্রদানিল পীত পট বসিতে আসন।
ভরত লক্ষ্মণ আর অরিনিসূদন।
মারুতি সহিত পরে বন্দিল চরণ॥
মুনি রঘুপতি-ছবি করি বিলোকন।
নারিল রোধিতে মন হইল মগন।
কিবা সে শ্যামলগাত কমললোচন।
শোভার নিলয় কিবা ভব-বিমোচন॥
একদৃষ্টে রহে চাহি নিমেষ না পড়ে।
জুড়িয়া যুগলকর শির নত করে॥
হেরলা তাঁদের দশা দেব রঘুবর।
সজল-নয়ন পুলকিতকলেবর॥
ধরিয়া তাঁদের কর প্রভু বসাইল।
শ্রবণের সুখকর বচন কহিল॥
হইলাম আজি ধন্য শুন তপোধন।
হইল কলুষনাশ করি দরশন॥
বড় ভাগ্যে পাইলাম আজি সাধুসঙ্গ।
হইল প্রয়াস বিনা ভবভয়-ভঙ্গ॥
সাধুসঙ্গে মুক্তিলাভ কামিসঙ্গে ভব।
কহে শ্রুতি স্মৃতি কবি পুরাণাদি সব।
প্রভু-বাক্য শুনি হর্ষি মুনি চারিজন।
পুলকিত কলেবর করিছে স্তবন॥

জয় জয় ভগবান্ বিভু নিরাময়।
অনেক অনঘ এক জয় কৃপাময় ॥
জয়তি নির্গুণ জয় গুণের সাগর।
সুখনিকেতন জয় ভুবনভাস্কর ॥
ইন্দিরা রমণ জয় জয় মহীধর।
জয় অজ অনুপম জয় শোভাকর ॥
জয়তি অমান-মানপ্রদ জ্ঞানালয়।
তোমার বিমল যশ চারিবেদ কয় ॥
কৃতজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ জয় অজ্ঞতা-ভঞ্জন।
অনাম অনেকনাম জয় নিরঞ্জন ॥
সর্ব্ব সর্ব্ব-গত কৃত-সর্ব্বপদালয়।
হউক মন্দির তব মোদের হৃদয় ॥
সুখ-দুখ আদি-দ্বন্দ্ব-বিপদনাশন।
হৃদয়ে বসিয়া কর মোদের পালন ॥
সদানন্দ কৃপাময় পরিপূর্ণকাম।
চরণ-কমলে তব ভক্তি দেহ রাম ॥
দেহ ভক্তি রঘুপতি ত্রিতাপহারিণী।
ঐকান্তিকী ভবজ্বালা-বিনাশকারিণী ॥
প্রণতের সুরধেনু সুর-তরুবর।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু দেহ এই বর ॥
ভবনিধি-ঘটযোনি রাঘব-নায়ক।
সেবক-সুলভ সর্ব্ব-সুখের দায়ক ॥
দারুণ মানস-দুখ কর নিবারণ।
দীনবন্ধু সাম্যভাব কর বিতরণ ॥
আশা ত্রাস ঈর্ষা-আদি নাশ রঘুপতি
বিস্তার হৃদয়মাঝে বিবেক বিরতি ॥
ধরণী-মণ্ডল-ভূপকুল-শিরোমণি।
দেহ ভক্তি ভবনদী তরিতে তরণী ॥
মুনিমন-সরোবর-হংস নিরন্তর।
সদা তব পদে নত বিরিঞ্চি শঙ্কর ॥
রঘুকুল-কেতু শ্রুতি-সেতুর রক্ষক।
স্বভাব করম কাল গুণের ভক্ষক ॥
তরণ তারণ সর্ব্বদূষণ-হরণ।
তুলসীদাসের প্রভু ভুবনভূষণ ॥
স্তব করি বর লভি বন্দিয়া চরণ।
ব্রহ্মধামে গেল প্রেমমগ্ন চতুরানন ॥
সনকাদি বিধিলোকে যবে প্রবেশিল।
ভ্রাতৃত্রয় তবে রাম-চরণ বন্দিল ॥

প্রভুরে পুছিতে প্রশ্ন মনে পায় ভয়।
মারুতির মুখপানে সবে চাহি রয়।
শুনিবারে চাহি প্রভু বাক্য সুখকর
যাহা শুনি হয় ভ্রম-রহিত অন্তর।
সব তত্ত্ব জানে অন্তর্যামী ভগবান্।
তোমার কি প্রশ্ন আছে কহ হনুমান্ ॥
করযুগ জুড়ি কহে পবননন্দন
দীনবন্ধু দয়াময় করহ শ্রবণ
রামের ভরত কিছু জিজ্ঞাসিতে চায়।
প্রভুরে করিতে প্রশ্ন মনে ভয় পায় ॥
জান কপিবর তুমি আমার স্বভাব
না রাখি ভরতে গুপ্ত আমি কোন ভাব ॥
ভরত ধরিল শুনি প্রভুর চরণ।
শুন নাথ প্রণতের আরতিহরণ ॥
স্বপনেও নাথ মম হৃদয়ে সংশয়।
শোক মোহ তব কৃপাবলে নাহি হয় ॥
সাধুর মহিমা নাথ যতেক পুরাণ।
আগম নিগম করে সদাচার গান ॥
তুমিও শ্রীমুখে পুন বড়াই করিলে।
তাঁদের উপরে অতি প্রীতি জানাইলে ॥
শুনিবারে চাহি প্রভু সাধুর লক্ষণ।
করুণাসাগর গুণ-জ্ঞান-বিচক্ষণ ॥
সাধু-অসাধুর ভেদ পৃথক করিয়া।
প্রণত-পালক মোরে কহ বুঝাইয়া।
সাধুর লক্ষণ তুমি শুন এবে ভ্রাত।
অগণিত-বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ-বিখ্যাত ॥
সাধু-অসাধুর এই জানিবে করণ।
কুঠার চন্দন যথা করে আচরণ ॥
চন্দন-বিটপ করে যেজন ছেদন।
তারে করে মলয়জ গন্ধ বিতরণ ॥
হইয়া খণ্ডশ ছিন্ন কুঠারে চন্দন।
দেবতার শিরপরে করে আরোহণ ॥
যদ্যপি কুঠার কভু হয় দুইখণ্ড।
হইয়া অনল-দগ্ধ পায় মহাদণ্ড ॥
বিষয়-বাসনাশূন্য শীল-গুণাকর।
পরসুখে সুখী দুখে দুখিতঅন্তর ॥
জগতে অভূতরিপু বিমদ বিরাগী।
হিংসা-লোভবিরহিত হর্যভয়ত্যাগী ॥

কোমলহৃদয় দীন পরে কৃপা যার।
করম-বচন-মনে ভকত আমার॥
সবাকার মানপ্রদ আপনি অমানী।
ভরত প্রাণের সম মম সেই প্রাণী॥
কামনা-বিহীন মম নাম-পরায়ণ।
বিদিত-বিরাগ শান্ত্র সুখনিকেতন॥
সর্ব্বভূতে মিত্রভাব আর শীতলতা।
দ্বিজপদে প্রেম, ধর্ম্মযন্ত্রী সরলতা॥
যাহার হৃদয়ে বসে এসব লক্ষণ।
জানিবে ভরত তুমি সে জন সুজন॥
শম দম যম নীতি না করে লঙ্ঘন।
কভু নাহি কহে মুখে পরুষ বচন॥
যাহার নাহিক নিন্দা-স্তুতি-ভেদজ্ঞান।
মম পদসরসিজে সদা নিষ্ঠাবান্॥
মম-প্রাণসম প্রিয় সেই সাধুজন।
নিত্য সুখ-রাশি সর্ব্বগুণ-আয়তন॥
অসাধুলক্ষণ এবে শুন মহামতি।
ভ্রমেও তাদের সনে না কর সঙ্গতি॥
নিত্য দুখ দান করে তার সহবাস।
দুষ্ট গাভি সনে যথা কপিলার নাশ॥
খলের হৃদয়ে আছে অতিশয় তাপ।
পরের সম্পদ হেরি পায় সে সন্তাপ॥
যদি কোথা পরনিন্দা সে করে শ্রবণ।
হরষিত হয় যেন পাইল রতন॥
কাম-ক্রোধ-অভিমান-লোভপরায়ণ।
নির্দ্দয় কপট ক্রুর মল-নিকেতন॥
বৈরতা সবার সনে করে অকারণ।
হিতের অহিত করে নিয়ত সাধন॥
আদানে প্রদানে করে সতত বঞ্চন।
গমন-ভোজনে করে মিথ্যা আচরণ॥
ময়ূরের মত কহে মধুর বচন।
কঠিনহৃদয় করে ভুজগ ভোজন॥
পর-অপবাদ করে পরধন হরে।
পরদাররত রহে পরদ্রোহ করে॥
মহা পাপময় হয় সে পামর নর।
ধরে সে মানুষদেহ কিন্তু নিশাচর॥
আসন বসন সব লোভের কারণে।
শিশ্নোদর তরে ত্রাস নাহিক শমনে॥
যদ্যপি সে শুনে কভু কাহার সুখ্যাতি।
দীর্ঘশ্বাস লয় যেন ফাটি গেল ছাতি।
যদ্যপি কাহার কভু দেখে সে বিপতি।
হেন সুখী হয় যেন ত্রিভুবন পতি॥
কেবল স্বারথরত স্বজন-বিরোধী।
লম্পট লোলুপ কামী অতিশয় ক্রোধী॥
জনক-জননী-গুরু-বিপ্রে নাহি মানে।
আপনি হইয়া নষ্ট নাশ করে আনে॥
হইয়া মোহের বশ পরহিংসা করে।
সাধু-সঙ্গ হরি-ভক্তি মনে নাহি ধরে॥
দোষের সাগর অতি কামী মন্দমতি।
বেদধর্ম্ম-বিদূষক পরধন-পতি॥
বিপ্রদ্রোহরত পর-হিংসক বিশেষ।
দাম্ভিক কপট ক্রূর হৃদয় সুবেশ॥
সত্য ত্রেতা যুগে হেন অধম না ছিল।
দ্বাপরে সামান্য বহু কলিতে হইল॥
পরউপকার সম ধর্ম্ম নাহি ভাই।
পর অপকার সম আর পাপ নাই॥
সকল পুরাণ বেদ করিল নির্ণয়।
এ সিদ্ধান্ত জানে সাধু পণ্ডিতনিচয়॥
নরতনু ধরি যেবা পরপীড়া করে।
অতিক্লেশ পায় সেই সংসারসাগরে॥
হইয়া স্বার্থের দাস মোহবশ-নর।
নানা পাপ করে পর-লোক-নাশকর॥
করাল কালের রূপ করিয়া ধারণ।
আমি শুভাশুভ ফল করি সমর্পণ॥
এত বিচারিয়া মনে চতুর যে জন।
মোরে ভজে এড়াইতে জনম-মরণ॥
ত্যজিয়া করম শুভ-অশুভ-দায়ক।
ভজে মোরে সুর-নর-মুনির নায়ক॥
সাধু-অসাধুর ভেদ কহিনু তোমারে।
সে না পড়ে ভবে লক্ষ্য রাখিতে যে পারে॥
প্রভুর বচন সব অনুজ শুনিয়া।
হর্ষিত হইল প্রেম উথলে উঠিয়া॥
বিনীত হইয়া স্তুতি করে বারম্বার।
মারুতিহৃদয়ে হর্ষ হইল অপার॥
গেল রঘুপতি তবে আপন ভবন।
প্রভু নিত্য করে নর-লীলা আচরণ॥

প্রত্যহ নারদ ঋষি করে আগমন।
গান করে রাঘবের চরিত পাবন ॥
নিত্য নব আচরণ মুনি হেরি যায়।
ব্রহ্মার ভবনে গিয়া সে কথা শুনায় ॥
অতি সুখ পায় শুনি কমল-আসন।
কহে পুনঃপুনঃ গান করহ নন্দন ॥
নারদেরে ধন্যবাদ দেয় চতুঃসন।
যদিও নিরত ব্রহ্মে তাহাদের মন ॥
সমাধি বিসরে শুনি গুণের কীর্ত্তন।
মহা অধিকারী করে সাদরে শ্রবণ ॥
জীবনমুকত ঋষি ব্রহ্মপরায়ণ।
রামলীলা শুনে ধ্যান করিয়া বর্জ্জন ॥
হরির কথায় রতি নাহি হয় যার।
জানিবে পাষাণ সম হৃদয় তাহার ॥
একদিন রঘুনাথ করি আবাহন।
গুরু দ্বিজ পুরবাসী কৈল আনয়ন ॥
বসিলা তাপস গুরু ব্রাহ্মণ সজ্জন।
কহিলা বচন ভক্ত-ভয়বিভঞ্জন ॥
শুনহ আমার বাক্য যত পুরজন।
স্নেহবশে কিছু নাহি কহিব এখন ॥
নাহিক প্রভুতা কিছু নাহিক অনীতি।
বিচারিয়া কর যদি হয় মনে প্রীতি ॥
আমার সেবক প্রিয় হয় সেই জন।
যে করে সর্ব্বদা মম আদেশ পালন ॥
যদি কিছু কহি আমি অন্যায় বচন।
ভয় ত্যাগ করি কর আমারে বর্জ্জন ॥
বড় ভাগ্যবশে জীব নরতনু পায়।
দেবতাদুর্লভ, সাধু গ্রন্থচয় গায় ॥
পাইয়া মোক্ষের দ্বার সাধনভবন।
পরলোক-হিত লাগি না করে যতন ॥
দুস্তর-সাগরে পড়ি ভাসিয়া সে যায়।
কুটিয়া মস্তক পরে অন্তরে পস্তায় ॥
কভু কর্ম্মে কভু কালে কখন ঈশ্বরে।
পরিতাপ করি দোষ আরোপণ করে ॥
এ শরীরফল নাহি হয় হে বিষয়।
অন্তে দুখদায়ী স্বর্গ চিরস্থায়ী নয় ॥
নরতনু ধরি রহে বিষয়ে মগন।
অমৃত ত্যজিয়া করে গরল ভোজন ॥

তাহারে কখন কেহ ভাল নাহি কহে।
ছাড়িয়া পরশমণি গুঞ্জা ধরি রহে ॥
জগমাঝে চারিজাতি জীব সনাতন।
করে যোনি চারিলক্ষ চৌরাশী ভ্রমণ ॥
হইয়া মায়ার বশ বেড়ায় ফিরিয়া।
রাখে কাল-কর্ম্ম-গুণ-স্বভাব ঘিরিয়া ॥
কভু কৃপা করি দেয় নরকলেবর।
অহেতু করুণাময় পরম ঈশ্বর ॥
ভব-জলনিধি-তরি মনুষ্যশরীর।
মম অনুগ্রহ তাহে সম্মুখ সমীর ॥
যাহে আছে কর্ণধার সদ্‌গুরু বসিয়া।
এ দুর্লভ সাজ অতি সহজে পাইয়া ॥
ভব তরিবারে নাহি যে করে যতন।
আত্মঘাতী মন্দমতি কৃতঘ্ন সে জন ॥
ইহ-পর-লোকহিত করিতে সাধন।
আমার বচন কর হৃদয়ে ধারণ ॥
সুখদ সুলভ মম ভক্তিপথ হয়।
আগম পুরাণ বেদ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
অগম্য জ্ঞানের পথ নানাবিঘ্নময়।
সাধন কঠিন মন স্থির নাহি রয় ॥
নানা কষ্ট করি কেহ কেহ সিদ্ধ হয়।
ভক্তিহীন হেতু সেহ মম প্রিয় নয় ॥
স্বতন্ত্র ভক্তির পথ সর্ব্বসুখাকর।
সাধুসঙ্গ বিনা নাহি পায় কোন নর ॥
পুণ্যপুঞ্জ বিনা নাহি মিলে সাধুজন।
হইলে সাধুর সঙ্গ সংসারখণ্ডন ॥
কায়মনবাক্যে বিপ্র-চরণপূজন।
ইহা সম পুণ্য নাহি করহ শ্রবণ ॥
তারপর অনুকূল রহে দেবগণ।
যে করে কাপট্য ত্যজি ব্রাহ্মণ-সেবন।
আর এক গুপ্তমত শুন সভাজন।
জুড়িয়া যুগল কর করি নিবেদন ॥
যে না করে মম প্রিয় শঙ্করে ভজন।
আমার ভকতি নাহি সে লভে কখন ॥
কহ ভকতির পথে কি আছে প্রয়াস।
নাহি যোগ মখ জপ তপ উপবাস ॥
কপটতাহীন মন সরলস্বভাব।
যথালাভে পরিতোষ সদানন্দভাব ॥

যদি আশা রাখে নর কহে মোর দাস।
বল দেখি তবে তার কোথায় বিশ্বাস॥
কহিয়া অধিক কথা কিবা প্রয়োজন।
মোরে বশ করে সদা এই আচরণ॥
নাহিক বিগ্রহ বৈর নাহি আশা ভয়।
দশদিগভাগ যার সদা সুখময়॥
অনারম্ভ অনিকেত মানদ অমানী।
অরোষ অনঘ দক্ষ বিরাগী বিজ্ঞানী॥
সাধুজন সঙ্গে রহে সদা প্রীতিমান্।
স্বর্গ অপবর্গ যার তৃণের সমান॥
ভকতির পক্ষপাতী নাহিক শঠতা।
যে করেছে পরিত্যাগ সকল দুষ্টতা॥
মম গুণগ্রাম নামে সদা থাকে রত।
বিমোহ মমতা মদ যাহার বিগত॥
সে জানে যে সুখ সেই করে আস্বাদন।
পরম আনন্দ-রসে থাকি নিমগন॥
শুনিয়া রামের সুধা-সমান বচন।
কহিল সবলে ধরি, প্রভুর চরণ॥
জনক জননী গুরু বন্ধু সদাশয়।
প্রাণের অধিক প্রিয় তুমি দয়াময়॥
ধনধাম শরীরের তুমি হিতকারী।
প্রণতজনের তুমি সদা দুখহারী॥
তুমি বিনা হেন শিক্ষা দেয় কোন্‌জন।
পিতামাতা আমাদের স্বার্থ-পরায়ণ॥
সকল প্রকারে উপকারী অকারণ॥
তুমি আর তব ভৃত্য অসুর-নাশন॥
সবে স্বার্থ মিত্র হয় জগত-ভিতরে।
স্বপনেও কেহ নহে পরমার্থ তরে॥
প্রেমরসযুত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দ পাইল হৃদে শ্রীরঘুনন্দন॥
আজ্ঞা লভি গেল সবে আপন ভবন।
করিতে করিতে প্রভুগুণের বর্ণন॥
হইল কৃতার্থ-রূপ অযোধ্যের জন।
যথা রাম নৃপব্রহ্ম চিদানন্দ-ঘন॥
আইল বশিষ্ঠমুনি তথা এক দিন।
যথা রাম সুখধাম ছিলা সমাসীন॥
রঘুনাথ অতিশয় আদর করিল।
চরণ পাখালি পাদ-উদক লইল॥

গুরুদেব কহে তবে যুড়ি দুই কর।
আমার বিনয় এক শুন রঘুবর॥
নয়নে হেরিয়া রাম তব আচরণ।
মোহের সাগরে মগ্ন হয় মম মন॥
পুরোহিতকর্ম্ম হয় মন্দ অতিশয়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি তার নিন্দা কয়॥
না কৈনু প্রথমে এই কার্য্য অঙ্গীকার।
বিধাতা কহিলা তবে জনক আমার॥
আমার বচন সুত করহ পালন।
পশ্চাতে হইবে লাভ শুন তপোধন॥
পরমাত্মা পর-ব্রহ্ম ধরি নর-রূপ।
হইবে রাঘবকুল-বিভূষণ ভূপ॥
হৃদয়ে বিচার আমি করিনু তখন।
যোগ যজ্ঞ জপ দান যাহার কারণ॥
তাঁরে যদি পাই করি পুরোহিত-কর্ম্ম।
ইহার সমান তবে নহে অন্য ধর্ম্ম॥
যোগ জপ তপ ব্রত নিয়ম সাধন।
শ্রুতির কথিত নানাবিধ আচরণ॥
জ্ঞান দয়া শম দম তীরথ-মজ্জন।
জীবের কর্ত্তব্য যাহা কহে শ্রুতিগণ॥
আগম নিগম শাস্ত্র পুরাণ অনেক।
পঠন-শ্রবণ-ফল হয় প্রভু এক॥
চরণকমলে তব প্রীতি নিরন্তর।
সব সাধনের ফল পরম সুন্দর॥
করিলে কি মলে ধৌত মল কভু যায়।
মথি জল কভু কি হে ঘৃত কেহ পায়॥
প্রেমভক্তিজল বিনা রাম দয়াময়।
ভিতরের মল কভু বিনাশ না হয়॥
তাহারে সর্ব্বজ্ঞ কহি কৃতজ্ঞ বিদ্বান্।
তাহারে গুণজ্ঞ কহি অখণ্ডিতজ্ঞান॥
সকললক্ষণযুত দক্ষ মহামতি।
তব পদ-সরসিজে আছে যার রতি॥
কৃপা করি দেহ নাথ মাগি এক বর।
জন্মে জন্মে থাকে রতি তব পদপর॥
এত কহি গুরুদেব নিজ গৃহে গেল।
করুণাসাগরমনে সুখ উপজিল॥
ভরত আদিক ভ্রাতা পবননন্দন।
ইহাদের সঙ্গে প্রভু সেবক-রঞ্জন।

নগর-বাহিরে পুন করিলা গমন।
সাজিয়া চলিল গজ তুরগ স্যন্দন।
শ্রম বোধ করি হরি ভব-শ্রমহর।
গেল যথা সুশীতল আম্র তরুবর॥
ভরত আপন বস্ত্র বিছাইয়া দিল।
বসে রাম ভাই সব সেবিতে লাগিল॥
মারুতনন্দন করে চামর ব্যজন।
পুলকিতকলেবর সজললোচন॥
রাম-পদে অনুরাগী আর ভাগ্যবান্।
কেবা আছে ত্রিভুবনে মারুতি সমান॥
গিরীশ-নন্দিনা যার পিরীতি-সেবন।
পুনঃপুন করে প্রভু আপনি কীর্ত্তন॥
আইলা নারদ তবে করতল-বীণ।
গাইতে লাগিলা রাম-চরিত নবীন॥
মোরে বিলোকন কর পঙ্কজলোচন।
কৃপাদৃষ্টি করি হের শোক-বিমোচন॥
নীল-তামরস-শ্যাম আমি স্তুতি করি।
কামারি হৃদয়-পদ্ম-মধুপ শ্রীহরি॥
রাক্ষস-নিকর-বল গরব-গঞ্জন।
তাপসরঞ্জন প্রভু কলুষভঞ্জন॥
মহীসুর-নবশশিবৃন্দ-বলাহক।
অশরণ-শরণদ দীনের পালক॥
সুবিপুল-ভুজবল-খণ্ডিতভূভার।
বিরাধ-দূষণ-খর-যমন-বতার॥
জয় রাবণারি, সুখরূপ ভূপবর।
রঘুকুল-কুমুদের পূর্ণ সুধাকর॥
ঘোষে তব যশ বেদ আগম পুরাণ।
সাধু সুর মুনি করে তব যশ গান॥
করুণাসাগর, বলিপ্রতাপখণ্ডন।
পরম-মঙ্গলময় কোশলমণ্ডন॥
কলিমল-বিনাশন মমতা মন্থন।
পাহি তুলসীর প্রভু এ প্রণত জন॥
বর্ণি প্রেম সহ মুনি রামগুণগ্রাম।
শোভাসিন্ধু-হৃদে ধরি গেল বিধিধাম॥
গিরিজে শুনহ এবে এ বিশদ কথা।
আমি কহিতেছি মোর মতি আছে যথা।
রামের চরিত হয় অনন্ত অপার।
কহিয়া সারদা শ্রুতি নাহি পায় পার॥

অনন্ত শ্রীরাম-গুণ অনন্ত শ্রীরাম।
জনম করম তাঁর অগণিত নাম॥
সলিল-শীকর রজ-সম্ভব গণনা।
অসম্ভব রঘুপতি-চরিত বর্ণনা॥
হরিপদপ্রদায়িনী একথা বিমলা।
শুনিলে জনমে ভক্তি রাঘবে অচলা॥
কহিলাম আমি রামচরিত সুন্দর।
শুনিল ভূশুণ্ড সনে যাহা খগবর॥
কিছু রামগুণ আমি কহিনু বাখানি।
অধুনা কহিব কিহে বলহ ভবানি॥
উমা কহে ধন্য আজি হইনু পুরারি।
শুনিয়া শ্রীরাম-গুণ ভব-ভয়হারী॥
তব কৃপাবলে আজি কৃপানিকেতন।
কৃতার্থ হইনু মোহ কৈল পলায়ন॥
চিদানন্দময় রাম জানিনু অন্তরে।
নাহিক সংশয় আর দেব রঘুবরে॥
তব মুখ-শশী সদা করিছে ক্ষরণ।
রাম-কথা সুধাধারা দেব-পঞ্চানন॥
করিয়া শ্রবণপুটে পান মম মন।
নারে করিবারে নাথ তৃপ্তির লভন॥
নিরমল রামযশ যে করে শ্রবণ।
সে নারে জানিতে রস-বিশেষ কখন॥
তাপস জীবনমুক্ত বিমল-আশয়।
সেও রাম-গুণ শুনি তৃপ্ত নাহি হয়॥
যে চাহে যাইতে ভবসাগরের পার।
রাঘবের কথা দৃঢ় তরণী তাহার॥
বিষয়ী শুনিলে পুন হরিগুণ-গ্রাম।
শ্রবণের সুখ লভে মানসবিশ্রাম॥
কর্ণবান্ হেন কেবা ভুবনভিতর।
রামের চরিত নহে যার সুখকর॥
সেই জড় জীব করে আত্মারে হনন।
রাম-যশ শুনি যার সুখী নহে মন॥
চরিত মানস নাথ করিলে কীর্ত্তন।
পাইনু পরম সুখ করিয়া শ্রবণ॥
যে কথা কহিলে তুমি প্রভু মহেশ্বর।
কহিল ভূশুণ্ড তাহা শুনে খগবর॥
বিরতি-বিজ্ঞান-জ্ঞানবান্ মহাজন।
রামপাদপদ্ম-মকরন্দ-পরায়ণ॥

ধরিয়া বায়স-তনু রাঘবে ভকতি।
কেমনে পাইল মোরে কহ পশুপতি ॥
সহস্র নরের মাঝে শুন ত্রিপুরারি।
কোন এক নর হয় ধর্ম্ম-ব্রতধারী ॥
কোটি ধর্ম্মশীলমাঝে কোন একজন।
বিষয়বিমুখ হয় বিরাগ-অয়ন ॥
কোটি বিরক্তের মাঝে শ্রুতিগণ কয়।
কাহার সম্যক্ জ্ঞান পুণ্যবলে হয় ॥
কোটি জ্ঞানী-মাঝে কোন জ্ঞানীর প্রবর।
জীবনমুকত হয় মহাভাগ্যধর ॥
সহস্র মুকত-মাঝে সর্ব্বসুখাকর।
দুর্লভ নিরত ব্রহ্মে এক জ্ঞানী নর ॥
ধার্ম্মিক বিরাগবান্ আর তত্ত্বজ্ঞানী।
জীবন-মুকত আর ব্রহ্ম-পর প্রাণী ॥
দুর্লভ সবার চেয়ে শুন ভগবান্।
রামভক্তি-রত এক গত-অভিমান ॥
কেমনে পাইল কাক সে হরি-ভকতি।
বুঝাইয়া কহ মোরে দেব বিশ্বপতি ॥
গুণালয় জ্ঞানরত রামপরায়ণ।
পাইল বায়সদেহ কিসের কারণ ॥
প্রভুর চরিত এই পরম পাবন।
কেমনে পাইল কাক কহ পঞ্চানন ॥
কেমনে শুনিলে তুমি মদন-মথন।
মম কৌতুহল নাথ কর নিবারণ ॥
গরুড় কাশ্যপ মহাজ্ঞানী গুণ-রাশি।
হরির সেবক হরিনিকট-নিবাসী ॥
কিহেতু বায়স-পাশে গেল খগেশ্বর।
কথা শুনিবারে ত্যজি মুনির নিকর ॥
কেমনে হইল কহ এ শুভ সম্বাদ।
হরির ভকত উভে কাক উরগাদ ॥
ধন্যা তুমি সতী তব নিরমল মতি।
রামপদে নহে তব সামান্য ভকতি ॥
মহাদেবি শুন অতিপূত ইতিহাস।
শ্রবণ করিলে হয় সব ভ্রমনাশ ॥
রাম-পদ-সরসিজে উপজে বিশ্বাস।
ভবনিধি তরে নর নাহিক প্রয়াস ॥
কোনকালে খগপতি করিয়া গমন।
করেছিল কাকপাশে প্রশ্ন উত্থাপন ॥

কহিব সাদরে আমি সব বিবরণ।
মনোযোগ সহ উমে করহ শ্রবণ ॥
যেমতে শুনিনু কথা ভব-বিমোচনী।
সে সব প্রসঙ্গ তুমি শুন সুলোচনি ॥
ধরিলে দক্ষের গৃহে যবে অবতার।
'সতী' এই নাম তবে হইল তোমার ॥
হইল দক্ষের যজ্ঞে তব অপমান।
অতি রোষ-বশে তুমি ত্যজিলে পরাণ।
করিল আমার গণ সে মখের ভঙ্গ।
জানহ গিরিজে তুমি সে সব প্রসঙ্গ ॥
হইল প্রবল শোক অন্তরে আমার।
হইনু দুঃখিত অতি বিয়োগে তোমার ॥
সুন্দর কানন গিরি সরিত তড়াগ।
হেরিতে লাগিনু ভ্রমি দশদিক ভাগ ॥
উত্তর দিকেতে আছে সুমেরু ভূধর।
নীলবর্ণ শৃঙ্গ এক তাহে মনোহর ॥
তাহার কনকময় চারিটী শিখর।
হেরিয়া হইল সুখী আমার অন্তর ॥
প্রতি শৃঙ্গে এক এক বিটপ বিশাল।
শীতল অশ্বত্থ বট পাকুর রসাল ॥
শৈলের উপরে ছিল সর সুশোভিত।
মণির সোপান হেরি মন বিমোহিত ॥
অমল মধুর জলে জলজ বিপুল।
কলরব করে ভৃঙ্গ মরালের কুল ॥
করিত সেই গিরিপরে বায়স নিবাস।
কল্প অবসানে তার নাহি হয় নাশ ॥
মদ মোহ মনসিজ শোক অবিবেক।
মায়ার রচিত গুণ দোষ যে অনেক ॥
রয়েছে ব্যাপিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
না পারে যাইতে সেই গিরির উপর ॥
তথা বসি করে কাক হরির ভজন।
অনুরাগ সহ উমে করহ শ্রবণ ॥
ভূশুণ্ড পাকুড়-তরুতলে ধ্যান ধরে।
অশ্বত্থ তরুর মূলে যপ যোগ করে ॥
রসাল-ছায়াতে করে মানস পূজন।
অন্য কার্য্য নাহি বিনা হরির-সেবন ॥
বটতলে বসি কহে হরির প্রসঙ্গ।
শুনিবারে আসে তাহা বিবিধ বিহঙ্গ ॥

নানাবিধ মনোহর রাম-উপাখ্যান।
প্রেমের সহিত করে সমাদরে গান॥
আমি গিয়া সে কৌতুক হেরিনু যখন।
করিল বিশেষ সুখ লাভ মম মন॥
মরাল-শরীর তবে করিয়া ধারণ।
কিছুকাল তথা আমি করিনু যাপন॥
রঘুপতি-গুণ-গ্রাম করিয়া শ্রবণ।
করিনু কৈলাসপুরে পুনরাগমন॥
গিরিজে কহিনু আমি সেই ইতিহাস।
গিয়াছিনু যবে কাক-ভুশুণ্ডের পাশ॥
অধুনা শুনহ তুমি তাহার কারণ।
কাক-পাশে খগপতি করিল গমন॥
রণ-খেলা রঘুনাথ যখন করিল।
সে লীলা বুঝিতে মম লাজ উপজিল॥
আপনারে ইন্দ্রজিত-পাশে বান্ধাইল।
গরুড়ে নারদ মুনি তবে পাঠাইল॥
কাটিয়া বন্ধন চলি গেল উরগাদ।
উপজিল মনে কিন্তু দারুণ বিষাদ॥
প্রভুর বন্ধন-লীলা বুঝিবার তরে।
বিবিধ বিচার করে গরুড় অন্তরে॥
ভুবন-ব্যাপক ব্রহ্মা বিরজ বাগীশ।
মোহ-বিরহিত মায়াতীত পর-ঈশ॥
যার নাম জপি নর ভবপাশে নাশে।
সামান্য রাক্ষস বান্ধে তাঁরে নাগ-পাশে॥
ধরিলা ভূতলে তেঁহ নর-অবতার।
হেরিনু প্রভাব কিছু নাহিক তাঁহার॥
নানা ভাতি খগ-পতি মনে বুঝাইল।
না হইল জ্ঞান, ভ্রম হৃদয় ছাইল॥
খেদ-খিন্ন-মন, তর্ক-শাখা বিস্তারিল।
তোমার সদৃশ মোহে বিবশ হইল॥
নারদনিকটে গেল ব্যাকুল হইয়া।
মনের সংশয় তাঁরে কহিল যাইয়া॥
শুনিয়া ঋষির মনে দয়া উপজিল।
প্রবল মায়ার বল নারদ কহিল॥
রামের যে মায়া জ্ঞানি জন-চিত হরে।
কত শত মহাত্মারে মোহ-বশ করে॥
যে মায়া আমারে বহুবার নাচাইল।
তোমারে বিহগ-পতি সে মায়া ব্যাপিল॥

মহা মোহ জনমিল অন্তরে তোমার।
ঝটিতি না হবে নাশ বচনে আমার॥
ব্রহ্মলোকে তুমি এবে করহ গমন।
কব তাহা কহে যাহা কমল-আসন॥
রাম-গুণ-গান করি নারদ চলিল।
হরিমায়া-বল পুনঃপুন বাখানিল॥
বিরিঞ্চি-সদনে তবে খগ-পতি গেল।
আপন সন্দেহ কহি তাঁরে শুনাইল॥
বিধাতা শুনিয়া রামে মস্তক নমিল।
প্রতাপ বুঝিয়া প্রেম উথলি উঠিল॥
হৃদয়ে বিচার করে জগত-বিধাতা।
হরি-মায়া-বশ কবি কোবিদ-বিজ্ঞাতা॥
হরির মায়ার হয় প্রতাপ বিপুল।
যে করিল মোরে বহু বার সমাকুল॥
সৃজন করিনু আমি বিশ্ব চরাচর।
আশ্চর্য্য তোমার মোহ নহে খগেশ্বর॥
পুনরপি কহে বধি মধুর বচন।
রমের প্রভুতা জানে দেব পঞ্চানন॥
শঙ্কর-নিকটে কর গরুড় গমন।
নারিবে করিতে অন্য সংশয় ভঞ্জন॥
শিব-পাশে হবে তব সন্দেহ বিনাশ।
শুনিয়া বিহঙ্গ-পতি চলিল কৈলাস॥
বিধির নিদেশ শুনি পরম আতুর।
আইল বিনতা-সুত আমার এ পুর॥
যাইতে আছিনু আমি কুবেরসদন।
ছিলে হে গিরিজে তুমি ভবনে তখন॥
সাদরে আমার পদ গরুড় বন্দিল।
মনের সংশয় পরে মোরে শুনাইল॥
শুনিয়া তাহার মৃদু সুমধুর বাণী।
প্রেমের সহিত আমি কহিনু ভবানি॥
হইল মিলন পথ-মাঝে তব সনে।
এবে বুঝাইব আমি তোমারে কেমনে॥
যদি কিছুকাল তুমি কর সাধু-সঙ্গ।
হইবে তোমার তবে মোহভ্রম-ভঙ্গ॥
সাধুসনে হরিকথা করিবে শ্রবণ।
বিবিধ বিধানে যাহা গায় মুনিগণ॥
নত্য হয় যথা হরি কথার কীর্ত্তন।
তথায় করিব আমি তোমারে প্রেরণ॥

শুনিলে সংশয় সব দূরে পলাইবে।
রামের চরণে দৃঢ়া ভকতি হইবে॥
সাধুসঙ্গ বিনা নাহি হরিকথা হয়।
হরিকথা বিনা নাহি মোহভ্রম যায়॥
মোহ-ভ্রম যতদিন ছাড়ি না যাইবে।
রাম-পদে অনুরাগ দৃঢ় না হইবে॥
প্রেম বিনা নাহি মিলে রাম নারায়ণ।
যদি করে যোগ জপ জ্ঞানের সাধন॥
উত্তর দিকেতে মনোহর গিরি নীল।
তথা বাস করে কাক ভূশুণ্ড সুশীল॥
রাঘব-ভকতিপথে পরম প্রবীণ।
গুণের নিলয় জ্ঞানী অতীব প্রাচীন॥
বায়স রামের কথা কহে নিরন্তর।
সাদরে শ্রবণ করে নানা খগবর॥
যাইয়া শুনহ তথা হরিগুণগ্রাম।
বিমোহ-জনিত দুখ পাইবে বিশ্রাম॥
সব কথা শুনাইয়া কহিনু যখন।
গরুড় চলিল বন্দি আমার চরণ॥
রঘুপতিভ[illegible]
রহস্যের ভেদ আমি না দিনু কহিয়া॥
জনমিল খগপতিমনে অভিমান।
নাশিবারে চাহে তাহা কৃপার নিধান॥
বলবতী প্রভু-মায়া জানিবে ভবানি।
নাহি পায় মোহ হেন কেবা আছে জ্ঞানী।
ভক্ত-শিরোমণি জ্ঞানী বিশ্বপতি-যান।
তাহার এমোহ, বৃথা নরঅভিমান॥
যে মায়া মোহিত করে বিরিঞ্চি-শঙ্করে।
পামর-কৃপণ জীবে গণনা কে করে॥
বিচারি হৃদয়ে এত মুনি তপোধন।
করে মায়াপতি রাম রাঘবে ভজন॥
ভূশুণ্ডের পাশে তবে গেল খগপতি।
যাহার অকুণ্ঠ-মতি অখণ্ড ভকতি॥
হেরি গিরিবর মন প্রসন্ন হইল।
মায়া মোহ শোকভ্রম সব দূরে গেল॥
করিল সলিল পান করিয়া মজ্জন।
বটতরু-তলে গেল আনন্দিতমন॥
প্রাচীন বিহগকুল নিত্য আসে তথা।
শুনিবারে রাঘবের মনোহর কথা॥

বায়স কারতে চাহে কথা আরম্ভণ।
হেনকালে উপনীত বিনতানন্দন॥
হরির বাহনে তবে করি দরশন।
করিল আনন্দ লাভ বায়স সগণ॥
অতি সমাদর খগপতিরে করিল।
বসিবার তরে তারে সুখাসন দিল॥
অনুরাগ সহ করি পূজা সমাপন।
বায়স কহিল তবে মধুর বচন॥
কৃতার্থ হইনু করি তোমারে দর্শন।
আজ্ঞা কর আগমন কিসের কারণ॥
তুমি হে কৃতার্থ-রূপ কহিল খগেশ।
তব গুণ নিজ মুখে বাখানে মহেশ॥
মম আগমন-হেতু করহ শ্রবণ।
হইল দর্শনে তব, মানসপূরণ॥
হেরিয়া পরম পূত তোমার আশ্রম।
হইল সংশয় গত শোক মোহ শ্রম॥
শ্রীরামের কথা বিশ্ব-পবিত্র-কারিণী।
সুখপ্রদায়িনী দুঃখপুঞ্জ-বিনাশিনী॥
আমার নিকটে তাত করহ কীর্ত্তন।
পুনঃপুন সবিনয়ে করি নিবেদন॥
শুনি তবে গরুড়ের বিনীত বচন।
সরল সুখদ প্রেমময় সুপাবন॥
ভূশুণ্ড হইল অতি আনন্দিতমন।
কহিতে লাগিল রঘু-পতিগুণগণ॥
অতি অনুরাগ সহ প্রথমে ভবানি।
রাঘব-চরিত সব কহিল বাখানি॥
পুনরপি নারদের বিমোহ অপার।
ততঃপর রাবণের কহে অবতার॥
রাঘবের অবতারকথা সে কহিল।
শৈশব-চরিত সব কহি শুনাইল॥
পুন কহে বিশ্বামিত্রঋষি-আগমন।
তার পর রাঘবের বিবাহকথন॥
বায়স কহিল তবে তিলকপ্রসঙ্গ।
পিতার বচনক্রমে রাজরসভঙ্গ॥
নগরবাসীর পরে বিরহ বিষাদ।
কহিল ভূশুণ্ড রাম-লক্ষ্মণ-সম্বাদ॥
বিপিনগমন আর গুহ-অনুরাগে।
শু[illegible]

প্রভু সনে বাল্মীকির কহিল মিলন।
চিত্রকূটে যথা বসে শ্রীরঘুনন্দন॥
সচিবের আগমন নৃপের মরণ।
ভরতের আগমন করিল বর্ণন॥
ভরত কর্তৃক নৃপশ্রাদ্ধ-সমাপন।
পুর-বাসী সনে পুন কাননগমন॥
অনুজে প্রবোধ যথা রঘুনাথ দিলা।
পাদুকা লইয়া যথা ভরত ফিরিলা॥
করিল যে ব্যবহার সুরেন্দ্রনন্দন।
প্রভুরে ভেটিল যথা অত্রি তপোধন॥
বিরাধের বধ শরভঙ্গের মরণ
সুতীক্ষ্ণের প্রেম আর অগস্ত্যমিলন॥
দণ্ডকের বনে যথা প্রভুর গমন।
গৃধ্রের মিত্রতা পুন করিল বর্ণন॥
পঞ্চবটীবনে করি রঘুবর বাস।
তাপসকুলের যথা ঘুচাইল ত্রাস॥
প্রভু উপদেশ যথা পাইল লক্ষ্মণ।
সূর্পণখা-নাসা-কাণ করিতে ছেদন॥
যেমনে হইল খর দূষণ-নিধন।
জানিল রাবণ যথা সব বিবরণ॥
দশানন সনে যথা মারীচ-সম্বাদ।
করিল উভয়ে যথা বাদ প্রতিবাদ॥
মায়া-জানকীরে যথা রাবণ হরিল।
রাঘব-বিরহ কিছু ভূশুণ্ড কহিল॥
গৃধ্রের সংকার যথা রাঘব করিল।
কবন্ধে বধিয়া শ্রমণারে গতি দিল॥
প্রভুর বিরহ পুন করিল বর্ণন।
পম্পাসরোবর-তীরে রামের গমন॥
প্রভু সনে নারদের সম্বাদকথন।
মারুতির সনে পুন রাঘবমিলন॥
যেমনে সুগ্রীব সনে মিত্রতা হইল।
বালির নিধন প্রভু যেমতে করিল॥
কপি-অভিষেক যথা করে রঘুপতি।
যথা প্রবর্ষণগিরি-উপরে বসতি॥
বরষা-শরত-ঋতু-কথা বরনিল।
রাম-রোষ কপিত্রাস সকল কহিল
যেমতে বানরপতি প্রেরিল বানরে।
চারিদিকে সীতা-তত্ত্ব করিবার তরে॥

বিবরে বানর-কুল যথা প্রবেশিল।
সম্পাতির সনে যথা মিলন হইল॥
শুনিয়া সকল কথা পবনকুমার।
লঙ্ঘন করিল যথা পয়োধি অপার॥
যথা কপিবর লঙ্কানগরে পশিল।
সীতারে দর্শন করি যথা প্রবেশিল॥
ভাঙ্গিয়া কানন দশাননে শিক্ষা দিয়া।
আইল উদধি-পারে নগর দহিয়া॥
রামের সমীপে পুন করি আগমন।
করাইল বৈদেহীর কুশল শ্রবণ॥
সেনার সহিত সাজি রঘুকুল-বীর;
উত্তরিলা গিয়া যথা বারিনিধি তীর॥
রাবণ-অনুজ যথা আসিয়া মিলিল।
সাগর-নিগ্রহকথা কহি শুনাইল॥
রঘুপতি যথা করি উদধি-বন্ধন।
সমুদ্রের পরপারে করিলা গমন॥
হইয়া রাঘব-দূত বালির নন্দন।
রাবণ-সভাতে যথা করিল গমন॥
রাক্ষসের সনে যথা হয় মহারণ।
কুম্ভকর্ণ ঘননাদ-পৌরুষ-কথন॥
রাক্ষসনিকর যথা হইল নিধন।
করিল রাবণ যথা প্রভু সনে রণ॥
দশানন-বধ আর মন্দোদরীশোক।
বিভীষণে রাজ্য দিলা রাঘব অশোক॥
পুনরপি প্রভু সনে জানকী-মিলন।
করিল বিবিধ স্তব যথা সুরগণ॥
আরোহি পুষ্পকে যথা জানকী সমেত।
অযোধ্যা নগরে গেলা কৃপার নিকেত॥
নগর-নিকটে রাম যেমতে আইল।
বিশদ চরিত সব বায়স গাইল॥
কহিল বায়স পুন রাম-অভিষেক।
পুর বিবরণ ভূপ-সুনীতি অনেক॥
কহিল সকল কথা ভুশুণ্ড বাখানি।
যাহা আমি তব সনে কহিনু ভবানি॥
বায়সে কহিল তবে বিনতানন্দন।
রাম-কথা শুনি মম আনন্দিত মন॥
সকল সংশয় মম বিগত হইল।
শ্রীরাম-চরণে অতি প্রীতি উপজিল

প্রভুর বন্ধন রণমাঝে নিরখিয়া।
হইল মোহের বশ আমার এ হিয়া॥
চিদানন্দময় রাম অনাদি-নিধন।
হইলা কাতর রণে কিসের কারণ॥
নর-অনুরূপ লীলা করি বিলোকন।
হইল হৃদয় মম সংশয়ে মগন॥
সেই মোহ হিত বলি জানিনু এখন।
করিয়া করুণা মোরে কৃপা-নিকেতন॥
যেইজন হয় অতি আতপ-কাতর।
তরুবর-ছায়া-সুখ জানে সেই নর॥
যদি নাহি সেই ভ্রম হইত আমার।
হইত দর্শনলাভ তবে কি তোমার॥
ঘটিত কি মম ভাগ্যে একথা-শ্রবণ।
পরম বিচিত্র যাহা করিলে বর্ণন॥
পুরাণ আগম বেদ এ সিদ্ধান্ত কয়।
সাধু সিদ্ধ মুনি কহে নাহিক সংশয়॥
বিশুদ্ধ সাধুর সনে তাহার মিলন।
হয় যারে রাম করে কৃপা-বিলোকন॥
রামকৃপাবলে তব পাইনু দর্শন।
হইল প্রসাদে তব সংশয়চ্ছেদন॥
বিনতাসুতের শুনি বিনয়বচন।
পুলকিততনু কাক সজললোচন॥
কথারসে সুরসিক শ্রোতা যদি হয়।
হরিদাস শুভশীল শুচি সদাশয়॥
তাহার নিকটে কিছু না রাখি গোপন।
লীলার রহস্য কহে প্রকাশি সুজন॥
বায়স ভূশুণ্ড তবে পুনরপি কয়।
হইয়া গরুড় পরে প্রীত অতিশয়॥
রাম-কৃপাপাত্র তুমি খগকুলপতি।
অতএব মম পূজ্য তুমি মহামতি॥
তোমাতে নাহিক মায়া বিমোহ সংশয়।
আমারে করিলে কৃপা হইয়া সদয়॥
এখানে তোমারে প্রভু করিলা প্রেরণ।
কেবল আমার যশ করিতে বর্দ্ধন॥
নিজ মোহকথা তুমি কহ মহাশয়।
ইহাতে আমার কিছু নাহিক বিস্ময়॥
বিরিঞ্চি নারদ শিব মুনি সনকাদি।
তাপস-নায়ক যারা জ্ঞানী আত্মবাদী॥

মোহ-অন্ধ জগমাঝে কেবা না হইল।
বল দেখি কারে কাম নাহি নাচাইল॥
কাহারে প্রমত্ত নাহি পিপাসা করিল।
কাহার হৃদয়ে নাহি ক্রোধ উপজিল॥
তাপস কোবিদ কবি সুর গুণাগার।
লোভ-বিড়ম্বনা নাহি হইল কাহার॥
শ্রীমদে মাতিয়া কেবা বক্র না হইল।
কাহারে প্রভুতা নাহি বধির করিল॥
মৃগ-নয়নীর বল নয়নের শর।
না লাগিল হেন কেবা ভুবনভিতর॥
গুণ-কৃত সন্নিপাত কার না হইল।
অভিমান মহামদ কারে না লাগিল॥
কাহারে যৌবন জ্বর নাহি আক্রমিল।
মমতা কাহার যশ নাহি বিনাশিল॥
মৎসর কলঙ্ক-মসি কাহারে না দিল।
শোক-সমীরণ নাহি কারে টলাইল॥
চিন্তা-ভুজগিনী নাহি কাহারে গ্রাসিল।
বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া কারে না মোহিল॥
দুষ্ট মনোরথ-কীট এদারু-শরীর।
জীর্ণ না করিল হেন আছে কেবা বীর॥
সম্পদ তনয় লোক-ঈর্ষণা ত্রিতয়।
মলিন করিল নাহি কাহার হৃদয়॥
প্রবল অমিত মায়াকৃত পরিবারে।
গণিয়া করিতে সঙ্খ্যা কেহ নাহি পারে।
হেরি মনে ভয় পায় বিরিঞ্চি শঙ্কর।
না ধরি ইতর জীব গণনাভিতর॥
মায়ার কটক আছে ব্যাপি ত্রিভুবন।
সেনাপতি মদ মোহ কামাদির গণ॥
রঘুবীর-দাসী বলি জানিবে মায়ারে।
রামকৃপা বিনা নাহি সে ছাড়ে কাহারে॥
সমগ্র জগতে সেই মায়া নাচাইল।
যাহার চরিত কেহ লখিতে নারিল॥
প্রভুর ভ্রূবিলাসে সে মায়া-খগরাজ।
নটীর সদৃশ নাচে সহিত সমাজ॥
প্রভু চিদানন্দ রূপ নবঘনশ্যাম।
অনাদি অনন্ত জ্ঞান রূপ-গুণধাম॥
অগুণ, অদম্ভ বাক্য-ইন্দ্রিয়অতীত।
সমদর্শী, অনবদ্য অখণ্ড অজিত।

নিরাকার নির্ব্বিকার ব্যাপক নির্ম্মোহ।
নিত্য নিরঞ্জন ব্রহ্ম আনন্দসন্দোহ॥
প্রকৃতির পর প্রভু সর্ব্বউরবাসী।
নিরীহ, বিরল অজ হরি অবিনাশী॥
তাঁহাতে নাহিক কোন মোহের কারণ।
রবির সমীপে তম না যায় কখন॥
সাধিতে ভক্তের হিত কৃপার নিধান।
ধরিল ভূপতিতনু প্রভু ভগবান্॥
রাখিল ভুবনে যশ পরম পাবন।
প্রাকৃত নরের মত করে আচরণ॥
যথা নানাবিধ বেশ করিয়া ধারণ।
এক নট করে রঙ্গভূমিতে নর্ত্তন॥
তাহার যে রূপ করে দর্শক দর্শন।
প্রকৃত সে-রূপী সেহ নহে কদাচন॥
রাঘবচরিত হেন বুঝ উরগারি।
দনুজ-মোহন, ভক্তজন-হিতকারী॥
বিষয়বিবশ কামী কলুষিতমতি।
নিজ মোহ প্রভুপরে ধরে খগপতি॥
যাহার যখন হয় সদোষ নয়ন।
পীত বর্ণ সুধাকর সে করে দর্শন॥
যাহার দিগ্‌ভ্রম যবে হয় হে খগেশ।
সে কহে পশ্চিম দিকে উঠিল দিনেশ॥
গতি-শীল তরীতে যে করে আরোহণ।
সে হেরে মোহের বশে স্থাবর-ভ্রমণ॥
অঙ্গনের মাঝে শিশু ক্রীড়াপরায়ণ।
ঘুরিতে ঘুরিতে হেরে ঘুরিছে ভবন॥
হরির বিষয়ে হেন বিমোহ-বিহঙ্গ।
স্বপনেও নাহি তাঁহে অজ্ঞানপ্রসঙ্গ॥
ভাগ্যহীন মন্দমতি মায়াবিমোহিত।
মোহের মসিতে যার হিয়া কলঙ্কিত॥
সে সব সংশয় নিজ হঠবশে করে।
আপন অজ্ঞান আনি প্রভুপরে ধরে॥
গৃহেতে আসক্ত দুখ রূপ লোভ যত।
কাম ক্রোধ অভিমান বিষয়-নিরত॥
সে কেমনে রঘুবরে জানিতে পারিবে।
দারুণ তিমিরকূপে পড়িয়া রহিবে॥
নির্গুণ সুলভ অতি শুন মহাশয়।
সহজে সগুণ রূপ গোচর না হয়॥

সগুণ হইয়া করে যেই আচরণ।
তাহা হেরি ভ্রান্ত হয় মুনিজন-মন॥
রাঘবপ্রভুতা তুমি শুন খগপতি।
সে কথা তোমারে আমি কহি যথামতি।
যেমতে হইল মোহ হৃদয়ে আমার।
কহিব সে বিবরণ নিকটে তোমার॥
তুমি তাত রাঘবের কৃপার ভাজন।
আমারে পরম সুখ করিলে অর্পণ॥
তব পাশে কিছু নাহি রাখিব গোপন।
সকল রহস্য আমি করিব কীর্ত্তন॥
সহজ স্বভাব এই ধরে ভগবান্।
কাহার অন্তরে নাহি রাখে অভিমান॥
জনম মরণ-মূল হয় অভিমান।
নানাবিধ শোক দুখ শূল করে দান॥
সে কারণে করি তাহা কৃপানিধি দূর।
সেবকউপরে করে মমতা প্রচুর॥
শিশুর শরীরে যদি হয় দুষ্ট ব্রণ।
অস্ত্রাঘাত করে মাতা করিয়া যতন॥
যন্ত্রণা পাইয়া করে বালক রোদন।
না গণে জননী ব্যাধি-নাশের কারণ॥
তথা দাসহিতকারী শ্রীরঘুনন্দন।
মনজাত অভিমান করেন হরণ॥
তবে হে তুলসি ভ্রম করিয়া বর্জ্জন।
হেন প্রভু রামে কেন না কর ভজন॥
শুন হে গরুড় তুমি হয়ে সাবধান।
রাঘবের কৃপা নিজ জড়তা-আখ্যান॥
যবে যবে রামচন্দ্র নরতনু ধরে।
নানা লীলা করে প্রভু ভক্তহিত তরে॥
অযোধ্যানগরে আমি তবে তবে যাই।
শিশুলীলা হেরি মনে অতি সুখ পাই॥
জনম উৎসব আমি দেখি তথা গিয়া।
পাঁচ বর্ষ রহি আমি লুবধ হইয়া॥
আমার অভীষ্টদেব বালক শ্রীরাম।
যাঁহার বপুর শোভা নিন্দে কোটি কাম॥
প্রভুর বদন মম নেহারি নেহারি।
জনম সফল আমি করি উরগারি॥
লঘু বায়সের রূপ করিয়া ধারণ।
প্রভুর শৈশব-লীলা করি দরশন॥

যেখানে যেখানে করে বালক ভ্রমণ।
সেখানে সেখানে করি উড়িয়া গমন॥
প্রভুর প্রসাদ যাহা পড়ে আঙ্গিনায়।
তাহা কুড়াইয়া আমি খাই পুনরায়॥
একবার এই লীলা করে রঘুবীর।
স্মরণ করিলে যাহা পুলকে শরীর॥
কহিল ভূশুণ্ড শুন খগের নায়ক।
রাঘবচরিত ভক্তসুখের দায়ক॥
নৃপতিমন্দির মনোহর সব ভাতি।
কনকখচিত মণি তাহে নানাজাতি॥
কে কহিতে পারে সেই শোভা আঙ্গিনার।
করে যথা নিত্য খেলা চারিটী কুমার॥
বালক-বিনোদ করি প্রভু রঘুরায়।
অজিরে বিহরে হেরি মাতা সুখ পায়॥
সুকোমল মরকত-শ্যামকলেবরে।
বহুশত কাম-ছবি প্রতিঅঙ্গে ধরে॥
নবকিশলয় মৃদু অরুণ চরণ।
নখদ্যুতি করে শশিকিরণ হরণ॥
চরণকমলে শোভে ধ্বজাদিক চারি।
সুচারু নূপুর মৃদু কলধ্বংকারী॥
কনককিঙ্কিনী নানামণিতে খচিত।
কলরব করি কটী করিছে শোভিত॥
রেখাত্রয়-বিভূষিত উদর সুন্দর।
রুচির গভীর নাভিতল মনোহর॥
সুবিশাল বক্ষে কিবা আছে বিলম্বিত।
নানারত্ন-বিভূষণ মণিতে জড়িত॥
করতল নখপদ্ম অরুণ-বরণ।
আজানুলম্বিত ভুজে শোভে বিভূষণ॥
জলজসুন্দরগ্রীব কেশরীকন্ধর।
সুচারু চিবুক মুখ পূর্ণ-সুধাকর॥
আধ আধ বাক্য কহে অরুণ অধর।
বিশদ দশন দুই দুই শোভাকর॥
ললিত কপোল কিবা নাসা মনোহর।
সকল সুখদ হাস যথা শশিকর॥
রূপরাশি দশরথঅজির-বিহারী।
নাচে নিজ প্রতিবিম্ব নয়নে নেহারি॥
করে মম সনে প্রভু নানাবিধ ক্রীড়া।
সে চরিত বরণিতে মনে হয় ব্রীড়া॥

মোরে হেরি ধরিবারে প্রভু যবে ধায়।
আমি দূরে যাই তবে মোদক দেখায়॥
হাসে প্রভু আসি আমি নিকটে যখন।
দূরে পলাইলে করে রোদন তখন॥
যাইয়া সমীপে করি চরণ ধারণ।
ফিরি ফিরি পুন হেরি করি পলায়ন॥
প্রাকৃত শিশুর লীলা করি দরশন।
হইল বিমোহবশ আমার এ মন॥
ভাবিলাম প্রভু মোর চিদানন্দঘন।
নৃপতিপ্রাঙ্গণে করে এ কি আচরণ॥
এ চিন্তা হৃদয়ে মম যবে উপজিল।
রঘুপতিমায়া তরে আমারে ঘিরিল॥
সে মায়া আমারে নাহি কিছু দুখ দিল।
অপর জীবের মত বান্ধিতে নারিল॥
ইহার কারণ কিছু আছে হরিযান।
শ্রবণ করহ তুমি হয়ে সাবধান॥
অনন্ত অখণ্ড জ্ঞান এক সীতাবর।
মায়াবশীভূত হয় জীব চরাচর॥
একরস জ্ঞান যদি সবার থাকিত।
ঈশ-সনে জীব তবে অভেদ হইত॥
অভিমানী জীব হয় অধীন মায়ার।
ঈশের বশ্যতা মায়া করে অঙ্গীকার॥
স্ববশ শ্রীভগবান্ জীব মায়াদাস।
নাহিক জীবের সঙ্খ্যা এক শ্রীনিবাস॥
মায়াকৃত এই ভেদ কভু সত্য নয়।
হরি-কৃপা বিনা ইহা দূর নাহি হয়॥
কৃপাময় রাঘবের না কর ভজন।
পাইতে নির্ব্বাণ বাঞ্ছা করে যেইজন॥
যদি মহাজ্ঞানবান্ সেই নর হয়।
শৃঙ্গ-পুচ্ছহীন পশু সেজন নিশ্চয়॥
ষোলকলা পূর্ণ যদি শশীর উদয়।
যত তারাগণ সহ নভোমাঝে হয়॥
সব গিরি-পরে যদি জ্বলে হুতাশন।
রবি বিনা অন্ধকার না যায় কখন॥
হরির ভজন বিনা তেমতি খগেশ।
নাহি হয় জীব কভু বিগত-কলেশ॥
অবিদ্যা হরির জনে ব্যাপিতে না পারে।
তারে ব্যাপে বিদ্যা হরি-আজ্ঞা অনুসারে॥

হরিদাসনাশ নাহি হয় সে কারণ।
দিন দিন বাড়ে ভক্তি বিনতানন্দন॥
আমারে হেরিয়া রাম ভ্রমেতে চকিত।
হাসিয়া করিলা যাহা শুন সে চরিত॥
এ কৌতুকমর্ম্ম কেহ জানিতে নারিল।
জনক জননী ভ্রাতা আদি যারা ছিল।
হামাগুড়ি দিয়া ধায় করিতে ধারণ।
শ্যামকলেবর মৃদু অরুণ চরণ॥
তবে আমি পলাইয়া গেলাম নাগারি।
ধরিতে আইল প্রভু দুবাহু পসারি॥
যেমন যেমন দূরে উঠিনু আকাশে।
তেমন তেমন ভুজ হেরি নিজপাশে॥
ব্রহ্মলোকে গিয়া আমি হেরি প্রভুকর।
অঙ্গুলিদ্বিতয়মাত্র রয়েছে অন্তর॥
পরে ভেদ করি আমি সপ্ত আবরণ।
যথা যথা ছিল গতি করিনু গমন॥
সর্ব্বত্র রাঘব-বাহু মোরে অনুসারে।
হেরিয়া হইনু অতি ব্যাকুল অন্তরে॥
পাইয়া তরাস অতি মুদিনু নয়ন।
উন্মীলন করি হেরি অযোধ্যাভুবন॥
আমারে নিরখি হাসে রাঘব মায়েশ।
হাস্যের সহিত মুখে করিনু প্রবেশ॥
উদর-ভিতরে পশি শুন খগরায়।
করিলাম দরশন ব্রহ্মাণ্ডনিকায়॥
হেরিনু তথায় লোক বিচিত্র অনেক।
অমিত বচন ভিন্ন এক হৈতে এক॥
কোটি কোটি চতুর্ম্মুখ অসংখ্য গৌরীশ।
অগণিত উড়ুগণ রবি রজনীশ॥
শত শত লোকপাল কত যম কাল।
অগণিত ভূমিতল ভূধর বিশাল॥
নদী সিন্ধু সরোবর বিপিন অপার
হেরিলাম নানাভাতি সৃষ্টির বিস্তার॥
সিদ্ধ নাগ নর মুনি দেবতা কিন্নর।
আছে চতুর্ব্বিধ যত জীব চরাচর॥
না দেখি না শুনি যাহা নাহি ধরে মনে।
হেরিনু অদ্ভুত সব কহিব কেমনে॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে রহি বর্ষ শত এক।
ফিরিয়া দেখিনু অণ্ডকটাহ অনেক॥

প্রতিবিশ্বে হেরিলাম বিভিন্ন বিধাতা।
বিভিন্ন শঙ্কর বিষ্ণু মনু দিক্‌পাতা॥
মনুজ গন্ধর্ব্ব ভূত পিশাচ বেতাল।
কিন্নর রাক্ষসকুল পশু খগ ব্যাল॥
দেবতা দনুজগণ জীব নানাজাতি।
হেরিলাম সব তথা আমি অন্যভাতি॥
নদী মহী সরোবর সাগর ভূধর।
হেরিনু প্রপঞ্চ সব ভিন্ন খগবর॥
হেরিলাম প্রতিবিশ্বে অযোধ্যানগর।
বিভিন্ন সরযূ ভিন্ন ভিন্ন নারী নর॥
নরপতি দশরথ কৌশল্যাদি মাতা।
অনুজ বিভিন্নরূপ ভরতাদি ভ্রাতা॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে হেরি রাম-অবতার।
হেরিনু প্রভুর শিশুবিনোদ অপার॥
দেখিনু বিচিত্র সব ভিন্ন হরিযান।
অসংখ্য ভুবনে রাম না দেখিনু আন॥
করুণাসাগর সেই শিশু রঘুবর।
মোহবশে ফিরি হেরি ভুবনভিতর॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোর ব্রহ্মাণ্ড অনেক।
অতীত হইল কাল কল্প শত এক॥
ফিরিতে ফিরিতে নিজ আশ্রমে আইনু॥
তথা পুন রহি কিছুকাল গোঙাইনু॥
অযোধ্যানগরে প্রভু-জনম শুনিয়া।
আনন্দ অন্তরে তথা গেলাম ধাইয়া॥
প্রভুজন্ম-মহোৎসব দেখিলাম গিয়া।
প্রথমে যেমত আমি কহিনু গাইয়া॥
পুনঃপুন হৃদিমাঝে করিনু বিচার।
মোহকবলিত-মতি আছিল আমার॥
আমারে ব্যাকুল দেখি হাসে রঘুবীর।
হাস্যের সহিত আমি হইনু বাহির॥
করিতে লাগিল সেই শিশুলীলা রাম।
নিরখি আমার মন না লভে বিশ্রাম॥
প্রভুর প্রভুতা আর চরিত হেরিয়া।
বুঝিতে দেহের দশা গেলাম ভুলিয়া॥
পড়িলাম ভূমিতলে না সরে বচন।
ত্রাহি ত্রাহি রঘুনাথ আরতিমোচন॥
প্রেমেতে আকুল মোরে করি বিলোকন।
করিলা মায়ার বল প্রভু সম্বরণ॥

করপদ্মে মম শির করিয়া ধারণ।
আমার দুঃসহ দুঃখ করিলা হরণ॥
করিলা আমারে রাম বিগত-বিমোহ।
সেবকসুখদ প্রভু করুণা-সন্দোহ॥
ভকতবাৎসল্য এবে করি দরশন।
হইল আনন্দনীরে মগ্ন মম মন॥
সজলনয়নে পুলকিত কলেবরে।
করিনু বিবিধ স্তুতি দেব রঘুবরে॥
শুনিয়া সপ্রেম বাক্য জানি নিজ দাস।
মধুর বচন কহে রমার নিবাস॥

আমারে প্রসন্ন জানি কাক মাগ বর।
অণিমা-আদিক কিম্বা মোক্ষ সুখকর॥
অথবা মাগহ তুমি বিবেক বিজ্ঞান।
মুনির দুর্লভ গতি সুবিরাগ জ্ঞান॥
তোমারে দিব হে আমি নাহিক সংশয়।
তব সুখকর বর যাহা মনে লয়॥
উপজিল অনুরাগ প্রভুর বচনে।
করিতে লাগিনু তবে অনুমান মনে॥
সব সুখ দিতে মোরে রাঘব চাহিল।
ভকতি বরের কথা মুখে না আনিল॥
ভক্তি-বিরহিত সুখ সকল এমন।
লবণ-রহিত বহু ব্যঞ্জন যেমন॥
ভক্তিহীন সুখে মম কিবা প্রয়োজন।
এত বিচারিয়া মনে কহিনু তখন॥
প্রসন্ন হইয়া যদি দেহ প্রভু বর।
করহ সনেহ কৃপা আমার উপর॥
মনমত বর মাগি লব তব সনে।
তোমার অদেয় কিছু নাহিক ভুবনে॥
নিগম-পুরাণ-গীত বিমল ভকতি।
যারে খুজি ভ্রমে সাধু যোগী মহামতি॥
ভক্তকল্পতরু কৃপাসিন্ধু সুখধাম।
সেই নিজ ভক্তি দয়া করি দেহ রাম॥
এবমস্তু কহি রঘুকুলের নায়ক।
কহিলা মধুর বাক্য সুখের দায়ক॥
শুনহ বায়স তুমি মহাজ্ঞানবান্।
কেন না মাগিলে তুমি অন্য বরদান॥
মাগিলে ভকতি-বর সর্ব্বসুখাকর।
তোমার সমান কেবা আছে ভাগ্যধর॥

জপ-যোগানলে করি শরীর দহন।
নাহি পায় মুনি যারে করিয়া যতন॥
মাগিয়া লইলে সেই ভক্তি মম সনে।
চতুরতা হেরি সুখ উপজিল মনে॥
শুনহ বায়স এবে প্রসাদে আমার।
বসিবে সকল গুণ অন্তরে তোমার॥
বিমল ভকতি জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগ।
সংযম নিয়ম যোগ রহস্যবিভাগ॥
জানিবে বায়স তুমি এসবের ভেদ।
আমার প্রসাদে তব না রহিবে খেদ॥
কোন মায়া ভ্রম নাহি তোমারে ব্যাপিবে।
অগুণ সগুণ ব্রহ্ম আমারে জানিবে॥
আমারে ভকতিপ্রিয় বিচারিয়া মনে।
রাখ নিরন্তর রতি আমার চরণে॥
বিমল বচন মম করহ শ্রবণ।
পরম-সুগম সত্য নিগম-লিখন॥
আপন-সিদ্ধান্ত কাক কহি হে তোমারে।
সব ত্যজি মন ধরি ভজহ আমারে॥
বিমোহিনী-মহামায়া-সম্ভব সংসার।
যত জীব চরাচর বিবিধপ্রকার॥
সব জীব মম প্রিয় সৃষ্টির ভিতর।
সবার অধিক মম প্রিয় হয় নর॥
তার মাঝে দ্বিজ, দ্বিজ-মাঝে শ্রুতিধারী।
তাহার ভিতরে বেদ-ধর্ম্ম-অনুসারী॥
বিরক্ত তাহার মাঝে তার মাঝে জ্ঞানী।
জ্ঞানীর অধিক প্রিয় আমার বিজ্ঞানী॥
মম নিজ-দাস প্রিয় অধিক তাহার।
মোরে ছাড়ি আশা-গতি নাহিক যাহার।
পুনরপি কহি তোরে যথার্থ বচন।
সেবক সমান প্রিয় নহে অন্য জন॥
কমল-আসন যদি হয় ভক্তিহীন।
সব জীবমাঝে মম অপ্রিয় সে দীন॥
ভক্তিমান্ হয় যদি অতি নীচ প্রাণী।
আমার পরম প্রিয় শুন সত্য বাণী॥
সুশীলসেবক প্রিয় সদা প্রিয় হয়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি হেন নীতি কয়॥
এক জনকের হয় অনেক কুমার।
প্রত্যেকে পৃথক্ গুণ স্বভাব আচার॥

কেহ সুপণ্ডিত কেহ তপোরত জ্ঞাতা ॥
কেহ ধনবান্ শূর কেহ হয় দাতা ॥
সকল-তত্ত্বজ্ঞ কেহ ধার্ম্মিকপ্রবর।
পিতার সমান প্রীতি সবার উপর ॥
পিতৃ-ভক্ত হয় কেহ বাক্য-মন কর্ম্মে।
স্বপনেও নাহি জানে অন্য কোন ধর্ম্মে ॥
সে সুত পিতার প্রিয় প্রাণের সমান।
যদ্যপি সে হয় অতি মূরখ অজ্ঞান ॥
সৃজন করিনু আমি বিশ্ব চরাচর।
সম দয়াবান্ আমি সবার উপর ॥
সব মায়া পরিহার করি যেই জন।
কায়মনবাক্যে করে আমার ভজন ॥
নারী-নর-নপুংসক স্থাবর-জঙ্গম ॥
ছল ছাড়ি ভজে প্রিয় আমার পরম ॥
নারিবে করিতে কাল তোরে আক্রমণ।
নিরন্তর ভজ মোরে করহ স্মরণ ॥
প্রভুর বচন-সুধা করি আস্বাদন।
পুলকে পুরিল তনু আনন্দিত মন ॥
সে সুখ জানিল মম মন আর কাণ।
নারিল রসনা তাহা করিতে বাখান ॥
প্রভু-শোভা-সুখ জানে কেবল নয়ন।
প্রকাশি কহিতে নারে আমার বচন ॥
বহু উপদেশ মোরে শিশু-রাম দিলা।
শৈশব-কৌতুক পুন করিতে লাগিলা ॥
করিয়া বদন ম্লান সজল লোচন।
ক্ষুধা-ভাণ করি মায়ে করে বিলোকন ॥
সে দশা হেরিয়া মাতা ধাইয়া আইল।
মধুর বচন কহি হৃদয়ে লইল ॥
করাইল কোলে রাখি সুতে স্তন পান।
রাঘব-ললিতলীলা করি কলগান ॥
পুরারি অশিব বেশ ধরে যাঁর তরে।
অযোধ্যার নারী-নর তাঁরে ভোগ করে।
সেই সুখলব-লেশ বারেক যে জন।
লভে ব্রহ্মসুখে নাহি সে করে গণন ॥
রহিলাম অযোধ্যায় আমি কিছুকাল।
হেরিলাম রাঘবের বিনোদ রসাল ॥
প্রভুর প্রসাদে ভক্তি করিয়া লভন।
আইনু আশ্রমে আমি বন্দিয়া চরণ ॥

সে দিন হইতে মোরে মায়া না ব্যাপিল।
যেই দিন রঘুনাথ করুণা করিল ॥
এ সব রহস্য আমি কহিনু তোমারে।
নাচাইল হরিমায়া যেমন আমারে ॥
আমার সিদ্ধান্ত এবে শুনহ খগেশ।
হরির ভজন বিনা নাহি যায় ক্লেশ ॥
রামকৃপা বিনা শুন বিনতানন্দন।
জানা নাহি যায় রামপ্রভুতা কেমন ॥
জানিতে নারিলে নাহি হয় পরতীতি।
বিনা পরতীতি নাহি জনমে পিরীতি ॥
পিরীতি অন্তরে নাহি জনমে যাহার।
সুদৃঢ়া ভকতি কভু নাহি হয় তার ॥
গুরু বিনা হয় কি হে জ্ঞানের উৎপতি।
জ্ঞান বিনা জনমে কি কখন বিরতি ॥
আগম পুরাণ বেদ করিছে নির্ণয়।
হরিভক্তি বিনা কভু সুখ নাহি হয় ॥
সহজ সন্তোষ যদি না হয় অন্তরে।
তবে কি বিশ্রাম তাত কেহ লাভ করে ॥
জল বিনা চলে কি হে তরণী কখন।
যদ্যপি করহ তুমি অশেষ যতন ॥
সন্তোষ নহিলে নাশ না হয় কামনা।
স্বপনেও নাহি সুখ থাকিতে বাসনা ॥
কামনাশ নহে বিনা রাঘবভজন।
স্থল বিনা তরু কি হে জনমে কখন ॥
না হয় যদ্যপি জ্ঞান সমতা কি আসে।
নভ বিনা কভু কেহ পায় অবকাশে ॥
তপ বিনা হয় কি হে তেজের বিস্তার।
জল বিনা হয় কভু রসের সঞ্চার ॥
শ্রদ্ধা বিনা নহে ধর্ম্ম-ভাব-উদ্দীপন।
মহী বিনা গন্ধ-লাভ না হয় কখন ॥
শীল কি জনমে বিনা বুধের সেবন।
তেজ বিনা নহে যথা রূপ-দরশন ॥
নাহি হয় নিজ সুখ বিনা স্থির মন।
পরশ কি হয় কভু বিনা সমীরণ ॥
হয় কি কোনও সিদ্ধি নহিলে বিশ্বাস।
হরিসেবা বিনা নহে ভব-ভয়-নাশ ॥
নহিলে বিশ্বাস কভু না হয় ভকতি।
ভক্তি বিনা নাহি দ্রবে রাম রঘুপতি ॥

যদি নাহি করে কৃপা মায়া-পতি রাম।
তবে কে হে পারে মন লভিতে বিশ্রাম।
এত বিচারিয়া তুমি সুমতি সুধীর।
কুতর্ক সংশয় ত্যজি ভজ রঘুবীর॥
নিজমতি অনুসারে করিলাম গান।
প্রভুর মহিমা বল শুন হরিযান॥
যুকতি করিয়া কিছু না করি বর্ণন।
এ সব করিনু নিজ নয়নে দর্শন॥

অনন্তমহিমারূপ নাম গুণগ্রাম।
আদি-মধ্য-অন্তহীন আপনি শ্রীরাম॥
স্বমতি অনুসারে মুনি হরিগুণ গায়।
নিগম শঙ্কর শেষ পার নাহি পায়॥
তুমি যদি খগপতি মশকপর্য্যন্ত।
গগনে উড়িয়া কভু পাও কি হে অন্ত॥
তেমতি জানিবে তুমি রাঘবমহিমা।
কেহ নাহি হেন যেই পায় তার সীমা॥
শত কোটি কাম জিনি রাম সুগঠন।
দুর্গা কোটি জিনি প্রভু অসুর-নাশন॥
কোটি শত ইন্দ্রে জিনি তাঁহার বিলাস।
শত কোটি নভ জিনি শুঁহে অবকাশ॥
শত কোটি বায়ু জিনি সুবিপুল বল।
শত কোটি শশী জিনি রাম সুশীতল॥
শত কোটি রবি জিনি বিভু সুপ্রকাশ।
উদিত হইয়া নাশে সব ভয় ত্রাস॥
শত কোটি কালে জিনি দুরন্ত দুস্তর।
শত কোটি অগ্নিসম দুর্দ্ধর্ষ ঈশ্বর॥
অগাধ পাতাল-কোটিসম রঘুবর।
কোটি শত যম-সম বিভু ভয়ঙ্কর॥
কোটি হিমগিরি সম স্থির রঘুবীর।
কোটি শত জলনিধি সমান গভীর॥
শত কোটি সুরধেনু সুরভি সমান।
সকল কামনাপ্রদ রাম ভগবান্॥
অসঙ্খ্য শারদা সম পণ্ডিত চতুর।
শত কোটি বিধি সম নৈপুণ্য প্রচুর॥
কোটি শত বিষ্ণু সম করে সুপালন।
শত কোটি রুদ্র সম করে সংহরণ॥
কোটি শত যক্ষ-পতি সম ধনবান্।
কোটি মহামায়া জিনি প্রপঞ্চনিধান॥

শত কোটি অহিপতি সম ধরাধর।
নিরবধি নিরুপম ভুবন-ঈশ্বর॥
নিরবধি নিরুপম বিভু রাম সম।
অন্য কেহ নাহি কহে আগম নিগম॥
হয় যদি কোটি কোটি খদ্যোত উদয়।
রবির সমীপে লাগে লঘু অতিশয়॥
নিজ মতি অনুসারে বিভুর বিলাস।
নানা ভাতি করে যত তাপস প্রকাশ॥
ভাবের গ্রাহক প্রভু রাম দয়াময়।
সপ্রেম-বচন শুনি অতি সুখী হয়॥
গুণ-নিধি রাম তাঁর অমিত মহিমা।
না পারে বরণি কেহ দিতে তার সীমা॥
সাধু-মুখে যথা আমি করেছি শ্রবণ।
করিনু সমীপে তব তাহার কীর্ত্তন॥
ভাববেদ্য ভগবান্ করুণ-ভবন।
মদ মান ছাড়ি ভজ জানকী-রমণ॥
ভুশুণ্ড বায়স রাম-কথা সমাপিল।
শুনি খগ-পতি হর্ষে পক্ষ ফুলাইল॥
সজললোচন অতি আনন্দিতমন।
রাঘব-প্রতাপ হৃদে করিল ধারণ॥
ভাবিয়া পূর্ব্বের মোহ দুঃখিতঅন্তর
অনাদি-নিধন ব্রহ্মে ভাবিলাম নর॥
পুনঃপুন বায়সের চরণ বন্দিল।
রামের সমান জানি প্রেম বাড়াইল॥
গুরু বিনা ভব-নিধি নাহি তরে কেহ।
বিরিঞ্চি শঙ্কর সম যদি হয় সেহ॥
সংসার-ভুজগ মোরে করিল দংশন॥
কুতর্ক-কলিকা বহু হইল বর্দ্ধন॥
রাঘব-গারুড়ী মন্ত্র করি উচ্চারণ।
বাঁচাইলে তুমি নাথ আমার জীবন॥
তোমার প্রসাদে মোহ হইল বিনাশ।
রাঘব-রহস্য সব হইল প্রকাশ॥
গরুড় নমিয়া শির করিল স্তবন।
কহিল মধুর মৃদু বিনীত বচন॥
নিজ-অবিবেকহেতু জিজ্ঞাসি তোমায়।
সেবক জানিয়া কহ উত্তর আমায়॥
তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ তুমি অবিদ্যার পার।
সুশীল সুমতি তুমি সরল-আচার॥

বিজ্ঞান-বিরতি-জ্ঞান গুণের নিবাস।
রঘুনায়কের তুমি অতি প্রিয় দাস॥
পাইলে বায়স-দেহ কিসের কারণ।
বুঝাইয়া কহ মোরে সব বিবরণ॥
রাঘব চরিত-সরোবর মনোহর।
কোথায় পাইলে কহ বায়সপ্রবর॥
কহিলা আমারে তাত দেব কৃত্তিবাস।
মহাপ্রলয়ের কালে নাহি তব নাশ॥
মিথ্যা বাক্য কভু নাহি কহেন শঙ্কর।
ভাবিয়া সংশয়-যুত আমার অন্তর॥
স্থাবর-জঙ্গমময় নিখিল ভুবন।
করে সে করাল কাল সবারে কলন॥
তোমারে করিতে কাল নারে আক্রমণ।
কৃপাময় কহ মোরে ইহার কারণ॥
জ্ঞানের প্রভাব ইহা কিম্বা যোগবল।
প্রকাশিয়া কহ তাত আমারে সকল॥
তোমার আশ্রমে যবে কৈনু আগমন।
বিমোহ-জনিত ভ্রম কৈল পলায়ন॥
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কহ বুঝাইয়া।
এ সংশয় নাশ মোর করুণা করিয়া॥
শুনিয়া গরুড়-বাক্য কাক হরষিত।
উত্তর করিল উমে প্রেমের সহিত॥
ধন্য ধন্য তুমি তাত নভগঈশ্বর।
হইল তোমার প্রশ্ন মোর সুখকর॥
এ প্রশ্ন তোমার তাত করিয়া শ্রবণ।
অনেক জন্মের কথা হইল স্মরণ॥
আপনার কথা এবে কহিব গাইয়া।
সাবধান হয়ে তুমি শুন মন দিয়া॥
জপ তপ দম শম মখ ব্রত দান।
বিবেক-বিরতি-যোগ বিমল বিজ্ঞান॥
এ সবের ফল রঘুপতি-পদে প্রেম।
তাহা বিনা কভু কেহ নাহি পায় ক্ষেম।
পাইলাম রাম-ভক্তি এই কলেবরে।
সেহেতু অধিক প্রীতি ইহার উপরে॥
যে দ্রব্য হইতে স্বার্থ হয় আপনার।
তাহার উপরে থাকে মমতা সবার॥
শ্রুতির সম্মত নীতি কহে সাধুজনে।
কর্ত্তব্য পীরিতি, হিত জানি নীচসনে॥
নীচ কীট করে পট্ট-সূত্রে উৎপাদন।
তাহাতে প্রস্তুত হয় রুচির বসন॥
প্রাণসম করে লোক সে কীটে পালন
যদিও হৃদয়ে জানে অতি অপাবন॥
সর্ব্বজীব-স্বার্থ এই জানিবে সুমতি
করম-বচন-মনে রামপদে রতি॥
পরম পাবন সেই সুভগশরীর।
যাহা লভি ভজে জীব রাম রঘুবীর॥
রাঘব-বিমুখ লভে বিধি-সম দেহ।
সুজনের প্রশংসার যোগ্য নহে সেহ॥
এদেহে পাইনু আমি রাঘবে ভকতি।
তাহাতে পরম প্রিয় ইহা খগপতি।
না ত্যজি এ তনু মম স্বচ্ছন্দ-মরণ।
নাহি হয় তনু বিনা রামের ভজন॥
মোহ-বশে করিলাম অনেক ভ্রমণ।
রাম-বিমুখের সুখ নাহি কদাচন॥
নানা জন্ম লভি নানা কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
করিলাম যোগ জপ তপ মখ দান॥
জগতে নাহিক হেন যোনি খগপতি।
যাহে কর্ম্ম-বশে মম না হইল গতি॥
সব কর্ম্ম করি ফল করিনু দর্শন।
না হইনু সুখী এবে হয়েছি যেমন॥
বহু জনমের কথা আছে হে স্মরণ।
শিবের প্রসাদে মোহ কৈল পলায়ন॥
প্রথম জনম-কথা শুন বিহগেশ।
প্রভু-পদে রুচি হবে ঘুচিবে কলেশ॥
পূর্ব্বকল্পে এক কলি-যুগ মলমূল।
অধর্ম্ম-নিরত জন বেদ-প্রতিকূল॥
সেই কলিযুগে রামনগরীতে গিয়া।
জনম লভিনু শূদ্র-শরীর পাইয়া।
কর্ম্ম মন বাক্যে ছিনু শঙ্করসেবক।
মহা-অভিমানী অন্য-দেবের নিন্দক॥
ধনমদে মত্ত আর অতীব বাচাল।
অতি উগ্র-বুদ্ধি, দম্ভ হৃদয়ে বিশাল॥
যদিও কোশল-পুরে আছিল বসতি।
তথাপি মহিমা নাহি ছিল অবগতি॥
অযোধ্যাপ্রভাব আমি জেনেছি এখন।
আগম পুরাণ বেদ কহিল যেমন॥

অযোধ্যায় হয় যার জনম কখন।
অবশ্য হইবে সেই রামপরায়ণ॥
অযোধ্যা-প্রভাব তবে জানিবে সে প্রাণী।
বসিবে হৃদয়ে যবে রাম-ধনুষ্পাণি॥
কঠিন সে কলিকাল করহ শ্রবণ।
পৃথিবীর সব লোক পাপ-পরায়ণ॥
কলিমল-কলুষিত ধরম হইল।
সাধু শাস্ত্র সমুদয় বিলোপ পাইল॥
কল্পিত অনেক পথ দাম্ভিকের গণ।
নিজ মতি অনুসারে করিল সৃজন॥
লোক মোহবশ লোভ গ্রাসে শুভ কর্ম্ম।
শুন হরিযান কহি কিছু কলিধর্ম্ম॥
নাহিক আশ্রম চারি ধরম বরণ।
নাহি করে কেহ শ্রুতিপথে বিচরণ॥
নিগমবঞ্চক দ্বিজ ভূপ প্রজাশন।
কেহ নাহি করে মান্য শ্রুতির শাসন॥
তার সেই পথ যার যাহা মনোহিত।
বাচালে সকলে কহে জ্ঞানী সুপণ্ডিত॥
মিথ্যারম্ভ-দম্ভ-রত হয় যেই জন।
তাহারে সকলে কহে সাধু মহাজন॥
সে বড় চতুর যেই পরধন-হারী।
যে করিতে পারে দম্ভ সে বড় আচারী॥
বহু মিথ্যা কপটতা করিতে যে পারে।
কলিযুগে কহে সবে গুণবান্ তারে॥
আচারবিহীন যেই শ্রুতিপথত্যাগী।
কলিযুগমাঝে সেই বিজ্ঞানী বিরাগী॥
জটাজুর শিরে যার বিশাল নখর।
কলিযুগ-মাঝে সেই তাপসপ্রবর॥
করিয়া অশুভ বেশ ভূষণ ধারণ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য নাহি মানে করয়ে ভোজন॥
পূজনীয় কলিযুগমাঝে সেই হয়।
তারে সিদ্ধ যোগী নর সকলেই কয়॥
মান্যতা গৌরব লভে অপকারী চার।
বাগ্মী কলিযুগমাঝে কপটতা যার॥
রমণী-বিবশ নর সব খগেশ্বর।
নাচিয়া বেড়ায় যথা চপল বানর॥
শূদ্র-জন উপদেশ দেয় বিপ্রে জ্ঞান।
উপবীত মেলি লক্ষ ঝক্ষ করে দান॥

সব নর কামী লোভী অভিমানী ক্রোধী
দেব-বিপ্র-গুরু-সাধুগণের বিরোধী॥
গুণের মন্দির পতি করিয়া বর্জ্জন।
অভাগিনী করে পরপুরুষ ভজন॥
ভূষণ-বিহীনা রহে রমণী সধবা।
বিভূষণে বিভূষিতা অভাগী বিধবা॥
গুরু শিষ্য দোঁহে অন্ধ-বধির সমান।
একের নাহিক আঁখি অপরের কাণ॥
শিষ্যধন হরে গুরু শোক নাহি হরে।
দারুণ নরকমাঝে সেই গুরু পড়ে॥
জনক জননী সুতে করিয়া আহ্বান।
উদরভরণ তরে করে শিক্ষা দান॥
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা নর নাহি কহে আন।
কপর্দ্দক হেতু বধে বিপ্র-গুরু-প্রাণ॥
বিপ্রসনে বিসম্বাদ করে শূদ্রগণ।
মোদের হইতে বড় কিসে হে ব্রাহ্মণ॥
পরস্ত্রী-লম্পট দুষ্ট খল দুরাশয়।
বিমোহ মমতা দ্রোহ মনে অতিশয়॥
তাহারে অভেদবাদী জ্ঞানী মহাজন।
সবে কহে কলিযুগে করিনু দর্শন॥
আপনি হইয়া নষ্ট নাশে অন্য নরে।
যদ্যপি বেদের পথ কেহ অনুসরে॥
কল্পে কল্পে এক এক নরকে সে পড়ে।
তর্ক করি বেদপথ যে দূষিত করে॥
বর্ণের অধম নর তেলি কুম্ভকার।
কিরাত শ্বপচ কোল আর কলোয়ার॥
রমণী ভবন ভূমি সম্পদ বিনাশি।
মস্তক মুণ্ডন করি সে হয় সন্ন্যাসী॥
করায় ব্রাহ্মণ দ্বারা চরণপূজন।
নিজ করে দুই লোক করে বিনাশন॥
নিরক্ষর বিপ্র লোভপরায়ণ কামী।
আচার-বিহীন শঠ বৃষলীর স্বামী॥
শূদ্র করে জপ তপ মুখ ব্রত দান।
বরাসনে বসি করে পুরাণবাখান॥
সকল মনুজ করে কল্পিত আচার।
কহিতে না পারি দোষ কলির অপার॥
বরণ-সঙ্কর, ভিন্নসেতু হয় লোক।
করি পাপ পায় দুখ ভয় রোগ শোক॥

বিজ্ঞান-বিবেকযুত শ্রুতির সম্মত।
হরির ভকতিপথে নাহি রহে রত॥
কল্পিত অনেক পথ করিয়া সৃজন।
মোহবশে করে নর তাহাতে ভ্রমণ॥
বহুধাম যোগী যতি, নিরমি করে বসতি,
বিষয়-বিরতি নাহি রয়।
ধনবান্ তপোধন, দরিদ্র গৃহস্থ জন,
কলির কৌতুক কেবা কয়॥
নিকারিয়া কুলবতী, রমণী সুন্দরী সতী,
চৌরগতি, গৃহে চেরি আনে
নারীমুখ যতদিন, নাহি হেরে তৎদিন,
জননী জনকে সুত মানে॥
যখন শ্বশুরালয়, হৃদয়ের প্রিয় হয়,
রিপু-রূপ কুটুম্ব তখন
নৃপ পাপ-পরায়ণ, নির্দোষীর নির্যাতন,
করি করে অর্থ উপার্জ্জন॥
ধনবান্ মলাকর, উপবীত চিহ্নধর,
কুলীন তপস্বী সেই হয়
না মানে পুরাণ বেদ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নাহি ভেদ,
হরির সেবক তারে কয়॥
পর-দোষ দরশন, নিত্য করে সেইজন,
তারে কহে কবি সুপণ্ডিত।
নিয়ত অকাল পড়ে, অন্ন বিনা লোক মরে,
কলিদোষে হয়ে কলুষিত॥
বিনতানন্দন শুন, কলির এ সব গুণ,
কপটতা দম্ভ হঠ দ্বেষ।
লোভ মদ কাম ক্রোধ, বিষম কলিবিরোধ,
ব্যাপি রহে ভুবন অশেষ॥
তামস ধরম জপ, ব্রত দান মখ তপ,
কলিতে মনুজ সব করে।
সময়ে বরষণ, নাহি করে দেবগণ,
শস্য নাহি জন্মে ভূমি-পরে॥
নারী বেশ বিভূষণ, করিতে সতত মন,
স্নেহরত অধম সুদীন।
নাহি ধর্ম্ম-পথে রতি, কিন্তু সুখ চাহে অতি,
লঘুচেতা কোমলতাহীন॥
পীড়া দেয় নানা রোগ, কিছু নাহি সুখভোগ,
অহেতু বিরোধী অভিমানী।
কলিকালে জীয়ে নর, পঞ্চদশ সম্বৎসর,
কল্পান্তব্যাপিনী আশা জানি॥
নিদারুণ কলিকাল, সবারে করে বিহাল,
অনুজা তনুজা নাহি জ্ঞান।
নাহি তোষ বিচারণ, শীতলতা-আচরণ,
সুজাতি কুজাতির সমান॥
ঈর্ষা দ্বেষ পরুষতা, নানাছল লোলুপতা,
ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিল।
বরণ-আশ্রমাচার, কেহ নাহি মানে আর,
মৃত্যু-শোক-ভীত সবে ছিল॥
শম দম দয়া দান, বিরতি বিবেক জ্ঞান,
দূরে গেল ভূতল ছাড়িয়া।
কলির কলুষ যত, অগণিত শত শত,
অধিকার করিল আসিয়া॥
শুন বাছা নাগাশন, কলি মল-নিকেতন,
কিন্তু এক মহাগুণ তার।
বিনা যোগ মখ তপ, ধ্যান দান ব্রত জপ,
নামে মাত্র লোকের নিস্তার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে, পূজন মখ-যোগেতে,
যে সুগতি পাইয়াছে জন।
হরিনাম সংকীর্ত্তন, করি কলি-নরগণ,
সেই গতি করিবে লভন॥
সত্যযুগে নর সব যোগরত জ্ঞানী।
করিয়া হরির ধ্যান ভব তরে প্রাণী॥
ত্রেতাযুগে নানা যজ্ঞ নর আচরিয়া।
ভব তরে কর্ম্মফল বিভুতে অর্পিয়া॥
দ্বাপরযুগেতে হরিচরণ পূজিয়া।
সংসার-বারিধি নর যায় হে তরিয়া॥
কলিযুগে হরিগুণ কেবল কীর্ত্তন।
করি নর ভবপারে করিবে গমন॥
কলিযুগে নাহি যোগ যজ্ঞ তপ জ্ঞান।
সম্বল কেবল মাত্র রামগুণ-গান॥
ত্যজিয়া সকল আশা যেবা ভজে রাম।
প্রেমের সহিত গান করে গুণগ্রাম॥
ভব তরে যায় সেই সংশয় নাহিক।
কলিযুগমাঝে নামপ্রতাপ অধিক॥
কলির অপর শুন পবিত্র প্রতাপ।
সঙ্কল্প করিলে পুণ্য হয় নাহি পাপ॥

আর যুগ নাহি কলিযুগের সমান।
বিমল রামের গান যদি করে গান॥
প্রীতির সহিত রাখি বিশ্বাস অন্তরে।
ভব-জলনিধি নর অবহেলে তরে॥
কলিতে ধর্ম্মের এক চরণ প্রধান।
যে কোন প্রকারে দান করিলে কল্যাণ।
রামের প্রেরিত মহা-মায়ার প্রভাবে।
সত্যযুগে থাকে সবে পূর্ণ ধর্ম্মভাবে॥
শুদ্ধ সত্ত্ব সমতাদি বিজ্ঞান বিস্তার।
সত্যের প্রসাদে মন প্রসন্ন সবার॥
ত্রেতার লক্ষণ এই শুন খগেশ্বর।
সত্ত্বাধিক অল্প-রজোগুণাত্মক নর॥
বহুরজ অল্প-সত্ত্ব কিছু-তমোগুণ।
দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম মন দিয়া শুন।
বহু তম অল্প রজ মনুজে যখন।
কলির প্রভাব তুমি জানিবে তখন॥
যুগধর্ম্ম মনে জানি পণ্ডিত সুজন।
রহে ধর্ম্মরত করি অধর্ম্ম বর্জ্জন॥
কাল কর্ম্ম তারে নাহি ব্যাপে হে কখন
অতিশয় প্রিয় যার রাঘবচরণ॥
নটকৃত বেশ করে সবারে মোহিত।
নটের সেবক কিন্তু মোহ-বিরহিত॥
হরিমায়া-কৃত দোষ-গুণের সংহতি।
হরি-সেবা বিনা নাহি যায় খগপতি॥
এত বিচারিয়া তুমি হৃদয়মাঝারে।
সবকাম ত্যজি ভজ কৌশল্যাকুমারে॥
সে কলিতে অযোধ্যায় রহি বহুকাল॥
বিদেশে গেলাম যবে পড়িল অকাল।
উজ্জয়িনী পুরে আমি করিনু গমন।
দরিদ্র মলিন দীন অন্নের কারণ॥
অকাল হইল গত পাইনু সম্পত্তি।
সেবিতে লাগিনু তথা শম্ভু উমাপতি॥
বেদ-পথ-রত এক সুশীল ব্রাহ্মণ।
সব কাম ছাড়ি করে শিবের পূজন॥
শিব-পূজা-পরায়ণ পরার্থ-বিন্দক।
শম্ভুউপাসক, নহে হরির নিন্দক॥
কপটতা সহ করি তাঁহার সেবন।
দয়াময় বিপ্রবর নীতিনিকেতন॥

বাহিরে বিনয় মম করি দরশন।
পড়ায় ব্রাহ্মণ মোরে পুত্রের মতন॥
মহাদেব-মন্ত্র মোরে দ্বিজবর দিল।
নানা হিত উপদেশ প্রদান করিল॥
আমি জপ করি মন্ত্র গিয়া শিবালয়ে।
অহমিতি-দম্ভ-ভাব অধিক হৃদয়ে॥
মল-বিদূষিত মতি খল দুরাচার।
নীচজাতি মোহ-বশ তাহাতে আবার।
জ্বলি দ্বিজ-হরিজনে করি দরশন।
সতত করিতে থাকি বিষ্ণুর নিন্দন।
দুঃখী গুরুদেব হেরি মম আচরণ।
দেন হিত-শিক্ষা মোরে করিতে শোধন॥
উপজে গুরুর বাক্যে মম অতি ক্রোধ।
দাম্ভিকের মন কভু মানে কি প্রবোধ॥
একবার গুরু মোরে ডাকিয়া লইলা।
বিবিধ সুনীতি শিক্ষা আমারে কহিলা॥
শিব-সেবনের তাত এই শুভফল :
রাঘব-চরণ-পদ্মে প্রেম অবিরল॥
শ্রীরামে ভজন করে বিরিঞ্চি শঙ্কর।
গণনার মধ্যে নহে মানব পামর॥
যাঁহার চরণে অজ শিব অনুরাগী।
তাঁর দ্রোহ করি সুখ চাহে সে অভাগী॥
গুরু কহিলেন হর, হরির সেবক।
শুনি দাহ উপজিল খগের নায়ক॥
বিদ্যামন্ত্র লাভ করি কুজাতি অধম।
হইলাম যথা ক্ষীরপায়ী ভুজঙ্গম॥
অভিমানী হত-ভাগ্য কুটিল কুজাতি।
গুরুসনে হঠকার করি দিন-রাতি॥
দয়াময় গুরু মম নাহি কিছু ক্রোধ।
অনেক কহেন বাক্য দিবারে প্রবোধ॥
উন্নতি কৃপায় যার পায় নীচজন।
প্রথমে তাঁহার করে অনিষ্ট সাধন॥
অনল-সম্ভব ধূম শুন হরিযান।
ঘন-পদ লভি করে অনলে নির্ব্বাণ॥
পথে পড়ি রজ অতি নিরাদরে রহে।
সবার চরণাঘাত নিরন্তর সহে॥
তাহারে লইয়া যায় মারুত গগনে।
পুনরায় পড়ে নৃপ কিরীটে নয়নে॥

শুন খগপতি হেন বুঝিয়া প্রসঙ্গ।
না করে পণ্ডিতজন অধমের সঙ্গ॥
কলহ খলের সনে কর্ত্তব্য না হয়।
কর্ত্তব্য উত্তম-সনে প্রীতি কবি কয়॥
উদাসীন তুমি তাত বরঞ্চ রহিবে।
কুকুর-সদৃশ খলে সতত ত্যজিবে॥
কুটিল-হৃদয় আমি খল দুরাচার।
গুরুহিতবাণী মনে না ধরে আমার॥
এক শিবালয়ে আমি এক দিন গিয়া।
জপিতে ছিলাম নাম শিবের বসিয়া॥
হেন কালে গুরু তথা কৈলা আগমন।
অভিমানে উঠি নাহি বন্দিনু চরণ॥
দয়াময় গুরু নাহি মনে রোষ লেশ।
গুরুঅপমান-পাপ না সহে মহেশ।
হইল মন্দির-মাঝে তবে নভোবাণী।
রে অধম হতভাগ্য দুষ্ট অভিমানী।
যদিও অক্রোধ তব গুরু দয়াময়।
অতীব কোমল-চিত সর্ব্বগুণালয়॥
তথাপি দিব রে শঠ আমি শাপ তোরে।
নীতির বিরোধ ভাল নাহি লাগে মোরে॥
যদি নাহি করি আমি তোমারে দণ্ডিত
আমার শ্রুতির পথ হইবে দূষিত॥
গুরু-অপমান হেতু তব মূঢ়মতি।
শত কল্প ভরি হবে নরকে বসতি॥
তির্য্যকযোনিতে তবে শরীর ধরিবে।
অযুত জনম ভরি পীড়িত হইবে॥
পাপী অজগর ইব রহিবে বসিয়া।
মহাকষ্ট পাবে তুমি ভুজঙ্গ হইয়া॥
বিটপ-কোটর মাঝে রহিবে যাইয়া।
উর্দ্ধদেশে পুচ্ছ নিম্নে মস্তক করিয়া॥
হাহাকার করে গুরু শুনি শিবশাপ।
আমাকে কম্পিত হেরি, উপজিল তাপ॥
শঙ্করে প্রণাম করি জুড়ি দুই কর।
গদ গদ বাক্যে স্তব করে বিপ্রবর॥
তুমিহে নির্ব্বাণ-রূপ, ব্যাপক বেদস্বরূপ,
বিভুব্রহ্ম ঈশ্বর ঈশান।
নির্ব্বিকল্প চিদাকাশ, নিরীহ আকাশ-বাস,
ভজি আমি অজ ভগবান্॥
ইন্দ্রিয়-অতীত ঈশ নির্গুণ গিরিজা-ঈশ,
প্রলয়ের মূল নিরাকার।
শিব মহাকাল কাল, করাল বিভু কৃপাল,
সংসারের পার গুণাগার॥
তুষারাদ্রি-সুশঙ্কাশ, কোটি কাম-সুপ্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় গৌর কলেবর।
জাহ্নবী মস্তকোপরে, সদা কল কল করে,
ভালে শোভে শিশু শশধর॥
চারু পুরট কুণ্ডল, করে কর্ণে ঝল মল,
নীলকণ্ঠ বিশালনয়ন।
মৃগরাজ-চর্ম্মাম্বর, মুণ্ডমাল শ্রীশঙ্কর,
দয়াময় প্রসন্নবদন॥
প্রচণ্ড প্রকৃষ্ট পর, প্রগল্ভ পরেশ হর,
ভানু কোটি প্রকাশ অব্যয়।
ত্রয়িশূল-নির্ম্মূলন, শূলপাণি পঞ্চানন,
উমাপতি অখণ্ড চিন্ময়।
কলাতীত শুভকর, কোটি-কল্প-অন্তকর,
সুজনসুখদ ত্রিপুরারি।
চিদানন্দ নিকেতন, মহামোহ-বিনাশন,
মোরে কৃপা-কর হে কামারি॥
চরণ কমল তব, যতদিন লোক সব,
উমানাথ না করে ভজন
বদ্ধ রহে মায়াজালে, শান্তি ইহ-পরকালে,
ততদিন না পায় কখন॥
নাহি জানি যোগ জপ, তব পূজা হোম তপ,
সদা করি তব পদে নতি।
জরা জন্ম দুঃখচয়, তাপে নিত্য তাপত্রয়,
রক্ষা করি দেহ মোরে তাতি॥
রুদ্রের অষ্টক এই, বিরচিল বিপ্র সেই,
শঙ্করের তুষ্টির কারণ।
ভক্তিসহ যেই নর, পাঠ করে স্তোত্রবর,
প্রসন্ন তাহারে পঞ্চানন॥
বিপ্রের বিনয় বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মহা অনুরাগ তার করি দরশন॥
অন্তর্য্যামী হর কহে গগনবচন।
যে বর তোমার ইচ্ছা মাগ হে ব্রাহ্মণ॥
যদ্যপি প্রসন্ন দেব থাক মোর পর।
চরণকমলে তব দেহ ভক্তি বর॥

আর এক বর মোরে করহ প্রদান।
তব মায়া-বশে জীব ভ্রমে ভগবান্॥
তাদের উপরে ক্রোধ করহ বর্জ্জন।
ভাব-গম্য মহাদেব কৃপা-নিকেতন॥
দীন-দয়াময় প্রভু শঙ্কর এখন।
ইহার উপরে কর কৃপা বিতরণ॥
অল্পকালে হয় যাহে শাপ-বিমোচন।
হেন অনুগ্রহ কর বিভুতিভূষণ।
যাহাতে ইহার হয় পরম কল্যাণ।
সেই কৃপা কর এবে কৃপার নিধান॥

বিপ্রের বচন শুনি পরহিতকর।
এবমস্তু কহে তবে দেব মহেশ্বর॥
যদ্যপি করিল দুষ্ট শূদ্র মহাপাপ।
প্রদান করিনু আমি ক্রোধ-অভিশাপ॥
তথাপি সাধুতা তব করি দরশন।
করিব ইহার পরে কৃপা বিতরণ॥
যদি হয় ক্ষমাশীল পর-উপকারী।
সে বিপ্র আমার প্রিয় যেমন খরারি॥
না হইবে মম শাপ মিথ্যা কদাচন।
হইবে জনম-লাভ কহিনু যেমন॥
অতি দুখ দেয় জীবে জনম মরণ।
সে দুখ ইহার নাহি হইবে কখন॥
কোনও জনমে নষ্ট না হইবে জ্ঞান।
শুন শূদ্র মম এই বচন প্রমাণ॥
রঘুপতি-নগরীতে জনম লভিবে।
আমার ভজনে পুন তুমি মন দিবে॥
পুরীর প্রভাবে আর অনুগ্রহে মোর।
রাঘবচরণে ভক্তি উপজিবে তোর॥
শুন শূদ্র মম এই যথার্থ বচন।
হরিতোষ কর ব্রত ব্রাহ্মণ-সেবন॥
আর নাহি কর যেন বিপ্র-অপমান।
জানিবে ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম অনন্ত সমান॥
ইন্দ্রের কুলিশ মম ত্রিশূল বিশাল।
কালদণ্ড সুদর্শন চক্র বিকরাল॥
এদের আঘাতে যার না হয় মরণ।
তারে দগ্ধ করে বিপ্র-রোষ-হুতাশন॥
দৃঢ়রূপ এ বিবেক রাখ তুমি মনে।
না হবে দুর্লভ তব কিছু ত্রিভুবনে॥

আর এই আশীর্ব্বাদ শুনহ আমার।
গমন অপ্রতিহত হইবে তোমার॥
প্রেমময় গুরু শিববচন শুনিয়া॥
এবমস্তু কহি গেলা ভবনে চলিয়া॥
আমারে করিল গ্রাস আসি তবে কাল।
বিন্ধ্যাচলে গিয়া আমি হইলাম ব্যাল॥

অল্পকালে অনায়াসে সেই কলেবর।
ত্যাগ করিলাম আমি শুন খগেশ্বর॥
শাপবশে যত তনু করিনু ধারণ।
অনায়াসে সব আমি করিনু বর্জ্জন।
পরিধান করি যথা নূতন বসন।
পরিত্যাগ করে নর বস্ত্র পুরাতন॥
রাখিলা শঙ্কর মোরে না পাইনু ক্লেশ।
নানা তনু ধরি জ্ঞান না গেল খগেশ॥
তির্য্যকযোনিতে আমি যে যে তনু ধরি।
তাহে তাহে রাম-ভক্তি আমি অনুসরি॥
স্মরিতে লাগিল মম নিয়ত অন্তর।
গুরুর কোমল শীল স্বভাব সুন্দর॥
হইল ব্রাহ্মণ-দেহে শাপ অবসান।
দেবতাদুর্ল্লভ যাহা শ্রুতি করে গান॥
বালকের খেলা খেলি শিশুগণ সঙ্গে।
রামলীলা স্মরি পূজি রামে বহু রঙ্গে॥
প্রৌঢ় হইলাম যবে পিতা পড়াইল।
বুঝিনু শুনিনু গুণ মনে না ধরিল॥
হৃদয় হইতে সব আশা পলাইল।

রাম-পাদ-পদ্মে মন লাগিয়া রহিল॥
হেন হতভাগ্য কেবা দ্বিজের নন্দন।
সুরধেনু ত্যজি করে খরীর সেবন॥
প্রেমে নিমগন রহে নিরন্তর হিয়া।
জনক মানিল হার মোরে শিক্ষা দিয়া॥
পিতা মাতা স্নেহ ত্যাগ করিল যখন।
গেলাম কাননে রামে করিতে ভজন॥
যে যে স্থানে মুনিজনে করি দরশন।
আশ্রমে যাইয়া করি চরণ বন্দন॥
তাঁদেরে জিজ্ঞাসা করি রামগুণগণ।
কহি শুনি অতি হরষিত হয় মন॥
কহি শুনি ভ্রমি হরিগুণ-অনুবাদে।
অব্যাহত গতি মোর শিবের প্রসাদে॥

ত্রিবিধ ঈর্ষণা মম বিনাশ পাইল।
কেবল লালসা এই বাড়িতে লাগিল॥
রাঘব-চরণপদ্ম কবে নেহারিব।
আপন জনম কবে সফল করিব॥
যারে পুছি সেই মুনি হেন কথা কয়।
জানিবে ঈশ্বরে তুমি সর্ব্ব-ভূতময়॥
আমার নির্গুণ মত নহে প্রীতিকর।
সগুণ ব্রহ্মেতে রত রহি নিরন্তর॥
গুরুর বচন মনে করিয়া স্মরণ।
দৃঢ়-রূপে ধরি হৃদে রাঘব-চরণ॥
ভ্রমি রঘুপতিযশ করিয়া কীর্ত্তন।
ক্ষণে ক্ষণে নব অনুরাগে পূর্ণ মন॥
মেরু পরে বটতলে লোমশ দর্শন।
করি দীন ভাবে বন্দি কহিনু বচন॥
আমার বিনীত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মম আগমন-হেতু পুছে তপোধন॥
কহিলাম আমি তব সর্ব্বজ্ঞ সুজন
সগুণের উপদেশ কহ ভগবন্॥
তবে রঘুপতি-লীলা-যশ মুনিবর।
সাদরে কহিলা কিছু খগের ঈশ্বর॥
ব্রহ্মজ্ঞান-রত মুনি লোমশ বিজ্ঞানী।
শুনিবার অধিকার আছে মোর জানি॥
লাগিল কহিতে মোরে ব্রহ্ম-উপদেশ।
অদ্বৈত অগুণ অজ বিভু হৃদয়েশ॥
অনীহ অকল প্রভু অরূপ অনাম।
অনুভব-গম্য দেব চিদানন্দধাম॥
বাক্য-মন-অগোচর শুদ্ধ অবিনাশী।
নির্ব্বিকার নিরবধি সদা সুখরাশি॥
তোমাতে তাঁহাতে দ্বিজ নাহি আছে ভেদ
সলিল-তরঙ্গ ইব গান করে বেদ॥
বিবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া মুনি বুঝাইল।
আমার নির্গুণ মত মনে না ধরিল॥
কহিলাম পুন আমি নমি পদে শীষ।
সগুণ-ভজনবিধি কহ হে মুনীশ॥
রাঘব-ভকতি-জলে মম মন-মীন।
কেমনে করিব ভিন্ন তাপস প্রবীণ॥
দয়া করি সেই উপদেশ কর দান।
হেরিব নয়নে যাহে রাম ভগবান্॥
লোচনে ভরিয়া আগে রামে নিরখিব।
পশ্চাতে নির্গুণশিক্ষা তোমার শুনিব॥
লোমশ নির্গুণে পুন করে নিরূপণ।
আমার সগুণ-মত করিয়া খণ্ডন॥
মুনির নির্গুণ মত দূরিয়া তখন।
আপন সগুণ মত করিনু স্থাপন॥
করিনু উত্তর প্রতিউত্তর যখন।
হেরিনু মুনির মনে ক্রোধের লক্ষণ॥
বহু অনাদর যদি কর জ্ঞানী নরে।
উপজিবে ক্রোধ তবে তাহার অন্তরে॥
যদি কেহ করে অতিশয় সঙ্ঘর্ষণ।
চন্দন হইতে তবে জন্মে হুতাশন॥
পুনঃপুন কোপে মুনি নিরূপিলা জ্ঞান।
আমি নিজ মনে তবে কৈনু অনুমান॥
দ্বৈত-বুদ্ধি বিনা ক্রোধ নাহি উপজয়।
অজ্ঞান নহিলে দ্বৈত-বুদ্ধি নাহি হয়॥
মায়া-বশীভূত জড় সহজ অজ্ঞান।
না পারে হইতে জীব ঈশের সমান॥
পরহিতরত যেই দুঃখ কি হে তার।
দরিদ্র কি হয় সেই স্পর্শমণি যার॥
কাম-বশীভূত কি হে রহে নিষ্কলঙ্ক।
পরদ্রোহ-রত কভু হয় কি নিঃশঙ্ক॥
বংশ নাহি রহে দ্বিজ-অহিত করিলে।
রহে কি কখন কর্ম্ম স্বরূপ চিনিলে॥
খল সহবাসে কভু হয় কি সুমতি।
পরদার-রত কভু পায় কি সুগতি॥
কখন কি রহে রাজ্য নীতি না জানিলে।
রহে কি কলুষ হরি-লীলা বাখানিলে॥
পড়ে কি সংসারে কভু পরার্থ বিন্দক।
কখন কি সুখী হয় পরের নিন্দক॥
পুণ্য বিনা পূত যশ হয় কি কখন।
বিনা পাপে অযশ কি পায় কোন জন॥
কিছু লাভ নাহি হরি-ভকতি সমান।
যারে গায় শ্রুতি সাধু আগম পুরাণ॥
ক্ষতি কি ইহার সম আছে ত্রিভুবনে।
নর-তনু লভি নাহি রাঘব-ভজনে॥
কলুষ কি ক্রোধ বিনা আছে কিছু আন।
দয়া সম ধর্ম্ম কি হে আছে হরিযান॥

হেন মতে বহুযুক্তি হৃদয়ে করিনু।
মুনি-উপদেশ নাহি সাদরে শুনিনু॥
পুনঃপুন করিলাম সগুণ রোপণ।
লোমশ কহিল তবে সকোপ বচন॥
রে মূঢ় পরম শিক্ষা মোর না মানিলে।
বিবিধ উত্তর প্রতিউত্তর করিলে॥
আমার এ সত্য-বাক্যে বিশ্বাস না কর।
বায়স সদৃশ তুমি সবাসনে ডর॥
সপক্ষ রোপিতে দন্ত হৃদয়ে বিশাল।
আমার বচনে পক্ষী হও হে চণ্ডাল॥
ধারণ করিনু শাপ আমি শির পরে।
দীনতা বা ভয় শোক নহিল অন্তরে॥
ঝটিতি হইয়া আমি বায়স তখন।
মুনির চরণ-পদ্ম করিনু বন্দন॥
রঘুবংশ মণি রামে করিয়া স্মরণ।
আনন্দে গগনে উড়ি করিনু গমন॥
মহাদেব কহে উমে করহ শ্রবণ।
শ্রীরামচরণে যার রত থাকে মন॥
না থাকে হৃদয়ে তার কাম মদ ক্রোধ।
হেরি রামময় বিশ্ব না করে বিরোধ॥
ভূশুণ্ড কহিল নাহি ঋষির দূষণ।
হৃদয়ে প্রেরক রঘুবংশ বিবর্দ্ধন॥
কৃপা-সিন্ধু মুনিমতি করিয়া হরণ।
প্রেমের পরীক্ষা মম করিলা গ্রহণ॥
করম-বচন-মনে জানি নিজ জন।
ঘুরাইলা মুনিমতি রাঘব-নন্দন॥
সহজ-শীলতা মম হেরি মুনিবর।
বিশেষ বিশ্বাস রাম-চরণউপর।
পুনঃপুন করি খেদ বিস্মিত-অন্তরে।
ডাকিয়া লইল মুনি আমারে সাদরে॥
নানাভাতি পরিতোষ আমার করিল।
হর্ষিত হইয়া রাম-মন্ত্র মোরে দিল॥
শিশু-রূপ-ধর রাম-রাঘবের ধ্যান।
আমারে কহিল মুনি কৃপার নিধান॥
আমার সুখদ সেই সুন্দর মুরতি।
প্রথমে কহিনু আমি যাহা খগপতি॥
কিছুদিন মুনি মোরে সেখানে রাখিল।
চরিত মানস মোরে সকল কহিল॥
সাদরে সকল কথা করিয়া কীর্ত্তন।
করিল মধুর-বাণী মুনি উচ্চারণ।
রাঘব-চরিত গুপ্ত পূত সরোবর।
শিবের প্রসাদে আমি পাইনু সুন্দর॥
প্রভু-নিজভক্ত আমি তোমারে জানিয়া।
কহিলাম সব কথা এবে বাখানিয়া॥
রাম-পদে ভক্তি নাহি আছয়ে যাহার।
না কহিবে এ সম্বাদ সমক্ষে তাহার॥
নানা উপদেশ মোরে দিল তপোধন।
প্রেমের সহিত আমি বন্দিনু চরণ॥
পরশি আপন-কর-পদ্মে মম শীষ।
হরষিত মুনিবর করিল আশীষ॥
অবিরল রাম-ভক্তি হৃদয়ে তোমার।
করিবে নিয়ত বাস প্রসাদে আমার॥
রাম-প্রিয় হবে গুণ-ভবন অমান।
স্বচ্ছন্দ-মরণ জ্ঞান বিরাগ-নিধান॥
যে আশ্রমে বসি তুমি শ্রীরামে স্মরিবে।
যোজন পর্য্যন্ত নাহি অবিদ্যা ব্যাপিবে॥
কলি-কর্ম্ম-গুণ-দোষ আছে অগণন।
নিকট আসিতে তব নারিবে কখন॥
রামের ললিত-লীলা চরিত-বিধান।
ব্যাপ্ত গুপ্ত ইতিহাস বিবিধ পুরাণ॥
অনায়াসে তুমি সব জানিতে পারিবে।
নিত্য নব প্রেম রাম-পদে উপজিবে॥
হৃদয়মাঝারে তুমি যে ইচ্ছা করিবে।
হরির কৃপায় তব দুর্লভ নহিবে॥
মুনিরে বিনয় করি পাইনু আশীষ।
চরণ-কমলে নত করিলাম শীষ॥
মুনিবর দিলে বর শুন মতি ধীর।
গগনে বচন তবে হইল গভীর॥
যা কহিলে মুনি সব যথার্থ হইবে।
কায়মনোবাক্যে ভক্ত উহারে জানিবে॥
শুনিয়া গগনবাণী সুখ উপজিল।
প্রেম-মগ্ন মন, গতসংশয় হইল॥
এ আশ্রমে আসি তবে করিনু বসতি।
লভিয়া দুর্লভ বর আমি হে সুমতি॥
এখানে বসতি আমি শুন খগ-ঈশ।
রয়েছি করিয়া কল্প সাত আর বিশ॥

করিতেছি সদা রঘুপতি-গুণ-গান।
সমাদরে শুনে যত বিহগপ্রধান॥
শ্রীঅযোধ্যা পুরে যবে যবে রঘুবীর।
ভক্ত-হিত তরে ধরে মনুজ-শরীর॥
তবে তবে গিয়া রহি অযোধ্যা নগরে।
সুখ পাই শিশু-লীলা হেরিয়া অন্তরে॥
হৃদয়ে রাখিয়া প্রভু-শিশু-রাম-রূপ।
আসি এ আশ্রমে আমি শুন খগভূপ॥
তোমারে কহিনু এবে সব বিবরণ।
হইল বায়সদেহ মোর যে কারণ॥
দিলাম প্রশ্নের তব উত্তর উচিত।
শ্রীরাম-ভক্তির হয় মহিমা অমিত॥
রাঘবচরণে প্রেম এদেহে হইল।
প্রভুদরশন লভি সংসার ঘুচিল॥
ধরিনু ভকতিপক্ষ ঋষি দিলা শাপ।
পাইনু দুর্লভ বর ভজনপ্রভাব॥
হেন মনে জানি ভক্তি নর পরিহরে।
কেবল জ্ঞানের হেতু যেবা শ্রম করে॥
গৃহে কামধেনু ছাড়ি সেই জড় জন।
ক্ষীর লাগি অর্কমূলে সে করে ভ্রমণ॥
শুন খগপতি ছাড়ি হরির ভকতি।
যে অন্য উপায়ে সুখ চাহে মূঢ়মতি॥
সেই শঠ তরী বিনা জলধি অপার।
অভিমান ভরে চাহে হইবারে পার॥
বায়সের শুনি মৃদু বচন ভবানি।
হরষে গরুড় কহে সুমধুর বাণী॥
তোমার প্রসাদে প্রভু আমার হৃদয়।
হইল বিগত-শোক বিমোহ-সংশয়॥
শুনিলাম সুবিমল রাম-গুণগ্রাম।
তোমার কৃপাতে নাথ লভিনু বিশ্রাম॥
এক কথা প্রভু আমি পুছি হে তোমারে।
কৃপানিধি বুঝাইয়া কহ হে আমারে॥
কহে সাধু মুনি বেদ আগম পুরাণ।
নাহিক দুর্লভ কিছু জ্ঞানের সমান॥
তাহা শুনি পুছিতেছি কহ খগবর।
ভকতি সদৃশ কেহ না করে আদর॥
জ্ঞান-ভকতির মাঝে অন্তর কেমন।
কৃপা করি কহ মোরে সব বিবরণ॥

গরুড়-বচন শুনি আনন্দ পাইল।
সুমতি বায়স তবে কহিতে লাগিল।
জ্ঞান-ভক্তিমাঝে নাহি স্বরূপত ভেদ
উভয়ে হরণ করে সংসারের খেদ॥
মুনিগণ করে কিছু ভেদের বর্ণন।
সাবধান হয়ে শুন বিনতানন্দন॥
জ্ঞান যোগ তপ ব্রত বিরাগ বিজ্ঞান।
ইহারা পুরুষ সব শুন হরিযান॥
পুরুষ প্রতাপশালী সহজ প্রবল।
অবলার কুল জড় সহজ অবল॥
বিরতা পুরুষ পারে নারী ত্যজিবারে॥
বিষয়-নিরত কামী তাহা নাহি পারে॥
মৃগনয়নীর বিধুমুখ নিরখিয়া।
জ্ঞানবান্ মুনি ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া॥
হেথা পক্ষপাত আমি কিছু না রাখিব।
বেদ-পুরাণের মত সকল কহিব॥
নারীরূপ নাহি হয় নারী-মনোহর।
সবার সম্মত নীতি শুন খগবর॥
মহামায়া আর ভক্তি করহ শ্রবণ।
নারীবর্গমধ্যে হয় তাদের গণন॥
পুনরপি রাঘবের ভকতি পিয়ারী।
চতুরা নর্ত্তকী বলি মায়ারে বিচারি॥
ভক্তি প্রতি সানুকূল রহে রঘুরায়।
সেহেতু তাহারে হেরি মায়া ভয় পায়॥
ভয় পায় মায়া করি তারে বিলোকন।
না পারে করিতে কভু তাঁরে আক্রমণ॥
এত বিচারিয়া মনে মুনি জ্ঞানিবর॥
মাগি লয় সর্ব্ব গুণালয় ভক্তিবর॥
এ রহস্য সকলের গোচর না হয়।
সে জানে যাহারে করে কৃপা দয়াময়॥
জ্ঞান-ভক্তি-ভেদ আর শুনহ প্রবীণ।
শুনিলে রাঘব-পদে রহে মন লীন॥
শুন তাত কহি এক অকথ্য কথন।
বুঝিতে সম্ভব কিন্তু না হয় বর্ণন॥
ঈশ-অংশসমুদ্ভব জীব অবিনাশী।
বিমল চৈতন্যময় নিত্য সুখরাশি॥
হইয়া সে মায়া-পাশে বদ্ধ খগপতি।
মর্কটশুকের মত পাইয়াছে গতি॥

হয়েছে জড়ের সনে গ্রথিতচেতন।
যদ্যপি অসত্য তবু কঠিনছেদন॥
সে দিন হইতে জীব সংসারী হইল।
দূরে গেল সুখ তার গ্রন্থি না ছুটিল॥
জীবের হৃদয়ে তম-মোহ অতিশয়।
আঁখিতে না সুঝে গ্রন্থি ছিন্ন নাহি হয়॥
হরির কৃপায় যদি হেন সঙ্ঘটন।
হয় যদি তবে যায় ভবের বন্ধন॥
যদ্যপি সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা-ধেনুর উৎপত্তি।
হৃদয়মাঝারে কভু হয় খগপতি॥
জপ তপ ব্রত যম নিয়ম অপার।
শ্রুতি কহে যাহা হয় সুধর্ম্ম আচার।
সে হরিত-তৃণ গাভী করিলে ভোজন।
ভাব-বৎস সনে যদি হয় সম্মিলন॥
পবিত্র বিশ্বাস পাত্র করিয়া ধারণ।
অচল বিমল নিজ বশীভূত মন॥
ধর্ম্মময় পয় তাহে দোহন করিবে
নিষ্কাম অনলে তাহা আউটি লইবে॥
সন্তোষ পবনে তাহা শীতল করিবে।
ধৃতি সম অম্ল দিয়া দধি জমাইবে॥
বিচার মন্থনদণ্ডে করিবে মন্থন।
তাহার আধার দম রজ্জু সুবচন॥
হইবে উৎপন্ন তবে শুচি নবনীত।
বিমল বিরাগ যাহা মধুর পুণীত॥
প্রজ্বলিত করি তবে যোগ-হুতাশন।
শুভাশুভ কর্ম্মফল করিবে দহন॥
সকল মমতা মল জ্বলিয়া যাইবে।
সুবিমল জ্ঞান-ঘৃত উৎপন্ন হইবে॥
সমতা-প্রদীপে তাহা করিয়া পূরণ।
হৃদয়-আধারে তাহা করিবে ধারণ॥
ত্রিগুণ অবস্থাত্রয় কার্পাস হইতে।
বাতি নিরমিয়া দিবে তাহাতে জ্বলিতে।
যাহার হৃদয়ে হেন প্রদীপ জ্বলিবে।
মদাদি-শলভ তার জ্বলিয়া যাইবে॥
সোঽহমস্মি ইতি শুদ্ধ বিজ্ঞান অখণ্ড।
সে দীপ-আলোক হয় পরম প্রচণ্ড॥
যবে আত্ম-অনুভব সুখ-সুপ্রকাশ।
তবে হয় ভবমূল ভেদ ভ্রম নাশ॥

প্রবল অবিদ্যাকৃত যত পরিবার।
তবে ঘুচে মোহ আদি তিমির অপার॥
হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয় হে যখন।
পরম কৃতার্থ হয় সে জীব তখন॥
হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ করি দরশন।
করে নানাবিধ বিঘ্ন মায়া উৎপাদন
প্রেরণ করিয়া তবে ঋদ্ধি-সিদ্ধিগণ।
বুদ্ধিরে বিশেষ লোভ দেখায় তখন॥
কল বল ছল করি নিকটে যাইয়া।
অঞ্চল-বায়ুতে দেয় দীপ নিবাইয়া॥
যদ্যপি চতুরা বুদ্ধি নিজ-হিত চায়।
ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রতি তবে সে নাহি তাকায়।
বিফল-প্রযত্ন যদি হয় সিদ্ধিগণ।
সুর-বৃন্দ করে তবে বিঘ্ন সঙ্ঘটন॥
বিবিধ ইন্দ্রিয়দ্বার হয় বাতায়ন।
সুরকুল করে তথা আসন গ্রহণ॥
আসিতেছে দেখি তথা বিষয়-পবন।
দ্বারের কবাট তারা করে উদ্ঘাটন।
হৃদয়-ভবনে সেই বায়ু প্রবেশিয়া।
বিজ্ঞানপ্রদীপ বলে দেয় নিবাইয়া॥
পুনরপি পায় জীব জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ।
কে পারে কহিতে হরি-মায়া বিহগেশ॥
কহিতে বুঝিতে হয় কঠিন বিবেক।
সাধন করিলে তার প্রত্যুহ অনেক॥
জ্ঞান-পথ হয় তীক্ষ্ণ-কৃপাণের ধার।
হইলে স্খলিত-পদ নাহিক নিস্তার॥
যে করে নির্ব্বিঘ্নে সেই পথ অতিক্রম।
সে পারে করিতে লাভ কৈবল্য পরম॥
কৈবল্য পরম পদ সুদুর্ল্লভ হয়।
আগম নিগম সাধু পুরাণাদি কয়॥
রাম-ভকতের পাশে বিনতা-নন্দন।
আপনি আসিয়া মুক্তি দেয় দরশন॥
স্থল বিনা জল যথা না রহে কখন।
যদি কেহ করে কোটি কোটি সুযতন॥
তথা মোক্ষসুখ শুন খগকুল-পতি।
রহিতে না পারে বিনা হরির ভকতি॥
এত বিচারিয়া মনে সুচতুর নর।
ভক্তি-লুব্ধ রহে করি মোক্ষে নিরাদর।

ভকতির পথে বিনা যতন প্রয়াস।
জনম-মরণ-মূল-অবিদ্যার নাশ॥
জঠরাগ্নি করে যদি জীর্ণ হুতাশন।
তবে সে ভোজন হয় হিতের কারণ॥
হরির ভকতি-পথ সুগম সুখদ।
কেবা হেন মূঢ় যার নহে প্রীতি-প্রদ॥
সেব্য-সেবকের ভাব বিনা বিহগেশ।
কেহ না তরিতে পারে সংসার অশেষ॥
এ হেন সংসার মনে করিয়া ধারণ।
রামপদ-সরসিজ করহ ভজন॥
যে করে চেতনে জড় জড়েরে চেতন।
ধন্য সেই নর তাঁরে যে করে সেবন॥
জ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবে কহি বুঝাইয়া।
ভকতি-মণির গুণ শুন মন দিয়া॥
রাম-ভক্তি চিন্তামণি পরমভাস্বর।
বসে হে গরুড় যার হৃদয়ভিতর॥
সতত প্রকাশ রূপ রহে দিন রাতি।
নহে কিছু প্রয়োজন দীপ ঘৃত বাতি॥
না পারে দারিদ্র-মোহ নিকটে আসিতে।
লোভ-বায়ু নাহি পারে তারে নিবাইতে॥
প্রবল-অবিদ্যাতম যায় পলাইয়া।
কলুষ-উলূক-চয় যায় লুকাইয়া॥
কামাদি নিকটে নাহি আগমন করে।
করে ভক্তি মণি যার বসতি অন্তরে॥
বিষ সুধা হয় অরি হিত হয় তার।
সে মণি ব্যতীত সুখ না হয় কাহার॥
কদাপি মানস-রোগ তার নাহি হয়।
থাকি যার বশে জীব সদা সুখী রয়॥
রামভক্তি-মণি যার হৃদয়ভবনে।
দুখলবলেশ তার না হয় স্বপনে।
চতুরের শিরোমণি সেই মহাজন।
ভক্তি-মণি তরে যেই করে সুযতন॥
যদ্যপি প্রকট মণি হৃদয়-মাঝারে।
রাম-কৃপা বিনা কেহ পাইতে না পারে।
পাইবার তরে আছে সুগম উপায়।
হতভাগ্য নর তাহা দেখিতে না পায়॥
আগম-পুরাণ-বেদ-পূত-মহীধর।
তাহে আছে রাম-কথা রুচির আকর॥

সন্ধানি সুজন আর খনিত্র-সুমতি।
বিজ্ঞান-বিরাগ নেত্র শুন খগপতি॥
ভাবের সহিত করে সন্ধান যে জন।
পায় সর্ব্বসুখাকর ভকতিরতন॥
আমার অন্তরে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস।
রামের অধিক হয় শ্রীরামের দাস॥
রাম-জলনিধি ঘন সুজন-সুধীর।
মলয়জ তরু হরি-সেবক সমীর॥
সবার সুন্দর ফল হরির-ভকতি।
সাধু বিনা নাহি কার পাইতে শকতি।
এত বিচারিয়া যেবা করে সাধুসঙ্গ।
রামভক্তি হয় তার সুলভা বিহঙ্গ॥
ব্রহ্মপয়োনিধি জ্ঞান মন্দরভূধর।
রাম-পরায়ণ সাধুসুর বিষধর॥
যতনে করিয়া কথা সুধার মন্থন।
ভক্তি-মধুরতা লাভ করে রামজন॥
সুশাণিত-অসি-জ্ঞান চরম-বিরতি।
মদ মোহ লোভ আদি রিপুর সংহতি॥
যে করিতে পারে রণে তাদেরে নিধন।
খগেশ তাদের লাভ হয় ভক্তিধন॥
প্রেম সহ কহে পুন খগের ঈশ্বর।
আদি কৃপা থাকে নাথ আমার উপর॥
আপন সেবক জানি বায়সপ্রবর।
এ সপ্তম প্রশ্নের দেও হে উত্তর॥
প্রথমে বলহ মোরে নাথ মতিধীর।
সবার দুর্লভ হয় কেমনশরীর॥
কারে কহি বড় সুখ কারে দুঃখ ভার।
আমারে বলহ প্রভু করিয়া বিচার॥
সাধু-অসাধুর মর্ম্ম সব তুমি জান।
তাহাদের সহজাত স্বভাব বাখান॥
কোন পুণ্য হয় শ্রুতিবিহিত বিশাল।
কহ কোন পাপ হয় অতীব করাল॥
সকল মানসরাগ করহ কীর্ত্তন।
তুমি হে সর্ব্বজ্ঞ নাথ কৃপানিকেতন॥
ভূশুণ্ড কহিল তাত করহ শ্রবণ।
সংক্ষেপে তোমার প্রশ্ন করিব বর্ণন॥
সবার উত্তম হয় নর-কলেবর।
যাহারে প্রার্থনা করে জীব চরাচর॥

করে স্বর্গ অপবর্গ নরক প্রদান।
ভকতি বিরতি মুক্তি সিদ্ধি সুখ জ্ঞান॥
ধরিয়া সে তনু হরি না ভজে যে নর।
বিষয়-নিরত হয় মন্দ-মন্দতর॥
কাঞ্চন বদলে কাচ সে করে গ্রহণ।
দূর করি কর-স্থিত পরশরতন॥
ত্রিভুবনে নাহি দুখ দারিদ্র্য সমান।
সাধুসম্মিলন সম সুখ নাহি আন॥
শরীর-বচন-মনে পরউপকার।
সাধুর স্বভাব এই বিনতা-কুমার॥
সাধু দুখ সহে পরহিতের কারণ।
পর-দুঃখ-হেতু হয় অসাধু কুজন॥
ভূর্জ্জ-পত্র-তরু-সম সুজন কৃপাল।
পর-হিত-তরে সহে বিপদ বিশাল॥
শণসম করে খল অপরে বন্ধন।
খাল কাটি আনি দুখ ঘটায় মরণ॥
স্বার্থ বিনা হয় খল পর-অপকারী।
ভুজগ-মূষিক সম শুন উরগারি॥
পরধন নাশি করে স্বধন-বিনাশ।
যেমন উপল হিম কৃষি করে নাশ॥
দুষ্টের হৃদয় জগ-আর্ত্তির হেতু।
ভুবনে প্রসিদ্ধ যথা নীচগ্রহ কেতু॥
সাধুর হৃদয় সদা সর্ব্বসুখকারী।
বিশ্বের সুহৃদ যথা ইন্দু তিমিরারি॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বেদের বিধান।
গুরু-পাপ নাহি পরনিন্দার সমান॥
হরি-গুরু-দ্রোহী জন্মে বাদুর হইয়া।
সহস্র জনম রহে সে তনু ধরিয়া॥
অনেক নরক ভোগ দ্বিজ-দ্রোহী করি।
ভুবনে জনমে পুন কাকতনু ধরি॥
শ্রুতি সুর-বিনিন্দক অধম যে প্রাণী।
রৌরব-নরকে পড়ি রহে অভিমানী॥
উলূক হইয়া জন্মে সাধুনিন্দারত॥
মোহ-নিশা প্রিয় তার, জ্ঞান-ভানুগত॥
সবাকার নিন্দা যেই জড়-প্রাণী করে।
বাদুড় হইয়া সেই ভূমে জন্ম ধরে॥
মানস-রোগের কথা শুন খগরায়।
যাহাতে সকল লোক মহা দুখ পায়॥

সকল ব্যাধির হয় এক মোহ মূল।
তাহাতে উপজে পুন নানাবিধ শূল॥
কামবাত কফ-লোভ হয় যে অপার।
ক্রোধ-পিত্ত করে নিত্য ছাতি ছার খার॥
তিনে প্রীতি করে যেই নর দুরাচার।
দারুণ দুঃখদ হয় সন্নিপাত তার॥
দুর্গম বিষয়-আশা সদা তনু জারে।
সে সব শূলের কথা কে কহিতে পারে॥
ঈরষা মমতা বহু দদ্রু কণ্ডূ হয়।
হরষ-বিষাদে নানা দুষ্ট ব্রণ কয়॥
পরসুখ দেখি যেই হিয়ার জ্বলন।
দুষ্ট কুষ্ঠ রোগ তারে কহে জ্ঞানী জন॥
তৃষ্ণারে উদরী রোগ জান খগবর।
ত্রিবিধ ঈর্ষণা হয় দুষ্ট নব-জ্বর॥
মৎসর দারুণ দ্বন্দ্ব-জ্বর অবিবেক।
কে করিতে পারে সংখ্যা কুরোগ অনেক॥
এক রোগে হয় দেখ নরের মরণ।
করেছে অসাধ্য বহু ব্যাধি আক্রমণ॥
নিত্য পীড়া দেয় যারে নানাবিধ ব্যাধি।
সেই লাভ করিবারে পারে কি সমাধি॥
নিয়ম আচার তপ ব্রত জপ দান।
করিলে এ রোগ নাহি যায় হরিযান॥
হেন মতে ত্রিভুবনে জীব চরাচর।
শোক হর্ষ ভয় প্রীতি বিয়োগ কাতর॥
বিষয়-অঙ্কুর যদি জন্মে মুনি মনে।
তারে ভ্রষ্ট করে কিবা কথা অন্য জনে॥
রামকৃপা করে নাশ এ সকল রোগ।
যদ্যপি কাহার হয় এ মত সংযোগ॥
গুরু-বৈদ্য-বাক্যে করি বিশ্বাস স্থাপন।
সংযম করিবে আশা করিয়া বর্জ্জন॥
রঘুপতিপদে ভক্তিচূর্ণ সঞ্জীবন।
শ্রদ্ধা-অনুপান দিয়া করিবে সেবন॥
করিবে সকল রোগ তবে পলায়ন।
নতুবা রহিবে বহু করিলে যতন॥
জানিবে বিরুজ মন হইবে তখন।
হইবে বিরতি বল-আধিক্য যখন॥
নূতন-সুমতিক্ষুধা প্রত্যহ বাড়িবে।
বিষয়-বাসনা যবে দুর্ব্বলা হইবে॥

বিমল-জ্ঞানের জলে সিঞ্চিতা হইয়া।
রহিবে শ্রীরাম-ভক্তি হৃদয় ছাইয়া॥
নারদ শঙ্কর অজ শুক চতুঃসন।
যে সব তাপস নিত্য হরি-পরায়ণ॥
সবাকার মত এই শুন খগপতি।
রাঘব-চরণে ব্যভিচার-হীন-রতি॥
নিগম-পুরাণ-সাধু গ্রন্থ ইহা কয়।
রঘুপতিভক্তি বিনা সুখ নাহি হয়॥
কমঠের পৃষ্ঠে যদি বারিধারা ধরে।
বন্ধ্যাসুত কভু যদি কারে বধ করে॥
গগনে পুষ্পিত যদি হয় বহু ফুল।
যদি সুখ লাভ করে প্রভুপ্রতিকূল॥
তৃষ্ণা শান্তি হয় করি মৃগ-জল-পান।
শশকের শিরে যদি জনমে বিষাণ॥
যদ্যপি তিমির পারে রবিরে নাশিতে।
রাঘব-বিমুখ সুখ না পারে লভিতে॥
যদি করে হিম কভু অগ্নি উদ্গিরণ।
শ্রীরাম-বিমুখ সুখ না লভে কখন॥
সিকতাতে তৈল যদি জলে ঘৃত হয়।
হরি বিনা নাহি সুখ জানিবে নিশ্চয়॥
প্রভুর প্রভুতা শুন খগের নায়ক।
মশকে বিরিঞ্চি করে ব্রহ্মারে মশক॥
এত বিচারিয়া মনে ত্যজিয়া সংশয়।
প্রবীণ সুজন ভজে রাম দয়াময়॥
নিশ্চয় কহিনু নহে অন্যথা বচন।
নর ভব তরে করি হরির সেবন॥
হরির চরিত নাথ কহিনু তোমারে।
করিয়া সমাস ব্যাস মতি অনুসারে॥
শ্রুতির সিদ্ধান্ত এই উরগের অরি।
ভজ রামপদ সব কামনা বিসরি॥
কাহারে সেবিবে ছাড়ি দেব রঘুবর।
যাহার মমতা আমা হেন শঠ পর॥
নাহি তব মোহ তুমি বিজ্ঞানস্বরূপ।
করিলে আমারে কৃপা খগকুল-ভূপ॥
জিজ্ঞাসিলে রাম-যশ পরম পাবন।
যাহে রত সনকাদি শিব শুকমন॥
সাধু-সঙ্গ অতিশয় দুর্লভ সংসারে।
যদ্যপি নিমেষ দণ্ড ভরি এক বারে॥
দেখহ গরুড় নিজ হৃদয়ে বিচারি।
আমি রঘুবীর-পাদ-পদ্ম-অধিকারী॥
শকুন অধম আমি অতি অপাবন।
আমারে করিলা প্রভু ভুবনপাবন॥
সব বিধিহীন আমি জগত-ভিতর।
তথাপি করিলা ধন্য মোরে রঘুবর॥
নিজ জন জানি মোরে কৃপার নিধান।
সাধু-সমাগম আজি করিলা প্রদান॥
রামলালী যথামতি করিনু বর্ণন।
তোমার নিকটে কিছু না রাখি গোপন॥
রাঘব-চরিত সিন্ধু অমিত অপার।
কার সাধ্য আছে তার পাইবারে পার॥
রাঘবের গুণগণ করিয়া স্মরণ।
পুনঃপুন পুলকিত ভুশুণ্ড সুজন॥
নেতি করি কহে বেদ যাহার মহিমা।
অতুল প্রতাপ-তেজ বলের গরিমা।
বিরিঞ্চি-শঙ্কর-সেব্য রাঘবচরণ।
মোর প্রতি কৃপাবান্ কৌশল্যানন্দন॥
না দেখি না শুনি কভু স্বভাব এমন।
রঘুপতি সম কারে করিব গণন॥
সাধন-তৎপর সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী।
কৃতজ্ঞ কোবিদ কবি বিরক্ত সন্ন্যাসী॥
মহাযোগ-রত শূর তপোধন জ্ঞানী।
ধরমনিরত সাধু পণ্ডিত বিজ্ঞানী॥
না তরে সংসার বিনা যাঁহার ভজন।
পুনঃপুন করি তাঁর চরণ বন্দন॥
শরণ লইয়া মম সম অঘরাশি।
হইল বিশুদ্ধ নমি নমি অবিনাশী॥
যাঁর নাম হয় ভব-রোগের ভেষজ।
যাহে নাশ করে ঘোর শূল ত্রিতাপজ॥
সেই কৃপাময় দেব প্রভু রঘুবর।
রহু সদা অনুকূল তব মম পর॥
বায়সের বাক্য শুনি কশ্যপনন্দন।
রাম পদে রতি তার করি দরশন॥
কহিল সাদরে তারে সপ্রেম বচন।
বিগত-সংশয়-মোহ আনন্দিতমন॥
হইনু কৃতার্থ শুনি রাঘব-রচিত।
প্রেম-ভক্তি-রস-যুত তোমার কথিত।

রাঘব-চরণে নব রতি উপজিল।
বিমোহ-জনিত-দুঃখ সব দূরে গেল॥
নারিনু করিতে আমি প্রতিউপকার।
চরণ-কমল তব নমি বারম্বার॥
তুমি পূর্ণকাম তব রামে অনুরাগ।
তোমার সমান কেবা আছে মহাভাগ
ভূতল-ভূধর-নদী বিটপ সুজন।
ইহাদের জন্ম পরহিতের কারণ॥
নবনীত সম হয় সাধুর হৃদয়।
করিয়াছে কবিগণ এমত নির্ণয়॥
আপনার পরিতাপে দ্রবে নবনীত।
পরদুখে দ্রবীভূত হয় সাধুচিত॥
জীবন-জনম মম সফল হইল।
তোমার প্রসাদে সব দ্বিধা দূরে গেল॥
আমারে জানিবে সদা আপন কিঙ্কর।
পুন পুন কহে ইহা বিহগ-প্রবর॥
প্রেমের সহিত বন্দি বায়স-চরণ।
গরুড় বৈকুণ্ঠ-পুরে করিল গমন॥
শুনহ গিরিজে সাধুসঙ্গের সমান।
এ তিন ভুবনে লাভ নাহি কিছু আন॥
হরিকৃপা বিনা কভু তাহা নাহি হয়।
আগম পুরাণ বেদ একবাক্যে কয়॥
কহিনু পরমপূত রাম-ইতিহাস।
শ্রবণে শুনিলে ছুটে ভব-মায়াপাশ॥
প্রণয়ের কল্প-তরু করুণা-আলয়।
রাঘব-চরণপথে প্রীতি উপজয়॥
কর্ম্ম-বাক্য-মনপাশ করে পলায়ন।
মন দিয়া এই বাক্য করিলে শ্রবণ॥
বিজ্ঞান বিরতি যোগ তীর্থপর্য্যটন।
নিপুণতা সহ সর্ব্বধর্ম্ম সাধন॥
সংযম নিয়ম নানাবিধ ব্রত দান।
জপ যজ্ঞ আদি নানা কর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
সর্ব্বভূতে দয়া গুরুব্রাহ্মণসেবন।
সুবিদ্যা বিনয় শুদ্ধ বিবেকধারণ॥
যে সব সাধন বেদ করেছে নির্ণয়।
সবাকার ফল এক হরি ভক্তি হয়॥
সেই রঘুনাথভক্তি কহে শ্রুতিগণ।
হইলে রাঘবকৃপা পায় কোন জন॥

সে দুর্ল্লভ হরিভক্তি পায় অনায়াসে।
যে শুনে একথা সদা আনিয়া বিশ্বাসে॥
তাহারে সর্ব্বজ্ঞ কহি গুণবান্ জ্ঞাতা।
ধরণীমণ্ডলে সেই সুপণ্ডিত দাতা॥
সেই কুলত্রাতা সেই ধর্ম্মপরায়ণ।
শ্রীরামচরণে লীন রহে যার মন॥
নীতিতে নিপুণ সেই পরম চতুর।
বেদের সিদ্ধান্ত-জ্ঞান তাহার প্রচুর॥
সে হয় কোবিদ কবি সেই রণধীর।
কপটতা ছাড়ি ভজে যেই রঘুবীর॥
কন্যা সে রমণী যার পতিপদে রতি।
ধন্য সেই দেশ যথা সুর-স্রোতস্বতী॥
ধন্য সে নৃপতি নীতি যে করে পালন।
নিজ ধর্ম্ম রাখে ধন্য সে হয় ব্রাহ্মণ॥
সেই ধন্য ধন্য যার প্রাথমিক গতি।
সেই পুণ্য ধন্য যাহে রামপদে রতি॥
ধন্য সে সময় যবে সাধুর সঙ্গতি।
ধন্য সে জনম যাহে ব্রাহ্মণে ভকতি॥
ত্রিভুবনপূজ্য ধন্য সেকুল নগজে।
রামপরায়ণ নর যাহাতে উপজে।
মতিঅনুরূপ কথা করিনু বর্ণন।
যদিও প্রথমে আমি রাখিনু গোপন॥
তোমার মনের প্রীতি করি দরশন।
করাইনু রঘুপতিপ্রসঙ্গ শ্রবণ॥
মন দিয়া হরি-লীলা যে নাহি শুনিবে।
তারে কিম্বা শঠে ইহা কভু না কহিবে॥
না কহিবে ক্রোধ-লোভ-কাম-পরায়ণে।
অথবা না ভজে যেই শ্রীরঘুনন্দনে॥
দ্বিজদ্রোহী নরে নাহি করাবে শ্রবণ।
যদি হয় সুর-পতি সম সেই জন॥
রাম-কথা শুনিবার সেই অধিকারী।
সাধুর সঙ্গতি যার অতীব পিয়ারী॥
গুরু-পদসুরসিজে প্রীতি আছে যার।
তার অধিকার রামকথা শুনিবার॥
এ প্রসঙ্গে তার হয় অতি সুখোদয়।
যাহার পরম প্রিয় রাম দয়াময়॥
শ্রীরাম-চরণে রতি চাহে সেই জন।
নির্ব্বাণ পাইতে কিম্বা আছে যার মন॥

ভাবের সহিত এই রামগুণগান।
করুক শ্রবণপুটে সদা সেই পান॥
রাঘব-চরিত আমি করিনু কীর্ত্তন।
মনোমল-হর কলি-কলুষ-শমন॥
জনম-মরণ-জরা রোগের নাশক।
এ রাম-চরিত শ্রুতি-সুখের দায়ক॥
আছে হে ইহাতে সপ্ত রুচির সোপান।
রঘুপতিভকতির বিবিধ বিধান॥
অতি কৃপা করে যারে হরি বিতরণ।
সে পারে করিতে এই পথে পদার্পণ॥
মনের কামনাসিদ্ধি সে নর পাইবে।
কপটতা ত্যজি সেই এ কথা গাইবে॥
কহিবে শুনিবে কিম্বা অনুমতি দিবে।
গোষ্পদ সদৃশ ভব-বারিধি তরিবে॥
কহিলা সকল কথা গিরিজা শু ন।
কহে তব কৃপা বলে সংশয় ঘুচিল॥
রাঘবচরণে নব রতি উপজিল।
আমার হৃদয় নাথ প্রসন্ন হইল॥
কৃতার্থা প্রসাদে তব হইনু বিশ্বেশ।
হইল রাঘবে ভক্তি দূরে গেল ক্লেশ॥
উমা-মহেশ্বরকৃত এশুভ সম্বাদ।
সতত সুখদ নাশে মনের বিষাদ॥
ভবভয়-নিবারণ সন্দেহ-গঞ্জন।
সুজনের প্রিয় সদা হৃদয়রঞ্জন॥
জগমাঝে রামউপাসক যত হয়।
ইহা সম তাহাদের প্রিয় কিছু নয়॥
যথামতি রামযশ করিনু কীর্ত্তন।
রাম-কৃপাবলে আমি পরম পাবন॥
এই কলিকালে নাহি দ্বিতীয় সাধন।
যোগ যজ্ঞ জপ তপ ব্রতাদি পূজন॥
রামগান কর রামে কর হে স্মরণ।
রাম গুণগ্রাম কর নিয়ত কীর্ত্তন॥
পতিতপাবন যার যশ সুমঙ্গল।
গান করে কবি শ্রুতি পুরাণ সকল॥
কুটিলতা ত্যজি কর রামের ভজন।
না পাইল গতি তাঁরে ভজি কোন্ জন॥
কেবা না পাইল গতি, ভজি রাম রঘুপতি,
রামে ভজ শুন শঠ মন।

অজামিল দুরাচার, পিঙ্গলা গণিকা আর,
গজ গৃধ্র ব্যাধ খল জন॥
আভীর যবন কত, কিরাতাদি শত শত,
শ্বপচাদি পাপের মূরতি।
বারেক কহিয়া রাম, তারা গেল সুরধাম,
করি রামচরণে প্রণতি॥
রঘুবংশ-বিভূষণ, প্রভুযশ সুপবন,
কহে শুনে যেবা করে গান।
ধৌত করি কলিমল, করি মন নিরমল
রাম-ধামে সে করে প্রয়াণ॥
শত পঞ্চ মনোহর, শ্রুতির আনন্দকর,
যেবা করে চৌপাই ধারণ
দারুণ-অবিদ্যা-তম, জনিত মনের ভ্রম,
হরে তার শ্রীরঘুনন্দন॥
সহৃদয়-সুখরূপ, কৃপাময় সুরভূপ,
অনাথ-উপর প্রীতিমান্।
অহেতু-মঙ্গলকর, বিনারাম রঘুবর,
মুক্তিদাতা কেবা আছে আন॥
তব কৃপা-লব-লেশ, লাভ করি কোশলেশ,
মন্দমতি এ তুলসীদাস।
পরম বিশ্রাম পায়, তব সম রঘুরায়,
কে আছে নাশিতে ভবপাশ॥

কেহ নাহি দীন হীন আমার সমান।
তব সম দীনহিত কেহ নাহি অ ন॥
এত বিচারিয়া রঘুকুলের ভূষণ।
এ বিষম ভবভয় কর হে হরণ॥
কামীর পিয়ারী হয় রমণী যেমন।
লোভি জনপ্রিয় যথা হয় হে রতন॥
তুলসী-দাসের মন লাগিযা তেমন।
রহুক চরণে তব রাম নারায়ণ॥

কলি-কলুষিতমতি, দুরাচার পাপী অতি,
দীন দ্বিজ হরিনারায়ণ
ার শ্রীচরণ-, রজ শির-বিভূষণ,
করি তাঁর কৃত রামায়ণ।
বরনিল ভাষান্তরে, শুন সব সাধু নরে,
দোষভাগ না কর গ্রহণ।

নাহি কিছু গুণ মম, হিয়া পরিপূর্ণ তম,
নাহি রামশ্রীচরণে রতি।
হইয়া লোভের বশ, কহিলাম রা যশ,
কৃপা করি শুন শুদ্ধমতি॥
গোস্বামী তুলসীদাস, জানি মোরে নিজদাস,
ভক্তিধন কর বিতরণ।
সংসারসাগরে পড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি,
কেশে ধরি কর উত্তোলন॥
সম্বত উনিশশত আঠান্ন বৎসরে।
পবিত্র বৈশাখ শুক্ল হরির বাসরে॥
রামপাদপদ্ম করি হৃদয়ে ধারণ।
সমর্পিল রামায়ণ হরিনারায়ণ॥

ইতি শ্রীরাম-চরিত-মানসে সকল-কলি-কলুষ-ধ্বংসনে বিমল-
বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-সম্পাদনো নাম সপ্তমঃ সোপানঃ॥
উত্তরকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

শ্রীরামায়ণ সম্পূর্ণ।